# তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

নবম ভাগ। ১৮০৮ শক।
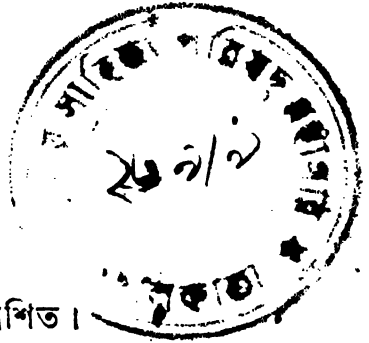
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনুমত্যনুসারে প্রকাশিত।


কলিকাতা

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও ২১১ নং
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রচারিত।

প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ২৷০ মফস্বলে ৩৲

# সূচী পত্র।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

(পাক্ষিক পত্রিকা।)

৯ম ভাগ। ১ম সংখ্যা। | ১লা বৈশাখ মঙ্গলবার, ১৮০৮ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ৩৲ প্রতি সংখ্যা ৶০

রাগিণী বেহাগ—তাল ধা।

কেন জাগে না জাগে না অবশ পরাণ।
নিশি দিন অচেতন ধূলি শয়ান।
জাগিছে তারা নিশীথ আকাশে
জাগিছে শত অনিমেষ নয়ান।
বিহগ গাহে বনে ফুটে ফুলরাশি,
চন্দ্রমা হাসে সুধাময় হাসি।
তব মাধুরী কেন জাগে না প্রাণে
কেন হেরি না তব প্রেম বয়ান!
পাই জননীর অযাচিত স্নেহ
ভাই ভগিনী মিলি মধুময় গেহ।
[illegible]
কেম করি তোমা হতে দূরে পরাণ।

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।)

---

## প্রার্থনা।

হে পরম দেব! আমরা তোমার আশীর্বাদে ধীরে ধীরে এক বৎসর অতিক্রম করিয়া আর এক বৎসরে পদার্পণ করিতেছি। তুমি মঙ্গলময়, তুমি নিরন্তর আমাদিগকে মঙ্গলের পথে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা পাইতেছ, কিন্তু আমরা সকল সময় তোমার ইঙ্গিত না বুঝিয়া পাপ প্রবৃত্তির দাস হইয়া ক্রমাগত বিপথে গমন করিতেছি। পুরাতন কুসঙ্গী—অন্তরের শত্রুগুলিকে আজিও সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে পারিতেছি না। মনে করি তোমারই সহবাসে থাকিয়া তোমারই পবিত্র ও সাধু সন্তান হইয়া স্বর্গের পথে অগ্রসর হইব। কিন্তু হায়! দেখি যে অগ্রসর না হইয়া পশ্চাতেই যেন যাইতেছি! প্রভো! তুমি ত অন্তরের সমুদায় সংগ্রামই জান। আমরা তোমার কখনই বাধ্য নই, তাহা ত তুমি জান! পিত! আমরা নববর্ষে তোমার নিকট এই ভিক্ষা চাই, যেন আমাদের অন্তর পবিত্র হয়, আমাদের মন যেন সাধুভাবে সর্ব্বদা অভিষিক্ত হইতে পারে। পিত! বড়ই লজ্জা হয়! তুমি সাংসারিক কোনও ক্লেশই ত রাখ নাই; বন্ধু বান্ধবদিগের ভালবাসা, পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণের স্নেহ আমাদিগকে কত সুখ দিতেছে; তবুও হে দেব! আমরা ত তোমার অনুগত হইতে পারিলাম না। আমাকে তুমি নূতন বর্ষে নূতন ভাবে গঠন কর, নতুবা আর চলে না। আমাদিগকে দীন অসহায় ভিক্ষুক করিয়া দেও! আমরা তোমারই দ্বারে ভিক্ষা করিয়া করিয়া চিরদিন কাতরকণ্ঠে কাঁদিব। ইহাতেই আমাদের সুখ, ইহাতেই আমাদের শান্তি, ইহাতেই আমাদের তৃপ্তি, ইহাতেই আমাদের মুক্তি।

---

যে ব্যক্তি কখনও আলোক দেখে নাই, যে জন্ম অন্ধ; যে ব্যক্তি শব্দ শুনিতে পায় না, যে সম্পূর্ণ বধির; তাহাদের নিকট ইন্দ্রধনুর সুন্দর মনোমুগ্ধকর নানাবিধ বর্ণ; তাড়িত হইতে উৎপন্ন নানাপ্রকার আলোক এবং নানাবিধ তাড়্যমান বাদ্যযন্ত্রের শ্রুতিমধুর সঙ্গীত প্রভৃতি দ্বারা আলোক, বর্ণ ও শব্দের বৈজ্ঞানিক আলোচনায় যেরূপ কোনও ফলই হয় না, সেইরূপ যাহাদের অন্তরে ধর্ম্মের বোধ মাত্র নাই তাঁহাদের নিকট গভীর জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ অথবা শাস্ত্র যতই ব্যাখ্যা করা যাউক না কেন তদ্দ্বারা কোনও ফলই হয় না। ধর্ম্মভাব মানব অন্তরে স্বাভাবিক; তবে এমন সম্ভব যে, শিশুর অন্তরের ন্যায় অনেক সময় মানব পরমেশ্বর প্রদত্ত এই মহৎ ও স্বর্গীয় ভাবের চিহ্ন মাত্রও আপন অন্তরে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া মৃতের ন্যায় অতি শোচনীয় অবস্থায় কালযাপন করে। মানবের এই অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর! মৃত্যুর অপেক্ষাও এই অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে বহুদিন এই অবস্থায় কোনও মানুষকেই থাকিতে দেখা যায় না। পরমেশ্বরের কৃপায় প্রত্যেক অন্তরই স্বাভাবিক নিয়মানুসারে এই ধর্ম্মভাবের আধারভূমি হইয়া রহিয়াছে। এই ধর্ম্মরূপ স্বর্গীয় বীজ মানব অন্তরে নিহিত আছে বলিয়াই মানুষ শাস্ত্র শুনিতে চায় এবং আধ্যাত্মিক উপদেশে তাহার প্রাণের ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠে। প্রেমিক ও বিশ্বাসী সাধু মানবের সহবাস লাভ করিবার জন্য তাহার অতিশয় আকাঙ্ক্ষা হয় এবং তাদৃশ সাধুর সঙ্গ লাভ করিয়া প্রাণ আরও ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ হইতে থাকে। যদি এই ধর্ম্মরূপ স্বর্গীয় চিত্র প্রত্যেক মানবের প্রাণের প্রকৃতিতেই লিখিত না থাকিত, তাহা হইলে জন্মান্ধের নিকট আলোক ও বর্ণের বৈজ্ঞানিক আলোচনার ন্যায় এবং বধিরের নিকট সুশ্রাব্য সঙ্গীতের ন্যায় সমস্তই নিষ্ফল হইয়া যাইত।

---

মানুষ পাপের স্রোতে সমাজকে যদি ভাসাইয়া দিতেও যত্ন করে, যদি দুরাচার ও কলঙ্ক সমাজের অস্থির মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করে, তাহা হইলেও একটী বলকে কখনই সে পরাজয় করিতে পারিবে না; সে বল সত্যের বল! এই সত্যের বল প্রভূত: সত্য যেমন ধাৰ্ম্মিকের প্রিয়পদার্থ, তাঁহার অন্তরের অমৃত-প্রস্রবণ; সেইরূপ এই সত্যই আবার মিথ্যাবাদী, মিথ্যামাত্রজীবী শঠ ও প্রবঞ্চকের আশ্রয়ভূমি—তাহার একমাত্র অবলম্বন। সত্য বিশ্বাসঘাতক ও প্রতারকের একমাত্র সম্বল একথা শুনিতে আপাততঃ আশ্চর্য্যজ্ঞান হইলেও ইহা অতীব সত্য কথা। আমরা প্রতিদিন এই সংসারের পথে দেখিতেছি, মানুষ মানুষকে ঠকাইতেছে—মানুষ মানুষের রক্ত শোষণ করিতেছে, বিষপান করাইয়া তাহার প্রাণসংহার করিতেছে। কিন্তু সমুদায়ই সত্যের দোহাই দিয়া করিতেছে। মানুষ যদি জানিতে পারে যে, তাহাকে যাহা বলা হইতেছে, তদ্রূপ আচরণ তাহার সহিত করা হইবে না, তাহা হইলে ছলনাকারীর সমুদায় কৌশল জাল সে তৎক্ষণাৎ ভেদ করিয়া ফেলে, কোন মতেই অতীব সুচতুর শঠ শিরোমণিও মানুষকে প্রতারণা করিতে পারে না। শঠ যতক্ষণ না আমাকে সত্য করিয়া বুঝিতে দেয় যে, সে আমাকে কাঞ্চন দিবে, ততক্ষণ সে কখনই আমাকে পৰ্ব্বত, নদ, নদী, সমুদ্র, ও মরু উল্লঙ্ঘন করাইয়া কাচখণ্ড হাতে দিয়া প্রবঞ্চনা করিতে পারে না; আমার শত্রু যতক্ষণ না সত্যের দোহাই দিয়া আমাকে বুঝাইতে পারে যে সে আমাকে অমৃতভাণ্ড দিতেছে, ততক্ষণ কোনও মতেই পূৰ্ব্বের ভানু পশ্চিমে গেলেও আমি তাহার কথায় ভুলিয়া বিষপাত্র হস্তে লইয়া তাহা পান করিয়া আমার প্রাণসংহার করি না। সত্যকে পা দিয়া দলন করাও যাহার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবসায় সেও যদি সত্যের দোহাই না দেয়, তাহা হইলে তাহার কোনও কথারই মূল্য থাকে না; কেহ তাহার কথায় কর্ণপাতও করে না। বরং ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে যত মিথ্যা ব্যবহার করে সে তত প্রতিপদে এমন কি প্রতি বাক্য উচ্চারণে সত্যের দোহাই দিয়া কথা বলে বা ব্যবহার করে; যে যত অধিক পরিমাণে মিথ্যা-জীবী সে তত অধিক পরিমাণে সত্যের আশ্রয় লইয়া থাকে! এইজন্যই পণ্ডিত সাধু, ও ঋষিরা বলেন "সত্য-মেব জয়তে।"

---

বিগত ১৮৮৩ সালে আমাদের বাঙ্গালা দেশের শাসনকর্ত্তা গোলাভাটীর দ্বারা দেশের কি ইষ্টানিষ্ট হইতেছে, ইহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কয়েকজন দেশীয় ও কয়েকজন ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত লোককে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাঁরা দেশের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া অনেক অনুসন্ধানের পর গবর্ণমেণ্টকে তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফল জ্ঞাপন করেন। তাঁহাদের পরামর্শানুসারে শ্রীযুক্ত রিভার্স টমসন মহোদয় এই নিয়ম করিয়াছেন যে, কোনও সুরাব্যবসায়ী দ্বাদশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালককে সুরা বিক্রয় করিতে পারিবে না। যদি কেহ এই নিয়ম মান্য না করে তাহা হইলে তাহার কঠিন দণ্ড হইবে। এই নিয়ম দ্বারা দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি বৰ্দ্ধমান বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে পুরুষ, স্ত্রী, বালক বালিকা সকলেই এই সৰ্ব্বনাশকর সুরা পান করিয়া থাকে। সমস্ত দিবসের কঠিন পরিশ্রমের পর যাহা কিছু উপার্জ্জন করে তাহার প্রায় সমস্তই এই সুরায় ব্যয় করিয়া থাকে! বালকেরা অতি শৈশবাবস্থাতেই সুরাপান অভ্যাস করিয়া অবশেষে ঘোর সুরাপায়ী হইয়া উঠে। সুতরাং আমাদের শাসনকর্ত্তা এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত করাতে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে ইহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। তবে একটী বিষয়ে আমাদের অত্যন্ত ভয় হয়। সে ভয়টী এই যে, এই নিয়মানুসারে কাজ করা হইল কি না, কে দেখিবে? বিশেষ তত্ত্বাবধান না করিলে এই নিয়মানুসারে কার্য্য হওয়া বড়ই গুরুতর ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। আমরা আশা করি গবর্ণমেণ্ট যেমন দেশের এমন একটী কল্যাণকর অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন যাহাতে তদনুসারে কার্য্য হয় সে বিষয়েও বিশেষ মনোযোগ রাখিবেন।

---

## মোহ।

আমরা সংসারে কি এক ঘোর অজ্ঞানের অন্ধকারে পড়িয়া থাকি কিছুতেই আমাদের সংজ্ঞা হয় না। তৃষ্ণার্ত্ত পথিক মরুমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে যেমন মিথ্যা বারির আশায় গভীর হইতে গভীরতর মরুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, অবশেষে শুষ্ককণ্ঠ ও শুষ্কতালু হইয়া হাহাকার করিতে করিতে মৃত্যুশায়ী হয় তেমনই আমরাও প্রকৃতজ্ঞানের অভাবে জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য ভুলিয়া সুখের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতেছি এবং অবশেষে সুখই বিষবৎ হইয়া আমাদিগের সৰ্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। আমরা এই সুখের অন্বেষণে এত ব্যস্ত এবং এমনই মগ্ন যে, আমাদিগকে মত্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মানুষ সূর্য্যোদয় হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত অর্থোপার্জ্জন প্রভৃতি নানাবিধ জীবনোপায় সংগ্রহ করিবার জন্য শশব্যস্ত; এই নগরী দিবারাত্রি কোলাহলে পরিপূর্ণ; শত শত নরনারী এত ব্যস্ত হইয়া রাজপথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে যে, কেহ কাহারও দিকে তাকাইবার অবসর পায় না। কি ভয়ানক কোলাহল! ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা সমাজের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিবার জন্য কি সমারোহই না চলিতেছে! যেন এক প্রবল স্রোতের মধ্যে সকলে গা ঢালিয়া দিয়া বেগে নীত হইতেছে! কেহই যেন দাঁড়াইতে পারিতেছে না। আমরা সকলেই ব্যস্ত কেহ কাহাকে সত্য বুঝাইয়া দিতে পারিতেছে না।

একদিন হঠাৎ আমার একটী পরমাত্মীয়ের মৃত্যু হইল। যাহার উপর বহু আশা করিয়াছিলাম, যাহাদ্বারা সংসারে পরম সুখে বাস করিব বলিয়া মনে মনে হর্ষ সুখ অনুভব করিতেছিলাম হঠাৎ একদিন মৃত্যু আসিয়া সেই কুসুম কোরকটীকে প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বেই অপহরণ করিয়া লইয়া গেল; তখন হাহাকার করিয়া শোক করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম "একি! অসহ্য বল প্রকাশ করিয়া আমার বুকের বস্তুকে কে লইয়া গেল! আমার বিক্রমে পৃথিবী কম্পিত হয়, আমার অর্থে সকলেই বশীভূত। কিন্তু মৃত্যু আসিয়া হাসিতে হাসিতে আমার পরম স্নেহের সামগ্রী কাড়িয়া লইয়া যায় আর আমি রক্ষা করিতে পারি না।" যখন এইরূপে দেখিতে

পাই যে, রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিলেও এবং প্রবল প্রতাপের দোহাই দিলেও আমার প্রাণের পুত্তলিকে মৃত্যুগ্রাস হইতে রক্ষা করিতে পারি না। তখন ক্ষণকালের জন্য আমার চেতনা হয়। তখন ভাবি "কি অদ্ভুত প্রহেলিকা! আমার এত জ্ঞান এত শক্তি থাকিতে আমার পিপাসার শান্তি না হইতে—ভোগবাসনা সমস্ত পরিতৃপ্ত হইবার পূর্ব্বেই কোন্ অদৃশ্য শক্তি আমার এই শরীর হইতে জীবনী শক্তিকে বিচ্যুত করিয়া দেয়!" কিছুদিনের জন্য মনে ঘোর বৈরাগ্য উপস্থিত হইল, সংসারে ভাল লাগিল না, বিষয় সুখ বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল,—বিষয়ভোগের অনুসঙ্গীদিগকে শত্রু বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে কিছুদিন যাইতে না যাইতে আবার ক্রমে সংসারের সুখে মগ্ন হইতে লাগিলাম। ঘোর আসক্তি আসিয়া আমার চতুর্দ্দিক হইতে আমাকে ঘেরিতে লাগিল! সুযোগ হারাইলাম! পরমেশ্বর তাঁহার অসীম কৃপাগুণে এই মোহান্ধ পথিককে কুপথ হইতে উদ্ধারের জন্য সুযোগ এবং আলোক প্রদান করিয়াছিলেন, আমি দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা হারাইয়া ফেলিলাম। আমার জীবনের উদ্দেশ্য যাহা তাহা একটু একটু করিয়া হয়ত এই সুযোগে আমার সংসারাসক্ত প্রাণে প্রতিভাত হইতেছিল; কিন্তু আবার মোহ আসিয়া আমাকে ঘিরিল; আমি যে সংসারের দাস ছিলাম তাহাই রহিয়া গেলাম। আমার আর উদ্ধার হইল না! সংসারে আমার মন হয়ত জীর্ণ ও ক্লান্ত হইতেছে শরীর ও মন ভার বোধ হইতেছে। তথাপি আমার চেতনা হয় না। সংসারে যাহাদের ভোগ্য ও বিলাসবস্তু প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান; সংসারে যাহাদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি আছে, যাহারা মনের সুখে জনসমাজে বাস করিতেছে, তাহারা বরং এক দিন এই সকল আশু ও আপাত সুখের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু জগতে এমন লোকের সংখ্যাই অধিক যাহারা অতি কষ্টেও আপন আপন জীবিকা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম নহে; যাহারা রোগে জীর্ণ শীর্ণ কলেবর লইয়া জড়পিণ্ডের মত এই জন-সমাজে বিচরণ করিতেছে, যাহারা অতি শোচনীয় অবস্থার মধ্যে বাস করিয়া অতি কঠিন হৃদয় পাষাণ প্রাণকেও বিগলিত করিতেছে। এইরূপ বিষম শোচনীয় অবস্থায় বাস করিয়াও জীবনে শান্তি রাখিতে ইচ্ছা নাই! ক্রমাগত বিবাদ কলহ, মিথ্যা ও প্রতারণা করিয়া দুঃখপূর্ণ জীবনকে আরও দুঃখে পূর্ণ করিতেছে। হৃদয়ে দয়া নাই; প্রাণের মধ্যে নানা প্রকার মলিনভাব—নরকের জীবন্ত ছাব! হায় হায়! এমন কেন হয়! কে এমন শত্রু আছে যে, মানব হৃদয়কে এইরূপে বিকৃত করিয়া দেয়। মানবাত্মা স্বর্গের বস্তু, সে স্বর্গের অমৃত সেবন করিয়া জীবনে পবিত্র সুখ ও শান্তি অনুভব করিবে—না কোথায় তাহার এই দুর্দ্দশা। যে সংসারে তাহাকে কয়েকদিন মাত্র বাস করিতে হইবে, সে সংসারের প্রতি তাহার এতই মায়া! যে শরীর ও ইন্দ্রিয় দিনকয়েকের জন্য সেই শরীর ও ইন্দ্রিয় সুখের লালসায় চারিদিকে কেবল বিবাদ কলহ ও অশান্তির অগ্নি ছড়াইয়া জনসমাজকে দগ্ধ করিতেছে! মানবের এই দুর্দ্দশা দেখিয়াই ধার্ম্মিক শাক্যসিংহ সমস্ত রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া সামান্য দীন ভিক্ষুর বেশে বহির্গত হইয়াছিলেন। সংসারের লোকের দুঃখ দেখিয়া সিদ্ধার্থ আর সুখের দোলায় শয়ান থাকিতে পারিলেন না! সুখের পুষ্পময় শয্যা আর তাঁহার ভাল লাগিল না। সংসারের কোনও সুখেই তাঁহার প্রাণে শান্তি দিতে পারিল না। সহস্র জ্বালা তাঁহার প্রাণকে দিবানিশি দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনি অস্থির হইয়া সেই জ্ঞান লাভের জন্য বহির্গত হইলেন, যাহা লাভ করিলে মোহ আর মানুষকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। হে পরমেশ্বর! তোমার নিকট করযোড়ে এই ভিক্ষা করিতেছি, তুমি আমাদিগকে নিরন্তর এই মোহের আক্রমণ হইতে রক্ষা কর!

---

## সহজ এবং সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম।

মানবাত্মার সম্পূর্ণ কল্যাণকর, চির-উন্নতির সহায়, সহজ এবং স্বাভাবিক ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম। আত্মার সমস্ত বিভাগের বিকাশের সহায়তাকরা ইহার প্রধান লক্ষ্য এবং লক্ষণ। ইহা যেমন জ্ঞানের অবিরোধী, তেমনি ভক্তি ও প্রেমের পক্ষপাতী এবং তৎসদৃশ স্বাভাবিক ও সর্ব্বজন উপযোগী। কোন ধর্ম্মের উপদেশ সকল হিব্রু ভাষায় লিখিত, তাহাদের বিশ্বাস তদতিরিক্ত ধর্ম্মোপদেশ মানবাত্মার কল্যাণকর হইতে পারে না। কোন ধর্ম্মশাস্ত্র আরবি ভাষায় লিখিত, তাহাদের বিশ্বাস তাহাতে যাহা আছে, তাহাই মানবাত্মার কল্যাণের জন্য প্রচুর। তদতিরিক্ত যাহা কিছু তাহা গ্রাহ্য বা পালনীয় নহে। আবার কোন ধর্ম্মশাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। বহু পরিশ্রম ও আয়াস পূর্ব্বক তুমি যদি সেই নিবিড় বনাভ্যন্তর হইতে সত্য ফল সংগ্রহ করিতে পার, তবেই তোমার কল্যাণ, অন্যথা তোমার পরিত্রাণ সুদূরপরাহত। এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসমাজ আপন আপন ধর্ম্ম গ্রন্থকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া, তাহার বাহিরের সমস্তই অসার এবং পরিত্যজ্য ও আত্মার কল্যাণের জন্য বিশেষ কোন ফলপ্রদ নয়, এই ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু এই প্রকার কোন বিশেষ ধর্ম্মগ্রন্থ দ্বারা কখনই আত্মার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। কারণ যদি এই হিব্রু ভাষায় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থে যাহা আছে, তাহা না জানিলে আত্মার কল্যাণ সাধন অসম্ভব হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অভ্যস্ত হিব্রু ভাষায় অনভিজ্ঞ বহু নরনারীকে পরিত্রাণের আশা ছাড়িয়া দিতে হয়। পৃথিবীর সকল দেশের লোকের পক্ষে হিব্রু ভাষা শিক্ষা করা কখনই সম্ভব নয়। সুতরাং তাহাদের জন্য পরিত্রাণের পথ রুদ্ধ। এই প্রকার আরবি, সংস্কৃত বা অন্য যে সকল ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিত আছে, তদিতর ভাষাভিজ্ঞ লোকদিগকেও সেই সকল উপদেশ জানার অভাবে পরিত্রাণ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং এই প্রকার ধর্ম্ম কখনও সকল মানবাত্মার জন্য কল্যাণকর হইতে পারে না। আবার পৃথিবীতে অন্ধ, বাক্‌শক্তি রহিত প্রভৃতি বিকলেন্দ্রিয় মানবাত্মার সংখ্যাই বা কত যাহাদের পক্ষে রীতিমত ভাষা শিক্ষা করিয়া উপদেশ লাভ করা কখনই সম্ভব নয়। আবার অনেক ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে যাঁহারা স্থান বিশেষকে ঈশ্বরের আবির্ভাব পূর্ণ বলিয়া বিশ্বাস করেন অথবা

ব্যক্তি বিশেষকে স্বীকার করা আত্মার কল্যাণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহাও কখন সর্ব্বজনহিতকর ও স্বাভাবিক হইতে পারে না। পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে কোথায় একটী স্থান আছে, যে স্থানে গমন করিলে ঈশ্বরের আবির্ভাব প্রাণে অনুভব করিবার সুবিধা হইবে, সেস্থানের পরিচয় পাওয়া কিম্বা যাইবার সুবিধা কখনই সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং তাহাদের জন্য ঈশ্বরানুভব করাও সহজ নহে। কোথায় এক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাহাকে স্বীকার না করিলে পরিত্রাণ অসম্ভব, তাঁহার সংবাদ পৃথিবীর সকল অংশের লোকের পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই, তাহাকে স্বীকার না করিলে যদি পরিত্রাণ অসম্ভব হয়, তবে পৃথিবীর অধিকাংশ লোককে এই প্রত্যেক মানবাত্মার এই অবশ্য লভনীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। আবার অনেকের বিশ্বাস বিশেষ ব্যক্তির নিকট হইতে শিক্ষা না পাইলে— তাহাদের নিকট পরিত্রাণের দ্বার স্বরূপ বিশেষ সাধন প্রণালী চিরদিন অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে। কিন্তু সেই সকল ব্যক্তির নিকট গমনপূর্ব্বক সেই বিশেষ প্রণালীতে শিক্ষিত হওয়া সকলের জন্য কখনই সম্ভব হইতে পারে না। সেই সকল ব্যক্তির পরিচয় কখনই সকলে পাইতে পারে না। আবার বিশেষ শারীরিক প্রক্রিয়ার উপর যে সকল সাধন নির্ভর করে, তাহাও কখন সকলের জন্য উপযোগী হইতে পারে না। কারণ সকলের শরীর সেই সাধনোপযোগী সুস্থ কখনই হইতে পারে না। সুতরাং এই প্রকার সংকীর্ণ সীমায় যাঁহারা ধর্ম্মকে আবদ্ধ করিতে চাহেন—এই প্রকার বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মগ্রন্থ বা বিশেষ ব্যক্তির আশ্রয় বা বিশেষ স্থানে গমনের প্রতি পরিত্রাণ নির্ভর করে বলিয়া, যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা কখনই স্বাভাবিক বা ঐশ্বরিক ধর্ম্মের বিধি শিরোধার্য্য করিয়া চলেন না।

পরিত্রাণ পাওয়া যদি প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক হয়, ঈশ্বর লাভ যদি মূর্খ, জ্ঞানী, অন্ধ আতুর সকলের জন্য আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়ও এরূপ হওয়া উচিত যাহা সকল দেশে সকল সময়ে সকল অবস্থায় অবলম্বনীয় হইতে পারে। যে সাধন প্রণালীতে তাহার অভাব দেখিব, যে বিশ্বাসানুসারে চলা সর্ব্বজনের জন্য সহজ এবং সুবিধাজনক না হইবে, তাহাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্মত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। কারণ ঈশ্বরের বিধি যাহা তাহা যেমন সকলের জন্য তেমনই সকলের পক্ষে অবলম্বন সহজ ও স্বাভাবিক হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মকে আমরা সকলের পক্ষে অবলম্বন করা সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং ইহার মধ্যে কি স্বাভাবিকত্ব আছে, তাহাই দেখা আবশ্যক।

প্রথমতঃ মানবাত্মার কল্যাণের জন্য উপদেশ এবং উপদেষ্টার আবশ্যক — যদি কতকগুলি উপদেশ সম্মুখে থাকে, আর তাহা বুঝিবার বা বুঝাইবার কোন উপায় না থাকে, তবে তদ্দ্বারা কোন ফল লাভ হয় না। এজন্য শাস্ত্র যেমন আবশ্যক, তেমনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে উপদেষ্টারও আবশ্যক। আবার যদি সেই উপদেশ এবং উপদেষ্টার সহিত চির যোগ না থাকে—কখন উপদেশ পাইতেছি, কখন পাইতেছি না। কখন উপদেষ্টা উপদেশ করিতেছেন, কখন করিতেছেন না। তাহা হইলে সকল সময় সকল অবস্থায় মানুষ কখনই পরিত্রাণের পথে যাইতে সমর্থ হয় না। এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন, মানবাত্মার সহিত উপদেশ এবং উপদেষ্টা উভয়ের সাক্ষাত এবং অবিচ্ছিন্ন যোগ থাকা চাই। এজন্য ব্রাহ্ম ধর্ম্মের শাস্ত্র "অখিল জগত" এবং উপদেষ্টা সেই অখিল জগতপতি স্বয়ং "পরমেশ্বর"। এই ধর্ম্ম শাস্ত্র আবার দুই ভাগে বিভক্ত। তাহার একভাগ অন্তরে অন্যভাগ বাহিরে। যদি ঘটনাক্রমে কেহ বহিরিন্দ্রিয় শূন্য হয়, সে কি উপদেশ পাইবে না? অবশ্যই পাইবে। তাহার অন্তরই তাহার নিকট শাস্ত্র। স্বয়ং শাস্ত্রকর্ত্তা পরমেশ্বর প্রত্যেকের অন্তরেই পরিত্রাণোপযোগী শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া রাখিয়াছেন। যাহার বাহিরের ইন্দ্রিয় বিকল সে অন্তরেই মহান্ ঈশ্বরের স্বহস্ত লিখিত সেই উপদেশমালা পাঠ করিয়া পরিত্রাণের উপায় অবগত হইবে। উপদেশের সহিত কাহারও বিচ্ছেদ না ঘটে, এজন্য তিনি শাস্ত্রকে প্রত্যেকের চির সঙ্গী করিয়া দিয়াছেন। আবার বাহিরে শাস্ত্রের অন্য অংশ অবস্থিতি করিতেছে। যাহারা অধিক পরিমাণে সৌভাগ্যশালী তাহারা যেমন অন্তরে জলন্ত অক্ষরে লিখিত উপদেশাবলী পাঠ করে, তেমনি অনন্তপ্রসারিত বহিরাজ্যেও ব্রহ্মাণ্ডপতির অসংখ্য উপদেশ মালা পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। এই যে শাস্ত্রের উল্লেখ করা গেল তাহার সহিত কাহারও বিচ্ছেদ নাই। মানুষ যতদিন ইহজগতে থাকে, তত দিন অন্তর এবং বাহির দুয়ের সহিতই তাহার অবিচ্ছিন্ন যোগ। মানব ইহলোকে যেখানে যে ভাবে থাকুক না কেন সর্ব্বত্রই মহিমান্বিত পরমেশ্বরের মহিমায় পূর্ণ। যখন সে পরকালে থাকিবে তখনও তাহার সহিত সেই অন্তর রাজ্য চির বর্ত্তমান থাকিবে। সুতরাং এই শাস্ত্রের সহিত কাহারও বিচ্ছেদ নাই। মানুষ লিখিত লৌকিক ভাষার শাস্ত্র অনন্তকালের তুলনায় কতটুকু সময় সাহায্য করিতে পারে? যদি ইহারই উপর পরিত্রাণ লাভ নির্ভর করিত, তবে কে আর পরিত্রাণের আশা করিতে পারে। অনন্ত উন্নতিশীল আত্মার পরিত্রাণ সীমাবদ্ধ শাস্ত্র কিম্বা সংকীর্ণ সময়ে বদ্ধ কোন উপায় দ্বারা হইতে পারে না। এই প্রকৃতিরূপ শাস্ত্র মানুষকে যেমন চিরদিন সাহায্য করে, তেমনই মানবাত্মার ভিতর দিয়া যে সকল সত্য প্রকাশিত হইয়াছে যাহা গ্রন্থাকারে মানবসমাজে বর্ত্তমান রহিয়াছে, ব্রাহ্ম কি তাহার প্রতি উপেক্ষা করিতে পারেন? না। তাহা কখনই ব্রাহ্মের উচিত নয়, সেই সকল গ্রন্থ অবশ্যই ফলদায়ক। কখনই অবহেলার বস্তু নয়। সুতরাং ব্রাহ্মের শাস্ত্র অন্তরে বাহিরে চির বর্ত্তমান। এই অন্তর শাস্ত্রও বহিঃশাস্ত্র উভয় হইতেই উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। উপদেশের অভাবে তাহাকে কখন পথ হারাইতে হয় না। আবার একমাত্র উপদেশ রাশির মধ্যে থাকিলেই কখন জীবনে তাহা আয়ত্ব হয় না। তাহার সকল কথা বুঝিবার সুবিধা হয় না। সঙ্গে সঙ্গে উপদেষ্টা থাকা চাই। তাহার সঙ্গে চিরযোগ থাকা চাই। এ নিমিত্ত উপদেষ্টা স্বয়ং পরমেশ্বর। যাহার সহিত কখনই বিচ্ছেদ নাই। জল, স্থল, শূন্যে, তুমি যেখানে যাও তিনি সেই খানেই বর্ত্তমান। ঘোর অন্ধকার ময়

কিম্বা উজ্জ্বল দিবালোকের মধ্যেই থাক, সর্ব্বত্র সর্ব্বদা তিনি তোমার প্রাণের সঙ্গীরূপে আশ্চর্য্য প্রকাশে তোমার অন্তর বাহির পূর্ণ করিয়া বর্ত্তমান আছেন। সুতরাং উপদেষ্টার সহিত কোনক্রমেই বিচ্ছেদ নাই। যেমন শাস্ত্র চির-সহচর তেমনি উপদেষ্টা চির-সঙ্গী। যে শারীরিক ইন্দ্রিয় বিকল, যে লৌকিক বর্ণমালাজ্ঞান পরিবর্জ্জিত, যে সকল প্রকার বাহিরের সাহায্য নিরপেক্ষ এই শাস্ত্র এবং উপদেষ্টা তাহার জন্য যেমন চির-বর্ত্তমান। ইন্দ্রিয়শক্তিসম্পন্ন সকল প্রকার বাহিক সুবিধাসম্পন্ন ব্যক্তির জন্যও এই শাস্ত্র ও উপদেষ্টা তেমনই চির-বর্ত্তমান। স্থান, কাল, অবস্থা নির্ব্বিশেষে এই শাস্ত্র এবং উপদেষ্টার সাহায্য প্রত্যেকের জন্য সমভাবে প্রযুক্ত হইতেছে। এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই শাস্ত্র ও সেই উপদেষ্টার আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দিতেছেন, যাহার সহিত জন্ম হইতেই চির-যোগ; সময়ে সাহায্য পাওয়া যায়, সময়ে পাওয়া যায় না এমন শাস্ত্র বা উপদেষ্টা পর্ব্বতে গহ্বরে যাও, আর অমানিশার গভীর অন্ধকারে আবৃত হও, কখনই চির উন্নতিশীল আত্মার কল্যাণ পথের চির সহায় হইতে পারে না। মানবাত্মার উন্নতি যেমন অনন্ত, তাহার পরিত্রাণের ব্যাপার যেমন একদিনের ব্যাপার নয়; তেমনি তাহার উপায়ও অনন্তকালের জন্য সাহায্যকারী। অন্তর ও বাহির উভয় জগতই শাস্ত্র এবং স্বয়ং ঈশ্বর মানবাত্মার উপদেষ্টা। তাঁহার নিকট শিখিতে চাহিলে, মানুষ শিক্ষা করিতে পারে না এমন কথা যাহারা বলে তাহারা ধর্ম্মরাজ্যে নিতান্তই অনভিজ্ঞ। মানুষ মানুষের নিকট হইতে যাহা শিক্ষা করে এবং এ পর্য্যন্ত সত্য রাজ্যের যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমস্তই তাঁহারই নিকট হইতে মানুষ শিক্ষা করিয়াছে। মানুষ যে অজ্ঞ ছিল কে তাহাকে শিক্ষা দিল? মানুষ জ্ঞানরাজ্যে অন্ধ ছিল, কে তাহার চক্ষের অঞ্জন হইয়া এই সমস্ত প্রহেলিকার ব্যাখ্যা করিয়া দিল? একমাত্র ঈশ্বর। সুতরাং নূতনকিছু শিক্ষা করিতে হইলে তাঁহারই নিকট শিক্ষা করিতে হয়। যেসকল উপদেষ্টার শিক্ষাকে সম্বল করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় আড়ম্বরের সহিত আপনাদের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকদিগের মহিমা ঘোষণা করেন, তাহাদের মধ্যে কেহই আপনাকে উপদেষ্টার সম্মান পাইবার উপযুক্ত বা অধিকারী মনে করেন নাই। বরং সকলেই সেই ঈশ্বরের নিকট হইতেই আলোক পাইয়াছেন এই কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং যাহারা বলে তিনি উপদেশ দেন না, তাহারা প্রকৃত কথা বলে না। বাস্তবিক যাহারা এই শাস্ত্র এবং উপদেষ্টার নিকট হইতে শিক্ষা করিতে অভ্যস্ত হন, তাহাদের জীবনে কখনও এমন অবস্থা ঘটে না, যখন উপদেশ অভাবে বা উপদেষ্টার অভাবে শিক্ষা হইল না, চলিবার পথ পাওয়া গেল না। ব্রাহ্মগণ যদি এমন সর্ব্ব সময়ের সঙ্গী উপদেষ্টার নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে অনভ্যস্ত হন, যদি এই উপদেশ গ্রহণ করিবার শক্তিকে বর্দ্ধিত না করিয়া বা ইচ্ছাপূর্ব্বক তিনি যাহা শিক্ষা দিতে চাহিতেছেন, তাহার গতিরোধ করিতে চাহেন, নিশ্চয় তাঁহারা সংকীর্ণ ও কুসংস্কারাপন্ন হইয়া প্রকৃত ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত হইবেন।

২য়তঃ। সাধন প্রণালী—উপদেশ এবং উপদেষ্টা যেমন নিকটে এবং চির-বর্ত্তমান, তেমনি সাধন প্রণালীও এমন হওয়া আবশ্যক যাহা চিরদিনই আত্মার সঙ্গের সঙ্গী হইয়া সাহায্য করিতে সমর্থ হয়। সেই প্রণালী এই যে, দাতার নিকট—উপদেষ্টার নিকট চাওয়া এবং ক্রন্দন করা। ইহা ভিন্ন চিরসহায় সহজ-প্রতিপাল্য কোন প্রণালী হইতে পারে না। শিশু ভূমিষ্ঠ হইল, কথা বলিতে পারে না; কি হইলে তাহার অভাব যাইবে জানে না, কিন্তু অভাব হইলেই সে কাঁদে, অর্থাৎ অভাব হইতে রক্ষা পাইতে চায়। শিশু যেমন অভাব হইলেই কাঁদে, একটীও কথা বলে না, কোন চেষ্টা করে না কেবলই কাঁদে; এই ক্রন্দন হইতেই যেমন তাহার সমস্ত অভাব বিদূরিত হয়; এই অধিকার—এই শক্তি যেমন সকল শিশুরই আছে; তেমনি ধর্ম্মরাজ্যে চাওয়ার অধিকার, কাঁদার শক্তি সকলেরই আছে। যাহার জ্ঞান নাই, যাহার চলিবার শক্তি নাই, যে কথা বলিতে অশক্ত, সেও অব্যক্ত ভাষায় অন্তর্যামী পরমেশ্বরের নিকট আপন অভাব জানাইতে, অভাব মোচনের জন্য প্রার্থনা করিতে পারে। ঈশ্বর প্রত্যেকের প্রাণে এই চাওয়ার শক্তি তাঁহার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই প্রদান করিয়াছেন। শিশু ক্ষুধা পাইলেই কাঁদে, কেহ তাহাকে বলে না; কিন্তু আপনা হইতেই কাঁদে। শিশু এ অধিকার জন্মমাত্রই পায়। তাহার যখন যে অভাব হয় এই এক ক্রন্দন দ্বারাই তাহা পূর্ণ করিয়া লয়। তেমনি মানুষ যদি আধ্যাত্মিক রাজ্যের কিছু পাইতে চায় তবে তাহা এইরূপেই পায়—ইহা অতি সহজ ও স্বাভাবিক উপায়। কারণ কেহ বলিয়া না দিলেও সকলকেই প্রার্থনা করিতে দেখা যায়; শিক্ষা না দিলেও লোকে আপনা হইতে অভাব মোচনের জন্য চাহিয়া থাকে। একার্য্যে উপদেষ্টার আবশ্যক নাই। সুতরাং চাওয়া ভিন্ন সকল সময়ের সকল অবস্থার উপযোগী অন্য সাধন প্রণালী হইতে পারে না। যে প্রণালী জানা মানুষের শিক্ষার উপর নির্ভর করে তাহা কেহ শিক্ষা করিতে পারে, কেহ হয়ত পারে না। যে প্রণালী অবলম্বন শরীর সুস্থ থাকার উপর নির্ভর করে, তাহা কাহারও পক্ষে অবলম্বনীয় কাহারও পক্ষে অবলম্বন করা অসম্ভব হইয়া থাকে। যে প্রণালী অবলম্বন পৃথিবীতে সম্ভব অর্থাৎ শারীরিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে, তাহা অনন্ত উন্নতিশীল আত্মার পরকালের সহায় হইতে পারে না। সুতরাং সেই প্রণালীই অবলম্বনীয় যাহা মানুষের শিক্ষানিরপেক্ষ; যাহা স্থানে বা কালে আবদ্ধ নহে; যাহা শরীরের সুস্থ অসুস্থ সকল অবস্থায়ই অবলম্বন করা যায়—এবং যাহা ইহ পরকালের অবলম্বনীয় হইতে পারে। সে প্রণালী প্রার্থনা। অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিবার অধিকার সুস্থ অসুস্থ জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেরই আছে। ইহা শিক্ষার জন্য কাহারও মুখাপেক্ষা করিতে হয় না। কারণ প্রকৃতিই মানুষকে এই পথের পথিক করে ও ঐ শিক্ষায় শিক্ষিত করে। অন্য কোন উপায় যদি কেহ অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করেন তাহাতে কোন বাধা নাই, কিন্তু ইহাই সহজ স্বাভাবিক সর্ব্বজন-অবলম্বনীয় প্রশস্ত পথ। ব্রাহ্ম যেন এই প্রশস্ত পথকে কখনও পরিত্যাগ না করেন; কখনও ইহার প্রতি উদাসীন হইয়া কৃত্রিম কাল্পনিক উপায়ের অনুসরণ না করেন।

৩য়। এই ধর্ম্ম সকলের ধর্ম্ম। অধিকারী অনধিকারীর কথা এ ধর্ম্মে নাই। ঈশ্বর যখন মানবাত্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাহার জন্য পরিত্রাণ লাভ করা—অনন্তস্বরূপ পরমেশ্বরের আশ্রয় পাওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয় করিয়াছেন, তখন সকলেই ধর্ম্মের অধিকারী—ধর্ম্ম সাধন সকলের জন্যই আবশ্যক। কেহ সাধন করিবে, আর কেহ বসিয়া তাহাই দেখিবে ; ঈশ্বরের এরূপ ইচ্ছা নয়। কেহ বিমল পুণ্যের জ্যোতি পাইয়া কৃতার্থ হইবে, আর কেহ সেই পরম ধনে বঞ্চিত থাকিবে তাহা কখনই ন্যায়বান কল্যাণময় পরমেশ্বরের ইচ্ছা নয়। সুতরাং অধিকারী অনধিকারীর কথা এই ধর্ম্মে নাই। জগৎরূপ শাস্ত্র হইতে—আত্মরূপ গ্রন্থ হইতে উপদেশ গ্রহণ করিবার—পরমোপদেষ্টা পরমেশ্বরের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিবার অধিকার সকলেরই আছে। যে ভাষায় এই শাস্ত্র লিখিত তাহার সহিত সকলেই পরিচিত। উপদেষ্টা যে ভাষায় উপদেশ দেন তাহা সকলেরই সহজবোধ্য। যেখানে এমন কথা উঠে যে, কেহ অধিকারী কেহ অনধিকারী সেখানেই জানা আবশ্যক তাহা ঐশ্বরিক ধর্ম্ম নয়। তিনি কাহারও পর নহেন ; তাঁহার বিধিও একজনের জন্য একরূপ অন্য জনের জন্য অন্যরূপ নহে। তিনি সকলের মঙ্গল চান এবং সকলের জন্যই তাহা মুক্ত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার দানে সকলের জন্যই সুতরাং এখানেও সকলের সমান অধিকার। ব্রাহ্মের মুখ হইতে এই অধিকারী অনধিকারীর কথা যেন কখনও বাহির না হয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম "নরনারী সাধারণের সমান অধিকার" এই কথাই বলিয়াছেন এবং বলিবেন। যে কোন সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিতে এই অধিকারী অনধিকারীর কথা উত্থিত হয় তাহা কখনই ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা নয়। ধর্ম্মজীবনের অবস্থার তারতম্য থাকিবেই। কিন্তু অধিকার অনধিকারের কথা যেন কখনও ব্রাহ্ম না বলেন।

৪র্থ। এই ধর্ম্ম সাধনের আর একটী প্রধান লক্ষণ—আত্মসমর্পণ এবং ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভর। সমস্ত শক্তি যাঁহাতে বর্ত্তমান—সমস্ত পুণ্যের যিনি আধার স্বয়ং যিনি পরিত্রাতা এবং বিধাতা, মানবের কি বল আছে যে, সেই শক্তিতে নির্ভর না করিয়া কিছু করিতে পারে ? পুণ্যের আধার যিনি মানুষ তাঁহার শরণাপন্ন না হইলে তাহার কি যোগ্যতা আছে যে, সে পুণ্য লাভ করে ? এই জন্য ব্রাহ্ম চিরদিন তাঁহার কৃপার ভিখারী হইয়া তাঁহার শক্তিতে আত্মসমর্পণ করিয়াই চলিবেন ; কিন্তু কখনও অসহিষ্ণু হইয়া আপনার বিধাতা আপনি হইবেন না ! হে মানব ! বিধাতা তোমার জীবনে কি করিতে চাহেন তাহার জন্য তোমারই অপেক্ষা করা ভাল। বিধাতার কার্য্য যাহা তাহা নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া কেন প্রবঞ্চিত হও ; কেন যাহা সম্ভব নয় তাহা করিতে যাইয়া ভারগ্রস্ত জীবনের ভার আরও বর্দ্ধিত কর ! সাবধান ! তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য তাহা নিজে করিতে যাইও না ! পরিত্রাতাকে পরিত্রাণের বিধি প্রচার করিতে দেও এবং তাহাই মস্তক পাতিয়া গ্রহণ কর।

## অগ্নি-পরীক্ষা।

### অ্যান্ আস্কু।

দুর্দ্দান্ত প্রতাপ পোপের বিরুদ্ধে আন্দোলন উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের সিংহাসনে অষ্টম হেনরি উপবিষ্ট : স্থানে স্থানে অগ্নি চিতা প্রজ্বলিত হইয়াছে। নর নারী জ্বলন্ত বিশ্বাসের পরিচয় স্বরূপ আপনাদিগের দেহ আগুণে ঢালিয়া দিতেছেন ! পরমেশ্বরের সত্যরাজ্য দিনে দিনে দৃঢ়ীভূত হইতেছে !

সত্যের সাক্ষ্য দিবার জন্য অ্যান্ আস্কু অবতীর্ণা হইয়াছেন ; স্মিথ্ ফিল্‌ডের জ্বলন্ত হুতাশনে তাঁহার দেহ অঙ্গারে পরিণত হইবে !

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী লিঙ্কলেন সায়র এই সায়রের মধ্যে কেস্‌লি নামে একটী গ্রাম। অ্যান্ কেস্‌লির সার উইলিয়ম আস্কুর কনিষ্ঠা কন্যা। সার উইলিয়মের আর একটী কন্যা ছিলেন, কাইম নামক এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তিনি পরলোক গমন করিলেন। সার উইলিয়ম তখন অ্যানের সহিত কাইমের পুনর্ব্বিবাহ দিলেন।

কাইম একজন গোঁড়া কঠিন হৃদয় ক্যাথলিক ; ফল যাহা হইবার হইয়া উঠিল—পতি পত্নীতে মিলল না। অ্যান্ তৎকালীয় মহিলাদিগের মধ্যে বিদ্যায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় কুসংস্কার বিবর্জ্জিত নবীন আলোকে পরিপূর্ণ। তাঁহার স্বভাবখানি ধর্ম্ম ও নীতির পবিত্র নিকেতন। এ সকল স্বামীর সহ্য হইল না তিনি অ্যানকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

অ্যান্ গৃহ হইতে বাহির হইলেন ; রাজদ্বারে সুবিচার হইবে, এই আশায় লণ্ডন সহরে আগমন করিলেন। তাঁহার স্বামী ও দুষ্ট ক্যাথলিক পুরোহিতগণ কিসে তাঁহাকে শাস্তি দিবেন, এই ফিকিরে ফিরিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইল অ্যান্ তাঁহাদের ফাঁদে পড়িয়া গেলেন। তিনি প্রচলিত ধর্ম্মমতে অবিশ্বাসিনী ও খ্রীষ্টের "রক্ত মাংস ভক্ষণ" নামক পর্ব্বের কোন কোন বিষয় মানেন না, এই অপরাধে কারাগারে প্রেরিত হইলেন।

বিচার আরম্ভ হইল। প্রথমে লর্ড মেয়র ও পরে লণ্ডনের বিশপের সম্মুখে সওয়াল জবাব লওয়া হইল। লর্ড মেয়র তাঁহার বিরুদ্ধে অনেকগুলি অতিরঞ্জিত দোষ উল্লেখ করিয়া বিশপের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। অ্যান্ তাহার কতকগুলি সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলেন, কতকগুলির যথাযথ উত্তর দিলেন, কতক গুলির সম্বন্ধে একেবারেই নীরব রহিলেন। বিশপের চরিত্রে নানাবিধ দোষ থাকিলেও তিনি অ্যানের সহিত অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিলেন। কয়েকদিন কারাগারে রাখিয়া অবশেষে আপোষে ছাড়িয়া দিলেন।

পরমেশ্বর যাঁহাকে যে কার্য্যে পাঠাইয়াছেন তাঁহাদ্বারা সেই কার্য্য সাধিত হইবেই। কর্ত্তব্যের অনুরোধে তুচ্ছ শরীর পরিত্যাগ করা তাঁহাদিগের নিকট অতি সামান্য কার্য্য। ক্রমে ক্রমে এক বৎসর কাটিয়া গেল অ্যান্ পূর্ব্বোক্ত অভিযোগে পুনরায় ধৃত হইলেন। গার্ডিনার ও রিওথেস্‌লি নামক দুই ব্যক্তির উপর

তাঁহার বিচার ভার অর্পিত হইল। অ্যান্ ইহাঁদিগের ব্যবহারে বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, হয় তাঁহারা তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবেন নতুবা তাঁহাকে মত পরিত্যাগ করিতে বলপ্রকাশ করিবেন, এই কারণে তাঁহার মত তিনি কিছুতেই ব্যক্ত করিলেন না; বিচারকগণ নানা উপায় অবলম্বন করিলেন কিন্তু কোন কথাই বাহির করিতে পারিলেন না। অবশেষে অ্যান্‌কে নিউগেট নামক স্থানে আনয়ন করা হইল। এখানে তিনি আপনার মত প্রকাশ করিলেন; তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দিলেন, "খ্রীষ্টের রক্ত মাংস ভক্ষণ নামক যে পার্ব্বন চলিত আছে, তাহা আর কিছুই নহে কেবল সেই মহাপুরুষের স্মরণচিহ্নমাত্র; অথবা তিনি যে পাপীর জন্য শরীর বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন ইহা তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মাত্র। আমি মৃত্যুকে আকাঙ্ক্ষা করি না; যদি মৃত্যু আসে তবে তাহার জন্য ভীত নই। আমি স্বর্গাভিমুখী আত্মার মত সর্ব্বদা আনন্দে পরিপূর্ণ।"

তাঁহাকে যখন গিল্‌ডহল নামক স্থানে আনয়ন করা হইল, সেখানেও তিনি ঐ মতই ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তিনি সকলকে বলিলেন "তোমরা যাহাকে ঈশ্বর জ্ঞান কর, তাহা এক খণ্ড রুটির টুকরা মাত্র; ঐ রুটি-খণ্ড একটা বাক্সে তিন মাসকাল রাখিয়া দাও দেখিবে, তাহাতে ভয়ানক ছাতা ধরিয়া গিয়াছে।"

বিচারকেরা তাঁহার মৃত্যু দণ্ড আদেশ করিলেন—অ্যান্ কারা-গৃহে নীত হইলেন। এখানে তিনি বিওথেস্‌লিকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে, তাঁহাকে বিনা দোষে হত্যা করা হইতেছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—মৃত্যু দণ্ডই স্থির রহিল।

এই সময়ে অ্যান্ অস্ক্যু যে সুন্দর প্রার্থনাটী করিয়া ছিলেন তাহা পাঠ করিলে পাঠকগণ দেখিবেন অ্যানের হৃদয় কি এক আশ্চর্য্য ক্ষমার ভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল! সে প্রার্থনাটী এই—

হে প্রভো! আমার মস্তকের কেশরাশি অপেক্ষাও আমার শত্রুকুল অগণ্য; তাহারা যেন বৃথা কথায় আমাকে পরাজয় করিতে না পারে। তুমি আমার হইয়া তাহাদিগের সম্মুখে সংগ্রাম ঘোষণা কর, আমার সমস্ত ভার তোমারই প্রতি অর্পণ করিয়াছি। তাহারা সমগ্র শক্তির সহিত আমাকে আক্রমণ করিতেছে, আমি কোন্ কীটানুকীট যে তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইব? কিন্তু হে প্রভু তুমি তাহাদিগকে আমার উপর জয় লাভ করিতে দিওনা; আমার সমস্ত আশা ভরসা ও আনন্দ তোমারই উপর রাখিয়াছি। হে পরমেশ্বর! আমি হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করি যদিও তাহারা আমার প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছে, করিতেছে এবং করিবে, তথাপি তুমি তোমার অনন্ত কৃপাগুণে তাহাদিগকে ক্ষমা করিও। তুমি তাহাদিগের অন্ধতা দূর করিয়া দাও। অতঃপর যেন তাহারা তোমার সত্য এবং ন্যায়ের পথে চলিতে সমর্থ হয়। তোমার সত্য রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক, পাপীর বৃথা গর্ব্ব ভাঙ্গিয়া যাউক। তাহাই হউক হে প্রভু! তাহাই হউক!

নানাকারণে অ্যানের দণ্ডদিতে বিলম্ব হইল—কিছুদিন কারাগারে আবদ্ধা রহিলেন। এই সময়ে কেহ কেহ তাঁহাকে কারাগারে আহারযোগাইয়া থাকে এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইল। কেহ বা রাজ্ঞী ক্যাথারিণ ও সহচরীদিগকে সন্দেহ করিতে লাগিলেন। অ্যানের নিকট জিজ্ঞাসা করায় তিনি কাহারও নাম করিলেন না। তখন সকলে ভয়ঙ্কর নির্য্যাতন আরম্ভ করিল; র‍্যাক নামক যন্ত্র দ্বারা তাঁহাকে নিষ্পেষিত করা হইল। তাঁহার অস্থি সকল ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল; হস্ত পদ একবারে শিথিল হইয়া পড়িল তাঁহার আর উঠিবার, বসিবার বা চলিবার ক্ষমতা রহিল না; ভূমিতলে একবারে এলাইয়া পড়িলেন। অত্যাচারীগণ তাঁহাকে স্বমত পরিত্যাগ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি ক্ষমার কথায় বলিলেন "পরমেশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ দিই যে, তিনি আমাকে এবম্বিধ সহিষ্ণুতা দিয়াছেন। ধন্য তিনি! আমি ক্ষমা প্রার্থনা অপেক্ষা মৃত্যুকেই সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর মনে করি।" তাহারা তাঁহাকে মৃত্যুর জন্যই লইয়া চলিল।

আজ ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই। র‍্যাকের নিষ্পেষণে অ্যানের চলিবার শক্তি নাই; একখানি কাষ্ঠ মঞ্চে বসাইয়া উৎপীড়কগণ তাঁহাকে স্মিথফিল্ডে আনয়ন করিল। তাহারা তাঁহাকে একটী কাষ্ঠদণ্ডে লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা উত্তমরূপে বাঁধিল। তাঁহার সুন্দর দেহখানি স্বর্গের দেবকন্যার মত অনুপম শোভা ধারণ করিল! এমন অত্যাচার, এমন উৎপীড়নেও তাঁহার মুখখানি নিষ্প্রভ হয় নাই। মুখের কোণে মৃদু হাসি স্বর্গের কথা প্রচার করিতেছে! মায়ের কোলে মেয়ে যেমন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া হাসি হাসি মুখে বসিয়া থাকে আজ বধ্যভূমে তিনিও সেইরূপ ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। আরও তিন ব্যক্তি অ্যানের সঙ্গে স্বর্গ ধামে চলিয়াছেন। তাঁহাদের সকলেরই প্রাণ আজ আনন্দে পরিপূর্ণ। বিষাদের অন্ধকার সাধুদিগের হৃদয় অধিকার করিতে পারে না। একজন পুরোহিত একটী উপদেশ পাঠ করিলেন; আবার একখানি ক্ষমাপত্র আসিল। তখনও ক্ষমা চাহিলে ও স্বমত পরিত্যাগ করিলে পরিত্রাণ পাইতে পারেন। কিন্তু স্বর্গধামের যাত্রী সেদিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। তিনি বলিলেন "এখানে তাঁহারা পরম প্রভুর অপমান করিতে আসেন নাই।" অগ্নি প্রজ্বলিত হইল। চারিটী আত্মা বিশ্বাস ও সত্যের সাক্ষ্যদিয়া স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিল! স্বর্গীয় মাতা আপনার ক্রোড় প্রসারিত করিয়া শিশুদিগকে গ্রহণ করিলেন!

---

## ব্রাহ্মসমাজ।

বিগত ১১ই চৈত্র মঙ্গলবার বোলপুরস্থ শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। মতিহারিস্থ বন্ধু শ্রীযুক্ত উমাচরণ ঘটক মহাশয় এই শুভানুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। বালকের নাম জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রাখা হইয়াছে।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের কোন্নগর অবস্থানকালে ক্রমাগত ১০।১২ দিবস ধরিয়া সংকীর্ত্তন ও উপাসনাদি

হইয়াছিল; বাবু মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বাবু দুর্গাদাস বসু এবং বাবু জয়কৃষ্ণ মিত্রের বাটীতে উপাসনা হইয়াছিল।

সিতির বাবু বেণীমাধব পাল মহাশয়ের উদ্যানস্থ ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, রামকুমার বিদ্যারত্ন এবং আর আর কতকগুলি ব্রাহ্ম বন্ধু তথায় গমন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শাস্ত্রীমহাশয় এবং রামকুমার বাবু উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

সুকবি ও গায়ক শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কোন্নগর উৎসবে মধুর সঙ্গীতে উপাসকদিগের মন মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

আমরা অতীব আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, রবীন্দ্র বাবু মধ্যে মধ্যে আমাদের উপাসনালয়ে আগমন করিয়া মধুর সঙ্গীতদ্বারা উপাসকগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকেন; এবং অবসর থাকিলেই সমাজের সাপ্তাহিক সায়ংকালীন উপসনায় সঙ্গীত করিবেন বলিয়াছেন।

## সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রথম ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ।

১৮৮৬।

গত ২০এ ফেব্রুয়ারী অধ্যক্ষ সভার একটী বিশেষ অধিবেশনে বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা গঠিত হয়। বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণের নাম ইতিপূর্ব্বে এই পত্রিকায় প্রকাশ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান কার্য্য নির্ব্বাহক সভা এই তিন মাসের মধ্যে ১ মাসের কিছু অধিক সময় মাত্র কার্য্য করিবার সময় পাইয়াছেন। পূর্ব্বকার সভাই অধিকাংশ সময় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এই সময় মধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নিয়মিত অধিবেশন ছাড়া দুইটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

বৎসরের প্রথমেই কার্য্য নির্ব্বাহক সভাকে ষট্ পঞ্চাশৎ মাঘোৎসবের উদ্যোগে ব্যাপৃত হইতে হইয়াছিল। একটী বিশেষ সবকমিটির হস্তে উৎসবের সমস্ত আয়োজনের ভার দেওয়া হয়। যে প্রণালীতে বিগত মাঘোৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহা ইতিপূর্ব্বেই তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করা হইয়াছে।

যে যে স্থান হইতে বন্ধুগণ উৎসব উপলক্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই জানান হইয়াছে।

কার্য্য নির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিতরূপে আপনাদের বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্য সকল বিভক্ত করিয়া লইয়াছেন।—

প্রচার—পুস্তক প্রচার ও মুদ্রাঙ্কণ, ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার, তত্ত্বকৌমুদী, পুস্তকালয়, ব্রাহ্মছাত্রদিগের তত্ত্বাবধান, হিতসাধকমণ্ডলী, দাতব্য, সমাজের ঋণশোধ এবং প্রাপ্য আদায়। স্থানীয় ব্রাহ্মগণের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও তত্ত্বাবধান। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মবিদ্যালয়, ছাত্রসমাজ, স্থায়ী প্রচারফণ্ড প্রভৃতি কার্য্য পূর্ব্বানুরূপ চলিতেছে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা যে সকল কার্য্য এবার হস্তে লইয়াছেন সময়ের অভাবে তাহার অধিকাংশেরই রীতিমত কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে নাই।

মাঘোৎসবের সময় প্রচারকগণ সম্মিলিত হইয়া তাঁহারা এ বৎসরের ১ম ত্রৈমাসিক কার্য্য নিম্নলিখিতরূপে সম্পন্ন করিবেন স্থির করেন। পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী লাহোরে অবস্থিতি করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার পত্রিকা ও পুস্তকাদি প্রচারের সাহায্য করিবেন এবং লাহোর যাইবার সময় পথিমধ্যে দারভাঙ্গা, ডোমরাওন প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া যাইবেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কলিকাতায় অবস্থিতি পূর্ব্বক এখানকার সমাজ সম্বন্ধীয় আবশ্যক কাজ, পত্রিকা ও পুস্তকাদি প্রচারের সাহায্য করিবেন এবং মধ্যে মধ্যে মফঃস্বল যাইবেন এবং একবার উত্তর বাঙ্গালায় গমন করিবেন। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন কিছুদিন উত্তর বাঙ্গালায় থাকিবেন, তৎপর বীরভূম মুর্শিদাবাদ পূর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানে যাইবেন। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর, রামপুরহাট এবং হাজারিবাগ প্রভৃতি স্থানের উৎসব সম্পন্ন করিয়া রাঁচি যাইবেন এবং সুবিধা হইলে পচম্বা গিরিধি প্রভৃতি স্থানে যাইবেন এবং অপর সময় কলিকাতা এবং তৎসন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিবেন বাবু শশিভূষণ বসু কলিকাতায় থাকিয়া তাঁহার নিয়মিত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিবেন এবং মধ্যে মধ্যে বাহিরেও যাইবেন। সম্প্রতি তিনি উড়িষ্যায় যাওয়া স্থির করিয়াছেন। নবদ্বীপচন্দ্র দাস উড়িষ্যা প্রদেশে যাইবেন। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় মাঘোৎসবের সময় এখানে না থাকায় তাঁহার কার্য্যপ্রণালী জানা যায় নাই। তিনি সম্ভবতঃ পূর্ব্ববাঙ্গালার ভার লইয়া থাকিবেন। অতঃপর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব সময়ে সকল প্রচারকগণ (যাঁহারা বাঙ্গালাদেশে আছেন) সম্মিলিত হইয়া বৎসরের অবশিষ্ট সময়ের কার্য্যপ্রণালী স্থির করিবেন এবং প্রচারকগণ সকলে সম্মিলিত হইয়া কোন নির্জ্জন স্থানে ১ মাস কি ২ মাস কাল যাপন করিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাঁহাদের নির্দ্ধারিত কার্য্যপ্রণালী অনুমোদন করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত স্থান হইতে প্রচারক পাঠাইবার জন্য অনুরোধ হইয়াছিল।

জলপাইগুড়ি, সিলিগুড়ি, কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর, রামপুরহাট, কালনা, বর্দ্ধমান, বরাহনগর, কোন্নগর, সিতি, মতিহারি, দ্বারভাঙ্গা, শ্রীরামপুর, ত্রিবেণী, বরিশাল, মোজাফ্ফরপুর, ময়মনসিংহ, বোলপুর, দারজিলিং, হাজারিবাগ।

নিম্নলিখিত প্রণালীতে প্রচারকগণ গত কয়েকমাস প্রচার করিয়াছেন।—

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—মাঘোৎসবের সময় ঢাকায় থাকিয়া তথাকার উৎসব কার্য্যের সহায়তা করেন। তৎপরে দ্বারভাঙ্গায় গমন করিয়া তথাকার উৎসবে যোগদান করেন। তথা হইতে মতিহারি গমন করিয়া তথাকার উৎসব কার্য্যে সাহায্য করেন এবং দুইটী অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করেন। মতিহারি গমনকালে মোজঃফরপুর সমাজে উপাসনা ও বক্তৃতাদি দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার করেন। এবং মতিহারি হইতে আসবার সময় মুঙ্গের, জামালপুরে উপাসনা ও

উপদেশাদি দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার করেন; তৎপরে খৈপাড়া হইয়া কোন্নগর সমাজের উৎসবে যোগ দিয়া কলিকাতার উপাসনালয়ে এক দিন উপাসনা করেন। ইহার পর শান্তিপুর, বাগেরহাট এবং বরিশাল হইয়া ঢাকায় যাইবার সঙ্কল্প আছে।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মাঘোৎসবের সময় কলিকাতায় থাকিয়া উৎসব কার্য্যে সাহায্য করেন। তৎপরে জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়ি সমাজের উৎসবে যোগদান করিবার জন্য তথায় গমন করেন এবং বক্তৃতা, উপাসনা ও আলোচনাদিদ্বারা ধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করেন। তথা হইতে তিনধারিয়া,খার্সিয়াং, দার্জিলিং গমন করিয়া বক্তৃতাদি করেন। তথা হইতে কলিকাতা আগমনকালে সৈদপুর, কামারপুকুর, নিলফমারি এবং তন্নিকটবর্ত্তী কোন কোন পল্লীতে গমন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। কলিকাতায় আসিয়া কোন্নগর এবং সিতি সমাজের উৎসবে উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মাঘোৎসবের সময় কলিকাতায় থাকিয়া উৎসবে সাহায্য করেন। তৎপর বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে খৈপাড়া গমন করেন। সেখানে ৩৪ দিন থাকিয়া উপাসনাদি করেন। তৎপর কালনা সমাজের উৎসবে গমন করিয়া বক্তৃতা ও উপদেশাদিদ্বারা ধর্ম্মপ্রচারের সাহায্য করেন। তথা হইতে আসিয়া কিছু দিন কলিকাতায় অবস্থিত করেন। এবং বরাহনগর ও হিজলাবটে গমন করেন। সম্প্রতি উড়িষ্যায় গমন করিয়াছেন।

বাবু শশিভূষণ বসু মাঘোৎসবের সময় কলিকাতায় থাকিয়া উৎসবকার্য্যে সাহায্য করেন। তৎপর কালনা এবং বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন পূর্ব্বক বক্তৃতা ও উপাসনাদিদ্বারা ধর্ম্ম প্রচারের সাহায্য করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি উড়িষ্যায় গমন করিয়াছেন।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মাঘোৎসবের সময় কলিকাতায় থাকিয়া উৎসবের কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন। তৎপর কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করেন; তথায় সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি এবং বুদ্ধদেবের মহত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করেন। তথায় "ধর্ম্মলাভের জন্য ব্যাকুলতা" "ধর্ম্ম একমাত্র বৃদ্ধাবস্থার জন্য নহে" "পরমেশ্বর যে সর্ব্বব্যাপীরূপে বিদ্যমান" "সাকার উপাসনার সঙ্কীর্ণতা ও ব্রহ্মোপাসনার উদারতা," "ব্রহ্ম সাধন কি ভাবে করিতে হইবে" "সংসার ও ধর্ম্ম," প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন এবং প্রকৃত বিশ্বাস সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। সেখান হইতে আসিয়া বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করেন। একদিন শ্রীরামপুরে গমন করিয়া তত্রত্য নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজে একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। সম্প্রতি তিনি রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে কোন্নগরে এবং কলিকাতায় নিয়মিত সামাজিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মাঘোৎসবের সময় কলিকাতায় থাকিয়া উৎসব কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন। এবং কলিকাতায় থাকিয়া তত্ত্বকৌমুদী, ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার পত্রিকা সম্পাদনের সাহায্য করিয়াছেন। ছাত্রসমাজের নূতন বর্ষের কার্য্য আরম্ভ করিয়া তাহার নিয়মিত অধিবেশনে ২টী বক্তৃতা করিয়াছেন এবং সিটি কলেজে নারীর অবরোধ প্রথা সম্বন্ধে একটী এবং শিক্ষার দায়িত্ব সম্বন্ধে আর একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। হিতসাধক মণ্ডলীর কার্য্যের সাহায্য করিয়াছেন এবং ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। কালনা ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন পূর্ব্বক তথায় উপাসনা, উপদেশ ও বক্তৃতা করেন। তৎপরে হরিনাভি সমাজের উৎসবে যাইয়া উপাসনা এবং বক্তৃতা করেন। বরাহনগর এবং সিতি সমাজের উৎসবেও গমন করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী বিগত তিন মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত স্থান সমূহে ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন। ফিরোজপুর, আলোয়ার, আজমীর, বোম্বে, আমেদাবাদ, রাণীপুর বরদা, পুনা, জব্বলপুর, ডোমরাওঁন, দেওঘর, মুঙ্গের, পাটনা, বারাণসী, এলাহাবাদ, আকবারপুর।

ফিরোজপুর—এখানে একটী প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। একজন শীখ যুবক ব্রাহ্ম ধর্ম্মে অনুরাগী হইয়াছেন। আলোয়ারের মহারাজের দেওয়ানের সঙ্গে ভারতবর্ষের নৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আজমীরে একটী প্রকাশ্য সভায় আত্মার জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বোম্বের তত্রত্য জাতীয় সভায় পঞ্জাবের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন। এক দিবস সমুদ্রতটে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন এবং প্রার্থনা মন্দিরে ধর্ম্মজীবন বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন কয়েকদিন উপাসনাতে উপদেশ প্রদান করেন। এখানে কয়েকজন বিজ্ঞ ধর্ম্মানুরাগী মহোদয়ের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে গুরুতর আলোচনা হইয়াছিল। আমেদাবাদে উপদেশাদি ব্যতীত পুনর্জ্জন্ম পাপ ও মুক্তিসম্বন্ধে একদিবস আলোচনা করিয়াছিলেন। বরোদায় গমন করিয়া তত্রত্য বালিকা বিদ্যালয়ে—"ব্রাহ্ম ধর্ম্মের লক্ষ্য ও বিশ্বাস" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়া তত্রস্থ প্রার্থনা মন্দিরে আত্মার মৃত্যু ও তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। এবং সেতারার ভূতপূর্ব্ব রাজার ভবনে উৎসব উপলক্ষে তাহাতে যোগদান করিয়া উপাসনাদি করেন। দ্বারভাঙ্গায় উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা ও উপদেশাদি প্রদান করিয়াছিলেন। পাটনায় গঙ্গাতীরে একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। এলাহাবাদে কায়স্থ পাঠশালায় একটী বক্তৃতা করেন। লাহোর উপাসকমণ্ডলীতে "আর্য্যসমাজের লক্ষ্য, কার্য্য ও ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত ইহার সম্বন্ধ" এবং "ভারতবর্ষের হৃদয়" এই দুইটী বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মজীবন নামক পত্রিকা সম্পাদন ও মন্দিরে নিয়মিত উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। বাবু গিরীধারী লালের উদ্যোগে রাহুনে একটী প্রার্থনা-সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন লালা বজরংবিহারী, ঝাণ্ডা সিংহ, লালা লক্ষ্মণপ্রসাদ, বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী মাতঙ্গিনী চট্টো-

পাধ্যায় নানাপ্রকারে ধর্ম্মপ্রচারের সাহায্য করিয়াছেন। ইহাঁদের কার্য্যের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় নাই।"

ছাত্রসমাজ—এবৎসর ছাত্রসমাজ নিম্নলিখিত প্রকারে আপনাদের কার্য্য সম্পন্ন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ১ম। বর্ত্তমান সময়ে ছাত্রসমাজের সভ্যগণের মধ্যে যে বিচ্ছিন্ন ভাব আছে তাহা দূর হইয়া যাহাতে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হয় তাহার উপায় অবলম্বন। ২য়। কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রকাশ্য বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা। ৩য়। উৎকৃষ্ট বক্তৃতাগুলি মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করা এবং অল্প মূল্যে বিক্রয় করা। এতদ্ভিন্ন যাহারা ছাত্রসমাজে বক্তৃতা শ্রবণ করিতে উপস্থিত হন, তাঁহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করা। মাঘোৎসবের পর ছাত্রসমাজের তিনটী বক্তৃতা হইয়াছে। "জীবনচক্র" এবং "সাধুজীবনের গূঢ়রহস্য" বিষয়ে ২টী মন্দিরে নিয়মিত অধিবেশন উপলক্ষে এবং সিটিকলেজ ভবনে "নারীর অবরোধ প্রথা" সম্বন্ধে একটী। স্কুল কালেজের পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হওয়ায় সম্প্রতি ছাত্রসমাজের কার্য্য বন্ধ আছে। গ্রীষ্মের বন্ধের পর পুনরায় কার্য্যারম্ভ হইবে।

ব্রহ্ম বিদ্যালয়—এই বিদ্যালয়ের কার্য্য রীতিমত চলিয়াছে। এবৎসর ছাত্রদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহাতে ৩৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩০ জন উত্তীর্ণ হইয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন। এবৎসর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের জন্য একটী বিশেষ শ্রেণী খুলিয়া তাহাতে ধর্ম্মবিজ্ঞানের উচ্চতর বিষয় সকল শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত হইয়াছে। কলেজ সকলের পরীক্ষা শেষ হইলে এই শ্রেণীর কার্য্য রীতিমত আরম্ভ হইবে। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বানুরূপ ৩টী শ্রেণীর শিক্ষা কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বালক এবং যুবকদিগের জন্য সিটি কলেজ ভবনে বিদ্যালয়ের কার্য্য হইয়া থাকে। আর বালিকা এবং মহিলাগণের জন্য ব্রাহ্মপাড়ায় ২টী শ্রেণী খোলা হইয়াছে। নূতন পাঠ্য পুস্তকের নির্দ্দিষ্ট তালিকা তত্ত্বকৌমুদী এবং মেসেঞ্জার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আশা করি মফস্বলস্থ ব্রাহ্মসমাজ সকলও এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সহিত একযোগে ব্রাহ্ম-বালক বালিকাদিগের ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার উপায় করিবেন।

হিতসাধক মণ্ডলী—মাঘোৎসবের পরেই হিতসাধক মণ্ডলীর ২য় বৎসরের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এবৎসর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সভাপতি, বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক, বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী হিতসাধক মণ্ডলীর সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। গতবৎসর হিতসাধকমণ্ডলীর সভ্যগণ যে সকল কার্য্য করিবেন বলিয়া মনে করিয়াছেন এবৎসর তদতিরিক্ত সাধারণের মধ্যে সুনীতি প্রচার ও পবিত্রতার আদর বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিবেন। এজন্য তাহারা স্থির করিয়াছেন, দেশের নীতিপরায়ণ যুবকদিগের দ্বারা নানা স্থলে বক্তৃতা দেওয়াইবেন। যাহাতে কুরুচি পূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হইয়া দেশের যুবকগণের মন বিকৃত না করে তাহার উপায় অবলম্বন করিবেন। হিতসাধক-মণ্ডলীর অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে নৈশ বিদ্যালয়ের কার্য্য রীতিমত চলিতেছে। এই বিদ্যালয়ে ২জন শিক্ষক নিয়মিত রূপে শিক্ষা দান করেন। মাসে ১০। ১২ টাকা করিয়া এই বিদ্যালয়ে ব্যয় হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ৩০ জন ছাত্র শিক্ষা লাভ করিতেছে। হিতসাধক মণ্ডলীর সভ্যগণের মধ্যে ২জন সিটি কলেজের বালকদিগের রবিবাসরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান করেন এবং মন্দিরে যে বালক বালিকাদিগের জন্য নৈতিক বিদ্যালয় চলিতেছে, তাহাতেও হিতসাধক মণ্ডলীর কোন কোন সভ্য কার্য্য করিয়া থাকেন। কলিকাতার উত্তর ভাগে এইরূপ আর একটী বিদ্যালয় খুলিবার জন্য হিতসাধক মণ্ডলী চেষ্টিত আছেন, কিন্তু স্থানাভাবে তাহা ঘটিতেছেনা। হিতসাধক মণ্ডলীর দাতব্য বিভাগের কার্য্য সামান্য ভাবে চলিয়াছে। এই বিভাগ হইতে ২টী বালক বালিকা এবং একটী নিঃস্বপরিবারকে মাসিক ৩, তিন টাকা করিয়া সাহায্য করা হয়। সম্প্রতি স্কুল কলেজের পরীক্ষার জন্য হিতসাধক মণ্ডলীর কার্য্য একরূপ বন্ধ আছে।

পুস্তক প্রচার—গত মাঘোৎসবের সময় এবৎসরের ব্রাহ্ম পকেট পঞ্জিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন চিন্তামঞ্জরী, সৎপ্রসঙ্গ, প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তিযুক্ততা এবং Whispers from the Inner Life প্রকাশিত হইয়াছে। এই কমিটির হাতে সম্প্রতি ২। ৩ খানি ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত করিবার জন্য আছে; শীঘ্রই তাহা প্রকাশিত হইবে। এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত নিউ ডিস্পেন্‌সেশন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামক পুস্তকখানি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া (এক ভাগে ব্রাহ্ম সমাজের মত ও বিশ্বাস অন্যভাগে নববিধানের ইতিহাস) মুদ্রিত হইতেছে।

স্থায়ী প্রচার ফণ্ড—এই ফণ্ডের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। মফস্বলের স্থানে স্থানে প্রার্থনা এবং অনুষ্ঠান পত্র প্রেরিত হইয়াছে কিন্তু এখনও অধিকাংশ ব্রাহ্মগণকে ইহার প্রতি উদাসীন দেখা যাইতেছে। আশা করি ব্রাহ্মগণ এই কার্য্যের গুরুত্ব অনুভব করিয়া সত্বর সাহায্য দানে অগ্রসর হইবেন। গত তিনমাসের মধ্যে জনৈক মাননীয়া মহিলার নিকট হইতে ৫০০ শত টাকা এবং আর দুই জনের নিকট হইতে ১৫ পাওয়া গিয়াছে। এজন্য দাতাদিগকে আমরা বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। ৪৪৪, টাকা দানাঙ্গীকার পাওয়া গিয়াছে এবং বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের প্রণীত চিন্তাবিন্দু এবং পাপীর নবজীবন লাভ নামক পুস্তক দ্বয়ের লাভের অর্দ্ধাংশ এই ফণ্ডে দান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

উপাসকমণ্ডলী বর্ত্তমান বর্ষের জন্য পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন, বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস, বাবু শশিভূষণ বসু, বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণকে উপাসকমণ্ডলীর আচার্য্য নিয়োগ করিবার জন্য এবং ইহাঁদের অভাবে বাবু সীতানাথ দত্ত, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু গুরুচরণ মহলানবিস মহাশয়গণকে আচার্য্যের কার্য্য করিবার অধিকার দেওয়ার অনুরোধ করিয়া পাঠান। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা উপাসকমণ্ডলীর এই মনোনয়ন গ্রাহ্য করিয়াছেন। উপাসকমণ্ডলীর কার্য্য নিয়মিত রূপে সম্পন্ন হইয়া আসিয়াছে। অধিকাংশ সময় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনালয়ে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন, পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়গণও কখন কখন আচার্য্যের কার্য্য

করিয়াছেন। উপাসনালয়ের সংস্কারকার্য্য শেষ হইয়াছে। প্রায় ৫০০ শত টাকা এই কার্য্যে ব্যয় হইয়াছে।

রবিবাসরিক নৈতিক বিদ্যালয়—এই বিদ্যালয়ের কার্য্য গত তিন মাস ভাল চলে নাই। বিদ্যালয়ের পাঁচজন শিক্ষয়িত্রীর মধ্যে ৩ জন স্কুল কলেজের পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত আছেন; সুতরাং তাঁহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্য্যে মন দিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান সময়ে ছাত্র সংখ্যা ৪০ জন আছে।

পুস্তকালয়—সম্প্রতি পুস্তকালয় সম্বন্ধীয় নিয়ম প্রস্তুত হইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বিবেচনাধীন আছে। আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, বাবু যতমণি ঘোষ এই পুস্তকালয়ে ২৪খানি এবং বাবু গগনচন্দ্রহোম ৫ খানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রদান করিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

পত্রিকা—তত্ত্ব-কৌমুদী এবং ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার পত্রিকা পূর্ব্বানুরূপ চলিয়া আসিয়াছে। বাবু উমাপদ রায় মহাশয় তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদনের ভার গ্রহণ পূর্ব্বক কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার সম্পাদনের কার্য্য পূর্ব্বানুরূপ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উপরেই রহিয়াছে।

আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

| আয় | | ব্যয় | |
|---|---|---|---|
| সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ | | প্রচার ব্যয় | ৪০১॥৫ |
| বার্ষিক | ১২৲ | কর্ম্মচারীর বেতন | ১০৬॥০ |
| ঐ ঐ মাসিক | ৪৮।৵০ | কমিসন | ।৵৫ |
| ঐ ঐ এককালীন | ৮॥০ | ডাকমাশুল | ৭৮/১৫ |
| প্রচার বার্ষিক | ২৯৲ | বিবিধ ব্যয় | ১৪ ৵০ |
| ঐ মাসিক | ২৯০।০ | স্থায়ী প্রচারফণ্ড | ১৫ ৶০ |
| ঐ এককালীন | ১০॥/০ | পাথেয় হিসাবে | ১০৲ |
| প্রচার হিসাবে প্রাপ্ত চাউলের মূল্য | ৪॥/৫ | নিঃস্ব ব্রাহ্ম বালকদিগের স্কুলের বেতন দেওয়ায় | ৭২৲ |
| শুভকর্ম্মের দান | ৫৲ | ঋণ দান | ৫০০৲ |
| পাথেয় হিসাবে | ১০৲ | মুদ্রাঙ্কণ ব্যয় | ৫॥০ |
| কর্ম্মচারীর বেতন (তত্ত্বকৌমুদী হইতে) প্রাপ্ত | ২৪৲ | | ১১৩৩/৫ |
| নিঃস্ব ব্রাহ্ম ছাত্রদিগের স্কুলের বেতন দেওয়ার জন্য সিটি কলেজ হইতে প্রাপ্ত | ৭২৲ | গচ্ছিত শোধ | ॥০ |
| | | হাওলাত শোধ | ।০ |
| স্থায়ী প্রচার ফণ্ড | ৫১৫৲ | | |
| জন্মের রেজেষ্টরী | ১৮০ | | |
| বিবিধ হিসাবে জমা | /১৫ | | |
| | ১১৪৪৵০ | মোট | ১১৩৩৮/৫ |
| গচ্ছিত হিসাব | ২৵০ | | |
| হাওলাত হিসাবে | ৩০৲ | | |
| মোট | ১১৭৬।০ | | |
| পূর্ব্ব স্থিত | ৪১॥৶ | স্থিত | ৮৪ /১৫ |
| | ১২১৭৮৶০ | | ১২১৭৮৶০ |

পুস্তক বিক্রয়ের হিসাব।

| আয় | | | ব্যয় | |
|---|---|---|---|---|
| পুস্তক বিক্রয়ের মূল্য আদায় | | ১৪০৮৶৫ | বিবিধ | ৫/১৫ |
| নগদ বিক্রয় | | ৪২১॥৶০ | পুস্তকের ডাক মাশুল | ১২৮/১০ |
| সমাজের | ২৮৮॥৶১৫ | | ডাকমাশুল | /০ |
| অপরের | ১৩২৮৶ ৫ | | গচ্ছিত শোধ | ।৶০ |
| | ৪২১॥৶০ | | মুদ্রাঙ্কণ | ২৭৮।০ |
| কমিশন | | ৫।৶১২॥ | কমিশন | ১০৮৵১৫ |
| | | | অপরের | ১২৪ /১৫ |
| | | ৫৬৮/১৭॥ | কাগজ | ৯২৮৵০ |
| গচ্ছিত | | ২৩॥০ | পুস্তক বাঁধাই | ৫০৲ |
| | | ৫৯১॥/১৭॥ | | ৫৭৪॥ ১৫ |
| গত ত্রৈমাসিকের স্থিত | | ৮২৮৮ ১২॥ | স্থিত | ৮৪৫৮/১৫ |
| | | ১৪২০।৵১০ | | ১৪২০।৵১০ |

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

| আয়ের বিবরণ | | ব্যয়ের বিবরণ | |
|---|---|---|---|
| মূল্য প্রাপ্তি ... | ৪২২।৶০ | মুদ্রাঙ্কণ ... | ১৭৫৲ |
| বিজ্ঞাপন হিসাবে | ২৭৲ | কাগজ ... | ৬০॥৵১০ |
| বিবিধ হিসাবে | ৪৮০ | কর্ম্মচারীর বেতন | ২১৲ |
| | ৪৫৪৶০ | দপ্তরীর হিসাবে... | ৪॥০ |
| হাওলাত হিসাবে | ১৫৲ | ডাকমাশুল ... | ১২২৮/০ |
| | ৪৬৯৶০ | বিবিধ ব্যয় ... | ১৬॥০ |
| পূর্ব্ব স্থিত | ১৫১।৵১০ | কমিসন হিসাবে... | ।০ |
| | ৬২০॥/১০ | | ৪০০॥৶১০ |
| | | হাওলাত শোধ | ৪৫৲ |
| | | প্রাপ্ত মূল্য ফেরত দেওয়া যায় | ১৲ |
| | | | ৪৪৬॥৶১০ |
| | | স্থিত | ১৭৩৮৵০ |
| | | | ৬২০॥/১০ |

ক্রমশঃ

শ্রীদুকড়ি ঘোষ
সম্পাদক।

## প্রেরিত।

কিছুদিন হইল তত্ত্ব-কৌমুদীতে ধর্ম্মবিজ্ঞান বিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নগুলি পড়িয়া অপেক্ষা করিতেছিলাম কোন সুবিবেচক ধার্ম্মিক এসম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করেন কি না। কিন্তু এপর্য্যন্ত কেহই কিছু বলেন নাই দেখিয়া কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছি।

সভ্যতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষা যেমন আমাদিগকে আড়ম্বর শিক্ষা দিতেছে ধর্ম্ম-বিষয়েও বুঝি সেইরূপ হইতে চলিল! যেদিন আচার্য্য স্বয়ং অনুভব করিয়া বলিতেন "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" এখন আর সেদিন নাই। যখন ঋষিগণ ধ্যানযোগে পরব্রহ্মে সুগভীর জলাধিমগ্ন মীনের ন্যায় নিমগ্ন থাকিতেন সেদিন এক্ষণে আমাদের নিকট স্বপ্নবৎ। দিন দিন আমরা বাক্য-সাগরে ডুবিতে শিক্ষা করিতেছি। ধর্ম্মবিষয়ে বাদানুবাদ করিতে শিক্ষা করিতেছি। ধর্ম্মবিজ্ঞান

বিদ্যালয়ের কয়েকটী প্রশ্ন পড়িয়া মনে কষ্ট হইল। ধর্ম্মবিজ্ঞান বিদ্যালয় বোধ হয় অপ্রাপ্ত বয়স্ক যুবকদিগের শিক্ষার জন্যই খোলা হইয়াছে, পরিণত বয়স্কদিগকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে বোধ করি উক্ত বিদ্যালয় খোলা হয় নাই। এইরূপ ধারণা থাকাতেই এসম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই—ছাত্রদিগকে প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয়, না কতকগুলি ধর্ম্মমত শিক্ষা দেওয়া হয়? ধর্ম্মসাধন প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়, না ধর্ম্মবিষয় লইয়া তর্ক করিবার প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়? "ঈশ্বরের কথা লইয়া বাক্ বিতণ্ডা করিবার প্রয়োজন কি? ঈশ্বরের কার্য্য করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম পালন কর, জীবন সার্থক কর। কার্য্য করিতে না পার কথা বলিয়া আর জ্বালাতন করিও না। গৃহদ্বার উদ্ঘাটন করিও না; চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া থাক।"—লোকমুখে এরূপ কথা শুনিতে পাই; বাস্তবিক ইহা যথার্থ।

"ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ প্রদর্শন কর"। আমার মনে এইরূপ ধারণা যে, ঈশ্বর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণ তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই—তিনি সকল কারণের কারণ, সকল প্রমাণের প্রমাণ। দার্শনিক নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া বলিলেন "cogito ergo sum" কিন্তু "cogito ergo sum" এর আর প্রমাণ দিতে পারিলেন না। হিন্দু নাস্তিক ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ না পাইয়া বলিলেন "ঈশ্বরাসিদ্ধে"। তৎপরে বৈদান্তিকেরা বলিলেন "জন্মাদ্যস্য যতঃ"। এইরূপ এক এক সম্প্রদায় এক একটী সূত্র অবলম্বন করিয়া তত্ত্বজ্ঞান বিস্তার করিয়াছেন; অথচ তাঁহাদের সেই গৃহীত সূত্রের সত্যাসত্য সম্বন্ধে কোন প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। এই জগতের ও নিজের অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে বলিয়াই এ জগতের স্রষ্টাতে বিশ্বাস হয়। সুতরাং তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাসই তাঁহার অস্তিত্বের যথেষ্ট প্রমাণ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস নামক গ্রন্থের ।৶০ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিত আছে:—আমরা যদি কেবল যুক্তির সোপান দিয়া ঈশ্বরে যাই, তবে আমরা শূন্য ঈশ্বর মাত্র পাই। কেবল বুদ্ধির আলোক এস্থলে অন্ধকার তুল্য। ঈশ্বরের অস্তিত্ব যতক্ষণ না আমরা তর্কদ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে পারি, ততক্ষণ যে আমরা ঈশ্বরকে জানিতে পারি না; এ কোন কার্য্যের কথাই নহে। জগৎ, আমি, ঈশ্বর এ তিনেরই সত্তা আমাদের আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ; তাহা সিদ্ধান্ত সাপেক্ষ নহে, এবং সে সকলকে যুক্তি দ্বারা সংস্থাপন করিতেও পারা যায় না। আমরা কি জগতের অস্তিত্ব তর্ক দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়া পরে তাহা প্রত্যয় করি? যদিও সহস্র সহস্র প্রখর বুদ্ধি একত্র হইয়া বহুতর যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক জগতের অস্তিত্ব খণ্ডন করিয়াছে; তথাপি কোন্ উন্মাদ এমন আছে যে, বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বের প্রতি সংশয় করে। বিপক্ষের শত সহস্র যুক্তি ও তর্ক এস্থলে পরাভব পায়। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণও সেইরূপ তর্ক তরঙ্গের উপর নির্ভর করে না। আমি যখন তাঁহাকে জ্ঞাননেত্রে প্রত্যক্ষ প্রতীতি করি; তখন আর আমি ছায়া দেখি না, তখন করতলন্যস্ত আমলকের ন্যায় তাঁহার সত্তা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করি—তখন "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।" হৃদয়ের গ্রন্থি ভিদ্যমান হয়, সকল সংশয় নিরাকৃত হয়। এই স্বাভাবিক সহজ জ্ঞান ব্যতীত কোন সত্যই আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর হয় না। কোন প্রকার ব্যাখ্যাতে জন্মান্ধকে বর্ণ বুঝাইয়া দিতে পারে না—কোন বর্ণনাতেই আমরা মিষ্ট, কি কটু, কি কোন প্রকার আস্বাদন উপলব্ধি করিতে পারি না। মহত্তর উচ্চতর আধ্যাত্মিক বিষয় সকলও আমাদের পক্ষে সেইরূপ।"

এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই, সাধন বিষয়ক প্রশ্নগুলির উত্তর কি ছাত্রগণ সাবধান হইয়া লিখিয়াছেন না কোন পুস্তক কণ্ঠস্থ করিয়া লিখিয়াছেন? "ধ্যানের প্রধান বিঘ্ন কি কি?" "আরাধনার ফল কি?" ইত্যাদি। এই সকল প্রশ্নের উত্তর কোন গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া কিম্বা কাহারও উপদেশ শুনিয়া প্রদান করা না করা সমান। "ঈশ্বরের স্বরূপ কয়টী তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।" ব্রাহ্মের ঈশ্বর অনন্ত ও মহান্, তাঁহার "স্বরূপ কয়টী" এর অর্থ কি? ব্রাহ্ম কি তাহার ঈশ্বরকে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক স্বরূপে নিবদ্ধ করিতে পারেন? রামমোহন রায় ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিলেন "অস্বরূপে ভ্রান্ত মন কেন দেও উপাধি।"

এরূপ করিয়া কি আমরা কেবল মাত্র কতকগুলি কথা শিক্ষা দিতেছি না। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রাণের ধর্ম্ম, কোন পুস্তকের ধর্ম্ম নহে, কোন জাতিবিশেষের ধর্ম্ম নহে, মানব হৃদয়ের ধর্ম্ম। ইহা কেবল মাত্র ব্রাহ্মসমাজে নিবদ্ধ নহে। ঈশ্বরের সত্য যিনি যাহার হৃদয়ে যতটুকু পাইয়াছেন তিনি ততটুকু ব্রাহ্মধর্ম্ম পাইয়াছেন এবং ততটুকু বলিতে পারেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য সকল কণ্ঠস্থ করাইয়া কাহাকেও প্রকৃত ব্রাহ্ম করিতে পারিবে না। তবে আর এত বাক্যাড়ম্বর শিক্ষা দিবার প্রয়োজন কি? অধিক পরিমাণে নীতি শিক্ষা দিলে কি হয় না?

এই প্রকার অন্তরদৃষ্টির অভাবে আমাদের সমাজে দিন দিন স্বেচ্ছাচার বৃদ্ধি পাইতেছে। ধর্ম্মমতের, সামাজিক ব্যবহারে, এবং শিষ্টাচার প্রভৃতির স্বেচ্ছাচারের কথা বলিতেছি; যাহা স্বাধীনতা প্রভৃতি শব্দের বিকৃতি মাত্র। এই সম্প্রদায়ের প্রতি এখন হইতেই আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য নতুবা কালে ইহাতে বিশেষ অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা।

এই জন্যই মনে হয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক শিক্ষা না দিয়া সামাজিক ব্যবহার, চরিত্র সংগঠন, ইন্দ্রিয় দমন, আত্মসংযম প্রভৃতি নীতি সমুদায় ও ধর্ম্মের সহজ সত্য সকল শিক্ষা দিলে অনেক উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। অথবা ধর্ম্ম সম্বন্ধে এরূপ প্রশ্ন না দিয়া কেবল কাগজে কলমে ধার্ম্মিক না বানাইয়া সুবিবেচক, ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ ছাত্রদিগের সহিত আলাপ করিয়া তাহাদের হৃদয়ের ভাব, চরিত্রের উৎকর্ষতা ও নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণ দেখিয়া পুরস্কার দিতে পারেন। নতুবা পরীক্ষার কাগজে ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া অনেকে "বিজ্ঞান বিদ্যালয়ের" পুরস্কার পাইতে পারেন কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্মের বিদ্যালয়ে পুরস্কার পাইবেন কি না কে বলিতে পারে?

শিলং }
৩১শে মার্চ্চ ১৮৮৬ }

অনুগত
শ্রী শিলং।

ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা ৩১শে চৈত্র মুদ্রিত ও ২১১ নম্বর কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

( পাক্ষিক পত্রিকা। )

৯ম ভাগ।
২য় সংখ্যা।

১৬ই বৈশাখ বুধবার, ১৮০৮ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে, ৩৲
প্রতি সংখ্যা ৵০

## প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর! বলিতে বুক ফাটিয়া যায় আমরা নাস্তিক হইয়াছি! তোমাকে আমরা যদি তেমন করিয়া বিশ্বাস করিতাম তাহা হইলে কি আমরা কখনও ভাল না হইয়া মন্দ হইতে পারিতাম। বড়ই দুঃখের বিষয়; আমরা সদা সর্ব্বদা কত উপদেশ শুনিতেছি; কত সৎগ্রন্থ পাঠ করিতেছি; কত সাধুর সঙ্গে বাস করিতেছি; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না কেন? আমরা কোন্ মুখে জগতে তোমার নাম প্রচার করিব? কোন্ মুখে আপনাদিগকে তোমার সেবক বলিয়া পরিচয় দিব? তোমার সেবক হইয়া তোমার উপাসনা করিয়া যদি আজিও হৃদয়ের নিভৃত চিন্তা পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ হইয়া, না গেল তাহা হইলে আমরা কেমন করিয়া বাঁচিব। আমাদের মধ্যে প্রেম আজিও বাড়িল না, আমরা আজিও পরস্পরকে প্রীতি করিতে শিখিলাম না! আমরা দূরে দূরে থাকিয়া পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্মপথের সহায় হইতে পারিলাম না! হায়! আমরা এভাবে আর কত দিন থাকিব! আমরা তোমার সেবক হইয়া তোমার উপাসক হইয়া যদি জীবনে এত হীন হই তাহা হইলে আমাদের দুর্দ্দশার ত সীমা রহিল না। প্রভো! এ বিপদ হইতে রক্ষা কর! আমাদিগের মধ্যে তুমি জীবন্তভাবে অবতীর্ণ হও! তোমাকে না পাইলে আর কিছুতেই বাঁচি না। ধন, জন, ঐশ্বর্য্য, অট্টালিকা কিছুতেই শান্তি নাই! দেব! যদি তোমার সহবাস সুখেই বঞ্চিত থাকিলাম তাহা হইলে সুবোধ সুশান্ত হইয়াই বা লাভ কি? ভাল বলিয়া লোকে প্রশংসা করিলেই বা কি আসে যায়! তোমাকে জীবন্তভাবে প্রাণের মধ্যে যদি অনুভব করিতে না পারি তবে সমুদায়ই বৃথা! হে পিত! তুমি দয়া করিয়া একবার আমাদের দৃষ্টি পৃথিবীর সামগ্রীর আকর্ষণ হইতে উঠাইয়া লইয়া তোমার প্রেমমুখের দিকে ফিরাইয়া দেও।

---

## নববর্ষের উপহার।

নববর্ষের উৎসবোপলক্ষে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ সকল পঠিত হইয়াছিল। আমরা পাঠকদিগের অবগতির জন্য প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত করিলাম।

১। বাসুদেব যখন কৌরব ও পাণ্ডবদিগের মধ্যে বিবাদানল নির্ব্বাণ করিয়া দিবার জন্য দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবদিগের প্রাপ্য ভূভগা প্রত্যর্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন তখন কঠিন হৃদয় দুর্য্যোধন এই উত্তর করিলেন যে, সুতীক্ষ্ণ সূচাগ্রে যতটুকু ভূমি আবৃত হইতে পারে, যুদ্ধবিনা ততটুকু ভূভাগও তিনি পাণ্ডবদিগকে প্রদান করিবেন না। সুনীতিপরায়ণ ধার্ম্মিক ব্যক্তিও মিথ্যাকে ঠিক এই ভাবে উত্তর দেন; তিনি বলেন যে,"সুতীক্ষ্ণ সূচাগ্র পরিমাণ হৃদয়ভূমিও হে মিথ্যা প্রাণ থাকিতে আমি তোমাকে দিব না।"

২। আমাদের যখন খাদ্য সামগ্রীতে অরুচি হয়, তখন আমরা কটু তিক্ত প্রভৃতি রস খাইতে স্বভাবতই অত্যন্ত অভিলাষ করি; কটু তিক্ত প্রভৃতি রস আস্বাদন করিলে আমাদের জিহ্বার সাড় হয় এবং অরুচি আস্তে আস্তে চলিয়া যায়। আমরা যখন সংসারের মোহে আক্রান্ত হইয়া ধর্ম্মেতে রুচি হারাই তখন পরম জননী অতি যত্নপূর্ব্বক আমাদিগকে শোক ও দুঃখের কটু তিক্ত প্রভৃতি রস খাইতে দেন।

৩। যাহারা অন্ধ তাহাদের স্পর্শ ও অনুভবশক্তি স্বভাবতঃ বড়ই প্রবল হয়। সংসারে আমাদের স্বার্থরূপ চক্ষু যদি অন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে আমাদের আর আর সাধু বৃত্তিগুলি স্বচ্ছন্দে বাড়িতে পারে।

৪। আম প্রভৃতি ফলের যে দিক্‌টায় সূর্য্যের প্রখর কিরণ লাগে সেই দিক্‌টা দেখিয়াই অনেকে মনে করেন আমটা পাকিয়াছে; কিন্তু পাতার আড়ালের ভিতরকার দিক্‌টা দেখিলেই সে ভ্রম দূর হইয়া যায়। আমরা যখন ঈশ্বর চিন্তায় বা সৎপ্রসঙ্গে থাকিয়া একটুখানি ভগবৎকৃপা অনুভব করিয়া সরস হই লোকে তখন মনে করে বুঝি আমরা বাস্তবিকই বড় ধার্ম্মিক—বেশ পাকা ফল; কিন্তু যদি একবার আমাদের সংসারের চাল চলন দেখে তাহা হইলেই আমাদের কাঁচা দিক্‌টা বাহির হইয়া পড়ে।

৫। পাড়াগাঁয়ের ছোট ছোট ছেলেরা পানকৌড়ী দেখিলে বড় আনন্দিত হয়। পানকৌড়ী মাছ ধরিবার জন্য ঘন ঘন জলে মাথা ডুবায় আর তাই দেখিয়া তাহারা আমোদে হাততালি দিয়া নাচিতে নাচিতে ডাঙ্গায় দাঁড়াইয়া বলিতে থাকে,"পানকৌড়ী পানকৌড়ী আমার হয়ে একটী ডুব দে"! সাধু ধার্ম্মিক পণ্ডিত যখন ধর্ম্মভাবে প্রণোদিত ও পূর্ণ হইয়া গম্ভীর তত্ত্বকথা সকল ব্যাখ্যান করেন আমরাও তখন ছোট ছোট ছেলের মত শুষ্ক হৃদয় ও শুষ্ক চখে বলি "সাধু সাধু" আর ছেলেদের মত আনন্দে করতালি করিতে থাকি। সেয়ানা ছেলের মত ডুবিতে জলে নামি না!

৬। নদীর যদি বেগ থাকে তবে সে আপাততঃ বাধা পাইলেও বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড উল্লঙ্ঘন করিয়া নানা বাধা ও নানা অতিক্রম করিয়া, সোজাপথে যদি নাও পারে ঘুরিয়া দেশ ফিরিয়াও আপনার গন্তব্য স্থানে যাইতে পারে। আসল জিনিষ বেগ; আবার বেগের মূল জলরাশি; এই দুইটি যদি থাকিল তাহা হইলেই স্রোতস্বতী আসিয়া নানাপ্রকার বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অবশেষে বারিধিতে মিলিয়া যায়। মানবাত্মার যদি ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য ব্যাকুলতা থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে আত্মা সেই প্রেম জলধিতে গিয়া পড়ে কেহই তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারে না। ক্ষণকালের জন্যও যদি সে আত্মা বিপথে যায় ব্রহ্ম কৃপা ও ব্যাকুলতা অবশেষে তাহাকে সেই লক্ষ্যের দিকে লইয়া যাইবেই যাইবে। ধর্ম্মজীবনে ব্যাকুলতাই আসল জিনিষ।

৭। নারিকেল ফল অনেক উচ্চে বাস করিয়াও কেমন সুস্নিগ্ধ জলের আধার হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বদা সৎপ্রসঙ্গ সাধুসহবাস ও গভীর আধ্যাত্মিক আলোচনা বিনা যে মানুষ ধার্ম্মিক হইবে না এমন কোনও কথা নাই। ব্রহ্মের কৃপা হইলে শূন্যে নারিকেল ফলের জলের ন্যায় মানবাত্মাও বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাবে পূর্ণ হইতে পারে।

৮। মৃত্তিকা হইতে ঘট প্রস্তুত হয় বটে কিন্তু এই ঘট একবার অগ্নিতে দগ্ধ হইলে আর কোনও মতেই উহাকে মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিতে পারা যায় না। যদি ভাঙ্গিয়া কুচি কুচি করা যায় তাহা হইলেও সে খোলার কুচি মাটীর সঙ্গে আর মিশে না। আগুণ তাহাকে স্বতন্ত্র থাকিবার এই শক্তি প্রদান করে। মানব হৃদয়ও যদি একবার ব্রহ্ম-কৃপাগ্নিতে আপন অন্তরস্থ সমুদায় কুবাসনা গুলিকে দগ্ধ করিতে পারে তাহা হইলে তাহার ভাবও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া যায়; রাশি রাশি প্রলোভনের মধ্যে বাস করিলেও তাঁহাদের আর পতন হয় না। ব্রহ্মের কৃপাগ্নিতে পুড়িয়া তাহাদের জাতি যায়। সংসারের যাবৎ সাধুদিগের এইরূপে জাতি গিয়াছে।

৯। মানুষ বায়ুরাশির মধ্যে প্রতিনিয়ত বাস করিতেছে, কিন্তু যখন স্বাভাবিক গতি বন্ধ হয় তখন দারুণ গ্রীষ্মাতিশয্যে মানুষ ছটফট করিতে থাকে; নানাপ্রকার কৃত্রিম উপায়ে বায়ুর গতি করিয়া দিতে চেষ্টা করে কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোনও ফল হয় না; যতক্ষণ না বায়ুর স্বাভাবিক গতি হয় ততক্ষণ গ্রীষ্মের যে ক্লেশ তাহা দূর হয় না। একটু বাতাস যদি আপন ইচ্ছায় বহে তাহা হইলে শত শত কৃত্রিম উপায়ের ফলকে অতিক্রম করে। ধর্ম্মজীবনে কৃত্রিম উপায় অবলম্বনদ্বারা সাধন করাও ঠিক সেইরূপ; আমরা ব্রহ্মের কৃপারূপ বায়ুসাগরে মগ্ন হইয়া রহিয়াছি কিন্তু তাহা হইলে কি হয় বায়ু প্রবাহিত না হইলে ত আর শরীর শীতল হয় না। কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া কি করিব তাঁহার কৃপা যখন হইবে তখনই আমার আত্মার পিপাসার শান্তি হইবে। তবে বায়ু সঞ্চালনের প্রতীক্ষায় হৃদয়ের দ্বারগুলি খুলিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

———

ঘটনাক্রমে কোন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের গৃহে যখন কাহাকেও বাস করিতে হয়, তখন দেখা যায় সেই গৃহের সকলে এই নবাগত ব্যক্তির প্রতি কত সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিয়া থাকে; পাছে কোন ত্রুটী নিবন্ধন আত্মীয়ের মনে কষ্ট হয়; পাছে বিদেশে কোন অভাবের জন্য তাহাকে মনঃকষ্টে কাল কাটাইতে হয় পাছে কোনরূপ আদর যত্নের অভাবে তাহার মনঃক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণ উপস্থিত হয় এইনিমিত্ত সেই গৃহের সকলকে ব্যস্ত হইতে হয়; এমনকি তখন সেই বাড়ীর ছেলেদের অপেক্ষাও তাহার প্রতি সমধিক আদর প্রদর্শন করিতে হয়। আবার নবাগত ব্যক্তিও সসঙ্কোচে সেখানে বাস করিয়া থাকেন; বিশেষ সতর্কতার সহিত তাহাকে চলিতে দেখা যায়। যতই গৃহস্থ তাহার প্রতি সমধিক আদর প্রদর্শন করেন ততই সে আরও সঙ্কুচিত ভাবে চলিয়া থাকে; ততই তাহাকে সলজ্জভাবে দিন কাটাইতে হয়; মনে হয় ইহারা যদি আর একটু কম যত্ন করেন তবে বুঝি ভাল হয়। তাহার জন্য গৃহস্থ যতই অধিক মনোযোগের সহিত অভ্যর্থনায় নিযুক্ত হন ততই সে যেন আপনাকে অপরাধীর ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকে। কিন্তু কিছু দিন সেই গৃহে বাস করিতে করিতে যখন পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব ঘুচিয়া ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইতে থাকে; যতই পরভাব যাইয়া আত্মীয়তা ঘনতা প্রাপ্ত হয়; বাড়ীর ছেলেদের স্থান যখন সে গ্রহণ করিতে থাকে; বাড়ীর অন্যান্য দশ জনের সঙ্গে যখন তাহার কোন প্রভেদ না থাকে, তখন আর সেই সঙ্কুচিত ভাব থাকে না; তখন গৃহস্থের যে যত্নের কোন ত্রুটী হয় তাহা নয়, তিনি পূর্ব্বানুরূপই যত্ন করেন, কিন্তু তাহার মনে আর পূর্ব্বের ন্যায় সতর্ক ভাব থাকে না; পাছে ত্রুটী ঘটে এরূপ সন্দেহের ভাব থাকে না কারণ সে তখন বাড়ীর আর দশটী ছেলের সঙ্গে এক হইয়া যায়; তখন তাহার সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির কথা আর মনে থাকে না; আর সেই ব্যক্তিও গৃহের কর্ত্তাকে আপন পিতৃস্থানীয় মনে করিয়া সেই গৃহকে আপন গৃহ মনে করিয়া অপর দশ জনের সহিত একভূমিতে এক ভাবে চলিতে অভ্যস্ত হয়, তখন আর সমাদরে সঙ্কোচ হয় না, তখন সে আদরের সময় আদর এবং ভর্ৎসনার সময় ভর্ৎসনা পাইয়া সন্তানবৎ গৃহে বাস করে—মনে কোন সঙ্কোচ ভাব স্থান পায় না। পৃথিবীতে যেমন দূরসম্পর্ক স্থলে এরূপ ঘটিতে দেখা যায়, আধ্যাত্মিক রাজ্যেও এইরূপ ঘটনা স্পষ্ট অনুভব করা গিয়া থাকে। আমি যখন ঈশ্বরের গৃহে দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের গৃহে বাসের ন্যায় থাকি, তখন দেখিতে পাই ঈশ্বর যেন আর সকলকে পরিত্যাগ করিয়া আমারই জন্য ব্যস্ত রহিয়াছেন। পাছে আমি তাঁহার গৃহে আসিয়া নিরাশ বা শুষ্ক হৃদয় লইয়া ফিরিয়া যাই, পাছে বা তাঁহার গৃহের অপর দশজনের ব্যবহারে ত্যক্ত হইয়া তাঁহার গৃহ পরিত্যাগ করি এই নিমিত্ত তিনি নিজেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদরের সহিত আমার সঙ্গে ব্যবহার করেন; আমি না চাহিতেই তিনি প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া সকল দুঃখ দূর করিতে থাকেন। তখন মনে হয় যেন তাঁহার আর সকল সন্তান অপেক্ষা আমাকেই অধিক যত্ন করিতেছেন। যতই তিনি

এইরূপে অধিক আদর করেন, ততই আমি সঙ্কোচের সহিত এই দান গ্রহণ করিয়া থাকি। সলজ্জভাবে তাঁহার গৃহের ধন রত্ন যেন ভয়ে ভয়ে নিরীক্ষণ করি। কেবল যে তিনিই এরূপ ভাবে সমধিক যত্ন করেন তাহাও নয়; তাঁহার গৃহের সকলেই যেন তখন সতর্কতার সহিত আমার সঙ্গে ব্যবহার করিয়া থাকেন; যেন আমি তাঁহাদের কোন ত্রুটি দেখিলেই সে ঘর ছাড়িয়া যাইব; যেন তাঁহাদের একটী হারাণভাই আবার বিপথে যাইয়া বিপাকে পড়িবে, এই জন্য তাঁহারাও সকলে কত যত্ন করেন। কিন্তু আমার সংকীর্ণ প্রাণ তাঁহাদের এই স্নেহ ও আদর উন্মুক্ত ভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না! মনে হয় ইঁহারা এত স্নেহ না করিলেই যেন আমি সুখী হই। কিন্তু যে সৌভাগ্যবান এই ঈশ্বরের গৃহকে আপনার গৃহ করিয়া লইতে পারিয়াছেন, তাঁহার গৃহের নরনারীদিগকে আপনার ভাই বোনের স্থানে দেখিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং তাঁহাকে আপনার করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার কি সে ভাব থাকে? না—তিনি তখন গৃহের ছেলের ন্যায় যখন ইচ্ছা মায়ের নিকট যাইতেছেন; যখন ইচ্ছা গৃহে প্রবেশ করিতেছেন, যে জিনিষ ইচ্ছা গ্রহণ করিতেছেন, যেখানে ইচ্ছা গমন করিতেছেন কোন প্রকার সন্দেহ সঙ্কোচভাব তাহার প্রাণে নাই। তখন সেই সকল বস্তুও তাহার আপনার সম্পত্তি হইয়াছে সেই গৃহ আপনার গৃহ হইয়াছে। তখন গৃহের জনগণ আপন ভাই ভগিনীর স্থান গ্রহণ করেন। তাঁহারাও যেমন সতর্কভাবে দেখেন না এব্যক্তিও তেমনি সঙ্কোচে তাহাদের সহিত মিশেন না। পিতাকেও আর সতর্ক দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে হয় না; তিনি জানেন সন্তান এখন নিজ গৃহ অধিকার করিয়াছে, নিজ গৃহের মূল্য বুঝিয়াছে, ইহা পরিত্যাগ করিলে যে ক্ষতি তাহা অনুভব করিয়াছে সুতরাং আর পূর্ব্বের ভাব তাঁহার থাকে না। তখন সে দেখিতে পায় গৃহের আর দশ জনের প্রতি তিনি যে ব্যবহার করেন তাহার প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিতেছেন।

ঈশ্বরের গৃহে যাহাকে পরের মত থাকিতে হয় না, তাহার কত সৌভাগ্য। যাহার এই পরমপিতার সহিত প্রাণের গভীর ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপিত হইয়াছে, সে কত সৌভাগ্যশালী। পৃথিবীতে এমন কি দুঃখ আছে, যদ্দ্বারা তিনি ক্লিষ্ট হন; পৃথিবীতে এমন শত্রু কে আছে, যাহার প্রহারে তাঁহাকে ভীত বা ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়; এমন কোন অশান্তি বা উদ্বেগের কল্পনা করিতে পারি না, যাহাদ্বারা তিনি বিচলিত হইতে পারেন; পৃথিবীর সকল প্রকার শোক দুঃখ একত্রিত হইলেও তিনি অটল অচলের ন্যায় তাহা সহ্য করেন; তাহার প্রাণ চিরশান্তির প্রস্রবণে অভিষিক্ত থাকিয়া যেমন একদিকে নিজে নিত্য শান্তিতে অবস্থিতি করে, তেমনি সর্ব্বত্র মধু বর্ষণ করিয়া সকলকে প্রীত করিতে থাকে। তাহার তৎকালীন স্নেহময় ব্যবহারে জগৎবাসী সুখী এবং কৃতার্থ হয়। ভাই ভগিনী! আজ এই নূতন বর্ষের উৎসবক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের অন্তরকে জিজ্ঞাসা করি, আমরা কি পিতার গৃহে দূরসম্পর্কীয়ের ন্যায় বাস করিতেছি? কিম্বা তাঁহার গৃহ আমাদের আপনার গৃহ হইয়াছে? আমরা কি এই গৃহের নরনারীদিগকে আপনার জন করিয়া লইতে পারিয়াছি? কিম্বা দূরসম্পর্কীয় গৃহের অপর দশজনের ন্যায় ভাবিতেছি! আমরা পিতার গৃহের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া সে সমস্তকে নিজস্ব করিতে পারিয়াছি, কিম্বা সেই সমস্ত প্রেম পুণ্য প্রভৃতির প্রতি ভয়ে ভয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছি? এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর যদি না পাই, তবে আমরা সকলেই অতি দীন অতি গরিব। পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য আমাদের থাকিলেও আমরা পথের কাঙ্গাল। সুতরাং এই সৌভাগ্যবঞ্চিত আমাদের মধ্যে যে যে আছ সকলে মিলিয়া এস সম্বৎসর এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হই যেন পিতার গৃহকে স্বকীয় গৃহ, পিতার ঐশ্বর্য্যকে স্বকীয় ঐশ্বর্য্য এবং তাঁহার সন্তান সকলকে স্বীয় ভাই বোন করিতে পারি।

---

যাহার যে স্থানে থাকা স্বভাব, যেখানে বিচরণ করা প্রকৃতিদত্ত অধিকার, সে যদি সেস্থান ছাড়িয়া যায় তাহা হইলে দেখা যায়, সে যেন দেখিতে ২ দুর্ব্বল ও নির্জ্জীববৎ হইয়া পড়ে; তাহার স্ফূর্ত্তি এবং কার্য্যদক্ষতা সমস্তই যেন হীনতা প্রাপ্ত হয়; সে যেন শক্তি থাকিতে অশক্ত, সমস্ত আয়োজন থাকিতেও অসহায় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। মত্ত হস্তি, যে বনে থাকিলে দুর্দ্দমনীয় শক্তিশালী সে যখন গ্রাম্যভূমিতে আনীত হয় অর্দ্ধেক বল তাহাতেই নিঃশেষ হইয়া যায় সে যেন পূর্ব্বকার সেই মত্ত হস্তীই নয়। আবার তাহাকে যদি জলে লইয়া যাওয়া যায় তাহা হইলে সে আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। স্থলে থাকিতে যদি তাহার পঞ্চাশ মাইল চলিতে কষ্ট বোধ না হইত জলে সে ২ মাইল চলিতেই অশক্ত। স্থলে বলবান ব্যাঘ্র যাহাকে ভীত করিতে পারে নাই, জলে সে সামান্য জলজন্তুর আক্রমণেই পরাস্ত হয়। এইরূপ জলে থাকিতে যে জলজন্তু ভীষণ বলে বলী তাহাকে স্থলে আনয়ন কর দেখিতে দেখিতে সে নির্জ্জীব, সে যে সকল প্রাণীকে আহার করিতে সমর্থ ছিল, তাহারাই এখন তাহার শত্রুতা সাধন করিতেছে তাহাকে পরাভব করিতেছে। যে মনুষ্য সমতলভূমিতে ৪০ মাইল গমনে সক্ষম তাহাকে পার্ব্বত্য ভূমিতে লইয়া যাও, দেখিবে ২ মাইল চলিতেই গলদঘর্ম্ম হইয়া পড়িবে তাহার সবল শরীর দুর্ব্বল ও অবশ হইয়া আসিবে। কেন এরূপ হয়? তাহাদের দেহের বল কি তখন কমিয়া যায়? হঠাৎ তাহাদের শরীরের এমন কোন অভাব হয় না যদ্দ্বারা তাহাদের এরূপ দুর্দ্দশা হইল। জীবনে মৃতবৎ; শক্তি থাকিতে অশক্তবৎ হইবার কারণ এমন নয় যে তাহাদের হঠাৎ কোন রোগ উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহারা যে স্থানে ছিল সে স্থানচ্যুত হওয়ায়, যে খানে থাকা তাহাদের প্রকৃতি ছিল সে স্থান হইতে স্খলিত হওয়াতেই তাহাদের যে স্বভাব ছিল তাহার পরিবর্ত্তন ঘটাতেই এমন দশা হইল। এখানে যেমন এই স্থানচ্যুত হওয়াতেই শক্তি থাকিতেও অশক্ত হইতে হয়; স্বভাবকে অতিক্রম করাতেই নির্জ্জীববৎ অবস্থিতি করিতে হয়; আধ্যাত্মিক রাজ্যেও মানুষ যখন তাহার স্বভাবলব্ধ আশ্রয় স্থান পরিত্যাগ করে; যখন তাহার চিরআশ্রয় স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রেমের ক্রোড় ছাড়িয়া পৃথিবীর ধন জনকে আশ্রয় করিতে থাকে; যখন চিরআশ্রয় পুণ্যময়কে পরিত্যাগ করিয়া পাপ স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয়, তখন তাহার সকল

শক্তিই যেন বিনষ্ট হইয়া যায়; জীবন থাকিতেও নির্জীববৎ অবস্থিতি করে। মানবাত্মার প্রকৃতি ও তাহার গঠন প্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই অনুভূত হইবে যে, পবিত্রতাতে থাকাই তাহার স্বভাব; প্রেমেতে অবস্থিতি করাই তাহার স্বভাবলব্ধ অধিকার; সাধুতাতে পরিবর্দ্ধিত হওয়াই তাহার ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট পরম সুখের অবস্থা; সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরাশ্রিত হইয়া থাকাই তাহার স্বভাব। যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া এই অধিকার হইতে বিচ্যুত হয়; যদি স্বেচ্ছায় পুণ্যের অমৃপান গ্রহণ না করিয়া পাপবিষ পান করিতে থাকে সে দেখিতে দেখিতে দুর্ব্বল, হীন ও মলিন হইয়া যাইবে। তাহার সকল শক্তি থাকিতেও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। সে সকল সহায় থাকিতেও অসহায় সর্প হইয়া ভেকের নিকট পরাস্ত হইবে।

মানুষের পক্ষে পাপ পরিত্যাগ করা যে এত কঠিন হয় তাহার কারণ আর কিছুই নয়—সে আপন স্বভাবলব্ধ বাসস্থান ছাড়িয়া সকল শক্তির আশ্রয় পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া পাপের আশ্রয় গ্রহণ করে বলিয়া। সুতরাং সে শক্তি থাকিতেও অশক্ত। তাহার সকলই আছে কিন্তু সকল শক্তির আশ্রয় প্রাণেশ্বরকে সে আশ্রয় করে নাই; যে স্থানে তাহার থাকা উচিত ছিল, সে আপন পদ সেস্থানে রাখে নাই; যে স্থান হইতে তাহার প্রাণে শক্তির সঞ্চার হইবে সেস্থানের সহিত সে আপন প্রাণকে সংযুক্ত রাখে নাই। সুতরাং সর্ব্বদাই সে অশক্ত; সর্ব্বদাই সে জীবন থাকিতে নির্জীব; সামান্য পাপের আঘাতেই পরাজিত। পাপের কি কোন বল আছে যে, সে মানবাত্মার কোন অকল্যাণ সাধন করিতে পারে? না তাহার স্বতঃ কোন শক্তিই নাই। কিন্তু মানুষ শক্তির মূল প্রস্রবণকে ছাড়িয়াই দুর্ব্বল; অশক্তের নিকটও পরাস্ত; পাপের অধীন। সুতরাং যদি শান্তি ও স্বাস্থ্য লাভ করিতে হয় যদি সক্ষমের ন্যায় জগতে অবস্থিতি করিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকারে আমাদের স্বভাবলব্ধ অধিকার এই ব্রহ্মাশ্রয় গ্রহণ করিয়া বঞ্চিত হইতে যত্নশীল হওয়াই একমাত্র কর্ত্তব্য; ব্রহ্মই আমাদের বাসগৃহ; তিনিই আরামের স্থল তিনিই শক্তি। এই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া পাপের আশ্রয় গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি যেন আমাদের কাহারও না হয়।

---

আমাদের ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হওয়া বড়ই কঠিন। কেহ প্রশংসা করিলেই অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া পড়ি কেহ নিন্দা করিলেই দুঃখে মগ্ন হইয়া যাই। যখন প্রশংসা বা নিন্দা কিছুই থাকে না তখন ধর্ম্মচর্চ্চা বরং আমাদিগের সুবিধাজনক হইয়া থাকে। আজ যদি আমার হৃদয়ে পাপের বহ্নি জ্বলিতে থাকে অথচ দেখিতে পাই যে, লোকে আমাকে সাধু সচ্চরিত্র বলিয়া প্রশংসা করিতেছে তখন আমার মনে হয় বুঝি আমার অপেক্ষায় ইহারা হীন! আমি ইহাদিগের অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্থানে অবস্থান করিতেছি; আমার দোষও তত বুঝি নাই; আমার জীবনে যে সকল দোষ দেখিতেছি ইহাদের জীবনে ইহা অপেক্ষা আরও অধিক গুরুতর পাপ রহিয়াছে। এইরূপ কত কথা মনে হয়। কখনও বা আপনার দুরবস্থা বুঝিয়াও লোকের নিকট সাধু ও সচ্চরিত্র বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা হয়। কোথায় একটু কি ভাল কাজ করিয়াছি, কোথায় কি একটু ভাল কথা বলিয়াছি সেই গুলি বেশ ভাল করে মনে রেখেছি, সুবিধা পেলেই সেই সকল বলে লোকের নিকট একটু প্রশংসা পাইবার চেষ্টা করি। ধর্ম্মজীবনে এই এক বড় বিপদ। সাধু মহাত্মারা ইহার বিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছেন আমাদের তাহা পুনরুল্লেখ করা মাত্র; তেমন বুঝিবার বা বলিবার শক্তি কিছুই নাই। কিন্তু আমরা বলিয়াছি আমাদের আর এক দিকে বিপদ আছে সে নিন্দার দিক। আজ আমি মনের উৎসাহে কোন কার্য্যে অগ্রসর হইতেছি, কোনও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রাণ মন দিয়া খাটিতেছি; হঠাৎ কোথায় কে একটু নিন্দা করিল, কোথায় কে একটু বিরুদ্ধাচরণ করিল, কোথায় কে আমার কার্য্যের উদ্দেশ্য না বুঝিয়া অন্যরূপ ভাবে তাহা গ্রহণ করিল, আর আমি অমনি দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলাম আর কোনও কার্য্যে তেমন উৎসাহ নাই। যেন কার্য্যের উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে অথবা যেন আমি একটা মন্দ কার্য্য করিতেছিলাম। এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া আমরা ক্রুদ্ধ হইয়া পড়ি; কখন কখনও বা ক্রোধকে দমন করিতে না পারিয়া যাহারা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে তাহাদের অনিষ্ট করিতে কৃত সঙ্কল্প হই।

জীবনকে সকল কার্য্যের নিয়ন্তা জানিলে আর আমাদের এরূপ অবস্থা হয় না। লোকে যখন আমার প্রশংসা করে তখন যদি আমার এই কথাটি মনে হয় যে, লোকে আমায় ভাল বলে বলুক কিন্তু ভগবানের কাছে যে আর আমার মুখ দেখাইবার যো নাই! তখন আর কি প্রশংসায় স্ফীত হইয়া বেড়াইতে পারি—না দুই একটা ভাল কথা বলিয়াছি বলিয়া তাহা মনে করিয়া অপরকে বলিতে পারি। যখন লোকে আমার নিন্দা করে তখন আমার যদি এই কথাটি কেবল মনে থাকে যে, লোকের ভাল মন্দ বুঝিয়া কাজ করিতেছি না ত আমার ভগবানের দিকে তাকাইয়া আমি কাজ করিতেছি। লোকে আমায় মন্দ বলে বলুক ভগবান ত আমায় কিছু মন্দ বলেন নাই তবে আমার আর দুঃখের কারণ কি আছে। আমাদের কেহ মন্দ বলিলে আমরা দুঃখিত হই—ক্রুদ্ধ হই কিন্তু সাধু ভক্তদিগকে কেহ মন্দ বলিলে তাঁহারা বলেন "যদি কেহ আমায় মন্দ বলে আমি দিব মাকে বলে"; তাঁরা আর কিছু বোঝেন না। আমরা বুঝি কার্য্য সব আমাদের; আমরাই কর্ত্তা; কার্য্যের প্রশংসা বা নিন্দা সবই আমাদের। সাধু জনেরা বুঝেন কার্য্য ভগবানের প্রশংসা বা নিন্দায় তাঁহাদের কিছু এসে যায় না। তাঁহার উপর সকল ভার দিয়া নির্ভর না করিলে আর উপায় নাই। প্রশংসা বা নিন্দার বাতাস বহিবেই আমাদের দাঁড়াইবার স্থান একজন মাত্র তিনি। কিরূপে আমাদের এইরূপ নির্ভরের ভাব জন্মাইবে? আমরা অনেক রকমে চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি সাধু সঙ্গ, সৎগ্রন্থপাঠ, উৎসব ক্ষেত্রে অবস্থান, উপাসনা, প্রার্থনা কত রকম চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না; বাতাসে যেন সব উড়িয়া যায়। কি অবস্থা হইলে কি করিলে আমাদের এইরূপ নির্ভরের ভাব জন্মায়?

একটা কথা আমার মনে হয়, যেন বড় অকিঞ্চন হইলে—বড় ব্যাকুল হইলে এই ভাব জন্মায়। যখন দেখিব যে ধন বল, সম্মান বল, সম্পদ বল আত্মীয় বল, বন্ধু বল, আপনার লোক বল এ সকলের কেহই আমার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছে না; কিসের অভাবে যেন সকল আঁধার হইয়া যাইতেছে; কিছুতেই মন সন্তুষ্ট হইতেছে না, তখন নিরাশ হইয়া যখন সেই নিরাশার আশা, অন্ধকারের আলোক ভগবানের দিকে তাকাইব এবং তাঁহাকে আমার আপনার জানিয়া সকল ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিব আর কিছুরই উপর নির্ভর না রাখিয়া তাঁহাতে সব সমর্পণ করিব তখনই আমার প্রকৃত অবস্থা আসিবে।

এ অবস্থা কি সহজে হয়? আমার একটু আপনার দিকে চাহিলে দেখিতে পাই হয় ধন, না হয় সম্পদ, না হয় অপরের প্রতি ভালবাসা প্রভৃতি কতরকমে এমন বদ্ধ হইয়া রহিয়াছি যে, আর তাহাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া ভগবানের হাতে আমাদের আত্ম-সমর্পণ সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে কিছু যদি না থাকে তবে যাহাদিগকে আমরা ভালবাসি না তাহাদিগের উপর এমন বিরাক্তির ভাব জন্মিয়াছে যে, আমরা মনে করি যে, তাহারা আর আমাদের কেহ নয় আমাদের সহিত সম্পর্ক নাই। এরূপ অবস্থা থাকিলেও কিছু হবে না। যখন পার্থিব কোন পদার্থে আমাদের সুখ শান্তি দিতে পারিবে না এইরূপ একটু বিরক্তির ভাব থাকিলেও এইটুকুই আমার বন্ধন হইয়া থাকিবে। এত বিনয় আমি কোথায় পাইব যে সকল নরনারীর পায় পড়িয়াও মনে হইবে আমার আরও বিনীত হইতে হইবে। এই সকল নরনারী, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ চেতন অচেতন তাবৎ পদার্থ আমায় কৃপা করিতেছে আমি সকলের কৃপা পাইতেছি এইরূপ বিনয়ের ভাব না আসিলে কি ভগবানের প্রতি প্রকৃত নির্ভর আসিবে।

কিন্তু এত বিনয় আমি কোথায় পাইব? আমরা অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি যে, আমাদের অহঙ্কৃত মন একটুও বিনীত হইতে চায় না। আজ আমার মানে, কাল আমার সম্ভ্রমে, পরশু আমার ধনে হাত পাড়লে আমি অমনি বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হইয়া পাড় আমি কিরূপে বিনীত হইব? আমি দিন রাত আপনার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রয়েছি আমার তাহাতে কেহ হাত দিলে কি আমার সহ্য হয়!

অনেক সময় এরূপ মান অপমানের হাতে পড়িলে, দুঃখ যন্ত্রণার হাতে পড়িলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। সময় সময় তাঁহার কৃপা পাই বটে কিন্তু পরক্ষণে আবার তাহা ভুলিয়া যাই। এরূপ করিয়া আর দিন চলে না। এখন আমার মনে হয় আর কিছু ত পারিলাম না কোনও রকমে একবার আমার সকল ভার তাঁহার হাতে দিয়ে সকল গোলমাল শেষ করে বসে থাকি। কিন্তু আমি দেখিতেছি যে ভগবানের কৃপা ব্যতীত আমার একটুও নড়িবার চড়িবার যো নাই; তবে আমি আর কেমন করে তাঁহার কৃপা ব্যতীত তাঁহার হাতে আমার সকল ভার দেই! তাঁর কৃপাই সার, তাঁর কৃপাই সার, তাঁর কৃপাই সার।

## মহাত্মা জন হাওয়ার্ড।

### শিক্ষা।

উপযুক্ত বয়সেই মহাত্মা হাওয়ার্ড হার্টফোর্ডের একটী বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। ডিসেণ্টার খৃষ্টান সম্প্রদায়ের লোকেরাই এই বিদ্যালয়ের কর্ত্তা ছিলেন এবং জন উরস্লি সাহেব ইহার কার্য্য চালাইতেন। এই বিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া হাওয়ার্ডের বিশেষ কোন লাভ হইল না, তিনি শিক্ষা লাভ করিবার জন্য লণ্ডন নগরে গমন করিলেন। লণ্ডন নগরে পৌঁছিয়া জন কেম্‌স নামক নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত এক ব্যক্তির এক বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতে আরম্ভ করিলেন। জন কেমস্ সাহিত্য বিজ্ঞান এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। এই শিক্ষকের নিকট ষোল বৎসর বয়ঃক্রম কাল পর্য্যন্ত হাওয়ার্ড শিক্ষালাভ করিলেন বটে কিন্তু শারীরিক দৌর্ব্বল্য হেতুই হউক অথবা অল্প মাত্রায় জ্ঞান বিকাশ নিবন্ধনই হউক, তিনি লেখাপড়ায় আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই।

### সংসারে প্রবেশ।

লণ্ডন নগরের ওয়াটলিঙ্গষ্ট্রীটে নিউহাম ও শিপলি কোম্পানীর দোকানে শিক্ষার্থী হইয়া হাওয়ার্ড প্রথম কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। এপ্রেণ্টিশ হইয়া কোন কোম্পানীতে ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করিবার জন্য প্রথম প্রবেশকালে কোম্পানীকে কিঞ্চিৎ অর্থ অগ্রিম দেওয়ার রীতি আছে। হাওয়ার্ডের পিতা এই প্রচলিত রীতির অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করিয়া হাওয়ার্ডের কর্ম্ম কার্য্য শিক্ষা করিবার ও তথায় বাস করিবার যেরূপ সুবন্দবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন সাধারণ এপ্রেণ্টিশগণের ভাগ্যে সেরূপ ঘটিয়া উঠেনা। যে অবস্থায় থাকিলে ও যে ভাবে চলিলে ভবিষ্যতে হাওয়ার্ডের সামাজিক পদ মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইতে পারে তদুপযোগী বন্দবস্তের ত্রুটি হইল না। হাওয়ার্ডের পিতা হাওয়ার্ডের জন্য শত শত পউণ্ড অর্থ উক্ত কোম্পানিকে প্রদান করিলেন। সম্পন্ন ও পদস্থ ব্যক্তিগণের ন্যায় শিক্ষানবিশ হাওয়ার্ড বিশ্রামাগার, ভৃত্য, ও আরোহণোপযোগী দুইটি অশ্ব পাইলেন। যাহাহউক এইরূপ অবস্থা কোন ক্রমে হাওয়ার্ডের তৎকালীন পদের উপযুক্ত ছিল না।

১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে হাওয়ার্ডের পিতা পরলোক গমন করেন। তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার সমস্ত স্থাবর সম্পত্তিতে একমাত্র পুত্র হাওয়ার্ডকে সত্ত্ববান করেন এবং অস্থাবর সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল সমস্তই হাওয়ার্ডের ভগ্নীকে দান করিয়া যান। উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে হাওয়ার্ড পৈতৃক সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন না তাঁহার পিতার এইরূপ আদেশ ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার পিতার মনোনীত কর্ম্মকর্ত্তাগণের (executors) তাঁহার বিচার শক্তি বুদ্ধিবৃত্তি ও কার্য্য দক্ষতার উপরে দৃঢ় আস্থাছিল। তিনি নাবালক থাকিতেই তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির কার্য্যভার আপন হস্তে গ্রহণ করিলেন। পৈতৃক সম্পত্তির ভার পাইয়াই হাওয়ার্ড নিউহাম ও শিপলি কোম্পানীর দাসত্ব হইতে নিস্তার পাইলেন এবং উক্ত কোম্পানীর সঙ্গে তাঁহার যে সকল চুক্তি ছিল তাহারও অবসান হইল। হাওয়ার্ডের পিতা ক্লাপটননগরে বাস করিতেন।

হাওয়ার্ড স্বহস্তে সমস্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পরেই পৈতৃক জীর্ণবাটির জীর্ণসংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এই জীর্ণসংস্কার পরিদর্শন করিবার জন্য মহাত্মা হাওয়ার্ডকে এক দিন অন্তরই ক্লাপটনে গমন করিতে হইত। যে বিশ্বজনীন মানবপ্রেম প্রজ্জলিত হুতাশনের ন্যায় মহাত্মা হাওয়ার্ডের হৃদয়কে উপযুক্ত সময়ে গ্রাস করিয়াছিল সেই প্রেমের স্ফুলিঙ্গ যৌবনেই তাঁহার হৃদয়ে লাগিয়াছিল। যে সময়ে তিনি ক্লাপটনের জীর্ণবাটিকার জীর্ণসংস্কার করাইতেন তখন তিনি বালক। এই সময়েই দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিত; তাঁহার প্রাণে কর্ত্তব্যবুদ্ধি উদ্বোধিত হইত। এসম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা আছে এই সামান্য গল্প হইতেই আমরা মহাত্মা হাওয়ার্ডের পরদুঃখ-কাতরতা ও মনুষ্যজাতির প্রতি কর্ত্তব্য জ্ঞানের যথেষ্ট প্রমাণ পাইতে পারি।

হাওয়ার্ডের পিতার একটী বৃদ্ধ ভৃত্য ছিল। বহুকাল হইতে এই ভৃত্য হাওয়ার্ডের পিতার ক্লাপটনস্থ উদ্যানে মালীর কাজ করিত। বৃদ্ধ হাওয়ার্ডের মৃত্যুর পর যখন মহাত্মা জন হাওয়ার্ড কর্তৃত্বভার পাইলেন তখনও এই ভৃত্য আপন কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। এই ভৃত্যই বৃদ্ধাবস্থায় লোকের নিকট যুবক হাওয়ার্ডের বদান্যতা ও পরদুঃখকাতরতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন যে, যখন বাগানের নিকট দিয়া রুটীওয়ালাদের গাড়ী যাইত তখনই যুবক হাওয়ার্ড প্রাচীরের অপর পার্শ্বে রাস্তার নিকট দাঁড়াইয়া থাকিতেন এবং একটী রুটী ক্রয় করিয়া বাগানের মধ্যে নিক্ষেপ করিতেন; বাগানে প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বৃদ্ধ মালীকে বলিতেন, "হারী ঐ শাক বনের মধ্যে খুঁজিয়া দেখ দেখি তোমার পরিবারের জন্য কিছু পাও কিনা?"

বহুদর্শিতা।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াই হাওয়ার্ডের বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছা জন্মিল। নানা দেশের আচার ব্যবহার ও মানব প্রকৃতি অধ্যয়ন করিয়া মনের উন্নতিসাধন করিবার অভিলাষে ফরাসী ও ইতালী দেশের মধ্য দিয়া তিনি ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। প্রায় দুই বৎসরকাল পর্য্যটন করিয়া শারীরিক ও মানসিক পুষ্টিসাধন করিয়া ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কারুকার্য্যের জন্য ইতালী নগর সুবিখ্যাত। ইতালীর প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পীগণের কারুকার্য্য দেখিয়া হাওয়ার্ডের কারুক্রিয়ার প্রতি অনুরাগ ও রুচি জন্মিল। নানাবিধ মনোহর ও সুরুচিকর শিল্পকার্য্য দেখিয়া যেমন একদিকে তাঁহার হৃদয়ের তুষ্টিসাধন হইতে লাগিল, অপরদিকে তেমনি দক্ষিণ ইউরোপের স্নিগ্ধ ও স্বাস্থ্যকর জলবায়ু তাঁহার দুর্ব্বলদেহকে সতেজ করিয়া তুলিল। শিক্ষিত ও সম্পন্ন লোকের পক্ষে বিদেশ ভ্রমণ করিয়া যে সকল উপকার লাভ করার সুযোগ ঘটে মহাত্মা হাওয়ার্ডের ভাগ্যে সে সমস্তই ঘটিয়াছিল। বিদেশ ভ্রমণকালে তিনি নানা স্থানের প্রদর্শনী ও মেলায় গমন করিতেন। তথায় গমন করিয়া শুধু স্থপতি ও কারুকার্য্য দর্শন করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট হইতেন না, যথাসাধ্য অর্থব্যয় করিয়া সেই সকল ক্রয় করিতেন ও স্বদেশে আনয়ন করিতেন। কারাসংস্কার কার্য্যে ভিন্ন যে দুইবার তিনি দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন সেই দুইবারেই তিনি নানাবিধ মনোহর আলেখ্য ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে আনিয়াছিলেন এবং এতদ্দ্বারা অবশেষে তাঁহার কারডিঙ্গটনস্থ বাসগৃহ সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

---

## বিশ্বাসের দার্শনিক ভিত্তি।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—জড়জগৎ (দ্বিতীয় প্রকরণ)

বর্ণ, ঘ্রাণ, শব্দ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় যে মানসিক অবস্থা বা আবির্ভাব মাত্র তাহা অন্য একটী ভিন্ন প্রণালীতে দেখাইতে আমরা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। এই প্রস্তাবে তাহাই দেখান হইবে।

পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয়-বিষয় সমূহ সম্বন্ধে লৌকিক বিশ্বাসই যদি সত্য হইত, অর্থাৎ উক্ত বিষয় সমূহ যদি মন-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তু হইত তবে ইহা নিশ্চিত যে, আমাদের শারীরিক বা মানসিক অবস্থাভেদে উহারা পরিবর্ত্তিত হইত না। যাহা জ্ঞান-নিরপেক্ষ, জ্ঞাতা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা জ্ঞাতার ব্যক্তিগত পরিবর্ত্তনানুসারে পরিবর্ত্তিত হইবে কেন? জ্ঞাতার ব্যক্তিগত পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হইলেই বুঝা গেল বস্তুগুলির অস্তিত্ব জ্ঞাতার জ্ঞানের উপরেই নির্ভর করিতেছে,—বস্তুগুলি জ্ঞাতার মানসিক অবস্থা নিচয় ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা দেখাইতেছি যে, পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয় বিষয় সমূহ বাস্তবিকই জ্ঞাতার পরিবর্ত্তনানুসারে পরিবর্ত্তনশীল।

প্রথমতঃ ঘ্রাণ। ইহা সকলেই জানেন যে, কোন কোন পদার্থ যাহা আমাদের নিকট দুর্গন্ধ অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়, কোন কোন জন্তু তাহাই আগ্রহের সহিত আহার করে। কেবল নিকৃষ্ট জন্তু কেন, মানুষের মধ্যেও এই বিষয়ে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা ভদ্রলোকেরা ঘৃণনীয় দুর্গন্ধ বলিয়া পরিত্যাগ করেন, কোন কোন নিম্নশ্রেণীর লোকের নিকট তাহাই অতি আদরণীয়। সেই মেছুনির গল্প বোধ হয় অনেকেই জানেন যে এক রাত্রি কোন ফুল-মালিনীর ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ফুলের গন্ধে ঘুমাইতে পারে নাই, এবং অবশেষে যাহাকে শুষ্ক মাছের ঝাঁকা জলে ভিজাইয়া উহার সুগন্ধ আঘ্রাণ পূর্ব্বক নিদ্রাকর্ষণের চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। ঘ্রাণ যদি কোন স্থায়ী স্বতন্ত্র পদার্থ হইত, তাহা হইলে একটি বস্তুই ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর নিকট, ভিন্ন ভিন্ন মনের নিকট ভিন্ন ভিন্ন গন্ধযুক্ত বলিয়া বোধ হইত না। এরূপ হওয়াতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঘ্রাণ মানসিক গঠনানুসারে পরিবর্ত্তনশীল একটি মানসিক অবস্থামাত্র। যাহা নাসিকার সাহায্যে অনুভব করা যায় তাহারই নাম ঘ্রাণ, কিন্তু তুমি যাহা অনুভব কর, আমি তাহা করি না, আমি অন্য একটা অনুভব করি; তোমার কাছে যাহা দুর্গন্ধ, আমার কাছে তাহা সুগন্ধ; সুতরাং আমাদের অনুভবের বিষয়ীভূত সাধারণ বস্তু কিছুই নাই।

দ্বিতীয়তঃ স্বাদ। ঘ্রাণের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, স্বাদের সম্বন্ধে তাহার প্রত্যেক কথা খাটে। যাহা আমার নিকট প্রীতিকর সুখাদ্য, তাহা অন্যের নিকট ঘৃণিত অখাদ্য। সুস্থাবস্থায় যাহা মিষ্ট, অসুস্থাবস্থায় তাহা তিক্ত। মন্দের

গঠনানুসারে, শরীরের গঠন ও অবস্থাভেদে, স্বাদের ভিন্নতা হয়; কেন্দ্বলিবে স্বাদ অনুভব-নিরপেক্ষ একটি স্বতন্ত্র বস্তু?

তৃতীয়তঃ শব্দ। যাহা তোমার নিকট উচ্চ শব্দ, তাহাই অর্দ্ধ-বধির ব্যক্তির নিকট মৃদু শব্দ। তুমি কামানের নিকটে থাকাতে যে উচ্চ শব্দ শুনিলে, তুমি মনে করিতেছ আমি দূরে থাকিয়া যে মৃদু শব্দ শুনিয়াছি তাহা উঁহারই ক্ষুদ্র আকার, উভয়ের শ্রুত শব্দ একই। তাই কি? তুমি যাহা শুনিলে, তাহা একটি উচ্চ শব্দ, আমি যাহা শুনিলাম তাহা একটি মৃদু শব্দ; উচ্চ আর মৃদু এক হইল কিরূপে? ছোট আমগাছ আর বড় আমগাছ কি একই বস্তু? বাস্তবিক কথা এই, তুমি যাহা শুনিয়াছ আমি তাহা শুনি নাই; আমরা উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন অথচ কিয়ৎপরিমাণে সদৃশ দুটী বিষয়, দুটী ইন্দ্রিয়বোধ অনুভব করিয়াছি। উভয়ের শ্রুত বস্তু এক নহে। কেবল কারণ এক; একত্ব সেখানে।

চতুর্থতঃ স্পর্শবোধ। পাঠক কোন উপায়ে তাঁহার এক হস্ত উষ্ণ, ও আর এক হস্ত শীতল করুন, তৎপরে একটি পাত্রস্থিত জলকে ক্রমান্বয়ে এক এক হস্ত দ্বারা স্পর্শ করুন; দেখিবেন এক হস্তে ইহা শীতল ও অপর হস্তে উষ্ণ বোধ হইবে। এখন, ঐ জল উষ্ণ কি শীতল, কি বলিব? একই বস্তু এককালে কিরূপে উষ্ণ ও শীতল দুইই হইবে? যদি বল অনুভূত উষ্ণ ও শীতল এই বিষয়দ্বয়ের মধ্যে একটি খাঁটি বহির্বিষয়, আর একটি মানসিক অবস্থামাত্র, তবে বল কোন্‌টি বহির্বিষয় আর কোন্‌টাই বা মানসিক অবস্থা? একটিকে মানসিক অবস্থা বলিলে আর একটিকে তাহা না বলিবার যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজিয়া পাইবে না। উভয়েরই মূল প্রকৃতি এক—অনুভূত হওয়া; সুতরাং একটিকে অনুভব-সাপেক্ষ বলিলে আর একটিকে তাই বলিতে হইবে। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান যায় শরীরের অবস্থানুসারে একই বস্তু এককালে শীতল এবং উষ্ণ উভয় গুণাক্রান্ত বলিয়া বোধ হয়, একই বস্তু একজনের নিকট উষ্ণ, অপরের নিকট শীতল বলিয়া বোধ হয়। ইহাতেই সপ্রমাণ হইতেছে, যে উষ্ণতা ও শীতলতা শারীরিক ও মানসিক অবস্থাভেদে পরিবর্ত্তনশীল ইন্দ্রিয়বোধ মাত্র; কোন মন-নিরপেক্ষ, অনুভব-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তু নহে।

পঞ্চমতঃ বর্ণ। কোন বস্তুকে সুধু চক্ষুতে দেখিলে যে বর্ণ বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, দূরবীক্ষণে দেখিলে সে বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। দূর হইতে দেখিলে এক বর্ণের বোধ হয়; নিকটে গিয়া দেখিলে আর এক বর্ণের বলিয়া বোধ হয়। অধিক আলোকে দেখিলে এক বর্ণের দেখায়, অল্পালোকে দেখিলে অন্য বর্ণের দেখায়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে এক বর্ণের, ক্ষীণ দৃষ্টির কাছে আর এক বর্ণের বোধ হয়। সুধু চক্ষুর কাছে যাহা শাদা, পাণ্ডু-পীড়িত (Jaundiced) চক্ষুর কাছে তাহাই হোলদে। এই দুই শ্রেণীর বর্ণের মধ্যে বস্তুর প্রকৃত বর্ণ কোনটী, আর অপ্রকৃত বর্ণটাই বা কি প্রকার বস্তু? উভয়েরই মূল প্রকৃতি এক —অনুভূত হওয়া; একটী যদি মানসিক অবস্থামাত্র হয়, অন্যটা নয় কেন? এই সমুদায় প্রশ্নের একমাত্র যুক্তিযুক্ত মীমাংসা এই যে বর্ণ কোন মন-নিরপেক্ষ, অনুভব-নিরপেক্ষ বহির্বিষয় নহে; শারীরিক, মানসিক ও প্রাকৃতিক অবস্থাভেদে পরিবর্ত্তনশীল মানসিক আবির্ভাব মাত্র।

ষষ্ঠতঃ কঠিনতা ও কোমলতা ইত্যাদি। শিশুর পক্ষে যাহা কঠিন, বালকের পক্ষে তাহা কোমল, যুবকের পক্ষে কোমলতর। দুর্ব্বলের পক্ষে যাহা কঠিন, সবলের পক্ষে তাহাই কোমল; সবলের নিকট যাহা কোমল, দুর্ব্বলের নিকট তাহাই কঠিন। ধনী বিলাসী ভদ্রলোকেরা যে আসন শয্যা বা বস্ত্রকে কর্কশ বলিয়া পরিত্যাগ করে, দরিদ্র চাষার নিকট তাহাই মসৃণ বলিয়া আদরণীয়। উপরোক্ত ইন্দ্রিয় বিষয়গুলি স্পষ্টতঃই আপেক্ষিক, অনুভব-সাপেক্ষ, ব্যক্তিগত পরিবর্ত্তনানুসারে পরিবর্ত্তনশীল। ইহাদের মধ্যে যাহা কিছু সাধারণ-অপরিবর্ত্তনীয়—তাহার কারণ কেবল মানুষের শারীরিক ও মানসিক গঠনের সাধারণ সাদৃশ্য। এই সাদৃশ্য সম্পূর্ণ নহে, তাই অনুভব ও ঠিক একরূপ নহে। যাহা হউক যদি ব্যক্তিগত পরিবর্ত্তন অনুসারে কঠিনতা কোমলতা ইত্যাদি পরিবর্ত্তনশীল হইল তবে আর ইহাদের স্বতন্ত্রতা কোথায় রহিল? অন্যান্য ইন্দ্রিয়-বিষয়ের ন্যায় ইহারাও অনুভব-সাপেক্ষ, মনসাপেক্ষ, মনেরই অবস্থা নিচয়, মন হইতে পৃথক করিলে কিছুই নহে।

দেশ ও কালের আপেক্ষিকতা তৃতীয় প্রস্তাবে দেখাইব।

শ্রীসীতানাথ দত্ত।

## সিটি কলেজ গৃহে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতা।

সরল রেখা আঁকা সহজ নহে, সত্য বলাও সহজ ব্যাপার নহে। সত্য বলিতে গুরুতর সংযমের আবশ্যক। দৃঢ় নির্ভর দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত তোমাকেই সত্যের অনুসরণ করিতে হইবে সত্য তোমার অনুসরণ করিবে না। আমরা অনেক সময় মনে করিয়া থাকি, সত্য যে সত্য হইল সে কেবল আমি প্রচার করিলাম বলিয়া। সত্যের প্রতি আমরা অনেক সময় মুরুব্বিয়ানা করিয়া থাকি—আমরা তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলি, তোমার কিছু ভয় নাই, আমি তোমাকে খাড়া করিয়া তুলিব। সত্যের যেন বাস্তবিক কোন দাওয়াই নাই তাই আমার অনুগ্রহের উপরে সে দাবী করিতে আসিয়াছে, এবং আমি তাহাকে আমার মহৎ আশ্রয় দিয়া যেন কৃতার্থ করিলাম এবং হৃদয়ের মধ্যে মহত্ত্বাভিমান অনুভব করিলাম। এইরূপে সত্যের চেয়ে বড় হইতে গিয়া আমরা সত্যকে দূর করিয়া দিই, মিথ্যাকে আহ্বান করিয়া আনি। আমরা ভুলিয়া যাই যে, সত্য সমস্ত জগতের আশ্রয়স্থল, এজন্য সত্য কোন ব্যক্তিবিশেষের অনুগ্রহ বা তোমামোদের বশ নহে। আমার সুবিধামত আমি যদি সত্যকে বাঁকাইতে পারিতাম ত সত্য কি সহজ হইতে পারিত! কিন্তু আমি সত্যের কাছে বাঁকিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে পারি, সত্য তাহার অটল সরল সুন্দর মহিমায় দাঁড়াইয়া থাকে—সত্য আমার মুখ তাকাইয়া চলে না, কারণ সকলেই তাহার মুখ তাকাইয়া আছে।

এই জন্যই সত্যের এত বল। সত্য আমার প্রতি নির্ভর করে না বলিয়াই আমি সত্যের প্রতি নির্ভর করিতে পারি।

সত্যকে যদি আবশ্যকমত বাঁকান যাইতে পারিত তবে আমরা সিধা থাকিতাম কি করিয়া! সত্য যদি কথায় কথায় স্থান পরিবর্ত্তন করিত তবে আমরা দাঁড়াইতাম কিসের উপরে! সত্য যদি না থাকে তবে আমরা আছি কে বলিল!

আমরা যখন মিথ্যাপথে চলি, তখন আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়ি এই জন্য। তখন আমরা আত্মহত্যা করি। তখন আমরা একেবারে আমাদের মূলে আঘাত করি! আমরা যাহার উপরে দাঁড়াইয়া আছি তাহাকেই সন্দেহ করিয়া বসি। যতখানি আমাদের মিথ্যা অভ্যাস হয় ততখানি আমরা লুপ্ত হইয়া যাই। সত্যের প্রভাবে আমরা বাড়িতে থাকি, মিথ্যার বশে আমরা কমিয়া আসি। কারণ সত্যরাজ্যের সীমানা কোথাও নাই। দেশ, জাতি, সম্প্রদায় আত্মপর প্রভৃতি যে সকল ব্যবধানকে আমরা পাষাণ প্রাচীর মনে করিয়া নিশ্চেষ্ট ছিলাম সহসা সত্যের বিদ্যুতালোকে দেখি তাহারা কোথাও নাই। তাহারা আমার কল্পনায়। তাহারা অসীম সত্যরাজ্যের কাল্পনিক সীমানা, বালুকার উপরে মনুষ্যের অঙ্গুলির চিহ্ন। তাহারা ছেলে ভুলাইয়া আমার অধিকার সংক্ষেপ করিতেছে। মিথ্যা আমাদিগকে এই বৃহৎ জগতের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছে। সত্যের আশ্রয়ে আমরা বিশ্বজগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ি, মিথ্যা তাহার কুঠারাঘাতে প্রতিদিন আমাদিগকে একেবারে নিঃস্ব করিয়া দেয়, অল্পে অল্পে আমাদের সব কাড়িয়া লয়—আমাদের আশ্রয়ের স্থান, আমাদের জীবনের খাদ্য, আমাদের লজ্জা নিবারণের বস্ত্র একে একে সকলই অন্তর্হিত হয়। এমন ঘোর দারিদ্র্য জন্মাইয়া দেয় যে, পৃথিবীশুদ্ধকে দরিদ্র দেখি, অন্নপূর্ণাকে অন্নহীনা বলিয়া বোধ হয়।

ইহার প্রমাণ কি আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাই না? আমরা মিথ্যাচারীর দল আমরা প্রতিদিন প্রতি ক্ষুদ্র কাজে কি মনে করি না যে, ন্যূনাধিক প্রবঞ্চনা ব্যতীত পৃথিবীর কাজ চলিতে পারে না; খাঁটি সত্য ব্যবহার কেতাবে পড়িতে যত ভাল শুনায় কাজের বেলায় তত ভাল বোধ হয় না। অর্থাৎ যে নিয়মের উপর সমস্ত জগৎ নির্ভয়ে নির্ভর করিয়া আছে, সে নিয়মের উপর আমি নির্ভর করিতে পারি না; মনে হয় আমার ভার সে সামলাইতে পারিবে না—চন্দ্র সূর্য্য তাহাতে গাঁথা রহিয়াছে কিন্তু আমাকে সে ধারণ করিতে পারিবে না, আমাকে সে বিনাশের পথে নিক্ষেপ করিবে। প্রতিদিন মিথ্যার জাল রচনা করিয়া আমরা সত্যকে এমনই আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছি যে, আমাদের স্থূল ভাগ মূলে অবিশ্বাস জন্মায়—মনে হয় জগতের গোড়ায় গলদ্। এই জন্যই আমাদের ধারণা হয় যে, কেবল কৌশল করিয়াই টিকিতে হইবে। কৌশলই একমাত্র উপায়। ডাল পালা মনে করে আমরা কৌশল করিয়া থাকিব, গুড়িতে সংলগ্ন হইয়া থাকা কোন কাজের নহে; গুঁড়ি বলে আমার শিকড় নাই, কোন প্রকার ফন্দী করিয়া সীধা থাকিতে হইবে। দুই পা বলে মাটিকে নিতান্ত মাটি জ্ঞান করিয়া আমি আপনারই উপরে দাঁড়াইব; সে কম কৌশলের কথা নয়, কিন্তু অবশেষে যে আশ্রয় ছাড়িয়া তাহারা লম্ফ দেয়, সেই আশ্রয়ের উপরে পড়িয়াই তাহাদের অস্থি চূর্ণ হইয়া যায়।

মনুষ্য সমাজের এই অতি বৃহৎ জটিল মিথ্যা ব্যবসায়ের মধ্যে পড়িয়া সত্যকে অবলম্বন করা আমাদের পক্ষে কি কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে! চক্ষের উপরে চতুর্দ্দিক হইতে ধূলাবৃষ্টি হইতেছে—আমরা সত্যকে দেখিব কি বলিয়া! আমরা জন্মাবধিই গুটিপোকার মত সামাজিক গুটির মধ্যে আচ্ছন্ন। অতি দীর্ঘ পুরাতন দৃঢ় মিথ্যাসূত্রে সেই গুটি রচিত। সত্যের অপেক্ষা প্রথাকে আমরা অধিক সত্য বলিয়া জানি। প্রথা আমাদের চক্ষু আচ্ছন্ন করিয়া ধরিয়াছে, আমাদের হাতে পায়ে শৃঙ্খল বাঁধিয়াছে, বলপূর্ব্বক আমাদিগকে চিন্তা করিতে নিষেধ করিতেছে, পাছে তাহাকে অতিক্রম করিয়া আমরা সত্য দেখিতে পাই—বাল্যকাল হইতে আমাদিগকে মিথ্যা মান, মিথ্যা মর্য্যাদার কাছে পদানত করিতেছে; মিথ্যা কথন, মিথ্যাচরণ আমাদের কর্ত্তব্যের মত করিয়া শিক্ষা দিতেছে। আমরা বলি এক, করি এক; জানি এক, মানি এক;—স্নায়ুর বিকার ঘটিলে যেমন আমরা ইচ্ছা করি একরূপ অথচ আমাদের অঙ্গ অন্যরূপে চালিত হয়—তেমনি বিকৃত শিক্ষায় আমরা সত্যের আদেশ শুনি একরূপ, অথচ মিথ্যার বশে পড়িয়া অন্যরূপে চালিত হই; প্রথা বলে অন্যায়াচরণ কর, পাপাচরণ কর, তাহাতে হানি নাই, কিন্তু আমার বিরুদ্ধাচরণ করিও না, তাহা হইলে তোমার মানহানি হইবে, তোমার মর্য্যাদা নষ্ট হইবে—অতি পুরাতন মান, অতি পুরাতন মর্য্যাদা সত্য তাহার কাছে কিছুই নয়। এই সকল সহ্য করিতে না পারিয়া মাঝে মাঝে মহৎলোকেরা আসিয়া মান মর্য্যাদা কুলশীল চিরন্তন প্রথা, সমাজের সহস্র মিথ্যাপাশ সকল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়াই আসেন, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে শত শত কারাবাসী মুক্তি লাভ করে। কেবল প্রথার প্রিয় সন্তান সকল, বহুকাল শৃঙ্খলের আলিঙ্গনে পড়িয়া জড় শৃঙ্খলের উপরে যাহাদের প্রেম জন্মিয়াছে, বিমল অনন্ত মুক্ত আকাশকে যাহারা বিভীষিকার স্বরূপে দেখে, তাহারাই তাহাদের ভগ্ন কারাপ্রাচীরের পার্শ্বে বসিয়া ছিন্ন শৃঙ্খল বক্ষে লইয়া মুক্তিদাতাকে গালি দেয় ও ভগ্নাবশেষের ধূলিস্তূপের মধ্যে পুনরায় অন্ধকার বাসগহ্বর খনন করিতে থাকে।

এই সমাজ ধাঁদার মধ্যে পড়িয়া আমি সত্যের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিতে চাই। যেমন নানারূপে বিচলিত হইলেও চুম্বক শলাকা সরল ভাবে উত্তরের দিকে মুখ রাখে; সত্যের সহিত আত্মার যে একটি সরল চুম্বকাকর্ষণ যোগ আছে, সেইটি চিরদিন অক্ষুণ্ণভাবে যেন রক্ষা করিতে পারি! ভয় হয় পাছে সংসারের সহস্র মিথ্যার অবিশ্রাম সংস্পর্শে আত্মার সেই সহজ চুম্বক শক্তি নষ্ট হইয়া যায়! যেন এই দৃঢ় পণ থাকে যে, সত্যানুরাগের প্রভাবে চারিদিকের জটিলতা সকল ছিন্ন করিয়া সমাজকে সরল করিতে হইবে। মানুষের চলিবার পথ নিষ্কণ্টক করিতে হইবে।

ক্রমশঃ

# ব্রাহ্ম সমাজ।

আগামী ২০শে বৈশাখ রবিবার শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়োবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতে ৭ ও সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকার সময় নন্দনবাগানস্থ স্বর্গীয় কাশীশ্বর মিত্র মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অনুগ্রহে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আর একবৎসর অতিক্রম করিয়া যথাসাধ্য তাঁহার কার্য্য সাধন করিয়া আসিলেন। আগামী ২রা জ্যৈষ্ঠ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন উপলক্ষে ব্রহ্মোৎসব হইবে।

১লা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকার সময় বক্তৃতা, ২রা ও ৩রা জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে উপাসনা, মধ্যাহ্নে আলোচনা,পাঠ ব্যাখ্যাদি হইবে।

আমরা আশা করি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী যিনি যেখানে আছেন সকলেই এই বিশেষ দিনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ প্রার্থনা করিবেন। যাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তিকে বিশেষ কল্যাণকর ঘটনা মনে করেন তাঁহাদের প্রাণে ইহার কুশলের জন্য স্বতঃই প্রার্থনা উত্থিত হইবে।

বর্দ্ধমানস্থ বাবু বারেশ্বর সেন মহাশয়ের প্রথম পুত্রের জাতকর্ম্ম উপলক্ষে শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন।

ময়মনসিংহ নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজমোহন খাশনবিস মহাশয়ের প্রথম পুত্রের নামকরণ ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে কলিকাতাস্থ বাবু ভুবনমোহন ঘোষ মহাশয়ের ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। বালকের নাম হেমেন্দ্রমোহন রাখা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত লালা বজরং বিহারি উৎসাহের সহিত নিজদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। প্রতিদিনই তাঁহার বাড়ীতে উপাসনা হইয়া থাকে। তাহাতে গ্রামস্থ কোন কোন ব্যক্তি যোগদান করিয়া থাকেন। বিগত হোলী পর্ব্বোপলক্ষে তিনি নগর সংকীর্ত্তন করিয়া এখানকার হোলীর জঘন্য আমোদের স্রোত বন্ধ করেন। তিন দিন এইরূপ সংকীর্ত্তন উৎসব হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে নগরের প্রকাশ্যস্থানে তিনি উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

বিগত ৩রা এপ্রেল শনিবার শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যার নামকরণ হইয়া গিয়াছে। কন্যার নাম উষাপ্রভা রাখা হইয়াছে। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় এই অনুষ্ঠানে উপাসনার কার্য্য করেন।

বর্ষ শেষ উপলক্ষে উপাসনালয়ে বিগত চৈত্র সংক্রান্তির সায়ংকালে উপাসনা হইয়াছিল। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করিতে পারা গেল না।

নববর্ষের উৎসব উপলক্ষেও বৎসরের নূতন দিনে প্রাতে উপাসনালয়ে নাম সংকীর্ত্তনানন্তর ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। বিদ্যারত্ন মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। তিনি এই উপলক্ষে যে উপদেশ প্রদান করেন তাহা প্রকাশ করিতে পারা গেল না।

এই দিবস মধ্যাহ্নে কতকগুলি প্রবন্ধ পাঠ হইয়াছিল; সেগুলি স্থানান্তরে প্রকাশ করা গেল।

সায়ংকালে শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনা করিয়াছিলেন; তিনি এই উপলক্ষে যে উপদেশ প্রদান করেন তাহা প্রকাশ করিতে পারা গেল না।

বাবু শশীভূষণ বসু উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। উৎকল ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস এবং বাবু শশীভূষণ বসু গত মার্চ্চ মাসের ১০ই তারিখে এখানে পৌছেন। তাঁহারা এখানে তিন দিন থাকিয়া উৎকল ব্রাহ্মসমাজ, কটক ছাত্র সমাজ এবং কটক বিধান সমাজে উপাসনা করিয়াছিলেন। তৎপর তাঁহারা পুরী গমন করিয়া সেখানে কয়েকটী ব্রাহ্ম সমাজের সহানুভূতিকারী বন্ধুদিগের মধ্যে উপাসনা করিয়াছিলেন এবং কতকগুলি ছাত্রকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। পুরীতে লোকদিগের অনাস্থা এবং বিরাগ নিবন্ধন কোন প্রকাশ্য বক্তৃতা হইতে পারে নাই। তাঁহারা পুরী হইতে প্রত্যাগত হইয়া এখানে নয় দিন থাকিয়া বিবিধ প্রকারে অত্রত্য ব্রাহ্মদিগের নিকট ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। ঐ নয় দিবস তাঁহারা স্থানীয় ব্রাহ্মদিগের গৃহে উপাসনা, ছাত্রসমাজ এবং উৎকল ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনা এবং উপদেশ; রাত্রিকালে নদীতীরে আরাধনা, নগর সংকীর্ত্তন এবং প্রকাশ্য বক্তৃতাদ্বারা অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বাবু শশীভূষণ বসু আদর্শজীবন সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা, এবং উভয় প্রচারক ব্রাহ্ম সমাজের লক্ষ্য এবং কার্য্য সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত বক্তৃতা হৃদয়গ্রাহিনী এবং তেজস্বিনী হইয়াছিল। তাঁহাদিগের আগমনে কটকে কিছু আন্দোলন হইয়াছে। তাঁহারা আরো কিছু দিন থাকিলে এই আন্দোলন ঘনীভূত হইত।

প্রচারকদ্বয় গত মঙ্গলবার বালেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিয়া সেখানে শুক্রবার পৌছিয়াছেন। দয়াময় তাঁহাদিগের কার্য্যোপরি তাঁহার শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

প্রচারকদিগের এখানে অবস্থিতি কালে আমার কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ ব্রাহ্মধর্ম্মমতে সম্পাদিত হইয়াছিল। বালকের নাম প্রশান্ত রাখা হইয়াছে।

সম্প্রতি এখানে একজন ছাত্র ও কটক ছাত্রসমাজের সম্পাদক শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় উপবীত পরিত্যাগ করাতে অত্রত্য বাঙ্গালিদিগের মধ্যে আন্দোলন হইতেছে, অনেকেই ব্রাহ্মদিগের উপর গালি বর্ষণ করিতেছেন।

রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজ হইতে তথাকার উৎসব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজের দ্বাদশ সাম্বৎসরিক মহোৎসব গত ৬ই চৈত্র হইতে ১০ই পর্য্যন্ত কয়েকদিন ব্যাপিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উৎসবে দয়াময় তাঁহার শুষ্কপ্রাণ উপাসকদিগের হৃদয়ে এবার প্রচুর পুণ্য, শান্তি, উৎসাহ ও আনন্দের বন্যা আনিয়া দিয়াছেন। উৎসবের সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

৬ই চৈত্র বৃহস্পতিবার—সন্ধ্যার পর উৎসবের উদ্বোধন সূচক উপাসনা হইয়াছিল। বাবু যদুনাথ রায় উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করেন।

৭ই শুক্রবার—প্রাতে উপাসনা হয়। বাবু অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন।

অপরাহ্নে স্থানীয় ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে ব্রাহ্মসমাজ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পারিতোষিক বিতরণ হয়। এই কার্য্যোপলক্ষে স্থানটী চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত ও পত্র ও পল্লব গুচ্ছে অলঙ্কৃত করায় অতি রমণীয় হইয়াছিল। স্থানীয় ইংরাজ ও বাঙ্গালী বিদ্যোৎসাহীগণ উপস্থিত থাকিয়া পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সমাধা করেন। ছাত্রীদিগকে বাক্স, পুতুল, বই, ফিতে, চিরুণি, রূপার ফুল, ছুরি, ইত্যাদি প্রদান করা হয়।

রাত্রিতে ধ্রুব জীবনী সম্বন্ধে জনৈক স্থানীয় ব্রাহ্ম কথকতা করেন।

৮ই শনিবার উৎসবের দিন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উৎসবের কার্য্য সম্পন্ন করেন। প্রাতের উপদেশ উপস্থিত অনেকের হৃদয়কে বিগলিত করিয়াছিল।

৯ই রবিবার প্রাতে মন্দিরে মতিহারি হইতে আগত শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ ঘটক মহাশয় উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ঈশ্বরের উপাসনার প্রকৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দেন।

অপরাহ্নে সম্পাদকের বাটীতে কিয়ৎক্ষণ সংকীর্ত্তন করিয়া নগর সংকীর্ত্তন বাহির হইল। রাস্তায় রাস্তায় "শুন শুন বাণী আজ শ্রবণ পেতে" ইত্যাদি সংকীর্ত্তন (যাহা বিগত মাঘোৎসবে গীত হইয়াছিল) গাইতে গাইতে জ্বলন্ত উৎসাহে সকলে ব্রহ্ম মন্দিরে আসিলেন।

তদনন্তর তথায় সংক্ষিপ্ত উপাসনা হইয়া সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। সকলের মধ্যে একটী আশ্চর্য্যরূপ মত্ততার ভাব প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সময়ের ভাব, উৎসাহ ও মত্ততা বর্ণনার অতীত ও অননুভবনীয়। সত্য সত্যই যেন সকলের হৃদয়ের উপর দিয়া একটী স্বর্গীয় বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল।

১০ই সোমবার অপরাহ্নে দুঃখীদিগকে চাউল ও বস্ত্র বিতরিত হয়। ১।৫ শত দরিদ্র উপস্থিত ছিল। ৯৫ জনকে বস্ত্র দেওয়া হয়।

এবারেও স্থানাভাব বশতঃ অনেকগুলি পত্র প্রকাশ ও কয়েকখানি পুস্তকের সমালোচনা করিতে পারা গেল না।

### ভ্রম সংশোধন।

গত ১লা বৈশাখের তত্ত্ব-কৌমুদীতে কোন্নগর ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবের যে বিবরণ লিখিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে একটা ভুল ঘটিয়াছে অর্থাৎ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উক্ত উৎসবে আদৌ উপস্থিত ছিলেন না।

সিতি ব্রাহ্ম সমাজের বিবরণের মধ্যেও ২টী ভ্রম হইয়াছিল। যে ব্রাহ্ম সমাজের উল্লেখ করা হইয়াছিল তাহা বাবু বেণিমাধব পাল মহাশয়ের উদ্যানস্থ ব্রাহ্মসমাজ নহে কিন্তু সিতিতে আর একটী ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন নাই। কিন্তু পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

---

## প্রেরিত

"তত্ত্বকৌমুদীর" বিগত সংখ্যায় প্রকাশিত "শ্রী শিলঙ্গের" পত্রখানা পড়িয়া বিস্মিত হইলাম। উক্ত পত্রের উত্তরে ২।৪টী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। প্রথমতঃ পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন— "ধর্ম্ম বিজ্ঞান বিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নগুলি পড়িয়া অপেক্ষা করিতেছিলাম কোন সুবিবেচক ধার্ম্মিক এ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করেন কি না।" পত্রপ্রেরক এরূপ "মতামতের" অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারেন, আমার নিজের কথা বলিতে পারি আমি এরূপ "মতামত" শুনিবার আশা করি নাই, এবং আশা না করিবার যথেষ্ট কারণও ছিল। প্রথম কারণ এই যে, এরূপ প্রশ্ন ও এরূপ পরীক্ষা ব্রাহ্মসমাজে নূতন বিষয় নহে। ব্রাহ্মসমাজের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ে এরূপ প্রশ্ন দ্বারা পরীক্ষা হইত, ভক্তিভাজন ৺ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ও তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষার্থীদিগকে সময়ে সময়ে এরূপ প্রশ্ন দ্বারা পরীক্ষা করিতেন, আমি স্বয়ং এরূপ প্রশ্ন অনেক দেখিয়াছি। তবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এই চেষ্টা নূতন বটে; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজই বা কদিনের? তার পর "সুবিবেচক ধার্ম্মিকদিগের" হইতে এরূপ মতামত শুনিবার আশা না করার দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমাদের ব্রহ্মবিদ্যালয়ের পরীক্ষক এবং উৎসাহদাতাগণ কেবল যে "সুবিবেচক ধার্ম্মিক" তাহা নহে, তাঁহাদের অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের শীর্ষ এবং নেতৃস্থানীয়। তাঁহাদের অনেকেরই নাম এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ভক্তিভাজন বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় আমাকে একবার লিখিয়াছিলেন, (ঠিক কথাগুলি স্মরণ নাই) "এরূপ পরীক্ষা যে কত ভাল তাহা বলা যায় না"। পরীক্ষার ফল প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়াছিলেন "বর্ত্তমান ব্রাহ্মযুবকদিগের বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রতি এরূপ যত্ন দেখা আমার শেষজীবনের একটি অতি আনন্দজনক ঘটনা জ্ঞান করি। বিদ্যালয়ের দীর্ঘায়ু ও উত্তরোত্তর উন্নতি জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি।" এইরূপে নানাদিক হইতে নানা প্রকারে উৎসাহ পাওয়াতেই আর বিশেষ কিছু মতামত শুনিবার আশা করি নাই। যাহা হউক তাহা বলিয়া পত্রপ্রেরকের এবিষয়ে মতামত প্রকাশ করা কিছুই অন্যায় হয় নাই।

কিন্তু এবিষয়ে তাঁহার মত কি তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলাম না। একস্থলে ধর্ম্মশিক্ষার অনাবশ্যকতা দেখাইবার জন্যই যেন বলিয়াছেন—"অধিক পরিমাণে নীতিশিক্ষা দিলে কি হয় না?" আবার অন্যত্র বলিয়াছেন—"ধর্ম্মের সহজ সত্য সকল শিক্ষা দিলে অনেক উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।" এতদ্বারা ধর্ম্মশিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার করা হইল। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, ধর্ম্মের সহজ সত্য সকলই কি কেবল শিক্ষা-সাপেক্ষ? কঠিন সত্যগুলি শিক্ষা-সাপেক্ষ নহে? এই কথার অর্থ তো কিছু বুঝিতে পারিলাম না। সোজা বুঝিতে এই বুঝা যায় যে, বরং ধর্ম্মের সহজ সত্যগুলি বিনা উপদেশে শিক্ষা

করা যায়, কঠিন সত্যগুলি শিখিতে উপদেশ ও সাহায্যের প্রয়োজন। আর "ধর্ম্মের সহজ সত্য" কোনগুলি, কঠিন সত্যই বা কোনগুলি তাহার বিচার কিরূপে হইবে? আমার বোধ হয় "ধর্ম্মের সহজ সত্য" বলিতে পত্রপ্রেরক সেই সত্যগুলি বুঝেন যাহা বুঝিতে বা বুঝাইতে বিশেষ তর্ক বিতর্কের প্রয়োজন হয় না; আর কঠিন সত্যের অর্থ বোধ হয় সেই সমুদায় সত্য যাহার সঙ্গে অনেক যুক্তি তর্ক জড়িত। পত্রখানা পড়িলেই এই ধারণা হয় যে, লেখক যুক্তিতর্ককে বড়ই ভয় করেন; অন্ততঃ বড়ই অপসন্দ করেন। যুক্তিতর্ক আর "বাক্‌বিতণ্ডা" তাঁর কাছে একই বস্তু! কেন? এত ভয় কেন? যুক্তিতর্কের ভয় বা নিন্দা অশিক্ষিত পৌত্তলিক বা কুসংস্কারাপন্ন খ্রীষ্টানের শোভা পায়; সুশিক্ষিত কুসংস্কারবর্জ্জিত ব্রাহ্মের শোভা পায় না। যিনি জানেন যে, প্রখরতম যুক্তিতর্কও তাঁহার বিশ্বাসকে স্পর্শ করিতে পারেনা, বরং তাঁহার বিশ্বাসের পরিপোষক, তাঁহার পক্ষে এরূপ ভয় অস্বাভাবিক। শুধু যুক্তিতর্ক মানুষের কোন অনিষ্ট করেনা; যুক্তিতর্ক যখন ভক্তিবিনয়-বিবর্জ্জিত হয় তখনই উহা অনিষ্টকর। ভক্তিবিনয়-সংযুক্ত যুক্তিতর্ক অনিষ্টকর হওয়া দূরে থাক্, উহা ব্রাহ্মজীবন সাধনের একটী প্রধান সহায়। যুক্তিতর্ক ব্যতীত বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভের আশা নাই; আর বিশুদ্ধ জ্ঞান আদর্শ ব্রাহ্মজীবনের একটি প্রধান অঙ্গ। যিনি ইহাতে যত পরিমাণে হীন, তিনি তত পরিমাণে ব্রাহ্মধর্ম্মের পূর্ণ আদর্শ হইতে দূরবর্ত্তী। অজ্ঞানী, সরল ভক্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি সন্দেহ নাই, কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত ততোধিক শ্রদ্ধেয় এবং উচ্চতর সাধক। যাহার জীবনে উচ্চ জ্ঞান, গভীর ভক্তি এবং সমুজ্জ্বল পুণ্যের সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায় তিনিই ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ ধার্ম্মিক। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মূল সত্যটি সম্প্রতি কথঞ্চিৎ মলিন হইয়া যাইতেছিল; ইহাকে উজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি করা ব্রহ্মবিদ্যালয়ের একটী প্রধান লক্ষ্য।

"ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ প্রদর্শন কর" এই প্রশ্নটীর বিরুদ্ধে পত্র প্রেরক অনেক কথা বলিয়াছেন। তাঁহার ধারণা এই যে ঈশ্বরাস্তিত্ব আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ সুতরাং ইহার কোন প্রমাণ নাই। এই কথা ঠিক হইলে ব্রহ্মপ্রতিপাদক গ্রন্থাদি লেখা কেবল মূর্খতার ফল বলিতে হইবে। আমার ধারণা এই যে, ঈশ্বরাস্তিত্ব আত্ম প্রত্যয় সিদ্ধ, অথচ ইহার প্রমাণ আছে। "ঈশ্বরাস্তিত্ব আত্ম-প্রত্যয় সিদ্ধ, এই কথাটী বলা অতি সহজ, ব্রাহ্মসমাজে আবাল বৃদ্ধের মুখে এই কথা শুনা যায়, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কয়জন লোক ইহাতে তৃপ্ত হয়? আমি জানি আমি বাল্যকালে এই কথা খুব বলিতাম অথচ দেখিতাম ইহাতে নিজের মনেও তৃপ্তি হয় না, অন্যকেও বুঝাইতে পারি না; ইহাতে হৃদয়ের গূঢ় সন্দেহ দূর হয় না। "জগৎ, আমি, ঈশ্বর এ তিনের সত্তা আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ" ইহা বলা অতি সহজ, এবং মূলে ইহা যথার্থ কথা তাহা জানি, কিন্তু বাস্তবিক কথা এই যে জগৎ এবং নিজের অস্তিত্বে কেহই সন্দেহ করে না; দার্শনিক সন্দেহ হইলেও কার্য্যগত জীবনে তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না; কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বে কোন না কোন সময়ে বোধ হয় প্রত্যেক ব্যক্তিরই অল্লাধিক সন্দেহ জন্মে, এবং এরূপ সন্দেহ জীবনের উন্নতির একটী ভয়ানক বিঘ্ন। এরূপ সন্দেহ-দষ্ট লোককে যদি বলা যায়, "যে জন্য জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস কর, যে জন্য নিজের অস্তিত্বে বিশ্বাস কর, সেই জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্বেও বিশ্বাস করা উচিত, এই তিনই "আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ" ইহাতে তাহার মনে কিছুই তৃপ্তি হইবে না, সন্দেহের কিছুই উপশম হইবে না। এমন ব্যক্তি যদি কেহ থাকেন যাঁহার কখনও সন্দেহ হয় নাই বা হয় না, তিনি ধন্য; কিন্তু যাঁর মনে একবার সন্দেহ প্রবেশ করে, তাঁর সন্দেহ যুক্তিতর্ক ব্যতীত—বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোচনা ব্যতীত—আর কিছুতেই দূর করিতে পারে না। বিকৃত ভ্রান্ত জ্ঞান সন্দেহ উৎপাদন করে, প্রকৃত বিশুদ্ধ জ্ঞান সন্দেহ নাশ করে। একিলিসের কুঠারের ন্যায় জ্ঞানই জ্ঞানের আঘাত আরোগ্য করে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে বিশুদ্ধ জ্ঞান যে নূতন সংস্কৃত বিশ্বাস আনিয়া দেয় তাহাও আত্ম-প্রত্যয় ভিন্ন আর কিছুই নহে; তাহাও স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষ মূল সত্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে আর জ্ঞানে লাভ কি? লাভ এই যে জ্ঞান লাভের পূর্ব্বে আত্ম প্রত্যয়কে আত্ম প্রত্যয় বলিয়া চেনা যায় না, আত্ম প্রত্যয়ের অপরিহার্য্যতা অনতিক্রমনীয়তা উপলব্ধি করা যায় না, ইহাকে প্রমাণবর্জ্জিত পাঁচটা ভ্রান্ত লৌকিক বিশ্বাসের মধ্যে একটা বলিয়া বোধ হয়, তাহাতেই ধর্ম্মবিশ্বাস সন্দেহজড়িত হয়। জ্ঞান বিশুদ্ধ সূক্ষ্ম যুক্তি প্রণালীর সাহায্যে আত্ম-প্রত্যয়ের লক্ষণ স্থির করিয়া আত্মপ্রত্যয় সমূহকে লৌকিক ভ্রান্ত বিশ্বাস সমূহ হইতে পৃথক করে এবং ইহাদের অপরিহার্য্যতা ও অনতিক্রমণীয়তা প্রদর্শন করে; এই যুক্তি প্রণালীর নামই "ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ প্রদর্শন করা।" এই প্রমাণ প্রদর্শন করার আর একটী সহজ অর্থ এই—সৃষ্টি কার্য্যের এমন কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করা অথবা সৃষ্টবস্তুর এমন সকল লক্ষণ প্রদর্শন করা যাহাতে অন্তরে আত্মপ্রত্যয় উজ্জ্বলরূপে অনুভূত হয়। সুতরাং পত্র প্রেরক দেখিবেন যে "ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ প্রদর্শন কর" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পরীক্ষক মূর্খতা বা "আত্মদৃষ্টির অভাব" প্রকাশ করেন নাই। আর একটি সম্বন্ধে পত্র প্রেরক বড় আপত্তি করিয়াছেন, সেটী এই—"ঈশ্বরের স্বরূপ কয়টী"? ঈশ্বরের অগণ্য স্বরূপ তাহার আর সন্দেহ কি? কিন্তু আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় যে কয়টী জানিয়াছি তাহা অগণ্য নহে, তাহা স্বচ্ছন্দেই উল্লেখ করা যায়। আর লেখক একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারিতেন যে ছাত্রদিগের পাঠ্যপুস্তকে যে কয়টী ব্রহ্মস্বরূপের বর্ণনা আছে পরীক্ষক তাহাই চাহিয়াছিলেন, "ঈশ্বরকে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক স্বরূপে নিবদ্ধ করিতে" বলেন নাই।

পত্র প্রেরকের সঙ্গে এই বিষয়ে আমার একমত যে "ধ্যানের প্রধান বিঘ্ন কি কি" "আরাধনার ফল কি" ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর কোন গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া কিম্বা কাহারও উপদেশ শুনিয়া প্রদান করা না করা সমান"। কিন্তু কেবল গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করা ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য নহে। সাধন-বিষয়ক পুস্তক পড়াইবার উদ্দেশ্যই ছাত্র এবং ছাত্রীদিগকে ধর্ম্মসাধন শিক্ষা দেওয়া। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বিশেষরূপে অবগত আছেন যে, এই বিদ্যালয়ের এক একটী শ্রেণী প্রকৃতার্থে এক একটী সাধক-মণ্ডলী, আর তাঁহারা এই মণ্ডলী সমূহের আধ্যাত্মিক উন্নতির

জন্য দায়ী। আরাধনা ধ্যানের বিষয় কেবল পড়াতে কিছুই উপকার নাই, জীবনে আরাধনা ধ্যান সাধন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য; আরাধনা এবং ধ্যান বিষয়ে পুস্তক পাঠের উদ্দেশ্য কেবল তদ্বিষয়ক জ্ঞান ও সাহায্যলাভ। গত বৎসর সময়ের অল্পতা বশতঃ এই বিষয়ে আমাদের আশানুরূপ কার্য্য হয় নাই, এবার হইতে বিশেষরূপে তাহার চেষ্টা হইতেছে। শাস্ত্রী মহাশয় ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে "ব্যাখ্যানের" যেরূপ অধ্যাপনা ও আলোচনা করেন তাহা এমন হৃদয়াকর্ষক ও উপকারী হয় যে, তাহাতে নিয়মিত ছাত্র ছাড়া অন্যান্য ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিরাও অনেক সময় উপস্থিত থাকেন। আর একটি কথা বলিয়াই পত্র শেষ করিব। বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ এবং ধর্ম্মসাধন শিক্ষাতে যদি কোন ক্ষতি না থাকে, বরং প্রভূত লাভই হয় তবে সমাজের শীর্ষস্থানীয় গুরু লোকদিগের নিকট এই সকল বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়াতে কোন ক্ষতি হইতে পারে না। আর সমাজের আদরের নিদর্শন স্বরূপ, ধর্ম্মজীবনের সহায়রূপী পুস্তক পুরস্কার লওয়াতেই বা কি ক্ষতি হইতে পারে? পুরস্কার সম্বন্ধে পত্র প্রেরকের ও মূলে অমত না দেখিলাম। প্রত্যেক প্রচারার্থীকে সমাজের নিকট জ্ঞান ও [illegible] বিষয়ক পরীক্ষা দিতে হয়, যদি সমাজের প্রত্যেক যুবক যুবতী এরূপ পরীক্ষা দেন তাহাতে সমাজের ক্ষতি না লাভ? আর ইহাও বলা যায় যে, যদি উচ্ছৃঙ্খল-স্বভাব সাধনহীন যুবক যুবতীকে পুরস্কার না দেওয়া হয় (আমাদের তাহা দিবার ইচ্ছা নাই) কেবল সৎপ্রকৃতি সাধন পরায়ণ যুবক যুবতীকেই পুরস্কার দেওয়া যায়, তবে যাঁহারা ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের পুরস্কার পাইবেন তাঁহাদের "ব্রহ্মের বিদ্যালয়ে" ও পুরস্কার পাইবার আশা আছে।

কলিকাতা
৫ই বৈশাখ ১২৯৩।

অনুগত
শ্রীসীতানাথ দত্ত।
সম্পাদক, ব্রহ্মবিদ্যালয়।

---

এবারকার মাঘোৎসবের পর হইতে ব্রাহ্মগণ একটী বোর্ডিং খুলিতে কৃত সংকল্প হইয়াছেন। কিন্তু এগুরুতর কার্য্যের লোক নির্ব্বাচনে তাঁহাদিগকে তত ব্যস্ত দেখিতেছি না! উপযুক্ত, সুবিবেচক সুগঠিত-চরিত্র লোকের হাতে বোর্ডিংএর ভার যাহাতে ন্যস্ত হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। একজন সুবিজ্ঞ সচ্চরিত্র ধার্ম্মিক হইতে পারেন, অথচ এ কার্য্যের উপযুক্ত না হইতে পারেন। এই ব্রাহ্মসমাজের দুই চারি জন খ্যাতনামা ব্রাহ্মের তত্ত্বাবধানে বালক বালিকাদের ভার অর্পিত হইতে দেখিয়াছি। কেহ কেহ ত সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত প্রমাণিত হইয়াছেন; অপর সকলেও আশানুরূপ অভিভাবকতা করিতে অপারগ হইয়াছেন। অথচ বালক বালিকাদের শিক্ষার উপর ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ অনেক পরিমাণে, নির্ভর করিতেছে। সুতরাং ইহা অপেক্ষা গুরুতর দায়িত্বের কার্য্য আর নাই। যাঁহারা ভার লইতে যাইতেছেন, তাঁহাদের বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া একার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। তার পর অভিভাবকদের যে কত ভাবিবার কথা, তাহার ত ইয়ত্তাই নাই। আমি মনে করি, এ কার্য্য যার তার কর্ম্ম নয়। যিনি একার্য্যভার নিজ মস্তকে লইতে যাইতেছেন, তাঁর অগাধ বিদ্যা বুদ্ধি চাই; কেবল পরোপকার প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইলে চলিবেনা। ইয়োরোপ ও আমেরিকার কি প্রণালীতে বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা প্রথমতঃ নিজস্ব করা চাই, তার পর তাহা আমাদের দেশের উপযোগী করিয়া লইয়া বাড়াইয়া কমাইয়া প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে।

তা ছাড়া পুরুষদের অপেক্ষা সুশিক্ষিতা মেয়েরা এ কার্য্য ভার লইলে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়। একজন বহুদর্শী প্রবীণ, গভীর চিন্তাশীল পুরুষাধ্যক্ষের অধীনে দুই তিনটী সুশিক্ষিতা, সচ্চরিত্রা, স্নেহশীলা, উদার-প্রাণা, উচ্চ-হৃদয়া ও কুসংস্কার-বিবর্জ্জিতা রমণীর হাতে এই বোর্ডিংএর ভার অর্পিত হওয়া আবশ্যক। যদি এই রূপ বন্দোবস্ত না হয়, তবে নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অনুরোধ করি, কোনও অভিভাবক যেন তাঁহাদের ছেলে মেয়েকে কোন বোর্ডিংএ প্রেরণ না করেন। শাস্ত্রী মহাশয় সেদিন "নারীর অবরোধপ্রথা" বিষয়ক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, সমাজের কোন কোন শিক্ষিতা মহিলা দেশহিতকর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে ইচ্ছুক; কিন্তু সুযোগাভাবে তাঁহারা তাহা করিতে পারিতেছেন না। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর পবিত্র অথচ সুবিধার কার্য্য তাঁহাদের পক্ষে আর কি হইতে পারে? তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ কার্য্যের ভার গ্রহণ করুন না কেন? রমণীগণ যদি একার্য্যে হস্তক্ষেপ না করেন, তবে পুরুষদিগের হাতে পড়িয়া অল্পবয়স্ক সুকোমলমতি বালক বালিকাদের প্রাণ শুকাইয়া যাইবে, কঠোর নীতিবাদী হইয়া উঠিবে।

তার পর স্থান সম্বন্ধে কথা। আমার বিবেচনায় ছোটনাগপুরের অন্তর্গত গিরিধির এক মাইল দূরবর্ত্তী মুকৎপুর (যেখানে গিরিধি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত) ইহার উপযুক্ত স্থান। এস্থানের জল বায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর, প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর; খাদ্য দ্রব্য বেশ শস্তা। কলিকাতা হইতে রেলগাড়ীতে নয় ঘণ্টার পথ। বালক বালিকাদের স্বাস্থ্য সর্ব্বাদৌ দ্রষ্টব্য, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান সুবিধামত কোথাও মিলিবে কিনা সন্দেহ। চারিদিকে প্রকাণ্ড মাঠ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়; প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিলে নয়ন মন যুড়ায়। মাসে ৪।৫ টাকা হইলে খাওয়া খরচ চলে—টাকায় ।১৬ ষোলসের নির্জ্জলা দুধ, ৵১ এক সের খাটি মাখন। আলুর সের ৷১০ দুইপয়সা হইতে ৵ দুই আনার অধিক কখন হয় না। এখানে জেলখানার একজন এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ও কয়লাখাদের একজন সার্জ্জন আছেন; বেয়ারাম হইলে চিকিৎসার যতদূর সম্ভব সুব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু লোকের বেয়ারাম বড় হয় না; বরং রোগীরা এখানে জল বায়ু পরিবর্ত্তনে আসিয়া বিনা ঔষধে আরোগ্য লাভ করে। এখানে একটী এণ্ট্রেন্স্ স্কুলও আছে। এস্থানে এত সহজে শস্যাদি জন্মে যে, বোর্ডিংএর বালক বালকাগণ ব্যায়ামের উদ্দেশে যে বাগান করিবে, তাহাতেই তাহাদের শাক সব্জি ও তরকারির কাজ অনেকটা চলিয়া যাইবে। অল্প বেতনে চাকরাদি মিলে, অতি অল্প জমায় এখানে পত্তনি জমি পাওয়া যায়; অতি অল্প খরচে এখানে গৃহ নির্ম্মিত হয়। ১৫০০ দেড়হাজার টাকা খরচ করিলে ৫০ পঞ্চাশটী বোর্ডারের বাসের উপযোগী একটী সুন্দর বাড়ী নির্ম্মিত হইতে পারে। সমাজের কোন সঙ্গতিপন্ন লোক যদি এরূপস্থানে একটী বাটী নির্ম্মাণ করেন, তবে বোর্ডিং অকৃতকার্য্য হইলেও তাহা তাঁহাদের জল বায়ু পরিবর্ত্তনের একটী উত্তম স্থান হইবে কিম্বা তিনি ভাড়া দিতে পারিবেন। এখানকার ২।৪ জন সুবিজ্ঞ লোকের সহিত পরামর্শ ও আলাপাদি করিয়া এই বিষয়গুলি আপনাদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি। এ দেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার আর একটী গুরুতর বিবেচ্য বিষয়। খৃষ্টান পাদ্রিগণ এখানে বেশ পসার করিয়া বসিয়াছেন। ব্রাহ্ম সাধারণের বিবেচনার জন্য একথা গুলি উত্থাপন করা গেল। আশা করি, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কথাগুলি একটু বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

পচম্বা।
২৬এ চৈত্র, ১২৯২।

নিবেদক
শ্রীগগনচন্দ্র হোম।

---

ব্রাহ্মমিসন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা ১৮ই বৈশাখ মুদ্রিত ও ২১১ নম্বর কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

# তত্ত্ব-কৌমুদী

( পাক্ষিক পত্রিকা। )

৯ম ভাগ।
৩য় সংখ্যা।

১লা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার, ১৮০৮ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭।

| | |
|---|---|
| বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য | ২॥০ |
| মফস্বল | ৩৲ |
| প্রতি খণ্ডের মূল্য | ৶০ |

## প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর! আমি তোমার অতি দুর্ব্বল সন্তান, আমি বার বার উঠিয়া দাঁড়াইতে যাই আর বার বার পড়িয়া যাই। তোমার দয়া আমার উপর ত নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে তথাপি কেন এরূপে আমার জীবন অতিবাহিত হইবে? আমি তোমার রাজ্যের অতি দরিদ্র ভিখারী তুমি আমাকে কৃপা কর। তোমার কৃপাই আমার একমাত্র সম্বল—মরি আর বাঁচি, তোমার কৃপার উপরই নির্ভর করিব। দীনবন্ধো! তুমি আমাকে দয়া না করিলে আমার জীবনের লক্ষ্য কিছুই সংসাধিত হইতে পারে না। আমি তোমার পুত্র কন্যা-গণের সেবা না করিয়া আর বাঁচিতে পারি না। আমি দুর্ব্বল আমি অতি হীন, তোমার পুত্র কন্যাগণের সেবা করিবারও আমার কিছুই যোগ্যতা নাই। কিন্তু আমি কি করি, আমি যদি তাহাদের সেবা না করি তাহা হইলে ত আমার অন্ন হয় না। প্রভো! আমার গতি কর! আমার সহায় হও! আমি তোমার আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া তোমার কার্য্যে প্রবৃত্ত হই।

---

ধর্ম্মপথে প্রথম পদার্পণ করিয়া আমরা সময়ে সময়ে দেখিতে পাই যে, ভগবানের কৃপা গুণে আমাদের পুরাতন সঙ্গীগুলি প্রথম বয়সের আসক্তির বন্ধন গুলি আর আমাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। যে সকল লোকের সঙ্গে বাল্যকালে অথবা যৌবনে একত্রে বেড়াইয়া, একত্রে কাজ করিয়া, নির্জ্জনে কথোপকথন করিয়া বস্তুতই সুখ পাইতাম; সে সময় যে সকল সামগ্রী উপ-ভোগ করিয়া প্রাণে অপার আনন্দ অনুভব করিতাম ক্রমে দেখি সে সকল আর আমাকে তিলার্দ্ধ সুখ দিতে পারিতেছে না। সেই বন্ধুগণের প্রণয়ালাপ এখন আর একটুকুও ভাল লাগে না তাঁহাদের সহবাসে আর আমার প্রাণের বন্ধন তেমন করিয়া খোলে না; তাঁহাদের কাছে আর তেমন করিয়া অট্টহাস্য হাসিতে পারি না, এমন কি তাঁহাদের সহবাস পরিত্যাগ করিতে পারি-লেই যেন বাঁচিয়া যাই। তাঁহারাও আমার এই তাচ্ছিল্যের ভাব বুঝিতে পারেন, বুঝিয়া আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। আমি তখন একাকী বসিয়া কতই ভাবি। আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা কি বুঝিতে চেষ্টা করি। গভীর চিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়া দেখি আমার প্রাণের অনুরাগ কোন্ দিকে যাইতেছে, আমার প্রাণ কোন্ পদার্থ লাভ করিবার জন্য উৎসুক হইতেছে। একে একে পৃথিবীর খ্যাতি প্রতিপত্তি ধন ঐশ্বর্য্য এই সমুদায় আত্মার সম্মুখে আনয়ন করি কিন্তু অন্তর কিছুতেই শান্তি পায় না। এ সকলের কিছু-তেই তাহার কামনা পরিপূর্ণ হয় না। দেখিতে পাই আমার আত্মার মুখ ঈষৎ ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়াছে! কিন্তু তেমন করিয়া ফিরে নাই! এক দৃঢ়-নিবদ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিতে শিখে নাই! হয়ত এই আরম্ভ—হয়ত তাঁহার প্রেম-মুখের একটু জ্যোতির আভাসমাত্র আমার অন্তরের মলিন চক্ষের উপর একটুমাত্র পতিত হইয়াছে। পাপ যদি আসিয়া আবরণস্বরূপ না হয় তাহা হইলে মানুষ এই অবস্থা হইতেই ক্রমে ক্রমে তাঁহার অনুগত সেবক হইয়া তাঁহার দিকে যাইতে পারে। কিন্তু সংসারের অগণ্য পাপরাশি আসিয়া সাধককে এমন সুখের অবস্থা হইতেও আকর্ষণ করে! ধর্ম্মপথে মানবের বিঘ্ন পদে পদে।

---

আমরা এই সংসারে বাস করিতে করিতে বার বারই সুখের তন্দ্রার ঘোরে অভিভূত হইতেছি। মাদকের বলে যেমন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি একবার চক্ষু মেলিয়া আবার পরক্ষণেই তাহা মুদিত করে; নিদ্রালু ব্যক্তি যেমন ঘুমের ঘোরে পড়িয়া অনেক আহ্বানের পর কথঞ্চিৎ চক্ষু মেলিয়া আবার তৎক্ষণাৎ চক্ষু মুদিত করে সেইরূপ আমরাও সুখের মদে মত্ত হইয়া এক ঘোর অচেতনাবস্থার মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছি। জীবনের লক্ষ্য কি, তাহা ভাবি না! কেহ বুঝাইয়া দিলেও তাহাতে প্রবুদ্ধ হইনা! শোকের দারুণ কশাঘাতেও সুখের শয্যা পরিহার করিয়া উঠিতে চাই না! এ রোগের ঔষধ কোথায়? বার, মাস, ঋতু, বৎসর ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে কিন্তু আমাদের সংজ্ঞা হয় না কেন? কি ঘোর মোহ! মৃত্যুর ভৈরব গর্জ্জন বিনা যদি আমাদের এই আবেশময় জীবনের চেতনা না হয় তাহা হইলে ত বড়ই দুর্দ্দশা দেখিতেছি!

---

ঘোর সান্নিপাতিক বিকারগ্রস্ত রোগীর উৎকট পিপাসার শান্তি হয়না—তাহার সেই পিপাসা প্রাণান্তক। সংসারের উৎকট বিষয় তৃষ্ণাতে যাহারা ছট্‌ফট্ করিতেছে তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। আজীবন বিষয়ের পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইয়াও আমাদের বিষয় তৃষ্ণার যদি

পরিসমাপ্তি না হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের মৃত্যু সন্নিকট। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, প্রথমোল্লিখিত রোগে যখন আমরা আক্রান্ত হই তখন আমাদের আত্মীয় স্বজনেরা অতুল স্নেহের সহিত আমাদিগকে আশু মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা সজাগ থাকিয়া আমাদের নিকটে বসিয়া আমাদিগকে সেই তৃষ্ণার হাত হইতে বাঁচাইতে চেষ্টা করেন। সুবিজ্ঞ চিকিৎসক আনয়ন করিয়া উপযুক্ত ঔষধাদি দ্বারা আমাদিগকে রোগমুক্ত করিবার জন্য কতই প্রয়াস পাইয়া থাকেন; কিন্তু যখন বিষয় তৃষ্ণায় আমাদিগকে আক্রমণ করে; আমরা যখন সত্য ন্যায় পবিত্রতা প্রভৃতি সমস্ত বিস্মৃত হইয়া নরকের কীটের ন্যায় বিষয়ের পশ্চাতে ধাবিত হই তখন আমাদিগের জন্য ব্যথিত হইয়া সংসারের কোনও লোকই—পৃথিবীর কোনও আত্মীয় স্বজনই আমাদিগকে এই দারুণ রোগ হইতে বাঁচাইতে চাহে না।

---

পরমেশ্বরের কৃপায় যখন মানব প্রাণে বৈরাগ্যের আগুণ জ্বলিয়া উঠে; যখন পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রতি মানব অন্তরের প্রগাঢ় অনুরাগ উদ্দীপিত হয়, তখন বিষয়ের শত বন্ধনেও তাহার প্রাণকে সংসারের আকর্ষণে বাঁধিয়া রাখিতে সক্ষম হয় না। ভূমিকম্পে যেমন সমগ্র ধরা বিকম্পিত হইয়া যায়, সুদৃঢ় অট্টালিকাকেও যেমন সেই কম্পনে অস্থির হইয়া ভূমিসাৎ হইতে হয়; সেইরূপ মানব অন্তরে যখন প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয় তখন তাহার অন্তরের প্রবৃত্তি সকলের মধ্যে এক ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়। ভূমিকম্পে যেমন পুরাতন ও জীর্ণ অট্টালিকা সকল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় সেইরূপ এই আন্দোলন প্রভাবে মানব অন্তরের বহুকালের আদরের যাবদীয় অসার চিন্তা, অসার কামনা চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়া যায়; নূতন রাজ্য তাহার সম্মুখে প্রকাশিত হইতে থাকে; অভিনব জীবনের অভিনব সৌন্দর্য্য তাহার নিকট তখন প্রকাশিত হইতে থাকে। রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া সামান্য পর্ণকুটীর তখন তাহার ভাল লাগে! আমরা সম্প্রতি এইরূপ একটী ঘটনা জানিতে পারিয়াছি। রুষিয়া নিবাসী জনৈক সম্ভ্রান্ত লোক খুব উপন্যাস লেখক বলিয়া ইউরোপে বিখ্যাত হইয়া পড়েন; ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় তাঁহার উপন্যাস সকল অনুবাদিত হইতে আরম্ভ হয়। এইরূপে কিছুদিন যাইতে যাইতে হঠাৎ ভগবানের কৃপার পবন প্রবাহিত হওয়াতে তাঁহার জীবনের আবরণ উঠিয়া গেল! তিনি খ্রীষ্টের উপদেশ অনুসারে আপনার সমুদায় ধনসম্পত্তি ও সমুদায় ঐশ্বর্য্য দরিদ্রদিগের ভরণপোষণের জন্য অর্পণ করিয়া স্বয়ং মুচির ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছেন! তাঁহার পুত্রেরা বহু বিদ্যা বিভূষিত হইয়া সাংসারিক পদমর্য্যাদা অনুসারে জীবন যাপন করিবার জন্য তাঁহার নিকট হইতে অর্থ প্রার্থনা করিলে পর তিনি এই বলিয়া উত্তর দিলেন যে, তাঁহার যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল সে সমস্তই এখন দরিদ্রদিগের; তাহাতে তাঁহার আর কোনও অধিকার নাই; তিনি স্বয়ং যেরূপ শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহারাও সেইরূপ কোনও প্রকার শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করেন এই তাঁহার অভিলাষ। কি আশ্চর্য্য! পরমেশ্বর কখন কাহাকে যে কিরূপে ধরেন কিছু বুঝা যায় না!

---

## নূতন কথা।

নূতন কথা কি?—সেই কথা নূতন যাহা কখনও শুনি নাই। তাহাও নূতন লাগে যাহা শুনিয়া ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্য যে, প্রতিদিন যে সকল কথা শুনিতেছি, পুস্তক পত্রিকায় সর্ব্বদা পড়িতেছি, উপদেশের মধ্যেও যে সমস্ত কথা সর্ব্বদা শুনিতেছি, যাহা শুনিতে শুনিতে কর্ণ আর শুনিতে চায় না এমন কথাও যেদিন প্রাণকে স্পর্শ করে, সেদিন প্রাণে এক অপূর্ব্ব ভাব আনিয়া দেয়—যেন নূতন কিছু পাইলাম—যেন নূতন জীবন হইল; আমার বোধ হইতে লাগিল, পূর্ব্বে যে আমি ছিলাম সে আমি যেন আর নাই—আমি নূতন হইয়াছি! যে কথায় এই শক্তি আছে! সেই কথাই প্রকৃত নূতন কথা। প্রথম প্রকারের নূতন কথা যে কিছুই বাহির হইতেছে না তাহা নহে; তবে ইহা অতি সত্য যে, সে প্রকার কথা অতি অল্পই বাহির হয়। সব পুরাতন কথাই নূতন ভাবে নূতন ভাষায় বাহির হয়, নতুবা সম্পূর্ণ নূতন কথা অতি অল্পই বাহির হয়। দ্বিতীয় প্রকারের নূতন কথা—যাহারা অমনোযোগী, যাহারা কিছু শুনে এবং জানে, যাহাদের এক কাণ দিয়া প্রবেশ করে অন্য কাণ দিয়া বাহির হয়, তাহাদের পক্ষে—কিছু কিছু নূতন বাহির হয়, তাহাদিগকে নূতন কথা বলিতে ভয় নাই কিন্তু সে নূতন কথায়ও ফল নাই। তৃতীয় প্রকারের নূতন কথা কথার মধ্যে নাই কিন্তু লেখার মধ্যে আছে, বলার মধ্যে আছে এবং শুনার মধ্যেও আছে। যদি জীবন্ত ভাবে লিখিতে এবং বলিতে পার যত পুরাতন কথাই হউক না কেন তাহাতে নিশ্চয়ই নূতন ভাব আনিয়া দিবে—মানুষকে নবজীবন দিবে; তখন আর সে কথাকে পুরাতন বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া কেহ যাইতে পারিবে না। মহাত্মা বুদ্ধের ধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বেও "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই কথা ছিল। ইহা যে বুদ্ধের পূর্ব্বে ভাষায় ছিল না তাহা নহে,ইহা যে বুদ্ধের নূতন কথা তাহা নহে, তবে বুদ্ধের সময় ইহা এত নূতন হইল কিসে?—এই জন্য যে, ইহার মধ্যে বুদ্ধের জীবন্ত ভাব ছিল, যাহা থাকিলে পুরাতন কথা নূতন হয় তাহা ছিল তাই বলিয়া সে কথায় এত কাজ হইয়াছে; অসংখ্য অসংখ্য লোক ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া পরোপকার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। মহাত্মা চৈতন্য যে বলিয়াছিলেন,"জীবে দয়া নামে রুচি" ইহাও নূতন কথা নয়; অনুসন্ধান কর দেখিবে এ কথাও পুরাতন কথা। তবে ইহার এত শক্তি হইল কিসে? কেন দলে দলে লোক ইহার অনুসরণ করিতে লাগিল? তাহাও এই জন্য যে যতই কেন এ কথা পুরাতন হউক না ইহার মধ্যে নূতন প্রাণ ছিল; ইহার মধ্যে নূতন ভাব ছিল; ইহার মধ্যে কিছু নূতনত্ব ছিল, ইহা আর পূর্ব্বের ন্যায় কথা মাত্র ছিল না তাই লোক ইহার অনুসরণ করিয়াছিল; এই নামের জন্য মানুষ পাগল হইয়াছিল, এবং কি প্রকারে অন্যের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইবে তাহারই জন্য লোক ব্যাকুল হইয়াছিল: এই কথার অন-

স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারে নাই, কেননা সে পৃথিবীর মৃত কথা নয়—সে স্বর্গের জীবন্ত কথা।

লেখক কিম্বা বক্তা যেমন নূতন ভাবাবিষ্ট না হন তাঁহার সমস্ত কথাই পুরাতন ও অসার কথা হইয়া থাকে সেই প্রকার যাহার প্রাণ ব্যাকুল নহে তাহার নিকট তুমি যে কথাই বল না কেন কিছুতেই তাহার নূতন বোধ হইবে না। যে কথা অনেকবার বলা হইয়াছে অনেকবার লেখা হইয়াছে, সেই কথা এবারও বলা হইল এবং লেখা হইল—হইতে পারে ভাষা স্বতন্ত্র, হইতে পারে ব্যাখ্যা নূতন কিন্তু সেই পুরাতন কথা—দশজনে পড়িয়া পুরাতন বলিয়া অগ্রাহ্য করিল, কিন্তু একজন ব্যাকুল ছিল সে সেই কথায় নূতন কিছু পাইল, তাহার প্রাণ খালি ছিল পূর্ণ হইয়া গেল, যেন সে হতাশ হইয়া বেড়াইতেছিল প্রাণ পাইল। এইরূপে কথা নূতন হয়; অনেকবার শুনিয়াছি, দিনের মধ্যে কতবার শুনিলাম তাহার সংখ্যা করা কঠিন, পুস্তকে পড়িলাম, পত্রিকায় দেখিলাম এক কথা নানাপ্রকারে শুনিলাম কিন্তু যখন নিরাশ প্রাণ আর কূল দেখিতেছে না এমন সময় শুনিলাম "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্"! অনেক চেষ্টা যত্ন করিয়া বিফল মনোরথ হইতেছিলাম এমন সময় শুনিলাম "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্"! যখন এক এক করিয়া নিজের সব বিদ্যাবুদ্ধি ফুরাইল এমন সময় শুনিলাম "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্"! আমার প্রাণে একথা তখন কেমন লাগিল, তখনও কি আমি আর বলিতে পারি এ পুরাতন কথা! এই "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্" কি তখন আমার কাছে নূতন কথা নয়? ব্রাহ্মসমাজে কি এই কথা নূতন নয়? একথা সকলের নিকটই পুরাতন লাগে কিন্তু ইহার মধ্যে যে জীবন্ত ভাব আসিয়াছে তাহাতেই একথা নূতন হইয়াছে। এতদিনও একথা ছিল কিন্তু তৎসঙ্গে শাস্ত্র ছিল, বিধি ছিল, গুরু ছিল, মন্ত্র তন্ত্র ছিল, অনেক বিষয় জড়িত ছিল; কিন্তু ঐ কথার সঙ্গে আর যে সব ছিল তাহা দূর করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহাকে আর মৃত কথা মাত্র থাকিতে দেয় নাই; ইহা এখন স্বর্গীয় জীবন্ত কথা হইয়াছে তাই এত লোক ইহার অনুসরণ করিয়াছে, তাই এত লোক এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে, তাই এত লোকের এই কথায় প্রাণ জাগিয়াছে। তবে সকলের নিকট একথা কেন নূতন লাগে না, সকলে কেন একথা লইয়া থাকিতে পারে না, ইহার কারণ অনুসন্ধান করা কিছু কঠিন নয়; যাহাদের মুখে শুনিতেছি তাহারা মৃত তাই জীবন্ত কথাও মৃত হইয়া বাহির হইতেছে। সুতরাং তাহাতে আমি কেমন করিয়া জীবন পাইতে পারি? অথবা আমি অনেক দিন শুনিতেছি কিন্তু আমার প্রাণ এখনও তত ব্যাকুল হয় নাই, এখনও আমার নিজের কারদানি যায় নাই, নিজের ক্ষমতার উপর এখনও অবিশ্বাস হয় নাই তাই আমি ইহার অর্থ আজিও বুঝিতেছি না। তাই আমি মানুষের নিকট যাইতেছি কিন্তু ইহার উপর নির্ভর করিতেছি না। এই কথাই নূতন কথা হইয়াছে ইহার অনুসরণ কর। ইহা জীবন্ত ভাবে বাহির হইলেও বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতা শূন্য প্রাণে পতিত হইয়া মারা যাইতেছে। নূতনের জন্য আর ব্যস্ত হইও না; নূতন কিছু চাই বলিয়া আর ভাবিত হইও না, ইহার মধ্যে নূতন জীবন্ত ভাব দেখ এবং ব্যাকুলিত হও—জীবন পাইবে। পরমেশ্বর যেমন পুরাতন তেমনি তিনি চির-নূতন; তাঁহার কথাও সেই প্রকার যেমন অতি পুরাতন সেইরূপ অতি নূতন! "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্!" মুক্তির নূতন মন্ত্র!

---

## অগ্নি-পরীক্ষা।

উইলিয়ম্ হণ্টার।

নরঘাতিনী মেরী ইংলণ্ডের সিংহাসন কলঙ্কিত করিতেছে। কারাগার নির্দ্দোষী সাধু মহাত্মাদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিশ্বাসীর পার্থিব জীবনের শেষ পুরস্কার চিতানলে পর্য্যবসিত হইতেছে।

১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী টম্‌কিন্স, পিগট, নাইট, হণ্টার, লরেন্স ও হক্স ধৃত হইয়া বিচারালয়ে আনীত হইয়াছিলেন। ইহাঁদিগের অপরাধ এই:—রোমান ক্যাথলিকগণ বিশ্বাস করেন, খ্রীষ্টের রক্ত মাংস ভক্ষণ নামে যে পার্ব্বন প্রচলিত আছে, তদুপলক্ষে তাঁহারা যে সকল খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা খ্রীষ্টের রক্ত মাংসরূপে পরিণত হয়। অপরাধীগণ তাহা স্বীকার করেন না। তাই তাঁহারা আজ ধৃত হইয়া রাজদ্বারে আনীত হইয়াছেন। বিচারে নানাস্থানের অগ্নিকুণ্ডে ইহাঁদিগকে ভস্মীভূত করিবার আদেশ হইল।

হণ্টারের বিষয় আমরা আজ একটু বিস্তৃতরূপে পাঠকগণকে অবগত করিব। যখন তিনি ধৃত হন, তখন তাঁহার বয়স উনবিংশ বর্ষমাত্র। এই উনবিংশ বর্ষীয় বালকের দৃষ্টান্ত খ্রীষ্টীয় জগতে এক অত্যাশ্চর্য্য অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে। বালকের জীবন্ত বিশ্বাস ধর্ম্ম-জগতের ইতিবৃত্তে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

হণ্টার গরিবের সন্তান। লণ্ডনের কোন কারখানায় কর্ম্ম কাজ শিখিতেন। আমরা পূর্ব্বে যে অ্যান্ আস্কুর কথা বলিয়াছি, এই সময়ে তাঁহার জনৈক ভৃত্য তাঁহার জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতেছিল। বালক হণ্টার তাহার সহিত যোগ দিয়াছিলেন তাই রোমান্‌ক্যাথলিক পুরোহিতগণ তাঁহার প্রতি ভয়ানক চটিয়া গেলেন। একজন পুরোহিত তাঁহাকে তাঁহার উপাসকমণ্ডলীতে আগমন করিতে বলিলেন, হণ্টার সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি যাঁহার কারখানায় কর্ম্ম কাজ শিখিতেন তিনি ভয়ানক বিপৎপাতের আশঙ্কায় তাঁহাকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। হণ্টারের পিতৃ গৃহ ব্রেণ্ট-উডে। ব্রেণ্ট-উড্ এসেক্স সায়েরের অন্তঃপাতী একটী পল্লী। এখানে একটী উপাসনালয় ছিল। একদিন হণ্টার একাগ্রমনে এইখানে বসিয়া বাইবেল পাঠ করিতেছিলেন এমন সময় তথায় একজন ক্যাথলিক পুরোহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুরোহিত তাঁহাকে বাইবেল পড়িতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন।

আমাদের দেশের ধর্ম্ম-শাস্ত্র সকল যেমন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বলিয়া সাধারণে তাহার মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম, পূর্ব্বে বাইবেল গ্রন্থও তেমনি ইংরাজিতে না থাকায় সর্ব্বসাধারণে তাহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিত না। এদেশে যেমন পুরোহিতের কথাই সাধারণের বেদ মন্ত্র, পূর্ব্বে তেমনি ক্যাথলিক পুরোহিতগণই যাহা বলিতেন সর্ব্বসাধারণে তাহাই সমাদরে গ্রহণ করিত।

শাস্ত্রে কি আছে কেহই তাহার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারিত না। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখন বাইবেল ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে। তখন আর যাহা তাহা বলিয়া সাধারণকে ঠকাইবার উপায় নাই, তাই পুরোহিত হণ্টারকে বাইবেল পড়িতে দেখিয়া বড়ই বিষণ্ণ হইলেন। পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কেন বাইবেল পড়িতেছ?" হণ্টার উত্তর দিলেন "বাইবেল পড়িয়া প্রাণে বড় আরাম পাই। ইহা আমাকে কিরূপে চরিত্র গঠন' করিতে হয় তাহা বেশ শিক্ষা দেয় এবং কিরূপে পাপ পুণ্য, ন্যায় অন্যায়ের বিচার করিতে হয়, তাহাও আমি এতদ্পাঠে বেশ বুঝিতে পারি।" পুরোহিত দেখিলেন, ইংরাজিতে বাইবেল হওয়ায় লোকের কেমন পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে! তিনি বুঝিতে পারিলেন যাহারা রাজ্ঞীর আদেশ অবহেলা করে হণ্টারও সেই দলের একজন। সুতরাং শীঘ্রই হণ্টারের নামে বিচারালয়ে অভিযোগ আনিলেন।

হণ্টারের বন্ধুগণ তাঁহাকে গৃহ হইতে পলায়ন করিতে পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে তিনি বিবাদের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় পলায়ন করিলেন। কিন্তু ক্যাথলিক মাজিষ্ট্রেট শীঘ্রই তাঁহার পিতার প্রতি আদেশ বাহির করিলেন যে, যদি তিনি পুত্রকে ধরাইয়া না দেন তবে হণ্টারের পরিবর্ত্তে তাঁহাকেই ধৃত করা হইবে। হণ্টার দেখিলেন তাঁহার জন্য পিতা বিপদে পড়িছেতেন, সুতরাং তিনি আর থাকিতে পারিলেন না—পিতৃভক্ত সন্তান রাজদ্বারে ধরা দিলেন।

স্থানীয় বিচারক তাঁহাকে লণ্ডনের বিশপের নিকট প্রেরণ করিলেন। এখানে প্রায় নয় মাসকাল কারাগারে আবদ্ধ রহিলেন অনন্তর তাঁহার মত ও বিশ্বাস ব্যক্ত করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করা হইল।

বিশপের চরিত্র আমরা অ্যান্ আস্কুর বিচার সময়েই কিঞ্চিৎ বলিয়াছি। তাঁহার নানা দোষের মধ্যেও ক্ষমাগুণ সমধিক প্রবল ছিল। তিনি হণ্টারকে বাচাইবার অভিপ্রায়ে অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে বলিলেন "দেখ, তুমি এখনও বালক; তুমি যদি আপনার দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ভ্রমাত্মক মত ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে আমি তোমাকে একটী বেশ চাকরী করিয়া দিব এবং সেখানে থাকিবার জন্য এককালীন ৪০ পাউণ্ড দান করিব। ইহা দ্বারা তোমার আবশ্যকীয় আসবাব কিনিয়া লইতে পারিবে অথবা তুমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে আমার গৃহ তত্ত্বাবধারকের পদ প্রদান করিতে পারি। আমার গৃহের সমুদায় ভার তোমার প্রতি অর্পিত থাকিবে তুমি সকল বিষয়ের তদারক করিবে। তোমাকে আমার কার্য্যালয়ে রাখিয়া দিব। আমি তোমাকে বড় ভালবাসি।"

হণ্টার বিশপকে ধন্যবাদ দিয়া উত্তর করিলেন "আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি না। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি তাহা কিছুতেই ছাড়িব না। আমি কোন ক্রমেই মিথ্যা বলিতে পারি না। যাহা বিশ্বাস করি তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে।" বিশপ বলিলেন "যদি তুমি আমার কথা না শোন, তবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও!" হণ্টার তখন "মানুষ যাহার অবিচার করে, পরমেশ্বর তাহার সুবিচার নিশ্চয়ই করেন" এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইলেন।

হণ্টারের বাসপল্লীই তাঁহার মৃত্যুর স্থান নিরূপিত হইল। তদনুসারে সকলে তাঁহাকে ব্রেণ্ট-উডে আনয়ন করিল। কয়েক দিন তিনি পিতা মাতা ও বন্ধুদিগের সহিত একত্রবাস করিবার সময় পাইলেন। স্বয়ান্হস্ নামক স্থানে সকলে সমবেত হইলেন। পিতা প্রার্থনা করিলেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও যেন তাঁহার বিশ্বাস অবিচলিত থাকে। মাতা বলিলেন "আজ আমার কত আনন্দ! এমন পুত্রকে গর্ভে ধারণ করিয়াছি, যে খ্রীষ্টের জন্য আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেও সক্ষম।" পুত্র উত্তর করিলেন "মা! আমি এখানে যে নির্য্যাতন সহ্য করিতেছি এ অতি সামান্য, কিন্তু অতঃপর খ্রীষ্ট যে আমাকে আনন্দের মুকুট পরাইবেন ইহাতে কি তুমি আনন্দিত হইবে না?"

এইরূপ আলাপনে কয়টী দিন কাটিয়া গেল। ২৬এ মার্চ্চ মঙ্গলবার উপস্থিত। তখন সেরিফের পুত্র আসিয়া হণ্টারকে জড়াইয়া ধরিলেন। তিনি আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "ভাই কেদনা, কিছুতেই ভয় পেও না।" কিছুক্ষণ পরে স্বয়ং সেরিফ উপস্থিত হইলেন। তিনি হণ্টারের হাত ধরিয়া বধ্যভূমির উদ্দেশে লইয়া চলিলেন। নগরের প্রান্তভাগে বধ্যভূমি—সেখানে অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে!

হণ্টারের পিতা পথপ্রান্তে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি বলিলেন "উইলিয়ম্! পরমেশ্বর তোমার সহায় হউন।" পুত্র উত্তর দিলেন "পরমেশ্বর তোমারও সহায় হউন এবং শান্তি বিধান করুন!"

হণ্টার অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া একখণ্ড কাষ্ঠ লইয়া তাহাতে হাঁটু পাতিয়া বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করিলেন। ক্ষমাপত্র পুনঃপঠিত হইল!—হণ্টার ক্ষমা লইলেন না! তিনি বলিলেন "আমি আমার বিশ্বাসকে পদদলিত করিয়া ক্ষমা লইয়া কি করিব?" সকলে তাঁহাকে দৃঢ়রূপে কাষ্ঠদণ্ডে বাঁধিল! সম্মুখে শত শত লোক দেখিতে আসিয়াছিল। তাহাদিগের দিকে চাহিয়া হণ্টার বলিলেন "হে দর্শকবৃন্দ! তোমরা কিছুক্ষণ আমার জন্য প্রার্থনা কর!"

ছর্ও মাজিষ্ট্রেট, যিনি হণ্টারকে প্রথমে ধৃত করেন, তিনি ঘৃণার স্বরে বলিলেন "তোমার জন্য আবার প্রার্থনা? একটা কুকুরের জন্য প্রার্থনা করিব সেও ভাল, তবু তোমার জন্য করিব না!"

হণ্টার উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "হে ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র! আমার প্রতি আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর!" চিতায় অগ্নি প্রদত্ত হইল! আগুণ জ্বলিয়া উঠিল! একজন পাষণ্ড পুরোহিত অবজ্ঞার সহিত বলিলেন "এখানে যেমন পুড়িতেছ, সেইরূপ অনন্ত নরকেও পুড়িবে!"

হণ্টারেরর হাতে একখানি প্রার্থনা পুস্তক (Prayer-Book) ছিল তিনি সেখানে অগ্নিকুণ্ডের মধ্য হইতে ভ্রাতার নিকট ছুড়িয়া দিলেন। তাঁহার ভ্রাতা বলিলেন "উইলিয়ম্! খ্রীষ্টের পবিত্র মৃত্যুর কথা স্মরণ কর! মৃত্যুর জন্য ভীত হইও না!"

তখন শেষ উত্তর আসিল "আমি ভীত নহি। প্রভো! প্রভো! প্রভো! আমাকে গ্রহণ কর!"

## প্রেমে সহিষ্ণুতা।

যাহার সঙ্গে যে পরিমাণে ঘনিষ্টতার অভাব তাহার প্রতি মানুষ সেই পরিমাণে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে। পথের লোকের প্রতি লোকে যাদৃশ সামান্য ক্রটীতে বিরক্ত হইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হয় প্রতিবাসির প্রতি সে ক্রটীকে কিছুই মনে করে না। প্রতিবাসির যে অন্যায় আচরণে মানুষ সহজে বিরক্ত হয়, বন্ধুর প্রতি সেরূপ ব্যবহারে বিরক্তির ভাব প্রকাশ পায় না। আবার এই বন্ধুর যাদৃশ ক্রটীতে মানুষ অভিমানী হইয়া তাহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া সে সম্বন্ধে শিথিলতা আনয়ন পূর্ব্বক বন্ধুত্ব সূত্র ছিন্ন করিয়া ফেলে, পরিবারস্থ ঘনিষ্ট সম্পর্কস্থলে সেরূপ করে না। পরিবার মধ্যে পরস্পর দূর সম্পর্কস্থলে মানুষ যত সহজে বিরক্ত হয়, ঘনিষ্ট সম্বন্ধস্থলে সেরূপ কারণে আপনার মনকে বিচলিত করে না। এই প্রকারে মানুষ যে বিশেষ বিশেষ স্থলে সহিষ্ণুতার বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করে, তাহার মূল অনুসন্ধান করিলে দৃষ্ট হইবে যে, প্রেমের তারতম্য হইতে মানুষের সহিষ্ণুতার তারতম্য হয়; সহ্য করিবার শক্তি মানুষ এই প্রেম হইতেই প্রাপ্ত হয় এই জন্যই দেখিতে পাই সংসারে সম্বন্ধের দূরত্ব নিবন্ধন যতই প্রেমের অভাব হয় ততই সেই সকল স্থলে সহিষ্ণুতার অভাব দৃষ্ট হয়। সংসারে মাতা যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহিষ্ণু যে সহিষ্ণুতায় অসুর সমান পাষণ্ড সন্তানও পরাস্ত মানে, তাহার কারণ কি? মায়ের মত সহ্য করিবার শক্তি কাহার আছে? শৈশবে যখন মানুষ অজ্ঞতা নিবন্ধন মাতার প্রতি অত্যাচার করিতে থাকে, তখন মাতা সংসারের শত বিরক্তিকর ঘটনার মধ্যেও অটল অচলের ন্যায় স্থিরভাবে সন্তানের অত্যাচার আব্দার সহ্য করিয়া থাকেন। যৌবনে যখন সন্তান দারুণ স্বার্থ ও দুর্মনায় মনোবৃত্তি সকলের বশীভূত হইয়া, মাতৃস্নেহ অতিক্রম পূর্ব্বক নানা প্রকারে তাহাকেই যেন জ্বালাতন করিবার উদ্দেশে বহুবিধ অনাচার ও অবিচারে প্রবৃত্ত হয়, পরিবারস্থ অপরাপর সকলের পক্ষে যখন তাহার ব্যবহার অসহ্য হইয়া উঠে, যখন সকলে সমভাবে তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া নির্যাতনের কঠোর মূর্ত্তিতে তাহাকে দর্শন দেয়; কঠোর শাসন মন্ত্র যখন তাহাদের মুখ হইতে বহির্গত হইতে থাকে, মায়ের প্রাণ কি তখনও সেই দুর্দ্দান্ত সন্তানকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক অশ্রুজলে তাহার মস্তক অভিষিক্ত করিয়া একদিনের জন্যও তাহার মঙ্গল কামনায় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে বিস্মৃত হয়? না। অমানুষোচিত কোন ভীষণ বিকৃতি তাহাতে না ঘটিলে মাতার প্রাণ কখনও সন্তানের প্রতি কঠিন শাসন প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হয় না। দম্পতি দ্বয়ের মধ্যে পরস্পরের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার, একের জন্য অপরে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় পদার্থ যে প্রাণ তাহা প্রদান করিয়াও মঙ্গল করিবার জন্য যে চেষ্টা, এমনকি প্রাণ দিয়াও উভয়ে উভয়ের মঙ্গল করিতে পারিলেই যে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করে তাহারই বা কারণ কি? যাহার সহিত রক্তের সংস্রব নাই, কোন দিন বিশেষ জানা শুনা ছিল না, বন্ধুত্ব সংস্থাপনের যে সকল কারণ সচরাচর দৃষ্ট হয় তাহার কোনটীরই যাঁহাদের মধ্যে সম্ভাব ছিল না তাহাদের মধ্যে এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন—এই আশ্চর্য্য ঘনিষ্টতা কোথা হইতে সমাগত হইল। বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন বংশ হইতে দুইজনকে আনিয়া পরিণয় পাশে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া গেল, ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশলে উভয়ের প্রাণে প্রেমের বীজ রোপিত হইল, আর তাহাদের দুই আত্মা এক আত্মায় পরিণত হইল—তাহাদের দেহে যেন নূতন প্রাণের সঞ্চার হইল। তখন তাহারা যে একাগ্রে উভয়ে উভয়ের অত্যাচার অবিচার সহ্য করে, সহিষ্ণুতায় পাষাণকেও পরাস্ত করিয়া দেয় তাহারই বা কারণ কি? মাতার প্রাণের সহিষ্ণুতা, পিতার প্রাণে সন্তানের জন্য অবিশ্রান্ত মঙ্গল কামনা, ভ্রাতা ভগ্নীর মধ্যে পরস্পরের স্বার্থ লইয়া ঘোর বিবাদের কারণ বিদ্যমান থাকিলেও পরস্পরের মধ্যে যে সহিষ্ণুতা দৃষ্ট হয়, সমস্তেরই মূলে সেই প্রেম বর্ত্তমান থাকিয়া, স্বার্থপরকে স্বার্থত্যাগী, দুর্দ্দান্ত কঠোর প্রাণকে কোমল ও স্নিগ্ধ, ঘোর অত্যাচারী নিষ্ঠুরকে দয়াবান করিয়া সমাজের কল্যাণে নিযুক্ত করে।

পৃথিবীর সম্বন্ধ সকলের মধ্যে যেমন দেখিতে পাই যেখানে যত প্রেম সেখানেই তত সহিষ্ণুতা; যেখানে যত ভালবাসা সেখানেই তত ত্যাগ স্বীকার; প্রেমের প্রাবল্যেই স্বার্থপ্রবণ-হৃদয় মানব একে অন্যের জন্য প্রাণপণে খাটিয়া থাকে, কিম্বা বাক্যব্যয়ে সকল অত্যাচার অবিচার সহ্য করিতে সমর্থ হয়; তেমনি পরমেশ্বরে আমরা যে অনন্ত সহিষ্ণুতা দেখিতে পাই তাহারও কারণ প্রেম। তিনি প্রেমময়, প্রেমই তাঁহার প্রকৃতি তাই মনুষ্য সন্তানের এই অজস্র অত্যাচার তিনি সহ্য করিতেছেন। তাঁহার প্রতি অবিশ্রান্ত আঘাতের পর আঘাত পড়িতেছে; অশ্রদ্ধা অভক্তি প্রকাশের যত প্রকার প্রণালী সম্ভব, মানুষ সে সমস্তই অবলম্বন করিতেছে; অবিশ্বাস, অস্বীকার, অকৃতজ্ঞতা প্রভৃতি উত্যক্ত হইবার যত হেতু কল্পনা করা যাইতে পারে, মানুষ সে সমস্তই করিতেছে, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও চঞ্চলতা বা বিচলিত ভাব তাঁহাতে লক্ষিত হইতেছে না। তাঁহার জল বায়ু শস্য ফল প্রভৃতি কাহারও সেবায় বিরত নহে। শরীর রক্ষার যাহা কিছু আবশ্যক তাহার বিধানের যেমন ক্রটী নাই, তেমনি আত্মার পরিপোষণোপযোগী যে কিছু আধ্যাত্মিক আহার্য্য তাহা প্রদান করিতেও তিনি একদিনের জন্য বিরত নহেন। মানুষ মানুষের প্রতি যে অবিচার করে, তাহার কল্পনা সম্ভবে, তাহার প্রতিকার সম্ভবে। কিন্তু এই যে নিয়ত প্রেমময় পরমেশ্বরের প্রতি কল্পনার অতীত অত্যাচার সকল মানুষ করিতেছে, তিনি কি ইচ্ছা করিলে সে সমস্তের প্রতিশোধ সেই মুহূর্ত্তেই সাধন করিতে পারেন না। কিন্তু তিনি প্রেমময় সুতরাং কাহারও ক্ষতি তাঁহা হইতে সম্ভবে না। অসহিষ্ণুতা তাঁহাতে নাই।

প্রেমই বাস্তবিক বল। ইহা যেমন একদিকে মানুষের অন্যায় ব্যবহারের পরিবর্ত্তে সহিষ্ণু হইতে শিক্ষা দেয়, ইহা যেমন স্বার্থপর মানবহৃদয়কে পরার্থে আত্মোৎসর্গ করিতে সমর্থ করে, তেমনি অন্তরস্থ রিপুকুলের সহিত সংগ্রাম করিতে তাহাদের অত্যাচার অবিচার অক্লেশে সহ্য করিতে সমর্থ করে। লোভাদি

রিপুগণ যখন মানব মনকে নিরন্তর পাপের পথে চালাতে উত্তেজিত করে, কে তখন মানুষকে সেই সকল প্রলোভন হইতে রক্ষা করে? কাহার বলে মানুষ সেই সকল প্রবল আকর্ষণ হইতে আপনাকে অটল রাখিতে সমর্থ হয়? প্রিয় পদার্থে প্রেমই মানুষকে সেই প্রিয় পাত্রের বিরুদ্ধ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করে। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগই মনুষ্যকে সেই প্রিয় পাত্রের বিরুদ্ধ সমস্ত ব্যাপার হইতে দূরে রাখে।

## প্রেমে ক্ষমা।

আমরা যে অতি সহজে অপরের ত্রুটী দেখিলেই ক্রুদ্ধ হই, অন্যের সামান্য অপরাধও সহ্য করিতে পারি না, রাগান্বিত হইয়া তাহার প্রতিশোধ লইতে ব্যস্ত হই; অপ্রেমই তাহার কারণ; অপ্রেমই ক্রোধের জন্মদাতা। প্রেমিক যিনি তিনি যে সকলের অন্যায় ব্যবহার বিস্মৃত হইয়া তাহার প্রতি উদাসীন হন তাহা নয়, কিন্তু সহিষ্ণুতার সহিত তাহার অন্যায়াচরণ যাহাতে দ্বিতীয়বার না ঘটে, তাহার উপায় গ্রহণ করেন। প্রেমই সক্ষম এবং সহ্য করিতে সমর্থ। সুতরাং যেখানে সেই বস্তুর অভাব সেইখানেই দুর্ব্বলতা। সবল ভিন্ন কে সহ্য করিতে পারে? এই জন্য যেখানে প্রেমের অভাব সেইখানেই অসহিষ্ণুতা বর্ত্তমান। সেই স্থানেই প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা প্রবল, ক্রোধ প্রবল পরাক্রমে সেই আত্মাতেই আপন শক্তি প্রকাশের সুবিধা পায়; তাহার বিচরণ ক্ষেত্র সেই অপ্রেমিক হৃদয় যেমন অন্য কোথাও তেমন নয়। সত্যানুরাগী সত্য-প্রেমী চিরদিনই অসত্যের প্রতি কঠিন হস্তে তাহার প্রতিকূলতা করিয়া থাকেন। মৃদু ও ভীরুর ন্যায় কখনই তিনি অসত্যকে প্রশ্রয় দেন না বা এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহার বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিতে অলস হন না। কিন্তু তাঁহাতে চঞ্চলতা নাই চিরদিনই ধীর ও শান্তভাবে অক্লান্ত চেষ্টার সহিত তিনি অসত্যের বিনাশে প্রবৃত্ত! অপ্রেমিক হৃদয় যেমন সহজে ক্রোধপরায়ণ হইয়া অসত্যকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও তৎসাধনে অসমর্থ হইয়া আত্ম-দুর্ব্বলতারই পরিচয় প্রদান করে; প্রেমিক হৃদয় সেরূপ নয়; সে বরং তাহার প্রতিকূলতা বিস্মৃত না হইয়া সহিষ্ণুতার সহিত ধীরভাবে প্রকৃত ঔষধ সকল আবিষ্কার করিয়া অসত্য রোগের প্রতিকার করিতে থাকে। প্রেমিক হৃদয় জানে যে অসত্যের সহিত সংগ্রামে সক্ষম; অসত্য তাহার সহিত সংগ্রামে কখনই জয়ী হইতে পারিবে না; চঞ্চলতা তাহাতে নাই; সুতরাং সাহস এবং ধীরতা সে প্রাণে চিরবর্ত্তমান।

সত্য-প্রেমী ধর্ম্ম-প্রাণ বীরপুরুষগণ যখন ধীর ও শান্ত ভাবে অসত্যের প্রতিকূলে সমর করিতে প্রবৃত্ত হন, বিবিধ সদুপায়ে তাহার হস্ত হইতে জনসমাজকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন, তখন অসত্যের দাস ভীরু দুর্ব্বলজনগণ কি করিতে থাকে? সর্ব্বতোভাবে সেই বীরত্বের প্রতিকূলে সেই সৎসাহসিকতার প্রতিকূলে আপনাদের দুর্ব্বলজনোচিত উপায় যে নির্য্যাতন তাহাই অবলম্বন করে। দুর্ব্বলদিগের চির-সম্বল সেই শারীরিক বলের সাহায্যে পাশব অত্যাচার সকল প্রয়োগ করিতে থাকে। প্রবল পার্থিব বলে বলীয়ান্ সেই সকল লোক যথাবিধানে অত্যাচার স্রোত প্রবাহিত করিয়াও যখন দেখিতে পায় সেই সত্য-প্রেমীর প্রাণ বিচলিত হইতেছে না, কিছুতেই সেই সত্য প্রচারকের সহিষ্ণুতা বিচলিত হইতেছে না, তখন তাহারা অনন্যোপায় হইয়া তাহার পৃথিবীর বাসের দিন সংক্ষিপ্ত করিবার উপায় গ্রহণ করে। মনে করে তাহাকে সত্বর ইহলোক হইতে বিদায় করিয়া দিলেই সকল জ্বালা যাইবে! এই ভাবিয়া তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কার্য্য যে সত্য প্রচার তাহা হইতে বঞ্চিত করিবার জন্যই তাহার দেহ হইতে কল্পনাতীত যন্ত্রণা প্রদান করিয়া প্রাণকে ইহসংসার হইতে বিদায় করিয়া দেয়! কিন্তু তখনও কি সত্য-প্রেমীর হৃদয় বিচলিত হয়?— না। সে হৃদয় এক মুহূর্ত্তের জন্যও সেই অত্যাচারীগণের মঙ্গল কামনা বিস্মৃত হইতে পারে না! তিনি সেই বধ্যভূমিতে নীত হইয়াও অসহ্য অকথ্য যন্ত্রণা সমূহ ভোগ করিয়াও অটল অচলের ন্যায় অন্তরে অন্তরে সর্ব্ব মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকেন। তাঁহার বিপক্ষগণের কল্যাণের জন্য সর্ব্বশেষ এই উপায় অবলম্বন করিতে তিনি একমুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হন না। এই জীবন পরীক্ষার সময়ও মানুষকে এই প্রকার ক্ষমাশীল হইতে যে সমর্থ করে, সে কি পদার্থ? ঐশী প্রেম যাহার প্রাণকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া ফেলে—একবারে আবদ্ধ করিয়া রাখে সেই ব্যক্তিই এত ভয়ানক অবস্থায় পড়িয়াও ক্ষমার সহিত তৎকালোচিত উপায় অবলম্বন করিতে সমর্থ হয়।

সুতরাং ক্ষমার মূল কারণ প্রেম। এই প্রেম যখন ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয় সেই প্রেমময়ে যখন ইহা স্থাপিত হয়, তখন এক দিকে সে যেমন ঐশ্বরিক সমস্ত বিষয়কে আদর করিতে থাকে, সত্য ন্যায় প্রভৃতি গ্রহণ করিবার জন্য—আধ্যাত্মিক সম্পত্তি সকল পাইবার জন্য যেমন ব্যস্ত হয়; ধর্ম্মসাধন করা তাহার পক্ষে যেমন প্রলোভনের মধ্যে, এমনকি প্রবল আকর্ষণের ব্যাপার হইয়া পড়ে, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রেমের পাত্র নরনারীকে ভাল বাসিবার জন্য সে ব্যস্ত হয়; তাহার পক্ষে তখন স্বার্থপর ও সংকীর্ণ হৃদয় থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সে বিশ্বপ্রেমী হইয়া সকলের জন্য খাটিতে থাকে। প্রেম যখন ঈশ্বরে যায়, তখন যেমন সেই সঙ্গে তাঁহার সন্তানগণের প্রতিও প্রেম প্রধাবিত হইতে থাকে, তেমনি যদি মানুষ মানুষকে প্রেম করিতে শিখে, তাহার চক্ষু অচিরে সেই সর্ব্ব-প্রেমের আশ্রয় পরমেশ্বরের দিকে যাইবেই যাইবে। প্রেমই মানুষকে সত্যেতে লইয়া যায় প্রেমই মানুষের দুর্ব্বল প্রাণকে সবল করে। প্রেমই সকল অত্যাচার অবিচারের মধ্যে মানুষকে ক্ষমাশীল হইতে সক্ষম করে। সুতরাং যদি এসংসারে ক্ষমাশীল হইয়া চিরপ্রেমময় পরমেশ্বরের কার্য্যে কাহারও দিন কাটাইবার ইচ্ছা থাকে, তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে সেই প্রেম পাইবার জন্যই ব্যাকুল হইতে হইবে, তাহা হইলেই মানুষ সহ্য করিবার শক্তি পাইয়া ক্ষমার সহিত ইহ সংসারে বিরচণ করিতে সমর্থ হয়। আজ এই নববর্ষে আমরা সেই প্রেমময়ের প্রেম লাভ করিবার

জন্য যেন প্রস্তুত হই; তাহা হইলেই প্রবল সহিষ্ণুতার সহিত আমাদের এই কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ সম্ভব হইবে। আমরা পিতার কার্য্যে জীবন সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব।

---

## সত্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমাদের জাতি যেমন সত্যকে অবহেলা করে এমন আর কোন জাতি করে কি না জানি না! আমরা মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া অনুভব করি না। মিথ্যা আমাদের পক্ষে অতিশয় সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। আমরা অতি গুরুতর এবং অতি সামান্য বিষয়েও অকাতরে মিথ্যা বলি। অনেক কাগজ বঙ্গদেশে অত্যন্ত প্রচলিত হইয়াছে তাহারা মিথ্যা কথা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে পাঠকদের ঘৃণা বোধ হয় না। আমরা ছেলেদের যত্নে ক, খ, শেখাই, কিন্তু সত্যপ্রিয়তা শেখাই না তাহাদের একটা ইংরাজি শব্দের বানান-ভুল দেখিলে আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত হয়, কিন্তু তাহাদের প্রতিদিবসের সহস্র ক্ষুদ্র মিথ্যাচরণ দেখিয়া বিশেষ আশ্চর্য্য বোধ করি না। এমন কি আমরা নিজে তাহাদিগকে ও তাহাদের সাক্ষাতে মিথ্যা কথা বলি ও স্পষ্টতঃ তাহাদিগকে মিথ্যা কথা বলিতে শিক্ষা দিই। আমরা মিথ্যাবাদী বলিয়াই এত ভীরু! এবং ভীরু বলিয়াই এমন মিথ্যাবাদী। আমরা ঘুঁশি মারিতে লড়াই করিতে পারি না বলিয়া যে আমরা হীন তাহা নহে — স্পষ্ট করিয়া সত্য বলিতে পারি না বলিয়াই আমরা এত হীন। আবশ্যক বা অনাবশ্যক মত মিথ্যা আমাদের গলায় বাধে না বলিয়াই আমরা হীন। সত্য জানিয়া আমরা সত্যানুষ্ঠান করিতে পারি না বলিয়াই আমরা এত হীন। পাছে সত্যের দ্বারা আমাদের তিলার্দ্ধ মাত্র অনিষ্ট হয় এই ভয়েই আমরা মরিয়া আছি!

কবি গেটে বলিয়াছেন, মিথ্যা কথা বলিবার একটা সুবিধা এই যে, তাহা চিরদিন ধরিয়া বলা যায়, অথচ তাহার সহিত কোন দায়িত্ব লগ্ন থাকে না, কিন্তু সত্য কথা বলিলেই তৎক্ষণাৎ কাজ করিতে হইবে, অতএব বেশীক্ষণ বলিবার অবসর থাকে না। মিথ্যার কোন হিসাব নাই, ঝঞ্ঝাট নাই; কিন্তু সত্যের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার একটা হিসাব লাগিয়া আছে, তোমাকে মিলাইয়া দিতে হইবে। লোকে বলিবে, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য কি না দেখিতে চাই। আমরা বাঙ্গালীরা মিথ্যা বলিতেছি বলিয়াই এত দিন ধরিয়া কাজ না করিয়াও অনর্গল বলিবার সুবিধা হইয়াছে; কাহাকেও হিসাব দিতে প্রমাণ দেখাইতে হইতেছেনা — আমরা যদি সত্যবাদী হইতাম তবে আমাদের কাজও কথার মত সহজ হইত। আমরা সত্য বলিতে শিখিলেই আমরা একটা জাতি হইয়া উঠিব — আমাদের বক্ষ প্রশস্ত হইবে, আমাদের ললাট উচ্চ হইবে, আমাদের শির উন্নত হইবে, আমাদের মেরুদণ্ড দৃঢ় সবল ও সরল হইয়া উঠিবে। লাট ডফরিণের প্রসাদে ভলাণ্টিয়র হইতে পারিলেও আমাদের এত উন্নতি হইবে না। সত্য কথা বলিতে শিখিলে আমরা মাথা তুলিয়া মরিতে পারিব, গুটিশুটি মারিয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা দাঁড়াইয়া মরিতে সুখবোধ হইবে। নিতান্ত ম্যালেরিয়া বা ওলাউঠায় না ধরিলে যে জাতি মরিতে জানেনা, যে জাতি যেমন তেমন করিয়াই হৌক্ বাঁচিয়া থাকিতে চায়, সে জাতির মূলে অনুসন্ধান করিয়া দেখ তাহারা প্রকৃত সত্যপ্রিয় নহে। মিথ্যায় যাহাকে মারিয়া রাখিয়াছে সে আর মরিবে কি! সত্যের বলে যে জীবন পাইয়াছে, সে অকাতরে জীবন দিতে পারে।

আমরা বাঙ্গালীরা আমাদের জীবনকে যতটা সত্য বলিয়া অনুভব করি, আর কোন সত্যকে ততটা সত্য বলিয়া বোধ করিনা — এইজন্য আমরা এই প্রাণটুকুর জন্য সমস্ত সত্য বিসর্জ্জন দিতে পারি, কিন্তু কোন সত্যের জন্য এই প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারিনা। তাহার কারণ, যাহা আমাদের কাছে মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত, তাহার জন্য আমরা এক কানাকড়িও দিতে পারি না; কেবল মাত্র যাহাকে সত্য বলিয়া অনুভব করি তাহার জন্যই ত্যাগ স্বীকার করিতে পারি। মমতার প্রভাবে মা সন্তানকে এতখানি জীবন্ত সত্য বলিয়া অনুভব করিতে থাকে যে, সন্তানের জন্য মা আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারে। আর, মিথ্যাচারীরা বলিয়া থাকে "আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি।" অর্থাৎ আপনার কাছে আর কিছুই সত্য নহে, দারা সত্য নহে, দারার প্রতি কর্ত্তব্য সত্য নহে!

অতএব, প্রাণ বিসর্জ্জন শিক্ষা করিতে চাওত সত্যাচরণ অভ্যাস কর। সত্যের অনুরোধে সমাজের মধ্যে পরিবারের মধ্যে প্রতিদিন সহস্র ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। উদ্দাম মনকে মাঝে মাঝে কঠোর রশ্মি দ্বারা সংযত করিয়া বলিতে হইবে, আমার ভাল লাগিতেছে না বলিয়াই যে অমুক কাজ বাস্তবিক ভাল নয় তাহা না হইতেও পারে, আমার ভাল লাগিতেছে বলিয়াই যে অমুক জিনিস বাস্তবিক ভাল তাহা কে বলিল? পাঁচ জনে বলিতেছে বলিয়াই যে এইটে ভাল, এতকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে বলিয়াই যে ওইটে ভাল তাহাও নয়। এইরূপ প্রতিদিন প্রত্যেক পারিবারিক ও সামাজিক কাজে কর্ত্তব্যানুরোধে আপনাকে দমন করিয়া ও লোকভয় বিসর্জ্জন দিয়া চলিলে প্রতিদিন সত্যকে সত্য বলিয়া হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে শিখিব, জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত সত্যের সহবাসে যাপন করিয়া সত্যের প্রতি আমাদের প্রেম বদ্ধমূল হইয়া যাইবে, তখন সেই প্রেমে আত্মবিসর্জ্জন করা সহজ ও সুখকর হইয়া উঠিবে। আর, শিশুকাল হইতে সংসারে প্রতিদিন কেবল আপনার সুখ ও পরের মুখ চাহিয়া কাজ করিয়া আসিতেছে সুবিজ্ঞ পিতামাতা আত্মীয় স্বজনদের নিকট হইতে উপদেশ পাইয়া প্রতি নিমেষে ক্ষুদ্র ছলনা ও ভীরু আত্মগোপন অভ্যাস করিয়া আসিতেছে, তাহারা কি সহসা একদিন সেই বিপুল মিথ্যাপঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান করিয়া নির্ম্মল সত্যের জন্য সমাজের রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া প্রাণপণ সংগ্রাম করিতে পারিবে। তাহাদের সত্যনিষ্ঠা কখনও এতদূর বলিষ্ঠ থাকিতে পারে!

মিথ্যাপরায়ণ বাঙ্গালী তবে কি বাস্তবিক সত্যের জন্য সংগ্রাম করিবে। চতুর্দ্দিকে এই যে কলরব শুনা যাইতেছে, এ কি বাস্তবিক রণসঙ্গীত! নিদ্রিত বাঙ্গালী তবে কি সত্য সত্যই সত্যের মর্ম্মভেদী আহ্বান শুনিয়াছে! এ কথা বিশ্বাস হয় না। যদি বা আমরা সংশয়গ্রস্ত ভীত দুর্ব্বলচিত্তে রণক্ষেত্রে গিয়া দাঁড়াই যুদ্ধ করিতে পারিব না, বিঘ্ন বিপদ দেখিলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িব, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিব। যে বাঙ্গালী স্বজাতিকে স্পষ্ট উপদেশ দেয় যে, ছলনা আশ্রয় করিয়া গোপনে অখাদ্যখাদন প্রভৃতি সমাজবিরুদ্ধ কাজ করিলে কোন দোষ নাই, প্রকাশ্যে করিলেই তাহা দূষনীয়,' যে বাঙ্গালী এই উপদেশ অসঙ্কোচে শুনিতে পারে, এবং যে বাঙ্গালী কাজেও এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকে সে বাঙ্গালী কখনও ধর্ম্মযুদ্ধের আহ্বানে উত্থান করিবে না। তাহারা দলাদলি গালাগালি ঝগড়া ঝাঁটি তর্কবিতর্ক ঐ সকল কার্য্য পরম উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিবে, কপট কৃত্রিম মিথ্যা কথা সকল অত্যন্ত সহজে উচ্চারণ করিবে—তদূর্দ্ধে আর কিছুই নয়। এ কথা কি কাহাকেও বলিতে হইবে যে, বাঙ্গালীদের একমাত্র বিশ্বাস সেয়ানামীর উপরে! প্রবাদ আছে, "হুজুকে বাঙ্গালী।" বাঙ্গালী মনে করে যথেষ্ট পরিমাণে পরিশ্রম না করিয়াও গোলমালে কাজ সারিয়া লওয়া যায়, বীজ রোপণ না করিয়াও কৌশলে ফললাভ করা যায়, তেমন ফন্দী করিতে পারিলে মিথ্যার দ্বারাও সত্যের কাজ আদায় করা যাইতে পারে। এই জন্য বাঙ্গালী কাগজ লইয়া দাম দেয় না, দাম লইয়া কাগজ দেয় না, কাজ না করিয়াও দেশহিতৈষী হইয়া উঠে, বিশ্বাস করে না তবু লেখে ও এই উপায়ে মিথ্যা কথা বলিয়া অর্থ সঞ্চয় করে। বাঙ্গালীর জীবনটা কেবল গোঁজামিল। যেখানে সহজে ফাঁকি চলে সেখানে বাঙ্গালী ফাঁকি দিবেই। এইরূপে পৃথিবীকে বঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালী প্রতিদিন বঞ্চিত হইতেছে!

কেবলি কি বাঙ্গালীকে মিষ্ট মিথ্যাকথা সকল বলিতে হইবে? কেবলি বলিতে হইবে, আমরা অতি মহৎ জাতি আমরা আর্য্য শ্রেষ্ঠ, ইংরাজেরা অতি হীন, উহারা ম্লেচ্ছ যবন! আমরা সকল বিষয়েই উপযুক্ত, কেবল ইংরেজেরাই আমাদিগকে ফাঁকি দিতেছে! বলিতে হইবে ইংরেজ সমাজ স্বেচ্ছাচারিতায় রসাতলে গমন করিয়াছে, আর আমাদের আর্য্য সমাজ উন্নতির এমনি চূড়ান্ত সীমায় উঠিয়াছিল যে, তদূর্দ্ধে আর এক ইঞ্চি উঠিবার স্থান ছিল না, তাহাতে আর এক তিল পরিবর্ত্তন চলিতে পারে না। এই উপায়ে ক্ষুদ্রের অহঙ্কার ক্রমিক পরিতৃপ্ত করিয়া কি "পপ্যুলার" হইতেই হইবে! আমরা যে কত ক্ষুদ্র তাহা আমরা জানি না, সেইটেই আমাদের জানা আবশ্যক। আমরা যে কত মস্ত লোক তাহা ক্রমাগত চতুর্দ্দিক হইতে শুনা যাইতেছে! কর্ণ জুড়াইয়া নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে, সুখ স্বপ্নে আপন ক্ষুদ্রত্বকে অত্যন্ত বৃহৎ দেখাইতেছে। এখন মিথ্যাকথা সব দূর কর, একবার সত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। অন্য জাতির কেন উন্নতি হইতেছে এবং আর্য্য শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীজাতিরই বা কেন অবনতি হইতেছে, তাহা ভাল করিয়া দেখ। আমাদের মজ্জার মধ্যে কি হীনত্ব আছে, আমাদের শাস্ত্রের কোন মর্ম্মস্থলে ঘুন ধরিয়াছে যাহাতে আমাদের এমন দুর্দ্দশা হইল তাহা ভাল করিয়া দেখ। ইংরেজ সমাজের মধ্যে এমন কি গুণ আছে, যাহার ফলে এমন উন্নত সাহিত্য, এমন সকল বীরপুরুষ, স্বদেশপ্রেমী, মানবহিতৈষী, জ্ঞান ও প্রেমের জন্য আত্মবিসর্জ্জনে তৎপর নরনারী ইংরেজ সমাজে জন্মলাভ করিতেছে, আর আমাদের সমাজের মধ্যেই বা এমন কি গুরুতর দোষ আছে যাহার ফলে এমন সকল অলস, ক্ষুদ্র, স্বার্থপর, পরগ্রাহী, মিথ্যা অহঙ্কারপরায়ণ সন্তান সকল জন্মগ্রহণ করিতেছে; সত্যজিজ্ঞাসু হইয়া অপক্ষপাতিতার সহিত তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ। ইহাতে উপকার হইতে পারে। আর আমরাই ভাল এবং ইংরেজেরাই মন্দ ইহা ক্রমাগত বলিলে ও ক্রমাগত শুনিলে ক্রমাগতই মিথ্যা প্রচার ছাড়া আর কোন ফললাভ হইবে না।

সত্য কথা বলা ভাল আজ আমার কথা সকলের পুরাতন ঠেকিতেছে। সত্য চিরদিনই নূতন কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য ক্রমে, দুর্ব্বলতাবশতঃ পুরাতন হইয়া যায়। সত্যকে যতক্ষণ সত্য বলিয়া অনুভব করিতে থাকি ততক্ষণ তাহা নূতন থাকে, কিন্তু যখন মনের অসাড়তা বশতঃ আমারা সত্যকে কেবল মাত্র মানিয়া লই অথচ মনের মধ্যে অনুভব করিতে পারি না তখন তাহার অর্দ্ধেক সত্য চলিয়া যায়, সে প্রায় মিথ্যা হইয়া উঠে। যে শব্দ আমরা ক্রমাগত শুনি, অভ্যাসবশতঃ তাহা আর শুনিতে পাই না, তাহা নিঃশব্দতারই আকার ধারণ করে। এই কারণে পুরাতন সত্য সকলে শুনিতে পায়ে না, এই কারণে পুরাতন সত্য সকলে বলিতে পারে না। মহাপুরুষেরাই পুরাতন সত্য বলিতে পারেন—বুদ্ধ খ্রীষ্ট, চৈতন্যেরাই পুরাতন সত্য বলিতে পারেন। সত্য তাঁহাদের কাছে চিরদিন নূতন থাকে কারণ সত্য তাঁহাদের যথার্থ প্রিয়ধন। আমরা যাহাকে ভালবাসি সে কি আমাদের কাছে কখনও পুরাতন হয়। তাহাকে কি প্রতি নিমেষেই নূতন করিয়া অনুভব করি না? প্রথম সাক্ষাতেও নেত্র যেমন অসীম তৃপ্তি অথবা অপরিতৃপ্তির সহিত তাহার মুখের প্রতি আবদ্ধ থাকিতে চায়, দশ বৎসর সহবাসে পরেও কি নেত্র সেই প্রথম আগ্রহের সহিত তাঁহাকেই চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে থাকে না? সত্য মহাপুরুষদের পক্ষে এইরূপ চির নূতন প্রিয়বস্তু! আমার কি তেমন সত্যপ্রেম আছে যে আজ এই পুরাতন যুগে মানব সভ্যতা প্রাদুর্ভাবের কত সহস্র বৎসর পরে পুরাতন সত্যকে নূতন করিয়া মানব হৃদয়ে জাগ্রত করিতে পারিব।

যাহারা সহজেই সত্য বলিতে পারে তাহাদের সে কি অসাধারণ ক্ষমতা! যাহারা হিসাব করিয়া পরম পারিপাট্যের সহিত সত্য রচনা করিতে থাকে, সত্য তাহাদের মুখে বাধিয়া যায়, তাহারা ভরসা করিয়া পরিপূর্ণ সত্য বলিতে পারে না। রামপ্রসাদ ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত হইয়া যেরূপ আত্মীয় অন্তরঙ্গের ন্যায় ঈশ্বরের সহিত মান অভিমান করিয়াছেন, আর কেহ কি দুঃসাহসিকতায় ভর করিয়া সেরূপ করিতে পারে!

অন্য কেহ হইলে এমন এক জায়গায় এমন একটা শব্দ প্রয়োগ ভাবের গলদ করিত, যে তৎক্ষণাৎ সে ধরা পড়িত। অনুভব করিয়া বলিলে সত্য কেমন সহজ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইয়া ধরা দেয় তাহার একটা দৃষ্টান্ত আমার মনে পড়িতেছে। প্রাচীন ঋষি সরল হৃদয়ে যে প্রার্থনা উচ্চারণ করিয়াছিলেন "অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতঙ্গময়, আবিরাবীর্ম এধি, রুদ্রযত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।" অপরূপ নিয়মে হীরক যেমন সহজেই হীরক হইয়া উঠে, এই প্রার্থনা তেমনি সহজে ঋষি হৃদয়ে উজ্জ্বল আকার ধারণ করিয়া উদিত হইয়াছিল; আজ যদি কেহ এই প্রার্থনার ভাব সংশোধন করিতে বসেন, তাহা হইলে আমাদের হৃদয়ে আঘাত লাগে, হয়ত তাহাতে এই প্রার্থনাস্থিত সত্যের সহজ উজ্জ্বলতা ম্লান হইয়া যায়। "রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর" প্রার্থনার এই অংশ টুকু পরিবর্ত্তন করিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন "দয়াময়, তোমার যে অপার করুণা, তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।" এইরূপে ঋষিদিগের এই প্রাচীন প্রার্থনার কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া তাহাতে একটি নূতন ভাব তালি দিয়া লাগান হইয়াছে—কিন্তু এ কি বাস্তবিক সংশোধন হইল? এই প্রার্থনায় ঈশ্বরকে যে রুদ্র বলা হইয়াছে সত্য পরায়ণ ঋষির মুখ দিয়া অতি সহজে এই সম্বোধন বাহির হইয়াছে। অসত্য, অন্ধকার, মৃত্যুর ভয়ে ভীত হইয়াই ঋষি ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার মনের এই বিশ্বাস ব্যক্ত হইতেছে যে সত্য আছে, জ্যোতি আছে, অমৃত আছে এই বিশ্বাসে ভর করিয়াই তিনি বলিয়াছেন "রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ" এমন আশ্বাসবাণী আর কি হইতে পারে, এমন মাভৈঃ ধ্বনি শুনিলেই আমাদের আর ভয় কি? যে ঋষি অসত্যের মধ্যে সত্য, অন্ধকারের মধ্যে জ্যোতি, মৃত্যুর মধ্যে অমৃত দেখিয়াছেন, তিনিই রুদ্রের দক্ষিণ মুখ দেখিয়াছেন, এবং সেই আনন্দবারতা প্রচার করিতেছেন, তিনি বলিতেছেন ভয়ের মধ্যে অভয়, শাসনের মধ্যে প্রেম বিরাজ করিতেছে। এখানে "দয়াময়" বলিলে এত কথা ব্যক্ত হয় না, সে কেবল একটা কথার কথা মাত্র। তাহাতে রুদ্র ভাবের মধ্যেও প্রসন্নতা, আপাতঃ প্রতীয়মান অমঙ্গল রাশির মধ্যেও সরল হৃদয়ে মঙ্গল স্বরূপের প্রতি দৃঢ় নির্ভর এমন সুন্দররূপে ব্যক্ত হয় না। মহর্ষি এতশত ভাবিয়া বলেন নাই, ঈশ্বরের প্রসন্ন দক্ষিণমুখ দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়াই তিনি নির্ভয়ে ঈশ্বরকে রুদ্র বলিতে পারিয়াছেন, তাঁহার মুখ দিয়া সত্য অবাধে বাহির হইয়াছে, আর আমরা বিস্তর তর্ক করিয়া যুক্তি করিয়া তাহার একটি কথা পরিবর্ত্তন করিলাম, তাহার সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতা নষ্ট হইয়া গেল।

ইহা হইতেই প্রমাণ হইতেছে, সত্য বলা সহজ নয় স্কুলের পড়ার মত সত্য মুখস্থ করিয়া সত্য বলা যায় না! সত্যের প্রতি ভালবাসা আগে সাধনা করিতে হইবে, ভালবাসার দ্বারা সত্যকে বশ করিতে হইবে, সংসারের সহস্র কুটিলতার মধ্যে হৃদয়কে সরল রাখিতে হইবে তার পরে সত্য বলা সহজ হইবে। কেবল যদি লোভ ক্রোধ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি সকল আমাদের সত্যপথের বাধা হইত, তাহা হইলেও আমাদের তত ভাবনার কারণ ছিল না। কিন্তু আমাদের অনেক সুপ্রবৃত্তিও আমাদিগকে সত্যপথ হইতে বিচলিত করিবার জন্য আমাদিগকে আকর্ষণ করিতে থাকে। আমাদের আত্মানুরাগ, দেশানুরাগ, লোকানুরাগ অনেক সময়ে আমাদিগকে সত্যভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে থাকে, এই জন্যই সত্যানুরাগকে এই সকল অনুরাগের উপরে শিরোধার্য্য করা আবশ্যক।

আমার আর সকল কথা লোকের বিরক্তি-জনক পুরাতন ঠেকিতে পারে কিন্তু আমার একটি কথা বোধ করি অনেকের কর্ণে অত্যন্ত নূতন ঠেকিতেছে। আমি বলিতেছি, সত্য কথা বল, সত্যাচরণ কর, কারণ দেশের উন্নতি তাহাতেই হইবে। এ কথা সচরাচর শুনা যায় না। কথাটা এত অল্প, এত শীঘ্র ফুরাইয়া যায়, এবং এমন প্রাচীন ফেষানের যে, কাহারো বলিয়া সুখ হয় না, শুনিতে প্রবৃত্তি হয় না ইহাতে সুগভীর চিন্তাশীলতা বা গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায় না, ইহাতে এমন উদ্দীপনা উত্তেজনা নাই যাহাতে করতালি আকর্ষণ করিতে পারে। দেশহিতৈষীরা কেহ বলেন দেশের উন্নতির জন্য জিম্‌ন্যাষ্টিক কর, কেহ বলেন সভা কর, আন্দোলন কর, ভারত-সঙ্গীত গান কর, কেহ বলেন মিথ্যা বল মিথ্যা প্রচার কর কিন্তু কেহ বলিতেছেন না সত্য কথা বল ও সত্যানুষ্ঠান কর। উপরিউক্ত সকল কটার মধ্যে এইটেই সকলের চেয়ে বলা সহজ এবং সকলের চেয়ে করা শক্ত, এইটেই সকলের চেয়ে আবশ্যক বেশী, এবং সকলের চেয়ে অধিক উপেক্ষিত। সত্য সকলের গোড়ায় এবং সত্য সকলের শেষে, আরম্ভে সত্যবীজ রোপন করিয়া গেলে যেরূপ ফল পাওয়া যায়, মিথ্যায় যাহার আরম্ভ মিথ্যায় তাহার শেষ। আমরা যে ভীত সঙ্কুচিত সংশয়গ্রস্ত ক্ষুদ্র ধূলিবিহারী কীটাণু হইয়াছি, ইংরেজের নিন্দা করিলে আমরা বড় হইব না, আপনাদের মিথ্যা প্রশংসা করিলেও আমরা মস্ত হইব না। আমরা যে পরস্পরকে ক্রমাগত সন্দেহ করি, অবিশ্বাস করি, দ্বেষ করি, মিলিয়া কাজ করিতে পারি না, পরের স্তুতি পাইবার জন্য হাঁ করিয়া থাকি, কথায় কথায় আমাদের দল ভাঙ্গিয়া যায়, কাজ আরম্ভ করিতে সংশয় হয়, কাজ চালাইতে উৎসাহ থাকে না, আমরা যে ক্ষুদ্রতা লইয়া থাকি, খুটিনাটি লইয়া মান অভিমান করি, মুখ্য ভুলিয়া গিয়া গৌণ লইয়া অশিক্ষিতা মুখরার ন্যায় বিবাদ করিতে থাকি, আড়ালে পরস্পরের নিন্দা করি, সম্মুখে দোষারোপ করিতে অত্যন্ত চক্ষুলজ্জা হয়, তাহার কারণ আমরা মিথ্যাচারী, সত্যের প্রভাবে সরল ও সবল নহি, উদার উৎসাহী ও বিশ্বাস পরায়ণ নহি। আমরা যে আগাটায় জল ঢালিতেছি, তাহার গোড়া নাই, নানাবিধ অনুষ্ঠান করিতেছি কিন্তু তাহার মূলে সত্য নাই, এই জন্য ফল লাভ হইতেছে না। যেমন যে রাগিণীতে যে গান গাও না কেন একটা বাঁধা সুর অবলম্বন করিতে হইবে, সেই এক সুরের প্রভাবে গানের সকল সুরের মধ্যে ঐক্য হয়, নানা বিভিন্ন সুর এক উদ্দেশ্য সাধন করিতে থাকে কেহ কাহাকেও অতিক্রম করে না, তেমনি আমরা যে কাজ করি না কেন সত্যকে তাহার মূল সুর ধরিতে হইবে। আমরা

সেই মূল সুর ভুলিয়াছি বলিয়াই এত কলরব হইতেছে, ঐক্য ও শৃঙ্খলার এমন অভাব দেখা যাইতেছে। এত বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও সকলে কোলাহলই উত্তেজিত করিতেছেন, কেহ মূল সুরের প্রতি লক্ষ্য করিতেছেন বলিতেছেন না, তাহার কারণ ইহার প্রতি সকলের তেমন দৃঢ় আস্থা নাই—ইহাকে তাহারা অলঙ্কারের হিসাবে দেখেন নিতান্ত আবশ্যকের হিসাবে দেখেন না। পেট্রিয়টেরা দেশের উন্নতির জন্য নানা উপায় দেখিতেছেন, নানা কৌশল খেলিতেছেন। এ দিকে মিথ্যা নীরবে আপনার কার্য্য করিতেছে, সে ধীরে ধীরে আমাদের চরিত্রের মূল শিথিল করিয়া দিতেছে, সে আমাদের পেট্রিয়টদিগের কোলাহলময় ব্যস্ততাকে কিছুমাত্র খাতির করিতেছে না। পেট্রিয়টেরা পদ্মার তীরে দুর্গ নির্ম্মাণে মত্ত হইয়াছেন, কিন্তু মায়াবিনী পদ্মা তাহার অবিশ্রাম খরস্রোতে তলে তলে তটভূমি জীর্ণ করিতেছে। তাই মাঝে মাঝে দেখিতে পাই আমাদের পেট্রিয়টদিগের বিস্তৃত আয়োজন সকল সহসা একরাত্রের মধ্যে স্বপ্নের মত অন্তর্দ্ধান করে। যেখানে জাতীয় চরিত্রের মূল শিথিল হইয়া গিয়াছে, সেখানে যে পাঁচজন পেট্রিয়টে মিলিয়া জোড়াতাড়া, তালি, ঠেকো প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া কৌশল খেলাইয়া স্থায়ী কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন এমন আমার বিশ্বাস হয় না। অনন্তের অমোঘ নিয়মকে কৌশলের দ্বারা ঠেলিবে কে? যেখানে সত্য সিংহাসনচ্যুত হওয়াতে অরাজকতা ঘটিয়াছে, সেখানে চাতুরী আসিয়া কি করিবে। হায়, দেশ উদ্ধারের জন্য সত্যকে কেহই আবশ্যক বিবেচনা করিতেছেন না। চিরনবীন চিরবলিষ্ঠ সত্যকে বুদ্ধিমানেরা অতি প্রাচীন বলিয়া অবহেলা করিতেছেন! কিন্তু যাঁহারা জীবন নূতন আরম্ভ করিয়াছেন, যৌবনের পূত হুতাশন যাঁহাদের হৃদয়কে উদ্দীপ্ত ও উজ্জ্বল করিয়া বিরাজ করিতেছে, যাহার সহস্র শিখা দীপ্ত তেজে মহত্ত্বের দিকেই অবিশ্রাম অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে, যাঁহারা বিষয়ের মিথ্যাজালে জড়িত হন নাই, মিথ্যা যাঁহাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় অভ্যস্ত হইয়া যায় নাই, তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করুন প্রার্থনা করুন যেন সত্যপথে চিরদিন অটল থাকিতে পারেন, তাহা হইলে অমর যৌবন লাভ করিয়া তাঁহারা পৃথিবীর কাজ করিতে পারিবেন। মিথ্যাপরায়ণ বিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গেই জরাগ্রস্ত বার্দ্ধক্য আমাদের প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করে, আমাদের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায়, আমাদের প্রাণের দৃঢ় সূত্র সকল শিথিল হইয়া পড়ে, সংশয় ও অবিশ্বাস প্রভাবে মাংস কুঞ্চিত হইয়া যায়। আমরা এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সাংসারের কার্য্যক্ষেত্রে বাহির হইব যে, মিথ্যার জয় দেখিলেও আমরা সত্যকে বিশ্বাস করিব, মিথ্যার বল দেখিলেও আমরা সত্যকে আশ্রয় করিব, মিথ্যার চক্রান্ত ভেদ করিবার উদ্দেশে মিথ্যা অস্ত্র ব্যবহার করিব না। আমরা জানি শাস্ত্রেও মিথ্যা আছে, চিরন্তন প্রথার মধ্যেও মিথ্যা আছে, আমরা জানি অনেক সময়ে আমাদের হিতৈষী আত্মীয়েরা মিথ্যাকেই আমাদের যথার্থ হিতজ্ঞান করিয়া জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ আমাদিগকে মিথ্যা উপদেশ দিয়া থাকেন। সত্যানুরাগ হৃদয়ের মধ্যে অটল রাখিয়া এই সকল মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। সত্যানুরাগ সত্ত্বেও আমরা ভ্রমে পড়িব, কিন্তু সেই ভ্রম সংশোধন হইবে, সেই ভ্রমই আমাদিগকে পুনরায় সত্যপথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। কিন্তু শুদ্ধমাত্র প্রথানুরাগ বা শাস্ত্রানুরাগ বশতঃ যখন ভ্রমে পড়ি তখন সে ভ্রম হইতে আর আমাদের উদ্ধার নাই, তখন ভ্রমকে আমরা আলিঙ্গন করি, মিথ্যাকে প্রিয় বলিয়া বরণ করি, মিথ্যা প্রাচীন ও পূজনীয় হইয়া উঠে, পূর্ব্ব পুরুষ হইতে উত্তর পুরুষে সযত্নে সংক্রামিত হইতে থাকে, এইরূপ সমাদর পাইয়া বিনাশের বীজ মিথ্যা আপন আশ্রয়ের স্তরে স্তরে শিকড় বিস্তার করিতে থাকে অবশেষে সেই জীর্ণ জর্জ্জর মন্দিরকে সঙ্গে করিয়া ভূমিসাৎ হয়। আমাদের এই দুর্দ্দশাপন্ন ভারতবর্ষ সেই ভূমিসাৎ জীর্ণ মন্দিরের ভগ্নস্তূপ। কালক্রমে বন্ধন-জর্জ্জর সত্য এই ভারতবর্ষে এমনি হীনাসন প্রাপ্ত হইয়াছিল যে গুরু, শাস্ত্র এবং প্রথাই এখানে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিল। স্বর্গীয় স্বাধীন সত্যকে গুরু, শাস্ত্র এবং প্রথার দাসত্বে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। মিথ্যা উপায়ের দ্বারা সত্য প্রচার করিবার ও সহস্র মিথ্যা অনুশাসন দ্বারা সত্যকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। বুদ্ধিমানেরা বলিয়া থাকেন, মিথ্যার সাহায্য না লইলে সাধারণের নিকটে সত্য গ্রাহ্য হয় না, এবং মিথ্যা বিভীষিকা না দেখাইলে দুর্ব্বলেরা সত্য পালন করিতে পারে না। মিথ্যার প্রতি এমনি দৃঢ় বিশ্বাস! ইতিহাসে পড়া যায়, বিলাসী সভ্য জাতি বলিষ্ঠ অসভ্য-জাতিকে আত্মরক্ষার্থে আপন ভৃত্য শ্রেণীতে নিযুক্ত করিত, ক্রমে অসভ্যেরা নিজের বল বুঝিতে পারিয়া মানব হইয়া দাঁড়াইল। তেমনি সত্যকে রক্ষার জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করাতে ক্রমে মিথ্যাই মনিব হইয়া দাঁড়াইল। সত্যকে মিথ্যার দ্বারস্থ হইতে হইল—সত্যের এইরূপ অবমান দশায় শত সহস্র মিথ্যা আসিয়া আমাদের হিন্দুসমাজে হিন্দু পরিবারে নির্ভয় আশ্রয় লইল কেহ তাহাদিগকে রোধ করিবার রহিল না; তাহার ফল এই হইল সত্যকে দাস করিয়া আমরা মিথ্যার দাসত্বে রত হইলাম, দাসত্ব হইতে গুরুতর দাসত্বে উত্তরোত্তর নামিতে লাগিলাম, আজ আর উত্থান শক্তি নাই আজ পঙ্গুদেহে পথপার্শ্বে বসিয়া ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া কাতরস্বরে বলিতেছি "দেও বাবা ভীখ দেও!"

## চরিত রহস্য।

"মা, ইহাতে এমন সৌন্দর্য্য কি আছে, যাহার জন্য তুমি হৃদয়ে পাপচিন্তা স্থান দিয়াছিলে?"

রাজভবনে তরুণ সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। সৌন্দর্য্যে তিনি দেবপ্রতিমা। তাঁহার সুগৌর বর্ণ কান্তি, দেহ নব দেবদারু তুল্য উন্নত ও মনোহর। অযত্ন বর্দ্ধিত ভ্রমরকৃষ্ণ নিবিড় কেশরাশি গুচ্ছে গুচ্ছে ললাট বেষ্টন করিয়া স্কন্ধোপরি পতিত হইয়াছে। সুদীর্ঘ শ্মশ্রুজাল বক্ষোদেশ চুম্বন করিতেছে। মুখাবয়ব অতি সুগঠিত। সুন্দর প্রশস্ত ও উন্নত ললাট দিয়া হৃদয়ের মহত্ত্বের আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে, সুবিশাল উজ্জ্বল নয়ন দিয়া প্রেমের সুমধুর জ্যোৎস্না বহির্গত হইতেছে; সে সুন্দর দৃষ্টি যাহার দিকে পতিত হই-

তেছে সেই মুগ্ধ হইতেছে, যেন হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত প্রেমস্রোত নয়নপথে নিঃসৃত হইয়া অমৃতধারায় সকলকে তৃপ্ত করিতেছে। বিভূতি-ভূষিত সুন্দর তনু গৈরিকাম্বরে আবৃত। বদনমণ্ডলে প্রশান্ততা ও গাম্ভীর্য্য চিরবিরাজিত। সর্ব্বোপরি আত্মার নিগূঢ় সৌন্দর্য্যের আভা মুখে পড়িয়া তাহার স্বাভাবিক কমনীয়তাকে আরও শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছে। সে মুখের কি এক আশ্চর্য্য আকর্ষণ আছে জানি না, দেখিয়া বিমুগ্ধ প্রাণ যেন স্বতঃই সেদিকে আকৃষ্ট হইতেছে এবং হৃদয় মনের সুষুপ্ত দেব ভাবগুলি জাগিয়া উঠিতেছে। রাজা নবীন সন্ন্যাসীকে সমাগত দেখিয়া মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে লইলেন এবং তাঁহার সহিত নানা প্রকার কথা কহিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। অবশেষে অতিথি তাঁহার সহিত নির্জ্জনে ধর্ম্মালাপ করিতে অভিলাষী জানিয়া অন্তঃপুরের নিভৃত কক্ষে গিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। নবীন ব্রহ্মচারীর আগমন বার্ত্তা ও তাঁহার লোকাতীত সৌন্দর্য্যের কথা, রাজান্তঃপুরে প্রচারিত হইল। রাজমহিষী তৎশ্রবণে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অন্তরালে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে অনিমেষ লোচনে দেখিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর দেবোপম সৌন্দর্য্য দর্শনে চপলা রমণী বিমোহিত হইলেন, তিনি মুগ্ধচিত্তে পার্শ্ববর্ত্তিনী সহচরীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "সখি, এই অজ্ঞাত কুলশীল নবীন উদাসীন আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছেন, বিশেষতঃ ইঁহার সুন্দর মৃগনয়ন দেখিয়া আমি একেবারে মোহিত হইয়াছি।" নবীনা মহিষীর এই বিশ্রব্ধালাপ সন্ন্যাসীর কর্ণগোচর হইল, তিনি চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার অতুল দেহগরিমা একটী কুলবধূর হৃদয়ের নিদ্রিত অসাধু বাসনা উদ্রেকের সহায়তা করিয়াছে ভাবিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত ও ক্ষুব্ধ হইলেন, কিন্তু বাহ্যিক লক্ষণে তাহার কিছুই প্রকাশ করিলেন না। ধর্ম্মালাপ শেষ হইলে রাজা তাঁহাকে লইয়া বহির্ব্বাটীতে গমন করিয়া বিবিধ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন কিন্তু তিনি দেখিলেন সন্ন্যাসী অন্যমনা হইয়া কি চিন্তা করিতেছেন। রাজা সহসা তাঁহার এইরূপ চিত্ত বিক্ষেপের কোন কারণ বুঝিতে পারিলেন না। এই সময়ে রাজ্ঞীর বিশ্বস্ত পরিচারিকা আসিয়া রাজচরণে নিবেদন করিল, রাজমহিষী অতিথির জলযোগের সমুদায় আয়োজন স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া অন্তঃপুরে তাঁহার পরিচর্য্যার অপেক্ষা করিতেছেন। অতিথির প্রতি পত্নীর আন্তরিক সদ্ভাবের এই পরিচয় পাইয়া সরল হৃদয় রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন; তিনি প্রীতি প্রফুল্ল মুখে সন্ন্যাসীকে রাজমহিষীর সাদর অভ্যর্থনা ও স্নেহপূর্ণ পরিচর্য্যা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। সন্ন্যাসী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন একটী সুসজ্জিত সুরম্য কক্ষে স্বর্ণময় পাত্রে বিবিধ উপাদেয় ফলমূল সজ্জিত ও উপবেশনের জন্য মহার্ঘ আসন বিস্তৃত রহিয়াছে। পবিত্র-হৃদয় যোগী অবনতমুখে আসন পরিগ্রহ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী পরিচারিণীকে একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা আনয়নের আদেশ দিলেন এবং মহিষীর সহিত সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলেন। অনতিবিলম্বে ছুরিকা নীত হইল এবং রাজপত্নী সময়োচিত অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়া অতিথির সমীপে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সন্ন্যাসী অকম্পিত হস্তে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দ্বারা নিমেষে একে একে আপন চক্ষু দুটা উৎপাটন করিলেন এবং উহা রাজ্ঞীর চরণ উদ্দেশে স্থাপন করিয়া ধীর ও অবিকম্পিত কণ্ঠে কহিলেন "মা, ইহাতে এমন কি সৌন্দর্য্য আছে, যাহার জন্য তুমি হৃদয়ে পাপচিন্তা স্থান দিয়াছিলে ?"

## সমালোচনা।

**বিদ্যাবতী আবিয়ার**—শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত; ইহাতে আবিয়ারের নীতিপূর্ণ উপদেশগুলি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। মূল্য সুলভ; এই পুস্তিকাখানি সকলেরই আদরণীয় হইবে।

**বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা**—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে যত আন্দোলন হয় ততই মঙ্গল সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার একে একে ক্রমান্বয়ে শাস্ত্র ও যুক্তি অবলম্বন করিয়া বিধবা বিবাহের বিপক্ষদল কর্ত্তৃক এ পর্য্যন্ত যত আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে সেগুলির সমস্তই খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু একটী বিষয়ে বড়ই দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ব্রত "নিকৃষ্ট ও অকিঞ্চিৎকর" সুতরাং ইহা "কিছুই নয়" ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য প্রধানতঃ তিনি এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি কোথাও কোথাও শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মচর্য্যের নাম উল্লেখ করিয়া তাহাকে অতি জঘন্য প্রণালীর ব্রত বলিয়াছেন, কিন্তু অনেকস্থলেই প্রধানরূপে বিধবার ব্রহ্মচর্য্যকেই অতিশয় ঘৃণার সামগ্রী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এই জন্য আমরা অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়াছি। আমরা জানি সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বলপূর্ব্বক বিধবাকে ব্রহ্মচর্য্যে ব্রতী করা পাপ, কিন্তু স্বেচ্ছা-প্রণোদিত পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য ব্রত কেন মন্দ হইবে ?

**সুখসম্বাদ**—হিন্দিভাষায় রচিত এক খানি মাসিক পত্র, আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাই লক্ষ্মণ প্রসাদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ইহার উদ্দেশ্য। ইহার ভাষা অতি সরল ও তেজস্বী। এতদ্ভিন্ন ইহার ভাষা এমন প্রাঞ্জল যে সকলেই তাহা বেশ বুঝিতে পারেন। আমারা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি।

**বেদব্যাস**—শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত মাসিক পত্র। হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেই এই পত্রের জন্ম হইয়াছে। "কেবল মৌখিক কথায়, ফাকা বক্তৃতায়, ঘর গড়া ব্যাখ্যায় ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয় না" ; তাহাতে সত্য সত্যই "ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত" থাকিয়া যায় এই জন্য বেদব্যাস শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝাইবার জন্য কৃত সংকল্প। তিনি আজ কালকার "ধর্ম্ম সংস্কারকের" মত ছাটীয়া ছুটিয়া অর্থ করিবেন না, এই আশা পাইয়া আমরা বেদব্যাসের নিকট প্রকৃত শাস্ত্র ব্যাখ্যান শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত রহিলাম।

## ব্রাহ্ম সমাজ।

বিগত ১২ ই বৈশাখ শনিবার আমাদের কোন্নগরস্থ শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের পৌত্র ও বাবু সত্যপ্রিয় দেব মহাশয়ের প্রথম পুত্রের নামকরণ হইয়া গিয়াছে। বালকের নাম শান্তিপ্রিয় রাখা হইয়াছে।

উৎকল প্রদেশে যে প্রচারকদ্বয় গিয়াছিলেন তন্মধ্যে শশী বাবুর কলিকাতায় আগমনের সংবাদ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে, সম্প্রতি দ্বিতীয় প্রচারক যিনি বালেশ্বরে ছিলেন তিনিও আমাদের প্রিয় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় পৌছিয়াছেন। তাঁহারা বালেশ্বরে যে সব সমাজ আছে, যে সব সাধনের স্থান আছে, তাহাতে তথাকার বন্ধুদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। শশী বাবু একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা দিয়াছিলেন। অতি দুঃখের বিষয় যে, ব্রাহ্মদের মধ্যে কোথাও একটি শব্দ বা কোথাও একটী সামান্য কার্য্য লইয়া অতিশয় অনৈক্য! বালেশ্বরের বন্ধুদিগকে অনুরোধ করি এই অশান্তি দূরের জন্য তাঁহারা চেষ্টা করুন। বালেশ্বরের অন্তর্গত নবগ্রাম নামে একটী নূতন পল্লিতে সাধারণ লোকদের একটী সমাজ আছে, ইঁহারা অতি গরিব। ইঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করাতে জমিদারদের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া স্বীয় গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কয়েকটী পরিবার এই নূতন পল্লি স্থাপন করিয়াছে। পরমেশ্বরের নামে এই পৃথিবীতে যাহারা কিছুও অত্যাচার সহ্য করিয়া যায় তাহারাও ধন্য! ইঁহাদের সঙ্গে যে দিন আমাদের প্রচারক ঈশ্বরারাধনা করিয়াছিলেন সে দিন তিনি এই অনুভব করিয়াছিলেন যে প্রিয়তমের জন্য যদি কিছু দুঃখও সহ্য করিতে পারেন তবে তিনি ধন্য হন। বালেশ্বর হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে সিদ্ধিয়া নামক একটী গ্রাম আছে। এখানে একটী সমাজ আছে। বাবু পদ্মলোচন দাস এই সমাজের আচার্য্য। ইনি ব্রাহ্মণ ইঁহার উপাধি দাস। ইনি উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখানে নগরকীর্ত্তন এবং সমাজে উপাসনা হয়। নগর কীর্ত্তনের পর প্রকাশ্য স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম কি? এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বাবু পদ্মলোচন দাস মহাশয় বক্তার এই বিষয়টী উড়িয়া ভাষায় সাধারণকে বিষদরূপে বুঝাইয়া দেন; ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের লোক এস্থানে উপস্থিত ছিলেন। তৎপর এখান হইতে বাবু পদ্মলোচন দাস মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া প্রায় ৫।৬ মাইল দূরে তিনি অমরা নামক গ্রামে যান সেখানেও ঈশ্বর কৃপায় একটী সমাজ হইয়াছে, এটীও অতি গরিব লোকদের মধ্যে। ধন্য দয়াময়! যাহারা পৃথিবীতে দরিদ্র তিনি তাহাদিগকেই যেন তাঁহার স্বর্গের ধন দিবেন বলিয়া এই সমাজ স্থাপিত করিয়াছেন, এখানে দেখিলাম পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের আগ্রহ বেশী! অধিক বয়স্কা একটী স্ত্রীলোক এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নবীনার ন্যায় উৎসাহী হইয়া এই ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। কিন্তু যে দেশ জাতিভেদের দুর্ভেদ্য নিগড়ে বদ্ধ সে দেশে এমন পবিত্র ধর্ম্ম প্রচার হওয়া বড়ই দুর্ঘট। সেস্থানে অনেক লোক এই ধর্ম্ম বিশ্বাস করেন এবং ভাল বাসেন। একমাত্র জাতিভেদের ভয়ে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। কবে এই ভয়ানক প্রথা দেশ হইতে পলায়ন করিবে। ইহার প্রতি যেন কাহারও দৃষ্টির শিথিলতা না হয়, এই সমাজে উপাসনা উপদেশাদি দ্বারা আমাদের প্রচারক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন।

বালেশ্বরে এবং ঐসব স্থানে সকল সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মগণ আমাদের প্রচারকদ্বয়ের প্রতি বিশেষ সদ্ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। অন্ততঃ বৎসরে একবার কিছুদিনের জন্য কোন প্রচারক উৎকলে থাকিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করেন ইহা আমাদের ইচ্ছা। ঈশ্বর আমাদের এই সঙ্কল্পের সহায় হউন।

আমরা অতিশয় আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বরিশালস্থ ব্রাহ্ম বন্ধুগণের যত্নে তথায় একটী ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে সর্ব্বশুদ্ধ ৫টী শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে ভগবদ্গীতা, পাতঞ্জল সূত্র প্রভৃতি পঠিত হইবে। তার পর ৩টী শ্রেণী ব্যতীত বালক বালিকাদিগের জন্য একটী বিশেষ শ্রেণী খোলা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস প্রচারক মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

দুঃস্থ ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের নিমিত্ত বোর্ডিং সংস্থাপনের যে প্রস্তাব উঠিয়াছিল, সে সম্পর্কে হাবড়া চক্রবেড় প্রার্থনা সমাজের সম্পাদক বাবু হরিদাস ভট্টাচার্য্য এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন; স্থানাভাববশতঃ আমরা ইঁহার পত্র প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন যে, হাবড়া মিউনিসিপালিটীর অধীনে সারকিউলার রোডের উপর একটী অতি সুন্দর অট্টালিকা ভাড়া পাওয়া যাইতে পারে এবং তথায় ২০০ বোর্ডার রাখিয়া প্রত্যেকের নিকট ৫৲ করিয়া লইয়া মাসিক ব্যয় নানাপ্রকারে ৮৯৮৲ বাদে ১০২৲ স্থিত হইতে পারে।

### ত্রৈমাসিক হিসাব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

### তত্ত্বকৌমুদী।

| আয় | | | ব্যয় | | |
|---|---|---|---|---|---|
| মূল্যপ্রাপ্তি | ... | ১৮১॥৵০ | মুদ্রাঙ্কণ | ... | ৪৮৲ |
| নগদ বিক্রয় | ... | ১৸০ | ডাকমাশুল | ... | ৪০৶১৫ |
| ফেরত জমা | ... | ৬৸০ | বিবিধ | ... | ৮৶১০ |
| | | ১৯০৵০ | কর্ম্মচারীর বেতন | | ২৪৲ |
| গত ত্রৈমাসিকের | | | কমিশন | ... | ৵০ |
| স্থিত | | ৫৪২॥/০ | | | ১২০॥/৫ |
| | | ৭৩২॥৶০ | স্থিত | ... | ৬১২ /১৫ |
| | | | | | ৭৩২॥৶০ |

### বিলডিং ফণ্ড।

| আয় | | ব্যয় | | |
|---|---|---|---|---|
| চাঁদা আদায় | | ঋণ শোধ | | |
| ৩ মাসের মোট | ৬৭৭৲ | বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আস | | ৫০০৲ |
| দানাধারে প্রাপ্ত | ৬৸৶১০ | ক্ষুদ্র ব্যয় | ... | ।১৫ |
| | ৬৮৩৸৶১০ | | | ৫০০।১৫ |
| পূর্ব্বকার স্থিত | ২১২ ৵১৫ | স্থিত | ... | ৮৯৫৸/১০ |

শ্রীহুকড়ি ঘোষ।

সম্পাদক, সাঃ ব্রাঃ সঃ।

ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা ৩১শে বৈশাখ মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

# তত্ত্ব-কৌমুদী

( পাক্ষিক পত্রিকা। )

৯ম ভাগ। ৩য় সংখ্যা। | ১লা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার, ১৮০৮ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ৩৲ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

## প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর! আমি তোমার অতি দুর্ব্বল সন্তান, আমি বার বার উঠিয়া দাঁড়াইতে যাই আর বার বার পড়িয়া যাই। তোমার দয়া আমার উপর ত নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে তথাপি কেন এরূপে আমার জীবন অতিবাহিত হইবে? আমি তোমার রাজ্যের অতি দরিদ্র ভিখারী তুমি আমাকে কৃপা কর। তোমার কৃপাই আমার একমাত্র সম্বল—মরি আর বাঁচি, তোমার কৃপার উপরই নির্ভর করিব। দীনবন্ধো! তুমি আমাকে দয়া না করিলে আমার জীবনের লক্ষ্য কিছুই সংসাধিত হইতে পারে না। আমি তোমার পুত্র কন্যাগণের সেবা না করিয়া আর বাঁচিতে পারি না। আমি দুর্ব্বল আমি অতি হীন, তোমার পুত্র কন্যাগণের সেবা করিবারও আমার কিছুই যোগ্যতা নাই। কিন্তু আমি কি করি, আমি যদি তাহাদের সেবা না করি তাহা হইলে ত আমার অন্ন হয় না। প্রভো! আমার গতি কর! আমার সহায় হও! আমি তোমার আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া তোমার কার্য্যে প্রবৃত্ত হই।

---

ধর্ম্মপথে প্রথম পদার্পণ করিয়া আমরা সময়ে সময়ে দেখিতে পাই যে, ভগবানের কৃপাগুণে আমাদের পুরাতন সঙ্গীগুলি প্রথম বয়সের আসক্তির বন্ধন গুলি আর আমাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। যে সকল লোকের সঙ্গে বাল্যকালে অথবা যৌবনে একত্রে বেড়াইয়া, একত্রে কাজ করিয়া, নির্জ্জনে কথোপকথন করিয়া বস্তুতই সুখ পাইতাম; সে সময় যে সকল সামগ্রী উপভোগ করিয়া প্রাণে অপার আনন্দ অনুভব করিতাম ক্রমে দেখি সে সকল আর আমাকে তিলার্দ্ধ সুখ দিতে পারিতেছে না। সেই বন্ধুগণের প্রণয়ালাপ এখন আর একটুকুও ভাল লাগে না তাঁহাদের সহবাসে আর আমার প্রাণের বন্ধন তেমন করিয়া খোলে না; তাঁহাদের কাছে আর তেমন করিয়া অট্টহাস্য হাসিতে পারি না, এমন কি তাঁহাদের সহবাস পরিত্যাগ করিতে পারিলেই যেন বাঁচিয়া যাই। তাঁহারাও আমার এই তাচ্ছিল্যের ভাব বুঝিতে পারেন, বুঝিয়া আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। আমি তখন একাকী বসিয়া কতই ভাবি। আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা কি বুঝিতে চেষ্টা করি। গভীর চিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়া দেখি আমার প্রাণের অনুরাগ কোন্ দিকে যাইতেছে, আমার প্রাণ কোন্ পদার্থ লাভ করিবার জন্য উৎসুক হইতেছে। একে একে পৃথিবীর খ্যাতি প্রতিপত্তি ধন ঐশ্বর্য্য এই সমুদায় আত্মার সম্মুখে আনয়ন করি কিন্তু অন্তর কিছুতেই শান্তি পায় না। এ সকলের কিছুতেই তাহার কামনা পরিপূর্ণ হয় না। দেখিতে পাই আমার আত্মার মুখ ঈষৎ ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়াছে! কিন্তু তেমন করিয়া ফিরে নাই! এক দৃঢ়-নিবদ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিতে শিখে নাই! হয়ত এই আরম্ভ—হয়ত তাঁহার প্রেম-মুখের একটু জ্যোতির আভাসমাত্র আমার অন্তরের মলিন চক্ষের উপর একটুমাত্র পতিত হইয়াছে। পাপ যদি আসিয়া আবরণস্বরূপ না হয় তাহা হইলে মানুষ এই অবস্থা হইতেই ক্রমে ক্রমে তাঁহার অনুগত সেবক হইয়া তাঁহার দিকে যাইতে পারে। কিন্তু সংসারের অগণ্য পাপরাশি আসিয়া সাধককে এমন সুখের অবস্থা হইতেও আকর্ষণ করে! ধর্ম্মপথে মানবের বিঘ্ন পদে পদে।

---

আমরা এই সংসারে বাস করিতে করিতে বার বারই সুখের তন্দ্রার ঘোরে অভিভূত হইতেছি। মাদকের বলে যেমন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি একবার চক্ষু মেলিয়া আবার পরক্ষণেই তাহা মুদিত করে; নিদ্রালু ব্যক্তি যেমন ঘুমের ঘোরে পড়িয়া অনেক আহ্বানের পর কথঞ্চিৎ চক্ষু মেলিয়া আবার তৎক্ষণাৎ চক্ষু মুদিত করে সেইরূপ আমরাও সুখের মদে মত্ত হইয়া এক ঘোর অচেতনাবস্থার মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছি। জীবনের লক্ষ্য কি তাহা ভাবি না! কেহ বুঝাইয়া দিলেও তাহাতে প্রবুদ্ধ হইনা! শোকের দারুণ কশাঘাতেও সুখের শয্যা পরিহার করিয়া উঠিতে চাই না! এ রোগের ঔষধ কোথায়? বার, মাস, ঋতু, বৎসর ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে কিন্তু আমাদের সংজ্ঞা হয় না কেন? কি ঘোর মোহ! মৃত্যুর ভৈরব গর্জ্জন বিনা যদি আমাদের এই আবেশময় জীবনের চেতনা না হয় তাহা হইলে ত বড়ই দুর্দ্দশা দেখিতেছি!

---

ঘোর সান্নিপাতিক বিকারগ্রস্ত রোগীর উৎকট পিপাসার শান্তি হয়না—তাহার সেই পিপাসা প্রাণান্তক। সংসারের উৎকট বিষয় তৃষ্ণাতে যাহারা ছট্ ফট্ করিতেছে তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। আজীবন বিষয়ের পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইয়াও আমাদের বিষয় তৃষ্ণার যদি

দাতার দ্বারে অকিঞ্চনভাবে পড়িয়া থাক, সময়ে তিনি তোমাকে সেই ধনের অধিকারী করিবেন। তিনি প্রেমময় চিরদিন কাহাকেও দুর্দ্দশায় থাকিতে দেন না।

( খ )

নদীর চড়াতে বা জলাভূমিতে কখন কখন এমন দেখা যায় কোন প্রাণী যাইতে২ হঠাৎ কর্দ্দম মগ্ন হইয়া গেল। যখন সে চলিতেছিল, তখন সম্মুখে সে দৃঢ় মৃত্তিকাই দেখিতে পাইয়াছিল এবং মনে করিয়াছিল, অতি সহজে ইহার উপর দিয়া চলিয়া যাওয়া যাইবে। কিন্তু সে মৃত্তিকার উপরিভাগ যে প্রকার দৃঢ় বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল, বাস্তবিক সে তত দৃঢ় নয়, তাহার নিম্নভাগ অতি কোমল মৃত্তিকায় পূর্ণ; মানুষ বা অন্য প্রাণী যখন সেই ভূমির উপর দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে, ততই তাহার পা ক্রমশঃ বসিয়া যায়। সে যদি চতুর হয় তবে এই পূর্ব্বলক্ষণ দেখিয়াই সে সতর্ক হয় এবং ফিরিয়া আসে। কিন্তু সেরূপ সতর্কতা যাহার নাই, সে আরও দ্রুতভাবে সেই দিকেই যাইতে থাকে, কিন্তু আর রক্ষা নাই; ক্রমেই তাহার পদ সেই কর্দ্দমময়ভূমিতে বসিয়া যায়, তখন তাহার সকল শক্তি ব্যর্থ হইয়া যায়। যতই সে উঠিবার চেষ্টা করে, ততই সে নিষ্ফল মনোরথ হইতে থাকে, তাহার পা আরও বসিয়া যায়। বরং সে অবস্থায় কোন চেষ্টা না করিলে সে কতক পরিমাণে রক্ষা পাইবার পথ থাকে, অন্য সাহায্য আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে পারে। কিন্তু যতই নিজবলে সে উঠিতে চেষ্টা করে ততই সে অক্ষম হইয়া আরও কর্দ্দম মগ্ন হয়; সে অবস্থার তাহার স্থির হইয়া থাকাই উচিত। মানুষ এই কর্দ্দমময়ভূমিতে যেরূপ অজ্ঞাতসারে বিপদগ্রস্ত হয়; তাহার শক্তি থাকিতেও অশক্ত ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, সংসারের পথে প্রলোভন কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া মানুষ প্রায়ই এই দশা প্রাপ্ত হইতেছে। সে যখন প্রথম প্রলোভনের মোহময় ধ্বনি শুনিতে থাকে, তখন সে সেই দিকে আপনার গন্তব্যপথকে অতি সুন্দর সহজগম্য বলিয়া অনুভব করে, এবং দ্রুতপাদবিক্ষেপে সেই দিকে যাইতে থাকে। কিন্তু সে যদি চতুর ও আত্মমঙ্গলকামী হয়, তবে কিছুদূর যাইয়াই সে পথের বিঘ্ন এবং অসারতা বুঝিতে পারে, এবং ইচ্ছা থাকিলে সে দিক্ হইতে ফিরিয়া আসিতেও সমর্থ হয়। কিন্তু একবার সেই প্রলোভনের আয়ত্বের মধ্যে যাইয়া পড়িলে আর নিস্তার নাই, তখন সে যতই কেন ফিরিবার চেষ্টা করুক না, তাহার সকল চেষ্টাই যেন ব্যর্থ হইয়া যায়; তাহার শক্তি যতই তাহাকে অতিক্রম করিতে চায়, ততই তাহাতে যেন বসিয়া যায়; প্রলোভনের মন্ত্র যতই সে ভুলিতে চেষ্টা করে, আরও যেন তাহারই বশীভূত হইয়া যায়, তখন তাহার নিজের শক্তি পরাস্ত মানে, তখন তাহার পক্ষে নিশ্চেষ্ট হইলেই যেন কুশল হয়। কর্দ্দমমগ্ন যেমন সেই অবস্থায় অন্যের সাহায্য না পাইলে উদ্ধার পায় না—এখানে মানুষ ধর্ম্মবন্ধু এবং সর্ব্বোপরি দয়াময় পিতার সাহায্য না পাইলে রক্ষা পায় না। ধর্ম্মবন্ধুগণের এত যে প্রয়োজন সে কেবল এই সকল সংকট অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যই। সক্ষম অবস্থায়—স্বচ্ছল অবস্থায় বরং মানুষ বন্ধুবান্ধবের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়াও চলিতে পারে, কিন্তু বিপদের ঘোর তাড়নাতে যখন নিজের কোন শক্তিই কার্য্য করে না, আশালোকের একটী কণাও যখন প্রাণে উদিত হইয়া গন্তব্যপথে চলিতে সাহায্য করে না, তখনই বন্ধুগণের সাহায্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। তাঁহাদের সহবাস, তাঁহাদের সৎপরামর্শ, তাঁহাদের সদ্দৃষ্টান্তই তখন অন্ধের যষ্টির ন্যায় তাহাকে পথ চলিতে সাহায্য করিতে থাকে। এজন্য সাধকের জন্য ধর্ম্মবন্ধু লাভ করা একটী সৌভাগ্যের কারণ। সাধক এ নিমিত্ত একদিকে যেমন সর্ব্বশক্তিমান্ বিধাতার দিকে তাকাইয়া তাঁহার করুণার আশ্রয় প্রার্থী হইয়া তাঁহার শক্তিকে, তাঁহার প্রদর্শিত আলোককে জীবনপথের সম্বল করিবেন, তেমনি তাঁহারই বিশেষ দান ধর্ম্মপথের সহযাত্রীদিগের সহিত প্রাণের গভীর স্থানে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে যত্নশীল হইবেন। এ পথে আয়োজন অতি সামান্য—প্রলোভনের বল অতি প্রবল। সুতরাং আমি একাকীই এ পথে চলিতে সক্ষম হইব, এরূপ কল্পনাও যেন কাহার প্রাণে উপস্থিত না হয়। ধর্ম্মসমাজ যদি প্রত্যেকের পক্ষে ধর্ম্মবন্ধুর স্থান অধিকার করে, তবেই সে সমাজ তাহার জন্য মঙ্গলকারী—অন্যথা পথের বিঘ্ন। আমরা যে সমাজের আশ্রয় লইয়াছি, ইহার প্রত্যেক জন যেন আমাদের প্রত্যেকের ধর্ম্মবন্ধু হইয়া যাত্রীগণের সহায়তা করিতে পারেন।

( গ )

ঐ যে খরতরস্রোত নদী নিয়তই চলিতেছে, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই অনবরতই চলিয়া যাইতেছে, বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে নিয়ত ক্রীড়া করিতে করিতে চঞ্চল ও তরঙ্গায়িত হইয়া নিয়তই প্রধাবিত হইতেছে—উভয় তীরস্থ জনগণের শান্তি দূর করিয়া তাহাদের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইয়া দুকূল ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, দুই দিন পূর্ব্বে যে স্থান নানা বৃক্ষ লতায় সুশোভিত ছিল, আজ সেখানে গভীর জলস্রোত তরঙ্গরঙ্গে বহিয়া যাইতেছে। শান্তিপ্রিয় তুমি এ দৃশ্য কিছুতেই সুন্দর মনে করিতে পারিতেছ না, ভাবিতেছ একি উৎপাত, দুই দিন মানুষকে স্থির থাকিতে দেয় না, এই দেখিতেছিলাম, কেমন সুন্দর বাসগৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সকলে বাস করিতেছিল, হায়! আজ তাহাদের সেই ঘর দ্বার কোথায়—আজ তাহারা গৃহাভাবে ইতস্ততঃ ছুটিতেছে এ দৃশ্য তোমার নিকট ভাল লাগিবে কেন? তুমি মনে করিতেছ, সরোবরের নিশ্চল জলরাশি বায়ুভরে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে, স্থির জলে বৃক্ষ লতার ছায়া পড়িয়া মনমুগ্ধ করিতেছে—কোন আশঙ্কা নাই—কোন উদ্বেগ নাই—পরিষ্কার জলরাশি নয়ন মুগ্ধ করিতেছে। এ দৃশ্য কত সুন্দর, কেমন নিরাপদ! কিন্তু নিশ্চয় জানিতে হইবে এই নদীর স্রোতের চঞ্চলতা দেখিয়া যে অসুখী হয়, আর সরোবরের গাম্ভীর্য্যে যাহারা প্রীত হয়, সেই সজীব পদার্থকে অবজ্ঞা করে, নির্জ্জীব যাহা তাহাই আদর করে, নির্জ্জীবতাই তাহার প্রাণের আদরের বস্তু; সে বাস্তবিক নির্জ্জীব।

মানুষ যখন সংসারপথে চলিতে চলিতে নিয়ত প্রতিকূল ঘটনার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে আর সংগ্রাম করিতে ইচ্ছা করে না, আপন উন্নতিস্রোত বন্ধ করিয়া কল্পিত শক্তির পঙ্ক-

পাতী হয়—তখনই সে পরিবর্ত্তনের বিরোধী হইতে থাকে। সে আপন মনে সংসারের সহিত নানা বন্দোবস্ত করিয়া তাহারই আশ্রয়ে বাস করিতে ইচ্ছা করে। যাই কোন বন্দোবস্তের প্রতি আঘাত পড়িল, আর সে তাহাতে সম্মত নয়—সে এই প্রকার পরিবর্ত্তনকে আদর করে না। পুরাতন সুখ সুবিধায় বদ্বারা বিঘ্ন ঘটে, তাহাকে সে কোন মতেই আদর করিতে চায় নাই। অনন্ত উন্নতির ধর্ম্ম তাহার নিকট তখন অশান্তির আকর বলিয়া বিবেচিত হয়। নিত্য উন্নতির দিকে যাইতে হইলে নিত্যই যে সকল পরিবর্ত্তন ও নূতন নূতন ঘটনাবলীর সহিত তাহাকে পরিচিত হইতে হয় দুই দিনও এক অবস্থায় থাকিবার উপায় নাই। কেবলই অবস্থান্তর ঘটিতেছে এ সকলকে তখন যন্ত্রণাদায়ক মনে হয়। সুতরাং জীবিত উন্নতিশীলধর্ম্ম বা জীবিত সমাজকে সে আদর করিতে পারে না। নিয়ত ক্রীড়মান নদীপ্রবাহ—নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল নদী কূলে বাস তাহার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হইয়া পড়ে। সে শান্তির পক্ষপাতী হইয়া নিত্য এক ভাবাপন্ন সরোবরতীরেই বাস করিতে ভাল বাসে। কিন্তু আপাত শান্তিদায়ক সরোবর গর্ভে নানাপ্রকার স্বাস্থ্যনাশকর পদার্থ জমিয়া জমিয়া সেই স্থানকে বাসের অনুপযুক্ত করে,তাহা তাহার দৃষ্টিতে আসে না। নদী তীরের বাসের চঞ্চলতা ও নিয়ত পরিবর্ত্তনের ক্লেশই তাহার নিকট অধিক অশান্তির কারণ বলিয়া মনে হইতে থাকে। কিন্তু তদ্দ্বারা জীবনের পথ নিরাপদ হইতে থাকে, পাপ-আবর্জ্জনা বদ্ধমূল না হইয়া অনিষ্টকারী পদার্থ বিদূরিত হইবার পথ উন্মুক্ত থাকে, সে তাহা বুঝিতে সমর্থ হয় না। এজন্য লোক স্থিতিশীল প্রাচীনতার যত পক্ষপাতী, নিয়ত একভাবে প্রাচীন বন্দোবস্তের যত পক্ষপাতী হয়, উন্নতির অভিমুখগামী পরিবর্ত্তনশীল সমাজের তত পক্ষপাতী নয়—কারণ তাহাতে সর্ব্বদা নূতনতর ঘটনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়—প্রাচীন অভ্যাস সকল বিদায় দিতে হয়। এইজন্য বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজের উপর, ইহার নিত্য পরিবর্ত্তনশীলতার উপর অনেকেই সন্তুষ্ট নহেন। নিয়ত সংগ্রাম করিতে বড় কাহারও ইচ্ছা নাই—সংগ্রামের ভয়ে নিত্য নূতন অবস্থার সহিত পরিচিত হইবার আশঙ্কায় অনেকেই ইহাকে অশান্তির স্থান মনে করিয়া দূরে দূরে বাস করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু মানবস্বভাব ইহার প্রতিকূল—পরিবর্ত্তন ও উন্নতিই তাহার প্রকৃতি। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই স্বভাবসুলভ প্রকৃতির উপর সংস্থাপিত। সুতরাং অশান্তির আশঙ্কায় ইহার প্রতি বীতরাগ হইলে চলিবে কেন? পাপ ও মন্দ অভ্যাস প্রভৃতির সহিত বন্দোবস্ত করিয়া চলিতে যাওয়াই মৃত্যু।

( ঘ )

ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার যে সম্বন্ধ, এই সম্বন্ধ অনুভব এবং তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাসের উপরই ধর্ম্মের মূল অবস্থিতি করে। যে ধর্ম্মসম্প্রদায় এই সম্বন্ধকে অধিকতর ঘনিষ্ট, অধিকতর মধুর রূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই ধর্ম্মসমাজই সেই পরিমাণে ধর্ম্মরাজ্যে অধিকতর উন্নত। এমন এক সময় ছিল, যখন মানুষ প্রকৃতির ভীষণতার সহিত সংগ্রাম করিয়া, নিয়ত প্রতিকূল ঘটনার সহিত লিপ্ত হইয়া ভয়দ্বারাই চালিত হইত। ভয়ই সে সময়ের মনুষ্যসমাজের নিয়ামক ছিল, ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই লোকে ভয়চালিত হইয়া সম্পন্ন করিত। এই জন্য সে সময়ের স্তব স্তুতি ভীত জনের হৃদয় হইতে যাদৃশ স্তব স্তুতি বাহির হওয়া সম্ভব, তদনুরূপ ছিল। এজন্য তখনকার ঈশ্বর মহদ্ভয়ং বজ্র মুদ্যতং। কিন্তু ক্রমে মানব মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যতই তাহাদের প্রকৃতির প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম হ্রাস হইতে লাগিল, অন্তরস্থ কঠোর ভাবগুলির পরিবর্ত্তে প্রাণে যতই আশার উদয় হইতে লাগিল, ততই ঈশ্বর সম্বন্ধে বিশ্বাসের পরিবর্ত্তনের সহিত তাঁহাকে আত্মীয় ও স্নেহময় বলিয়া অনুভব করিবার শক্তি বিকাশিত হইল। এ সময়ে লোক আর ভয়ে ভয়ে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া, ভীতিবিহ্বলচিত্তে ঈশ্বরের সম্মুখীন না হইয়া, প্রেমময়ের নিকট প্রিয় পদার্থের নিকট যে ভাবে যাইতে হয়, সেই ভাবে তাঁহার নিকট যাইতে লাগিল। সুতরাং ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ ভয়মূলক না হইয়া আশা এবং আনন্দজনকরূপে পরিণত হইল। এই সময় হইতেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় ঈশ্বরকে ভিন্ন ভিন্নভাবে দেখিতে লাগিলেন। কেহ তাঁহাকে পিতা বলিয়া করিতেন, কেহ মাতার ন্যায়, কেহ বন্ধুর ন্যায়, কেহ কেহ স্বামী ন্যায়, কেহবা তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর সম্বন্ধের মধ্যে যেটি যাহার নিকট অধিক প্রিয় ও মিষ্ট বোধ হইত তিনি সেই ভাবটীই তাঁহাতে আরোপ করিতে লাগিলেন। মানুষের প্রাণ যত মিষ্ট সম্পর্ক কল্পনা করিতে পারে, সমস্তই ঈশ্বর সম্বন্ধে উক্ত হইতে লাগিল। কিন্তু এ সমস্তই ব্রাহ্মধর্ম্মের আংশিক ভাব ব্যঞ্জক কোনটীই ঠিক ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নত সম্বন্ধজ্ঞাপক নয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম পূর্ব্বোক্ত সমস্ত সম্বন্ধকেই আদর করেন—অন্তর্গত বলিয়া জানেন। কিন্তু উন্নত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সম্পর্ক—যে সম্পর্ক চিরযোগের সম্বন্ধ, চির আশ্রয় আশ্রিতের সম্বন্ধ, অবিচ্ছিন্ন ভাবে মানব প্রাণ ঈশ্বরের আশ্রিত, তিনি প্রাণের প্রাণ (প্রাণস্য প্রাণম্) এই কথা যে সময়ে যিনি অনুভব করিয়াছিলেন তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহৎভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধকে আংশিক বলিবার হেতু এই যে, অতি সৎপুত্রও পিতার বিচ্ছেদে জীবন ধারণ করিতে পারে, পিতৃ শোক বিস্মৃত হইয়া আমোদ আহ্লাদিতে যাপন করিতে পারে, মাতাকে ছাড়িয়া সন্তান, সন্তানকে ছাড়িয়া মাতা পৃথিবীতে থাকিতেছে; স্বামীর বিচ্ছেদে স্ত্রীর দিন যাইতেছে, স্ত্রীর বিচ্ছেদে স্বামীর দিন কাটিতেছে। এই প্রকারে সংসারে যত ঘনিষ্ট সম্পর্ক কল্পনা করা যাউক সকল স্থানেই অসুখ অশান্তির সহিত হইলেও সময় বহিয়া যায়, কাহারও সম্বন্ধে তাহা বন্ধ হইয়া থাকে না। কিন্তু আমাদের সহিত ঈশ্বরের এইরূপ সম্বন্ধ নয়; আমরা তাঁহার কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এক মুহূর্ত্ত বাঁচিতে পারি না। কাহারও সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ নাই, তাঁহার সহিত অবিচ্ছিন্নযোগে আমরা সম্বদ্ধ; যেমন দেহের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ, প্রাণ যতক্ষণ দেহে বাস করে, ততক্ষণ দেহ অবিকৃত ও কর্ম্মঠ থাকিয়া কার্য্য সম্পন্ন করে, প্রাণের বিচ্ছেদে ইহার আর কোন শক্তি

বা মূল্য থাকে না, তেমনি ঈশ্বরের সহিত আমাদের সম্বন্ধ— তাঁহার সহিত যোগেই আমাদের জীবন। এই যোগ কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হয় না। এই অবিচ্ছিন্ন যোগের কথাই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন। তিনি প্রাণের প্রাণ—এই সুমধুর এবং ঘনিষ্ট সম্বন্ধের কথাই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন। এই সম্বন্ধ কিরূপ যেমন জলন্ত বর্ত্তিকার সহিত বায়ুস্থ অম্লজানের সম্বন্ধ। রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা বিভক্ত বায়ুর যবক্ষারজান অংশে বাতিটি লইয়া যাও, দেখিবে দেখিতে দেখিতে সে বাতিটী আর জীবিত নাই। তাহার জ্যোতি আর তোমার চক্ষুকে আলোক দান করে না, তাহার জীবিত থাকিবার সমস্তই আছে— সেই পালিতা, তৈল অগ্নি সবই আছে কিন্তু তাহার প্রাণদায়ক অম্লজান বায়ু নাই, সুতরাং সে মৃত। ঈশ্বরেরসহিত এই যে ঘনিষ্ট যোগের সম্বন্ধ—এই যে প্রাণযোগের সম্বন্ধ, ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই সুমিষ্ট এবং সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত সম্বন্ধের কথাই প্রচার কবিতেছেন। আমাদের মধ্যে যিনি যে পরিমাণে এই সম্বন্ধ অনুভব করিবেন, তিনি সেই পরিমাণে ব্রাহ্ম হইবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই প্রাণযোগের কথা লইয়াই সৃষ্ট, এই সম্বন্ধের উপরই প্রতিষ্ঠিত। আমরা যেমন তাঁহাকে দূরের বস্তু মনে করিব না তেমনই তাঁহার সহিত দূরত্ব হইতে পারে ইহা মনে করিব না। তিনিই প্রাণ, তিনিই শক্তি। আমরা তাঁহাদ্বারাই প্রাণী, তাঁহাদ্বারাই শক্ত। যে পরিমাণে আমরা নিজের ভাব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করিব, যে পরিমাণে আমরা পাপপ্রিয়তা পরিত্যাগ করিয়া সেই পুণ্যস্বরূপের সহবাস সৌভাগ্যের কারণ বলিয়া অনুভব করিব, যে পরিমাণে সর্ব্বপ্রকার মলিনতা ছাড়িয়া সেই পুণ্যময়কে আত্মায় অনুভব করিব সেই পরিমাণে আমরা ব্রাহ্ম হইব। সেই পরিমাণে আমরা প্রাণী হইব। অন্যথা আমাদের মৃত দেহ বহন করাই সার হইবে। আজ আমরা সেই প্রাণস্বরূপকেই যেন প্রাণরূপে বুঝিতে সচেষ্ট হই।

---

## ২। যোগ।

বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় লোক, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে শ্রদ্ধেয় লোক, এমন কতকগুলি সাধন প্রণালী অবলম্বন করিতেছেন যাহা ব্রাহ্ম সাধারণের অনুমোদিত নহে। এতদিন পরে, ব্রাহ্মসমাজের পরিণতাবস্থায়, কি কারণে এই সকল সাধন প্রণালী ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতেছে তাহা ভাবিতে গেলে অনেকগুলি কারণ দৃষ্টি পথে পতিত হয়। সকলের পক্ষে এক কারণ খাটে না; কাহারো কাহারো পক্ষে কারণ বিশুদ্ধ জ্ঞানের অভাব, কোন কোন স্থলে কারণ ব্রাহ্মধর্ম্মের পূর্ণ আদর্শ বুঝিতে না পারা, অপর কোন কোন স্থলে কারণ আধ্যাত্মিক আলস্য,—ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ক্ষুরধার সদৃশ পথ ফেলিয়া একটী সহজ পথ পাইবার চেষ্টা। কিন্তু এই সমুদায় অপেক্ষাও একটী গূঢ়তর কারণ আছে; উচ্চতর আত্মাদিগের সম্বন্ধে সেই কারণই ঠিক বলিয়া বোধ হয়। ব্রাহ্মসমাজে একটী নূতন পিপাসা প্রবেশ করিয়াছে। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে এই পিপাসা নূতন নহে, কিন্তু সমাজের পক্ষে নূতন। সেই পিপাসা যোগের পিপাসা, উজ্জল ব্রহ্ম দর্শনের পিপাসা। ব্রাহ্ম সমাজের সাধারণ সাধন প্রণালী যত কেন প্রকৃষ্ট ও উন্নত হউক না ইহাতে কোন কোন উচ্চতর আত্মাকে পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারিতেছে না। ব্রাহ্ম সমাজে এত দিন যে সকল বিষয়ের সাধনা হইয়াছে তাহাতে এই পিপাসা মিটাইতে পারিতেছে না; এই নূতন পিপাসা নিবারণের জন্য নূতন সাধন প্রণালী আবশ্যক। যাঁহারা এই কারণটী অবগত নহেন তাঁহারা নানাপ্রকার চেষ্টা দ্বারা বর্ত্তমান আন্দোলনকে কিয়ৎকালের জন্য প্রশমিত করিতে পারেন, কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনের এই গভীর পিপাসা মিটাইবার প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন এবং প্রদর্শন না করিলে এই আন্দোলন পুনঃ পুনঃ উত্থিত হইবে এবং এক কালে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজকে প্লাবিত করিবে। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুমোদিত বিশুদ্ধ যোগের পথ আবিষ্কৃত না হইলে ধর্ম্ম পিপাসু ব্যক্তিগণ প্রাণের পিপাসায় পরিচালিত হইয়া যদি অযথার্থ পথ অবলম্বন করেন, ইহাতে তাঁহাদের ভ্রমের জন্য দুঃখিত হইতে পারি, কিন্তু তাঁহাদিগের ধর্ম্ম পিপাসার জন্য তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা না করিয়াও থাকিতে পারি না।

বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি বটে, কিন্তু না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না,যে এই পিপাসা প্রাণে অনুভব করিয়াছি এবং পিপাসা মিটাইবার উপায় লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। তবে যে নব-প্রচলিত উপায় সকল অবলম্বন করিতেছি না তাহার কারণ এই, যিনি ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মজীবনকে এত দূর আনিয়াছেন সেই এক মাত্র পরম গুরুই আবার উচ্চতর সাধন পথের আভাস দেখাইতেছেন। সেই পথ ব্রাহ্ম সাধন পথের বিপরীত দিকে নহে, আশে পাশেও নহে, সোজা সুজি সম্মুখের দিকেই। সিদ্ধ ব্যক্তির পক্ষেই সাধন পথের কথা বলা সাজে, কিন্তু সাধন পন্থীর কি এই বিষয়ে কিছুই বলিবার অধিকার নাই, পথিক মাত্রেই পথের কথা কিছু না কিছু বলিয়া থাকে, তাই সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রকৃত বিশ্বাস যাহা তাহারই পরিণত অবস্থার নাম ব্রহ্মদর্শন এবং তাহাই যোগ নামে আখ্যাত হইতেছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যাহার কখন ব্রহ্ম দর্শন হয় নাই তাহার পক্ষে ব্রহ্ম দর্শনের সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব। তাহা জানি। তাই এবারও সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া বলি ব্রহ্ম দর্শন করিনাই বলিতে পারি না। বিদ্যুতের ন্যায় ব্রহ্মের প্রকাশ ক্ষণে ক্ষণে অন্তরে বাহিরে অনুভব করিয়াছি। সেই প্রকাশ কল্পনা-প্রসূত নহে, ভ্রান্তির মরীচিকা নহে, বিশুদ্ধতম জ্ঞানের আলোক সেই প্রকাশকে নিবাইতে পারে নাই; বরং জ্ঞানই সেই আলোক রাজ্যের নেতা। সেই প্রকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, প্রেমে মগ্ন হইয়াছি, কিন্তু দুর্ব্বলতা বশতঃ সে আলোক প্রাণে ধরিয়া রাখিতে পারি নাই। সেই প্রকাশ যাহাতে নিত্য হয়, জীবন ব্যাপী হয়, তাহাই যোগ পথ অবলম্বনের উদ্দেশ্য। যাহা বলিতে ছিলাম, প্রকৃত বিশ্বাসের পরিণত অবস্থার নামই যোগ। কিন্তু এস্থলে দুটী প্রশ্ন উত্থিত

# তত্ত্ব-কৌমুদী

(পাক্ষিক পত্রিকা।)

৯ম ভাগ। ৫ম সংখ্যা। | ১লা আষাঢ় সোমবার, ১৮০৮ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ৩ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

## প্রার্থনা।

হে দীনবন্ধু! তুমি আমাদের প্রাণে সত্যানুরাগ দিয়াছ। তোমার আদেশ এই যে আমরা প্রত্যেকে যাহা সত্য বলিয়া অনুভব করিব তাহা সর্ব্বপ্রযত্নে পালন করিব। অতি প্রিয়তম বন্ধু যিনি, হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাজন যিনি সত্য যদি তাঁহারও বিরুদ্ধে লইয়া যায় তথাপি সেখানে গমন করিব। আবার আর একদিকে তুমিই অন্তরে ভ্রাতৃপ্রেম, কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা প্রভৃতি দিয়াছ। তোমার আদেশ এই যে প্রেমের ঋণ ও কৃতজ্ঞতার ঋণ আমরা কখনও বিস্মৃত হইব না। যাঁহার যে সদ্গুণ আছে, তাহাকে প্রাণের সহিত শ্রদ্ধা করিব। যাঁহার দ্বারা উপকৃত হইয়াছি সত্যানুরোধে মতভেদ উপস্থিত হইলেও তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হইব না। আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকের পক্ষে তোমার এই উভয় আদেশ এক সঙ্গে পালন করা কঠিন। আমরা সত্যের অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া প্রেম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার অনুরোধ ভুলিয়া যাই। বর্ত্তমান সময়ে তোমার নিকটে এই বিশেষ প্রার্থনা যে তুমি এক দিকে আমাদের হৃদয়কে সত্যানুরাগে উজ্জ্বল কর, অপরদিকে প্রেম ও শ্রদ্ধাতে সরস রাখ। তোমার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলে উক্ত উভয় ভাব একত্র মিলিত হইবে। আমরা তোমার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করি।

---

আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যখনই আমাদের অন্তরে কিম্বা আমাদের সমাজ মধ্যে কোন প্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাধি প্রবিষ্ট হয়। তখনই ঈশ্বর একটী না একটী প্রবল পরীক্ষার মধ্যে আমাদিগকে ফেলিয়া দিয়া সেই ব্যাধি দূর করিয়া থাকেন। আমরা সেই পরীক্ষার মধ্যে পড়িয়া অনেক যন্ত্রণা পাই বটে কিন্তু পরিশেষে সেই রোগমুক্ত হই। এই জন্য বিশ্বাসী মাত্রেই জীবনের সমুদায় পরীক্ষার মধ্যে সতৃষ্ণ নয়নে ঈশ্বরের গূঢ় অভিপ্রায় অনুভব করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন। শান্তি দাতা মঙ্গলময় প্রভুর প্রতি অভিযোগ করা দূরে থাকুক বরং তাঁহার করুণা স্মরণ করিয়া অশ্রু বর্ষণ করিয়া থাকেন। এই কারণে নিজ জীবনে বা সমাজ মধ্যে যত প্রকার ব্যাধি উপস্থিত হয়, বিশ্বাসপূর্ণ-নয়নে তন্মধ্যে বিধাতার গূঢ় বিধি লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করা উচিত। সেই পরীক্ষার মধ্যে দিয়া তিনি আমাদিগকে কি বলিতেছেন, তাহা অনুভব করিতে হইবে। বিশ্বাসী লোকে এই প্রকারেই সমুদায় বিপদকে দেখিয়া থাকেন।

---

এ জীবনে এরূপ অনেকবার দেখিয়াছি, আমি যে পথে চলিব ভাবিলাম, ফলে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। অথচ পরে দেখিলাম যে আমার অভীষ্ট পথে চলিলে আমার সর্ব্বনাশ হইত, তাহা না হইয়া যে পথে চলিয়াছি, তাহাতেই আমার প্রকৃত কল্যাণ হইয়াছে। আমরা কি বুদ্ধির চালনা দ্বারা আপনাদিগকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রাখিয়া চলিতে পারি? কখনই না। এরূপ স্থলে আমাদের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য এই যে আমরা কর্ত্তব্য জ্ঞানের আদেশ অনুসারে চলিব, ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া যাহা অনুভব করিব সেই পথ অবলম্বন করিব। ফলাফল ঈশ্বরের হস্তে। মানুষ যদি অকপটহৃদয়ে ও নির্ভীকচিত্তে স্বীয় কর্ত্তব্য জ্ঞানের অনুসারে কার্য্য করিয়া চলিতে পারে তাহা হইলে এই জগতে তাহার পথ অতি পরিষ্কার হয়। কোন বিপদ তাহাকে ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। কর্ত্তব্য নিষ্ঠাতেই আমাদের মনুষ্যত্ব। বিবেক অনুসারে কার্য্য করিতে যে ব্যক্তি সাহসী নয়, যে লোকভয়ে বা অন্য কোন কারণে বিবেকানুসারে কার্য্য করিতে অক্ষম, সে যদি দুই শত বৎসর ভজন সাধন করে ও ধ্যান ধারণাতে প্রবৃত্ত থাকে, তাহার সে ভজন সাধন পণ্ডশ্রম মাত্র। সকল সাধনের শ্রেষ্ঠ সাধন বিবেক-পরায়ণতা, এইটী অগ্রে তৎপরে অন্য সাধন। এইটী খোয়াইলে আর যে কিছু দ্বারা সে অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা কর না কেন কিছুতেই কিছু হইবে না।

---

## শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের পদত্যাগ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কি কি কারণে উক্ত সমাজের প্রচারকের পদত্যাগ করিয়াছেন এবং কেনই বা তাঁহার পদত্যাগ পত্র কার্য্যনির্ব্বাহকসভা কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে উৎসুক আছেন। এই কারণে উক্ত পদত্যাগের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

ঢাকা নগরে অবস্থিতিকালে শ্রদ্ধাস্পদ গোস্বামী মহাশয়ের মত ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে গোপনে কিছু কিছু আপত্তিজনক

কথা কমিটীর অনেক সভ্যের কর্ণগোচর হইয়াছিল। ঐ সকল বিষয় লইয়া ঢাকাতে এবং কলিকাতাতে ব্রাহ্মদলে অনেক দিন গোপনে আন্দোলন চলিতেছিল। কিন্তু তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকাতে কেহ প্রকাশ্যভাবে তাঁহার প্রতিবাদ করেন নাই কিম্বা তাঁহার কার্য্যপ্রণালীর উপর হস্তার্পণ করেন নাই। অবশেষে বিগত চৈত্র মাসের প্রারম্ভে গোস্বামী মহাশয় যখন কলিকাতাতে আগমন করেন, তাহার কিছু দিন পূর্ব্বে বা সেই সময়ে কালনা হইতে শ্রীযুক্ত বাবু পুণ্যদাপ্রসাদ সরকারের প্রেরিত এক পত্র কমিটীর হস্তগত হয়, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

( পুণ্যদা বাবুর পত্র )

জগদীশ্বর ১৬ মার্চ্চ। ১৮৮৬
সহায় কাল্না

মহাশয়!

বলিতে হৃদয় কম্পিত হইতেছে। শুনিয়াই প্রাণে কেমন একরূপ ভাব উদয় হইতেছে। সাধারণ সমাজ রূপ কল্পবৃক্ষে আমরা আশা করিয়াছিলাম যে ভগবানের শক্তিতে ঈশ্বরের মহান অনন্ত ভাব, প্রেম, জ্ঞান প্রভৃতি মানুষের উদ্ধারের জন্য মুক্তি ফল লাভ হইবে। এখনও অনেক প্রচারক ও সমাজ হিতৈষীর জীবনে তাহার আভাস দেখিয়া আনন্দিত হই। কিন্তু দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় এই যে প্রচারকদের মধ্যে কেহ কেহ যেন ব্রাহ্মসাধারণের নিকট নানা কারণে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি যাঁহারা প্রচারক তাঁহাদের জীবন ও কার্য্য কি সাধারণ লোকের আদর্শ স্থানীয় হওয়া উচিত নয়? আর যদি কোন কারণে কোন মহৎলোক নিজের বিশ্বাসে ভক্তিতে এমন স্থানে গিয়া পৌঁছান্ যে স্থানের তত্ত্ব সাধারণ লোকের বিশ্বাসের অতীত, তবে তাঁহাকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রেণীতে না রাখিলে ক্ষতি কি? তিনি কেন যোগী হইয়া যোগ সাধন দ্বারা নিজের আত্মার উৎকর্ষ সাধন করুন না। তাঁহাকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজ প্রচারক পদে বরণ করিয়া রাখিবেন কেন? * * * *

২। আমার বিশ্বস্ত এক বন্ধুর মুখে শুনিলাম যে ভক্তিভাজন গোস্বামী মহাশয়ও ঐরূপ নূতন ভাষা ব্যবহার করিতেছেন এবং আমার বন্ধুকে তিনি নিজে বলিয়াছেন যে "মানুষ যখন মধ্য বিন্দুতে উপস্থিত হয়, তখন সে সকল দিক সমান দেখে। তাঁহার পায় পড়িয়া ভক্তবৃন্দ কতক্ষণ শির লুণ্ঠন করিতেছেন। তিনি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সংগীত লইয়া অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে মিলিয়া যোগ সাধন করিতেছেন। এ সব কি? ইহার কি কোন তত্ত্ব লওয়া হইতেছে না। গোস্বামী মহাশয় আমাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন সত্য। তাই বলিয়া তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পদে না থাকিয়া যোগী হইয়া যদি জীবন যাপন করেন, তবে কি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এককালে অচল হইবে? তাই যদি না হয় তবে তাঁহাকে অবসর দেওয়া হইতেছে না কেন?

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যদি ইহাঁদিগকে ইহাঁদের ত্রুটী দেখাইয়া দেন, সমাজের নেতৃত্ব না দেন, তবে কি ঈশ্বরের ধর্ম্ম আর প্রচার হইবে না? অথবা প্রচারকদের মুখের পানে তাকাইয়া ধর্ম্মের ভিত্তি ভূমিকে আলোড়িত করিতে হইবে? উৎসবের পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে এসম্বন্ধে আলোচনা হইবে কিন্তু আলোচনা হইল কিনা, তাহা আমাদের ন্যায় হতভাগাদের জানিবারও কোন উপায় নাই। আমরা অনেক আশা করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছি। দোষগুণ বিচার যদি আজ হইতে কোন সমাজে উঠিয়া যায় তবে যে, সে সমাজ অল্পকালের মধ্যেই নানা আবর্জ্জনায় পূর্ণ হইবে ইহা স্বতঃই মনোমধ্যে উদয় হয়। আমরা বিদ্যা, বুদ্ধি ও ধর্ম্মে নিতান্ত হীন কিন্তু আশা করি যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য উপাসকমণ্ডলী লইয়া এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা হয়। তাহার ফল তত্ত্বকৌমুদীতে সাঙ্কেতিক ভাবে বাহির হয়। এক দিকে হটযাগী সম্প্রদায় অন্য দিকে নববিধানীগণ এই কথা বলিতেছেন যে ওরূপ ব্রাহ্মধর্ম্মে জীবের উদ্ধার হইবে না। আমরা কি ইহার মূল আছে বলিয়া মনে করিব? না কাতর প্রাণে পরমেশ্বরকে ডাকিলে সবাই মুক্তি পাইবে এই মূল সত্যকে আশ্রয় করিয়া অটল থাকিব? ক্রমে ক্রমে নানা ভয় আমাদিগকে ত্রস্ত করিতেছে, দয়াময় জানেন যে ইহার পরিণাম কি হইবে। বড় বেলুনে ইহার উত্তর দিলে কৃতার্থ হইব।

( Sd. ) পুণ্যদাপ্রসাদ সরকার

তৎসমকালেই শ্রীযুক্ত বাবু গগণচন্দ্র হোমের লিখিত আর এক পত্র কমিটীর হস্তগত হয়। তাহা এই—

( গগণ বাবুর পত্র। )

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক
মহাশয় সমীপে।

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

মহাশয়, যাঁহারা একসময় ব্রাহ্মসমাজের পবিত্র উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়াছিলেন, যাহাতে তাহা কোনরূপে কলঙ্কিত বা ভ্রম প্রমাদ-পূর্ণ না হয় তজ্জন্য ব্রাহ্মসমাজের তৎকালিক নেতাদিগের সহিত ঘোরতর বাদ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদিগের কাহাকে কাহাকেও তৎপ্রতি উদাসীন বা অনিষ্টজনক আচরণের প্রশ্রয় দিতে দেখিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইতেছি; তাই আজ আপনাকে এই চিঠিখানা কার্য্যনির্ব্বাহক সভার আগামী অধিবেশনে উপস্থিত করিতে অনুরোধ করিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি, আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া বাধিত করিবেন।

ভক্তিভাজন পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথাই বলিতেছেন। কেহ বা "তিনি কাণে মন্ত্র দিতে আরম্ভ করিয়াছেন" বলিতেছেন, কেহবা তাঁহাকে গুরুপূজার অভিযোগে অভিযুক্ত করিতেছেন। আমি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, এবং তাঁহার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে তাঁহাকে ইহার কোন অভিযোগেই অভিযুক্ত করিতে পারি না, কিন্তু তথাপি তাঁহার বিরুদ্ধে কয়েকটী কথা বক্তব্য আছে।

আমি যখন বিগত পূজার বন্ধোপলক্ষে ঢাকা গিয়াছিলাম, তখন একদিন তাঁহার গৃহে অবস্থান করিয়াছিলাম। তখন তথায় যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা একদিকে প্রাণানন্দকর অপরদিকে আশঙ্কাজনক। তাঁহার গৃহে সর্ব্বদা ভগবানের নাম ও গুণানুকীর্ত্তন হইতে থাকে, হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান ভেদ নাই, সকলেই আসিয়া তাহাতে যোগ দেয়;—বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ ও চৈতন্য লীলা বিষয় গান হইতেছে, শাক্তের শক্তি বিষয়ক গীতগান হইতেছে, ব্রহ্ম মহিমাও কীর্ত্তিত হইতেছে। তিনিও সেই সমুদায়ের মধ্যে অচল অটল, সমুদায়ের মধ্য হইতেই তিনি তাঁহার গ্রহণীয় ও প্রয়োজনীয় বিষয় বাছিয়া লইতেছেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, ব্রাহ্মসমাজ গৃহের আঙ্গিনায় প্রচারাশ্রমে বসিয়া এইরূপ পৌত্তলিকতাপূর্ণ ব্রাহ্মসমাজের মতের বিরোধী কোন সংগীত, সঙ্কীর্ত্তন বা আলোচনাদি হওয়া উচিত কি না? তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডীডের বিরোধী কাজ করা হয় কি না? তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ব্যাঘাত জন্মে কি না? আমি ঢাকাস্থ অনেক ব্রাহ্ম যুবকের সঙ্গে এসম্বন্ধে আলাপাদি করিয়া জানিয়াছি, তাঁহারা বিশ্বাস করেন—শুধু বিশ্বাস করেন না, প্রমাণও পাইয়াছেন—যে, তাঁহার এরূপ আচরণদ্বারা ব্রাহ্মসমাজের অনিষ্ট হইতেছে। যুবক সম্প্রদায় আর ব্রাহ্মসমাজে আকৃষ্ট হইতেছে না, তাহারা নাকি বলে, "এই ত তোমাদের ব্রাহ্মসমাজের নেতা গোস্বামী মহাশয়ের গৃহে রাত দিন পৌত্তলিক কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গানাদি হইতেছে, তোমরা কৃষ্ণলীলার যে সকল বিষয় অশ্লীল বল তাহার ছবি পর্য্যন্ত তাঁহার গৃহে টাঙ্গান রহিয়াছে।" বাস্তবিক তাঁহার গৃহে এমন কতকগুলি ছবি আছে, যাহা সুরুচি বিরোধী—অষ্টসখী ঘোড়া, নবনারী-কুঞ্জর ইত্যাদি। অবশ্য তিনি তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যে কোন সঙ্গীত করিতে বা যে কোন গ্রন্থ পড়িতে পারেন, যার তার নিকট যাইতে পারেন, কিন্তু তদ্দ্বারা যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে, তবে প্রচারক থাকিয়া তাঁহার তদ্রূপ আচরণ উচিত কি না? তাঁহার এরূপ ব্যবহার দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখদিগের "কৃষ্ণধর্ম্ম" প্রচারের প্রকারান্তরে সহায়তা হইতেছে কি না? বিশ্বস্ত লোকের মুখে এরূপও শুনিয়াছি, যে সকল কৃতবিদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবক একসময় জাতিভেদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, এরূপ আশা করা গিয়াছিল, যাঁহারা ক্রমে ক্রমে সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন--তাঁহারা তাঁহার এরূপ compromising spirit (মিলমিশের ভাব) দেখিয়া হিন্দুসমাজের দিকে গড়াইতেছেন। কেবল তাহা নহে বাবু———চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহাদের সম্মুখে বাবু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক গোস্বামী মহাশয়ের জনৈক সহচর সেই প্রচারাশ্রমে বসিয়া তাঁহার সমক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী কত মত প্রচার করেন ও ব্রাহ্মসমাজের বিপক্ষে কত কথা উপস্থিত লোকদিগকে উপদেশচ্ছলে বলেন, অথচ গোস্বামী মহাশয় তখন সম্পূর্ণ নির্ব্বাক থাকেন, ব্রাহ্মসমাজে মত সমর্থনার্থ একটী কথাও বলেন না। শুনিয়াছি, এই কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় নাকি কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের একজন সাধক ভক্ত এবং ঢাকাস্থ হরি সভার। ইনি ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে যতদূর সম্ভব কঠোর ভাষায় নিন্দা করিতে ছাড়েন না। আর ইহাঁকে একদিন ভাবে মাতিয়া কোন ব্রাহ্মের মাথায় পর্য্যন্ত কর ঘুরাইয়া আশীর্ব্বাদ করিতেও দেখিয়াছি।

তারপর কাণে মন্ত্র দেওয়ার কথা। প্রকৃত প্রস্তাবে "কাণে মন্ত্র" দেওয়া হয় কি না, জানি না। কিন্তু ইহা জানি, তিনি কাহাকে কাহাকেও এরূপ "করণে" সাধন ভজনের প্রণালীতে দীক্ষিত করেন। এমন কি কেহ কেহ কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে ঢাকা যাইয়া দীক্ষিত হইয়া আসিয়াছেন, যাহা ব্রাহ্ম সাধারণের নিকট অপ্রকাশ রাখা হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ সীমায় বদ্ধ নহে, তাহার মত উদার, যাহা ভাল বোধ করিবে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। যদি তাঁহারা মনে করেন যে তাঁহাদের এই সাধন প্রণালী আধ্যাত্মিকতা লাভের নিমিত্ত একান্ত প্রয়োজনীয় ও অবশ্যাবলম্বনীয়, তবে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত অপরাপর সাধন ভজন প্রণালীর ন্যায়, তাহা প্রকাশ্য ভাবে ও ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে প্রচার করেন না কেন? ব্রাহ্মগণ অপরাপর বিষয়ের ন্যায় ইহাও বিচার পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন। যাহা গোপনীয়, সাধারণে অপ্রকাশ্য, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া গ্রহণ করিতে বিশ্বাস বা প্রবৃত্তি হয় না। বিশেষতঃ যাঁহারা এরূপ সাধন ভজন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অনেককেই ক্রমে ক্রমে কুসংস্কারাপন্ন ও ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী মত প্রচারে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যাইতেছে। তাঁহারা উপাসনা ও উপদেশকালে একরূপ বলেন, কাজের সময় অন্যরূপ করেন। আমরা তাঁহাদের কোন্‌টী সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব? আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায়, ইহাঁরা ব্রাহ্মসমাজকে অস্বাভাবিকতায় ও সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত করিতেছেন—এরূপ গুহ্য রহস্য (mysticism) প্রবর্ত্তিত করিয়া উদার বিশ্বজনীন ধর্ম্মকে সাধারণের অনবলম্বনীয় করিয়া তুলিতেছেন; সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতেছেন। ইহার আভাস ও লক্ষণ এখনই কতকটা পরিলক্ষিত হইতেছে—ইহাঁদের আচার ব্যবহার অনুধাবন করিয়া দেখিলেই ইহা প্রতীয়মান হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেও অজ্ঞাতসারে অপরিস্ফুটরূপে নববিধান সমাজের ন্যায় সাধু মহাত্মাগণ যেন ঈশ্বরের পদে অভিষিক্ত হইতে চলিয়াছেন। কারণ "গোস্বামী মহাশয়ের চরণ মাথায় করিয়া রাখিলেই আমার উপকার হয়" বলিয়া বলিতে পর্য্যন্ত জনৈক কৃতবিদ্য ব্রাহ্মকে শুনা গিয়াছে! কেবল শুনা গিয়াছে তা নয়, এই বিজয় বাবুর চরণ ধুলি নিয়া কত কাণ্ডই হইতেছে। এইত সেদিন কোন্নগরের উৎসব উপলক্ষে———বাবুর বাসগৃহে তাঁহার স্ত্রী গোস্বামী মহাশয়ের চরণ ধূলি নিয়া একটী পাগলা স্ত্রীলোকের বুকে মাথায় মাখিতে লাগিলেন,—বোধ হয় যদি ইহাতে সে সুস্থ হয় বা তাহার ধর্ম্ম জ্ঞান বাড়ে এই বিশ্বাসে! ইহা ভিন্ন তাঁহার এরূপ আচরণের আর কি অর্থ বুঝিব? * * *

কেবল যে কোন্নগরেই গোস্বামী মহাশয়ের চরণ ধূলি লইয়া এরূপ কাণ্ড হইয়াছে, এমন নহে; ঢাকাতে প্রায় প্রতিদিন

দুবেলা এরূপ ব্যাপার হইয়া থাকে। কত কৃতবিদ্য ব্রাহ্মকে পর্য্যন্ত তাঁহার চরণতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে দেখিয়াছি;—অব্রাহ্মের বা অশিক্ষিতের ত কথাই নাই। তাঁহার চৈতন্যাবস্থায় যে তিনি নিজের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য এরূপ চরণ ধূলি কাহাকেও দেন, আমার এরূপ মনে হয় না; কাহারই এরূপ মনে করা উচিত হইবে না। "ব্রাহ্মদিগের অনেকেই হয় ত জানেন, তিনি অনেক সময়েই ধ্যান বা নাম গানে মুহ্যমান থাকেন; তখন তাঁহার "শিষ্য বর্গ" চরণ এবং চরণ ধূলি নিয়া কাড়াকাড়ি করিয়া থাকেন। "শিষ্যবর্গ" এজন্য বলিলাম, যাঁহারা এরূপ মনে করেন তাঁহাদের প্রায় সকলেই তাঁহার নিকট নবপ্রবর্ত্তিত গুহ্য সাধন প্রণালীতে দীক্ষিত হইয়াছেন। বিজয় বাবু অবশ্য চেতনা পাইয়া তাঁহার পা গুটাইয়া লয়েন এবং সময় সময় সঙ্কোচ প্রকাশ ও সকল সময় তাঁহাদিগকে প্রতি নমস্কার করেন। কিন্তু তাঁহাকে তাঁহাদের এরূপ আচরণের বিরুদ্ধে তেমন তীব্র প্রতিবাদ করিতে কেহ কখনও শুনে নাই। আমরা জানি, তাঁহার ভিতরে এমন তেজ আছে, যদি তিনি ইহা একবার প্রতিরোধ করিতে ইচ্ছা করিতেন, তবে কেহ এরূপ করিতে সাহসী হইত না। তিনি স্বয়ং যেরূপ রামকৃষ্ণ পরম হংস প্রভৃতির পদ বক্ষে ধারণ করিয়া বা তাঁহাদের চরণ ধূলি লইয়া নিজকে কৃতার্থ ও উপকৃত মনে করেন, (তাঁহারা বোধ হয় কখন তাঁহার চরণ ধূলি নেন নি) এবং তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের ক্ষতি বোধ করেন না; তদ্রূপ অন্যে যে তাঁহার চরণ বা চরণ ধূলি লইয়া এরূপ করে, তাহাতে তাহাদের উপকার বই অপকার হয় না মনে করেন বলিয়া এবং ব্রাহ্মসমাজের মূলে যে অজ্ঞাতসারে কুঠারাঘাত করা হইতেছে মনে করেন না বলিয়াই ইহার বিরুদ্ধে তেমন কঠোর ভাব অবলম্বন করিতেছেন না। কিন্তু এই বিজয় বাবুকেই আমরা এক সময়ে মুঙ্গেরে পা পূজার আন্দোলনে এবং কুচবিহার বিবাহের পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গৃহে এবম্বিধ কত বিষয়ে কঠোরতম ভাষায় প্রতিবাদ করিতে দেখিয়াছি। * * * *

আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য যাহাতে ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত না হয় এখন হইতে তাহার উপায় অবলম্বন করিবার নিমিত্ত এই ঘটনা গুলি আপনাদের নিকট উপস্থিত করিলাম। আশা করি, আপনারা এসকল বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন। যদি উপযুক্ত বোধ করেন, তবে আমার এই চিঠি খানা আমূল তত্ত্ব-কৌমুদীতে প্রকাশ করিতে দিয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা
১২৯২ ১০ই চৈত্র

অনুগত
(Sd.) শ্রীগগণচন্দ্র হোম

উক্ত উভয় পত্রের একখানি কলিকাতাতে লিখিত আর একখানি মফস্বল হইতে প্রেরিত। পত্রদ্বয়ের মধ্যে যে যে অংশে অপরের কথা ছিল, তাহা মুদ্রিত করা হইল না। পত্রদ্বয় পাঠ করিলেই পাঠকের প্রতীতি হইবে যে গোস্বামী মহাশয়ের মত ও কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া তৎপূর্ব্বেই কলিকাতা ও মফস্বল-উভয়স্থানেই ব্রাহ্মদের মনে আশঙ্কা জন্মিয়াছিল। যে দিবসে বাবু গগণচন্দ্র হোম কমিটীকে পত্র লেখেন, সেই দিবসেই অর্থাৎ ১০ই চৈত্র তারিখে গোস্বামী মহাশয়ও প্রচারক পদত্যাগ করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে প্রথম পত্র লেখেন। *

ঐ পদত্যাগ পত্র প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া গোস্বামী মহাশয়ের সহিত বন্ধুভাবে আলাপ করিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। তদনুসারে তৎপরবর্ত্তী বুধবার সিটী কলেজ ভবনে তাঁহার সহিত তাঁহার মত ও কার্য্যপ্রণালী বিষয়ে যে কথোপকথন হয় সে স্থলে কমিটীর অনেক সভ্য উপস্থিত ছিলেন। সে দিন সকল কথা হইল না। গোস্বামী মহাশয়কে দুই এক দিন অপেক্ষা করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা হইল; কিন্তু বিশেষ কার্য্যানুরোধবশতঃ তিনি বিলম্ব করিতে পারিলেন না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসবের সময় আবার আসিবেন বলিয়া গেলেন। যাইবার সময় তাঁহাকে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। তিনি প্রত্যাহার করিবার জন্য আমাদিগকে অনুমতি দিয়া গেলেন। তদনুসারে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত পত্র প্রত্যাহৃত বলিয়া গণ্য করা হইল।

তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করার পর শ্রীযুক্ত বাবু গগণচন্দ্র হোম ও পুণ্যদাপ্রসাদ সরকারের পত্র কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় উপস্থিত হয়। তখন অনেক বিষয়ের অনুসন্ধান করা ও গোস্বামী মহাশয়ের প্রমুখাৎ শ্রবণ করা আবশ্যক বোধ হইতে লাগিল। ওদিকে মফস্বলে যে যে স্থানে তিনি প্রচারার্থ গমন করিতে লাগিলেন তৎতৎস্থান হইতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ তাঁহার মত ও কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া আশঙ্কিত হইয়া কলিকাতাস্থ বন্ধুদিগকে পত্রাদি লিখিতে লাগিলেন। অনেকে বলিতে লাগিলেন যে গগণ বাবুর পত্র তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়া ত্বরায় তাহার উত্তর আনান কর্ত্তব্য। কিন্তু তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকাতে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কলিকাতায় তাঁহার পুনরাগমন প্রতীক্ষা করা উচিত বোধে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে অন্যান্য স্থান হইতে তাঁহার মত ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আরও অনেক বিষয় গোপনে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যদিগের নিকট আসিতে লাগিল। অবশেষে অনেকের আশঙ্কা ও আপত্তি এত প্রবলভাব ধারণ করিল যে, ১৯শে বৈশাখ কার্য্যনির্ব্বাহক সভার চারি জন সভ্যের স্বাক্ষরিত আর এক পত্র সভার হস্তগত হইল, তাহাতে তাঁহারা এই প্রার্থনা জানাইলেন, যে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা গোস্বামী মহাশয়কে অবিলম্বে কলিকাতায় আসিতে অনুরোধ করুন। তদনুসারে গোস্বামী মহাশয়কে ত্বরায় কলিকাতায় আসিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। ১০ই মে সোমবার তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। ১১ই মে মঙ্গল বার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার তিন জন সভ্য গোপনে বন্ধুভাবে তাঁহার মত ও কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে অনেক কথা অবগত হইবার চেষ্টা করেন। সে দিন অনেক কথা হইয়াছিল, কিন্তু একটী সব-কমিটী নিয়োগ করিয়া তাঁহাদের উপরে রীতিমত অনুসন্ধানের ভার দিলে ভাল হয় এই বিবেচনায় সবকমিটী নিয়োগের প্রস্তাব করাতে গোস্বামী মহাশয় তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করেন। তদনুসারে

১২ই মে বুধবার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে একটী সবকমিটীরূপে নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁহাদের প্রতি গোস্বামী মহাশয়ের বর্ত্তমান মত ও কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইয়া নিজ মত সহ কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার গোচর করিবার ভার দেওয়া হয়।

শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু
" শিবনাথ শাস্ত্রী
" নবদ্বীপচন্দ্র দাস
" কৃষ্ণকুমার মিত্র
" আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক

১৩ই মে বৃহস্পতিবার উক্ত সব কমিটীর একজন সভ্য গোস্বামী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে সায়ংকালে সিটী কলেজ ভবনে সবকমিটীর অধিবেশন করা স্থির করেন। তিনি সরলভাবে সব কমিটীর প্রশ্নের উত্তর দিতে স্বীকৃত হন। তদনুসারে উক্ত দিবস সায়ংকালে সিটী কালেজ ভবনে উক্ত সবকমিটীর অধিবেশন হয়। অধিবেশন স্থলে সমাজের আরও কয়েকজন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। গোস্বামী মহাশয় যথা সময়ে উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু বলিলেন যে তিনি কমিটী সবকমিটী এসকল স্বীকার করেন না, বন্ধুভাবে বাসাতে গিয়া যিনি যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন তাহার উত্তর দিতে প্রস্তুত, কিন্তু কোন কমিটী কি সব কমিটীর কোন প্রশ্নের উত্তর দিবেন না। উক্ত সব কমিটীর সভ্যগণ কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সভা ভঙ্গ করিয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তৎপরে তাঁহারা বন্ধুভাবে গোস্বামী মহাশয়ের প্রমুখাৎ ও অন্যান্য উপায়ে তাঁহার বর্ত্তমান মত ও কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান দ্বারা যাহা কিছু অবগত হইয়াছিলেন সেই সমুদায় এক রিপোর্টে নিবদ্ধ করিয়া আপনাদের অভিপ্রায়সহ কার্য্য নির্ব্বাহক সভার নিকট প্রেরণ করেন।

এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। বৃহস্পতিবারের রাত্রিতে সিটী কলেজ ভবনে সব কমিটীর যে অধিবেশন হয়, তৎপূর্ব্বেই গোস্বামী মহাশয় প্রচারক পদত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন ও পদত্যাগ ঘোষণা করিয়া "ব্রাহ্মবন্ধুদিগের প্রতি নিবেদন" বলিয়া এক নিবেদন পত্র মুদ্রিত করিতে দিয়াছিলেন। উক্ত পত্র মুদ্রিত করিয়া অবিলম্বে সকল সমাজে প্রেরণ করিবার অভিপ্রায় ছিল। "যদি পদত্যাগ করিবার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে পদত্যাগ করুন, ইহা লইয়া একটা বিরোধ উৎপন্ন করা কর্ত্তব্য নয়" এইরূপ বুঝাইয়া বলাতে সে সংকল্প তখন পরিত্যাগ করেন। এতদ্ভিন্ন ঐ বিষয়ে আলবার্টহলে একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। বাহিরের লোকের নিকট এই সকল কথা উপস্থিত করাতে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট নাই বুঝাইয়া বলাতে সে সংকল্পও পরিত্যাগ করেন। তিনি পদত্যাগ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং ঘোষণাপত্র প্রচার করিতেছেন জানিয়াও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলী তাঁহাকে ব্রহ্মোৎসবে উপাসনা করিবার জন্য অনুরোধ করিতে ত্রুটি করেন নাই। গোস্বামী মহাশয় আমাদের অনেকের অনুরোধে অবশেষে আলবার্ট হলের বক্তৃতার সংকল্প ত্যাগ করিয়া কেবল ব্রাহ্মদিগকে একটী সভাতে সমবেত করিয়া তাঁহার মত ও কার্য্য প্রণালী বিষয়ে বক্তৃতা করিতে স্বীকৃত হন। তদনুসারে ১৭ই মে সোমবার সিটীকলেজ ভবনে ব্রাহ্মদিগের এক সভা হয়—সেখানে তিনি আপনার মত ও কার্য্য প্রণালী বিষয়ে অনেক কথা বলেন। সেদিন তিনি যেমন সদ্ভাবের সহিত কথা কহিয়াছিলেন তাঁহার বর্ত্তমান মত ও কার্য্য প্রণালী দেখিয়া যাঁহারা আশঙ্কিত হইয়াছেন, তাঁহারাও নিজের মতের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া তাঁহার প্রতি গভীরশ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করেন নাই। আমরা এতদ্দেশে পরস্পর বিরোধী দুই দলে এমন সদ্ভাবের সহিত কথা কহিতে কখনও দেখিয়াছি কিনা স্মরণ হয় না। সে সভাতে কেহ কেহ তাঁহাকে আরও কিছু দিন অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি তৎপরেও তাঁহার প্রেরিত দ্বিতীয় পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করেন নাই।

১৯ মে বুধবার কার্য্য নির্ব্বাহক সভার যে অধিবেশন হয় তাহাতে গোস্বামী মহাশয়ের প্রেরিত নিম্ন লিখিত পদত্যাগ পত্র উপস্থিত করা হয়।

বিজয় বাবুর দ্বিতীয় পদত্যাগ পত্র।

সত্য স্বরূপ জ্ঞান প্রেম মঙ্গলময় সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরকে দিব্যচক্ষে দর্শন করা যায়, এবং তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য। তাঁহাকে নিয়ত দেখা ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়সমূহের দিব্যাবস্থায় সম্ভোগ করা—এক কথায়, তাঁহাকে লাভ করিয়া নিয়তই তাঁহার সত্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিয়া সমস্ত কর্ম্ম করা ও জীবন যাপন করাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আদর্শ।

(১) এইরূপ ব্রহ্মলাভ কেবল মানুষের নিজের চেষ্টায় বা সাধনে হয় না। সম্পূর্ণ তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া, যথাসাধ্য সাধন ভজন করিলে যথা সময়ে সেই অবস্থা প্রাণে অবতীর্ণ হয়। এই জন্য, তাঁহার চরণেই আমার ধর্ম্মজীবনের সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া, তাঁহারই প্রদর্শিত যোগসাধন পথ অবলম্বনে গত কয়েক বৎসর চলিয়া আসিতেছি। পরমহংস বাবাজীর উপদেশানুসারে যোগপিপাসু ব্যক্তিগণের মঙ্গলার্থে উক্ত সাধনপথ তাঁহাদিগকে উপদেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। (২) এই সাধনে বাহিরের কিছুরই সহিত সংস্রব নাই, ইহা সম্পূর্ণ আভ্যন্তরিক আধ্যাত্মিক বস্তু। তবে কিছুদিনের জন্য ভূতশুদ্ধি করণোদ্দেশে অনেককে প্রাণায়াম করিতে হয় কিন্তু উহা আমাদের সাধন নহে। (৩) এই জন্য সাধক-মণ্ডলীর বহির্ভূত লোক দিগের সম্মুখে আমরা সাধন করি না। তাঁহারা ইহার ভিতরের তত্ত্বকথা কিছুই বুঝিবেন না, কেবল বাহিরের প্রাণায়াম টুকু দেখিয়া সাধনের প্রতি অশ্রদ্ধা হইলে তাঁহাদেরই আধ্যাত্মিক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কোনরূপ অহঙ্কার বা অন্য পাপাচার পাপ চিন্তা, পাপ কল্পনা পর্য্যন্ত দ্বারাও এ সাধনের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে। (৪) আমরা কোন সম্প্রদায় বিশেষ মানি না।—হিন্দু পৌত্তলিক, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, খ্রীষ্টান মুসলমান, এবং ব্রাহ্ম সমাজের লোক, যে কেহ আন্তরিক ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থী হন তিনিই সাধন পাইতে পারেন;—

এবং সাধনা করিতে থাকিলে তাঁহার সমস্ত ভ্রম অজ্ঞানতা, পাপ নীচতা ও কুসংস্কার ব্রহ্মকৃপায় দূর হইয়া তিনি পবিত্র হইবেন। (৫) ইহাতে গুরুবাদের লেশমাত্র নাই। ঈশ্বর স্বয়ংই ইহার গুরু আর সকলেই উপদেষ্টা ও তন্নিযুক্ত পথপ্রদর্শকমাত্র। যেমন তিনি বৃক্ষলতা, গ্রহ উপগ্রহ ও পর্ব্বত প্রভৃতি উপায় দ্বারা নানা ভাবে শিক্ষা দেন, তদ্রূপ মনুষ্যরূপ উপায়ের দ্বারাও ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া থাকেন। এই জন্য আমরা সমস্ত পদার্থকেও মনুষ্যকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি। প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যেই এই যোগশক্তি বর্ত্তমান আছে। এই শক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য একজন জাগ্রত শক্তিশালী মনুষ্যের সাহায্য আবশ্যক। এবং তদ্ভিন্নও নিতান্ত ব্যাকুলতা থাকিলেও অন্যান্য অবস্থা ঠিক অনুকূল হইলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবানের শক্তি ও লাভ করিতে পারেন, কিন্তু সেরূপ অবস্থা অতীব বিরল। সুতরাং মনুষ্যের সাহায্যের নিতান্ত আবশ্যকতা আছে। যেমন চক্ষের দৃষ্টিশক্তি ভগবান্ দিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে যদি কোন কুটা পড়ে তাহা অন্যের দ্বারা না উঠাইলে চলে না। (৬) পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের ন্যায় ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগকেও প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা করা ধর্ম্মসঙ্গত। পদধূলি লওয়ার সম্বন্ধে আমাদের কোন নিষেধ নাই। আত্মার যেরূপ অবস্থায় পদধূলি গ্রহণের ইচ্ছা হয়, সেই বিনীত অবস্থা অতি সুন্দর ও উপকারী। এইজন্য অন্যের উপকার হইতেছে দেখিলে আমার পদধূলি লইতে বাধা দিই না। আমিও সকলের পদধূলি গ্রহণ করিয়া থাকি। আমাকে যিনি যখনই প্রণাম করেন, তখনই আমি সেই প্রণাম সেই বিশ্বগুরুর প্রাপ্য এই অর্থে "জয় গুরু জয়গুরু" শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকি। একটী প্রণামও স্বয়ং গ্রহণ করি না। (৭) আমরা অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজন উচিত মনে করি না। তাহাতে নানা শারীরিক ব্যাধি সংক্রামিত হইতে পারে, এতদ্ভিন্ন তাহাতে আধ্যাত্মিক অবনতি হয় একথাও সাধু মহাত্মারা পুনঃ পুনঃ বলিয়া থাকেন এবং তাহা পরীক্ষিতও হইয়াছে। তবে পিতা মাতা গুরুজন যখন আদর করিয়া কিছু দেন, তাহা এবং যখন কোন শ্রদ্ধেয় ধর্ম্মাত্মার ভুক্তাবশেষকে প্রসাদ বলিয়া মনে হয় তাহা, আহার করিলে হানি নাই, বরং উপকারই হইয়া থাকে। এজন্য সকল সম্প্রদায়ের ধার্ম্মিক লোকের প্রসাদ ভোজন উচিত মনে হইলে করিয়া থাকি। (৮) দেবতার মন্দিরে কালী দুর্গা, বা অন্য প্রতিমার সম্মুখেই যদি আমার ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হয়, তবে সেইখানেই আমি আত্মহারা হইয়া যাই, ও আমার ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিয়া ও হয়ত সেইখানে গড়াগড়ি দিয়া চরিতার্থ হই। আমার ঈশ্বরসর্ব্বব্যাপী, সুতরাং আমি যেখানেই তাঁহার দর্শন পাই সেইখানেই মুগ্ধ হই, স্থানের বিচার থাকে না। (৯) কালী দুর্গা সকল নামেই ভক্ত ভগবানকে ডাকিতে পারেন, তাহাতে কোন দোষ দেখি না। এজন্য আমার যখন যে নামে প্রাণে আরাম হয়, তখন তাই বলিয়াই ডাকিয়া থাকি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার সময়ে কোথাও এই সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ করাও উপযুক্ত মনে করি না। (১০) রাধা কৃষ্ণের ভাবের মত ধর্ম্ম ও যোগপথের সহায় অন্য কোন ভাব নাই মনে করি। রাধা ভক্ত, কৃষ্ণ উপাস্য দেবতা পরমেশ্বর। এজন্য সর্ব্বপ্রবন্ধে আমি ঐ ভাব সাধনের চেষ্টা করি ও যাঁহারা ঐ আধ্যাত্মিক ভাবে উপকার পান তাঁহাদিগকে লইয়া একত্রে রাধা কৃষ্ণের গান করিয়া থাকি। তবে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার সময়ে কখন ঐ নাম গ্রহণ করি নাই এবং বর্ত্তমান সময়ে ঐরূপ করা উচিতও মনে করি না।

এই আমাদের যোগসাধন প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বাহিরের কথা। ভিতরের কথা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এই সকল বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক সভ্যের সহিত আমার মতভেদ লক্ষিত হইতেছে। যাহা সত্য বুঝিব তাহাই অবনত মস্তকে অনুসরণ করিব এই জন্য, এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক সভ্য আমার এই প্রকার কার্য্যের দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাস প্রচারের হানি হইতে পারে আশঙ্কা করেন বলিয়া, আমি উক্ত সমাজের সহিত সমস্ত বাহ্যিক সংস্রব পরিত্যাগ করিলাম। আন্তরিক যোগ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিল। কেবল প্রচারক পদ প্রভৃতি সমস্ত সামাজিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলাম। এখন অবধি ধর্ম্মপ্রচারের সমস্ত কার্য্য আমার নিজের দায়িত্বে করিতে থাকিব। আমার একটী কথাও এখন অবধি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কথা বলিয়া পরিগণিত না হউক।

আমি মনে করি যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম, এবং সমস্ত মানবমণ্ডলীর মধ্যেই এই সত্য লাভ করা যায়। এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মকে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করি। পরমেশ্বর এক তাঁহার ধর্ম্মও এক। মনুষ্যের ভ্রমপ্রমাদ ও রুচি অনুসারে নানাপ্রকার দল ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকৃত ধর্ম্মে দল বা সম্প্রদায় নাই। আমি সেই সার সত্য অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিতেছি এবং করিব। আমি সমস্ত মনুষ্য সমাজের দাসানুদাস, কিন্তু কোনও দল বা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহি। দয়াময় প্রভু আশীর্ব্বাদ করুন এই সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্ম চিরদিন প্রচার করিতে পারি।

| কলিকাতা | নিবেদক |
|---|---|
| সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারাশ্রম। | শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। |
| ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩ সন। ১৮০৮ শক। | |

বিষয়টি অতি গুরুতর অতএব তৎপর দিন আবার ঐ বিষয় বিচারিত হইবে বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। তদনুসারে ২০মে বৃহস্পতিবার গোস্বামী মহাশয়ের পত্র ও সব কমিটীর রিপোর্ট উক্ত উভয় পত্র বিচারার্থ গৃহীত হয়। সে দিন কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য ভিন্ন আরও অনেককে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার বিচারস্থলে উপস্থিত থাকিবার জন্য ও স্বীয় স্বীয় মত প্রকাশের দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করা হয়। অনেকে সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। সব কমিটীর রিপোর্ট নিম্নে প্রকাশিত হইল।

( সব কমিটীর রিপোর্ট। )

জগদীশ্বরের কৃপা ভরসা।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নিদেশানুসারে আমরা প্রচারক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের বর্ত্তমান মত ও কার্য্য-

প্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান দ্বারা যাহা অবগত হইতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

আমরা প্রথমে স্থির করি যে এতৎ সম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয়কে সাক্ষাৎ ভাবে প্রশ্ন করিয়া তাঁহার প্রমুখাৎ সমুদয় অবগত হইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তদনুসারে আমাদের মধ্যে একজন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে আমাদের একটী অধিবেশনে উপস্থিত হইবার জন্ত অনুরোধ করেন। গোস্বামী মহাশয় সে অনুরোধ রক্ষা করিয়া বিগত ১৩ই মে বৃহস্পতিবার, সায়ংকালে আমাদের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে সম্মত হন। তদনুসারে উক্ত দিবস, সায়ংকালে সিটী স্কুল ভবনে এই সবকমিটীর অধিবেশন হয়। গোস্বামী মহাশয় যথাসময়ে উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু সবকমিটীর কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে স্বীকৃত হইলেন না। বলিলেন, যদি কাহারও কোন বিষয় জানিবার ইচ্ছা হয়, তিনি তাঁহার বাসাতে গিয়া জানিতে পারেন। তিনি কোন কমিটীর কোন উত্তর দিবেন না। আমরা যে এতৎবিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সভা হইতে ভারপ্রাপ্ত হইয়াছি তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলা হইল, কিন্তু কোন ক্রমেই সবকমিটীর কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে সম্মত হইলেন না, সুতরাং আমরা বাধ্য হইয়া উক্ত দিবসের সভা ভঙ্গ করিয়া ও বিফল প্রযত্ন হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সবকমিটী সম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয়ের এইরূপ ব্যবহার নানা কারণে অতীব দুঃখের বিষয়। আমরা অন্যান্য উপায়ে এবং গোস্বামী মহাশয়ের নিকট হইতে বন্ধুভাবে যাহা অবগত হইতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

১। এক প্রকার নূতন সাধন প্রণালী প্রবর্ত্তন।—এই সাধন পথাবলম্বীগণ গোপনে সাধন করিয়া থাকেন ও সেই ক্ষেত্রে বাহিরের কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেন না; এবং জিজ্ঞাসা করিলেও তাহার গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিতে চাহেন না; প্রকাশ করিতে নিষেধ আছে; সুতরাং তাহার প্রকৃত ভাব কি তাহা সাধারণের পক্ষে নিরূপণ ও নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। আমাদের মধ্যে কয়েকজন গোপনে গোস্বামী মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়া যাহা জানিয়াছেন তাহাতে এইমাত্র জানা গিয়াছে যে ঐ সাধন-প্রণালীতে তিনটী বিষয় আছে। (১ম) জপ করিবার নিমিত্ত একটী নাম দেওয়া হয়। (২য়) এক প্রকার প্রাণায়াম বা শ্বাস প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া সাধন করিতে হয়। আমাদের মধ্যে কয়েকজন সভ্য গোস্বামী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছেন যে এই শ্বাস প্রক্রিয়া কর্ত্তাভজাদিগের প্রণালীর অনুরূপ। গোস্বামী মহাশয় ইহাকে সাধনের প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করেন না। কেবল ভূতশুদ্ধির জন্ত কিছু দিন আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি বলিয়াছেন যে ৭০।৮০ জন সাধকের মধ্যে তিন কি চারি জনের পক্ষে ইহা আবশ্যক হয় নাই। অন্ত সকলের পক্ষে এই প্রণালী গ্রহণ তিনি আবশ্যক মনে করিয়াছেন। (৩য়) এতদ্ভিন্ন আর এক কি অলৌকিক শক্তির সঞ্চার করা হয়, তাহার প্রকার ও প্রণালী এই সাধনে বহির্ভূত ব্যক্তিদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে এই প্রণালী একটী পাঠক বর্গের [illegible] ও অজ্ঞ এবং পৌত্তলিক কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তিদিগকেও দেওয়া হইয়াছে।

এই সাধন প্রণালীর যাহা যাহা আমাদের চক্ষে আপত্তিজনক বলিয়া বোধ হইতেছে তাহা এই। যদি ইহা মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির একটী প্রকৃষ্ট উপায় হয়, যদি ইহাতে স্বাভাবিক মানবের অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যায় ও ঈশ্বর লাভের একটী সুন্দর পথ উন্মুক্ত হয়, তবে ইহাকে গোপনে দেওয়া হয় কেন, এবং গোপনে সাধন করা হয় কেন? ঈশ্বরের মুক্তির পথ পাপী তাপী, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ সকলেরই নিকট প্রসারিত; যাহার ইচ্ছা অবলম্বন কর। এই উদারভাবে এতদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এ প্রণালী তাহার বিরুদ্ধভাবাপন্ন। আমাদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কয়েকজনের নিকট গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন যে গোপন করিবার কারণ এই যে যাঁহারা ঐ সাধনের গূঢ় তত্ত্ব জানে না, তাঁহারা সাধনক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিলে কেবল কতকগুলি বাহ্যিক প্রক্রিয়া দেখিয়া সেই গুলিকেই উক্ত সাধন প্রণালীর গূঢ় তত্ত্ব বলিয়া ভ্রমে করিতে পারেন, এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদেরই অপকার হইবার সম্ভাবনা। লোককে এই ভ্রম ও অপকার হইতে বাঁচাইবার জন্ত গোপনে সাধনের প্রয়োজনীয়তা। এই যুক্তি অনুসারে বলিতে পারা যায় যে ব্রাহ্মগণ যখন নেত্র মুদিত করিয়া অন্তরে ব্রহ্মের আবির্ভাব অনুভব করেন, তখন অজ্ঞ ব্যক্তিগণ দেখিলে ভাবিতে পারে, যে চক্ষু মুদিয়া অন্ধকার দেখাই বুঝি ব্রাহ্মধর্ম্ম: অতএব ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাদি দ্বার-রুদ্ধ করিয়া কেবল ব্রাহ্মদিগের নিকটেই করা কর্ত্তব্য। একদিকে যেমন একটী গোপন দল সৃষ্ট করার কোন প্রবল যুক্তি দেখা যাইতেছে না, অপরদিকে ইহা হইতে গুরুতর অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে বিভিন্ন সাধনাবলম্বী একটী গুপ্ত দল সৃষ্টি হইলে ভ্রাতৃভাব বন্ধনের বড় ব্যাঘাত হইবে। মানবের স্বভাব এই, যে আমাকে লুকাইয়া কাজ করে, তাহার প্রতি আমার পূর্ণ নির্ভর ও বিশ্বাস হয় না, বরং বিরোধের ভাব উৎপন্ন হয়। এই সাধন পথাবলম্বীগণ আপনাদের অবলম্বিত প্রণালীকে ব্রাহ্ম সমাজের প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান ও ঘোষণা করিবেন, অথচ জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধায়ীদিগকে সাধনক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দিবেন না। ইহাতে দুই দলে সর্ব্বদা বিরোধ ও সংঘর্ষণ চলিবে। কয়েক বৎসর হইতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কেহ কেহ ইহার অনুরূপ সাধন প্রণালী অবলম্বন করিয়া সাধন করিয়া আসিতেছেন। আমরা কয়েক বৎসর লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে সর্ব্বদাই এইরূপ সংঘর্ষণ উপস্থিত হইতেছে। একে ব্রাহ্মগণ অতি অল্পসংখ্যক, কোথায় তাঁহারা এক হৃদয় ও এক প্রাণ হইয়া কায়মন প্রাণে ধর্ম্ম সাধনে এবং ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইবেন, না তাঁহাদের মধ্যেই অনেক পরিমাণে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিরোধী দুই দল উৎপন্ন হইয়া সংঘর্ষণে সংঘর্ষণে তাঁহাদের বল শক্তি পর্য্যবসিত হইতে থাকিবে। ইহা অপেক্ষা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে অধিক অকল্যাণকর বিষয় কি হইতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ আমাদের প্রস্তাব এই, কখন একটী গুপ্ত দল সৃষ্ট

হয় এবং বাহির হইতে তাঁহাদের প্রতি সর্ব্বদা আক্রমণ চলিতে থাকে, তখন ঐ প্রথমোক্ত দল, একটী সংকীর্ণ অনুদার ও সাম্প্রদায়িক দল হইয়া পড়ে, অতএব ইহাতে এই সাধন পথাবলম্বীদিগকে সঙ্কীর্ণতাতে ও সাম্প্রদায়িকতাতে নিক্ষেপ করিবে। ইতিমধ্যেই ইহার লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইতেছে। যে স্থলে সদ্ভাব ভালবাসা, শ্রদ্ধা প্রভৃতি অগ্রে ছিল, এই সাধন পথ অবলম্বন করার পর, তাহার অনেক স্থলে সেই সকল ভাবের ব্যাঘাত দৃষ্ট হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ আমাদের আরও বোধ হয় যে গোস্বামী মহাশয় যে প্রণালীতে সাধন দিতেছেন তাহা বহুল প্রচার হইলে ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত আরাধনা, প্রার্থনা প্রভৃতি তিষ্টিতে পারিবে না। ইতিমধ্যেই দেখা যাইতেছে যে যখন মন্দিরে উপাসনাদি হইতেছে, এমন কি সামাজিক উৎসবাদি চলিতেছে, তখন এই পথাবলম্বী অনেকে অতি নিকটে থাকিয়াও তথায় অনুপস্থিত হইয়া স্থানান্তরে এই সাধনে নিযুক্ত হইতেছেন। ব্রাহ্মসমাজ যাহা করিতেছেন বা বলিতেছেন তাহার প্রতি যথেষ্ট অনাস্থা প্রদর্শিত হইতেছে।

চতুর্থতঃ—এই সাধন পথাবলম্বীগণের চিত্তে আধ্যাত্মিক অহঙ্কার জন্মিবার বিশেষ সম্ভাবনা। এইরূপ একটী গুপ্ত দল হওয়াতে তদন্তর্গত একটী বালকও মনে করিবে যে সে একটী শ্রেষ্ঠ সাধক দলের লোক, এবং তাহার সহিত তুলনায় এই সাধকদলের বহির্ভূত ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ ব্যক্তিরাও হীন। এইরূপ আধ্যাত্মিক অহঙ্কার হইতেই সম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি হয়।

পঞ্চমতঃ—এই সাধন প্রণালী দিবার সময় মত ও অনুষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি রাখা হইতেছে না। একটী পাঁচ বৎসরের বালক পর্য্যন্তও লইতেছে, এবং পৌত্তলিকগণ পৌত্তলিকতা রক্ষা করিয়াও লইতেছে। এরূপ আশা করা হইতেছে যে সাধন করিতে করিতে তাহাদের ভ্রম কাটিয়া যাইবে। আমরা জানি এরূপ লোক অনেক আছেন, যাঁহারা কার্য্যতঃ পৌত্তলিকতাচরণ করিয়াও ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত ব্রহ্মোপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রতিনিয়ত তাঁহাদের দুর্ব্বলতা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে, তাঁহারা নিজেও আপনাদিগকে দুর্ব্বল বলিয়া অনুভব করিতেছেন, এবং মত ও অনুষ্ঠান বিষয়ে অগ্রসর না হইলে তিনি সমাজের কোন গুরুতর কার্য্য ভার প্রাপ্ত হইতে পারিতেছেন না। এই সকল কারণে ব্রাহ্মসমাজ ভ্রম বর্জ্জন ও অনুষ্ঠান বিষয়ে অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু এই সাধন প্রণালী যাহাকে তাহাকে দেওয়াতে এই হইবে যে মতের ও অনুষ্ঠানের বিশুদ্ধতার দিকে লোকের আর তীব্র দৃষ্টি থাকিবে না। অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ পিছাইয়া পড়িবে এবং ব্রাহ্মসমাজের মহৎ লক্ষ্য সিদ্ধ হওয়ার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মিবে। ইতি মধ্যেই এই অনিষ্টের সূচনা লক্ষিত হইতেছে।

ষষ্ঠতঃ—এদেশের লোক ভাবুকতা-প্রবণ ভাবের চরিতার্থতা হইলেই তাহারা চরিতার্থ হয়, এবং এদেশের সাধকগণ ভাবের চরিতার্থতাকেই ধর্ম্মের চরমাবস্থা বলিয়া মনে করেন। ভাবের গাঢ়তা ও সরসভাব রক্ষা করিয়া জ্ঞান ও কার্য্যের ভাবকে দেশমধ্যে আনয়ন করা ব্রাহ্মসমাজের একটী প্রধান লক্ষ্য। গোস্বামী মহাশয়ের প্রদর্শিত পথাবলম্বী সাধকগণের মধ্যেও ভাব-প্রবণতার লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইতেছে। এই ভাব অবাধে বিকশিত হইলে, ইঁহারা জ্ঞান ও কার্য্যকে নিকৃষ্ট ও হীন বলিয়া প্রচার করিবেন, এইরূপ আশঙ্কা করা যায় এবং তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শের হীনতা হইবে।

সপ্তমতঃ—এই সাধন পথাবলম্বীদিগকে চিন্তাহীনও গুরুমুখাপেক্ষী করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এমন কি কোন কোন স্থলে দীক্ষা গ্রহণের সময় কেহ স্বাধীনভাবে তর্ক উপস্থিত করিলে উপস্থিত শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন। (পরিশিষ্টে "গ" দেখ)

২। উচ্ছিষ্ট ভোজন নিষেধ। এই সাধন পথাবলম্বীদিগকে কতকগুলি নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়, তাহার মধ্যে একটী প্রধান নিয়ম এই যে তাঁহারা কাহারও উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে পারিবেন না। উচ্ছিষ্ট গ্রহণের অর্থ কেবল এই মাত্র নয়, এক জন অপরের অর্দ্ধভুক্ত বা ভুক্তাবশিষ্ট কোন দ্রব্য আহার করিবেন না। একটী পাত্রে কতকগুলি খাদ্য দ্রব্য আছে তাহার একপার্শ্ব হইতে একজন বন্ধু তুলিয়া আহার করিতেছেন, অপর পার্শ্ব হইতে অপর একজন আহার করিতেছেন ইহাতেও উচ্ছিষ্ট গ্রহণ হয়। কিম্বা আহার কালে একজনের ভোজন পাত্র কি হস্ত হইতে একটী অন্ন যদি দৈবাৎ অপর একজনের ভোজন দ্রব্যে পড়ে, তাহা হইলেও উচ্ছিষ্ট গ্রহণ হয়। উচ্ছিষ্ট গ্রহণের প্রতি ইহাঁদের কঠিন শাসন। গোস্বামী মহাশয়ের দীক্ষিত সাধক দলের একজন শ্রীযুক্ত বাবু———ঘোষ আমাদের মধ্যে একজনের নিকট বলিয়াছেন, যে তিনি তাঁহার একটি এই সাধন বিহীন বন্ধুর সহিত এক পাতে আহার করিয়াছিলেন তাহাতে গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে ইহাতে তাঁহার সাধনে উন্নতি লাভের ব্যাঘাত হইবে। গোস্বামী মহাশয় আমাদের কয়েকজনের নিকট বলিয়াছেন, যে তিনি নিজে অজ্ঞাতসারে এক ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করাতে তাঁহার বমন হইয়াছিল ও মুখ দিয়া রক্ত উঠিয়াছিল। উচ্ছিষ্টের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি? এই প্রশ্ন করাতে আমাদের কয়েজনের নিকট গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন যে এই নিয়ম কেবল শরীরকে সুস্থ রাখিবার জন্য এবং শরীর সুস্থ থাকিলে সাধনের অনুকূলতা হয়। উচ্ছিষ্ট গ্রহণ দ্বারা অনেক সংক্রামিক রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। এই মাত্র যদি যুক্তি হয় তবেত ইহার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কথা বলিয়া দিতে হয়। কাহারও পরা কাপড় পরিবে না, কাহারও সহিত এক শয্যায় শয়ন করিবে না, কাহারও গামছায় গা মুছিবে না, অথবা প্রাতে এক [illegible] করিয়া ভ্রমণ করিবে, আধ ঘণ্টা মুগুর ভাঁজিবে ইত্যাদি। এসকলও ত স্বাস্থ্য রক্ষার অনুকূল নিয়ম। আর উচ্ছিষ্ট গ্রহণে কি এতই বিপদাশঙ্কা? এ নিয়ম অবলম্বনের পূর্ব্বে শত শত লোককে কোন না কোন প্রকারে উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে দেখা গিয়াছে

এত হুকাতে গ্রামের অর্দ্ধেক লোক প্রতিদিন তামাকু সেবা করিতেছে, পাড়ায় অর্দ্ধেক লোক শিশুটীর মুখে চুম্বন করিতেছে, প্রতিদিন শত শত লোক প্রণয় ও বন্ধুতার স্থলে এক পাত্র হইতে পান ভোজন করিতেছে, কই তন্নিবন্ধন কোন পীড়ার সঞ্চারের কথা ত শুনিতে পাওয়া যায় নাই। চিকিৎসকেরাও কখনও এরূপ কিছু নির্দ্ধারণ করেন নাই। আর যদিইবা কোন বিশেষ কারণ প্রযুক্ত হাজার স্থলের মধ্যে একটী স্থলে স্বাস্থ্য ভঙ্গ দৃষ্টও হয় তাহা হইলেই কি প্রেম ও আত্মীয়তার বিরোধী এরূপ একটী সাধারণ নিয়ম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য? যেখানে প্রেম আছে সেখানে লোক দিয়া ও খাওয়াইয়া সুখী হয়। যে খাইতেছে সে মুখের গ্রাসটী বন্ধুর মুখে তুলিয়া দিয়া সুখী হয়। তাহাকে খাওয়াইয়া যে সুখ হয় নিজে আহার করিয়া সে সুখ হয় না। আমরা এজীবনে বহু বার এরূপ বন্ধুবান্ধবকে খাওয়াইয়াছি, এক পাত্র হইতে আহার করিয়া কোন প্রকার শারীরিক অসুস্থতা লক্ষ্য করি নাই, প্রত্যুত যথেষ্ট আধ্যাত্মিক কল্যাণ হইয়াছে; প্রেম চরিতার্থ হইয়াছে, হৃদয়ে অপূর্ব্ব সুখ হইয়াছে, ভ্রাতৃভাব বাড়িয়াছে; প্রাণ সরস হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সামান্য যুক্তিতে এরূপ ভ্রাতৃভাব বিরোধী ও সংকীর্ণতার পোষক একটী নিয়ম অবলম্বন করা ঘোর ভ্রমের কার্য্য। গোস্বামী মহাশয় তৎপরে বলিয়াছেন যে অনেক সাধু মহাত্মাগণ বলিয়া গিয়াছেন, যে উচ্ছিষ্ট গ্রহণে আধ্যাত্মিক উন্নতিরও বিঘ্ন করে এবং ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কিরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে জানি না; কিন্তু আমাদের সহজ বিচারে এই বোধ হয়, যে এক জনের ভোজন পাত্র বা হস্ত হইতে একটী অন্ন ঠিক্‌রাইয়া অন্যের ভোজন পাত্রে পড়িলে যদি আধ্যাত্মিক উন্নতি নষ্ট হয়, তবে সে উন্নতি কি তাহা বুঝি না। আধ্যাত্মিক উন্নতির অর্থ ঈশ্বর ও মানবের প্রতি প্রেমের বৃদ্ধি এবং দয়া, ন্যায়-পরতা, উদারতা, প্রভৃতির উন্নতি। এতদিনের পর ব্রাহ্মসমাজে কি এই শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হইল যে এক ভোজনপাত্র হইতে অপর ভোজন পাত্রে একটী অন্ন পড়া না পড়ার উপর এই সকলের অবনতিও উন্নতি নির্ভর করে। এই শুচিবায়ুর দিকে মন একবার ঝুঁকিলে, দিন দিন এইরূপ বিচারের বৃদ্ধি হইবে, অবশেষে এক কাঠের মেজের উপরস্থ এক পাত্র হইতে একজন আহার করিলে, সেই মেজের উপরিস্থ অপর পাত্র হইতে আর একজন আহার করিতে পারিবে না। ক্রমে প্রকারান্তরে জাতিভেদের ন্যায় প্রেমবিরোধী ও সংকীর্ণ ভাব সকল সমাজমধ্যে প্রবিষ্ট হইবে।

ইতিমধ্যে এমন সকল ঘটনা দেখা যাইতেছে যাহা অতীব শোচনীয়। একটী বালক বরাবর তাহার ছোট ছোট ভাই ভগিনী গুলির সহিত একপাত্র হইতে আহার করিয়া আসিয়াছে। তাহারা সকল ভাই বোনে আনন্দ করিয়া একপাত্র হইতে আহার করিত, মাতা দেখিয়া কত সুখী হইতেন। তৎপরে সেই বালক গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষিত হইয়া তাহার ভাই ভগিনীগুলিকে আর তাহার সহিত এক পাত্র হইতে আহার করিতে দেয় না। জিজ্ঞাস্য এই, উচ্ছিষ্ট ভোজনে যদি স্বাস্থ্যভঙ্গের এতই আশঙ্কা তবে তাহার স্বাস্থ্য এত দিন ভঙ্গ হয় নাই কেন? এবং এখনই কি যত ভয় উপস্থিত? আর আধ্যাত্মিক উন্নতিই যদি বলেন, কোন অবস্থাটী তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির অনুকূল? সে প্রেমের সহিত নিজের মুখের গ্রাস তাহার একটি ছোট ভাই বা ভগিনীর মুখে তুলিয়া দিতেছে, ইহাতে তাহার হৃদয় মনের অধিক উন্নতি? কি ছোট ভাইটী তাহার পাত্র হইতে কিছু তুলিয়া খাইতে যাইতেছে অমনি তাহার হাতখানি ধরিয়া তাহাকে অবরোধ করিতেছে ইহাতে হৃদয়ের অধিক উন্নতি? আমরা যত দিক দিয়া বিচার করিয়াছি তাহাতে এই নিয়মটীকে নিতান্ত ভ্রান্ত ও মহৎ অনর্থের হেতু বলিয়া মনে হয়।

৩। এই সাধন পথাবলম্বীর প্রতি আর একটী আদেশ এই যে তিনি মৎস্য খাইলেও খাইতে পারেন কিন্তু মাংস আহার করিতে পারিবেন না। এদেশের বৈষ্ণবগণের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে যে তাঁহারা মৎস্য আহার করিয়া থাকেন কিন্তু মাংসের প্রতি তাঁহাদের ঘোরতর বিদ্বেষ। গোস্বামী মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত মত এই বৈষ্ণব প্রথার অনুকরণ কি না জানি না। শারীরিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মৎস্য ও মাংসের কার্য্য কারিতা বিষয়ে কিছু তারতম্য আছে কি না বলিতে পারি না। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন মৎস্য অপেক্ষা মাংসে শরীরের অধিক উত্তেজনা হয়। মৎস্য মাংস আহার সম্বন্ধে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। আমাদের মধ্যে অনেকে নিরামিষাশী আছেন। যাঁহারা আধ্যাত্মিক কারণে আমিষ বর্জ্জন করিয়া থাকেন তাঁহারা মৎস্য ও মাংস উভয় বর্জ্জন করেন, কিন্তু মৎস্য আহার করিতে পারা যায় অথচ মাংস বর্জ্জনীয়, এই মত কত দূর যুক্তিযুক্ত তাহা বুঝিতে পারি না।

৪। গুরুবাদ—। গোস্বামী মহাশয়ের প্রমুখাৎ আমাদের পূর্ব্বোক্ত কয়েকজন সভ্য শ্রবণ করিয়াছেন যে তাঁহার মতে মানুষ গুরু নাই গুরু এক মাত্র পরমেশ্বর। কিন্তু সাক্ষাৎ ভাবে গুরু বাদ অবলম্বিত না হইলেও তাঁহার দীক্ষিত দলের মধ্যে প্রকারান্তরে গুরুবাদ প্রচার হইতেছে। বামাবোধিনী নামক মাসিক পত্রিকাতে আশাবতীর উপাখ্যান নামে একটী উপাখ্যান প্রকাশিত হইয়াছে আমরা অবগত হইয়াছি যে তাহা গোস্বামী মহাশয়ের লিখিত। তাহাতে তিনি কথোপকথনচ্ছলে নিম্নলিখিত ভাবে গুরুবাদের সমর্থন করিয়াছেন:—

"আশাবতী। পিতঃ! গুরু না পাইলে কি ধর্ম্মলাভ করা যায় না।

যোগী। না, মা! গুরু না পাইলে ধর্ম্মলাভ হয় না। ক খ শিখিতে গুরুর প্রয়োজন; অঙ্ক, ভূগোল, জ্যোতিষ, শিখিতে গুরুর প্রয়োজন; কৃষি, বা বাণিজ্য শিখিতে গুরুর প্রয়োজন; রন্ধন প্রভৃতি গৃহকার্য্য শিখিতে গুরুর প্রয়োজন; কেবল ধর্ম্ম শিখিতে গুরুর প্রয়োজন নাই, ইহার পর আশ্চর্য্যের কথা আর নাই। * * * *

আশাবতী। নিজে নিজে ঈশ্বরের নাম লইলে কি ধর্ম্ম হয় না?

যোগী। হবে না কেন? পুষ্করিণী কাটিয়া জলপান করার মত। পিপাসায় প্রাণ যায়, নিকটে পুষ্করিণী, তাহাতে জলপান

না করিয়া পুষ্করিণী খনন করিয়া জলপান করিলে যেরূপ সুবুদ্ধির কার্য্য হয় তদ্রূপ। বিশেষতঃ ঈশ্বরের নাম অক্ষর নহে, স্বয়ং ঈশ্বরই নাম। তিনি শক্তি, নামও শক্তি! আমি যে নাম করি, তাহাতে যদি শক্তি না থাকে, নামস্পর্শমাত্র যদি প্রেমভক্তি পবিত্রতা প্রাণে ভোগ না করে, তবে তাহা ঈশ্বরের নাম নহে, কয়েকটী অক্ষর। এবিষয়ে একটী পৌরাণিক আখ্যায়িকা বলি শ্রবণ কর। এক ব্রাহ্মণ বেদব্যাসের নিকট উপস্থিত হইয়া অনেক স্তবস্তুতি করিলেন। ব্যাস বলিলেন, হে বিপ্র! তুমি কি জন্য আমার নিকট দৈন্য প্রকাশ করিতেছ, আমি তোমার কি উপকার করিব? ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে পরাশরের পুত্র! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, আমি তোমার শরণাগত, আমার উপকার কর। আমাকে এমন কিছু শিখাইয়া দাও, যে আমি যথেচ্ছ গমনাগমন করিতে পারি। ব্রাহ্মণের এই দৈন্যোক্তি শ্রবণপূর্ব্বক মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, বিল্বপত্রে কিছু লিখিয়া দিয়া বলিলেন, হে দ্বিজ! এই বিল্বপত্রে যাহা লিখিয়া দিলাম, তাহা দেখিও না, ইহা হস্তে রাখিয়া যথা ইচ্ছা গমন করিতে পারিবে। এই পত্র হস্তে থাকিতে তোমার স্বৈর বিহারে কেহই বাধা দিতে পারিবে না। ব্রাহ্মণ সেই পত্র লইয়া পরমানন্দে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে লাগিলেন। কখন ইন্দ্রলোকে, কখন চন্দ্রলোকে, কৈলাসে, বৈকুণ্ঠে, মনের সাধে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন দেখিলেন পত্রটী শুকাইয়া গিয়াছে। মনে করিলেন পত্রটী শুষ্ক হইল, কখন চূর্ণ হইয়া যাইবে অতএব ইহাতে যাহা লেখা আছে তাহা একটা নূতন পত্রে লিখিয়া লই। পত্রটী খুলিয়া দেখেন তাহাতে লেখা আছে, "ওঁ রামঃ"। আবার ব্যাসের হস্তাক্ষরও ভাল নহে, হিজিবিজি, ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ হাস্য করিয়া বলিলেন, ও হরি এই সঙ্কেত। ওঁ রাম!!! লেখারও শ্রী দেখ। দূর হউক, শুষ্ক পত্রটা রাখিয়া আর লাভ কি! আমার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর, মুক্তার মত, ইহা বলিয়া একটা বিল্বপত্রে দিব্য অক্ষরে ওঁ রামঃ লিখিলেন। শুষ্কপত্র কোথায় উড়িয়া গিয়াছে! ব্রাহ্মণ স্বহস্তলিখিত পত্রটী হস্তে লইয়া মনে করিলেন, মন চল একবার কাশী যাই। ওঃ একি, উঠি না কেন? অনেক চেষ্টা করিলেন, সমস্ত বিফল হইল, কাশী যাওয়া হইল না। তখন ঘৃণা লজ্জা দুঃখে অবসন্ন হইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। আর কোন উপায় না দেখিয়া পুনঃ ব্যাসের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিষয় বর্ণন করিলেন। ব্যাস কহিলেন, হে বিপ্র! তোমার অবিশ্বাস তোমাকে নষ্ট করিয়াছে। আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, এই পত্রের মধ্যে কি আছে তাহা দেখিও না। আমি বহুকাল গুরুসেবা পূর্ব্বক তাঁহার কৃপা লাভ করি। সেই গুরুদত্ত শক্তি হৃদয়ে ধারণ করিতে করিতে সেই শক্তি আমার দেবতারূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। তাঁহারই কৃপায় ও বরে আমি তাহা সঞ্চারণ করিতে পারি। এজন্য আমার লিখিত নামে সেই শক্তি বর্ত্তমান ছিল। সেই শক্তি প্রভাবেই তুমি যথেচ্ছ ভ্রমণ করিয়াছ। "ওঁ রামঃ" এই কটী অক্ষরের কোন মূল্য নাই, এজন্য তোমার হস্তাক্ষর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারে নাই। ব্রাহ্মণ অনেক রোদন করিলেন, কিন্তু ব্যাস অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে সময় হয় নাই বলিয়া আর শক্তি সঞ্চারণ করিলেন না।"—বামাবোধিনী। ভাদ্র ১২৯২।

উদ্ধৃত ব্যাস ও বিপ্রের সম্বাদে এই উপদেশ দেওয়া হইতেছে যে সেই সামান্য "ওঁ রাম" মন্ত্র যতদিন গুরুর হস্তলিখিত ছিল, ততদিন তাহাতে শক্তি ছিল কিন্তু সে নিজে যখন লিখিল তখন তাহাতে কার্য্য হইল না। ইহাতে এই বুঝিতে হইবে যে গুরুর কৃপা ও সাহায্য বিনা নিজে ঈশ্বরের নাম করিলে তাহাতে ফল নাই। গুরু ব্যতীত ধর্ম্মলাভের চেষ্টাকে যে পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির পুষ্করিণী খননের সহিত তুলনা করা হইয়াছে ইহা অপেক্ষা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে অধিক অনিষ্টকর মত কি হইতে পারে তাহা জানি না।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিয়াছি যে বিজয় বাবুর দীক্ষিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে গোস্বামী মহাশয় উক্ত সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে যাহা কিছু উপদেশ দিয়াছেন, তাহা তাঁহারা অভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন। (পরিশিষ্টে "গ" দেখ)

তৃতীয়তঃ—তাঁহার সাধক দলভুক্তা কোন সম্মানিতা মহিলা একজন ব্রাহ্ম যুবকের নিকট বলিয়াছেন যে "ধর্ম্ম জগতের চাবি গুরুর হস্তে গুরু না দিলে ঘরে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না।" (পরিশিষ্টে "দ" ও "ক" দেখ)

চতুর্থতঃ—ঐ ব্রাহ্ম যুবক আরও শুনিয়াছেন যে গোস্বামী মহাশয়ের দীক্ষিত একজন সাধক বাবু———মুখোপাধ্যায় উপাসনান্তে হরি ওঁ হরি ওঁ ইত্যাদি শব্দের সহিত ওঁ গোস্বামী উচ্চারণ করিয়াছেন।

পঞ্চমতঃ—শ্রীযুক্ত বাবু———মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট বলিয়াছেন যে গোস্বামী মহাশয়ের পায়ে মাথা দিয়া থাকিলে তাঁহার আধ্যাত্মিক উপকার হয়। এই পদধূলি দ্বারা উপকার লাভের ভাব এতদূর গিয়াছে, যে একটী স্ত্রীলোক একদিন ব্যাকুলতাতে উন্মত্তপ্রায় হইলে সাধন পথাবলম্বিনী পূর্ব্বোক্ত মহিলা গোস্বামী মহাশয়ের পদধূলি লইয়া তাহার অঙ্গে মাখাইয়া দিলেন। (পরিশিষ্টে "ক" দেখ)

ষষ্ঠতঃ—এরূপ জানিতে পারা গিয়াছে যে দীক্ষিতগণের কেহ কেহ গোস্বামী মহাশয়ের প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া থাকেন। (পরিশিষ্টে "ক" দেখ)

অতএব যদি ও গুরু মানি না বলা হইতেছে তথাপি প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে গুরুর আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন মানুষ একাকী সাধন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন কার্য্যেও এই অত্যল্পকালের মধ্যেই তাঁহার দীক্ষিত সাধক দলের মধ্যে গুরুবাদের সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে।

৫। গুরু বা সাধুগণের বাক্য বিনা যুক্তিতে গ্রহণঃ—উচ্ছিষ্ট গ্রহণের অপকারিতা সম্বন্ধে যখন আমাদের কয়েক জনের সঙ্গে কথা হয় তখন তিনি বলেন যে সাধুগণ উচ্ছিষ্ট খাইতে বারণ করিয়াছেন অতএব তাহা খাওয়া উচিত নহে এবং যখন তাঁহাদের অন্য অনেক কথা পরীক্ষায় সত্য বলিয়া জানিয়াছি

তখন এ কথাও তাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়া মানিয়া লইতে হইবে। তাঁহার সাধনার্থিদিগকে তর্ক যুক্তি না করিয়া সাধন অবলম্বন করিতে বলেন এবং সে সম্বন্ধে অন্য কাহারও সহিত তর্ক বিতর্ক করিতে নিষেধ করেন এবং তাঁহার দীক্ষিতগণও তাঁহার বাক্য অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই মত ব্রাহ্মসমাজ মাধ্য স্থানপ্রাপ্ত হইলে লোকের স্বাধীন চিন্তার শক্তিকে খর্ব্ব করিবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

৬। পদ ধুলি গ্রহণ। অনুসন্ধানে জানিতে পারা গিয়াছে, যে গোস্বামী মহাশয়ের সজ্ঞান ও অজ্ঞান উভয় অবস্থাতেই তাঁহার দীক্ষিত সাধকগণ তাঁহার পদে পড়িয়া থাকেন, পদধুলি লইয়া অঙ্গে মাখিয়া থাকেন, এবং অপরের অঙ্গে মাখাইয়া দিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত আশাবতীর উপাখ্যান নামক উপন্যাসে পদধুলি গ্রহণ সম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয়ের কি মত তাহা কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যায়।

"আশাবতী। * * * সময় সময় আমার মন অবসন্ন হইয়া পড়ে,এমন কি ভগবানের নামস্মরণেও উৎসাহ থাকে না, প্রাণের মধ্যে ঘোর জড়তা, এই এক শোচনীয় অবস্থা—হাসিও নাই, রোদনও নাই, অথচ গভীর অন্তর্দ্দাহ—এই অবস্থায় সময়ে সময়ে আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্তি হয়, কেবল পাপভয়ে নিবৃত্ত থাকি। এই অন্তর্জ্বালা কিছুতেই নিবারণ করিতে পারি নাই, কিন্তু যখনই আপনার অথবা পূজনীয় বাবাজীর চরণধুলি গ্রহণ করিয়াছি, তখনই সকল জ্বালা যন্ত্রণা দূরীভূত হইয়া ধর্ম্মের প্রশান্ত ভাব এবং আনন্দোচ্ছ্বাস অনুভব করিয়াছি। প্রভো !—আর কাহারও চরণধুলি লইলে কি এরূপ উপকার হয় ?"

যোগী। মা আশাবতি! তোমার কথা শুনিয়া বড় সুখী হইলাম। তুমি যে ভক্তপদ-রজের মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াছ, ইহাতে বোধ হইতেছে তোমার যোগশিক্ষার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।"

গোস্বামী মহাশয়ের বিবেচনায় যত দিন মানুষ "ভক্ত পদ রজের মাহাত্ম্য অনুভব না করে, তত দিন তাহার যোগশিক্ষার সময় হয় না।

ইহাতে বোধ হয় গোস্বামী মহাশয়ের দীক্ষিত সাধকগণ পদধুলির যে এত মাহাত্ম্য অনুভব করেন তাহা তাঁহারই উপদেশের ফল। পিতা মাতা, আচার্য্য প্রভৃতি গুরুজনের পদে পড়িয়া প্রণাম করারও পদধুলি লওয়ার প্রথা এতদ্দেশে প্রচলিত আছে। ইহা একটী প্রথা মাত্র। অর্থাৎ যে দেশে ভক্তি প্রকাশের এরূপ প্রথা নাই সে দেশের লোকের যে গুরুজনের প্রতি ভক্তি নাই তাহা নহে। যতক্ষণ ইহা একটী প্রথা মাত্র আছে ততক্ষণ ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই। কিন্তু এই পদধুলি গ্রহণকে যখন একটী প্রধান মতরূপে প্রচার করা হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে এইরূপ ভক্তি প্রকাশের আতিশয্য দৃষ্ট হয় ও ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অনুচিত ভক্তি প্রদর্শিত হয় তখন ইহা নিন্দনীয় হইয়া পড়ে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে একবার একটী স্ত্রীলোক ব্যাকুলতাতে মূর্চ্ছিত হইলে গোস্বামী মহাশয়ের পদধুলি তাহার অঙ্গে মাখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে প্রকাশিত হইতেছে, যে তাঁহার অনুগত সাধকদিগের বিবেচনায় গোস্বামী মহাশয়ের পদধুলির এমন কোন আশ্চর্য্য মহিমা আছে, যাহাতে তাহা একজন মূর্চ্ছিত ব্যক্তির দেহে মাখাইয়া দিলেও তাহার উপকার হইবে। যদি বলা হয় যে যেরূপ বিনয় থাকিলে লোকে পদধূলি লইয়া থাকে, সেই বিনয় ধর্ম্ম সাধনের পক্ষে নিতান্ত প্রার্থনীয়; পদধূলি গ্রহণে বিনয় প্রকাশ করে। ইহা স্বীকার করিলেও মূর্চ্ছিত ব্যক্তিকে কোন বিচারে পদধূলি মাখাইয়া দেওয়া হয়? যাহার সংজ্ঞা নাই, তাহার বিনয়ের ভাব তখন কোথায়? তবে কি পদধূলির কোন বিশেষ আধ্যাত্মিক কল্যাণকরী কিম্বা রোগ নিবারণী শক্তি আছে, বুঝিতে হইবে। আমাদের বিবেচনায় এই পদধূলি লইয়া অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করা হইতেছে এবং অল্পে অল্পে অতি শোচনীয় কুসংস্কার প্রবেশ করিতেছে।

এরূপ আশঙ্কা দেখিয়াই বোধ হয় গোস্বামী মহাশয় প্রসিদ্ধ নর পূজার আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি শিষ্যগণকে মৃত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পদতলে পতিত হইতে ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে দেখিয়াছিলেন, সেই জন্য ব্রাহ্ম সমাজের গুরুতর অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া সেই সকল আচরণের তীব্ররূপে প্রতিবাদ করিয়া সেই স্রোত বন্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি চিরদিনের নিমিত্ত ব্রাহ্ম সাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়া আছেন। দুঃখের বিষয় যে এক্ষণে নিজ দীক্ষিত দলের এই সকল বাড়াবাড়ি দেখিয়াও দমন করিবার কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করেন না। এমন কি যে মহিলা তাঁহার পদধূলি সেই মূর্চ্ছিত স্ত্রীলোকটীর অঙ্গে মাখাইয়া দিয়াছিলেন, আমাদের মধ্যে কয়েক জন সে বিষয়ে সেই মহিলাকে কিছু বলিতে অনুরোধ করাতেও গোস্বামী মহাশয় বলিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন।

৭। রাধাকৃষ্ণের লীলা ঘটিত ছবি ও সংগীতাদি। অনুসন্ধানে জানিতে পারা গিয়াছে যে গোস্বামী মহাশয়ের সাধক দলের মধ্যে রাধা কৃষ্ণের প্রণয় ও লীলা ঘটিত সংগীত চলিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার ঢাকাস্থিত বাস ভবনে উক্ত লীলা সংক্রান্ত ছবি সকল (যথা মানভঞ্জন ও নরনারী কুঞ্জর অষ্টসখী ঘোড়া প্রভৃতি) অনেকে দেখিয়াছেন। তাঁহার অনুকরণ করিয়া তাঁহার দীক্ষিত ব্যক্তিগণের কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় উপাসনাস্থলে মান ভঞ্জন প্রভৃতির ছবি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। স্ত্রী ও পুরুষে যেখানে একত্র বসিয়া উক্ত সাধন করা হয় সেখানেও এই সকল রাধা কৃষ্ণের প্রণয় ও লীলা বিষয়ক আদিরস ঘটিত গীত গান করা হইয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করাতে গোস্বামী মহাশয় আমাদের পূর্ব্বোক্ত কয়েকজন সভ্যের নিকট বলিয়াছেন এবং তাঁহার পত্রে লিখিয়াছেন যে রাধা কৃষ্ণ একটী আধ্যাত্মিক রূপক। রাধা কৃষ্ণের রাসলীলা মানভঞ্জন প্রভৃতির ন্যায় সুন্দর আধ্যাত্মিক ভাব আর আছে কি না সন্দেহ। রাধা ভক্ত কৃষ্ণ উপাস্য ঈশ্বর। ভগবান ভক্ত সঙ্গে যে যে ভাবে বিহার করিয়া থাকেন রাধা কৃষ্ণের লীলাতে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে নিশ্চিত বোধ হয় এবিষয়ে সতর্ক হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার সাধক দলের মধ্যে ইহা দিন দিন

প্রবল ভাবে চলিবে। তবে তিনি বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রাহ্ম সমাজে প্রকাশ্যভাবে এই সকল গীত গান করা কর্ত্তব্য নহে, এ সকল নাম ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। এই "বর্ত্তমান অবস্থা" শব্দের অর্থ কি আমরা জানি না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই সকল সংগীত তরলমতি যুবক যুবতীদিগের পক্ষে ভয়ানক বিষাক্ত দ্রব্য স্বরূপ। গোস্বামী মহাশয় যখন ১৩।১৪ বৎসরের বালক বালিকাদিগকেও এই দলের মধ্যে প্রবিষ্ট করিতেছেন, তখন তাহারা সকলেই যে তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিক ভাবের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইহার নিষিদ্ধ ভাব গ্রহণ করিবে না এরূপ আশা করা কতদূর সঙ্গত বলিতে পারি না। বিশেষ বাহিরের লোকদিগকে আসিতে না দিয়া গোপনে এই সাধন করিবার রীতি। মনে করুন কয়েকজন যুবক যুবতী দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভাবতরঙ্গে ভাসিতেছে ও এই সকল গান করিতেছে। এই অবস্থায় এই সকল সংগীতে অপরিপক্ব যুবক যুবতীদিগের চিত্তকে যে কলুষিত করিতে পারে তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ব্রাহ্ম সমাজ মধ্যে এই সকল ভাব ও সংগীত চলিতে আরম্ভ হইলে, ইহার নীতিকে রক্ষা করা দুষ্কর হইবে। রাধা কৃষ্ণের নামে যে এদেশের কত অনিষ্ট সাধন করিয়াছে তাহার সাক্ষ্য সংগ্রহের জন্য আমাদিগকে অধিক দূরে যাইতে হইবে না। স্বয়ং গোস্বামী মহাশয় তাঁহার প্রদত্ত "ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধান" নামক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন :—

"যে আদিরসে সংগীত করিয়া, পুস্তক রচনা করিয়া গোস্বামী মহাশয়েরা আমাদের দেশের ভয়ানক সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, বলিতে কি আমাদের দেশের নীতিকে একেবারে নষ্ট করিয়াছেন. যদিও আমি নিজে সেই বংশ সম্ভূত, যদিও আমি নিজে কিছুদিন শিষ্যব্যবসায় করিয়াছিলাম, কিন্তু সত্যের অনুরোধে না বলিয়া পারিতেছি না, রাধাকৃষ্ণের ব্যবহার অনুকরণ করিয়া আমাদের দেশের যে কত ভয়ানক অনিষ্ট ঘটিয়াছে তাহা বলা যায় না। বোম্বের মহারাজদিগের মধ্যে যে মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে তাহার কারণ আর কিছুই নহে রাধাকৃষ্ণের ব্যবহার নকল করিতে যাওয়াই তাহার একমাত্র কারণ। সেই রাধাকৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজে আসিলে ব্রাহ্মসমাজের অমঙ্গল হইবে সন্দেহ নাই। রাধাকৃষ্ণের উপরও কি এতদিনের পর ব্রাহ্মসংগীত হইল? ধন্য নব বিধান!!!" (শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রদত্ত "ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধান নামক বক্তৃতা।"

এই অনর্থের হেতু রাধা কৃষ্ণের নামকে তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মদের মধ্যে দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা প্রবিষ্ট করিতেছেন।

৮। কালী দুর্গা প্রভৃতি নামে ঈশ্বরকে সম্বোধন। গোস্বামী মহাশয় বলেন ঈশ্বরের নাম নাই, তাঁহাকে যে নামে ইচ্ছা সম্বোধন করা যায় তাঁহাকে ঈশ্বর বল, হরি বল, আল্লা বল, খোদা বল, কালী বল, দুর্গা বল, ঢেঁকি বল, হুকা বল, কল্কি বল, কোন নামই নিষিদ্ধ নহে। তবে এই মাত্র স্বীকার করেন যে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে ঐ সকল নাম প্রকাশ্যভাবে বেদী হইতে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নয়। ঈশ্বরকে কালী দুর্গা বলা যায় এই মতটী আমাদের ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। ঈশ্বরকে যে সে নামে সম্বোধন করা যায় বলিয়া যে কালী দুর্গা প্রভৃতি নামে সম্বোধন করা উচিত তাহা আমরা স্বীকার করি না। আমরা কোন রূপে একটা আধ্যাত্মিক অর্থ ঘটাইতে পারি বলিয়া যে সকল নাম চিরদিন বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তি ও বিশেষ বিশেষ পৌত্তলিক মতের সহিত সুদৃঢ়রূপে নিবদ্ধ রহিয়াছে তাহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। তদ্দারা লোককে সর্ব্বদা ভ্রান্তিতে ফেলা হয়। যাহারা পৌত্তলিক ও ঐ সকল কুসংস্কার মধ্যে পতিত তাহারা ব্রাহ্ম প্রচারকের মুখে ঐ সকল নাম শুনিলে বিবেচনা করে যে ব্রাহ্মগণই তাঁহাদের দিকে যাইতেছেন তাঁহাদের আর অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই। এইরূপে লোকের অগ্রসর হইবার প্রবৃত্তি খর্ব্ব হইয়া যায়। ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের গুরুতর ব্যাঘাত জন্মে। ব্রাহ্ম সমাজ যেসকল কুসংস্কারের উন্মূলন করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কোন ভাব ও কার্য্যে এরূপ দেখান উচিত নয় যাহাতে লোকে মনে করিতে পারে সেই সকল কুসংস্কার আমাদের প্রিয় হইতেছে। কালী দুর্গা প্রভৃতি নামে ঈশ্বরকে সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিলে লোকের সেই সংস্কার দৃঢ় করা হয়। এই জন্যই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় তাঁহার লিখিত ট্রষ্টডীডে বলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত উপাসনামন্দিরে ঈশ্বরকে এমন কোন নামে সম্বোধন করা হইবে না যে নাম কোন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক কোন দেব বা দেবীবিশেষের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে।

যদি এরূপ হইত যে কালী দুর্গা প্রভৃতি পৌত্তলিকতার সহিত দৃঢ়রূপে সংসৃষ্ট নাম ব্যতীত ঈশ্বরের আর কোন নাম পাওয়া যায় না, তাহা হইলেও এক মুহূর্ত্তের জন্য এই সমুদয় নাম ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু যখন পৌত্তলিকতার সংস্রব বর্জ্জিত ঈশ্বরের অসংখ্য নাম রহিয়াছে; এবং এই সকল নাম ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে এতদিন আদরের সহিত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তখন পৌত্তলিক দেব দেবীর নাম ব্যবহারের কোন প্রয়োজনই থাকিতে পারে না—অপরদিকে ঐ সকল নাম ব্যবহারে প্রভূত অনিষ্টের সম্ভাবনা।

৯। দেব মূর্ত্তির নিকট প্রণাম। গোস্বামী মহাশয় বলেন, আমার যেখানে ব্রহ্ম স্ফূর্ত্তি হয় আমি সেই থানেই প্রণাম করি। কখন কখনও দেবমূর্ত্তি ও দেবালয়ের সমক্ষে গিয়া ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হওয়াতে তিনি প্রণাম করেন। লোকে মনে ভাবিতে পারে তিনি দেব মূর্ত্তিকেই প্রণাম করিলেন, কিন্তু তাহা নহে তিনি আত্মহারা হইয়া ঈশ্বরকেই প্রণাম করিয়া থাকেন। আমাদের বিবেচনায় এরূপ আচরণ দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত হয়। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজ মধ্যে এক শ্রেণীর তার্কিক দেখা যাইতেছে যাঁহারা সর্ব্বদাই এই বলিয়া তর্ক করিয়া থাকেন যে ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী তিনিত সকল স্থানেই আছেন তিনি ত সম্মুখস্থ নারায়ণ শিলাতেও আছেন অতএব যদি তাঁহাকে স্মরণ করিয়া নারায়ণ শিলার সমক্ষে প্রণাম করি সে প্রণাম ত ঈশ্বরকেই করা হইল তাহাতে দোষ কি? একজন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক যদি নারায়ণ শিলাতে ব্রহ্ম স্ফূর্ত্তি দেখিয়া আত্মহারা হইয়া প্রণাম করেন তবে এই শ্রেণীর তার্কিকদিগকে কি বলা যাইবে? এতদ্দারা তাঁহাদের মত ও কার্য্যকে কি সমর্থন করা হয় না? আমাদের বিচারে

এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সুমহৎ বিঘ্ন ঘটিবে। শ্রীযুক্ত বাবু ———মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আমরা শুনিয়াছি যে গোস্বামী মহাশয় ইচ্ছা করিয়া অনেক সময় দেবালয় দেখিতে গিয়া থাকেন।

১০। অদ্ভুত শক্তি। গোস্বামী মহাশয়ের অদ্ভুত শক্তি বিষয়ে অনেক গল্প তাঁহার দীক্ষিতদিগের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। পরকালগত সাধুগণ তাঁহার নিকট সর্ব্বদা আগমন করেন, জীবিত সাধুগণ সূক্ষ্মদেহে এবং যোগবলে সদেহে তাঁহার নিকট আসিয়া থাকেন। আমাদের মধ্যে একজন সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু———মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছেন যে বরিশালে শ্রীযুক্ত বাবু———রায় মহাশয়ের বাটীতে একটী বৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিলেন সেই বৃক্ষে একটী আত্মা আছে এবং তাহার তলে সংকীর্ত্তন করিয়া তাহার উদ্ধার করিতে হইবে। উক্ত স্থানে আর একদিন তিনি বলিলেন, যে তাঁহার গুরু পরমহংসজী সেইদিন বরিশালে আসিয়াছিলেন। আর একদিন বলিলেন, দুইজন সাধু তাঁহাদের উপাসনা স্থলে আসিয়া সমুদায় দেখিয়া গেলেন। কোন শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম বন্ধুর একটী জন্ম-জড় পুত্র আছে। গোস্বামী মহাশয় তাহাকে দেখিয়া বলিয়াছেন সে জড়তা নহে, একটী যোগিনী তাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই যোগিনী ছাড়িলেই সে আরোগ্য লাভ করিবে। এই সকল অদ্ভুত দৃশ্য গোস্বামী মহাশয় কিরূপে দেখেন তাহা জানি না। তাঁহার কোন প্রকার শারীরিক ও মানসিক বিশেষ অবস্থা বশতঃ এরূপ হয় কি না তাহা বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র বুঝিতে পারা যায় যে এই দ্বার দিয়া অনেক কুসংস্কার প্রবিষ্ট হইতে পারে।

উপসংহার—পূর্ব্বোক্ত বিবরণ পাঠ করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভা বুঝিতে পারিবেন যে গোস্বামী মহাশয়ের বর্ত্তমান মত ও কার্য্য প্রণালীর দ্বারা অনেক প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কা আছে। ব্রাহ্মসমাজেরই মধ্যে একটী স্বতন্ত্র সাধনাবলম্বী দল সৃষ্ট হইতেছে। ইঁহারা অপরাপর সভ্যদিগকে আধ্যাত্মিক বন্ধুতা হইতে দূরে ফেলিতেছেন; বিজয় বাবুর পদ-ধূলি গ্রহণ ও প্রসাদভক্ষণ লইয়া বাড়াবাড়ি চলিতেছে; যে দলের মধ্যে অল্পবয়স্ক বালক বালিকাও প্রবেশ করিতে পারে ও করিতেছে সেই দলে রাধা কৃষ্ণের প্রণয় ও লীলাসংক্রান্ত ছবি ও গান ব্যবহৃত হইতেছে; কালী দুর্গা প্রভৃতি নামে ঈশ্বরকে সম্বোধন করা যায় বলিয়া মত সমর্থিত হইতেছে; পৌত্তলিকদিগের দেবালয়ে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হইয়া প্রণাম ও গড়াগড়ি চলিতেছে; গাছে আত্মা থাকে, যোগিনীতে বালককে পায়, ইত্যাদি মত প্রচার হইতেছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন একজন সামান্য সভ্য এই সকল মত ও কার্য্য অবলম্বন করিলে তত অনিষ্ট হইত না। গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় সাধারণের শ্রদ্ধা ভাজন একজন প্রচারকের দ্বারা এই সকল মত প্রচারিত ও এই সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হওয়াতে আরও অধিক অনিষ্ট করিতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও করিবার সম্ভাবনা।

আনন্দমোহন বসু
নবদ্বীপচন্দ্র দাস
শিবনাথ শাস্ত্রী
কৃষ্ণকুমার মিত্র
আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়

উক্ত উভয় পত্র পাঠের পর সর্ব্বসম্মতিতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গৃহীত হইল।

RESOLUTION.—I.

Resolved that the Committee considered the following:—

1. The doctrine of the necessity of a গুরু or spiritual preceptor and of the inefficiency, except in the rarest instances, of individual prayer and effort to obtain the grace of God.

2. Prostrations or salutations before idols in temples although these prostrations may be mentally addressed not to the idols but to the Infinite God.

3. The use of the names of Hindu gods and goddesses such as Durga, Kali, Radha, Krishna &c whether in private devotions or more or less in public ministrations.

4. Singing of the various popular love-songs of Radha and Krishna in the course of devotional exercises, and the keeping of the popular representations in various shapes of love scenes between Krishna, Radha and the Gopinis in place of worship, although spiritual interpretations may be attempted to be assigned to the songs and the images.

5. The system of initiation adopted by Pandit Bijay Krisna Goswami with its attendant rules.

6. The doctrine that some practices must be accepted on the authority of certain writings or individuals without question, and without the application of reason or judgment to the consideration of their propriety.

7. Assigning any spiritual or mystic value to the পদধূলি of any individuals or to prostrations before them, or the applying of such পদধূলি to third persons for the removal of spiritual or physical maladies.

as most objectionable and fraught with the gravest mischief to the cause of Brahmoism, and the Executive Committee earnestly and affectionately appeal to such of their brethern as may have accepted these teachings and practices, or any of them seriously to consider their true character and the fatal evils which are calculated to follow therefrom in the utter ruin of the principles of the Brahmo Samaj and the propagation of its cause and

discountenance them to the best of their power in the future :—

অনুবাদ।

স্থির হইল যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বিবেচনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি :—

(১) গুরুর আবশ্যকীয়তা অর্থাৎ গুরুর সাহায্য ব্যতীত নিজের চেষ্টা ও প্রার্থনা দ্বারা ঈশ্বরের শক্তি লাভ করিয়াছে এমন দৃষ্টান্ত অতি বিরল—এই মত।

(২) ঈশ্বরে চিত্ত অর্পিত থাকিলেও দেবমন্দিরে ও দেবমূর্ত্তির সম্মুখে প্রণাম ও গড়াগড়ি দেওয়া।

(৩) নিজের উপাসনাকালে, অথবা অল্প বা অধিক পরিমাণে প্রকাশ্য উপাসনাকালে কালী দুর্গা রাধা কৃষ্ণ প্রভৃতি দেব দেবীর নাম গ্রহণ।

(৪) রাধা কৃষ্ণের প্রণয় ও লীলা সংক্রান্ত গীত সকল ধর্ম্মসাধন স্থলে গান করা, এবং রাধা কৃষ্ণ ও গোপীদিগের লীলা বিহার সংক্রান্ত ছবি সকল উপাসনাস্থলে রক্ষা করা। কোন প্রকারে ঐ সকল গান ও ছবির আধ্যাত্মিক অর্থ ঘটাইতে পারিলেও ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নয়।

(৫) যে প্রণালীতে ও যে যে নিয়মে গোস্বামী মহাশয় দীক্ষা দিতেছেন, সেই প্রণালী ও সেই সকল নিয়ম।

(৬) কোন কোন মত বা আচরণ, কোন গ্রন্থ বা ব্যক্তি বিশেষের কথার উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের ঔচিত্য বা অনৌচিত্য বিচার না করিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে, এই মত।

(৭) কোন ব্যক্তিবিশেষের পদধূলির কিছু আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য আছে এরূপ জ্ঞানে তাহা গ্রহণ করা, কি তাঁহাদের পদতলে লুণ্ঠিত হওয়া, কিম্বা পদধূলি দ্বারা অপরের আধ্যাত্মিক কি শারীরিক যাতনা নিবারণের সাহায্য হইতে পারে এই বিশ্বাসে অপরের অঙ্গে তাহা মাখাইয়া দেওয়া।

অতীব আপত্তিযোগ্য এবং এতদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের গুরুতর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাঁহারা এই সকল মত বা আচরণ অবলম্বন করিয়াছেন, কার্য্য নির্ব্বাহক সভা আগ্রহ ও সদ্ভাবের সহিত তাঁহাদিগকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা একবার ঐ সকল মত ও আচরণের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন ; এবং তদ্দ্বারা কত অনর্থ ঘটিবে ও ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত মত সকলের ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের কিরূপ উচ্ছেদ সাধন করিবে, তাহা অনুভব করিয়া এ গুলিকে ভবিষ্যতে যথাসাধ্য বাধা দিবার উপায় করুন।”

উক্ত প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইলে গোস্বামী মহাশয়ের পদত্যাগ পত্র গৃহীত হইবে কি না এই প্রশ্ন উত্থিত হইল। সকলেই অনুভব করিতে লাগিলেন যে যদি আরও কিঞ্চিৎকাল বিলম্ব করা হয় ও তাঁহাকে পুনরায় কলিকাতায় আসিবার জন্য ডাকা হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রথমোক্ত প্রস্তাবটী জানাইয়া তাঁহার নিষিদ্ধ মত ও কার্য্য প্রণালীর প্রতিবাদ পূর্ব্বক বিদায় করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু যেমন একদিকে প্রায় সকলেই অনুভব করিতে লাগিলেন যে তাঁহার বর্ত্তমান মত ও কার্য্যপ্রণালীর প্রতিবাদ না করিয়া বিলম্ব করিতে বলিলে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কর্ত্তব্য জ্ঞানানুসারে কার্য্য করা হয় না, আবার অপরদিকে এরূপ প্রতিবাদ করিয়া বিলম্ব করিতে বলিলে কোন ফলোদয় হইবে না, বরং তিনি আপনাকে অপমানিত মনে করিবেন। কেহ কেহ বলিলেন যে তিনি কি করেন সে দিকে দৃষ্টি না করিয়া প্রতিবাদ পূর্ব্বক অপেক্ষা করিতে বলা হউক, কিন্তু অধিকাংশের মতে এরূপে অপেক্ষা করিতে বলা অপেক্ষা পরিত্যাগ পত্র গ্রহণ করাই উচিত বোধ হইল। সভাস্থলে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে সব কমিটীর রিপোর্ট প্রভৃতি মুদ্রিত করিয়া মফস্বলের ব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করিয়া কিছুদিন পরে তাঁহার পদত্যাগ পত্রের বিচার হউক। ইহার উত্তরে এই তর্ক উপস্থিত হইল যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান নিয়মাবলীতে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার উপর এ বিষয়ে সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভার অর্পিত আছে। সুতরাং অন্যের মত যেরূপ হউক না কেন কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ নিজ বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিতে দায়ী। বিশেষতঃ প্রথমতঃ গোস্বামী মহাশয়কে তাঁহার নিবেদন পত্র প্রচার করা হইতে যখন নিবৃত্ত করা হয় তখন তাঁহাকে বলা হইয়াছিল যে আমরা এতৎ সংক্রান্ত কোন কাগজ পত্র প্রচার করিব না। সুতরাং তাঁহার প[ত্র প্র]কাশের পূর্ব্বে এসকল কাগজ পত্র মফস্বলে প্রেরণ করা অকর্ত্তব্য। এইরূপ রাত্রি ৭॥টা হইতে রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত অনেক চিন্তা ও তর্ক বিতর্কের পর অধিকাংশের মতে নিম্নলিখিত নির্দ্ধারণটী স্থির হইল।

Resolution. II.

The committee accept with deep sorrow the resignation now tendered for the second time by their beloved and revered missionary and friend Pandit Bijay Krishna Goswami, and in doing so they wish to record their sense of the invaluable services rendered by him amidst many trials and through much suffering to the cause of the Brahmo Samaj. They respectfully and with earnestness and love appeal to him to reconsider his position and the character as well as the consequences of his present teachings and practices by the light of the preceding resolution which has been unanimously adopted by the Committee and they fervently pray to God that their revered missionary brother may soon again be in a position to renew his connection with the Sadharan Brahmo Samaj and help of his enkindling zeal, energy, and character to the cause of pure theism which has enlisted his life-long services and received his self-sacrifying devotion. They also trust that in spite of the present severance of his relation as its missionary his feelings of regard and good will to the Sadharan Brahmo Samaj will continue with unabated vigour.

অনুবাদ।

তাঁহাদের সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় দ্বিতীয়বার পদত্যাগ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গভীর দুঃখের সহিত গ্রহণ করিতেছেন। তিনি অনেক পরীক্ষা ও যন্ত্রণার মধ্যে পড়িয়া ব্রাহ্মসমাজের যে সেবা করিয়াছেন, সে সেবার মূল্য নাই,—তাহার জন্য উক্ত সভা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন, এবং আগ্রহ ও প্রীতির সহিত অনুরোধ করিতেছেন যে তিনি একবার চিন্তা করিয়া দেখুন ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ, তাঁহার বর্ত্তমান মত ও কার্য্যের প্রকৃতি কিরূপ এবং তাহার কিরূপ ফল দর্শিবে। পূর্ব্বোক্ত যে প্রস্তাব কমিটী একবাক্যে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত মিলাইয়া ঐ সকল বিষয়ে চিন্তা করুন। সভ্যগণ ব্যাকুল অন্তরে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন যে তাঁহাদের ভক্তিভাজন প্রচারক ভ্রাতা যেন ত্বরায় আবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংযুক্ত হইতে পারেন এবং যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া যাবজ্জীবন নিযুক্ত আছেন, সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত যেন পুনরায় আপনার অগ্নিময় উৎসাহ, বল ও চরিত্রের সাধুতা নিয়োগ করিতে সমর্থ হন। তাঁহারা আরও আশা করেন, যে তাঁহার সহিত প্রচারকের সম্বন্ধ রহিত হইলেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার যে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আছে তাহা চিরদিন প্রবল থাকিবে।"

---

পূর্ব্বোক্ত বিবরণটী প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আমাদের ছিল না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংস্রব থাকাতে গোস্বামী মহাশয় স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারিতেছেন না, অপর দিকে অনেক সভ্য ও অনেক প্রকার আশঙ্কা করিতেছেন, এই কারণে তিনি উক্ত সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন। ইহা লইয়া আর অধিক সময় ব্যয় করা ও বাদানুবাদ করার প্রয়োজন নাই। তদ্দারা পরস্পরের মধ্যে বিরোধ উৎপন্ন হইয়া অনেক সময় নষ্ট হইবে ও সদ্ভাবের ব্যাঘাত হইবে। এই কারণে আমরা এই সকল বিবরণ প্রকাশে অনিচ্ছুক ছিলাম, কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ের নিবেদন পত্র প্রকাশ্য পত্রিকায় প্রকাশ হওয়াতে ও অনেক স্থলে প্রেরিত হওয়াতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন; তাঁহাদের উৎকণ্ঠা দূর করিবার জন্য এই সমুদয় বিবরণ প্রকাশিত হইল। গোস্বামী মহাশয়েরন্যায় ব্রাহ্মসমাজের সেবা অতি অল্প লোকেই করিয়াছেন, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্য বার বার যেরূপ সংগ্রাম করিয়াছেন আমাদের মধ্যে এরূপ কেহ করেন নাই। তাঁহার সত্য-প্রিয়তাতে, আমাদের যেরূপ বিশ্বাস, তাহাতে এই মাত্র বলিতে পারি যে যে দিন তিনি তাঁহার যে ভ্রম দেখিতে পাইবেন সেই দিন বিষাক্ত দ্রব্যের ন্যায় তাহাকে বর্জ্জন করিয়া আবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে আলিঙ্গন করিবেন। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন সামান্য মতভেদের জন্য আমরা প্রেম ও কৃতজ্ঞতার গুণ বিস্মৃত না হই। পূর্ব্বোক্ত বিবরণের মধ্যে অনেকগুলি নাম তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। পাছে নামগুলি প্রকাশ্যরূপে ভাবে বাহির হইলে বন্ধুদের মনে ক্লেশ হয় এই ভয়ে প্রকাশ করা গেল না। যদি কেহ কোন নাম জানিতে চাহেন, তাঁহাকে জানান যাইতে পারে।

---

## পরিশিষ্ট।

(ক)

১। কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের বিগত উৎসবের দিন প্রাতঃকালের উপাসনার পর———বাবুর বাটীতে অর্থাৎ তত্রস্থ প্রচারক ভবনে সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল এমন সময়ে একটী স্ত্রীলোক অত্যন্ত ব্যাকুলান্তরে চীৎকার করিতে থাকে। ইহা শুনিয়া শ্রদ্ধেয় গোস্বামী মহাশয় ঘরের ভিতর হইতে গিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। যখন স্ত্রীলোকটী সান্ত্বনা না মানিয়া অত্যন্ত গভীর অন্তর্যাতনার সহিত চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং অধীর হইয়া পড়িল, তখন———বাবুর স্ত্রী গোস্বামী মহাশয়ের চরণধূলি লইয়া ২। ৩ বার স্ত্রীলোকটীর বুকে ও মাথায় মাথাইয়া দিলেন। তৃতীয় বারে গোস্বামী মহাশয় দেখিতে পাইয়া নমস্কার করিলেন।

২। ঐ দিনই অপরাহ্নে আমার সঙ্গে———বাবুর এই সকল প্রণালী প্রভৃতির সম্বন্ধে কিছুক্ষণ কথোপকথন হয়। কথা কহিতে কহিতে তিনি বলিলেন বিজয় বাবুর পায়ে মাথা দিয়া থাকিলে আমার আধ্যাত্মিক উপকার হয়।

৩। বাবু———সেন ———বাবুকে "হরি ওঁ ওঁ গোস্বামী ওঁ একত্র বলিতে শুনিয়াছেন এবং আরও———বাবুর স্ত্রীকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, ধর্ম্ম জগতের চাবি গুরুর হাতে, গুরু না দিলে ঘরে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না।

শ্রীমথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

(খ)

কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের বিগত উৎসবের দিন একটী পাগলিনী অজ্ঞান হইয়া পড়িলে———বাবুর স্ত্রী বিজয় বাবুর পদধূলি লইয়া তাহার বুকে ও মস্তকে লাগাইয়া দিয়াছিলেন।

ঐ দিবস শ্রীযুক্ত বাবু———মুখোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন বিজয় বাবুর পায়ে মস্তক রাখিলে তাঁহার আধ্যাত্মিক উপকার হয়, ইহা তিনি বিশ্বাস করেন।

১৩ই মে ১৮৮৬ কলিকাতা। } শ্রীনীলরতন সরকার।

(গ)

আমি সাধন প্রণালী সম্বন্ধে সাধনে দীক্ষিত বাবু———চট্টোপাধ্যায়, বাবু———চক্রবর্ত্তী ও বাবু———ঘোষ মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়া যাহা জানিয়াছি, তাহা নিম্নে লিখিলাম।

———চক্রবর্ত্তীর কথা।

তিনি বিশ্বাস করেন, বিজয় বাবু অভ্রান্তরূপে তাঁহার সাধন প্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে পারেন এবং দিয়াছেন। মন্ত্র কি তাহা বলিতে প্রস্তুত নন। মন্ত্র না মানিলে মুখ দিয়া রক্ত পড়িবে,

এ কথা তাঁহাকে মন্ত্র নিবার সময়————বাবু বলেন বলিয়া প্রশ্ন করেন নাই। সাধনের মহত্ব কেহ বুঝিবে না বলিয়া বলেন না। বিজয় বাবু এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখাইতে পারেন, তাহার জন্য আপনারা লালায়িত। তাঁহার ঘরে গয়ার যোগী খড়ম পায় দিয়া আসিয়াছিলেন। সাধন লইলে নবজীবন পাওয়া যায়। বিজয় বাবু ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ সত্য প্রচার করিতেছেন, তাঁহার বিশ্বাস।

————স্ত চট্টোপাধ্যায়ের কথা।

অন্যে সাধনের প্রণালী অভ্রান্তরূপ দেখাইয়া দিতে পারেন, বলেন, মন্ত্র গ্রহণের সময় তিনি সত্য বুঝেন নাই, এখন বুঝিতেছেন। মন্ত্র বলিতে প্রস্তুত নন শক্তি সঞ্চারে নবজীবন লাভ হয়, তাঁহার বিশ্বাস। বিজয় বাবু রাধাকৃষ্ণের অশ্লীল সঙ্গীত গাইয়া থাকেন, তিনি বিজয়বাবুর পদধূলি লইয়াছেন, এবং অন্যকে লইতে দেখিয়াছেন। তিনি নবজীবন লাভ করিয়াছেন বলিয়া অনেককে দীক্ষা নিতে তিনি বলিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের ছবি বিজয় বাবুর ঘরে দেখিয়াছেন। পৌত্তলিককে দীক্ষিত হইতে দেখিয়াছেন। বিজয় বাবুর মুখের দিকে চাহিলে তাঁহার উপকার হয়।——চক্রবর্ত্তীকে প্রসন্ন বাবুর কথা বলিয়া ভয় দেখাইয়াছেন। বিজয় বাবু শরীর স্পর্শ না করিয়াও শক্তি সঞ্চার করিতে পারেন।

——ঘোষের কথা।

সাধনের কথা বিজয় বাবু বলিয়া দিলেই উপকার হইবে, বিশ্বাস করেন। উক্ত সময়ে পূর্ব্বে বিজয় বাবুর নাম স্মরণ করিলে দোষ হয় না বলেন। উচ্ছিষ্টে পীড়া হইতে পারে বলিয়া তাহা পরিহার করেন। মন্ত্র বলিতে প্রস্তুত নন।

সাধন প্রার্থীদিগকে বিজয় বাবু তর্ক বিতর্ক করিতে যে নিষেধ করিয়া থাকেন, তাহার উজ্জ্বল পরিচয় আমার বন্ধু বাবু———রায়ের পত্রের নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি পাঠ করিলে পাওয়া যাইবে। ———বাবু লিখিতেছেন;—"যোগ দেওয়ার পূর্ব্বে সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত কেহর সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করিতে বিজয় বাবু নিষেধ করিয়াছেন। * আমি এ সম্বন্ধে আর কিছু লিখিব না ও তর্ক করিব না"। শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী।

(ঘ)

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের বিগত উৎসবের পূর্ব্বে যখন কোন্নগরে বাস করিতেছিলেন তখন আমি একদিন তাঁহাদের সংকীর্ত্তনে উপস্থিত ছিলাম। কীর্ত্তনের পর আমি দেখিলাম——বাবু নামক একজন যুবক গোস্বামী মহাশয়ের পায়ের তলায় কিয়ৎক্ষণ মাথা রাখিয়া রহিলেন। বিজয় বাবু আপত্তি করেন নাই। তবে তাঁহার তখন সংজ্ঞা ছিল না এইরূপ সম্ভব। তার পর রাধা কৃষ্ণের প্রেমের সঙ্গীত হইল। আমি তাহাতে বড়ই ক্লেশ পাইলাম। তার পর রাত্রিতে যখন———দেব মহাশয়ের বাড়ীতে আহার করা গেল, তখন আমাদের একটী বন্ধুর সম্মুখে গোস্বামী মহাশয়ের উৎসৃষ্ট পাত হইতে একজন সাধক একটু খাদ্য সামগ্রী খুঁটিয়া খান। অবশ্য বিজয় বাবু ইহা দেখেন না। এই সমস্তই আমি অত্যন্ত আপত্তিজনক মনে করি।

উমাপদ রায়
কলিকাতা
১৩।৫।৮৬

(চ)

আমি তাঁহার ঘরে ঢাকাতে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক অনেকগুলি ছবি দেখিয়া আসিয়াছিলাম। গত পূজার ছুটীতে আমি তাঁহার বাড়ীতে একদিন অবস্থিতি করিয়াছিলাম। (তাহাতে অনেক কাণ্ড দেখিয়া আসিয়াছি তাহা আমি কার্য্য নির্ব্বাহক সভাতে যে চিঠি লিখিয়াছি, তাহাতে জ্ঞাপন করিয়াছি) বিজয় বাবুর গৃহে যে পৌত্তলিক ছবি গুলি দেখিয়া ছিলাম, তন্মধ্যে কৃষ্ণলীলা বিষয় "অষ্ট সখী ঘোড়া ও নবনারী কুঞ্জর" আমার নিকট অত্যন্ত আপত্তিজনক বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

২০ এ মে
১৮৮৬ } শ্রীগগনচন্দ্র হোম

ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা ২৩শে জ্যৈষ্ঠ মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

# তত্ত্ব-কৌমুদী

( পাক্ষিক পত্রিকা। )


৯ম ভাগ।
সপ্তম সংখ্যা।

১লা শ্রাবণ শুক্রবার, ১৮০৮ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷
মফস্বল ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵৹


## প্রার্থনা।

হে প্রভো! সংসারে আমরা যদি তোমার অনুগত দাস হইয়া থাকিতে পারিতাম তাহা হইলে আমাদের কত সুখ, কত আনন্দ হইত। যিনি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি যিনি এই অনন্ত রাজ্যের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাঁহার অনুগত হইয়া থাকিতে আবার ভয় কি? আমরা তাহা পারি নাই, তাই আমাদের আজ এই ভয়ানক যন্ত্রণা—এই দারুণ মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হইয়াছে। প্রভু! তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া অহঙ্কারে মুগ্ধ হইয়া, তোমাকে সম্ভাষণ না করিয়া সুখের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া যাহা লাভ করিয়াছি তাহা বিষের ন্যায় অন্তরকে দগ্ধ করিতেছে! প্রবৃত্তির অধীন হইয়া বৃথা সুখের আশায় পরিভ্রমণ করিয়া নিরাশার কূপে পড়িয়া অঞ্জলি অঞ্জলি দগ্ধ অঙ্গার সেবন করিয়া অন্তরকে ছার খার করিয়াছি! হায়! হায়! সে দিনের কথা মনে হইয়া আজ প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইতেছি! দীনবন্ধো! মানুষের এমন দুর্ব্বুদ্ধি কেন হয়। মানুষ কেন বিবেককে অগ্রাহ্য করিয়া এই দারুণ মনস্তাপের যন্ত্রণায় পতিত হয় কিছুই বুঝি না। তোমাকে না জানিয়া মানুষের এমন দুর্দ্দশা হয় অগ্রে ইহা বুঝিলে আমার ভাল হইত। এখন বুঝিয়াছি—কিন্তু বুঝিয়াও সমগ্র হৃদয় মন তোমাকে অর্পণ করিতে পারিতেছি না। প্রভো! আমার জীবনে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ কর নতুবা আর দিন যায় না। সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে অন্তর ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে! দেব! তুমি রক্ষা কর!

———

যে ক্রীতদাস সর্ব্বদাই তাহাকে প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া চলিতে হয়। ভাল মন্দ কিছুই সে ভাবে না, ভাবিলেও সে অনুসারে তাহাকে কার্য্য করিতে হয় না; কিন্তু প্রভু যাহা আদেশ করেন, অসন্দিগ্ধ ভাবে, তাহাকে উহাই সম্পন্ন করিতে হয় নতুবা সে প্রভুর নিকট অতি গুরুতর ভাবে দণ্ডিত হয়। শরীর মনের অবস্থা সবল অথবা দুর্ব্বল হউক, সুস্থ অথবা অসুস্থ যাহাই হউক না কেন, ক্রীতদাস প্রভুর আদেশ প্রতিপালন না করিলে তাহার পরিত্রাণ নাই। এই ক্রীতদাসের অবস্থা যেরূপ ভগবদ্ভক্ত সাধু মহাত্মারও অবস্থা সেইরূপ। তবে একটু প্রভেদ এই যে, যে ক্রীতদাস সে অনেক সময় প্রভুর আদেশের প্রতি সমাদর দেখাইতে পারে না এবং প্রভুও অনেক সময় দাসের সুখ দুঃখের প্রতি উদাসীন; কিন্তু উক্ত সাধু ও পরমেশ্বরের সহিত ঠিক তাহার বিপরীত সম্বন্ধ। এস্থলে প্রভু ও দাসের ইচ্ছায় বিরোধ নাই। মানব-প্রভুর দাস প্রভুর অধীনতায় ক্লেশ পায়, কিন্তু ভক্ত ঈশ্বরের অধীনতাকে স্বাভাবিক অবস্থা জ্ঞানে প্রভু পরমেশ্বর যাহা আদেশ করেন ভক্ত দাস তাহা মনের সুখে আনন্দের সহিত প্রতিপালনে অগ্রসর হন। ভক্ত ঈশ্বরের ক্রীতদাস হইলেও পরমেশ্বর পূর্ণভাবে আপন দাসের স্বাধীনতা রক্ষা করেন; ভক্তের এক তিল মাত্র স্বাধীনতা তিনি অপহরণ করেন না। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মপথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে এইরূপ হইলেও যাঁহারা ধর্ম্ম রাজ্যে প্রথম প্রবেশ করিতেছেন তাঁহাদের পক্ষে ঈশ্বরের অনুগত হইয়া চলা বড়ই ক্লেশকর ব্যাপার। আমাদের অবস্থা এই শেষোক্ত সাধকের অবস্থার অনুরূপ। আমরা পরমেশ্বরের ক্রীতদাস তাহাতে কিছুমাত্রই সন্দেহ নাই। আমরা বিশ্বাস করি আর নাই করি আমরা তাঁহার ক্রীতদাস। কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিকূলে নিয়ত গমন করিয়া আমাদিগকে নিরাশার সুগভীর কূপে নিমগ্ন হইতে হয়। আমরা যতই কেন আমাদের প্রবৃত্তির অধীন হইয়া অন্যায়ের পথে বিচরণ করি না আমাদের এমন সাধ্য নাই যে, আমরা সেই প্রভুর শুভ ইচ্ছার সীমা অতিক্রম করিয়া পলায়ন করিব। আমরা এই জন্যই তাঁহার ক্রীতদাস। আমরা এই পৃথিবীর নানা প্রকার প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে প্রায়ই এমন হতাশ ও বিরক্ত হইয়া উঠি যে, বোধ হয় যেন এ রাজ্যে পরমেশ্বর নাই! আমাদের মনে সময়ে সময়ে এই দারুণ সন্দেহের ভাব উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে ঈশ্বর-বিদ্রোহী করে। আমরা প্রবৃত্তির অধীন হইয়া সুখ অন্বেষণ করি কিন্তু আমাদের প্রভু আমাদের আত্মার কল্যাণের জন্য ঠিক তাহার বিপরীত ফল প্রদান করেন। সেই জন্য আমরা এইজগতে কত সময় আশা করিয়া নিরাশ হই। মিষ্ট বলিয়া যাহা আস্বাদন করিতে প্রবৃত্ত হই অথবা যাহা লাভ করিবার জন্য নিরতিশয় ব্যগ্র হই শেষে দেখি কি না তাহাই অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক তীব্র কটু! আবার দেখি যাহা আপাততঃ অপ্রবৃত্তিকর ও নিরাশ-জনক, কার্য্য করিয়া দেখি

তাহার ফল বিপরীত। ইহাদ্বারাই বুঝাযায় আমরা কিছুই নই, আমাদের কোনও জ্ঞান বা কোনও ক্ষমতাই নাই। তবে যতক্ষণ আমরা তাঁহাকে আমাদের স্বেচ্ছাচারী প্রভু বলিয়া জানিব ততক্ষণ আমাদের অতি ক্লেশে, অতি অসুখে দিন যাইবে। কিন্তু যখনই ইহা বুঝিব যে, তিনি আমাদিগকে ক্রীতদাসের মত করিয়াছিলেও আমাদের স্বাধীনতা অপহরণ করেন না, সংসারের স্বেচ্ছাচারী প্রভুর আদেশ পালনে যেমন দাসের শরীর মন অবসন্ন হইয়া পড়ে তাঁহার আদেশ পালনে তাহা হয় না, তখনই আমাদের দুঃখের দিন অবসান হইবে। আমরা ক্রমে অন্ধকার অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে আলোকের প্রকাশে আমাদের প্রকৃত অবস্থা দর্শন করিয়া সুখী হইব। তাঁহার ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছার মিলন দেখিয়া প্রাণ মুগ্ধ হইবে। আমি পরমেশ্বরের "ক্রীতদাস" একথা বলিতে তখন প্রাণে অপার আনন্দ অনুভব করিব। মনে মনে বড় গৌরব হইবে। হে প্রভো! তুমি শীঘ্রই আমাদের জীবনে সেই শুভ দিন আনয়ন কর!

## ব্রাহ্মসমাজ।

আমাদের সমাজের ভিত্তিমূলে পরমেশ্বরের পিতৃভাব ও মানবের প্রতি ভ্রাতৃভাব বিদ্যমান। এই দুই মূল একই স্থানে গিয়া মিশিতেছে। পরমেশ্বর সমগ্র মানব জাতির পিতা এবং আমরা সকলেই তাঁহার সন্তান এই মূল সত্যের উপর বিশ্বাসই ব্রাহ্মধর্ম্ম। এবং এই বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিতে যাঁহারা একত্রিত হইয়াছেন তাঁহাদের সমাজই ব্রাহ্মসমাজ। এই দুইটি ভাবের মধ্যে ঈশ্বরের পিতৃভাব যত অধিক পরিমাণে আমাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করিবে আমরা তত অধিক পরিমাণে সুখের সহিত সমাজবন্ধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিব। আর এইটি যে পরিমাণে আমাদের মধ্যে ম্লান ভাব ধারণ করিবে সহস্র মতের বিশুদ্ধতা সত্বেও আমাদের সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িবে, কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। যিনি গৃহের কর্ত্তা তাঁহার প্রতি যদি পরিবারস্থ নর নারী বা বালক বালিকাগণ অসম্মান প্রদর্শন করে তাহা হইলে যেমন সে গৃহস্থ দাঁড়াইতে পারে না, সেইরূপ ব্রাহ্ম সমাজপতি পরমেশ্বরের প্রতি—ব্রাহ্ম সমাজরূপ গৃহের স্বামীর প্রতি যদি আমাদের প্রীতি ও ভক্তি গাঢ় না হয় তাহা হইলে কখনই আমাদের সমাজ গড়িবে না। পরমেশ্বরে আমাদের অনুরাগ যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে আমরা সেই পরিমাণে পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিতে সমর্থ হইব। যদি পিতাকে ভালবাসিতে না পারি তাহা হইলে আমরা কখনই পরস্পরকে ভালবাসিতে পারিব না। সংসারে কখনও কখনও এমন দেখা যায় যে, পুত্রেরা বিপথগামী হইলেও সৎ, সুতরাং এরূপস্থলে পুত্রেরা পিতার বিরুদ্ধ মতাবলম্বী হইয়াও স্বভাবতই পরস্পর পরস্পরকে প্রীতি করিয়া একত্র সম্মিলিত হইয়া অনুরাগে বদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু পরমেশ্বরের সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। তিনি ন্যায় ও পবিত্র স্বরূপ তাঁহার ইচ্ছানুসারে চলিতে পারিলেই আমাদের সর্ব্বথা মঙ্গল, আর তাঁহার ইচ্ছার বিপরীতে চলিলেই আমাদের সম্পূর্ণ বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা। আমরা যদি ন্যায়ের আদর করি, সত্যের আদর করি, ভাল হইবার অভিলাষী হই তাহা হইলে পরমেশ্বরের সহিত বিরোধ হইবার কোনও কথাই নাই; সুতরাং আমরা যদি সৎ হই তাহা হইলে ঈশ্বরপরায়ণ না হইয়া থাকিতে পারি না। তবেই দেখা যাইতেছে যে, পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা ভ্রাতৃভাবে কদাচই বদ্ধ হইতে পারি না! আমরা সৎ ও সাধু হইয়া ভ্রাতৃভাবে একত্র সম্মিলিত হইব অথচ পরমেশ্বরে প্রীতি থাকিবে না এরূপ হইতেই পারে না। যেখানে দেখিব নর নারী পরস্পর প্রেম সূত্রে বদ্ধ হইয়া সুখে বাস করিতেছেন এরূপ বিশ্বাস করেন, অথচ তাঁহাদের মধ্যে পরমেশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, নিশ্চয় বুঝিব তাঁহাদের সে প্রেম কখনই অধিক দিন স্থায়ী হইবে না। সেই প্রেমময়কে পরিত্যাগ করিয়া কখনই মানুষ পরস্পর পরস্পরকে সুখের সহিত ভাল বাসিতে পারে না।

পরমেশ্বরকে লক্ষ্য স্থলে না রাখিয়াও আমরা নানা প্রকার কারণে ব্রাহ্মসমাজে একত্রিত হইতে পারি। আমরা সকলেই যে মুক্তিপিপাসু হইয়া এখানে আসিয়াছি তাহা নয়। সমাজ সংস্কার প্রভৃতি নানাপ্রকার অবান্তরিক বিষয় লইয়া অনেকেই এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছেন। সমাজ সংস্কার যে অন্যায় কার্য্য অথবা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ একথা আমরা বলিতেছি না, কিন্তু ইহাও ঠিক যে, যাঁহারা সমাজ সংস্কার বা অপর কোন সুখ ও সুবিধার জন্য ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহাদের সেই সকল উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের মধ্যে কোনও মলিন ভাব না থাকিলেও তাঁহাদের পক্ষে ব্রাহ্ম সমাজে বাস করা বহুকাল নিরাপদ নহে। কারণ পদে পদে এই সকল বিষয়ে ভগ্ন মনোরথ হইতে হইবে এবং হতাশ হইয়া অনেকের সে সকল কার্য্যে ঘৃণা জন্মিবে ইহাও নিশ্চয়। সুতরাং এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য আমরা ব্রাহ্ম সমাজে সুখে বাস করিতে পারি না। আমরা মুক্তিপিপাসু হইয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিব ইহাই স্বাভাবিক। আমাদের আর শত উদ্দেশ্য এখানে সিদ্ধ হউক আর না হউক আমি একমাত্র মুক্তির পথ জানিয়া এই পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। আমার আত্মার আর গতি নাই। আর কোনও উপায়েই তাহার মুক্তি ও গতি হইবে না, তাহার স্বভাব তাহাকে এই দিকে আনিয়াছে—আমি এই জন্যই ব্রাহ্ম সমাজে আসিয়াছি। আমি এই মুক্তি চাই এবং এই মুক্তির অনুকূল অবস্থা আর সেই সকল উদ্দেশ্য সাধন উপযোগী পথ চাই। আমি ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া তল্লাভেই ব্যস্ত থাকিব। তার পর ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিয়া সমাজ সংস্কার প্রভৃতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। এই সকল কার্য্যে যে পরিমাণে আমরা তাঁহার ইচ্ছা বুঝিতে পারিব সেই পরিমাণে যত্ন ও অধ্যবসায়ের সহিত আমরা উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিব। পরমেশ্বরের ইচ্ছার অনুগত না হইয়া—অন্তরে তাঁহার ইচ্ছা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি না করিয়া কেহ যেন কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন, তদ্দ্বারা জনসমাজের কোনও লাভই হইবে না বরং তাঁহার নিজের বিলক্ষণ অকল্যাণ হইবার সম্ভাবনা।

আর আমরা যদি একবার প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারি যে, এই ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ আমাদের আত্মার পরিত্রাণের একমাত্র অনুকূল তাহা হইলে আমরা কোনও প্রকারেই ইহা পরিত্যাগ করিতে পারিব না। শত নির্য্যাতন আমাদিগকে এই পথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারিবে না।

যখন আমরা এই ভাবটী স্পষ্ট বুঝিতে পারি—হৃদয়ে অভ্রান্তরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হই তখন আমাদের হৃদয় আর সঙ্কীর্ণ থাকে না। আমাদের ভাব তখন আপনাকে লইয়াই আর ব্যস্ত হইয়া বেড়ায় না। স্বার্থ আমাদিগকে তখন বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। যে সাধক সেই পতিতপাবন দয়াময় নাম গ্রহণ করিয়া দগ্ধ ও নিরাশ প্রাণে একবার শান্তি ও আশা পাইয়াছেন; তিনি ব্যস্ত হইয়া সংসারের অপর অসংখ্য নর নারী, যাহারা পাপে তাপে কাতর হইয়া হাহাকার করিতেছে, যাহারা মানবজীবনকে ভারস্বরূপ জ্ঞান করিতেছে, যাহারা সংসারের বিষয় বিষের কূপে পতিত হইয়া রোদন করিতেছে, তাহাদের নিকট দৌড়িয়া গিয়া ব্যাকুলভাবে সেই মুক্তিপ্রদ নাম প্রচার করেন এবং সেই পাপদগ্ধ নরনারীকে আপনার আত্মীয় বলিয়া আন্তরিক স্নেহভরে আলিঙ্গন করেন। সকলকে সেই মহান্ স্বর্গীয় একই পিতার সন্তান বলিয়া অনুভব করেন। এইরূপে তাঁহার অন্তর তখন স্বার্থের সীমা অতিক্রম করিয়া বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ধন, ঐশ্বর্য্য, পদ, শরীর, মন, সমস্তই এই পবিত্র পরিবারের জন্য উৎসর্গ করিতে সমর্থ হন। তিনি যখন একবার বুঝিতে পারেন যে, তিনি যেরূপ কাতর ও হীনাবস্থা লইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন আর পাঁচটী নরনারীও ঠিক সেইরূপ ভাবেই ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাদের একটু আধটু ত্রুটী দেখিয়া ক্রুদ্ধ হন না বা তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন না।

আমরা যে পরিমাণে উপরোক্ত ভাব সকল লাভ করিতে সমর্থ হইব সেই পরিমাণে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সমাজের গৌরব বর্দ্ধন করিতে পারিব এবং আমরা আপনারাও ধন্য হইব। তখন ব্রাহ্মসমাজকে এমন প্রিয় বস্তু বলিয়া মনে হইবে যে, ইহার জন্য আমরা অর্থ ব্যয় করা দূরে থাকুক প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হইব না। তখন আমরা আর পাঁচটী ভাই ভগিনীর ক্লেশ দেখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিব না। আমার আর পাঁচটী ভাই ভগিনী অনাহারে মারা যাইবে আর আমি সুখ স্বচ্ছন্দে আহার বিহার করিব ইহা কখনই সম্ভব হইবে না। আমার প্রিয় ব্রাহ্মসমাজের অবস্থার প্রতি উদাসীন হইয়া আমি সুখে ও বিলাসভোগে মত্ত থাকাকে পাপ জ্ঞান করিয়া লজ্জিত হইব।

এখন আমরা আপন আপন অন্তরকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি আমাদের অন্তরে সেই ভাব আছে কি না? বলিতে দুঃখ হয় আমাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা অতি অল্প। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মকে একমাত্র মুক্তির উপায় মনে করিয়া আসি নাই, আমাদের জীবন ও কার্য্যের দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হয়। আমাদের প্রাচীন সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে বৈষম্য দেখিয়াছি এ সমাজেও যদি তাহার অভাব না দেখি তাহা হইলে আর আমাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা হয় না। কতই সদনুষ্ঠান অর্থাভাবে আরম্ভ করা যাইতেছে না। কত দরিদ্র বালক বালিকা উপযুক্ত বিদ্যালয় ও অর্থাভাবে লেখা পড়া শিখিতে পারিতেছে না। কত নিরাশ্রয় নারী আশ্রয়াভাবে হাহাকার করিতেছে। সমাজের চারিদিকে কত অভাব উচ্চৈঃস্বরে আমাদিগকে কার্য্য করিতে আহ্বান করিতেছে আমরা সুখে মত্ত হইয়া রহিয়াছি—বধিরের ন্যায় সেদিকে কর্ণপাতও করিতেছি না। আমরা আজও বিলক্ষণ স্বার্থপরবশ হইয়া রহিয়াছি। আমাদের স্বার্থজ্ঞান আজও তিরোহিত হয় নাই। ইহা অতিশয় লজ্জার কথা! আমরা দেখিয়াছি মফস্বলের কোন স্থানের তিনটী আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম উৎসব উপলক্ষে অনেকগুলি পিপাসু ভ্রাতাকে নিমন্ত্রিত করিয়া প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের কলিকাতার উৎসবে ৫০০ মুদ্রা সংগ্রহ করা অতি দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এক একটী উৎসব যে কত আশা ও শান্তিপ্রদ সামগ্রী তাহা অনেকেই অবগত আছেন। এই জন্য ইহাতে অনেক দুঃখী ভাই ভগিনী পিপাসিত হইয়া ভগবানের কৃপালাভ করিবার জন্য সমবেত হন। আহা! আমরা এমনই স্বার্থপর হইয়াছি যে, আগ্রহের সহিত এই সুমহৎ অনুষ্ঠানে সাহায্য প্রদান করা দূরে থাকুক অনেক চেষ্টা করিয়াও অদ্যাবধি উৎসবের ঋণ পরিশোধ করিতে পারা যাইতেছে না। আমাদের ভিতর আরও এইরূপ কত অভাব রহিয়াছে, আমরা নিজে নিজে তাহা পরীক্ষা করিতে পারি।

হে পরমেশ্বর! তুমি আমাদিগকে কৃপা কর। আমাদের অন্তর যেন ছোট হইয়া না যায়। আমরা আপনার সুখে মত্ত হইয়া যেন স্বার্থপর হইয়া না পড়ি। প্রভো! এই স্বার্থপরতা মানুষকে নরকে লইয়া যায়। দয়াময় তুমি আমাদিগকে ধর্ম্ম দান করিয়া এই ঘোর অমঙ্গলের হাত হইতে রক্ষা কর।

## মহাত্মা জন হাওয়ার্ড।

### জীবনের প্রথম পরীক্ষা।

১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা হাওয়ার্ড ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন। বিদেশের স্বাস্থ্যকর জল বায়ুর গুণে তাঁহার শরীর অনেকটা সবল হইয়া আসিয়াছিল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে শারীরিক দৌর্ব্বল্য না যাওয়ায় পাড়াগাঁয়ের জল বায়ু সেবন করা তখনও তাঁহার পক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল, তদনুসারে তিনি রাজধানীর অনতিদূরস্থ ষ্টেকনিউইঙ্গটন গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। একে এই গ্রামটী অতি মনোহর তাহাতে আবার ইহার জল বায়ু স্বাস্থ্যকর, সুতরাং এই স্থানটী যে হাওয়ার্ডের মনেরমত হইবে ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? চিকিৎসকগণের উপদেশানুসারে তাঁহার সকল কার্য্য চলিতে লাগিল। নির্দ্ধারিত পথ্য ভিন্ন তিনি আর

কিছুই আহার করিতেন না। তৃপ্তিকর পাঠ্য ভিন্ন তিনি কিছুই অধ্যয়ন করিতেন না। তাঁহার বিশ্রাম সময় সম্পূর্ণ-রূপে মানসিক উন্নতি সাধনকল্পেই ব্যয়িত হইতে লাগিল। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র ও পদার্থ বিদ্যার সহজ বিষয়গুলি শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি কম্পজ্বরে আক্রান্ত হইলেন। জ্বর ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল, উত্থানশক্তি রহিত হইল। যে গৃহে (Lodgings) হাওয়ার্ড বাস করিতেন সেই গৃহের 'কর্ত্রী ঠাকুরাণী সহৃদয়া ছিলেন। তিনি প্রাণ দিয়া হাওয়ার্ডের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। মিতাশন ও উপযুক্ত শুশ্রূষার গুণে হাওয়ার্ড শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিলেন। পীড়িতাবস্থায় আতিথেয়ীর ( Land lady ) কর্ম্মশীলতা, মনের প্রফুল্লতা ও হৃদয়ের প্রশস্ততার পরিচয় পাইয়া হাওয়ার্ডের প্রাণ সেই রমণীর দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি ঐ রমণীর পাণিগ্রহণেচ্ছু হইয়া তাঁহাকে আপন অভিলাষ জানাইলেন। রমণী বিষম সমস্যায় পড়িলেন। একে তাঁহার শরীর শীর্ণ তাহাতে আবার বয়ঃক্রম হাওয়ার্ডের বয়ঃক্রমের দ্বিগুণ অপেক্ষাও কিঞ্চিদধিক হইয়াছে এ অবস্থায় হাওয়ার্ডের প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়া কোন মতেই তিনি সঙ্গত বোধ করিলেন না। কিন্তু হাওয়ার্ডের প্রাণ তাঁহার জন্য এতদূর ব্যাকুল হইয়াছিল যে, তিনি অবশেষে সমুদয় প্রতিকূল অবস্থা বিস্মৃত হইয়া হাওয়ার্ডের সঙ্গে হৃদয়ের বিনিময় করিতে প্রস্তুত হইলেন। মহাত্মা হাওয়ার্ড আতিথেয়ীর নিঃস্বার্থ কোমল শুশ্রূষায় মোহিত হইয়াছিলেন। রমণীজাতির পালনী-প্রবৃত্তি ও পরদুঃখে কাতরতা দেখিয়া অবাক হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার হৃদয় যে কৃতজ্ঞতার ভারে ক্রমশঃই নত হইয়া পড়িবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু আতিথেয়ীর প্রাণ কিরূপে তাঁহাতে আকৃষ্ট হইল এ রহস্য ভেদ করা সহজ নয়। যে কৃতজ্ঞতার আগুন মহাত্মা হাওয়ার্ডের হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল সেই স্বর্গীয় অনলই সহানুভূতির বাতাস পাইয়া বর্ষীয়সী আতিথেয়ীর হৃদয়কে স্পর্শ করিল। জ্ঞান মান, বয়স ও ধর্ম্মের সমস্ত বৈষম্য প্রাচীর ভগ্ন করিয়া অব্যক্ত কোন সাম্য শক্তিতে উভয়ের হৃদয় গ্রথিত হইল।

১৭৫২ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতাই তাঁহাদের সম্বন্ধের ভিত্তিভূমি। প্রণয় অপেক্ষা শ্রদ্ধার ভাবই তাঁহাদের মধ্যে অধিক ছিল। মায়িক প্রেম অপেক্ষা কর্ত্তব্যের দ্বারাই তাঁহারা অধিক পালিত হইতেন। উদ্বাহ সূত্রে সংবদ্ধ হইয়া তিনবৎসর কাল উভয়ে একত্রে পরম সুখে বাস করিলেন, হাওয়ার্ড পত্নীর সৎগুণ ও মহত্বের পরিচয় পাইয়া দিন দিনই তাঁহাতে অনুরক্ত হইতে লাগিলেন। কি খেদের বিষয়, হাওয়ার্ডের প্রণয়বীজ অঙ্কুরিত হইতে না হইতেই, হাওয়ার্ডের কর্ত্তব্যের আরম্ভ হইতে না হইতেই, রমণী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। হাওয়ার্ডকে শোক সাগরে ভাসাইয়া নিজে অনন্ত শান্তি নিকেতনে আশ্রয় পাইলেন! পত্নীর মৃত্যুতে হাওয়ার্ডের প্রাণে এতদূর আঘাত লাগিয়াছিল যে, তিনি ষ্টেকনিউজটনের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া শান্তির অন্বেষণে বিদেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া মনোহর লিসবন নগরকে একবারে লণ্ডভণ্ড করিয়াফেলে। এই অদ্ভুত ভীষণ দৃশ্য সন্দর্শন করিবার জন্য হাওয়ার্ড তথায় যাইতে সঙ্কল্প করিলেন, এবং ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে হ্যানোভার নামক ডাকের জাহাজে আরোহণ করিলেন। এই সময়ে ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়াছিল। অর্ণবযান "হ্যানোভার" ইংলিশ চ্যানাল পার হইতে না হইতেই শত্রু কর্ত্তৃক ধৃত হইল। নাবিক এবং আরোহীগণকে চল্লিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ক্ষুধার অন্ন তৃষ্ণার জল হইতে বঞ্চিত করিয়া অবশেষে ব্রেষ্টের কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল। কারানিক্ষিপ্ত হতভাগ্যগণ যখন ক্ষুধাতৃষ্ণার অসহ্য যাতনায় ছট ফট করিতে লাগিলেন, জল, জল, বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন, তখন এক খণ্ড মেষমাংস তাহাদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল! পশুদিগকে লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া যে ভাবে তাহাদের আহারীয় মাংসাদি ভিতরে ফেলিয়া দেওয়া হয়, হতভাগ্য কারানিক্ষিপ্ত ইংরেজগণকেও সেইরূপ একখণ্ড মাংস প্রদত্ত হইল! ছুরীর অভাবে তাহারা দন্তদ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ করিয়া কুকুরের ন্যায় চর্ব্বণ করিতে লাগিল। তখনকার কারাগারের ভীষণ অবস্থা, কারাবাসীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচার যাঁহারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে সম্যকরূপে সে ভাব হৃদয়ে ধারণ করা সম্ভব নহে। নরকের যন্ত্রণা যাঁহারা ভোগ করেন নাই, স্বর্গে বাস করিয়া সেই যন্ত্রণার বিবরণ পাঠ করিলে যেমন কিছুই জানা হইলনা, তেমনি ভূতবংশীয়দের দুঃখ দুর্দ্দশার বিষয়ে পুস্তক পাঠ করিয়া বর্ত্তমান বংশধরগণ মূল বৃত্তান্তের শতাংশের এক অংশও জানিতে পারে না। মহাত্মা হাওয়ার্ড আজ স্বচক্ষে কারাবাসীর দুর্দ্দশা দর্শন করিতে লাগিলেন, স্বয়ং কারাগারে ভীষণ অত্যাচার ভোগ করিতে লাগিলেন। যে মহানভাবে প্রণোদিত হইয়া মহাত্মা হাওয়ার্ড কারাসংস্কার কার্য্যে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন আজ সেই স্বর্গীয় ভাব তাঁহার প্রাণ আলো করিল। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি স্বর্গমর্ত্ত্য ভেদ করিয়া অনন্তে মিশিয়া গেল। বিধাতা স্বয়ং আসিয়া আজ হাওয়ার্ডের সঞ্জীবনী শক্তি জন্মাইয়া দিলেন! হাওয়ার্ডের প্রাণে অসাধারণ শক্তির সঞ্চার হইল। আজ হাওয়ার্ড নিশ্চয় রূপে বুঝিলেন, ইউরোপের হতভাগ্য কারাবসীগণের কল্যাণ সাধনের জন্যই তাঁহার জন্ম হইয়াছে। আজ তিনি একান্ত মনে বিধাতার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। দেবলোক হইতে "মাভৈ" "মাভৈ" শব্দ ঘোষিত হইতে লাগিল! ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ, সম্মুখে অপার সমুদ্র অনন্তস্বরে তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিল। 'এস বৎস! ভয় করিও না এসংসারে কর্ত্তব্যের জন্য যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিতে চান আমরা তাঁহাদের বিশ্রামের জন্য ক্রোড় প্রসরণ করিয়াছি।

ক্রমশঃ

---

## সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ২য় ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ ১৮৮৬।

এই তিন মাসের মধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১৬ বার অধিবেশন হইয়াছে। সুতরাং কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ৪ বার অতিরিক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। এ তিন মাসে কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে বিশেষ ভাবে একটা অতি গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। যদিও সভ্যগণের পক্ষে সেরূপ কার্য্যে লিপ্ত থাকা বিশেষ কষ্টকর, তথাপি তাঁহারা কর্ত্তব্যের গুরুতর শাসনে যথাসাধ্য আপনাদিগের কর্ত্তব্য সাধন করিতে যত্ন করিয়াছেন। সেকার্য্যটি এই ;- শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে যে ভাবে কার্য্য করিতেছিলেন, তাহাতে অনেকেই তাঁহার কোন কোন মতের পরিবর্ত্তন অনুভব করিতেছিলেন। বিগত চৈত্র মাসের প্রথম ভাগে তাঁহার কোন কোন কার্য্যের উল্লেখ করিয়া ১জন সভ্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় একখানি পত্র লিখেন। সে পত্র ১লা আষাঢ়ের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্র পাওয়ার সমকালেই তিনি পশ্চিম হইতে ফিরিয়া কলিকাতায় আগমন করেন এবং এখানে আসিয়াই একখানি পত্র দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকের পদ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তখন কার্য্যনির্ব্বাহকসভার সভ্যগণের সহিত অনেক আলোচনাদির পরে তাঁহাদের অনুরোধক্রমে সে পত্র তিনি প্রত্যাহার করেন এবং তখন কিছুকালের জন্য কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হন। কিন্তু কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাঁহার সহিত আরও বিশেষ ভাবে আলোচনা হওয়া আবশ্যক মনে করিয়া তাঁহাকে শীঘ্র কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনিও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসবের সময়ে এখানে আসিবেন বলিয়া, প্রতিশ্রুত হইয়া বরিশাল প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। সেখানে এবং মানিকদহ প্রভৃতি স্থানে যে ভাবে তিনি প্রচার করেন, তাহাতে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাহার সহিত সত্বর বিশেষ ভাবে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে কলিকাতায় আসিবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি কলিকাতায় আসিলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা একটী সবকমিটি গঠন পূর্ব্বক তাঁহাদের উপর বিজয় বাবুর সহিত আলোচনা করিবার ভার দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিজয় বাবু এই সবকমিটির নিকট বিশেষ কিছুই বলিতে সম্মত হন নাই। এই সময়ে তাঁহার ২য় পদত্যাগ পত্র কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তগত হয়। সে পত্র এবং সবকমিটি বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক যাহা জানিতে পারিয়াছিলেন তৎ সমুদায় গত ১লা আষাঢ়ের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং এখন তাহা প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন। এসমস্ত বিষয় অবগত হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সভা গভীর দুঃখের সহিত তাঁহার ২য় পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ উপলক্ষে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহা এবং তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য সমস্ত বিবরণই ১লা আষাঢ়ের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছে। তদ্দ্বারাই সকলে বুঝিতে পারিবেন, কার্য্যনির্ব্বাহক সভার পক্ষে সেরূপ কার্য্য করা নিতান্তই কর্ত্তব্য হইয়াছিল। আমরা এখনও আশা করিতেছি, আমাদের শ্রদ্ধেয় এবং ব্রাহ্মসমাজের বহুকালের সেবক পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার যে স্নেহ ও অনুরাগ আছে তদ্দ্বারা বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার সহিত যে সকল বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অমিল ঘটিয়াছে তাহা দূর হইবে ও আবার প্রচারকপদ গ্রহণ পূর্ব্বক তিনি আমাদিগকে সুখী করিবেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণের কার্য্যের সুশৃঙ্খলার জন্য কয়েকটা নিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক মনে করিয়া, নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রণয়ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

### ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য।

১। পরমেশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয়, তিনি এই বিশ্বের স্রষ্টা পাতা ও পরিত্রাতা। তিনি সর্ব্বশক্তিমান, জ্ঞান, প্রেম, ন্যায় ও পবিত্রতাতে পূর্ণ এবং তিনি সর্ব্বব্যাপী নিত্য ও মঙ্গলময়।

২। মানবাত্মা অমর ও অনন্ত উন্নতিশীল এবং তাহার কার্য্যের জন্য সে ঈশ্বরের নিকট দায়ী।

৩। ঈশ্বরের উপাসনা আধ্যাত্মিক। উপাসনা করা মানবাত্মার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। উপাসনাই মানবাত্মার মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়।

৪। পরমেশ্বরে প্রীতি ও জীবনের সমস্ত কার্য্যে তাঁহার ইচ্ছা সম্পন্ন করা প্রকৃত উপাসনা।

৫। প্রার্থনা, ঈশ্বরে নির্ভর ও সর্ব্বদা তাঁহার বর্ত্তমানতা অনুভব করা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের উপায়।

৬। কোন সৃষ্ট বস্তুকে ঈশ্বর জ্ঞানে উপাসনা করিবে না এবং কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থকে অভ্রান্ত ও একমাত্র মুক্তির উপায় বলিয়া স্বীকার করিবে না। সত্যই ব্রাহ্মের একমাত্র শাস্ত্র। ধর্ম্ম ও জাতিনির্ব্বিশেষে সকল শাস্ত্র ও ব্যক্তির উপদেশ হইতে সাদরে সত্য গ্রহণ করিবেক।

৭। ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব ও সকল জীবে দয়া মূল ধর্ম্ম।

৮। ঈশ্বর পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা ও পাপের দণ্ডদাতা, কিন্তু তাঁহার দণ্ড আমাদিগের হিতের জন্য এবং সে দণ্ডও অনন্ত কালের জন্য নহে!

৯। আন্তরিক অনুতাপ পূর্ব্বক পাপ হইতে নিবৃত্ত হওয়া পাপের যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত এবং ঈশ্বরের সহিত জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছাও পবিত্রতাতে যুক্ত হওয়াই যথার্থ মুক্তি।

### প্রচারকদিগের কর্ত্তব্য।

১। প্রচারকগণ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উল্লিখিত মূল সত্যগুলিকে অবলম্বন করিয়া প্রচার কার্য্য সম্পন্ন করিবেন এবং তাহার বিরোধী কোন মত প্রচার করিতে পারিবেন না।

২। প্রচারকেরা আপন আপন প্রচার প্রণালী ও কার্য্যক্ষেত্র স্থির করিবার পূর্ব্বে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক

প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। যদি কোন বিশেষ কারণ বশতঃ নির্দ্ধারিত প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিতে অশক্ত হন, তাহা হইলে যত শীঘ্র সম্ভব তাহা লিখিয়া উক্ত সভাকে জানাইবেন।

৩। যদি কোন প্রচারক ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান উপদেশ বা সাধন সম্বন্ধে কোন নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা বাঞ্ছনীয় বোধ করেন, তবে তিনি সে বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য কার্য্য নির্ব্বাহক সভাকে অবগত করিবেন এবং উক্ত সভা কর্তৃক তাহা গ্রাহ্য হইলে কার্য্যে পরিণত করিবেন।

৪। যাহাতে একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের পবিত্র পূজা দেশমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, বিশুদ্ধ ধর্ম্মানুমোদিত অনুষ্ঠান সকল গৃহে গৃহে ও জনসমাজে প্রবর্ত্তিত হয়, ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সকল সর্ব্বত্র সমাদৃত ও অনুষ্ঠিত হয় এবং নর নারীর জীবনে সর্ব্বতোভাবে সত্য, ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতার মর্য্যাদা রক্ষিত হয় এবং জনসমাজ বিশুদ্ধ প্রীতি শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের প্রেমরাজ্য বিস্তারে এবং ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইতে পারে, যাহাতে অসত্য, পাপ কুসংস্কার ও অত্যাচারের দিন অবসান হয়, জন সমাজ হইতে হিংসা-দ্বেষ অনুদারতা বিবাদ বিসম্বাদ তিরোহিত হয়, প্রচারকেরা এরূপ লক্ষ্য রাখিয়া স্বতঃ পরতঃ উপদেশ প্রবোচনা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা আপনাদিগের ব্রত পালনে নিযুক্ত থাকিবেন। বাক্যে ও ব্যবহারে পৌত্তলিকতা বা নিরীশ্বরতার প্রশ্রয় দিবেন না।

৫। তাঁহারা উপাসনা বা অনুষ্ঠানে জাতিভেদ কিম্বা পৌরহিত্যাভিমানের প্রশ্রয় দিবেন না। অন্ধ ভক্তি বশতঃ কেহ কোন অবৈধ বা ঈশ্বরের প্রাপ্য সম্মান বা ভক্তির নিদর্শন প্রদর্শন করিলে তাহা গ্রহণ করিবেন না।

৬। সত্য প্রচারে রত হইয়া অপর কোন ধর্ম্মশাস্ত্র বা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতি উপহাস বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবেন না। কিন্তু যাহা কিছু বলিবেন তাহাতে সত্য দ্বারা অসত্যকে, প্রেম দ্বারা অপ্রেমকে, এবং পবিত্রতা দ্বারা অপবিত্রতাকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিবেন।

৭। ব্রাহ্মধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উদার ভাবে সকল সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর লোকের সহিত সকল প্রকার সদনুষ্ঠানে মিলিত হইবেন। কিন্তু যে সকল সামাজিক অনুষ্ঠানে বিবেক বা নীতির অবমাননা করা হয়, তাহাতে যোগ দিবেন না।

৮। কোন স্থলে ধর্ম্ম প্রচারকেরা নিজ পদমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া প্রচার কার্য্যকে পৌরহিত্য উপার্জ্জন ও বৈষয়িক সুখ ভোগের উপায় স্বরূপ করিবেন না। কোনও প্রচারক কোন স্থানে উপহার বা দান প্রাপ্ত হইলে, তাহা স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় অর্পণ করিবেন।

৯। ধর্ম্ম প্রচার প্রচারকদিগের মুখ্যকার্য্য হইবে, এতদ্ব্যতীত রাজনৈতিক, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠানে যাহাতে দেশের কোন প্রকার কল্যাণের সম্ভাবনা আছে, তাহাতে অসঙ্কোচে লোকের সহায়তা করিতে পারিবেন। আবশ্যক বোধ করিলে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও অর্থোপার্জ্জনের জন্য কোন প্রকার বৈধ উপায় অবলম্বন করিতে পারিবেন। কিন্তু সে বিষয়ে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অনুমোদনের অপেক্ষা করিবেন।

১০। চরিত্রদোষ বা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে অবিশ্বাস অথবা অন্য কোন গুরুতর কারণে আবশ্যক বোধ করিলে, কার্য্যনির্ব্বাহক সভা যথাযথ অনুসন্ধান পূর্ব্বক কোন প্রচারককে প্রচার কার্য্য হইতে স্থগিত বা অবসৃত করিতে পারিবেন।

১১। প্রচারকগণ আপন আপন কার্য্যের মাসিক বিবরণ পর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় প্রেরণ করিবেন।

প্রচার—নিম্নলিখিত স্থান হইতে প্রচারক পাঠাইবার জন্য অনুরোধ আসিয়াছিল। দার্জ্জিলিং, বোলপুর, মুরসিদাবাদ, বাগেরহাট, হাজারিবাগ, রাঁচি, বরিশাল, বড়বেলুন, পাবনা, কাকিনিয়া, ময়মনসিংহ, রংপুর।

গত তিনমাসে প্রচারকগণ যে ভাবে প্রচার কার্য্য করিয়াছেন, নিম্নে তাহার স্থূল বিবরণ দেওয়া গেল।

শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—১লা বৈশাখ হাজারিবাগ সমাজের উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন। উৎসব উপলক্ষে কয়েক দিবস উপাসনা ও উপদেশ। একদিবস একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাসায় স্ত্রীলোকদিগের জন্য বিশেষ উপাসনা, সংকীর্ত্তন, ও বক্তৃতা। "ধর্ম্মজীবন" বিষয়ে একটি প্রকাশ্য বক্তৃতা। গয়ানগরে কয়েক দিবস অবস্থিতি। কোন কোন ব্রাহ্ম পরিবারে উপাসনা। তত্রত্য ব্রাহ্মদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনা। পঞ্জাবের অন্তর্গত গুরুদাসপুরে বাঙ্গালী ও পঞ্জাবী ভদ্রলোকদিগের সহিত সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক কথাবার্ত্তা। লাহোর নগরে প্রতিদিন প্রাতঃকালে পারিবারিক উপাসনা। কয়েকজন ব্রাহ্ম তাহাতে নিয়মিতরূপে যোগ দান করিতেন। লাহোর মন্দিরে সামাজিক উপাসনা ও "প্রেমের লক্ষণ" বিষয়ে বক্তৃতা। লাহোর নগরে কোন যুবা পুরুষ পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। তদুপলক্ষে উপাসনা ও বক্তৃতা। লাহোরে তিনটি প্রকাশ্য বক্তৃতা। ১ম, তত্রত্য শিক্ষা সভা হলে নারীজাতির অবস্থোন্নতি বিষয়ে; ২য়, হিন্দু স্কুল গৃহে শাস্ত্র বিষয়ে; ৩য়, শিক্ষা সভাহলে প্রকৃত উন্নতি বিষয়ে। লাহোর হইতে রাউলপিণ্ডি যাত্রা। তথায় কোন যুবা পুরুষ পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তদুপলক্ষে উপাসনা ও বক্তৃতা। দুইটী বক্তৃতা ১ম, বক্তৃতার বিষয় "সারধর্ম্ম কি?" ২য় বক্তৃতার বিষয় "সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি" এতদ্ভিন্ন কথোপকথন ও আলোচনা। রাউলপিণ্ডি হইতে পেসোয়ার গমন। তথায় একটি সভা হয়। সভাতে সঙ্গীত হয় এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব বুঝাইয়া দেওয়া হয়। রাউলপিণ্ডি ফিরিয়া আসিয়া তথা হইতে মরি পর্ব্বতে গমন। তথায় কাহারও কাহার সঙ্গে বিধবাবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক বিষয়ে এবং সাকার নিরাকার উপাসনা বিষয়ে কথোপকথন হয়। কলিকাতায় আসিয়া ছাত্র সমাজে উপাসনা ও "ঈশ্বর দর্শন" বিষয়ে উপদেশ। উপাসনাকালে সামাজিক উপাসনা ও উপদেশ।

বাবু শশীভূষণ বসু—উড়িষ্যার তিনটী প্রধানতম স্থান, কটক, পুরী ও বালেশ্বর গমন। ১ম, কটকে ২।৩ দিন থাকিয়া পারিবারিক উপাসনা ও উপদেশ ও ছাত্রসমাজে উপাসনা ও উপ-

দেশাদি প্রদান। তৎপর পুরী যাইয়া তথায় এক সপ্তাহের অধিককাল বাস করিয়া তথাকার ভদ্রলোকদিগের বাটীতে উপাসনা ও উপদেশাদি প্রদান। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে "অধ্যবসায় ও জীবনের লক্ষ্য" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা-তথাকার সাধারণ লোকের সঙ্গে কথোপকথন। পুরী পরিত্যাগ করিয়া কটকে আগমন। তথায় আর এক সপ্তাহকাল অবস্থিতি করিয়া লোকের বাটীতে ও প্রকাশ্য স্থানে উপাসনা। Cattack town school এ ছাত্রদিগের জন্য আলস্য ও সময়ের মূল্য সম্বন্ধে উপদেশ। Cattack printing Hall এ দুইটী প্রকাশ্য বক্তৃতা। ১ম "আদর্শ জীবন" ২য় "ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য ও কার্য্য।" ২য় বক্তৃতার দিন তথাকার অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। তথায় একদিন নগর সংকীর্ত্তন হয়, এবং প্রকাশ্য স্থানে সাধারণ লোকদিগের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম কি তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা। দয়াময়ের কৃপায় কটকে ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতি ক্রমে বিকীর্ণ হইতেছে। বালেশ্বরে নববিধান সমাজ ও সাধারণসমাজ আছে। নববিধান সমাজের সভ্যগণ আমাকে তাঁহাদিগের সমাজে বক্তৃতা করিতে বলেন। আমি তাঁহাদিগের সমাজ গৃহে "প্রকৃত ধর্ম্মজীবন" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করি ও উপাসনাদি করি। নববিধানী বন্ধুগণ আমাদিগের প্রতি বিশেষ সদ্ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বালেশ্বর পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসি। এখানে Students Prayer meetting এ উপাসনা করি। কলিকাতায় কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া বোলপুরের উৎসবে গমন করি। তথায় ও উপদেশাদি প্রদান করি ও সাধারণ লোকদিগের জন্য প্রকাশ্য বক্তৃতা করি। বোলপুর হইতে পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া ছাত্রদিগের সঙ্গে আলোচনাদি করি, এবং এক বন্ধুর বাটীতে নিয়মিত রূপে উপাসনাদি করি। ধর্ম্মবন্ধু পত্রিকা সম্পাদনের সাহায্য করি। এক্ষণে খসিয়ং এ অবস্থিতি করিতেছি। এখানে আমার শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক বন্ধুদিগের সহিত একত্রে সাধন ভজন, আলোচনা ও উপাসনাদি করিয়া প্রীতি লাভ করিতেছি। দার্জ্জিলিং গমনপূর্ব্বক তথাকার উপাসনা গৃহে একদিন উপাসনা ও "এই কি জীবন" বিষয়ে বক্তৃতা এবং একটী ব্রাহ্মপরিবারে উপাসনা।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন—পাবনা ছাত্রসমাজের উৎসবে যাই। সেখানে দুইটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করি। বিষয় ১ম চৈতন্য ও ভক্তি, ২য় একেশ্বরবাদের শাস্ত্রীয়তা। উৎসবে উপাসনা করি ও উপদেশ প্রদান করি। তৎপর কুষ্টিয়াতে একটী ভদ্রলোকের বাড়ীতে উপদেশ ও প্রার্থনা হইয়াছিল। তৎপর কলিকাতায় আগমন করি,কলিকাতায় অবস্থানকালে মন্দিরে উপাসনা করি, কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজে কয়েকবার উপাসনা করি, তৎপর বড়বেলুন ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে যাই। সেখানে উপাসনা ও উপদেশাদি হয়। বড়বেলুনে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি গ্রামবাসীদের অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিল, এবার এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিলাম, যাঁহারা অত্যাচারী তাঁহারাই অতি উৎসাহের সহিত উপদেশাদিতে যোগ প্রদান ও যাহাতে উৎসব কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়, তাহার জন্য বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছেন। ধন্য দয়াময় তোমার বিশ্বাসীরা চিরদিন তোমার নামের জয় ঘোষণা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তৎপর বর্দ্ধমানে বন্ধুদের সহিত উপাসনা ও আলোচনাদি হইয়াছিল, এস্থান হইতে নলহাটী যাই, এখানে একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা হয় ও বন্ধুদের সহিত উপাসনা ও আলোচনাদি হইয়াছিল। ইঁহাদের সদ্ভাবে আমি মোহিত হইয়াছি। এখান হইতে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করি। মুর্শিদাবাদের উৎসবে উপাসনা ও উপদেশ এবং স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ গৃহে প্রকৃত বিশ্বাস, সম্বন্ধে বক্তৃতা ও শাস্ত্রালাপ এবং ব্যাখ্যাদি হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল রায় মহাশয়ের ভবনে পারিবারিক উপাসনা হইয়াছিল। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় প্রত্যেক স্থানে কিছু কিছু কার্য্য করিয়াছেন। তৎপর কলিকাতাতে আসিয়া কলিকাতা নিবাসী একটী হিন্দু পরিবারে উপাসনার্থ গমন করি, সেই পরিবারে বিশেষ উপাসনা ও উপদেশ ও আলোচনাদি হইয়াছিল। তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিষয় জানিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়া রহিয়াছেন। কলিকাতা ছাড়িয়া এখন হিমালয় শিখরস্থ খর্শিয়াং শৈলে আসিয়া আমার শ্রদ্ধাভাজন প্রচারক ভ্রাতাদিগের সহিত একত্রে বাস করিতেছি।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—এপ্রেল মাসের প্রারম্ভে আমি ময়মনসিংহের ব্রাহ্মবন্ধুদিগের দ্বারা আহূত হইয়া উক্ত নগরে গমন করি। ময়মনসিংহে কতকগুলি উৎসাহী ও ধর্ম্মানুরাগী ব্রাহ্ম আছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ও নিষ্ঠার গুণে এখানে ব্রাহ্মসমাজের একটু জীবন আছে। আমি যখন কলিকাতা হইতে যাই, তখন এখান হইতে ও ঢাকা হইতে অনেকগুলি ব্রাহ্ম যুবক আমার সঙ্গী হইয়াছিলেন। ময়মনসিংহে আমরা সপ্তাহাধিক কাল উপাসনা, আলোচনা ও বক্তৃতাদিতে যাপন করি। ১লা বৈশাখ সমস্ত দিনব্যাপী বিশেষ উৎসব হয়, তদ্ভিন্ন প্রতি দিন প্রাতে কোন না কোন ব্রাহ্মপরিবারে উপাসনা হইয়াছিল। এখানে যে কয়েকটী ব্রাহ্মপরিবার আছেন, উক্ত পরিবারস্থ মহিলাদিগকে লইয়া একদিন উপাসনা হয়। এতদ্ভিন্ন সেখানে তিনটী বক্তৃতা করা হয়। প্রথমটী মুক্তি বিষয়ে, দ্বিতীয়টী সামাজিক বিষয়ে, তৃতীয়টী নৈতিক বিষয়ে। ময়মনসিংহে আমি ব্রাহ্মবন্ধুদিগের সহবাসে থাকিয়া ও তাঁহাদের সঙ্গে একত্র উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনাদি করিয়া বিশেষ উপকৃত ও প্রীত হইয়াছি। ময়মনসিংহ হইতে ফিরিবার সময় আমাদের ঢাকাস্থ শ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান্ ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের জমিদারী কাওরাদি নামক জঙ্গলময় স্থানে কতিপয় বন্ধু মিলিয়া গমন করি। সেখানে উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনাতে একদিন যাপিত হয়। স্থানটী অতি নির্জ্জন ও রমণীয়। গুপ্ত মহাশয়ের গুণে ইহার চতুঃপার্শ্বস্থ লোকের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র সত্য সকল প্রচারিত হইতেছে। কাওরাদিতে একদিন পরমসুখে যাপন করিয়া ঢাকাতে আগমন করি। এখানে একটী বক্তৃতা হয় ও তত্রত্য সমাজে একদিন উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। ঢাকা হইতে কলিকাতাতে প্রতিনিবৃত্ত হই। কলিকাতায় অবস্থানকালে ইণ্ডিয়ান

মেসেঞ্জার পত্রিকার সম্পাদন কার্য্যের সাহায্য করি ও মন্দিরের উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করি। বৈশাখের শেষভাগে বোলপুর সমাজের উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করি। কলিকাতা হইতে কয়েকজন বন্ধু আমার সমভিব্যাহারে গিয়াছিলেন। সেখানে উৎসব দিবসের উপাসনা ধর্ম্মালোচনা ব্যতীত এক দিবস একটী বক্তৃতা হয়। ঐ বক্তৃতাতে সংসারাসক্তির বিষময় ফল প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। বোলপুরে ব্রাহ্মসাধারণের ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রসিদ্ধ "শান্তিনিকেতন" নামক রমণীয় উদ্যান আছে, তথায় আমরা একদিন প্রাতে ব্রহ্মোপাসনা করি। বোলপুর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের জন্মোৎসবের কার্য্য করি। এতদুপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের "উদ্দেশ্য ও আশা" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করি। উৎসবান্তে কয়েকদিন পরে কতিপয় প্রচারকবন্ধুর সমভিব্যাহারে কিছুকাল নির্জ্জনবাস করিবার জন্য হিমালয়পৃষ্ঠস্থ খর্শিয়ংএ আগমন করি। এখানে আসিয়া একদিন দার্জ্জিলিং সমাজে একটী বক্তৃতা করি ও একদিন তত্রত্য সমাজে সামাজিক উপাসনা করি। এতদ্ভিন্ন একদিন এই খর্শিয়ংএর সমাজে উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করি ও একদিন একজন ব্রাহ্মবন্ধুর পরিবারে পারিবারিক উপাসনা করি। এখানে থাকিয়া কয়েকজন প্রচারক বন্ধুর সমভিব্যাহারে উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনাদিদ্বারা বিশেষ উপকার লাভ করিতেছি।

নবদ্বীপচন্দ্র দাস—আমি বাবু শশীভূষণ বসু এবং অন্য একজন বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া উৎকলপ্রদেশে প্রচারার্থ গমন করি। পথিমধ্যে ষ্টীমারে একদিন নানা ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সঙ্গে কথোপকথন হয়। আমরা প্রথম কটক সহরে উপস্থিত হইয়া সেখানে দুই তিন দিন অবস্থিতি করিয়া নববিধান সমাজে এবং উৎকল ব্রাহ্মসমাজে সামাজিক উপাসনার কার্য্য করি। তৎপরে আমরা পুরী যাই, সেখানে একটী প্রার্থনা সমাজের মত ক্ষুদ্র সমাজ আছে, তাহাতে সামাজিক উপাসনা করি এবং তথায় কতিপয় ভদ্রলোকের বাড়ীতে উপাসনা করি ও উপদেশ দেই, বালকদিগকেও কিছু বলা হয়। ইহা ব্যতীত ভদ্রলোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং আলাপ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করি। এখানে বাবু প্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের ভবনে বাস করি, এবং প্রায় প্রতি দিনই তাঁহার গৃহে উপাসনা হইত, আমরা তাঁহার নিকট অনেক সাহায্য পাইয়াছি, তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হইতেছি। সেখানে সপ্তাহকাল অবস্থিতি করিয়া পুনরায় কটকাভিমুখে যাত্রা করি, কটকে উপস্থিত হইয়া ছাত্রসমাজের উৎসবের কার্য্য করি। একদিন নদীতীরে নির্জ্জনে ধর্ম্মবন্ধুদের সঙ্গে উপাসনাদি করি। একদিন সঙ্গতসভায় ধর্ম্মবন্ধুদের সঙ্গে ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে আলোচনা করি! উৎকলসমাজে সামাজিক উপাসনা করি। শশীবাবুর ২য় বক্তৃতাটী সম্বন্ধে আমিও কিছু বলি এবং নগরকীর্ত্তনে যোগ দিই ও প্রকাশ্যস্থলে ব্রাহ্মধর্ম্মসম্বন্ধে কিছু বলি। ইহা ব্যতীত ভদ্রলোকদের সঙ্গে আলাপাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করি। আমরা এখানে অবস্থিতিকালে আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন রাও মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ হয়, তাহাতে যোগদান করি। যদি সর্ব্বত্রই প্রচারকগণ বন্ধুদের আনুষ্ঠানিক কার্য্যে উপস্থিত থাকিয়া যোগদান করেন, এবং তাঁহাদের দ্বারা আচার্য্যের কার্য্য করান তাহা হইলে বিশেষ উপকার হইতে পারে এবং পৌরহিত্য প্রথা আসিবারও আশঙ্কা থাকে না। আমরা এই দিন বিশেষ উপকারলাভ করিয়াছিলাম। এখানে ধর্ম্মবন্ধুদের সঙ্গে একত্র বাসে এবং আলাপাদিতে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। তৎপর এখান হইতে বালেশ্বর মুখে যাত্রা করি। বালেশ্বর পৌঁছিয়া আমাদের বন্ধু বাবু যদুনাথ রায় মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হই। এখানে বালেশ্বর প্রদেশীয় সমাজ এবং বালেশ্বর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামে দুইটী সমাজ আছে। ১ম সমাজটী নববিধানের দিকে সহানুভূতি করেন। কিন্তু দেখিলাম, এ সমাজের অনেক সভ্যই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিও বেশ শ্রদ্ধান্বিত। তাঁহারা আমাদের সঙ্গে বেশ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। এখানে প্রতি দিনই কার্য্য হইত। দুই দিন বালেশ্বর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করি ও উপদেশ দেই। সাধারণ সমাজের সভ্যগণ সবই যুবক, এটী খুব সুখের বিষয়, সকলেই যুবকদিগকে সাধারণ সমাজের দিকে আকৃষ্ট দেখা যায়। বালেশ্বর প্রদেশীয় সমাজের একটী সাধনকুটির আছে, তাহার নাম যোগকুটীর। এখানে একদিন কাজ করি এবং ইহার নিকট নবগ্রাম নামে একটী পল্লিতে শ্রমজীবিদের একটী সমাজ আছে, তাহাতে সামাজিক উপাসনা করি ও উপদেশ দেই। এই শ্রমজীবীগণ ধর্ম্মের জন্য অত্যাচারিত হইতেছে। পরমেশ্বরের নামে যাহারা পৃথিবীতে অত্যাচারিত হইয়াছে, তাহারাই ধন্য। বালেশ্বর হইতে দুইটী গ্রামে যাই, ১মটা সহর হইতে দুই মাইল দূরে এ স্থানটীর নাম সিদ্ধিয়া। এখানে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু পদ্মলোচন দাস মহাশয়ের ভবন। তাঁহার বাড়ীতেই অবস্থিতি করি, এখানে পারিবারিক উপাসনা হয় এবং এখানকার সমাজে সামাজিক উপাসনা করি ও উপদেশ দেই। ইহারও একটী নির্জ্জন সাধনের জন্য গ্রাম হইতে দূরে নদীতীরে একটী বাগান আছে, এই বাগানের গৃহেই সামাজিক উপাসনা হয়, স্থানটী অতি রমণীয়। প্রত্যেক ব্রাহ্মের এইরূপ নির্জ্জন সাধনের জন্য স্থান কি ঘর থাকিলে ভাল হয়। সমাজের উপাসনার পর নগরকীর্ত্তন বাহির হয়, গ্রামের একটী প্রকাশ্যস্থলে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করি। তৎপরদিন দুই একটী বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া আমড়া নামক গ্রামে যাই, সেখানে গরিব লোকদের একটী সমাজ আছে। তাহাতে সামাজিক উপাসনা করি ও উপদেশ দেই। ইহাদিগকে দেখিয়া মনে বড় আনন্দ হয়, আমাদের মধ্যে অনেকের ভ্রম আছে, সাধারণে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বুঝিবে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম সে বস্তু নয় ইহা সকলের জন্য। তবে ইহার কূটতর্ক জাল বুঝিতে না পারে! বিশেষ সুখের কারণ এখানে দেখিলাম স্ত্রীলোকদের এই পবিত্র ধর্ম্মের প্রতি খুব বিশ্বাস এবং প্রেম। পরমেশ্বর গরীবদিগকে এবং কন্যাদিগকে এই ধর্ম্মে আকৃষ্ট করুন্। তাহা হইলেই তাঁহার পবিত্র সমাজের

মুখ উজ্জ্বল হইবে। এখান হইতে পুনরায় বালেশ্বরে আসি এবং সেখানে বিলম্ব না করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করি। নানা কারণে কলিকাতায় কিছুদিন থাকি। এখানে প্রাতে মধ্যে মধ্যে সমাজের কার্য্য করিয়াছি। সম্প্রতি থর্শিয়ং পাহাড়ে কতিপয় প্রচারক বন্ধুদিগের সহিত অবস্থিতি করিতেছি। এখানে একদিন সামাজিক উপাসনার কার্য্য করি। পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা যে জন্য এখানে তিনি আনিয়াছেন তাহা সিদ্ধ করুন।

পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী—লাহোর ব্রহ্মমন্দিরে আটবার উপাসনা করি। তিনবার সহরের উপাসক মণ্ডলীর সহিত উপাসনা করি। আমার বাটীর উপাসনা গৃহে প্রতি রবিবার প্রাতে ও কখন কখন অন্য দিনে উপাসনা হইয়া থাকে, তাহাতে উপাসনার কার্য্য করি। বিগত ৯ই এপ্রিল বাবু নবীনচন্দ্র রায় মহাশয় এস্থান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ব্রাহ্ম গ্রামে গমন করেন। তদুপলক্ষে উপাসনা করি। একজন মুসলমান ও একজন শিখ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। বিগত ২৩শে মে শেষোক্ত ব্যক্তি দীক্ষিত হন। বিগত ১৩ই এপ্রিল সুরাপান নিবারিণী সভার একটী মহোৎসব হয়। ২১ জন নূতন সভ্য সেদিন সভার সহিত যোগ দেন। এই সময়ে প্রদীপোৎসবের সময় ভাই অমর সিংহ ব্রহ্মদাস এবং তেলুরাম প্রমুখ কয়েকজন ব্রাহ্ম মেলায় যাইয়া শত শত ব্যক্তির সম্মুখে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত স্থানে ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছে। গত উৎসবের সময় ভাই অমর সিংহ ও তেলুরাম ভাই ব্রহ্মদাস ও আমি সিমলা ও আম্বালায় গমন করিয়াছিলাম। সেখানে উপাসনা ও বক্তৃতা হয়। সিমলায় আমি পীড়িত হইয়া পড়ি। বাবু গৌরীকান্ত রায়ের বাড়ীতে দুই দিন পারিবারিক উপাসনা করি। ভাই ব্রহ্মদাস সিমলা ব্রাহ্মসমাজে রবিবার উপাসনা করেন ও বক্তৃতা দেন। পাক্ষিক পত্রিকা—ধর্ম্মজীবন নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রায় ১৫০ পৃষ্ঠায় (ধর্ম্মের গুপ্ততত্ত্ব) নামক একটী পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ উর্দ্দু ভাষাতে প্রকাশিত হয়। "পাপীর অনন্ত জীবন প্রাপ্তি সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট উপায়।" "শাস্ত্রীয় ধর্ম্মের মূল বিজ্ঞান" ও ঐশী শক্তির প্রকাশ (হিন্দী) নামক পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। আমি আমার অন্যান্য প্রচারক ভ্রাতাদের সহিত লাহোরে অবস্থানকালীন নিয়মিত প্রচার কার্য্যালয়ে কার্য্য করিয়াছি।

এতদ্ভিন্ন বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লালা লছমন প্রসাদ, বজরংবিহারী, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু মনোরঞ্জন গুহ, বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি মহাশয়গণ নানাপ্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব—যে প্রণালী অনুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ৮ম সাম্বৎসরিক জন্মোৎসব হইয়াছে, তাহা ১৬ই জ্যৈষ্ঠের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছে। উৎসবের কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা একটী সবকমিটির হস্তে উৎসবের কার্য্যভার অর্পণ করেন। উৎসব সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছে।

হিতসাধক মণ্ডলী, ছাত্রসমাজ, রবিবাসরিক নৈতিক বিদ্যালয় ও ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রভৃতির কার্য্য স্কুল কলেজের পরীক্ষা এবং তৎপর গ্রীষ্মাবকাশের জন্য অনেকদিন বন্ধছিল। সম্প্রতি এই সকল বিভাগের কার্য্য রীতিমত আরম্ভ হইয়াছে। ছাত্রসমাজের প্রথম অধিবেশনে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনা করেন এবং ঈশ্বর দর্শন সম্বন্ধে উপদেশ দেন। হিত সাধকমণ্ডলীর অন্তর্গত নৈশ বিদ্যালয়টীর কার্য্য ১মাস গ্রীষ্মাবকাশের পর আবার আরম্ভ হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত উচ্চতর শ্রেণী (Senior Class) খোলা হইয়াছে।

উপাসকমণ্ডলী—উপাসক মণ্ডলীর নিয়মিত সাপ্তাহিক উপাসনাকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। অধিকাংশ সময় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করেন। অন্যান্য আচার্য্যগণও মধ্যে মধ্যে উপাসনা করিয়াছেন। উপাসকমণ্ডলীর যত্নে সপ্তাহে একদিন সঙ্গত সভা এবং একদিন সংকীর্ত্তন হইতেছে। বর্ষ শেষ এবং নববর্ষোপলক্ষে বিশেষ উৎসব হইয়াছিল।

স্থায়ী প্রচারফণ্ড—এই তিনমাসের মধ্যে এই ফণ্ডের জন্য ৪৭২৷৷ টাকা দানাঙ্গীকার পাওয়া গিয়াছে এবং ৫৪।০ আদায় হইয়াছে। এই ফণ্ডের জন্য এখনও সাধারণের বিশেষ মনোযোগ দৃষ্ট হইতেছে না। যে সকল স্থানে সাহায্য প্রার্থনা পত্র পাঠান হইয়াছিল অধিকাংশ স্থান হইতে তাহার কোন ফল পাওয়া যায় নাই।

পুস্তক প্রচার—এই তিনমাসে নূতন পুস্তক একখানিও প্রচারিত হয় নাই। দুই খানা ইংরেজী গ্রন্থ ছাপার জন্য যন্ত্রস্থ আছে। বাবু উমাপদ রায় তাঁহার প্রণীত সাধুদৃষ্টান্ত নামক পুস্তক এবং বাবু সীতানাথ দত্ত তাঁহার প্রণীত Thirsting after God নামক পুস্তকের স্বত্ব সমাজকে দান করিয়াছেন তাঁহাদিগকে এ জন্য ধন্যবাদ দেওয়া যাইতেছে।

পুস্তকালয়—এই তিনমাসে পুস্তকালয় সম্বন্ধে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয়নাই। রীতিমত ইহার কার্য্য চলিয়া আসিতেছে।

পত্রিকা—তত্ত্বকৌমুদী এবং ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইয়া আসিয়াছে। মেসেঞ্জার সম্পাদনভার সম্প্রতি বাবু সীতানাথ দত্ত এবং বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের উপর অর্পিত হইয়াছে। মেসেঞ্জারের জন্য এখনও প্রায় সাড়ে সাত শত টাকা ঋণ আছে।

দাতব্য বিভাগ—দাতব্যবিভাগ কমিটীর কয়েকটী অত্যাবশ্যকীয় নিয়ম মঞ্জুর করাইয়া লইতে এবং আফিসের খাতা পত্রাদি প্রস্তুত করিতে কতক সময় অতিবাহিত হয়। দাতব্য বিভাগ হইতে নিম্নলিখিত কার্য্য গুলি হইয়াছে।

১। সর্ব্ব সাধারণের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্তির জন্য একখানি আবেদন পত্র মুদ্রিত করিয়া তত্ত্বকৌমুদী প্রভৃতি কাগজের সহিত এবং পৃথক রূপে বিতরণ করা হইয়াছে।

২। ঢাকা এবং ময়মনসিংহে টাকা আদায় করিবার জন্য বাবু কুঞ্জলাল ঘোষ এবং বাবু নীলরতন সরকার মহাশয়গণ প্রেরিত হইয়াছিলেন। এবং বাগেরহাট এবং খাটুরা প্রভৃতি স্থানে বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় গিয়াছিলেন। ইহাদিগের চেষ্টায়

এবং আরও কতিপয় বন্ধুর সাহায্যে এপর্য্যন্ত ১৫৩৶৫ আদায় হইয়াছে এবং কার্য্যের সুবিধার জন্য খাতা প্রভৃতি প্রস্তুত, বিজ্ঞাপনের কাগজাদি ক্রয়, অর্থ সংগ্রহের জন্য যাতায়াতের পথ খরচ গাড়ীভাড়া এবং দান কার্য্যে ৪৩।৶১৫ ব্যয় হইয়াছে। ময়মনসিংহে তথাকার বন্ধুগণের সাহায্যে ৫০০৲ টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। দানসংগ্রহের জন্য কলিকাতায় এবং মফস্বলে অনেকের নিকট সভার দান স্বাক্ষরের খাতা এবং বিল প্রদত্ত হইয়াছে। আশা করা যায় এই বিভাগের সাহায্যের জন্য সকলেই একটু বিশেষ মনোযোগী হইবেন। ঢাকা এবং ময়মনসিংহের কতিপয় বন্ধু অতিশয় কষ্ট স্বীকার করিয়া এই বিভাগের সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারা সভার অত্যন্ত ধন্যবাদের পাত্র।

এপর্য্যন্ত সভার নিকট যত আবেদন আসিয়াছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের আবেদন গ্রাহ্য হইয়াছে। খুলনা নিবাসী হিরালাল দত্ত নামক একটী দরিদ্র ছাত্রকে জুন মাস হইতে ২৲ টাকা করিয়া মাসিক সাহায্য দেওয়া হইবে। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একটী যক্ষ্মারোগগ্রস্ত দরিদ্র রোগীর চিকিৎসার ভার সভা গ্রহণ করেন। শ্রদ্ধাস্পদ কবিরাজ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গুপ্ত মহাশয় সভার অনুরোধে বিনামূল্যে ঔষধাদি দিয়া চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন। পথ্য প্রভৃতির জন্য সভা হইতে কিছু সাহায্য করাও হয়। দুঃখের বিষয় অসময়ে চিকিৎসা আরম্ভ হয় বলিয়া বিশেষ কোন ফল দর্শে নাই। বালকটী পরলোক গমন করিয়াছে। উপরোক্ত কবিরাজ মহাশয় সভার যথেষ্ট সাহায্য করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। একটি ক্ষুদ্র বালিকাকে ঔষধ বাবদ কিছু প্রদান করা হয়। ঢাকায় বাবু শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যার্থ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করা হইয়াছে। ভবানীপুরের ৺রাধিকাপ্রসাদ দাসের পুত্র বাবু বিশ্বেশ্বর দাসকে তাহাদের পরিবারের সাহায্যার্থ সভা আপাততঃ মাসে মাসে ২৲ টাকা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণ পাটনি ভয়ানক কর্কট রোগাক্রান্ত হইয়া বাবু হরিশ্চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের যত্নে ছিলেন। কিন্তু তিনি স্থানান্তরে যাইবেন বলিয়া এই রোগীর ভার লইতে সভাকে অনুরোধ করেন। সভা এ সম্বন্ধীয় বিশেষ বন্দোবস্ত করিবার ভার কয়েকটী সভ্যের উপর অর্পণ করিয়াছেন। কয়েকটী প্রতিবন্ধকে এখনও ইহার জন্য কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কালীঘাটের বাবু দীনবন্ধু সেন নামক একটী বন্ধু দারুণ কাশী রোগে আক্রান্ত হইয়া অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহাকে আপাততঃ সভা মাসে মাসে ৩৲ টাকা করিয়া দিবেন ইচ্ছা করিয়াছেন। খুলনার নিকটবর্ত্তী বেনেকামার গ্রামের পুষ্প বেওয়ার দুটী অসহায় দরিদ্র পীড়িত সন্তানকে ঔষধাদি ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও কলিকাতার কয়েকটী ছাত্রকে স্কুলে ফ্রি ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কোন কোন ছাত্রকে কোন কোন বন্ধুর দ্বারা কিছু কিছু সাহায্য লইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন আরো কয়েকখানি আবেদন আসিয়াছে, এ পর্য্যন্ত সে সকল পত্র সম্বন্ধে কোন মীমাংসা হয় নাই।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

| আয় | | ব্যয় | |
|---|---|---|---|
| প্রচার বার্ষিক- | ১৩৲ | প্রচার ব্যয়- | ৬০৯ |
| ঐ মাসিক | ২০৪।৵০ | স্থায়ীপ্রচার ফণ্ড | /০ |
| ঐ এককালীন | ২৪/১০ | কর্ম্মচারীর বেতন | ১৫৩।৵১০ |
| প্রাপ্ত চাউলের মূল্য | ২৵৭॥০ | ডাকমাশুল | ৩৸৵১৫ |
| সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ | | পাথেয় | ১০॥৶০ |
| বার্ষিক | ৩৯০৸/০ | নিঃস্ব ব্রাহ্মবালকদিগের | |
| ঐ ঐ মাসিক | ৪০৲ | স্কুলের বেতন দান | ৩৭৲ |
| ঐ ঐ এককালীন | ৫৲১০ | মুদ্রাঙ্কণ | ৯৸০ |
| শুভকর্ম্মের দান | | বিবিধ ব্যয় | ৫৬।৶১২॥ |
| কর্ম্মচারীর বেতন তত্ত্ব- | | কমিশন | ১৸৶১৫ |
| তত্ত্বকৌমুদী হইতে প্রাপ্ত | ২৪৲ | | ৮৮২।১২॥ |
| সিটি কলেজ হইতে নিঃস্ব | | গচ্ছিত শোধ | ৬৲ |
| ব্রাহ্ম ছাত্রদিগের বেতন | | হাওলাত শোধ | ৭৲ |
| দিবার জন্য দানপ্রাপ্ত | ৪০৲ | ঋণদান | ৬১৶১৫ |
| পাথেয় হিঃ | ১০৲ | | |
| স্থায়ী প্রচার ফণ্ড দান | ৫৪।০ | | |
| ঋণ আদায় | ১১।/১৫ | | ৯৫৬॥৭॥ |
| | | স্থিত | ১২২৵১০ |
| | ৮২৫/২॥ | | |
| গচ্ছিত জমা | ৬৲ | | ১০৭৮॥৵১৭॥ |
| হাওলাত | ১৬৩॥০ | | |
| | ৯৯৪॥/২॥ | | |
| গত ত্রৈমাসিকের স্থিত | ৮৪/১৫ | | |
| | ১০৭৮॥৵১৭॥ | | |

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার

| আয় | | ব্যয় | |
|---|---|---|---|
| | | ডাকমাশুল | ১৩১/১৫ |
| মূল্যপ্রাপ্তি | ৩১২।৵১০ | কর্ম্মচারীর বেতন | ২১৲ |
| বিজ্ঞাপন হিঃ | ১৭॥০ | মুদ্রাঙ্কণ | ১৫০৲ |
| হাওলাত জমা | ৫০৲ | কাগজ | ৬৬৸১৫ |
| নগদ বিক্রয় | /১০ | বিবিধ | ১৭॥৶৫ |
| পূর্ব্বস্থিত | ১৭৩৸৵০ | | ৩৮৬॥/১৫ |
| | ৫৫৩৸৵০ | স্থিত | ১৬৭।৫* |
| | | | ৫৫৩৸৵০ |

*ইহার মধ্যে ১৩৫৲ টাকা অন্যের নিকট প্রাপ্য হইয়াছে।

পুস্তক হিসাব।

| | | ব্যয় | |
|---|---|---|---|
| পুস্তকের বাকী মূল্য | | পুস্তক বাঁধাই | ৩০৲ |
| আদায় | ৯২॥৵০ | মুদ্রাঙ্কণ | ১৯৲ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| নগদ বিক্রয় | ১৪০৻১০ | অপরের পুস্তক | |
| সমাজের ১১৭৸/০ | | বিক্রয়েরমূল্য শোধ | ৬৲ |
| অপরের ২২৶১০ | | কমিশন | ৪৵৫ |
| পুস্তকের ডাকমাসুল | ৴১০ | বিবিধ | ১/০ |
| | | পুস্তকের ডাকমাসুল | ৪৸/০ |
| | ২৩২৸/০ | কাগজ | ৪২৶৫ |
| গচ্ছিত | ৫৩৶০ | ডাকমাসুল | ৵১০ |
| | ২৮৬৷০ | | ১০৭৷৵০ |
| গত ত্রৈমাসিকের স্থিত | ৮৪৫৸/১৫ | স্থিত | ১০২৪৷৶১৫ |
| | ১১৩২/১৫ | | ১১৩২/১৫ |

তত্ত্বকৌমুদী।

| আয় | | ব্যয় | |
|---|---|---|---|
| মূল্য প্রাপ্তি | ১৬৯৷/১০ | ডাকমাসুল | ৪১৸৶৫ |
| নগদ বিক্রয় | ১৸/১০ | মুদ্রাঙ্কণ | ১১১৲ |
| | | কাগজ | ৫৩৸/৫ |
| | ১৭১৶০ | কর্ম্মচারীর বেতন | ২৪৲ |
| গচ্ছিত | ৮৫৲ | ক্ষুদ্র ব্যয় | ৪৷৶১০ |
| | | কমিশন | ৷০ |
| | ২৫৬৶০ | | ২৩৬৲ |
| গত ত্রৈমাসিকের স্থিত | ৬১২/১৫ | গচ্ছিত শোধ | ৮৫৲ |
| | ৮৬৮৷১৫ | স্থিত | ৩২১৲ |
| | | | ৫৪৭৷১৫ |
| | | | ৮৬৮৷১৫ |

বিলডিং ফণ্ড।

| আয় | | ব্যয় | |
|---|---|---|---|
| চাঁদা আদায় | ৬৫৲ | বিবিধ ব্যয় | ৩৻১৫ |
| ফর্ণিচারের হিঃ জমা | ৫৲ | পুকুর ভরাট হিঃ | ১৬৪৷৵১৫ |
| দানাধারে প্রাপ্ত | ২৵৫ | | |
| ঋণশোধার্থ প্রাপ্ত | ১০৲ | | ১৬৭৷৶১০ |
| | | স্থিত | ৩১০৷৫ |
| | ৮২৵৫ | | |
| পূর্ব্বকার স্থিত | ৩৯৫৸/১০ | | ৪৭৭৸৶১৫ |
| | ৪৭৭৸/১৫ | | |

শ্রীহুকড়ি ঘোষ।
সম্পাদক।

☞ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের নিকট নিবেদন এই যে উপরুক্ত কার্য্য বিবরণের নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি তাঁহারা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া এই বিষয়ে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিয়া অনুগৃহীত করিবেন। অধ্যক্ষ সভার আগামী অধিবেশনে ঐ নিয়মাবলী আলোচিত হইয়া বিধিবদ্ধ হইবে। সভ্যগণের মতামত বিশেষ আদরের সহিত গৃহীত হইবে।

---

# ব্রাহ্মসমাজ।

আমাদের প্রচারকগণ হিমালয় শৈল পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিশেষ কার্য্য-উপলক্ষে আসাম গমন করিয়াছেন। পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় উত্তর বঙ্গে নিলফামারী সমাজের উৎসবে গমন করিয়াছেন। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন ও বাবু শশিভূষণ বসু মহাশয় বিগত মঙ্গলবার কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন।

বিগত ৬ই জুন ময়মনসিংহ স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক বাবু শশীকুমার বসু মহাশয়ের প্রথম কন্যার নামকরণ হইয়া গিয়াছে। বালিকার নাম মাধুরী রাখা হইয়াছে।

* শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতবর অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিত মর্ম্মের প্রস্তাব নির্দ্ধারণ করিয়াছেনঃ—

এই সভা গভীর দুঃখের সহিত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের মৃত্যু সম্বাদে শোক প্রকাশ করিতেছেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য, দেশের ধর্ম্মোন্নতি কল্পে এবং সমাজ সংস্কার বিষয়ে নিঃস্বার্থ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন অদ্য এই সভা সকৃতজ্ঞ চিত্তে সেই সমস্ত স্মরণ করিতেছেন।

তিনি জনসাধারণের নৈতিক ও জ্ঞান বিষয়ক উন্নতিকল্পে সুমহৎ উৎসাহের সহিত আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশবাসী জনগণের হৃদয়ে তাঁহার উপদেশাবলী অতি উচ্চ নৈতিক ভাব বিকাশ করিয়াছে। জ্ঞানোপার্জ্জনে তাঁহার এতদূর অনুরাগ ছিল যে, এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়া তিনি অকাতর পরিশ্রমে শরীর মনকে জীর্ণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। যে আশ্চর্য্য অধ্যবসায় এবং উৎসাহ দ্বারা তিনি একজন পণ্ডিত এবং গ্রন্থকর্ত্তারূপে সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে চিরদিন বঙ্গবাসীর গৌরব বলিয়া ব্যাখ্যা করিবে।

# সমালোচনা।

মহাত্মা থিয়োডোর পার্কারের জীবন চরিত—বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা নিউবুক সোসাইটী, ২০৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

নগেন্দ্র বাবু মহাপুরুষদিগের জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে আমরা রাজা রামমোহন রায়ের ও থিওডোর পার্কারের জীবন চরিত পাইলাম। নগেন্দ্র বাবু যেরূপ সুলেখক তাহাতে তাঁহার হস্তে যে থিওডোর পার্কারের জীবন চরিত সুন্দর হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার রচিত রামমোহন রায়ের জীবন চরিত ও ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা এই বিষয় বিশেষরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

---

* অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত বারের তত্ত্ব-কৌমুদীতে ভক্তিভাজন অক্ষয়কুমার দত্তের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করা হয় নাই। মুদ্রাকরের ত্রুটীতে এইরূপ হইয়াছে।

থিওডোর পার্কার উনবিংশ শতাব্দীর একজন সাধু পুরুষ। তাঁহার জীবন চরিত পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, তাহা সকল শ্রেণীর পাঠকের পক্ষে উপযোগী। যিনি শিক্ষক তিনি এই পুস্তক পাঠ করিলে কিরূপে শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয় তাহা শিক্ষা করিতে পারিবেন; যাঁহারা জনক জননী তাঁহারা সন্তান প্রতিপালন ও তাহাকে নীতি শিক্ষা দিতে গেলে তাঁহাদের কিরূপ কার্য্য করিতে হয় তাহা জানিতে পারিবেন; যিনি সমাজ সংস্কারক তিনি সংস্কার কার্য্যে শিক্ষা লাভ করিবেন; যিনি ধর্ম্ম প্রচারক তিনি প্রচার কার্য্যে শিক্ষা লাভ করিবেন; যিনি কর্ত্তব্য নিষ্ঠ তিনি কর্ত্তব্যের জন্য কিরূপে জীবন উৎসর্গ করিতে হয় তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন। যে সময়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন ঠিক্ সেই সময়েই ভারতের অপর পার্শ্বে আমেরিকায় মহাত্মা থিওডোর পার্কার ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। নগেন্দ্র বাবু পুস্তকের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন যে মহাত্মা থিওডোর পার্কারের নিকট ধর্ম্মজগত চিরদিন ঋণী এইটী অত্যন্ত সত্য কথা—আমেরিকা ও ইউরোপের ধর্ম্ম জগতে তিনি যুগান্তর উপস্থিত করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টান পাদরীগণ যে সকল ঘৃণিত ভ্রমাত্মক মত সমর্থন করিয়া খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিতেছিল পার্কার তীব্রস্বরে তাহার প্রতিবাদ করিয়া পাদরীগণের ঐ সকল মতকে খণ্ডন করেন। পার্কারের প্রতি তাঁহার জননীর উপদেশ পাঠ করিলে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারা যায় না! কি গভীর ও জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ। নগেন্দ্র বাবু একস্থানে যথার্থই লিখিয়াছেন যে থিওডোর পার্কার জগতের পক্ষে পরমেশ্বরের একটী অমূল্য দান। বাস্তবিক থিওডোর পার্কারের জন্মগ্রহণ আমেরিকায় প্রভূত মঙ্গল সাধনের জন্য। প্রত্যেক বঙ্গবাসীর এই পুস্তক পাঠ করা উচিত। নগেন্দ্র বাবু একস্থলে লিখিয়াছেন—যে ব্যক্তি সুসভ্য জগতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন আজ বঙ্গবাসী তাঁহার বাল্য ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখুক যে তিনি কি অবস্থা হইতে নিজের অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও ধর্ম্মবল দ্বারা জগতে স্থায়ী কীর্ত্তিলাভ করিয়া জগতবাসীগণের মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। পার্কারের জীবনে এক মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে যাহা জগতে অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে। পার্কারের জীবনের লক্ষ্য, অধ্যবসায়, ধর্ম্মভীরুতা, প্রতিজ্ঞার বল ইত্যাদি পাঠ করিলে স্তব্ধ হইয়া থাকিতে হয়। আবার পার্কারের প্রণয় লিপি পাঠ করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। দাম্পত্য প্রণয়ের বিশুদ্ধ দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবনে দৃষ্ট হয়। আবার ক্রীতদাসদিগের দুঃখে পার্কারের হৃদয় যে কি ব্যথিত হইয়াছিল এই মহাপুরুষ দাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে, নিরুপায় কাফ্রি দাস দিগের মুক্তির জন্য কিরূপে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে হৃদয় স্তম্ভিত হয়। এরূপ জলন্ত দৃষ্টান্ত আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। এই পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনা করিতে হইলে ইহার প্রত্যেক পৃষ্ঠার বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন কিন্তু তত্ত্ব-কৌমুদীতে স্থান অতি অল্প। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, ইহা সকলেরই পাঠ্য। নগেন্দ্র বাবু এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বঙ্গ সাহিত্য ও সমাজের একটী বিশেষ অভাবপূরণ করিয়াছেন।

## সাধারণের নিকট নিবেদন।

লোক পরম্পরায় অবগত হইলাম যে নানা কারণে অনেকে মিথ্যারূপে অন্যায় করিয়া মনে করিতেছেন যে আমি পৌত্তলিক হিন্দু হইয়া গিয়াছি এবং এই অসত্য কথা চারিদিকে প্রচারও করিতেছেন। সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে একথা সম্পূর্ণ অসত্য। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের জন্যই তাহার সহিত বাহিরের সম্বন্ধ মাত্র পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু যে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম এতকাল জীবনে অবলম্বন ও প্রচার করিয়া আসিতেছি, তাহা হইতে এক চুলও অপসৃত হই নাই, কখনও হইব না। যাহা কিছু সত্য তাহা যেখানেই থাকুক আমার পবিত্র পূজনীয় ব্রাহ্মধর্ম্ম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, নববিধান সমাজ, আদি সমাজ, হিন্দু সমাজ, খ্রীষ্টীয় সমাজ, মুসলমান সমাজ,—আমি সকল সমাজেরই সেবক। আমার কোন সম্প্রদায় নাই, অথচ সব সম্প্রদায়ই আমার। যেখানে যতটুকু সত্য ততটুকুই আমার ব্রাহ্মধর্ম্ম, কিন্তু কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহা কিছু অসত্য আছে, তাহার সহিত আমার কোন সংস্রব নাই।

আমি জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতা অসত্য বলিয়া মনে করি এবং আমি তাহার বিরোধী। আমি একমাত্র পরমেশ্বরকেই উপাসনার লক্ষ্য ও সাধন বলিয়া জানি। তিনি একমাত্র গুরু, এবং বিশ্বসংসারের সকল পদার্থের মধ্য দিয়া যেমন ধর্ম্মশিক্ষা করি সেইরূপ মনুষ্যের নিকটও শিক্ষা করি। ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগকে যথোচিত ভক্তি শ্রদ্ধা করা উচিত মনে করি। রাধাকৃষ্ণের বা কালী দুর্গার নাম আমি কি সজনে কি নির্জ্জনে কখনও জপ করি না। রাধাকৃষ্ণের পৌরাণিক অশ্লীল ভাব অত্যন্ত ঘৃণা করি কিন্তু উহার মধ্যে সাধক ও পরমেশ্বরের প্রেম সম্বন্ধীয় যে আধ্যাত্মিক রূপক আছে, তাহার ভাব অতি উচ্চ বলিয়া মনে করি। সত্য দেবতা নিরাকার পরব্রহ্মকেই উদ্দেশ্য করিয়া যে কেহ যে নামে তাঁহাকে ডাকে সেই নামেই সে পাইবে মনে করি। কেন না নাম কিছুই নহে, তাঁহার কোন নামই নাই। কিন্তু যে স্থলে কোন নাম ব্যবহার করিলে ঈশ্বর ব্যতীত কোন দেব দেবীর, বা বস্তু, বা ব্যক্তিকে বুঝায় সেখানে ঐ নাম ব্যবহার করা উচিত মনে করি না। সকল প্রকার অবতারবাদ, অভ্রান্ত গুরুবাদ ও মধ্যবর্ত্তিতাবাদে মানবাত্মার অধোগতি হয় বিশ্বাস করি।

ঢাকা
ব্রাহ্ম প্রচারক নিবাস
২৪শে জ্যৈষ্ঠ
১২৯৩।

নিবেদক
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

## বিজ্ঞাপন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে তাঁহারা অতি শীঘ্র আপনাদের দেয় মূল্য প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন। অনেক গ্রাহকের নিকট পূর্ব্ববৎসরের মূল্য অনাদায় রহিয়াছে আবার এই বৎসরেরও তিন মাস যাইতেছে সুতরাং এখনও যদি মূল্য পাওয়া না যায় তবে কিরূপে কার্য্য চলিতে পারে। অনেকের নিকট পত্র লিখিয়াও যথাসময়ে উত্তর পাওয়া যায় না, এজন্য সকলের নিকটেই বিনীত নিবেদন তাঁহারা যেন শীঘ্র শীঘ্র আপন আপন দেয় প্রদান করিয়া সমাজকে উপকৃত করেন।

১৭নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা ৩২শে আষাঢ় মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

# তত্ত্ব-কৌমুদী

(পাক্ষিক পত্রিকা।)

৯ম, ভাগ।
৮ম, সংখ্যা।

১৬ই শ্রাবণ শনিবার, ১৮০৮ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০
মফস্বল ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৶০


## প্রার্থনা।

দীনবন্ধু! সরল প্রার্থনাই মুক্তির পরম সাধন, ইহাতে কি আমাদের উজ্জ্বল বিশ্বাস জন্মিবে না? এমন উপায় পাইয়াও কেন আমাদের মন গুপ্ত রহস্যের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়? ধর্ম্মরাজ্যে যে সকল গুপ্ত পথ আছে, সে পথ অনেক বিঘ্নসঙ্কুল ইহা জানিয়াও তাহারই দিকে মন কেন আকৃষ্ট হয়! এমন সরল ও সহজ উপায় থাকাতে বিশেষ যাহা প্রত্যক্ষ তাহাতে বিশ্বাস না হইয়া যাহা এখনও পরীক্ষার অধীন তাহার জন্য কেন এত ব্যাকুল হই; তুমি কৃপা করিয়া সরল প্রার্থনায় উজ্জ্বল বিশ্বাস আনয়ন কর। আমাদের কথাতে, কার্য্যেতে ও লেখাতেসমুদয় বিষয়ে সরল প্রার্থনার ভাব উজ্জ্বল হউক। এই বিশ্বাস দাও, তোমার কৃপায় আমার প্রার্থনা সফল হইবে, প্রার্থনাতেই মুক্তি পাইব।

---

মধু প্রয়াসী মক্ষিকা যখন মধুর অন্বেষণে এফুল ওফুল করিয়া বেড়ায়, তখন তাহার অবস্থা বড়ই চঞ্চল—সামান্য সাড়া পাইলেই ভীত হইয়া পলায়ন করিয়া থাকে। কিন্তু যখন সে মধুপূর্ণ ফুলের অনুসন্ধান পায়, যখন সে সেই মধুপূর্ণ পুষ্পে নিমগ্নচিত্তে মধু আহরণে বসিয়া যায়, তখন আর তাহার সেই চাঞ্চল্য বা সামান্য কারণে ভীতি দৃষ্ট হয় না। তখন তাহাকে তাড়াইলেও যায় না, মধুরসে বিভোর হইয়া সেই ফুলেই সে বসিয়া থাকে। যদি নিতান্ত তাড়া পায় একবার উড়িয়া যায় আবার দেখিতে না দেখিতে সেখানে সে উপস্থিত হয়। এই ক্ষুদ্রপ্রাণী মক্ষিকা—যে স্বভাবতই চঞ্চল ও ভীত তাহার এই স্থিরতা, এই সাহসিকতা কোথা হইতে সমাগত হয়? কে তাহাকে প্রবল আঘাত-ভয়ের মধ্যেও স্বকার্য্য সাধনে সক্ষম করে? সেই মধুই তাহাকে এই শক্তি প্রদান করে। সে যে আস্বাদ প্রাপ্ত হয়, যে আকর্ষণ সে ফুলের নিকট হইতে পায়, তাহাকে ভয়ে ভীত হইবার বা আত্মরক্ষার জন্য চিন্তিত হইবার অবসর তাহার থাকে না। সে মধুরসে মাতোয়ারা হইয়া তাহাতেই মাতিয়া থাকে, অন্যের সাড়া বা প্রতিকূলতা অনুভব করিতে পারে না। একমাত্র প্রিয় বস্তুর আস্বাদনেই সে মত্ত হইয়া মৃত্যুর ভয়কেও অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। মধুর আস্বাদনে সে এত আত্মহারা হইয়া যায় যে অনিষ্ট আশঙ্কা বা প্রাণনাশের ভাবনা তাহার নিকট উপস্থিত হইতে পারে না। এই ক্ষুদ্রপ্রাণ মক্ষিকার প্রাণে যে কারণে এই নির্ভীকতা ও এই অটলতা দেখিতে পাওয়া যায়, ঈশ্বর প্রেমিক সাধুগণের মধ্যে চিরদিন তাহা লক্ষিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা যে অকাতরে সকল প্রকার পার্থিব অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করিয়া আসিয়াছেন, যে সকল অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও তাঁহারা যে অটল অচলের ন্যায় যে সমস্ত নিঃশব্দে সহ্য করিয়া আসিয়াছেন, সেই প্রেমাস্পদের প্রেমের আস্বাদনে বিভোর হইয়াই তাঁহারা এই প্রকার দৈব-ব্যাপার সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই সকল অত্যাচার অবিচারের মধ্যে প্রেমময়ের প্রেমের আস্বাদনই তাঁহাদের সান্ত্বনার হেতু ছিল। সেই প্রেমে মাতোয়ারা না হইলে কাহার সাধ্য রক্ত মাংসের শরীর লইয়া সেই সকল ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে। ক্ষুদ্র-প্রাণ মক্ষিকা যে মধুলোভে নির্ভয় হয় মানব হৃদয়ও সেই মধুময় পরমেশ্বরের মধুময় সহবাস লাভেই নির্ভীক এবং শান্ত হইয়া থাকে। সেই প্রেমময়ের সহবাসে সুখের প্রবল আকর্ষণই তাহার সকল সান্ত্বনা এবং ভরসা স্থল। ব্রাহ্মগণ! তোমাদের প্রতি বর্ত্তমান সময়ে চারিদিক হইতে যে নিন্দা ও নির্যাতন আসিতেছে, কাহার বলে এ সকল সহ্য করিবার শক্তি তোমরা পাইবে। যদি প্রেমময় পরমেশ্বরের প্রেমের আস্বাদন তোমরা না পাও, এ সময় যদি তাঁহাকে পরম প্রিয়রূপে আলিঙ্গন করিতে না পার, তবে পৃথিবীর এমন কোন শক্তি নাই যে, এই সকল অবস্থায় তোমাদিগকে সুস্থির ও শান্ত রাখিতে পারিবে। সেই প্রেমে প্রাণ পুলকিত না হইলে পার্থিব-বল-সম্বলদিগের ন্যায় তোমরাও সেই পার্থিব বলের সাহায্যই ভিক্ষা করিবে এবং সেই বলেই আত্মরক্ষা হয় মনে করিয়া নিরন্তর ব্যতিব্যস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে অস্থির ভাবে কষ্টের পর কষ্টে পতিত হইতে থাকিবে। ক্ষুদ্র-প্রাণ মক্ষিকা যদি মধুর আস্বাদনে মানুষের ভয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হইতে পারে, তবে তোমরা

কি প্রেমময় পরমেশ্বরের প্রেমের আস্বাদনে তাহাতে আবদ্ধ থাকিতে পারিবে'না। আঘাতের পরিবর্ত্তে আঘাত প্রদান করা পার্থিব বলে বলী—হীনচেতার কাজ; কিন্তু সেই পরমেশ প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া অকাতরে সকল অত্যাচার সহ্যকরা এবং সেই প্রেমময়ের সহবাসে নিমগ্ন হইয়া যাওয়াই প্রকৃত বীরের কাজ। সুতরাং পার্থিব উপায় দ্বারা অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে বা তাহার প্রতিকার করিতে যেন তোমাদের মতি না হয়। কিন্তু অত্যাচারের পরিবর্ত্তে প্রেম এবং কল্যাণ কামনাদ্বারাই যেন তাহার প্রতিশোধ লইতে তোমাদের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়।

একদিকে যেমন ব্রাহ্মদিগকে সহিষ্ণুতা ও ধীরতার সহিত সকল অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে, অন্যদিকে তেমনই উৎসাহের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ের চারি দিকের প্রতিকূলতাকে যেন আমরা ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর মনে না করিয়া সম্পূর্ণরূপে কল্যাণকর মনে করি। কারণ যে সময় আমরা পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি, তাহা যদিও ব্রাহ্মগণের পক্ষে নিরাপদ ছিল, কিন্তু সে নিরাপদ অবস্থা কোন ক্রমেই প্রার্থনীয় নহে। ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মগণ যে সকল কার্য্য করিতেন তাহার প্রতি দেশের লোক প্রায়ই উদাসীন না হয় সন্তুষ্ট ছিল। তখন ব্রাহ্মগণের বক্তৃতাদি শ্রবণ করিয়া একে উদাসীন ভাবে তাহা অগ্রাহ্য করিতেন অন্যেরা শুনিয়া প্রশংসা করিতেন সুতরাং ব্রাহ্মদিগের কার্য্য দেশের লোকের প্রাণে কোন স্থায়ীভাব স্থাপন করিতে পারিত না। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মদিগের বহুদিনের চেষ্টা দেশের লোকের উদাসীনতাকে নষ্ট করিয়াছে। এখন আর সেই প্রশংসার সময় বা উদাসীনতার সময় নাই। বর্ত্তমান সময়ে অনিচ্ছাসত্বেও লোকে ব্রাহ্মদিগের কার্য্যসম্বন্ধে চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারিতেছে না। সুতরাং দেশস্থ লোক যে পরিমাণে ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িবে, ততই তীব্র সমালোচনার সহিত ব্রাহ্মগণের কার্য্যের পর্য্যালোচনা করিবে, ততই লোকের ভ্রম অজ্ঞতা ঘুচিতে থাকিবে। সত্য প্রচার করা যেমন ব্রাহ্মদিগের একটী প্রধান কাজ, তাহার সঙ্গে বহুকাল যাহারা নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিয়া সত্যান্বেষণে বিরত ছিল তাহাদিগকে জাগ্রত করা এবং সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত করা তেমনি আর একটী প্রধান কার্য্য। বর্ত্তমান সময়ে এদেশের লোকের সেই আলস্য কতক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে, তাই জাগিয়া তাহারা ব্রাহ্মগণের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেছে সুতরাং এ সময় যদি তাহাদের তীব্র প্রতিবাদে বিরক্ত না হইয়া সত্যকে আরও সুন্দর ও উজ্জ্বল ভাবে লোকের নিকট উপস্থিত করিতে পারা যায়, তবে অচিরে দেশের সর্ব্বত্র সত্যের সুমহৎ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে। উদাসীনকে মনোযোগী করা প্রথম কাজ এবং মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে তাহার নিকট মনোযোগের বিষয় সকল সুন্দররূপে সংস্থাপন করা দ্বিতীয় কাজ। ব্রাহ্মগণ এতদিন যে পরিশ্রম করিয়াছেন পরমেশ্বর তাহার সুফল প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার ফল লোককে জাগ্রত করিয়াছে। এই সুসময়ে সত্যের সমুজ্জ্বল জ্যোতি যাহাতে সকলের প্রাণকে আকর্ষণ করিতে পারে, সে চেষ্টায় আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বর্ত্তমানের প্রতিকূলতাকে যেন আমরা অনিষ্টের কারণ মনে না করি। কারণ এই প্রতিকূলতাই ক্রমে অনুকূলতায় পরিণত হইবে। প্রতিবাদের প্রবৃত্তি হইতেই সত্যের প্রতি আকর্ষণ জন্মিবে। সত্যাসত্যের বিচারে যে প্রবৃত্ত হয় সেই সত্যতা জানিতে পারে। যে উদাসীন তাহার নিকট চিরদিন সত্য প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যায়। সুতরাং এসময় ব্রাহ্মগণের পক্ষে অতি সুসময় বিশেষ উদ্যোগের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সময়। এ সময়ে সকলে মিলিয়া প্রাণপণে সত্যের মহিমা ঘোষণায় প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চয় আমরা কৃতার্থ হইব। সত্যের মহিমা দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

যে পক্ষীটী অনন্ত আকাশের উন্মুক্ত বায়ুতে স্বাধীন ভাবে উড়িয়া বেড়াইবে—যে মনের সুখে যথা তথা বিচরণ করিয়া উল্লাস-ধ্বনিতে জগতের দগ্ধশ্রবণ স্নিগ্ধ করিবে, তাহাকে যদি কোন কঠোর হৃদয় স্বার্থপর মানুষ পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দেয়, তাহা হইলে কি তাহার কার্য্যকে একটী অকার্য্য হইল বলিয়া সহৃদয় ব্যক্তি তাহার অযশ ঘোষণা করেন না। অবশ্যই এই প্রকার কার্য্য সাধু হৃদয়ের নিকট নিন্দনীয়। তেমনি যে ধর্ম্মসমাজ পৃথিবীর সকল দেশের মূর্খ জ্ঞানী পাপী তাপী সাধু সকলের আশ্রয় স্থল হইবে, যাহার সুশীতল ছায়ায় সংসার তাপে পরিশ্রান্ত সকল সম্প্রদায়ের নরনারী আপন দগ্ধপ্রাণ শীতল করিবে, সেই সমাজকে যদি কেহ আপন ভ্রান্ত সংস্কার বশতঃ কোন এক স্থানে বা বিশেষ সম্প্রদায়ে আবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করেন—সে সমাজকে যদি ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ নরনারীর প্রবেশের অন্তরায় করিয়া রাখেন, তবে সেই কার্য্য কি সাধু সমাজে প্রশংসনীয় হয়? আমরা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১লা শ্রাবণের "ব্রাহ্মসাজ এবং ইহার অতীত ও বর্ত্তমান" নামক প্রস্তাব পাঠ করিয়া উক্তরূপ প্রশ্ন করিতে বাধ্য হইলাম। রাজা রামমোহন রায় যে সমাজকে দেশ জাতি ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলের আশ্রয়স্থান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তিনি সার্ব্বভৌমিক ভাবে সকল দেশীয় নরনারীর একত্র উপাসনার জন্য যে উপাসনা গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাকে হিন্দু সমাজ-রূপ পিঞ্জরাকারে পরিণত করা এবং তাহার জন্য আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করা কখনই সাধুসমাজে প্রশংসার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইবে না। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাসম্পাদক গৌরবের সহিত লিখিতেছেন "এই কারণে অদ্যাবধি এই আদি ব্রাহ্মসমাজ একেশ্বরবাদী হিন্দুদিগের সমাজ হইয়া আছে। এখানকার ধর্ম্ম সংস্কৃত হিন্দুধর্ম্ম এবং ব্যবহার সংস্কৃত হিন্দু ব্যবহার। কিন্তু তাঁহার (প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের) শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহার এই গূঢ় ও গভীর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই, এইজন্য তাঁহাদিগের হস্তে পড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে নানারূপ বিজাতীয় ভাব মিশিয়াছে"। ব্রাহ্ম ধর্ম্মে বিজাতীয় ভাব মিশিয়াছে কথাটাই আমাদের নিকট নিতান্ত

অমূলক অভিযোগ বলিয়া মনে হইতেছে, কারণ বিজাতীয়তা কথাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূলে থাকিতে পারে না। রাজা রামমোহন রায় আদি সমাজ গৃহ প্রতিষ্ঠা সময়েই এই জাতীয়তা বিজাতীয়তার মূলচ্ছেদ করিয়া গিয়াছেন। তিনি উপাসনাগৃহের ট্রষ্টডিডে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে জাতি বর্ণ সম্প্রদায় ও অবস্থানির্ব্বিশেষে সকলেই ইহাতে সকলের উপাস্য একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের পূজা করিতে পারিবে সুতরাং কোন বিশেষ জাতীয়তা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলের বিরোধী। প্রধান আচার্য্য মহাশয় নিজ ব্যবহারে উপদেশেও তাহার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন তিনিও সকল সম্প্রদায়ের (কোরাণ, বাইবেল) প্রভৃতি হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন এবং নিজে জাতি ভেদের চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া জাতীয়তার বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার অনুগামীদিগের মধ্যে বিজাতীয়তা আসিয়াছে বলিয়া যিনি নিন্দা করিতেছেন তিনিই গুরুর উপদেশের বিরুদ্ধে আপনাদিগকে চালিত করিতেছেন। বাস্তবিক ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কোন বিশেষ সম্প্রদায়রূপ পল্বলে আবদ্ধ থাকিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। ইহার মূল প্রকৃতিই সার্ব্বভৌমিক এবং বিশ্বজনীনতার সমর্থনকারী। ইহা কোন এক প্রকার লোকের জন্য নহে। যে কেহ সত্যের পথ আশ্রয় করিয়া কুসংস্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে সেই ইহার স্নিগ্ধ ক্রোড়ে আশ্রয় পাইবে। আদিসমাজ আপনাকে হিন্দু সমাজে আবদ্ধ রাখিয়া কখনই ইহার প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য সুসাধন করিতেছেন না অথচ যাহারা তাঁহার উপদেশ মান্য করিয়া চলিতে প্রয়াসী তাহাদিগকে নিন্দা করিতেছেন তাহাদিগকে খ্রীষ্টীয়সমাজের পক্ষপাতী বলিয়া অকারণ আপনাদের অপরাধ পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেছেন। ইঁহারা হিন্দু খৃষ্টান, মুসলমান ইহার কোন এক সম্প্রদায়েরই বিশেষ ভাবে পক্ষপাতী নহেন। সৎ যাহা তাহা সর্ব্বত্র গ্রহণ করিতেছেন। আদিসমাজ আপনাকে হিন্দুসমাজরূপ ক্ষুদ্র পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিতে চাহেন ক্ষতি নাই। কিন্তু মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতির জন্য এ সমাজের প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখাতে আমরা বাস্তবিকই দুঃখিত হইতেছি। ইহা তাঁহাদের বিশেষ ভাবেই জানা উচিত যে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু, মুসলমান খ্রীষ্টান সকলকেই আশ্রয় দিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে এবং চিরদিনই সকলকে আশ্রয় প্রদান করিবে। যাহারা সে চেষ্টার বিরুদ্ধে আপনাদিগকে চালিত করিবেন তাহারা নিজেরা এই বিশ্বজনীন সত্য অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়া যেমন কষ্ট পাইবেন, তেমনি ঈশ্বরের সুমহৎ ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনাদিগকে চালিত করিয়া অপরাধী হইবেন।

## সুখ-তত্ত্ব।

প্রিয়পদার্থের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতাতেই আরাম—প্রিয়পদার্থের সহিত অবিচ্ছেদে অবস্থিতি করিতে পারিলেই সুখ। এই জন্য চিরসুখ-প্রয়াসী মনুষ্য আপন আপন প্রিয়পদার্থের সহিত যোগ সংস্থাপন করিবার জন্যই নিয়ত ব্যগ্র। পার্থিব ধন যাহার প্রিয় সে দিবানিশি তন্নিমিত্তই খাটিতেছে। শরীরের রক্ত জল করিয়া অর্থ উপার্জ্জনে সে নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছে। অর্থচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া অন্য দিকে মনোনিবেশ করা তাহার স্বভাব নয়। যতই তাহার ধন পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, ততই তাহার ধনস্পৃহা আরও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। আর যাহার প্রিয়পদার্থ সে নিয়ত উৎকট কার্য্যে—অপরের পক্ষে যে কার্য্য অতি কঠিন অতি কষ্টকর তাহাতেই আপনাকে নিযুক্ত রাখিতেছে। যে কার্য্য করিতে সহজে কেহ সম্মত হয় না, যে কার্য্য স্মৃতি বিপজ্জনক এরূপ ঘটনাস্থলে সে উৎসাহের সহিত গমন করিতেছে। তাহার কার্য্য দেখিলে মনে হয় সে যেন কি এক দৈব ভাবাপন্ন হইয়া পৃথিবীর সকল কষ্ট যন্ত্রণাকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিতেছে। সংসারের পরিজন যাহার প্রিয় সে অন্য কার্য্য বিস্মৃত হইয়া যাহাতে অধিক পরিমাণে পরিবারস্থ সকলের সহিত সদ্ভাবে অধিকাংশ সময় যাপন করিতে পারে, সে সেই চেষ্টাতেই নিযুক্ত রহিয়াছে। মানুষের অত্যন্ত সুখতৃষ্ণা মানুষকে নিয়ত এই সকল কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিতেছে। মানুষের প্রাণে এ তৃষ্ণা এত প্রবল যে তাহাকে একটু স্থির হইয়া সুখ লাভের উপায় অন্বেষণের জন্য ভাবিবার অবকাশও প্রদান করে না। দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তি যেমন যাহা পায় তাহাই উদরস্থ করে,খাদ্যাখাদ্য বিবেচনা-বিমুখ হইয়া সে যেমন যাহা কিছু পায় তদ্দ্বারাই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে যত্নশীল হয়, সুখ-পিপাসু মানবও চিরদিন যে কোন প্রকারে হউক আপন প্রাণের এই অদম্য পিপাসার শান্তি করিবার জন্যই ব্যাকুল। মানবের এই সুখস্পৃহা পরিপূরণের জন্য তাহাকে সম্ভাবিত দুঃখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য চিরদিন ধর্ম্মাত্মা বীরপুরুষগণ নিয়ত যত্নশীল ছিলেন। পরদুঃখকাতর দয়ার্দ্রহৃদয় শাক্যসিংহ এই জন্যই আপন রাজ্যভোগ পরিত্যাগ করিয়া কঠোর হইতে কঠোরতর তপস্যায় আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। এই জন্যই প্রেম-প্রচারক চৈতন্য স্বদেশবাসীর দুঃখভার মোচনের জন্য দারুণ মনঃকষ্টে স্নেহশীলা মাতা এবং সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে প্রেমের কথা—দুঃখ বিমোচক প্রভুর নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। লোকের দুঃখ দূর করিয়া তাহাদিগকে সুখে সংস্থাপিত করাই ধর্ম্মবীরগণের একটী মহৎ লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য সাধন উদ্দেশেই তাহারা আপন আপন পার্থিব জীবন শেষ করিয়াছেন এবং সেই হেতুই তাঁহারা জগতে এত পূজা পাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু মানুষের সুখ কোথায়? কোন্ গূঢ় উপায়ের উপর এই সুখ লাভ নির্ভর করিতেছে? আমরা প্রথমেই বলিয়াছি প্রিয়পদার্থের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতাতেই আরাম, তাহার সহিত অবিচ্ছিন্ন যোগেই শান্তি। সুখ-তত্ত্বের ইহাই প্রথম কথা। মানুষ একাকী সুখী হইতে পারে না, আসঙ্গস্পৃহা মানব প্রাণে নিয়ত জাগ্রত থাকিয়া নিরন্তর সঙ্গ লাভের জন্য তাহাকে ব্যাকুল করিতেছে। প্রিয় পদার্থের অন্বেষণে তাহাকে নিয়ত নিযুক্ত করিতেছে। যাহার পক্ষে সেই সুযোগ অধিক পরিমাণে ঘটে—যাহার প্রিয়পদার্থের সহিত বিচ্ছিন্নতার পরিমাণ কম, সেই সংসারে অধিক পরিমাণে সুখী। সুতরাং দেখা উচিত প্রিয়পদার্থ কিরূপ হইলে মানুষের

পক্ষে তাহার সহিত অবিচ্ছেদে যোগ সম্ভব হইতে পারে। এই চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেই দেখিতে পাই, যাহা ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ যাহা নশ্বর ও নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল এমন সামগ্রীর সহিত কখনই মানব প্রাণ চিরসংযুক্ত থাকিতে পারে না। যাহা অপূর্ণ যাহা দুর্ব্বল যাহা অনিশ্চিত তাহার সহবাসে কখনই মানব প্রাণের পরিতৃপ্তি হয় না। এক দিকে ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ ও অশক্ত যাহা তাহার সহিত চিরযোগ সম্ভব নয়, অপরদিকে তাহার অক্ষমতা প্রযুক্ত প্রাণের গভীর অভাব মোচন করিতে সে সমর্থ হয় না। এই জন্য দেখি পাই, ধন যাহার প্রিয় পদার্থ—যাহা উপার্জ্জনে যাবজ্জীবন নিয়ত যত্নশীল ছিল সেই ধন দেখিতে দেখিতে তাহার নিকট হইতে দূরে যাইতেছে, দেখিতে দেখিতে সে পথের কাঙ্গাল হইতেছে। অত্যন্ত গরিবের অবস্থাও তখন তাহার পক্ষে প্রার্থনীয়। এই জন্য দেখিতে পাই, যশ প্রতিপত্তির জন্য যাহার প্রাণ লালায়িত ছিল—সুখ্যাতি যাহার একমাত্র প্রিয় ছিল এবং সেই রত্ন লাভের জন্যই যে অতি উৎকট আশঙ্কাজনক কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া লোককে চমৎকৃত করিতেছিল, ঘটনাবশে তাহার অখ্যাতিতে সংসার পূর্ণ। সে আর লোককে মুখ দেখাইতে পারিতেছে না। সংসার যাহাকে অতি দুঃখী মনে করে তাহার অপেক্ষাও সে তখন দীন ও কৃপাপাত্র। এই জন্য দেখিতে পাই প্রিয় পরিজনের সহিত আরামে থাকিবে বলিয়া যে তাহাদের প্রতিই আপনার সুখের আশা ভরসা সংস্থাপিত করিয়াছিল, তাহাদের মনস্তুষ্টির জন্যই যাহার এত ব্যস্ততা ছিল দেখিতে দেখিতে দারুণ রোগ যন্ত্রণায় সেই প্রিয় পরিজন মলিন হইয়া গেল, কালের ভীষণাঘাতে তাহার প্রিয়পদার্থ কোথায় চলিয়া গেল, দুঃসহ শোক সন্তাপ তাহার প্রাণকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিল। পৃথিবীর অপর দুঃখী এমন কে আছে যাহাকে এই পরিজন-শোকার্ত্তের অপেক্ষা অধিক দুঃখী মনে করা যাইতে পারে। সুতরাং প্রিয়পদার্থের সহিত সংযুক্ত থাকা যেমন একদিকে সুখের হেতু আরামের কারণ—অন্য দিকে ক্ষুদ্র, নিত্য-পরিবর্ত্তিত পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইতে যাওয়া, তাহাকে স্থির পদার্থ বলিয়া নির্ব্বাচন করা, তাহার প্রতি সুখ লাভের আশা সংস্থাপন করাও তেমনি দুঃখের কারণ। মানুষ নিয়ত যে এত দুঃখ ভোগ করে, পৃথিবী-বাস মানবের পক্ষে এত যে কষ্টকর হয়, তাহার একমাত্র হেতু এই যে সে আপন আশা ভরসা ক্ষুদ্র এবং অশক্তের প্রতি সংস্থাপিত করে। মানুষ আপন অবিবেচনা ও অদূরদর্শিতা বশতঃ অপূর্ণ ও অশক্ত পদার্থের প্রতি ভালবাসা সংস্থাপনপূর্ব্বক পৃথিবীতে যে কয় দিন বাস করে তাহাও মনের আনন্দে কাটাইতে পারে না। কারণ সেস্থান হইতে যে সুখ পাইবার আশা করিয়াছিল তাহার অক্ষমতাপ্রযুক্ত অনেক সময় তাহা হইতেই দুঃখ আসিয়া থাকে। যাহার সহিত সংযুক্ত হইয়া সুখী হইবে ভাবিয়াছিল, তাহার সহিত নিশ্চয়ই বিচ্ছেদ ঘটে। আবার এসকল সীমাবদ্ধ এবং অক্ষম পদার্থ পরকালেও তাহার কোন সাহায্য করিতে পারে না। সে যে ভোগ-বাসনা লইয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হয় সেই ভোগবাসনাই তখন তাঁহাকে নিয়ত দগ্ধ করিতে থাকে। সেখানে সে আপন পূর্ব্ব অভ্যাসবশতঃ যাহা পাইতে চায়—তাহার প্রাণ যাদৃশ পদার্থের জন্য লালায়িত হয়, সেখানে সে সকল কোন ক্রমেই সম্ভোগে আসিতে পারে না। সুতরাং তাঁহাকে সেখানে যাইয়াও নিয়ত অতৃপ্ত-বাসনা জন্য অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

সুতরাং দেখা আবশ্যক এমন কি পদার্থ আছে, যাহা সক্ষম ও পূর্ণ। দেখা আবশ্যক এমন কি পদার্থ আছে যাহা মরণধর্ম্মশীল নহে, যাহা পরিবর্ত্তনশীল নহে, দেখা আবশ্যক কাহার সহিত অবিচ্ছিন্ন যোগ সম্ভব, কাহার সহিত প্রাণের বিচ্ছেদ কোন কালেই হয় না। সে পদার্থ কি যাহা বিকৃত হয় না, যাহা নাশ পায় না, যাহা স্থানে আবদ্ধ নয়, যাহা কালে আবদ্ধ নয়? সে পদার্থ নিত্য প্রেমময় অনন্ত শান্তির উৎস রসস্বরূপ তৃপ্তির হেতু পরমেশ্বর। এই নিত্য বর্ত্তমান অনন্ত প্রেমের প্রস্রবণ পরমেশ্বরই চিরকালের জন্য আমাদের সহচর হইতে পারেন। তাঁহার সহিতই মানবাত্মার চিরযোগ সম্ভব এবং তাঁহার প্রতি ভালবাসা সংস্থাপিত হইলে, তাঁহার প্রতি আশা ভরসা ন্যস্ত করিলে মানবকে প্রতারিত হইতে হয় না। তিনিই সুখের খনি আরামের হেতু। মানুষ যখন সংসারের ভালবাসায় নিরাশ হয়, সে যাহা সুখের হেতু মনে করিয়া তাহার পশ্চাতে গমন করিতেছিল, যখন তাহা কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়, সংসার যখন তাহাকে নানা প্রকারে লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত করিয়া ফিরাইয়া দেয় তখন যদি আকুল প্রাণে এই নিত্য প্রেমময় পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হয়, যদি তাঁহাকেই সকল মন প্রাণের সহিত আশ্রয় করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলেই সে সুখের খনি পরমেশ্বরর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সুখী ও কৃতার্থ হইতে পারে। এই প্রিয়তম আরামের হেতু শান্তির আলয়ের সহিতই মানব প্রাণের চিরযোগ সম্ভব এবং তাহাতেই প্রাণের শান্তি। মানুষ এ তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়াই আপনার দুঃখের কারণ আপনি সৃষ্টি করে।

সে মনে করে যাহা দেখিতেছি, যাহা ধরিতেছি, যাহা আস্বাদন করিতেছি ইহাই শান্তির কারণ। এসমস্ত বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থ ভিন্ন আর যে কিছু আছে তাহার সন্ধান লইতে সে খাটিতে সম্মত হয় না। স্থূল যাহা বাহ্যিক চাকচিক্যশালী যাহা তাহারই জন্য মানুষ ব্যস্ত হইয়া এ সমস্তের অতীত যে আনন্দময় পদার্থ—যাহা প্রকৃত শান্তির কারণ তাহার অন্বেষণে সে ব্যস্ত হয় না সেজন্য পরিশ্রম করাকে সে অকারণ মনে করে। পরমেশ্বরকে প্রেম করা তাঁহার প্রতি অনুরাগ সংস্থাপন করা, তাঁহার সহিত সংযুক্ত হওয়াকে অসম্ভব মনে করে। কিন্তু এই চির-প্রেমময় পরমেশ্বরকে ভালবাসা কি কঠিন কাজ! তাঁহার প্রতি অনুরাগ সংস্থাপন কি পৃথিবীর স্বার্থপর মানুষের ভালবাসা পাওয়া অপেক্ষা অসম্ভব ব্যাপার! তাহাত কখনই সম্ভব নয়! কারণ মানুষ আপন স্বার্থের বশীভূত হইয়া তোমার নিকট হইতে ভালবাসা চাহিতেছে, কিন্তু সে তোমাকে ভালবাসিবার জন্য ব্যস্ত নয়। কিন্তু পরমেশ্বর ত তোমাকে

ভালবাসা দিয়াই রাখিয়াছেন। তাঁহার ত নিজের কোন প্রয়োজনই নাই। তিনি তোমার ভালবাসার অপেক্ষা না করিয়াই ভালবাসিতেছেন। তিনি প্রেমময় হইয়া তোমাকে প্রেম দিবার জন্যই ব্যস্ত আছেন, যাহাতে তোমার প্রাণ তাঁহাকে ভালবাসা দিয়া সুখী হয়, পৃথিবীর সকল শোকসন্তাপ হইতে রক্ষা পাইয়া তাঁহার স্নেহময় সহবাস পাইয়া সুখী ও কৃতার্থ হইতে পারে তন্নিমিত্তই তিনি ব্যস্ত আছেন। সংসারকে ভাল বাসিতে গিয়া তোমাকে প্রতিকূলতা পাইতে হয়। সংসারে যাও কোন প্রকার সাহায্য পাইবার আশা তথায় নাই। কিন্তু প্রেমময়কে ভালবাসিতে গেলে তিনি নিজেই তোমার ভাল বাসাকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতে থাকেন। এ বিষয়ে যদি সাহায্য কিছু পাওয়া সম্ভব হয়, তবে তাঁহার নিকট হইতেই পাও, আর প্রতিকূলতা যদি কিছু থাকে, তবে পৃথিবী হইতেই তাহা আসিয়া থাকে। তবে কেন তুমি এই পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী পদার্থের প্রতি আপন ভালবাসা স্থাপন করিতে চাও। তবে কেন যাহার সহিত চিরযোগ সম্ভব নয়, তাহার সহিতই অধিক ঘনিষ্ঠ হইতে চাও। যাহা হইতে আঘাত পাও, প্রত্যাখ্যান পাও কেন তাহারই পশ্চাতে বেড়াও। যে চেষ্টায় সফলতা নাই, সে চেষ্টায় নিযুক্ত হওয়া সুবোধের কার্য্য নয়। সুতরাং চিরযোগ যাহার সহিত সম্ভব—নিত্য প্রেমময় যিনি—সেই পূর্ণ পবিত্র চিরসহায় পরমেশ্বরের প্রতি তোমার ভালবাসা ধাবিত হউক। তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিয়া তাঁহার সহিত সংযুক্ত হইবার জন্য তোমার চেষ্টা অবিশ্রান্ত হইতে থাকুক। নিরাশা সেখানে নাই,প্রত্যাখ্যান সেখানে নাই,প্রতারণা সেখানে নাই। সেই চির-আশার স্থল পরমেশ্বরেই আমাদের ভালবাসা প্রধাবিত হউক—তাঁহার সহিত জ্ঞাতসারে চিরসংযুক্ত হইবার জন্যই আমরা ব্যস্ত হই।

---

## প্রকৃত শাস্ত্র।

### প্রথম প্রস্তাব।

ব্রাহ্মের শাস্ত্র কি? প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মাবলীর যেমন বেদ, মুসলমানের যেমন কোরাণ, খৃষ্টিয়ানের যেমন বাইবেল, সেইরূপ ব্রাহ্মের শাস্ত্র কি? শাস্ত্র স্বীকার না করিলে ধর্ম্ম হয় না। শাস্ত্ররূপ ভিত্তিমূলে ধর্ম্মরূপ অট্টালিকা প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্ম যদি শাস্ত্র স্বীকার না করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে ধর্ম্ম কেমন করিয়া সম্ভব হইবে?

মনুষ্যের একান্ত চঞ্চল মানসিক ভাবের উপর যে ধর্ম্ম নির্ভর করে, তাহা ধর্ম্মই নহে। বালির উপর অট্টালিকা নির্ম্মাণ কর, তাহা কয়দিন থাকিবে? সাগর তরঙ্গের ন্যায় মনুষ্যের মন নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। সেই পরিবর্ত্তনশীল, চঞ্চল মনের উপর যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, তাহা কি কখন স্থায়ী হইতে পারে? সে ধর্ম্ম কি ধর্ম্মনামের যোগ্য? প্রচলিত ধর্ম্মাবলম্বীগণ অনেকে ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ঐরূপ অনেক কথা বলিয়া থাকেন।

কোন কোন ব্যক্তি এতদূর পর্য্যন্ত বলেন যে, পরমেশ্বরপ্রেরিত অভ্রান্ত ধর্ম্মগ্রন্থ ব্যতীত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন সত্যই মানুষ জানিতে পারে না। মানুষ স্বভাবতঃ সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মজ্ঞান বিবর্জ্জিত। পরমেশ্বর প্রেরিত অভ্রান্ত ধর্ম্মগ্রন্থ ব্যতীত মনুষ্যের সাধ্য নাই যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় একটি তত্ত্বও স্বভাবতঃ উপলব্ধি করিতে অথবা জ্ঞানবলে আবিষ্কার করিতে পারে। এমন কি, কোন অভ্রান্ত ধর্ম্ম গ্রন্থ ব্যতীত এই জগতের স্রষ্টা, পাতা, বিধাতা যে একজন পরমেশ্বর আছেন, তাহাও মানুষ কেবল আপনার স্বাভাবিক শক্তিবলে কখনই জানিতে পারিত না।

তোমার দূরদেশগত পিতার নিকট হইতে পত্র আসিল। পিতার পত্র বলিয়া তুমি তাহা আদরে গ্রহণ করিলে। এস্থলে তুমি অবশ্য পূর্ব্ব হইতেই জান যে তোমার একজন পিতা আছেন; নতুবা উপস্থিত পত্র খানিকে পিতার পত্র বলিয়া তুমি কেমন করিয়া মনে করিতে পার। পত্র পাইবার পূর্ব্ব হইতে পিতার অস্তিত্বে বিশ্বাস না থাকিলে পত্রখানিকে পিতার পত্র বলিয়া তুমি কখনই উহা গ্রহণ করিতে পারিতে না।

তুমি পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে। তাহাতে যাহা কিছু লেখা আছে, সকলই বিশ্বাস করিলে। কেন? কেন না তুমি জান যে, তোমার পিতা সত্যবাদী;—মিথ্যা কথা লিখিয়া তোমাকে প্রতারণা করিবার লোক নহেন। তবে পত্রে কি কোন ভুল থাকিতে পারে না? অবশ্যই পারে; কেন না মনুষ্যের পক্ষে ভ্রান্তি সম্ভব।

এই পত্র সম্বন্ধে যেমন, পরমেশ্বর প্রেরিত অভ্রান্ত ধর্ম্ম গ্রন্থ সম্বন্ধেও সেইরূপ। যদি পরমেশ্বর মানুষের মঙ্গলের জন্য একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠাইয়া দেন, তুমি কেমন করিয়া মনে করিবে যে, উহা পরমেশ্বর প্রেরিত? পূর্ব্ব হইতে তোমার অবশ্য জানা চাই যে,একজন পরমেশ্বর আছেন, নতুবা প্রেরিত গ্রন্থকে তাঁহার গ্রন্থ বলিয়া মনে করা কি কখন সম্ভব?

তুমি গ্রন্থ পাঠ করিলে। তাহাতে যাহা কিছু লেখা আছে সকলই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলে। কেন? যিনি গ্রন্থ পাঠাইয়া দিয়াছেন, তিনি কি কতকগুলা মিথ্যা কথা লিখিয়া তোমাকে ঠকাইতে পারেন না? গ্রন্থখানি কি প্রথম পৃষ্ঠা হইতে শেষ পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন মিথ্যা কথায় পূর্ণ হইতে পারে না? তুমি একথার উপরে যদি বল যে প্রেরিত-শাস্ত্র গ্রন্থেই যখন স্পষ্ট লেখা রহিয়াছে যে, পরমেশ্বর সত্যবাদী তখন ইহা অবশ্য বলিতে হইবে যে, তিনি মিথ্যা কথা লিখিয়া কখনও মনুষ্যকে প্রতারণা করেন নাই। কিন্তু কোন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হইয়াও আপনাকে সত্যবাদী বলিয়া কি লিখিয়া দিতে পারে না? আমি মিথ্যাবাদী হইয়াও কি লিখিয়া দিতে পারি না যে আমি সত্যবাদী? ধর্ম্মশাস্ত্রে পরমেশ্বর সত্যবাদী বলিয়া লেখা আছে বলিয়াই যে পরমেশ্বর সত্যবাদী ইহা অতি অসার কথা। যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী সে সহস্র প্রকারে লোককে জানায় যে সে সত্যবাদী। পিতার সত্যবাদিত্বে পূর্ব্ব হইতে বিশ্বাস আছে বলিয়া তাঁহার পত্রে লিখিত কথায় তুমি বিশ্বাস করিতেছ। নতুবা করিতে না। সেইরূপ যদি পরমেশ্বর কোন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠাইয়া দেন, প্রেরয়িতার সত্যপরায়ণ-

তায় পূর্ব্ব হইতে বিশ্বাস না থাকিলে সে গ্রন্থ-লিখিত বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার না।

পিতার পত্র পাইয়া মনে করিতে পার যে উহাতে ভুল আছে; কেন না, মানুষ স্বভাবতঃ ভ্রান্ত; কিন্তু যে গ্রন্থকে ঈশ্বর প্রেরিত ধর্ম্মশাস্ত্র বলিতেছ, উহাকে অভ্রান্ত বল কেন? পরমেশ্বর অভ্রান্ত, সুতরাং তাঁহার প্রেরিত শাস্ত্রও অভ্রান্ত, ইহাই অবশ্য তুমি বলিবে কিন্তু আমরা যে পরমেশ্বরকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহার মূল কোথায়? যদি বল ধর্ম্ম শাস্ত্রেই উহা লেখা আছে, ধর্ম্ম শাস্ত্রই উহার মূল, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি যে কোন ব্যক্তি ভ্রান্ত হইয়াও কি আপনাকে অভ্রান্ত বলিতে পারে না? অভ্রান্ত বলিয়া গ্রন্থে লিখিয়া দিতে পারে না আপনাকে অভ্রান্ত বলিয়া কি কাহারও ভ্রান্তি জন্মিতে পারে না?

এখন দেখ, পরমেশ্বরের অস্তিত্ব তাঁহার পবিত্রতা, তাঁহার অভ্রান্ততা সকলই অন্যপ্রকার প্রমাণের উপর নির্ভর করিল। ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে বলিয়া এ কয়েকটী সত্যের কোনটীই আমাদের গ্রাহ্য হইতে পারিল না। উহার অন্য প্রমাণ চাই। উহার ভিত্তিমূল অন্যত্র অন্বেষণ করিতে হইবে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁহার স্বরূপের প্রধান প্রধান কয়েকটী লক্ষণ সম্পূর্ণ রূপে শাস্ত্রনিরপেক্ষ হইল, তবে বাকি রহিল কি? ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁহার প্রধান প্রধান স্বরূপ লক্ষণ স্বীকার করিয়া লইবার পূর্ব্বে প্রায় সমুদয় প্রয়োজনীয় তত্ত্বই—উপাসনা পরলোক প্রভৃতি—তাহা হইতে সিদ্ধান্ত হইতে পারে। তবে দেখ ঈশ্বর প্রেরিত অভ্রান্ত ধর্ম্ম গ্রন্থ ব্যতীত যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সত্যসকল মানুষ জানিতে পারে না, সে কথা কোথায় থাকিল?

## মহাত্মা জন হাওয়ার্ড।

কারাবিবরণ।

ফরাশি দেশের কারাগার সমূহের শোচনীয় অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া সরল কথায় ও অরঞ্জিত ভাষায় মহাত্মা হাওয়ার্ড স্বয়ং যে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে তৎকাল প্রচলিত কারাগারের ভীষণ অত্যাচারের বিষয়ে একটী অপরিস্ফুটভাব গ্রহণ করা যাইতে পারে। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণোদ্দেশে নিম্নে সেই বিবরণটী বিবৃত হইল।

"ব্রেষ্টের কারাগারে অবস্থিতিকালে সুধু খড়ের উপর শয়ন করিয়া আমি ছয়টী রাত্রি কাটাইয়াছি। ব্রেষ্টের কারাগার হইতে অল্পকালের মধ্যেই মরলেই কারাগারে নীত হই।

"যখন কারপেই নামক স্থানে আসিলাম তখন দেশে পলায়ন করিব না বলিয়া শত্রুগণের নিকটে প্রতিশ্রুত হইয়া কারাগার হইতে মুক্ত হইলাম। ফরাশী দেশে ব্রেষ্ট, মরলেই এবং ডিনান নামে যে তিনটী কারাগার আছে এই তিনটী কারাগারেই অধিক সংখ্যক ইংরেজ কয়েদী ছিল। আমাদের জাহাজের নাবিকগণ ও আমার ভৃত্য ডিনারের কারাগারে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। এই সকল কারারুদ্ধ হতভাগ্য স্বদেশবাসীগণের দুরবস্থা দর্শন করিয়া প্রাণে অনির্ব্বচনীয় ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলাম। এবং যে দুই মাসকাল আমি কারপেইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া মুক্ত হইয়া বাস করিতেছিলাম সেই দুই মাসের মধ্যে ইংরেজ কয়েদীগণের সহিত যথাসম্ভব চিঠিপত্র লিখিতে ক্রটি করি নাই। তৎকালে হতভাগ্য কারাবাসীগণ এতদূর অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সহিত ব্যবহৃত হইত যে, সেই অত্যাচারের ফলস্বরূপ কতশত কারাবাসী দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণার অবসান করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে।

"কি ভীষণ ব্যাপার! একদিনে ছত্রিশটী কয়েদী ডিনানের কারাগারের ভিতরে একটা গর্ত্তে সমাহিত হয়!

"আমার প্রতিজ্ঞার উপরে নির্ভর করিয়াই শত্রুগণ আমাকে ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দিল।

"পীড়িত ও আহত নাবিকগণের তত্ত্বাবধানের জন্যই ইংলণ্ডে কতিপয় কমিশনার নিযুক্ত আছেন। আমি ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া এই সকল কমিশনার দিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলাম। তাঁহারা আমাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ করিয়া ফরাশী রাজসভায় লিখিয়া পাঠাইলেন। আমাদের নাবিকগণ অবিলম্বে কারামুক্ত হইয়া স্বদেশে আসিল, পূর্ব্বোল্লিখিত কারাগারত্রয়ের সমস্ত ইংরেজ কয়েদী কারামুক্ত হইয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিল।

"একটা পুণ্যবতী রমণী নানা সৎকার্য্য নির্ব্বাহার্থে সেইন্ট মেলুর মাজিষ্ট্রেটগণের নিকটে মৃত্যুকালে অনেক অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া যান।

"নানা সৎকার্য্যের মধ্যে ডিনানের কারাগারস্থ ইংরেজ কয়েদীগণের প্রত্যেককে রোজ এক পেনী হিসাবে দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া রমণী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এই পুণ্যবতী মহিলা আয়র্লণ্ড দেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং এক ফরাশীকে বিবাহ করেন। এই রমণীর জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য ও বদান্যতার গুণেই অনেকগুলি কাজের লোক—কতিপয় বীরপুরুষ জীবন বাঁচাইয়া অবশেষে ইংলণ্ডের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।"

জীবনের বিবিধ ঘটনা।

কারামুক্ত হইয়া হাওয়ার্ড ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন, এবং তাঁহার কারডিঙ্গটনস্থ বাসস্থানে বাস করিতে লাগিলেন। কারডিঙ্গটনে হাওয়ার্ডের প্রভূত ভূমিসম্পত্তি ছিল এবং তাঁহার অধিকারস্থ প্রজাবর্গ অতিশয় শোচনীয় অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছিল। দারিদ্রই তাহাদের সকল দুঃখের মূল। সুধু হাওয়ার্ডের প্রজাগণই দীন দরিদ্র ছিলেন এমন নয় কারডিঙ্গটন গ্রামটীর অবস্থাই সেই সময়ে অতীব হীন ও শোচনীয় ছিল। কারডিঙ্গটনের অবস্থা দেখিয়া হাওয়ার্ড আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি বদ্ধ পরিকর হইয়া এই ক্ষুদ্র পল্লীর শ্রীবৃদ্ধির সাধনে রত হইলেন, সম্পূর্ণরূপে পরোপকার ব্রতী হইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার প্রজাগণ যাহাতে মনের সুখে বাস করিতে পারে তজ্জন্য তিনি সুন্দর সুন্দর কুটীর নির্ম্মাণের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের সৌকার্য্যার্থে তিনি

তাহাদিগকে নানাবিধ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া উপযুক্ত মজুরি দেওয়াইতে লাগিলেন। তাঁহার সারগর্ভ উপদেশ ও জীবনের সৎদৃষ্টান্ত হইতে অশিক্ষিত প্রজাগণ পরিশ্রম ও মিতব্যয়ীতার উপকারীতা শিক্ষা করিতে লাগিল। যাহাদের কার্য্যে, যাহাদের জীবনে কোনরূপ শৃঙ্খলা ছিল না হাওয়ার্ডের সাধু দৃষ্টান্তে সেই সকল নিরক্ষর প্রজাগণ সুনিয়মিত হইয়া দিন। দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। দুঃখী দরিদ্রের জন্য হাওয়ার্ডের দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। হাওয়ার্ডের দ্বারে আসিয়া দরিদ্র সাহায্য না পাইয়া ঘরে যায় নাই, শোক তপ্ত নর নারী সান্ত্বনার অভাবে ভগ্ন মনে চলিয়া যায় নাই, পীড়িত ব্যক্তিগণ উপযুক্ত উপদেশও ঔষধ পথ্য না পাইয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই—এক কথায় হাওয়ার্ডের জীবনের রশ্মি সূর্য্যালোকের ন্যায় কারডিঙ্গটনের নানাবিধ কল্যাণ সাধন করিতে লাগিল।

কারডিঙ্গটন বাসী দরিদ্র লোকেরা কিরূপে সকল বিষয়ে সুরুচি জন্মিতে পারে, কিরূপে সুসভ্য লোকদিগের সহিত তাহারা উপযুক্ত শিষ্টাচারের সহিত আচার ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিতে পারে এবং কিরূপেই বা সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইবার আকাঙ্ক্ষা তাহাদের মনে জাগ্রত হইতে পারে এই সকল চিন্তাই দিবানিশি হাওয়ার্ডের হৃদয়ে কার্য্য করিতে লাগিল। কিরূপে বাসগৃহ পরিষ্কার রাখিতে হয়, কিরূপে বাসস্থানের শোভাসম্পাদন করিতে হয়, এবং কিরূপেই বা শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধন করিয়া মনুষ্য জীবনের সকল প্রকার সুখশান্তি ভোগ করিতে হয় মহাত্মাহাওয়ার্ড সর্ব্ব প্রযত্নে কারডিঙ্গটন বাসী গরিবলোকদিগকে এই সকল বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই সকল গরিব লোক যাহাতে মানুষ হইয়া মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য বুঝিতে সক্ষম হয়, সমাজের কাজে লাগিয়া নর নারীর কল্যাণ সাধন করিতে পারে হাওয়ার্ড তজ্জন্য অকাতরে শারীরিক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। এই সময়ে এইরূপ কার্য্যই তাঁহার মন প্রাণ সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হইল। তিনি এই কার্য্যে সমস্ত জীবনটী ঢালিয়া দিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন।

হাওয়ার্ডের জীবনের একটী গূঢ় মর্ম্ম এই যে, তিনি যখন যে কাজ হাতে পাইতেন তাহাতে সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া দিয়া পূর্ণ ভাবে তাহা সমাধা করিতে চেষ্টা করিতেন। বড় বড় কাজ করিয়া তিনি যে পরিমাণে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন ছোট খাট কাজ করিয়াও তিনি সেই পরিমাণে সুখী হইতেন। ছোট বড় সকল কাজের মধ্যেই তিনি পরমেশ্বরের হাত দেখিতে পাইতেন এবং সেই সর্ব্বমূলাধার পরমপ্রভু কর্ত্তৃকই তিনি জীবনের ছোট বড় সকল কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সুধু এই বিশ্বাসটুকুর অভাবে পৃথিবীর কত শত নরনারী কাজের মিষ্টতা অনুভব করিতে সমর্থ হইল না, কাজ করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারিলনা। অনেক লোক আপনাদের গুণ গরিমায় অন্ধ হইয়া কেবল কল্পনার কুহকে প্রতারিত হইতেছেন। এই সকল লোক আপনাদের ক্ষমতার ওজন করিতে না পারিয়া সর্ব্বদা কেবল আড়ম্বর লইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। আমার কার্য্যক্ষেত্র ইহা হইতে স্বতন্ত্র, আমার উদ্দেশ্য ইহা হইতে উচ্চতর ইত্যাদি, আমিত্বের দ্বারা এই সকল লোক সর্ব্বদাই আত্ম-প্রতারিত হইয়া থাকেন। এই সকল লোক যদি কল্পনার মোহিনী মায়াতে মজিয়া যখন যে কাজ হাতে পান তাহাই সমাধা করিতে যত্নবান হন, আমরা জানি, এমন একদিন আসিবে যে দিন তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই আপন আপন জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন, যাঁহার যে কাজ তাহার নিকটে তাহা উপস্থিত হইবে, প্রকৃতি স্বয়ং তাঁহাদের সহচরী হইয়া তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্রে আনিয়া তাঁহাদিগকে উপস্থিত করিবেন। সংসারের প্রত্যেক নরনারীর জন্যই এক একটা কর্ম্মক্ষেত্র আছে এবং প্রত্যেক নরনারী আপন স্থান পূর্ণ করিবেন ইহাই মানব জীবনের গূঢ়তত্ত্ব।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের ২রা মে হাওয়ার্ড দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিলেন। হেনরীয়েটালিডস্ নামক এক পরম রূপবতী, সুশিক্ষিতা ও ধর্ম্মপরায়ণা রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া এতদিন পরে হাওয়ার্ড সর্ব্বপ্রকারে আপনার মনের মত একজন সহধর্ম্মিনী লাভ করিলেন। এই রমণীর বয়ঃক্রম হাওয়ার্ডের সমান ছিল এবং ইনি জ্ঞান ধর্ম্ম ও উৎসাহে সর্ব্বদাই স্বামীর তুল্য হইতে যত্নবতী হইতেন।

কারডিঙ্গটনবাসী দরিদ্রলোকের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর হইয়া হাওয়ার্ড এতদিন একাকী খাটিতেছিলেন; একাকী সকল প্রকার বিঘ্ন বিপত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছিলেন; আপনার সুখে আপনিই হাসিতে ছিলেন; আপনার দুঃখে আপনিই কাঁদিতে ছিলেন। এতদিন পরে বিধাতা জীবনের সকল কার্য্যের সুখদুঃখের ভাগী একটী উপযুক্ত সহচরী মিলাইয়া দিয়া হাওয়ার্ডের প্রাণে দ্বিগুণ বলের সঞ্চার করিয়াদিলেন। হাওয়ার্ডের প্রাণের সহচরী হইয়া রমণীও অনন্ত উৎসাহের সহিত গরিব প্রজাগণের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হইলেন। হাওয়ার্ড গরিব প্রজাগণের বাসোপযোগী কতকগুলি পরিষ্কার কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন কুটীর বাসীগণের কৃষিকর্ম্মের সুবিধার জন্য যাহাতে প্রত্যেক কুটীরের নিকটে কিছু পরিমাণে কর্ষণোপযোগী ভূমি থাকে এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিনী তাঁহার এই কার্য্যের বিশেষ সাহায্য করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, একবার বৎসরের শেষে হাওয়ার্ড হিসাব করিয়া দেখিলেন বৎসরের খরচ বাদে কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত হইয়াছে। তিনি সহধর্ম্মিনীকে বলিলেন, "এই অর্থ দ্বারা তুমি লণ্ডন নগরে বেড়াইতে যাইতে পার অথবা তোমার খুসী হইলে ইহা অন্য কোনরূপ আমোদ প্রমোদে ব্যয় করিতে পার।" তাঁহার স্ত্রী হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন "এই টাকায় কেমন সুন্দর একটী কুটীর নির্ম্মাণ হইবে।" হাওয়ার্ড সহধর্ম্মিনীর উত্তরে যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া সেই অর্থ দ্বারা সত্য সত্যই একটী মনোহর কুটীর নির্ম্মাণ করাইলেন। আপন তালুকে এইরূপ দরিদ্রের আবাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া হাওয়ার্ড সর্ব্বদাই বিশেষ সাবধানতার সহিত প্রজা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মিতাচারী পরিশ্রমী লোকের দ্বারাই এই সকল কুটীর পূর্ণ হইতে লাগিল।

হাওয়ার্ড ও তাঁহার স্ত্রী এই সকল গরিব লোকের বাপ মা হইয়া ইহাদিগকে উপযুক্ত কর্ম্মের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। রোগ শোকের সময়ে উভয়ে প্রত্যেকের বাড়ী যাইয়া রোগীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইতেন। শোকসন্তপ্তের শোকানল সান্ত্বনাবারি সিঞ্চন করিয়া নির্ব্বাণ করিতেন। এই সকল দরিদ্র লোকদিগের পুত্র কন্যার শিক্ষার ভার হাওয়ার্ড স্বয়ংই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এমন কঠিন নিয়ম ও শাসন ছিল যে, তাঁহার অধিকারস্থ নরনারীগণকে বাধ্য হইয়া নিয়মিতরূপে উপাসনালয়ে গমন করিতে হইত এবং সকল প্রকার নীতি বিগর্হিত হানিজনক আমোদ প্রমোদ হইতে বিরত থাকিতে হইত। হাওয়ার্ডের সকল পরিশ্রম সার্থক হইল, মরুভূমিতে ফল ফুল সুশোভিত উর্ব্বরা জমি আবিষ্কৃত হইল, কারডিঙ্গটনের অবস্থা ফিরিল।

ক্রমশঃ—

## বিশ্বাসের দার্শনিক ভিত্তি।

তৃতীয় প্রস্তাব—জড়জগৎ (তৃতীয় প্রকরণ)

আমাদের শেষ প্রস্তাবে (১৬ই বৈশাখ) আমরা বর্ণ ঘ্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বিষয়ের পরিবর্ত্তনশীলতার বিবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাদের আপেক্ষিকতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। উক্ত প্রস্তাবে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, উপরোক্ত প্রকারে দেশ কালেরও আপেক্ষিকতা প্রদর্শন করিব। এই প্রস্তাবে দেশ সম্বন্ধে আলোচনার চেষ্টা করা যাক্।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দর্শন ও স্পর্শ এই দুই ইন্দ্রিয় সংযোগে দেশ অনুভূত হয়। যে দেশ দৃষ্টিগোচর, আমরা প্রথমে তাহারই আপেক্ষিকতা প্রদর্শন করিব। একই বস্তু, অথবা যাহাকে আমরা একই বস্তু মনে করি, তাহা অবস্থাভেদে কখনও ক্ষুদ্র কখনও বৃহৎ বলিয়া বোধ হয়। বস্তুটি নিকটে রাখিলে যত বড় দেখায়, দূরে রাখিলে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র দেখায়, যত দূরে লইয়া যাওয়া যায় ততই ক্ষুদ্রতর দেখায়। শুধু চক্ষুতে দেখিলে যত বড় দেখায় ম্যাগ্নিফায়িং গ্লাসে দেখিলে তাহা অপেক্ষা বড় দেখায়, অন্য একপ্রকার কাচে দেখিলে ছোট দেখায়; বস্তুটীর দৃষ্ট পরিমাণ নিতান্তই পরিবর্ত্তনশীল। ইহার প্রকৃত পরিমাণ তবে কি, আর প্রকৃত পরিমাণের অর্থই বা কি? যে পরিমাণকেই প্রকৃত বলিতে চাও, দেখিবে তাহাই দৃষ্টি-সাপেক্ষ, দৃষ্টি-নিরপেক্ষ পরিমাণ কিছুই নাই; এবং দৃষ্টি মাত্রই অবস্থাধীন, এবং অবস্থাভেদে পরিবর্ত্তনশীল; দৃষ্টি ছাড়িয়া দিয়া, অবস্থাভেদ ছাড়িয়া দিয়া প্রকৃত পরিমাণ নির্ণয় অসম্ভব, অর্থহীন। শুধু চক্ষুতে, সুস্থ চক্ষুতে, সমান দূরে, হয়ত আমরা সকলেই এক পরিমাণ দর্শন করি, কিন্তু তাহাও একেবারে নিঃসন্দিগ্ধরূপে বলা যায় না; চক্ষুর গঠন ঠিক একরূপ না হইলে ঠিক এক পরিমাণ না দেখাই সম্ভব চক্ষুর বর্ত্তমান গঠন লইয়া আমরা যে বস্তুকে এখন কোন অবস্থাতে ৫ অঙ্গুলি পরিমাণ দেখি, চক্ষুর গঠন অন্যপ্রকার হইলে সেই অবস্থাতেই সেই বস্তুকে হয়ত ৮ অঙ্গুলি কি ১০ অঙ্গুলি দেখিতাম। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমরা বস্তুর যে পরিমাণ দেখি, সে পরিমাণ দৃষ্টিসাপেক্ষ এবং দর্শনেন্দ্রিয় ও দৃষ্টি-সংসৃষ্ট অন্যান্য অবস্থাভেদে পরিবর্ত্তনশীল। আমরা যাহা দেখি তাহা আমাদের মন-সংসৃষ্ট মনের আশ্রয়ীভূত দৃশ্য মাত্র, মন নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র স্বাধীন বস্তু নহে; স্বতন্ত্র স্বাধীন বস্তু হইলে ইন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তনানুসারে পরিবর্ত্তিত হইত না।

যে দেশ স্পর্শেন্দ্রিয় গোচর, এখন তাহার বিষয় আলোচনা করা যাক্। পাঠক একটু ভাবিলেই দেখিবেন স্পর্শগোচর দেশ পরিমাণের উপায় (১) শারীরিক বলের অল্পাধিক্য, (২) সময়ের অল্পাধিক্য। দৃষ্টিদ্বারা আমরা যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা ছাড়িয়া দিলে দেশ পরিমাণের উপরোক্ত উপায়দ্বয় ব্যতীত আর কিছু থাকে না। কেবল স্পর্শ দ্বারা কোন বস্তুর পরিমাণ জানিতে হইলে—কোন বিন্দু দ্বয়ের মধ্যস্থ বিস্তৃতি জানিতে হইলে—আমরা দেখি এক বিন্দু হইতে অপর বিন্দু পর্য্যন্ত হস্ত চালনা করিতে অথবা চলিয়া যাইতে কতটুকু বল আয়াস বা পরিশ্রম লাগে আর কতটুকু সময় লাগে; আয়াসও সময়ের অল্পাধিক্য অনুসারে আমরা বিস্তৃতির অল্পাধিক্য স্থির করি। কিন্তু বলা বাহুল্য যে শারীরিক বল সকলের সমান নহে, সুতরাং একই কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির আয়াস ও পরিশ্রমের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন। শারীরিক বল সকলের সমান হওয়া দূরে থাক্, একই ব্যক্তির বল সকল সময়ে সমান থাকে না; সুস্থতা অসুস্থা, স্ফূর্ত্তি বিষণ্ণতা, শ্রম বিশ্রাম, আহার অনাহার, প্রাতঃকাল সায়ংকাল, এরূপ ভিন্ন ভিন্ন কাল ও অবস্থাভেদে একই ব্যক্তির বলের পরিমাণ ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হয়। পুনশ্চ, নিম্নে প্রদর্শিত হইবে যে প্রত্যেক ব্যক্তির কালবোধও ঠিক একরূপ নহে। সুতরাং স্পর্শগোচর দেশবোধের যে দুটী উপায়, সে দুটীই যখন পরিবর্ত্তনশীল, আপেক্ষিক, তখন দেশবোধ ও পরিবর্ত্তনশীল, আপেক্ষিক। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে আমাদের দেশবোধ পরিবর্ত্তনশীল আপেক্ষিক বটে, কিন্তু প্রকৃত দেশ যাহা তাহা নিরপেক্ষ, অপরিবর্ত্তনীয়। এই কথার কোন অর্থ নাই, আমরা যে দেশ ইন্দ্রিয় সংযোগে প্রত্যক্ষ করি তাহারই নাম দেশ; এই ইন্দ্রিয়-গোচর দেশ ব্যতীত আর কোন দেশের কথা আমরা জানি না; দেশ বলিলেই ইন্দ্রিয়-গোচর—দেশ দৃষ্ট বা স্পৃষ্ট দেশ বুঝায়; যে দেশ ইন্দ্রিয়-গোচর তাহা যদি পরির্ত্তনশীল আপেক্ষিক হইল তবে আর নিরপেক্ষ অপরিবর্ত্তনীয় দেশের কথা বলায় কোন অর্থ নাই। আমার স্পৃষ্ট দেশখণ্ড আমার নিকট যত বড় বলিয়া বোধ হইতেছে তোমার বল এবং সময়বোধ যদি আমার তুল্য না হয় তবে তাহা তোমার নিকট ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর বোধ হইবে; সুতরাং তোমার প্রত্যক্ষীকৃত দেশ আর আমার প্রত্যক্ষীকৃত দেশ এক নহে। এমন কি, আমার শরীর মনের অবস্থা যখন পরিবর্ত্তিত হইবে তখন আমার এক্ষণকার প্রত্যক্ষীকৃত দেশ আমারই কাছে বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর বোধ হইবে। শিশুর কাছে যে বস্তু বৃহৎ, যুবার কাছে তাহা ক্ষুদ্রতর, পূর্ণ বয়স্কবলবান ব্যক্তির কাছে আরও ক্ষুদ্রতর। দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে যে পথ অতি বিস্তৃত বলিয়া বোধ হয়, সবলের কাছে তাহাই সঙ্কীর্ণ। মানুষের শারীরিক

এবং মানসিক গঠন সম্বন্ধে একটা সাধারণ একতা আছে, এবং একরূপ গঠনে, একরূপ অবস্থাতে দেশ বোধও একরূপ হয়; এই একতাই আমাদের দৈনন্দিন আলাপ ব্যবহারের ভিত্তি ভূমি; তাহাতেই এসম্বন্ধে অবস্থাভেদে যে অনৈক্য হয়, তাহারদিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে না। কিন্তু এই সকল অনৈক্য ও পরিবর্ত্তনের বিষয় আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় দেশ একটি মন নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তু নহে, ইহা মনেরই নিজস্ব বস্তু। প্রথম প্রস্তাবে যাহা বলা হইয়াছিল ইহা বর্ণ ও স্পর্শ বোধের মানসিক Condition বা Form (গঠন)।

# ব্রাহ্মসমাজ।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় শিলং হইতে তত্রস্থ পার্ব্বতীয় খাসিয়াজাতি সম্বন্ধে বিগত ২২শে জুলাই নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক খানি পত্র লিখিয়াছেন। আমরা আশা করি ব্রাহ্ম বন্ধুগণ বিশেষ মনোযোগের সহিত ইহা পাঠ করিবেন:—

আমি অনুসন্ধানের দ্বারা যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে বোধ হইতেছে যে এস্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের যেরূপ ক্ষেত্র এরূপ ক্ষেত্র পাওয়া দুর্ঘট। খাসিয়াগণ সরল ও সত্যপ্রিয় ইহাদের কোন প্রকার ধর্ম্ম বন্ধন নাই। সুতরাং ইহাদের অনেকে পৌত্তলিক হিন্দু হইয়া যাইতেছে, অনেকে বৈষ্ণব হইয়াছে এবং বহুসংখ্যক লোক খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে এবং করিতেছে। ইহাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই। সুতরাং কোন ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে কাহাকেও জাতি বা সমাজচ্যুত হইতে হয় না। খ্রীষ্টান মিসনারিগণ ইহাদিগকে বাইবেল গ্রন্থ দিয়াছেন, উপাসনা দিয়াছেন, সংগীত দিয়াছেন, সুনীতি দিয়াছেন সুতরাং খ্রীষ্টধর্ম্মের দিকে ইহাদের মনের অনুরাগ হইয়াছে। ইহাদের স্বভাব এমন সরল সত্যপ্রিয় বিশ্বাসী ও প্রেমিক যে ইহারা কোনও প্রকার ধর্ম্মোপদেশ দিলে বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করে এবং তাহা গ্রহণ করে। রীতি নীতি অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট। স্ত্রীলোকের অবরোধ নাই। বাল্যবিবাহ নাই জাতিভেদ নাই। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মসমাজকে যে সকল কুরীতি ভগ্ন করিবার জন্য কত প্রয়াস পাইতে হইতেছে তাহার কিছুই এখানে নাই। জমি অনেক পরিমাণে প্রস্তুত। ইহাদের কোন ধর্ম্ম গ্রন্থ বা সাহিত্য নাই। সুতরাং অন্যান্য স্থলে তাহাদের প্রতি অযথা ভক্তি করাতে লোকের মনে নূতন সত্য প্রবিষ্ট করা যত কঠিন এখানে তাহার কিছুই নাই। ঈশ্বর কৃপায় ইতিমধ্যে খাসিয়াদিগের মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের কিঞ্চিৎ সূচনা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইজন পূর্ব্বে খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন তাহাদের মধ্যে একজন ১০।১২ বৎসর খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই দুই ব্যক্তি খ্রীষ্ট ধর্ম্মে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের উৎসাহে ও শিলং ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের সাহায্যে এখানকার খাসিয়াদিগের পল্লীমধ্যে একটী ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। সমাজে প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার খাসিয়া ভাষাতে উপাসনা ও উপদেশাদি হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত দুই জন ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী খাসিয়া বন্ধুর মধ্যে এক ব্যক্তি তাঁহার স্বীয় ভাষাতে একজন সুবক্তা। তাঁহার দ্বারা প্রচারের পক্ষে অনেক সাহায্য হইতেছে। তবে খাসিয়া ভাষা অসম্পূর্ণ। তাহার সাহিত্য নাই। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রতিপাদক কোন গ্রন্থ নাই। এই অভাব দূর করিবার জন্য আমি ইতি মধ্যে অনেকগুলি খাসিয়া একত্র করিয়া তাহাদের নিকট হইতে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বিষয়ক অনেক প্রশ্ন সংগ্রহ করিয়াছি। সেই প্রশ্ন গুলির উত্তর আমি ইংরাজীতে লিখিয়া দিব। তাহাতে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় একখানি প্রশ্নোত্তরের পুস্তক হইবে। এখানকার ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন খাসিয়া ভাষাভিজ্ঞ সভ্য ও উক্ত দুই জন খাসিয়া বন্ধুকে লইয়া একটী কমিটী করা গিয়াছে, তাহারা উক্ত প্রশ্নোত্তর পুস্তক খাসিয়াতে অনুবাদ করিবেন। (১) একখানি ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সার ও প্রার্থনা পুস্তক (২) খাসিয়া সঙ্গীত পুস্তক (৩) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, মৃত কেশবচন্দ্র সেন ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারিত উপদেশ মালা নামক পুস্তক সকল হইতে উপদেশ সংগ্রহ করিয়া এক খানি খাসিয়া উপদেশ পুস্তক সংকলন করিবার কথা আছে। কলিকাতা হইতে একজন বা দুইজন যদি আসিয়া এখানে খাসিয়াদিগের মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে বিশেষরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। এখানকার ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ বিশেষ সহায়তা করিবেন তাঁহাদের কার্য্য ক্ষেত্র অতিশয় বিস্তৃত হইবে। তাঁহাদিগকে ভাষা শিখিতে হইবে। ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হইবে। সাহিত্য রচনা করিতে হইবে। ভাষা স্থাপিত করিতে হইবে। সামাজিক নীতি শিক্ষা দিতে হইবে। বালক বালিকাদিগের শিক্ষার সদুপায় করিতে হইবে। আমি এই কার্য্যের গুরুত্ব যে কিরূপ অনুভব করিতেছি, তাহা আপনাদিগকে লিখিয়া জানাইতে পারি না। আমি একদিন খাসিয়া সমাজে ইংরাজিতে উপদেশ দিয়াছিলাম। অদ্য আবার দিবার কথা আছে। পূর্ব্বোক্ত খাসিয়া ভ্রাতা আমার উপদেশ খাসিয়াতে অনুবাদ করিয়া বলেন। ভাষা না জানাতে মনে বড় ক্লেশ হইতেছে। আপনারা ত্বরায় কোন প্রচারককে স্থায়ীরূপে রাখিবার বন্দোবস্ত করিবেন। তাঁহাকে খাসিয়া পল্লীতে খাসিয়াদিগের মধ্যেই বাস করিতে হইবে, সুখে দুঃখে তাহাদের একজন হইয়া থাকিতে হইবে, তাহাদের গ্রামে গ্রামে কুটীরে কুটীরে বেড়াইতে হইবে, ইহারা অধিকাংশ শ্রমজীবী কিন্তু ইহাদিগের পার্ব্বতীয় সরল ও অমায়িক ভাব দেখিলে মন মুগ্ধ হয়। যিনি ইহাদিগকে প্রাণে স্থান দিবেন ইহারাও যে তাঁহাকে প্রাণে স্থান দিবেন আমি তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারি। এখানকার কতকগুলি ব্রাহ্ম ঋণ করিয়া খাসিয়া সমাজের জন্য একটী বাড়ী ক্রয় করিয়াছেন। তাঁহাদিগের উৎসাহের ক্রটী নাই। যিনিই থাকুন ইহারা বিশেষ সাহায্য করিবেন।

আমি আপনাদিগের ত্বরা দিতেছি যিনি এখানে প্রচারার্থ আসিবেন যদি তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র খুলিয়া দিয়া যাওয়া আবশ্যক হয় আমি তাঁহার সঙ্গে আবার আসিয়া খুলিয়া যাইব। কিরূপে কার্য্য করিতে হইবে তাহা বেশ বুঝিতে

পারিয়াছি। আমি কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে এখানে আসিয়াছিলাম কিন্তু এখানে আসিয়া জগদীশ্বরের কৃপায় আমি প্রচার কার্য্য কিছু কিছু করিতে সমর্থ হইয়াছি। এখানে দুইটী বাঙ্গালা ও একটী ইংরাজী বক্তৃতা হইয়াছে। এখানকার বাঙ্গালি সমাজে একদিন উপাসনা করিয়াছি। তদ্ভিন্ন প্রতিদিন প্রাতে ও সায়ংকালে সমাজে লোকদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনাতে যাপন করিয়াছি। এখানে আসিয়া আমি ডিব্রুগড় তেজপুর নওগাঁ ও গৌহাটী প্রভৃতি স্থান হইতে নিমন্ত্রণ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহারা বিশেষ আগ্রহের সহিত আমাকে যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। অতএব আমি স্থির করিতেছি যে আসামের সমাজগুলি একবার পরিদর্শন করিয়া যাইব। আমি ডিব্রুগড় প্রভৃতি স্থান হইতে ফিরিবার মধ্যে কেহ যদি এই খাসিয়া পর্ব্বতে প্রচারার্থ আগমন করেন তবে আমি ফিরিবার সময় আবার শিলঙ্গে আসিয়া তাঁহার কার্য্যের সূত্রপাত দেখিয়া যাইতে পারি।

বিগত ১১ জুলাই সোমবার অপরাহ্নে নিলফামারীস্থ বাবু হরনাথ দাস মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র ও চতুর্থ কন্যার নামকরণ হইয়া গিয়াছে। বালকের নাম শান্তি প্রিয় ও বালিকার নাম সুবালা রাখা হইয়াছে।

কটক হইতে নিম্নলিখিত পত্র খানি পাওয়া গিয়াছে—

নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে উৎকল-ব্রাহ্মসমাজের সপ্ত-দশ-সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

১৪ই আষাঢ় রবিবার প্রাতে উৎসবের উদ্বোধন ও সায়ংকালে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত সাধুচরণ রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

১৬ই আষাঢ় সোমবার সায়ংকালে উপাসকদিগের প্রার্থনা।

১৭ই আষাঢ় মঙ্গলবার সায়ংকালে সৎপ্রসঙ্গ ও সংকীর্ত্তন।

১৮ই আষাঢ় বুধবার সায়ংকালে নারী সমাজের উৎসব হয়।

১৯শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার উৎসব। প্রাতে উৎকল ভাষায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। মধ্যাহ্নে শাস্ত্র পাঠ হয় সায়াহ্নে উক্ত মহাশয় বঙ্গভাষায় উপাসনা করেন। উপাসনা এত ভাব পূর্ণ ও সরস হইয়াছিল যে অনেকেই চক্ষের জল না ফেলিয়া থাকিতে পারেন নাই।

২০শে আষাঢ় শুক্রবার সায়ংকালে উৎকল ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন হয়।

২১শে আষাঢ় শনিবার ৫॥ টার সময় সমাজ হইতে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া চৌধুরি বাজারের চক পর্য্যন্ত আসা হয়। এখানে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চক্রবর্ত্তী উৎকল ভাষায়, শ্রীযুক্ত শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী বঙ্গভাষায় ও শ্রীযুক্ত মধুসূদনরাও উৎকল ভাষায় একটি সার-গর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন তৎপরে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে বালু বাজারের চকে উপস্থিত হওয়া যায়। এখানে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও মহাশয় "ধর্ম্ম কি ও ব্রাহ্মধর্ম্ম কাহাকে বলে" বিষয়ে উড়িষ্যাভাষায় একটি অতিশয় সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা স্থলে লোকের এত জনতা হইয়াছিল যাহা আর কখনও দেখা যায় নাই। মধু বাবুর জলন্ত অগ্নিতুল্য বক্তৃতা হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান সকলের মনকে বিগলিত করিয়াছিল। তৎপরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ি পর্য্যন্ত আসিয়া সংকীর্ত্তন শেষ হয়।

২২শে আষাঢ় রবিবার প্রাতে কটক টাউন স্কুল গৃহে বালকদিগের উৎসব হয়। অপরাহ্ন ৪॥ টার সময় প্রিণ্টিং কোম্পানিহলে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চক্রবর্ত্তী ধর্ম্মসমন্বয় বিষয়ে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। সায়ংকালে শান্তিবাচন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

আমাদের অন্যতম প্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় নেলফামারী ব্রাহ্মসমাজের উৎসবক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া সৈয়দপুরে যান, সেখানে দুইদিন থাকিয়া উপাসনাদি দ্বারা তাহার কার্য্য করেন। তৎপরে শ্যামপুর যান, সেখানে সদ্য পুষ্করিণী গ্রামে এক ব্রাহ্ম পরিবার আছেন তথায় উপাসনাদি করেন। তথায় এক বন্ধু সস্ত্রীক বাস করেন তিনি বহুমূত্রের পীড়ায় অত্যন্ত কাতর। দূরদেশে যে সব বন্ধুবান্ধব পরিবার লইয়া থাকেন তাঁহাদের এইরূপ বিপদের সময় ব্রাহ্ম বন্ধুদের তত্ত্বলওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। গোপালপুর নামক গ্রামে একটী ইংরেজী মধ্যম শ্রেণীর স্কুল আছে এই স্কুলে ছাত্রদের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রদত্ত হয়। তৎপরে রংপুর যান, তথাকার ছাত্রসমাজের কার্য্য নানা কারণে অনেকদিন বন্ধ থাকে। পুনরায় তাহা আরম্ভ করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে জীবনের লক্ষ্য বিষয়ে একটী বক্তৃতা হয়। সেখানে সমাজে উপাসনাদি করিয়াছিলেন এবং ষ্টেসনে আলাপাদি করেন। তৎপরে নাটোরে তিন চারিদিন থাকিয়া উপাসনাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। এখন তিনি তাঁহার নিজের কিছু কাজের জন্য এবং কমিটীর সঙ্গে কার্য্যাদির বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন, শীঘ্রই আবার তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র উত্তর বাঙ্গালায় গমন করিবেন।

১লা আষাঢ়ের তত্ত্বকৌমুদীর পরিশিষ্টে চক্রবর্ত্তীর সহিত কথোপকথন সম্বন্ধে দেবী বাবু যাহা লিখিয়াছিলেন চক্রবর্ত্তী তাহার নিম্নলিখিত প্রতিবাদ করিয়াছেন।

১ম—দেবী বাবু লিখিয়াছেন "মন্ত্র না মানিলে মুখ দিয়া রক্ত পড়ে" কিন্তু আমি একথা বলি নাই। উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে রক্ত পড়ে, ইহা আমি যেমন শুনিয়াছি তাহা তাঁহাকে বলিয়াছি।

২। গয়ার যোগী যোগবলে কলিকাতা ইত্যাদি নানা স্থানে গমনাগমন করিতে পারেন ও বিজয় বাবুর সহিত সময় সময় সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন, ইহা বিজয় বাবুর মুখে শুনিয়াছি ও বলিয়াছি। কিন্তু খড়ম পায় দিয়া আসিয়াছিলেন ইহা আমি বলি নাই।

৩। "বিজয় বাবু ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরুদ্ধ সত্য প্রচার করিতেছেন ইহা আমার বিশ্বাস" একথা আমি বলি নাই। এরূপ বিশ্বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে এই কথা বলিয়াছিলাম তিনি বালক, বালিকা, জ্ঞানী, মূর্খ প্রভৃতিকে যেরূপ ভাবে সাধন দিতেছেন তাহাতে একজনের পক্ষে সুপথে রাখা কঠিন হইবে।

৪। "বিজয় বাবু অভ্রান্তরূপে সাধন প্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে পারেন ও দিয়াছেন" একথা দ্বারা আমি তাঁহাকে

অভ্রান্ত মনুষ্য বলি নাই। তবে তাঁহার উপর বিশ্বাস থাকায় আমি এই সাধন করিয়াছি এবং সাধন-তত্ত্ব বিষয়ে অজ্ঞ লোকের পক্ষে এরূপ করাই শ্রেয় বলিয়া মনে করি।

৫। বিজয় বাবুর এই সাধন গ্রহণ করিয়া নবজীবন পাওয়া যায় এ কথায় আমি বিশ্বাস করি।

৬। "বিজয় বাবু এমন আশ্চর্য্য দেখাইতে পারেন যাহার জন্য আপনারা লালায়িত" যাঁহারা বিজয় বাবুর বাক্যে ও কার্য্যে অবিশ্বাস করেন ও বুজরুকি বলিয়া উপহাস করেন, তাঁহাদিগকেই ঐরূপ বলিয়াছি।

দেবী বাবু উক্ত পত্রের উত্তরে লিখিয়াছেনঃ—

১। আমি দীক্ষার সমস্ত অংশকেই মন্ত্র শব্দে ব্যক্ত করিয়াছি। তাহাতেই উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে রক্ত উঠে ইহা না লিখিয়া মন্ত্র না মানিলে রক্ত উঠে বলিয়াছি। রক্ত পড়ার কথা শ্যামাকান্ত বাবু বলিয়াছিলেন।

২। খড়ম শব্দ আমি সৃষ্টি করি নাই আমি ও আমার আর দুই জন বন্ধুর এখনও মনে আছে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ই উহা বলিয়াছিলেন।

৩। "বিজয় বাবু ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে সত্য ইত্যাদি" চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে বিজয় বাবু প্রচারক থাকিতে পারেন কি না এ বিষয়ে বিচার উপস্থিত হইলে আপনি কোন পক্ষে ভোট দিবেন, এই কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছেন। তিনি থাকিতে পারেন না এবং আমি না থাকার পক্ষে ভোট দিব। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে বিজয় বাবু এখন যে সকল নূতন কথা প্রচার করিতেছেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজের গৃহীত সত্য নহে। আমি এই কথা হইতেই বিরুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করিয়াছি।

৪। "বিজয় বাবুর অভ্রান্ততা সম্বন্ধে" চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথায় বিজয় বাবু সকল বিষয়ে যে অভ্রান্ত তাহা আমি মনে করি নাই এবং তাহা লিখিও নাই। কিন্তু বিজয় বাবু লোকের অভাব বুঝিয়া অভ্রান্তরূপে তাহার জন্য সাধন প্রণালী দিতে পারেন এই কথা তাঁহার কথায় বুঝিয়াছিলাম।

৫ ও ৬ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য নাই চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিজেই সে সকল স্বীকার করিয়াছেন।

বিগত ১৬ই জুলাই সোমবার সিটি কলেজ গৃহে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

উপস্থিত। বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, গুরুচরণ মহলানবিশ, হরনাথ বসু, শ্রীশচন্দ্র দেব, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কালিশঙ্কর সুকুল, দুকড়ি ঘোষ, হরকুমার রায় চৌধুরী, ফণীন্দ্রমোহন বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র, দ্বিজদাস দত্ত, মধুসূদন সেন, পরেশনাথ সেন, মোহিনীমোহন বসু, আদিনাথ চোট্টোপাধ্যায়, মথুরামোহন গাঙ্গুলি, আনন্দমোহন বসু, উমাপদ রায়, সীতানাথ দত্ত, ও যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র। দর্শক। বাবু হরকিশোর বিশ্বাস, উমাচরণ সেন ও বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়।

প্রার্থনা পূর্ব্বক সভার কার্য্যারম্ভ হইল। বাবু কালিশঙ্কর সুকুল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। বিগত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত হইয়া সভার দ্বারা তাহা গৃহীত হইল।

বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ প্রস্তাব করিলেন যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ গৃহীত হউক। বাবু হরকুমার রায় চৌধুরী উক্ত প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার উক্ত কার্য্যবিবরণ সম্বন্ধে বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী দার্জ্জিলিং হইতে, বাবু অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় মাণিকদহ হইতে, বাবু হরিনাথ দাস বাগেরহাট হইতে, বাবু উমাচরণ ঘটক মতিহারী হইতে, বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী ও বাবু উপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী যে সকল পত্র লেখেন তাহা সভায় পঠিত হইলে স্থির হইল ঐ সমস্ত পত্র কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় আলোচনার্থ প্রেরিত হউক।

স্থির হইল যে, প্রচারকদিগের সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হইতেছে তাহা অধ্যক্ষ সভার আগামী অধিবেশন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা হউক এবং এই নিয়মাবলী সম্বন্ধে ব্রাহ্ম সাধারণের অভিমত অবগত হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সভা ইতি মধ্যে সেই সমস্ত আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হউন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস ও শশীভূষণ বসু মহাশয়দিগের প্রস্তাবে ও বাবু পরেশনাথ সেন মহাশয়ের পোষকতায় বাবু মধুসূদন সেন ও বাবু প্রসন্নকুমার রায় কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য নিযুক্ত হইলেন।

সভা অতীব দুঃখের সহিত বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু ও উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিলেন।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য নিযুক্ত হইলেন।

| প্রস্তাবক ও পোষক | সভ্য |
|---|---|
| বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়<br>বাবু গুরুচরণ মহলানবিস | বাবু রামচন্দ্র দত্ত |
| „ অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়<br>„ আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় | বাবু কালীদাস রক্ষিত |
| „ অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়<br>„ আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় | বাবু রাসকলাল দত্ত |
| „ দুকড়ি ঘোষ<br>„ অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় | বাবু উমেশচন্দ্র ঘোষ |

স্থির হইল যে বঙ্গভাষানভিজ্ঞ সভ্যদিগের সুবিধার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণের সারাংশ ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট প্রেরিত হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিলডিং ফণ্ডের সম্পাদক মহাশয় অবগত করিলেন যে উপাসনালয়ের ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত এপর্য্যন্ত অধ্যক্ষ সভার সভ্যদিগের নিকট হইতে ৬০ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

সভায় স্থির হইল যে অধ্যক্ষ সভার সভ্যদিগকে পুনরায় এ বিষয় জানান হউক।

শ্রীদুকড়ি ঘোষ।
সম্পাদক।

## সমালোচনা।

THE ROOTS OF FAITH. By Sitanath Datta. Price 5 annas. To be had at the Sadharan Brahmo Samaj Office.

এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা যার পর নাই সুখী হইয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মবিজ্ঞানের চর্চ্চা যেরূপ হওয়া আবশ্যক আমরা তাহার কিছুই দেখিতে পাই না। ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এ বিষয়ে কোন আলোচনা নাই বলিলেই হয়। ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের সাময়িক পত্রিকা সকলে ধর্ম্ম-তত্ত্ববিষয়ে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়া থাকে, সে সকলের অসারতা আমাদের কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতেছে। এমন কি ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও ধর্ম্ম বিজ্ঞানের যেরূপ অনুশীলন প্রার্থনীয় তাহার বিশেষ অভাব লক্ষিত হয়।

সীতানাথ বাবু এই পুস্তকে পরমেশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার যৌক্তিকতা এবং সংশয়বাদও অজ্ঞেয়তাবাদের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সীতানাথ বাবু পাশ্চাত্য আধ্যাত্মবাদ ও আধ্যাত্মবাদের ব্যাখ্যা সমর্থন করিয়া তাহারই উপর ঈশ্বর সম্বন্ধীয় যুক্তি সকল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ লক্ষণ প্রতিপন্ন করিবার জন্য দুইটি প্রধান যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথমতঃ জগতের কার্য্য কারণ সম্বন্ধ হইতে আদিকারণ নিরূপণ। দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টি কৌশল হইতে জ্ঞানময় স্রষ্টার সত্তা সংস্থাপন। এতদ্ভিন্ন অধ্যাত্মবাদ মূলক যুক্তিরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে অজ্ঞেয়তা বাদ অতিশয় প্রবল। একজন জগৎকারণ আছেন, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ মানব বুদ্ধির অতীত। জ্ঞান কি দয়া, কি প্রেম, কোন গুণই তাঁহাতে আরোপিত হইতে পারেনা। আজকাল অনেকেই এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। সীতানাথ বাবু কয়েকজন প্রধান প্রধান ইয়ুরোপিয় দার্শনিকের অনুবর্ত্তী হইয়া এই অনিষ্টকর মত যেরূপে খণ্ডন করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধায়ী পাঠকবর্গ এই পুস্তক খানি পাঠ করিলে যে বিশেষ উপকার লাভ করিবেন ধর্ম্মের মূলতত্ত্বসম্বন্ধীয় দার্শনিক জ্ঞান যে অধিকতর পরিষ্কার হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সমালোচ্য পুস্তকখানি বৃহৎ নহে—ষাট পৃষ্ঠা পরিমিত মাত্র। অথচ এই অল্প পরিসরের মধ্যে সীতানাথ বাবু ধর্ম্মবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় এত সার তত্ত্ব-সন্নিবেশিত করিয়াছেন যে অনেক বৃহদাকার গ্রন্থেও তাহা দৃষ্ট হয় না। ধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্ব বিষয়ে আমাদের দেশে এরূপ পুস্তক অতি বিরল। সীতানাথ বাবু এই পুস্তক খানি লিখিয়া ধর্ম্ম জিজ্ঞাসুদিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।

অনেকেই মনে করেন যে ধর্ম্মোন্নতি সাধন জন্য দার্শনিক আলোচনার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। "বিশ্বাসে পাইবে বস্তু তর্কে বহুদূর" এই অত্যন্ত সারগর্ভ বাক্যের মিথ্যা ব্যাখা করিয়া তাঁহারা আপনাদিগের মত সমর্থন করিয়া থাকেন। আমরা এই মতের পক্ষপাতী নহি। জ্ঞান ও ভক্তি, সেই পরম পুরুষের চরণারবিন্দ নিঃসৃত নদনদী উভয়ে একত্রে সম্মিলিত হইয়া অকূল অনন্ত উন্নতি সাগরাভিমুখে ধাবমান হইয়াছে। সীতানাথবাবু জ্ঞান ও ভক্তি উভয়বিধ সাধনের উপযোগী সারগর্ভ পুস্তক সকল প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার রচিত চিন্তাকণিকা, প্রভৃতি পুস্তক ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপকারী।

সীতানাথ বাবু ইংরাজীতে পুস্তক লিখিয়াছেন, ভালই; কিন্তু তাঁহার নিকট আমরা সহজ বাঙ্গলা ভাষায় উক্ত বিষয়ে একখানী পুস্তক চাই। ভরসা করি তিনি আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিবেন।

## বিজ্ঞাপন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে তাঁহারা অতি শীঘ্র আপনাদের দেয় মূল্য প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন। অনেক গ্রাহকের নিকট পূর্ব্ব বৎসরের মূল্য অনাদায় রহিয়াছে, আবার এই বৎসরেরও চারি মাস যাইতেছে সুতরাং এখনও যদি মূল্য পাওয়া না যায় তবে কিরূপে কার্য্য চলিতে পারে। অনেকের নিকট পত্র লিখিয়াও যথাসময়ে উত্তর পাওয়া যায় না, এজন্য সকলের নিকটই বিনীত নিবেদন তাঁহারা যেন শীঘ্র শীঘ্র আপন আপন দেয় প্রদান করিয়া সমাজকে উপকৃত করেন।

### তত্ত্বকৌমুদীর মূল্যপ্রাপ্তি।

(গত প্রকাশিতের পর)

| নাম | স্থান | মূল্য |
|---|---|---|
| বাবু বিহারীলাল নিয়োগী | অলোয়া | ১৲ |
| „ ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় | কলিকাতা | ।০ |
| „ কালীপদ মুখোপাধ্যায় | পাক্বা | ৩৲ |
| „ গঙ্গাগোবিন্দ নন্দী | কলিকাতা | ২৷০ |
| „ শশিভূষণ বসু | ঐ | ২৲ |
| „ কেদারনাথ রায় | ঐ | ১৲ |
| „ নবীনচন্দ্র দাস | উজিরপুর | ১৲ |
| „ হরিচরণ সেন | যোরহাট | ৩৲ |
| „ মোহিনীমোহন রায় | কলিকাতা | ।০ |
| „ দুর্গাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় | ঐ | ॥০ |
| „ মহেন্দ্রনাথ ঘোষ | ঐ | ॥০ |
| „ মোহিনীমোহন বসু | ঐ | ॥০ |
| „ অবিনাশচন্দ্র মজুমদার | রাউলপিণ্ডি | ৫৲ |
| „ নির্ম্মলচন্দ্র মিত্র | কলিকাতা | ১॥০ |
| „ জহরিলাল পাইন | ঐ | ১৲ |
| „ পরেশনাথ বিশ্বাস | কলিকাতা | ৬৲ |
| „ কালীকুমার গুপ্ত | কাকিনিয়া | ৩৲ |
| „ চণ্ডীচরণ সেন | কলিকাতা | ৪৷৫ |
| „ অনাথবন্ধু রায় | কাকিনিয়া | ৩৲ |
| „ যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী | ঐ | ৩৲ |
| „ রামচন্দ্র বসু | এলাহাবাদ | ১৲ |

(ক্রমশঃ)

২১নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা ১৯শে শ্রাবণ মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

# তত্ত্ব-কৌমুদী

( পাক্ষিক পত্রিকা । )

৯ম, ভাগ। ৯ম, সংখ্যা। | ১লা ভাদ্র সোমবার, ১৮০৮ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৸০ মফস্বল ৩৲ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৶০

## প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর! আমি জীবনের উদ্দেশ্য আজিও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম্ না। আমার জীবনে তোমার যে কি গূঢ় অভিপ্রায় সংসিদ্ধ হইবে বলিয়া তুমি আমাকে এখানে পাঠাইয়াছিলে তাহা বুঝিতে আমি অক্ষম। এমন শূন্যভাবে আর কত দিন ফিরিব? তুমি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসের চক্ষু ফুটাইয়া দাও। আমি আমার জীবনের কর্ত্তব্য সংসাধনে প্রবৃত্ত হই। দয়াময়! তোমার কৃপা না হইলে মানুষ কখনই আপনার পথ আপনি চিনিয়া লইতে পারে না। তুমি কৃপা না করিলে আমরা চক্ষু থাকিতে অন্ধের ন্যায় পরিভ্রমণ করি। পরমেশ! তুমি পিতা—তুমি আমাকে হাত ধরিয়া লইয়া চল, নতুবা সংসারের প্রলোভনে—সংসারের আসক্তির মধ্যে পড়িয়া ধর্ম্ম ভুলিয়া—তোমাকে ভুলিয়া অতি শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়া যাইতেছি! দয়াময়! তুমি দয়া করিয়া আমাকে বিপদ-সঙ্কুল অবস্থা হইতে উদ্ধার কর। তোমার কৃপার জয় হউক।

---

আমরা যে মানুষের আচরণের বা কার্য্যের প্রতিবাদ করি, তাহার মধ্যে এই তিনটী কারণের অন্যতম কারণ সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে। প্রেম, সত্যানুরাগ অথবা ঈর্ষা। আমরা যখন মানুষকে সৎ ও সাধু পথ ছাড়িয়া অসৎ ও অসাধু পথে বিচরণ করিতে দেখি; যখন দেখি মানুষ নির্ব্বোধের মত আপনি আপনার সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হয়; যখন দেখি আত্মঘাতীর ন্যায় মানুষ অমৃত ভ্রমে বিষের পাত্র হাতে তুলিয়া লইয়া তাহাই পান করিতে উদ্যত হইতেছে তখন আমরা তাহাকে ভালবাসিয়া তাহার এই ভ্রম তাহাকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করি। তাহাকে বলি "ভাই, তুমি যে পথে চলিতেছ তাহাতে তোমার বিনাশ আশু ও অবশ্যম্ভাবী। তুমি যদি আমাদের কথা না শুন তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই একবারে মারা যাইবে"। বন্ধু যদি ইহাতেও তাঁহার অবলম্বিত পথ হইতে নিবৃত্ত না হন তাহা হইলে আমরা তখন—যদি তাহার প্রতি আমাদের যথার্থই ভালবাসা থাকে—যদি যথার্থই তাহাকে কল্যাণের পথে আনিবার আমাদের আন্তরিক বাসনা থাকে—তাহাকে কোনও মতে ছাড়িয়া দিই না—ছাড়িয়া দিতে পারি না। যদি মিষ্ট কথায় না পারি, তর্ক করিয়া যুক্তি দেখাইয়া তাহাকে তাহার ভুল বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করি—তাহার কার্য্যের ঘোরতর প্রতিবাদ করি।

দ্বিতীয় প্রকারের প্রতিবাদে যখন প্রবৃত্ত হই তখন আমাদের অন্তরে প্রেমের ভাব সব সময় দেখা যায় না। যে সুপথ ছাড়িয়া কুপথে যাইতেছে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য তত চেষ্টা হয় না; তাহার অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া প্রাণে ক্রন্দন আসে না, কিন্তু সত্যের পথ ছাড়িয়া ভ্রমে পড়িয়া অসত্যের পথে বিচরণ করিতেছে; আলোক ভ্রমে নিরন্তরই অন্ধকারে বিচরণ করিয়া বিপদে পড়িয়া আলোকের উপর চিরদিনের জন্য তাহার অনাদর উৎপন্ন হইবে, এই চিন্তায় কেবলমাত্র সত্যের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আমরা মানুষের কার্য্যের ঘোরতর প্রতিবাদ করি। যদি দেখি কেহ সত্যের মহিমা ছোট করিয়া ফেলিতেছে; যদি দেখি যে, সে ভগ্নোৎসাহে সংসারের বাজারে সত্যের দর কম করিয়া দিতেছে ও তাহাকে অতি তুচ্ছ সামগ্রী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে তাহা হইলে সে সময়ে সেই ব্যক্তির আত্মার অধোগতির দিকে দৃষ্টি না পড়িয়া স্বভাবতই তাহার প্রতি ক্রোধ উৎপন্ন হয় এবং সেই ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া সত্যের আদর রক্ষা করিবার জন্য মানুষের আচরণের প্রতিবাদ করি।

তৃতীয় প্রকারের প্রতিবাদ অতি হীনাবস্থার পরিচায়ক। পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকারের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা জনসমাজের অহিত করি না। বাস্তবিকই উক্ত প্রকারের প্রতিবাদ না করায় বরং প্রত্যবায় আছে। জানিয়া ও বুঝিয়া যদি আমরা ধীরে ধীরে সমাজের মধ্যে পাপ অসত্য প্রভৃতি প্রবেশ করিতে দেখি আর একটী কথাও না বলি তাহা হইলে যে আমরা সমাজের শত্রু ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের মধ্যে অনেকের স্বভাবে একরূপ জড়তা আছে। সম্মুখে—স্পষ্ট দিবালোকে একজন লোক অনাচরণ করিতেছে দেখিতেছি অথচ অসদ্ভাবের ভয়ে তাহার প্রতিবাদ করি না। ইহা সত্য যে মানুষের কার্যের প্রতিবাদ করিলে মানুষ যদি অন্যায়ও করে তাহা হইলেও সে সেই অন্যায় না বুঝিয়া

প্রতিবাদে ভয়ানক কুপিত হয়। তথাপি সাধু ও সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষীর পক্ষে সে জন্য উদাসীন থাকা উচিত নহে। অতিশয় সদ্ভাব ও বিনয়ের সহিত তাহাকে তাহার ভ্রম দেখাইয়া দিতে যত্ন করা উচিত। কিন্তু আবার কোনও কোনও লোকের স্বভাবের ভিতরে এমন এক রোগ আছে যে ভাল হউক মন্দ হউক যে কোনও কার্য্যেরই তাহারা নিন্দা ও প্রতিবাদ করিবেই করিবে। ইহাদের আচরণ দেখিলে—ইহাদের স্বভাবের ভিতর প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, প্রেম বা সত্যানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া ইহারা মানুষের কার্য্যের প্রতিবাদ করে না কিন্তু ঈর্ষার অধীন হইয়া অতিশয় মন্দভাবে তাহারা অযথা লোকের আচরণের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া থাকে। তাহাদের এই প্রতিবাদের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে তাহারা সকলকেই আপনার মতে আনিতে চেষ্টা করে। তাহারা আপনারা যে পথে চলিতেছে সেই পথে যদি কেহ না চলে তাহা হইলেই তাহাদের কোপের সীমা থাকে না। কিন্তু তাহারা বুঝে না যে এরূপ আচরণে তাহারা কেবল জ্ঞানী ও বিজ্ঞের চক্ষে হাস্যাস্পদ হয়। তাঁহারা মনে করেন তাঁহারা যখন অন্ধ—তাঁহারা যখন যষ্টি ধরিয়া না চলিলে গর্ত্তে পড়িয়া মারা যাইবার সম্ভাবনা তখন সকলেই যদি অন্ধের মত যষ্টি সহায় না করে তাহা হইলে তাহাদেরও সমূহ বিপদ !

---

## কঠোর কর্ত্তব্য !

যাহা ধর্ম্মানুমোদিত—বিবেকানুমোদিত তাহাই কর্ত্তব্য। সুতরাং কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া আমাদিগকে কখনই অনুতাপ করিতে হয় না। কর্ত্তব্যের পথে চলিতে আমাদের প্রাণ শিহরিয়া উঠে না। কর্ত্তব্য নীরস বা কঠোর তবে কেন হয়? কেন তবে লোকে কঠোর কর্ত্তব্যের কথা বলেন তাহাই আলোচনা করা যাউক। বিচারক বিচারাসনে বসিয়া হত্যাকারীকে যখন প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দেন তখন তিনি কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধেই সেই কার্য্য সম্পন্ন করেন। পুরাণের উল্লিখিত দাতা কর্ণ যখন আতিথেয় করিতে বসিয়া প্রাণসম পুত্রের শিরশ্ছেদ করিলেন তখন তিনি কঠোর অতিথি-সংকার ব্রত উদ্যাপন করিলেন। রোমীয় বিচারপতি যখন আপন পুত্রের প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা করিলেন তখন তিনি দেশের প্রতি কঠোর কর্ত্তব্যের ব্রত সংসাধন করিলেন। এইরূপে যখন কেহ সত্যের জন্য ন্যায়ের জন্য আপনার প্রাণ উৎসর্গ করেন, যখন তিনি সত্য প্রতিপালন করিতে গিয়া আত্মীয় স্বজন অথবা দেশের লোকের বিরাগ ভাজন হন তখনও তিনি কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে এই সকল কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই? কর্ত্তব্য কি এতই কঠোর? যাহা ধর্ম্মানুমোদিত, যাহা বিবেকানুমোদিত, যাহা সম্পন্ন করিয়া আমার আত্মার কল্যাণ হইবে, যাহাদ্বারা সমাজের কল্যাণ—পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন হইবে তাহা সম্পন্ন করিয়া আবার প্রাণে এত কঠোরতা কেন ভোগ করিতে হয়। এমন কার্য্য তবে মানুষ কেনই বা করিতে যায়। কর্ত্তব্যের পথ যদি কণ্টকাকীর্ণ হয় তাহা হইলে মানুষের সাধ্য কি যে মানুষ ধর্ম্মপথে গমন করে। মানুষ তবে কোন্ সাহসে কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিবে। কর্ত্তব্য তবে কি সকলের জন্য নহে। দুর্ব্বলপ্রকৃতি মানব কি তবে কর্ত্তব্য কর্ম্মে পরাঙ্মুখ থাকিবে? ইহা কখনই সম্ভব নহে। পরমেশ্বরের অভিপ্রায় তাহা নহে।

যে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে বাস্তবিকই আমার বিবেক আমাকে অনুরোধ করিতেছে, আমার বিবেক অতি মনোহর মৃদু আহ্বানে আমার প্রাণকে শীতল করিয়া আমাকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে আহ্বান করিতেছে তাহা আমার পক্ষে কখনই কঠোর নহে। সে কার্য্য করিতে আমি মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিতে পারি না। আমি সমুদায় বন্ধন ছিন্ন করিয়া, পর্ব্বত প্রমাণ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমি ক্ষিপ্তের ন্যায়, বীরের ন্যায় সেই কর্ত্তব্যের দিকে ধাবিত হই। কেহই আমাকে সেইদিক হইতে ফিরাইতে পারে না। মানুষ যদি বিবেকের মুখ হইতে পরম প্রিয়পদার্থ পরমেশ্বরের মধুর বীণাসঙ্গীতবৎ কর্ত্তব্যের আজ্ঞা একবার শ্রবণ করে তাহা হইলে কি আর তাহা সম্পন্ন করিতে প্রাণে শুষ্কতা আসে বা কোন প্রকার অসুখ আসে। মানুষ যখন ধর্ম্মরাজের আহ্বানে ধর্ম্মানুমোদিত বুঝিয়া কোন কার্য্যে আপনার প্রাণ উৎসর্গ করে তখন তাহার প্রাণ ন দেয় প্রদান করিতে থাকে। তখন সে আকাশ বিকম্পিত করিয়া [illegible] নব অম্বর বিলোড়িত করিয়া গাহিতে থাকে "যাঁ[illegible] কাযে দিয়াছেন যে প্রাণ, ছাড়ি যাব অনায়াসে তাঁহারে করিব দান।" জীবন্ত প্রাণ দানে কখনই তিনি কঠোর কর্ত্তব্যের বিষয় তিলেকের জন্যও চিন্তা করেন না। কিন্তু যদি কর্ত্তব্য এইরূপ ভাবে আহ্বান না করিয়া, এই সুমিষ্ট ভাবে প্রাণ মন বিমোহিত করিয়া মানবকে উৎসাহে উদ্যমে পুলকে পূর্ণ না করিয়া, তাহাকে ভয় দেখাইয়া উচ্চ গম্ভীররবে কার্য্য করিতে আজ্ঞা করে তাহা হইলে মানুষের পক্ষে তখন সেই কার্য্য সম্পন্ন করা কঠোর হইয়া পড়ে। আমি যখন কর্ত্তব্যকে ভাল করিয়া ধর্ম্মের অনুগত বলিয়া, আমার প্রিয়তম পরমেশ্বরের আদেশ বলিয়া বুঝিতে না পারি তখনই কর্ত্তব্য আমার পক্ষে কঠোর হইয়া উঠে। "কঠোর কর্ত্তব্য"এই ভাবের মূলে অবিশ্বাস ও অপ্রেম অতি সূক্ষ্মভাবে—অতি গূঢ়ভাবে নিহিত থাকে। প্রাণে যদি রাজাধিরাজ পরমেশ্বরের প্রতি অচল ভক্তি ও ভালবাসা কাহারও পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে এবং সেই অবস্থায় যদি কেহ কোন দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আত্মীয় স্বজন বিবর্জ্জিত হইয়া নানাপ্রকার মর্ম্মবিদারক বিপদের মধ্যে পতিত হন তাহা হইলেও তিনি কখনই কঠোর কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতেছেন একথা মনে করেন না। তিনি নিদ্রাগ্রস্তের মত রাশি রাশি বিপদ ও প্রলোভনকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপন পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়া যান। ভীতি বা সন্দেহ কিছুই তাঁহার গোচরে আসে না। সংসারের চারিদিকে—প্রকৃতি পুঞ্জে সর্ব্বত্রই সেই একই আহ্বান—সেই একই কথা—সেই একই দৃশ্য। সকল দিকে সেই পরম সুহৃদ, পরম সখার প্রসন্ন মূর্ত্তি। নিরাশ বা কর্কশ ভাব কিছুই সেখানে

ম্লান পায় না। প্রস্ফুটিত সুপ্রশস্ত কমলের মত তাহার বদন-মণ্ডল মানবের অন্তরকে বিমুগ্ধ করে। সংসারের যত পাপী তাপী নিরাশ জনক ভগ্নোৎসাহে পড়িয়া থাকে তাহারা সকলে এই বীর পুরুষের ভাব দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। আবার সাহসে ভর করিয়া মানুষের মত হইতে চেষ্টা করে। আবার তাহার বলে বলী হইয়া তাহারা আপন আপন গন্তব্য ও কর্ত্তব্য পথে চলিতে চেষ্টা করে। তাহাদের মৃত জীবন চলিয়া যায়। তাহাদের প্রাণে কে যেন আসিয়া সঞ্জীবনা শক্তি ঢালিয়া দিয়া যায়। তাহাদের চক্ষু যেন নূতন ভাবে নূতন দৃশ্য দেখে—নূতন দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে অধীর হয়।

---

## পুরুষকার ও দৈব।

এ দেশের ধর্ম্মসাধকগণ সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর মত এই যে, ঈশ্বর জগতের স্রষ্টামাত্র, তাঁহার সহিত জগতের সুখ দুঃখের কোন সংশ্রব নাই। তিনি নির্গুণ, তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুতরাং জগতের কোন ঘটনার সংবাদ তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। এই শ্রেণীর সাধকগণ তাঁহাকে দয়াময় বলিতেও সম্মত নহেন কারণ অন্যের দুঃখে দুঃখী হওয়া বা সুখে সুখী হওয়া দুর্ব্বলপ্রকৃতির কার্য্য। মহান্ ঈশ্বরে সেরূপ দুর্ব্বলতা সম্ভবে না। সুতরাং ইঁহারা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা বা তাঁহার উপর নির্ভর করা অযৌক্তিক ও কাপুরুষতা মনে করেন। পক্ষান্তরে পুরুষকারকে মানবের একমাত্র শ্রেষ্ঠ সাধন মনে করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর সাধকগণ আত্ম-চেষ্টায় কঠোর সাধনের বলে বিশেষ বিশেষ প্রণালীর অনুসরণ করিয়া সাধনপথে চলিতে ইচ্ছা করেন, এবং তদ্দারাই সাধনে সিদ্ধ হইতে আকাঙ্ক্ষা করেন। এই শ্রেণীকে সাধারণতঃ জ্ঞানী এবং এই পথকে জ্ঞানমার্গ বলিয়া উল্লেখ করা যায়। সকল প্রকার দুর্ব্বলতার হস্ত অতিক্রম করিয়া দ্বন্দ্বাতীত অর্থাৎ পৃথিবীর সুখ দুঃখের অধীনতা অতিক্রম করিয়া সর্ব্বদা ব্রহ্মধ্যান নিদিধ্যাসনে মগ্ন থাকাই এই শ্রেণীর উচ্চতর অবস্থা। দয়া স্নেহ প্রভৃতি কমনীয় বৃত্তির বশীভূত হওয়া এ শ্রেণীর লক্ষণ নহে। প্রধানতঃ অন্যের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া আত্মনির্ভর ও আত্মশক্তি বিকাশপূর্ব্বক ধর্ম্মসাধনে রত হওয়া এবং সেই সাধনার বলেই ঈশ্বর লাভ করা ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

অন্য শ্রেণীর সাধকগণ পৌরাণিক বা ভক্তিপথাবলম্বী। ইঁহারা ঈশ্বরকে উক্তরূপ নির্লিপ্ত—জগতের সুখ দুঃখে উদাসীন জানিয়াও স্তবস্তুতি দ্বারা তাঁহার দৃষ্টি জগতে আকৃষ্ট করিতে পারা যায় বিশ্বাস করেন এবং যখন জনসমাজে দেবভাবের পরিবর্ত্তে অসুরভাব সকল জয়যুক্ত হয়—যখন পাপপ্রবৃত্তির প্রবলশাসনে জগতের দুর্দ্দশার একশেষ হয়, তখন ইঁহারা সেই অনন্তশয্যায় শায়িত ঘোরনিদ্রাভিভূত ঈশ্বরের সন্নিধানে গমন করিয়া, স্তবস্তুতি-দ্বারা তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনপূর্ব্বক তাঁহার দৃষ্টি জগতে আকৃষ্ট করিয়া জগতের ঘোর দুর্দ্দশার বিষয় তাঁহাকে অবগত করিতে থাকেন। এক সময় যিনি জগতের সুখ দুঃখে উদাসীন ও নির্লিপ্ত অবস্থায় ঘোর নিদ্রাভিভূত ছিলেন, তখন কিন্তু তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তখন জগতের দুঃখ তাঁহাকে এত দূর বিচলিত করিয়া ফেলিল যে তাঁহার সেই পূর্ব্বস্বভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া জগতের দুঃখ দূর করিবার জন্য জগতে অবতরণ করিতে সকলের নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন। মানুষের মধ্যে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক আর দশ জন লোকের যে সকল দোষ, দুর্ব্বলতা, ভ্রম, অজ্ঞানতা রহিয়াছে, তাহার উত্তরাধিকারী হইয়া; আর আর সকলকে যেরূপ বাল্য, যৌবন প্রভৃতি অবস্থার সহিত পরিচিত হইতে হয়, তিনিও সেই সকল অবস্থার মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে শারীরিক মানসিক বললাভ করিতে থাকেন। আর আর দশ জনের ন্যায় তাঁহাকেও গুরু মহাশয়ের ভর্ৎসনা প্রভৃতি সহ্য করিয়া তবে শিক্ষা লাভ করিতে হয়। পৃথিবীর ভ্রম প্রমাদ অন্য দশ জনে যেমন, পৃথিবীর শোক দুঃখ আর দশজনে যেমন তাঁহাতেও সেই সকল তেমনই লক্ষিত হইয়া থাকে। তাঁহারা এই ভ্রমে ঈশ্বরের সহিত এত ঘনিষ্টতা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন যে, তখন তাঁহাকে আপনার মত দোষ, দুর্ব্বলতা, অজ্ঞতা প্রভৃতি যুক্ত একটী মানুষ রূপে দর্শন না করিলে আর তাঁহাদের চিত্তের পরিতৃপ্তি হয় না। তাঁহাকে লীলাময় দেখিবার জন্য এত সাধ যে তখন তাঁহার ঐশ্বরিক ভাবসকল বিস্মৃত হইয়া তাঁহাতে মানবোচিত সকল প্রকার দোষ দুর্ব্বলতা সমাবেশ দেখিতেও অনিচ্ছা হয় না। তাঁহার মুখ হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপদেশ শুনিয়া তাঁহার লিখিত গ্রন্থ লাভ করিয়া সেই পথে চলিয়া সিদ্ধ হইতে ইঁহারা আকাঙ্ক্ষা করেন। নিজের সুখ দুঃখের সংবাদ তাঁহাকে বলিয়া তাঁহাকে তাহার অংশী করিয়া তবে তাঁহারা আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন, তবে তাঁহাদের পরিতৃপ্তি হয়। ব্রাহ্মসমাজ এই দুই শ্রেণীর কোন একটীরও বিশেষ পক্ষপাতী না হইয়া মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে সচেষ্ট আছেন। এক দিকে ব্রাহ্মগণ যেমন পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান পথাবলম্বীদিগের ন্যায় ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, নির্গুণ ও উদাসীন মনে করেন না; তাঁহার সহিত প্রতিজনের জীবনের ঘটনার সহিত কোনই সংশ্রব নাই বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু তাঁহাকে আত্মার আশ্রয়রূপে বিশ্বাস করিয়া এবং তাঁহাকে প্রেমময় ও দয়াময় জানিয়া তাঁহাকে নিজের সুখ দুঃখের কাহিনী জানাইয়া থাকেন। সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহার করুণার প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরের সহিত সর্ব্বদাই তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত থাকেন, কিন্তু তাঁহাকে মানুষের ন্যায় শোক মোহে আকুল, ভ্রম প্রমাদের বশীভূত অজ্ঞতা ও অশান্তিযুক্ত মনে করেন না। এক দিকে তাঁহারা ঈশ্বরকে অনন্ত ও মহান্ জানিয়া মানবীয় ক্ষুদ্রশক্তিতে তাঁহাকে লাভ করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব জানিয়া, আত্মশক্তিকে নিতান্ত অযোগ্য জানিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই কৃপার উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। মানবের ক্ষুদ্রশক্তিতে সেই মহান্ শক্তির সাহায্য ভিন্ন কখনই অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব নহে। তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়াই মানবের চলা উচিত। অন্য দিকে তাঁহাকে বিশেষভাবে মানবীয় ভাবযুক্ত না করিয়া মানবের ন্যায় দোষ দুর্ব্বলতাযুক্ত না করিয়া তাঁহার মহত্ত্ব ও

ঐশ্বরিক ভাব সমস্ত অন্তরে স্থির রাখিয়া যতদূর তাঁহার সহিত ঘনিষ্টতা সংস্থাপন করিতে পারা যায়, আপনার সুখ দুঃখের সংবাদ জানাইয়া শোকে সান্ত্বনা আনন্দে স্থিরতা লাভ করিয়া থাকেন। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাকে নিকটস্থ সহায় জানিয়া তাঁহাকে প্রাণের দুঃখ জানাইয়া এবং তাঁহার মহৎ সাহায্য পাইয়া ধর্ম্মপথে চলিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। মানবের আকুল প্রার্থনায়, প্রাণের গভীর ব্যাকুলতায় যে তিনি ক্ষুদ্রকে মহৎ, দুর্ব্বলকে সবল এবং অশক্তকে শক্তিশালী করিয়া থাকেন—আকুলপ্রাণে তাঁহার দ্বারে কাঁদিলে কেহই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায় না এরূপ বহু বহু দৃষ্টান্ত দেখিয়া আপনপ্রাণে তাঁহার করুণার নিদর্শন পাইয়া সরল প্রাণে ব্যাকুল প্রার্থনা প্রধান সাধন বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মসমাজ যে গুরুর অত্যাবশ্যকতা স্বীকার করেন না তাহারও প্রধান কারণ এই যে, এই পথে চলিতে মানুষ নিজের যেমন দুর্ব্বল তেমনি অনন্তস্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভের পথে অপর এক জনের শক্তিও সর্ব্বতোভাবে অসমর্থ। তাঁহাকে পাইতে হইলে সেই স্বপ্রকাশ পূর্ণ প্রেমময়ের দয়ার উপরই নির্ভর করিতে হইবে। কাতর প্রার্থনাই তাঁহার দর্শনলাভের একমাত্র সহায়। আচার্য্যের উপদেশ ধর্ম্মগ্রন্থের মহৎভাবযুক্ত বাক্য সমস্তই মানবাত্মাকে সাহায্য করিয়া থাকে। প্রাণের নিদ্রিত ধর্ম্মভাবকে জাগ্রত, নির্জীব ব্যাকুলতাকে জীবিত করিতে থাকে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আকুল প্রাণের প্রার্থনাই প্রধান সহায়। আমাদের মধ্যে যাঁহারা গুরুর অত্যাবশ্যকতা স্বীকার করেন; বিশেষ ব্যক্তির নিকট দীক্ষিত না হইলে মানব অন্তরের লুক্কাইত যোগ শক্তিবিকাশ হয় না যাঁহারা মনে করেন তাঁহারাও ঈশ্বরের করুণার প্রতি নির্ভর এবং অবিরত প্রার্থনাকেই প্রধান সাধন বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু ঈশ্বরের করুণাতেই মানব প্রাণে ঈশ্বরলাভ হয়; তিনি স্বপ্রকাশ সুতরাং নিজে প্রকাশিত না হইলে কেহই তাঁহাকে পাইতে পারেনা বলিয়াও গুরুর অত্যাবশ্যকতা স্বীকার করিবার—বিশেষ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলে ব্রহ্মকৃপার উপর নির্ভর করিয়া ব্রহ্মকে লাভ করা যায় এ কথার কোন অর্থ থাকেনা। ঈশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান ও দয়াময় হইয়াও যদি উদাসীন হইতেন তাঁহা হইলেও না হয় স্বীকার করিতাম যে কোন লোকের কৌশলেই বুঝি তাঁহার করুণা আমার প্রতি আসিবে, কিন্তু তিনি যখন আমার প্রতি উদাসীন নহেন প্রত্যুত প্রতি ঘটনায় আমার জীবনের মঙ্গল গ্রহ সহচর, প্রতি কার্য্যে আমার শুভদাতা সহায় তখন তাঁহার করুণা লাভ করিবার জন্য অন্যের সাহায্যের অত্যাবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না। এখানে আমার ব্যাকুল প্রার্থনাই আমার সহায়। তাঁহাকে পাইতে হইলে প্রাণের গভীর আকাঙ্ক্ষাই একমাত্র সম্বল। তাঁহার করুণাকে প্রধান সহায় বলিয়াও অবিশ্রান্ত প্রার্থনাকে প্রধান সাধন বলিয়াও একজন বিশেষ বিকশিত-শক্তিশালী ব্যক্তির নিকট দীক্ষা গ্রহণ এবং তদ্দ্বারা যোগ শক্তি বিকাশ করিতে হইলে তাঁহার করুণার সকল হয় এ কথার কোন অর্থ থাকেনা। তাঁহার শক্তিকে খাট করা হয়। সুতরাং এ পথে চলিতে হইলে সেই সর্ব্বশক্তিমান প্রেমময় পরমেশ্বরেই আত্মসমর্পণ করিয়া চলিতে হয়। কৌশল বা মানবীয় ক্ষমতা এ পথে অতি সামান্য সাহায্যও করিতে সমর্থ নহে। ব্রাহ্মগণ এই নিমিত্ত সরল প্রার্থনাকেই প্রধান সাধন এবং জীবনের সিদ্ধি লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহাই যেন চিরদিনের অবলম্বন হয়।

## প্রচারক জীবনের বিপদ।

আমার মত সকলে হউক এ ইচ্ছা অতি স্বাভাবিক। এই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া মানব কি প্রকাশ্যে কি অপ্রকাশ্যে, মতে কি জীবনে সর্ব্বত্রই নিজের মত প্রচার করে। এ হিসাবে দেখিতে গেলে জগতের প্রত্যেক লোক প্রচারক। কিন্তু আমরা যে প্রচারক লইয়া এত কথা বলি ইঁহারা সে প্রচারক নহেন। আমরা যে প্রচারকের কথা বলি ইঁহারা জগতের দুঃখ দুর্গতি দেখিয়া নিজে সুখস্বচ্ছন্দে দিন যাপন করিতে পারেন না তাই তাঁহারা আর সব ছাড়িয়া এই অতিগুরুতর এবং মহত্তর ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্ম মাত্রেই প্রচারক কিন্তু যাঁহারা বিশেষরূপে প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের এবং ব্রাহ্মসাধারণের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা সহজেই আমারা অনুভব করিতে পারি। প্রচারকদের সঙ্গে আমরা অন্য ব্রাহ্মের তুলনাই করিতে চাই না। একই দোষ একজন প্রচারক এবং একজন ব্রাহ্মের মধ্যে থাকিলে প্রচারকের প্রতি যেমন সকলের লক্ষ্য পড়ে ব্রাহ্মের প্রতি তেমন পড়ে না। ব্রাহ্মেরা আপনাদের মধ্য হইতে যখন কোন লোককে প্রচারক করিতে যান তখন তাঁহার সম্বন্ধে বড় কিছু ভাবেন না; কিন্তু যখন প্রচারক করা হইল তখন বেশ বুঝা গেল তিনি যদি অপর ব্রাহ্মের অপেক্ষা অপণ্ডিত হন অবজ্ঞা হন তবুও তাঁহার মধ্যে এমন কিছু আমরা চাই যাহা অপর সাধারণের মধ্যে নাই। কার্য্য বিভাগই বল আর মানব প্রাণের উচ্চ লক্ষ্যই বল, যে প্রকারেই হউক কোন ব্যক্তি যখন এই গুরুতর ব্রত গ্রহণ করেন তখন তিনি সাধারণ হইতে পৃথক হইলেন এবং জগৎও তাঁহাকে কিছু বিশেষ চক্ষুতে দেখিতে আরম্ভ করিল। ইতিহাস ইহার প্রমাণ দিয়া আসিতেছে। যিনি জগতের পাপ তাপ দেখিয়া নিজের সুখ দুঃখ গণনাকে ভুলিয়া ঈশ্বরের সেবায় লাগিয়াছেন তাঁহাকে অপর সাধারণ হইতে কিছু পৃথক হইতেই হইবে সুতরাং এরূপ জীবনের অনেক বিপদ আছে। তাই আজ অতি সংক্ষেপে কয়েকটী বিপদের কথা এখানে প্রকাশ করা হইতেছে। প্রচারক বন্ধুগণ ইহাতে নিজেদের জীবনের গুরুত্ব অনুভব করিয়া সাবধান হইতে পারিবেন।

১ম। অহঙ্কারের মত মানবের শত্রু আর নাই ইহা এমন শত্রু যে ইহাকে চেনা ভার এবং ইহা কখনও কখনও ধর্ম্মের বেশেও আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রচারকদিগের জীবনে এ এক বিষম বিপদ আছে। তাঁহারা বুঝিতেছেন ইহা তাঁহাদের কর্ত্তব্য ইহা তাঁহাদের ধর্ম্ম কিন্তু অজ্ঞাতসারে পরমশত্রু অহঙ্কার জীবনের উচ্চলক্ষ্যকে বিনাশ করে। বিনয় বিহীন হইয়া কেবল ধর্ম্মাভিমান দেখাইবার জন্য মানুষ ব্যস্ত হয়, যশ লাভের

জন্ত লোলুপ হয় এইরূপে জগতের দুঃখ দুর্গতির কথা ভুলিয়া, সংসারী লোকের মত জীবন যাপন করিতে থাকেন এবং এইরূপে তখন তাঁহার দ্বারা মানবাত্মার কল্যাণ সাধন না হইয়া অকল্যাণই সাধিত হয়। এ বিপদ আসিবার খুব সম্ভাবনা; একটু লক্ষ্য বিহীন হইলেই এ বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা।

২য়। যাঁহারা এই মহৎ ব্রত গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের প্রতি যে অপর সাধারণে কিছু সমাদর দেখাইবে ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহারা যেখানে যাইবেন সেইখানেই লোকে তাঁহাদের প্রতি সমাদর দেখাইবে ইহা কিছু অস্বাভাবিকও নহে। যাঁহারা নিজের পরিত্রাণের জন্য পর সেবায় জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি লোকের আদর স্বাভাবিক কিন্তু এখানে প্রচারকের জীবনে এক বিষম বিপদ। লোকে আদর করিবে সত্য, কিন্তু একবার যদি নিজের লক্ষ্যকে ভুলিয়া আদরের প্রতি লোভ জন্মে তাহা হইলে আর তাঁহার দ্বারা কায হওয়া অসম্ভব। তিনি যেখানে আদর দেখিবেন সেস্থানেই যাইবেন সেখানেই তাঁহার ভাল লাগিবে, তাঁহাদের সঙ্গেই বসিতে ইচ্ছা হইবে কিন্তু যেখানে আদর নাই সেখানে যাইতে অনিচ্ছা জন্মিবে মিশিতে ইচ্ছা হইবে না। তখন নানা যুক্তি উপস্থিত হইবে, "যেখানে প্রাণ চায় সেইখানেইত কায করিব। পূর্ব্ব কালের প্রচারকগণ অভিশম্পাত করিয়া অনেক স্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন"। এইরূপে নিজেদের পক্ষ সমর্থন করিবেন। এইরূপ ভাব একবার প্রাণে আসিলে তাঁহার পক্ষে সর্ব্বত্র প্রভুর নাম প্রচার করা কঠিন হইয়া উঠিবে। বিশেষ সাবধান না হইলে এ বিপদ আসিবার খুবই সম্ভাবনা।

৩য়। উপদেষ্টার অভাব নাই। কিন্তু উপদেশ গ্রহণ করে এরূপ লোক অতি অল্প। যে কিছু জানে না বা করে না সেও উপদেশ দিতে প্রস্তুত। সত্য বটে অতি মূর্খ হইলেও তাহার অনেক বলিবার আছে তাহার নিকট মানুষ ইচ্ছা করিলে অনেক বিষয় না হউক কিছু শিক্ষা করিতে পারে এবং পণ্ডিত মূর্খ সাধু অসাধু পরস্পর এইরূপ কিছু না কিছু নেনা দেনা করিতে পারে। নেনা দেনা ভিন্ন সংসার চলিতে পারে না, নেনা দেনা না থাকিলে সংসার যদিও চলিতে পারে কিন্তু ধর্ম্ম জগতে নেনা দেনা না করিলে চলেই না। সাধারণের পক্ষে নেনা দেনা যেমন প্রয়োজন, ধর্ম্ম প্রচারকের পক্ষে নেনা দেনাও তেমনি প্রয়োজন। আমি এরূপ নেনা দেনার কথা বলিতেছি না যে ধর্ম্ম প্রচারকেরা যাহা অন্যদিকে দিতে যান তাহাই আবার তাঁহাদিগকে অন্য স্থানে অন্যভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। যাঁহার বিশ্বাস আছে তিনি বিশ্বাস দিতেছেন যাঁহার প্রেমের অভাব আছে তিনি প্রেম শিক্ষা করিতেছেন এইরূপ নেনা দেনা না হইলে চলে না। কিন্তু ধর্ম্ম প্রচারকদের এস্থানে এক বিষম বিপদ আছে; উপদেশ দিতে ইচ্ছা অতি প্রবল কিন্তু উপদেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা অতি কম এরূপ হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে কেন না যখন উপদেশ দিবার জন্যই এব্রত লওয়া হইয়াছে তখন নিজকে হীন মনে করিয়া পুনরায় অন্যের নিকট উপদেশ গ্রহণ করা বড়ই কঠিন। এই রূপ ক্রমে এমনও ঘটে যে, শেষে নিজের উপাসনাটাই ভাল লাগে অন্যের উপাসনা আর ভাল লাগে না। নিজের শক্তি এবং জীবনের উচ্চ লক্ষ্য যদি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে পারেন তাহা হইলেই এরূপ দুর্ব্বলতা হইতে রক্ষা পাইতে পারেন।

৪র্থ। ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মানুষ প্রথমে একটা বিষয় দেখিয়া অবাক্ হয়। তাহা এই, যদি প্রকৃতি সাধু হয় তাহা হইলে দেখা যায় দেখাইবার যে একটা ইচ্ছা তাহা আদবে নাই কিন্তু অপরদিকে আবার দেখা যায় ধার্ম্মিক হওয়া অপেক্ষা ধার্ম্মিক দেখাইবার জন্য অত্যন্ত বাসনা হয়, এবং এই জন্যই লোকে কতরূপ ধর্ম্মের পোষাক পরিধান করিতেছে কতপ্রকার ধার্ম্মিকতার কথা ব্যবহার করিতেছে। কিরূপে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইবে তাহারই জন্য যেন সে ব্যস্ত। যাঁহারা প্রচারক তাঁহাদের এই বিপদে পড়িবার খুব সম্ভাবনা কেন না সর্ব্বদা যাঁহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে হইবে তাঁহাদিগের অসাধু বলিয়া পরিচিত হওয়া বড়ই কষ্টকর। সাধু হওয়া সহজ কথা নহে। আমি যাহা তাহাই লোকে জানুক, আমার যা করিবার বা বলিবার আছে তাহা করিয়া চলিয়া যাই ইহা অতি কঠিন নীতি সুতরাং যাহা সহজ পথ তাহাই তাহাকে অবলম্বন করিতে হইবে সে সহজ পথ এই যে, সাধু হইতে চেষ্টা না করিয়া সাধু দেখাইতে চেষ্টা করা এবং তাহা দ্বারাই কার্য্য সাধন করিয়া লওয়া। যদি তিনি নিজে আত্মচিন্তা করেন এবং তিনি যাহা তাহাই যদি প্রকাশ করেন, তাহা হইলেই তাঁহা দ্বারা যথেষ্ট প্রচার হইতে পারে তাহা না করিয়া আত্মভাব গোপন করিয়া বিপথে যাইয়া নিজের এবং সমাজের অকল্যাণ সাধন করিয়া ফেলেন। ধর্ম্মপ্রচারক সর্ব্বদাই ধার্ম্মিক হইতে চেষ্টা করিবেন, কিন্তু ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য চেষ্টা করিবেন না, যদি তাঁহার মধ্যে কিছু থাকে, তাহা গোপন থাকিবে না। সাধুই হউক আর অসাধুই হউক, মানুষ আপনাকে গোপন রাখিতে পারে না।

৫ম। যখন মানুষ অন্যকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, তখন নিজের স্বাধীনতা এবং কর্ত্তব্যজ্ঞান বা বিবেকবুদ্ধিকে রক্ষা করা বড়ই কঠিন হয়। কিন্তু এখানেই মনুষ্যত্ব। মানুষ স্বাধীন এবং সে তাহার নিজের বিবেকানুসারে চালতে দায়ী। এইরূপে স্বাধীনভাবে নিজের বিবেকের অধীন হইয়া যে চলে, তাহার নিকটই সত্যরাজ্য প্রকাশ পায়। যে ব্যক্তি কোন কারণে ইহার একটু লঙ্ঘন করে, সেই বিনাশের পথে যায়। যাহাদিগকে দশ জনের সঙ্গে মিলিয়া কার্য্য করিতে হইবে। দশ প্রকারের দশটী লোকের সঙ্গে মিশিয়া এক করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, বলিতে কি যাহাকে দশ জনের সন্তোষ উৎপাদন করিতে হইবে তাহার পক্ষে এ বিপদে পড়া কিছুই অসম্ভব নয়। ধর্ম্মপ্রচারক জগতের সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিবেন, তাহাদিগকে নানাপ্রকারে সন্তুষ্ট করিবেন, অথচ নিজের স্বাধীনতা এবং বিবেককে রক্ষা করিবেন, ইহা কত কঠিন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। প্রচারকগণ হয় এক দিকে নিজের বিবে-

কের দোহাই দিয়া সকলের অপ্রিয় হইয়া যাইতে পারেন, আবার না হয় ত অন্যদিকে অন্যকে তুষ্ট করিতে যাইয়া ঈশ্বরবাদী হইতে চ্যুত হইবেন। এ বিপদ হইতে যদি ধর্ম্মপ্রচারক আপনাকে রক্ষা করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহা দ্বারা কিছুমাত্র কাযের আশা নাই। তিনি যেমন নিজের বিবেককে উজ্জ্বল রাখিবেন, সেইরূপ সাধারণের প্রিয় হইতেও চেষ্টা করিবেন। দুই ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া তাঁহার জানা প্রয়োজন।

৬ষ্ঠ। ধর্ম্মপ্রচারক যিনি তাঁহাকে সকলের সঙ্গে মিলিতে হইবে তিনি যত সাধারণের সঙ্গে মিলিতে পারিবেন তত তাঁহার কার্য্যের সুবিধা হইবে। ঈশ্বরের আদেশে যাঁহারা তাঁহার পুত্র কন্যার সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা যদি অন্যের সঙ্গে না মিলিতেই পারেন তবে কিরূপে তাঁহদের সেবা করিবেন? কিন্তু এই মেলা বড় কঠিন কর্ম্ম কেন না যদি ঠিক নিজের ভাই ভগ্নী মনে করিয়া মানিতে না পারেন একটু যদি গুরু গিরির ভাব থাকে অর্থাৎ তিনি প্রচারক আর সব সাধারণ এইভাব থাকে তাহা হইলে ইহাতে বিষম কুফল ফলিতে পারে। মিশা যেমন প্রয়োজন ভাইয়ের মত সমান করিয়া মিশা তেমনই প্রয়োজন। ধর্ম্মপ্রচারকের এক বিপদ সকলের সঙ্গে মিশিতে প্রথম ইচ্ছা হয়। তৎপর মিশিলেও একটুক ছোট বড় ভাব আইসে এ বিপদকেও ধর্ম্মপ্রচারক সামান্য বিপদ মনে করিবেন না।

৭ম। অনেক ধর্ম্মপ্রচারকের সম্বন্ধে এরূপ জানা যায় যে, তাঁহাদের এক বিষম ভ্রম আছে যে তাঁহাদের ভরণ পোষণের জন্য জগৎ দায়ী, সাধারণের নিকট তাঁহাদের যেন বিশেষ কোন দাওয়া আছে। এই ভ্রমে পড়িয়া ধর্ম্মপ্রচারকগণ হৃদয়ের একটা উচ্চ ভাবকে বিনাশ করিয়া ফেলেন। উপকারীর নিকট কৃতজ্ঞতার ভাব বিফল হইয়া যায়। যখন যাহার প্রতি আমার দাওয়া আছে বুঝি তখন সে যদি আমার জন্য কিছু করে তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া অস্বাভাবিক। ধর্ম্মপ্রচারকদের এই দাওয়ার ভাব থাকাতে তাঁহারা সাধারণের নিকট কৃতজ্ঞ হন না। মানুষের নিকট উপকার পাইয়া যে কৃতজ্ঞ হয় না সে কিরূপে ঈশ্বরের দানে কৃতজ্ঞ হইবে? আমি আমার কায করিব কাহার প্রতি আমার দাওয়া নাই এই ভাব থাকিলে কাহারও নিকট কিছু উপকার পাইলে নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ আমরা তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হইব। ধর্ম্মপ্রচারকগণ সর্ব্বদাই নিজের জীবন অনুসন্ধান করিবেন। তিনি যে কায করেন তাহা অন্যের জন্য করেন না নিজের জন্য করেন? যদি নিজের জন্য করেন তাহা হইলে আর অন্যের নিকট তাঁহার দাওয়া কি? আমরা যখনই এইটী ভুলি তখনই অন্যের নিকট দাওয়া এবং ক্রমে কৃতজ্ঞতার অভাব হয়। জীবনের লক্ষ্য স্মরণ করিয়াও ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া ধর্ম্মপ্রচারক আপনার কার্য্য করিয়া গেলে তাঁহার জীবন কৃতার্থ হইবে।

## অগ্নি পরীক্ষা।

### জন হুপার।

অদ্য আবার আর একজন সাধু মহাত্মার জবনী লইয়া পাঠকগণকে উপহার দিতে বসিয়াছি। জন হুপার ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী সোমরসেট্ সায়রের কোন পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ উক্ত সায়রের উত্তরাংশে তাঁহাদিগের বাসস্থান ছিল। ঐ স্থানটী পরম রমণীয়। এক দিকে ব্রিষ্টল চ্যানেল সুনীল জলরাশি বিস্তার করিয়া বহুদূর ব্যাপিয়া প্রসারিত রহিয়াছে, অপর দিকে সুদৃশ্য পর্ব্বতরাজি শত শত হস্ত ঊর্দ্ধে মস্তক উত্তোলন করিয়া সুনীল সমুদ্র ও সুনীল গগণের সমতা বিধান করিতেছে। আমাদিগের ধর্ম্মবীর বালককালে এই খানে দণ্ডায়মান হইয়া একবার পর্ব্বতোপরিস্থ উপাসনালয়ের সুমধুর বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিতেন আবার সুদূর বিস্তৃত পয়োনিধির অপূর্ব্ব শোভা অবলোকন করিয়া একেবারে মোহিত হইয়া যাইতেন। কখনও বা পিতার সহিত অগ্নি পার্শ্বে উপবেশন করিয়া নানা প্রকার আশ্চর্য্য উপকথা শ্রবণ করিতেন। কবে কোন বীর পুরুষ কয়েকখণ্ড কাষ্ঠদণ্ড মাত্র অবলম্বন করিয়া সমুদ্র পার হইয়া অপর পারে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, এসকল কথাও অভিনিবিষ্ট চিত্তে শুনিতেন এবং শুনিয়া একেবারে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। পাঠক এদৃশ্য ছাড়িয়া ঘূর্ণায়মান পথ অবলম্বন করিয়া পর্ব্বতের উপরিস্থ ধর্ম্ম মন্দিরে গমন করিলে সেখানে আর এক দৃশ্য দেখিতে পাইবেন। প্রাপ্তযৌবন হুপার নির্জ্জনে এক পার্শ্বে হাঁটু পাতিয়া বসিয়া সত্যার্থ জীবন বিসর্জ্জনকারী ধর্ম্মবীরদিগের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন। এই স্থান ছাড়িয়া আরও কিছু দুর অগ্রসর হইলে সম্মুখে সুন্দর ও সুপ্রসিদ্ধ ওলড্ ক্লাইভের ধর্ম্মশালার প্রতি দৃষ্টি পতিত হয়। এই খানে আমাদিগের প্রিয় হুপার সন্ন্যাসাশ্রমের কাল্পনিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া মার্টিন লুথার ও জন বেলের ন্যায় সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণের পূর্ব্বে হুপার অক্সফোর্ডের মের্টন-কালেজে উইলিয়ম হুপারের কর্ত্তৃত্বাধীনে বিদ্যাভ্যাস করিতেন। এখানে তিনি ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে বি, এ, উপাধি প্রাপ্ত হইলেন এবং কিছু দিনের মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত ওল্ড ক্লাইভে আগমন করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণ তাহাতে পরিতৃপ্ত হইল না, হৃদয়ের অভাব যাহা তাহা সন্ন্যাসাশ্রমে পরিপূর্ণ হইল না। সন্ন্যাসাশ্রমের পাপ এবং কুসংস্কার সকল শীঘ্রই তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। তাৎকালীয় সন্ন্যাসাশ্রমগুলি এক একটী গুপ্ত নরককুণ্ড বিশেষ ছিল। ঐ সকল স্থানে না ঘটিত এমন কুক্রিয়াই ছিল না। যদিও দুই একজন ধার্ম্মিকলোক তাহাতে দৃষ্টি গোচর হইত তথাপি অধিকাংশ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর জীবনই অত্যন্ত ঘৃণিত পাপে কলঙ্কিত ছিল। আমাদিগের যুবক সন্ন্যাসী শীঘ্রই আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার হৃদয় অবস্থার দাস ছিল না। তিনি অনতিবিলম্বেই সন্ন্যাসাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় অক্সফোর্ড নগরে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে

ইউরোপীয় সংস্কারকদিগের কতকগুলি গ্রন্থ তাঁহার হস্তগত হইল। ঐ সকল পাঠ করিয়া তাঁহার সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার চলিয়া গেল। তিনি শীঘ্রই আলোক প্রাপ্ত হইলেন, এবং উৎসাহী ও শান্ত হৃদয়ে প্রটেষ্ট্যাণ্ট খ্রীষ্টীয়ান রূপে পরিণত হইলেন।

এই সময়ে ইংলণ্ডের ইতিবৃত্ত ভয়ঙ্কর উৎপীড়নের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। অষ্টম হেনরি ইংলণ্ডের রাজা। "ছয় কথার আইন" (The Act of the six Articles)বিধি বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। রাজ পুরুষগণ পার্থিব বিধি দ্বারা স্বর্গের সত্যকে নিষ্পেষিত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। সত্যপ্রিয় ধর্ম্মবীরগণ সত্যের জন্য অক্লেশে আগুণে ঝাঁপ দিতেছেন। আইন প্রচারকগণ চারিদিকে আইনের কঠোরতা প্রচার করিয়া সাধারণ জনগণকে ভয় প্রদর্শন করিতেছেন। জন হুপার ক্রমে ইহাঁদিগের বিষ নেত্রে নিপতিত হইলেন। তাঁহার জীবন সর্ব্বদা নিরাপদ রহিল না। তিনি অগত্যা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ডিভোন সায়রের সার টমাস্ আরুণ্ডেল্ নামক এক ব্যক্তির গৃহে তত্ত্বাবধায়কের কার্য্য গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সার্ টমাস্ আরুণ্ডেলের ধর্ম্মমত হুপারের ধর্ম্মমত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। তজ্জন্য তিনি ধর্ম্মগতভাবে তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার উন্নত চরিত্রের গুণে তাঁহার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিতে সমর্থ হইলেন না। প্রত্যুত তিনি তাঁহাকে কোন কার্য্যোপলক্ষে বিশপ গার্ডিনারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং যদি তিনি তাঁহার কোনরূপ উপকার করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাকে একখানি গোপনীয় পত্রে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। চারি পাঁচ দিন ধরিয়া হুপারের সহিত বিশপের বাদানুবাদ চলিল। বিশপ কিছুতেই হুপারের মত পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি তাঁহাকে আরুণ্ডেলের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এই সময়ে আরুণ্ডেলকে বিশপ এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি হুপারের বিদ্যা বুদ্ধির যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন বটে কিন্তু তন্মধ্যে স্থানান্তরে তাঁহার বিরুদ্ধে শত্রুতাপোষক অনেক কথাও লিখিয়াছিলেন। হুপার এখন প্রভুর গৃহও নিরাপদ দেখিলেন না। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি একজন বন্ধুকে ফাঁসী দণ্ড হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। একদিন গুপ্ত ভাবে ঐ বন্ধুর নিকট হইতে একটী ঘোটক চাহিয়া লইয়া তিনি তদারোহণে সমুদ্রতটে উপনীত হইলেন এবং তথা হইতে ফ্রান্সে পলায়ন করিলেন। অতঃপর কিছুকাল পারিস নগরে অবস্থান করিয়া আবার ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন। এবারেও তাঁহার বিপদ অন্তর্হিত হইল না। তখন পুনরায় পলায়নের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে একজন জাহাজের খালাসীর বেশে আয়রলণ্ডে চলিয়া গেলেন। এবং তথা হইতে ক্রমে হলণ্ড ও সুইজারলণ্ডে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই শেষোক্ত দেশের বাসল্ ও জুরিচ্ নগরে অনেকগুলি সংস্কৃত মত ধার্ম্মিকের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ জন্মিল। এই সকল বন্ধুগণের মধ্যে বুলিঙ্গার নামক এক ব্যক্তি তাঁহার বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

জুরিচ নগরে হুপারের জীবন পথের আর একজন সঙ্গী মিলিল। এতদিন একাকী তিনি সংসারের নানা প্রকার অত্যাচারও উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইতেছিলেন, এখন এই অরাজক উৎপীড়নের মধ্যেও একটু প্রাণ জুড়াইবার স্থান পাইলেন। এখানে একজন বার্গেণ্ডীয় রমণীর সহিত, তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। ঐ রমণী প্রকৃত প্রস্তাবেই তাঁহার সহধর্ম্মিণীর উপযুক্ত ছিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে ৬ষ্ঠ এডওয়ার্ড ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। নানা স্থান হইতে অনেক অনেক দেশান্তরিত ধার্ম্মিকগণ আবার ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। হুপারেও হৃদয় আবার স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ মধ্যে প্রভুর নাম প্রচার করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তদনুসারে শীঘ্রই তিনি আবার ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন। বিদেশ বাসকালে তিনি তত্রত্য বন্ধুদিগের হৃদয়ে এতাদৃশ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, যে অনেকেই আসিবারকালে অতি কষ্টে তাঁহাকে বিদায় দিতে সমর্থ হইলেন। বুলিঙ্গার তাঁহাকে বলিলেন "শ্রদ্ধেয় বন্ধু! যদিও আপনাকে বিদায় দিতে আমাদিগের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে, কিন্তু বহুদিনের নির্যাতনের পর আপনি আবার স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া খ্রীষ্টের পবিত্র ধর্ম্ম প্রচার করিবেন, ইহা ভাবিয়া আমাদিগের প্রাণ পুলকিত হইতেছে। অবশেষে তাঁহাকে সংবাদ দিবেন অনুরোধ করিয়া বিদায় দিলেন। হুপার আসিবারকালে বলিয়া আসিলেন "বন্ধুগণ! যদিও আমার জীবনে যখন যাহা ঘটিবে তাহা সকলই আপনাদিগকে জানাইব, কিন্তু আমার শেষ সংবাদ যাহা তাহা আমি নিজে কখনই লিখিতে পারিব না।" এই বলিয়া তিনি বুলিঙ্গারের হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া বলিলেন "আমি যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উৎপীড়ন ও নির্যাতন সহ্য করিয়াছি হয়ত আপনারা একদিন শুনিবেন আমার পার্থিব দেহ সেইখানেই ভস্মে পরিণত হইয়া গিয়াছে। ইহা আমার শেষ সংবাদ। ইহা আমি আমি আপনাদিগকে স্বহস্তে লিখিয়া উপহার দিতে সক্ষম হইব না।"

## উপাসনা প্রণালী।

প্রাপ্ত।*

ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান উপাসনা প্রণালী দূষণীয়। উপাসনা কোন প্রণালীতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। কখনও ব উদ্বোধন করিতে না করিতেই আরাধনার ভাব প্রাণে আসিয়া উপস্থিত হয়। কখনও বা আরাধনা ব্যতীত প্রার্থনার ভাব স্বতঃই আসিতে দেখা যায়। আবার কখন কখন কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া থাকিতেই ভাল লাগে। নির্দ্দিষ্ট নিয়ম থাকিলে নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর মধ্য দিয়া চলিতে হয়, তাহাতে অনেক বাধ্য বাধকতা আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রণালীর মধ্য

* বিগত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ মাণিকদহে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী রায় মহাশয়ের ভবনে যে সকল আলোচনা হইয়াছিল,তাহার সারাংশ পত্র।

দিয়া চলিতে হইলে সাবধানতার প্রয়োজন। সাবধান হইতে গেলেও কপটতা আসিয়া পড়ে ও তজ্জন্ত উপাসনা নষ্ট হয়।

আবার সামাজিক উপাসনায় এক অবস্থায় লোক থাকে না। নীরব উপাসনায় সকলে যোগ দিতে পারেন না। সামাজিক উপাসনার রীতিতে সমাজের মত গঠন হয় এবং ইহাতে অনেক উপকারিতাও আছে। অথচ নিজের মতে উপাসনা করিলে অনেকে তৃপ্তি পান না। এজন্ত উপাসনার প্রণালী পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত। উপাসনার সময় সকলে একত্রিত হইলে প্রথমে সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন করিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট কাহারও প্রতি উপাসনার ভার থাকিবে না। যাহার ভাব আসিবে তিনিই উপাসনা করিবেন। কিম্বা যার যার ভাব মত কেহ উদ্বোধন, কেহ আরাধনা কেহ প্রার্থনা করিবেন, কেহ বা উপদেশ (Sermon) দিবেন। ইহাতে স্বাধীনতাও রক্ষিত হইবে। নির্দ্দিষ্ট আসন থাকা ও ইহার মূল্য বাড়ান উচিত নয়। ইহার কোন বিশেষত্ব রাখা ঠিক নয়। দশজনের সমান অধিকার থাকা উচিত।

প্রার্থনা অনুরোধের জিনিষ নয়। অভাব বোধ হইলে প্রার্থনা হইবে। অনুরোধে প্রার্থনা করা উচিত নয়। প্রার্থনার গুরুত্ব বুঝা উচিত নতুবা ফল পাওয়া যায় না। ফল না পাইলে প্রার্থনায় অবিশ্বাস জন্মে। উপাসনার অঙ্গগুলি মানুষের স্বভাব, স্বাভাবিক অবস্থায় প্রার্থনা হইবে। স্বভাবকে শিক্ষা দ্বারা বিকশিত করিতে হয়। স্বভাবে জ্ঞানের অংশ আছে, ইহাকে শিক্ষা দ্বারা বিকশিত করিতে হইবে। প্রকৃত উপাসনা শিক্ষার্থীর স্বভাব যাহাতে বিকাশ পায়, এরূপ ভাবে উপাসনা হওয়া উচিত। সামাজিক উপাসনার ফল আছে। সামাজিক উপাসনা ধর্ম্ম প্রচারের স্থান। ইহা দ্বারা অনেকে আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন।

প্রাণে সত্য প্রকাশ পাইলে কথায় উহা প্রকাশ পায়। প্রকৃত উপাসনা না হইলে আর একটী এই অপকার হয় যে আমরা এঁচড়ে পাকিয়া যাই। কারণ পৃথিবীতে এমন উচ্চ মত অনেক কম আছে, যাহা ব্রাহ্মসমাজের ১০ বৎসরের ছেলেও জানে না। প্রাণে না বুঝিয়া উপাসনা শুনিতে শুনিতে শেষ উহার মূল্য থাকে না। মানুষ যাহা বুদ্ধি দ্বারা বোঝে এবং যাহা হৃদয়ঙ্গম করে, তাহাতে অনেক প্রভেদ। বুদ্ধির বুঝা কিছুই নয়। আগমজ বিদ্যা অশ্রেষ্ঠ, বিবেকজ জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, ইহা কখনও বিলুপ্ত হয় না। পড়া শুনার জ্ঞান আগমজ জ্ঞান।

সকলে একত্র বসিয়া নিজ নিজ ভাবে ভাবে উপাসনা করিবে। সকলের ভাবে বাহিরের লোকেরও উপকার হইতে পারে। নতুবা বাহিরের লোকের জন্ত বক্তৃতাদি করা উচিত। কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে যে প্রকার উপাসনা হয়, তাহাতে বাহিরের লোকের উপকার হইতে পারে। কিন্তু গ্রামে বাহিরের লোক পাওয়া যায় না, এজন্ত তথায় কোন নিয়মে আবদ্ধ না হইয়া নিজ নিজ ভাবে উপাসনা করিলে উপকার হয়। সামাজিক উপাসনায় ও উৎসবাদিতে অনেক সময় ভগবানের কৃপা আবির্ভূত হয়। সাপ্তাহিক উপাসনায় অনেক স্থানে উপকার হয়। যাঁহার প্রতি উপাসনার ভার, তিনি ভাব আসিলে উপাসনা করিবেন, নতুবা উপাসনা করিবেন না। আবার বলিতে বলিতেও ভাব আসে। কখনও বা বলাও আসে না, বলা আসিলেই উপাসনা হয়। উপাসনা দ্বারা উপাসক হৃদয়ে ভাব খুলিয়া দেন। একজনে নিজের জঘন্য ভাব বলিলেও উপাসনা হয়। এরূপ উপাসনা দ্বারা অনেকের অপকার হয়। যাঁহারা ভাবরাজ্যে চলেন তাঁহারা ইহাতে শুকাইয়া যান। বাহিরের লোকও এই দৃষ্টান্ত দেখিলে আর সমাজে আসিবে না। সংকীর্ত্তনে সাধারণতঃ সকলেরই উপকার হয়। যে সকল মত খাঁটি বিশ্বাস করি, তাহা বলিবার সময় প্রাণ হইতে বাক্য বাহির হয়। শিবনাথ বাবু একদিন বলিয়াছেন "আমাদের সবদিকের দুয়ার খুলিয়া রাখিতে হইবে। কোন্ দিক দিয়া যে কি আসিবে, কে জানে। ভাল না লাগিলেও ধৈর্য্য ধরিয়া উপাসনার জন্ত বসিয়া থাকা উচিত।" প্রকৃত পক্ষেও ইহাতে অনেক উপকার হয়। এক সময় শুষ্ক হৃদয় হইতেও ভাবের বন্যা উপস্থিত হয়। উপাসনা প্রণালী বদ্ধ হইলে স্বভাব নষ্ট হয়। উপাসনা ভাল লাগে না। উপাসনা শিক্ষা চাই, ইহাতে অন্তরের ভাব বিকাশ পায়। নির্জ্জন ও সামাজিক উপাসনাদ্বারা ভাব খুলিতে চেষ্টা করিতে হয়। ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থনা করিবে। সামাজিক উপাসনায় আচার্য্যের ভাব না আসিলে প্রথমে তাঁহার উপদেশ দেওয়া উচিত। কারণ সত্য সকলেই বলিতে পারেন। ইহার পর ভাব আসিলে উপাসনা করিবেন। নতুবা তিনি উপাসনা করিবেন না। তিনি বলিবেন "যিনি পারেন, তিনি উপাসনা করুন।" ইহাতে সকলেরই ভাব খুলিবে, প্রাণে ভাব আসিলে অহঙ্কার থাকে না। উপাসনার এরূপ স্বাধীনতা থাকিলে অনেকে ব্যাকুল হইয়া সমাজে আসিবেন।

অতএব স্থির হইল, প্রথমে সংকীর্ত্তন, উপদেশ বা পাঠ তৎপর ভাব আসিলে উপাসনা করিবেন, নতুবা যাঁহার ভাব আসিবে, তিনি উপাসনা করিবেন। ভাব আসিলে বর্ত্তমান প্রণালীতে উপাসনা করিতে পারেন। ভাব না আসিলে গান করাও উচিত নয়, কিন্তু দৃঢ় হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। ব্যাকুলতা থাকিলে ভগবান সহায় হইবেন। স্বাধীনতার দুইটী দুয়ার বা দিক আছে, একটা লাভের, অন্যটা লোকসানের দিক; অর্থাৎ একদিকে স্বাধীনতা ভিন্ন ধর্ম্ম হয় না, আবার স্বাধীনতার মধ্য দিয়া আমরা অধর্ম্মও লাভ করি। একটা প্রার্থনা, অপরটা উপেক্ষা। অভাব বোধ হইলে, তাহার পূরণ উদ্দেশ্য থাকিলে, প্রার্থনা আসে। আর কোন বিষয় ত্যাগ করিতে ইচ্ছা থাকিলে উপেক্ষা আসে। আমরা যদি কিছু চাই, তবে একদিনও প্রার্থনা বাদ থাকে না উপেক্ষা করিলে প্রার্থনা আসিবে না।

# তত্ত্ব-কৌমুদী

( পাক্ষিক পত্রিকা। )

৯ম ভাগ।
১০ম সংখ্যা।

১৬ই ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৮০৮ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

## প্রার্থনা।

পরমেশ্বর! তুমি যে কি পরম বস্তু আমি এখনও পর্য্যন্ত ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না! তাহা যদি পারিতাম তাহা হইলে আজ আমি আর এ প্রকার মৃতের ন্যায় সময় কাটাইতাম না। দয়াময়! মোহ এবং সংসারের সূক্ষ্ম আসক্তির রজ্জু সকল আমার প্রাণকে এমনই করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে যে, আমি কিছুতেই তোমার কাছে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। তুমি দয়া করিয়া আমার সমস্ত বন্ধন কাটিয়া দাও এবং মোহের আবরণ উন্মোচন কর। আমি একবার তোমাকে দেখিয়া জীবন জুড়াই।

---

**সামান্য পাপ।**—অনেকে প্রথমতঃ সামান্য সামান্য পাপকে উপেক্ষা করিয়া অবশেষে মহা বিপদে পড়িয়া থাকে। সামান্য পাপ পরে কি ভয়ানক আকার ধারণ করিয়াই মানবকে গ্রাস করিয়া থাকে! সামান্য কীট একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষকে সময়ে ভূমিসাৎ করিতে পারে। একগাছি সামান্য কেশও প্রকাণ্ড যন্ত্রের গতিরোধ করিতে পারে। প্রকাণ্ড জাহাজের তলে একটী সামান্য ছিদ্র থাকিলে ক্রমে ক্রমে তাহার মধ্য দিয়া জল প্রবেশ করিয়া সেই প্রকাণ্ড জাহাজকে অগাধ বারিধি বক্ষে নিমগ্ন করিয়া ফেলে। যে ব্যক্তি সামান্য বলিয়া পাপকে উপেক্ষা করে সে কি নির্ব্বোধ! যে পর্য্যন্ত একটী সামান্য পাপ কোন মানবের প্রাণকে অধিকার করিয়া থাকে সে পর্য্যন্ত তিনি স্বাধীন নন। সহস্র বন্ধনমুক্ত হইলেও তিনি পরাধীন। পক্ষী পিঞ্জরমুক্ত হইলেও যদি একগাছি সূত্র তাহার পা-কে আবদ্ধ করিয়া রাখে সে পর্য্যন্ত সে পরাধীন। একটী সামান্য পাপও মানবকে ভগবানের পরম সুন্দর জ্যোতি দর্শনে বঞ্চিত করে। মহর্ষি ঈশা সত্যই বলিয়াছেন যে, অন্তর বিশুদ্ধ হইলে মানুষ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া থাকে। যদি হৃদয়ের কোন স্থানে কোন প্রকার সামান্য পাপ ও আসক্তি থাকে তাহা ত্বরায় বিনাশ কর, নতুবা তুমি স্বাধীনতা লাভে অক্ষম এবং প্রকৃত ধর্ম্মের মধুর আস্বাদন লাভে বঞ্চিত থাকিবে। সমস্ত আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করিয়া বিহঙ্গমের ন্যায় আনন্দে বিচরণ কর এবং পুণ্যের জলে হৃদয় ধৌত করিয়া তাহার মধ্যে প্রেমময়ের মুখচ্ছবি দর্শন কর।

---

**উপাসনার জন্য প্রস্তুত হওয়া।**—মানবের আর কি সাধ্য আছে? একমাত্র ইহাই তার সাধ্য সে চেষ্টা যত্ন করিয়া শরীরটাকে সমাজে লইয়া ফেলিতে পারে, এই সাধ্য—মন প্রাণটা লইয়া প্রভুর চরণতলে ফেলিতে পারে, এই চেষ্টা যত্নের নামই উপাসনার জন্য প্রস্তুত হওয়া। অতি দীনভাবে নিজের হীনতা স্মরণ করিয়া প্রভুর অপার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া প্রভুর নিকট উপস্থিত হইতে চেষ্টা করাই উপাসনার জন্য প্রস্তুত হওয়া। হায়! কি দুঃখের বিষয়! এই ভাব যেন দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে দেখিতাম সামাজিক উপাসনায় যাইবার পূর্ব্বে কেহ কোন কথা বলিতেন না। পূর্ব্বে উপাসনার পূর্ব্বে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল সকলে এই ভাবে কাটাইতেন। 'প্রভু! আমি তোমাকে কি প্রকারে ডাকিব! আমি যে অতি মলিন!' কিন্তু এখন দেখি উপাসনার ঘণ্টা বাজিয়াছে তবু উপাসকগণ অন্য কথায় সময় কাটাইতেছেন। এভাবে উপাসনায় বসিলে কি উপাসনায় সুখ পাওয়া যায়? সে উপাসনা যে নীরস বোধ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সামাজিক উপাসনা যে অনেকের ভাল হয় না তাহার এক প্রধান কারণ এই। যথার্থ উপাসক যাঁহারা, তাঁহারা জানেন উপাসনার জন্য প্রস্তুত হওয়াই এক প্রকার উপাসনা।

---

**ভ্রাতৃপ্রেম।**—কোন স্থানে ধর্ম্মবন্ধু পত্রিকার কথা হইতেছিল, তাহাতে এক ব্যক্তি বলিলেন, 'কাগজে ধর্ম্মবন্ধু হইলে অনেক ধর্ম্মবন্ধু মিলে।' বাস্তবিকই আমাদের ভ্রাতৃপ্রেম যেন কথার জিনিষ হইয়াছে। মুখে ভ্রাতৃপ্রেমের কথা অনবরত হইতেছে কিন্তু আমরা অনেক সময় তাহার বিপরীত ভাব দেখিয়া থাকি। আমাদের হীনাবস্থার কথা আর কি বলিব? আমাদের এতদূর হীনাবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ভ্রাতার কুৎসা করিয়া যেন প্রাণে আরাম পাই।

প্রায়ই দেখি দুজন একত্র হইলে সেখানে অন্যের দোষ আলোচনা হইতেছে। সত্য বটে দোষও আলোচনা করিব কিন্তু তাহাতে প্রাণে আরাম না হইয়া বরং ভয়ানক দুঃখেরই কারণ হইবে। যদি একটুও না পার তবে আর মুখে মুখে ভ্রাতৃপ্রেম রাখিও না। 'বিষকুম্ভ পয়োঃমুখের' মত হইয়া আর লোককে প্রতারণা না করাই ভাল,—আমাদের কথা ও কার্য্য এক হউক।

**নিত্য উপাসনা।**—শরীরের পক্ষে যেমন নিত্য আহার প্রয়োজনীয়, সুস্থতায় অসুস্থতায় সকল অবস্থাতেই আহার ব্যতীত শরীর রক্ষা পায় না—যখন আহারে অত্যন্ত অরুচি জন্মে তখনও ডাক্তারেরা কিছু আহারের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, ঠিক্ আত্মার পক্ষেও এইরূপ; আত্মারও সকল অবস্থাতেই নিত্য আহার (উপাসনা) চাই। সুস্থতায় অসুস্থতায় এমন কি যখন অত্যন্ত অরুচি তখনও কিছু আহার চাই, আহার ব্যতীত আত্মা বাঁচে না। যদি ব্রাহ্মদের গৃহের ধারে প্রাতঃ সন্ধ্যা বেড়াইয়া ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিতে না পাই, সে গৃহে যে উপাসনা হইতেছে সে ভাব না দেখি, তবে কি মনে করিব? ব্রাহ্ম তুমি মারা গিয়াছ। সত্য, এই নিত্য উপাসনার অভাবে অনেক ব্রাহ্মের গৃহ মৃত শ্মশান ভূমি হইয়া যাইতেছে। যাহাতে সকল ব্রাহ্ম পরিবারে খুব নিষ্ঠার সহিত নিত্য উপাসনা হয় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। অনেকবার একথা বলা হইয়াছে তবুও দেখি লোকের চেতনা হয় না। নিত্য উপাসনা ব্যতীত যে আমরা মারা যাই, তাহা কি দেখ না?

**সামাজিক উপাসনা।**—অনেকের এক ভ্রম বিশ্বাস আছে যে, ভগবানের নাম করা সমাজে না গিয়া করিলেও চলে, যাহারা সামাজিক জীব তাহাদিগকে সামাজিক ভাবেও ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে নতুবা সমাজের উন্নতি হয় না। সমাজে ধর্ম্মভাব বাড়ে না; সমাজের পবিত্রতা রক্ষা পায় না। ইহা কি কখন সম্ভব, যে ব্যক্তির প্রাণ ঈশ্বরগত, যিনি ঘরেতে প্রাণারামকে ডাকিয়া কত আনন্দ অনুভব করিতেছেন, তিনি কি কখন যেখানে তাঁহার সেই প্রিয়তম পরমেশ্বরের নাম হইতেছে সেখানে না যাইয়া থাকিতে পারেন? সামাজিক উপাসনায় এত ভাই পাইয়াছি, আর এই পথে যাহাদিগকে পাইয়াছি তাহাদিগকেই ঠিক্‌রূপে পাইয়াছি। অন্য পথে যাহারা আইসে তাহাদিগের বিষয়ে সন্দেহ থাকে, এই সামাজিক উপাসনায় যাহারা একবার শিথিল হইলেন, তাঁহারাই পরে আস্তে আস্তে সরিতে থাকেন। সত্য বটে, সামাজিক উপাসনায় আমরা সকল দিন তৃপ্ত হইতে পারি না, সে কি শুধু অন্যের দোষ? তাহাতে আমাদেরও দোষ আছে, আমরাও সামাজিক উপাসনার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাই না। আর আমরা যে প্রতিদিন নির্জ্জন উপাসনা করি তাহাই কি সরল হয়? সুতরাং আমরা যেন সামাজিক উপাসনায় শিথিল না হই।

## প্রচারকের যোগ্যতা।

যাঁহাদিগকে জগতের সাধারণ লোককে আপনার দিকে আকর্ষণ করিতে হইবে, যাঁহাদিগকে পৃথিবীর সমুদয় নর নারীকে নিজের মত ও বিশ্বাসানুযায়ী করিতে হইবে তাঁহাদিগের যে বিশেষ গুণ এবং শক্তি থাকা চাই তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষ যোগ্যতা না থাকিলে এ কার্য্যে যাওয়া কেবল বিড়ম্বনা মাত্র ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে কিন্তু অপর সাধারণ হইতে তাঁহারা যে পৃথক, তাঁহারা যে স্বর্গের জীব, মানবের উদ্ধারের জন্যই যে তাঁহারা প্রেরিত আর সকলেই নরকের জীব, ইহা কেহ মনে করিবেন না। প্রত্যেক নর নারী প্রত্যেকের পরিত্রাণের জন্য প্রেরিত, তবে তাহার পরিমাণ নির্ণয় করা আমাদের সাধ্য নাই, কেন না একজন সর্ব্বদা একজনকে উপদেশ দিতেছেন কিন্তু তাঁহার উপদেশ বৃথা হইয়া যাইতেছে। আর একজন একটী সামান্য কথা দ্বারা তাহার পাপাসক্ত চিত্তকে স্বর্গের দিকে ফিরাইয়া দিলেন, সুতরাং কে কতদূর পরিত্রাণের সহায় বাহ্য কার্য্যের দ্বারা তাহার বিচার করা যায় না। তবে পার্থক্য কোথায়? যেমন কেরাণীর সঙ্গে শিক্ষকের প্রভেদ, একি সেইরূপ পৃথকতা? হাঁ যাঁহারা জগতের কার্য্য বিভাগ করিয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তাঁহারাও এইরূপই পৃথক। কিন্তু যাঁহারা একার্য্য ভিন্ন জীবনে আর কিছু করিতে পারেন না তাঁহারা সেরূপ পৃথক নন। সাধারণে যে কাযকে দশ কার্য্যের সঙ্গে এ কাজকে একটী কাজ মনে করে ইঁহারা সেই কাযকেই জীবনের সর্ব্বস্ব মনে করেন। অপরেরা আর দশটী কাজ যেমন মনে করিলেও না করিতে পারেন এটাও সেইরূপ মনে করেন। কিন্তু প্রচারক যিনি তাঁহার আর সব কাজ যদি বাকি থাকে তাহাতে তাঁহার যে কষ্ট না হয় যদি প্রচার সম্বন্ধে একটু ত্রুটী হয় তবে তাঁহার প্রাণ ছট্ ফট্ করে। এই পৃথক অর্থাৎ এই কার্য্য তাঁহার জীবনের একমাত্র কার্য্য। এই গুরুতর ব্রত যাঁহারা লইয়াছেন কি লইবেন, তাঁহাদের অপর সাধারণ হইতে বিশেষ যোগ্যতা চাই ইহা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে। প্রাচীন প্রচারকদিগের মধ্যে যে বিশেষ যোগ্যতা ছিল তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। মহাত্মা ঈশা বলিয়াছেন, "এক গালে চড় মারিলে অপর গাল ফিরাইয়া দাও" ইহা কি সাধারণ লোকে বলিতে পারে? প্রেমিক নিত্যানন্দ বলিয়াছেন, "মেরেছ মেরেছ কলসীর কাণা, তাইবলে কি প্রেম দিবনা," ইহা কি সকলের মুখ হইতে বাহির হয়? বর্ত্তমানে একজন প্রচারককে একজন সাধারণ লোক মারিতেছে কিন্তু প্রচারক বলিতেছেন, "মার কেন ভাই! আগে শুন, যদি দোষ হইয়া থাকে পরে মারিতে পারিবে" আহা! এসব কি স্বর্গীয় কথা নয়? এইসকল দ্বারা আমরা সাধারণ লোক হইতে প্রচারকদিগকে পৃথক করিতে পারি। বাস্তবিকও সাধারণ হইতে প্রচারকগণ এইরূপেই পৃথক। এখন পূর্ব্বকালের মতের সঙ্গে বর্ত্তমান মতের ঐক্য করিয়া কি যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করি।

১ম; বর্ত্তমান সময় জ্ঞান প্রধান। এখন বিজ্ঞানের যুক্তি সকল বিষয়েই প্রয়োগ করিতে হয়। বৈজ্ঞানিক যুক্তি না

হইলে তোমার হাজার বিশ্বাসের কথা বল এক শ্রেণীর লোক কিছুতেই শুনিবেন না। এপ্রকার বৈজ্ঞানিক সময়ে পূর্ব্ব কালেরন্যায় শুধু তোমার সাধন ভজনের কথা শুনিতে যাইবে না। যদি সত্য একবার না হউক দুইবার না হউক তুমি সাধনে যাহা লাভ করিয়াছ অন্যকে নিশ্চয়ই তাহা লইতে হইবে, কিন্তু তথাপি এই জ্ঞানপ্রধান সময়ে যিনি প্রচারক হইবেন তাঁহার জ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞান থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা দুই জন জ্ঞানী বালক এই কথা বলিয়াছেন শুনিলেই মস্তক অবনত করে সুতরাং তাঁহাদের নিকট পূর্ব্বকালের ও বর্ত্তমানের জ্ঞানীদের দোহাই দিতে হইবে। অতএব এই শ্রেণীর প্রচারকদিগকে তদুপযোগী কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে। আমরা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, কোন ব্যক্তি ইংরাজি না জানিয়াও অতি সামান্য কতকগুলি ইংরেজ এবং ভিন্ন দেশীয় জ্ঞানীদের নাম করাতেই অনেক লোক তাঁহার কথায় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন সন্দেহ নাই। নিজে ভ্রম এবং কুসংস্কারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া নিজের মতকে বিশুদ্ধ রাখিয়া তা প্রচার করিতে হইবে। অতএব বিশুদ্ধমত প্রচার করিতে হইলেও জ্ঞান থাকা চাই

২য়। শুধু জ্ঞান থাকিলে হইবে না তর্ক শাস্ত্রেও পারদর্শী হইতে হইবে। হয়ত অনেক সময়ে অনেকে নানাপ্রকার তর্ক উপস্থিত করিতে পারে, কিন্তু এ অবস্থায় অন্যদিকে শুধু জ্ঞান থাকিলে হইবে না, বিশুদ্ধ তর্কের প্রণালী জানা চাই বুঝাইবার শক্তি খুব সুন্দর থাকা চাই। অনেক লোকের জ্ঞান আছে, কিন্তু বুঝাইবার শক্তির অভাবে, তর্কের প্রণালী না জানা থাকাতে মনের ভাব কিছুই ব্যক্ত করিতে পারেন না। যদিও ঈশ্বরবিশ্বাসী কুতার্কিকদের তর্ক অতি সহজ কথায় মীমাংসা করিয়া দেন, তথাপি বর্ত্তমান সময়ের প্রচারকদিগের বিশেষরূপে বুঝাইবার শক্তি থাকা প্রয়োজন।

৩য়। কেবল তর্ক করিলেই চলিবে না, তর্কের সঙ্গে ভাষা মিষ্ট না হইলে কেহ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাঁহার কথা শুনিবে না। যিনি প্রচারক হইবেন তাঁহার ভাষা অতি মিষ্ট হওয়া চাই। কথা শুনিলে যেন প্রাণ জুড়াইয়া যায় এপ্রকার মিষ্টভাষী না হইতে পারিলে হাজার জ্ঞান থাকুক, তর্কশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকুক, সে কথা মানুষের কাণে যেন বাজিবে, যদিও ঈশ্বরবিশ্বাসীর কথা সময়ে সময়ে লোকের প্রাণ বিদ্ধ করে কিন্তু আগ্রহের সহিত তাহা শুনে এরূপ লোক অতি বিরল। প্রচারকের মিষ্টভাষী হওয়া খুব প্রয়োজন, বলিবার শক্তি থাকাও খুব প্রয়োজন। বর্ত্তমানে বক্তাদের খুব আদর। এমন কি বক্তৃতাই যেন একটা প্রচার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৪র্থ। ধর্ম্মপ্রচারক যিনি তাঁহাকে খুব অমায়িক হইতে হইবে। সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতে হইবে। বালক বৃদ্ধ জ্ঞান থাকিবে না—ধনী দরিদ্র বিচার থাকিবে না। জ্ঞানী মূর্খের ভেদ থাকিবে না; সকলের সঙ্গে অমায়িকভাবে মিশিতে হইবে। এইরূপ মিশাই একপ্রকার প্রচার। একজন উচ্চশ্রেণীর লোক ছোট বড় ভুলিয়া সকলের সঙ্গে মিশিতে পারে ইহাতেই অনেক প্রচার হয়। বাস্তবিক যাঁহারা ধর্ম্ম-প্রচারক তাঁহাদের মধ্যে এই গুণ খুব দেখা গিয়াছে।

৫ম। ধর্ম্মপ্রচারকের নিঃস্বার্থ ভাব বা বৈরাগ্য থাকা খুব প্রয়োজন। কোন বস্তুতে বা ব্যক্তিতে কিছুমাত্র আসক্তি থাকিবে না। ঈশ্বরের নামে সব বিসর্জ্জন দিতে পারেন এই প্রকার জলন্ত বৈরাগ্যের ভাব প্রচারকে বিদ্যমান থাকা চাই। আসক্তিতেই লোক মারা যায়, এই আসক্তিতে অসংখ্য অসংখ্য মানব পরমেশ্বরকে ভুলিয়া সংসারে মজিয়া রহিয়াছে। আসক্তিই ইহার মূল। যিনি এই বন্ধন ছিন্ন করিয়া সকলকে ঈশ্বরের চরণ প্রান্তে আনিতে পারেন তাঁহার যদি একটুকুও আসক্তি থাকে তাহা হইলে তাঁহার অনেক শক্তি থাকিলেও তিনি এ কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। তিনি ঘর হইতে লোক ডাকিয়া আনিতে পারেন; কিন্তু ঘরে আসিয়া তাঁহার দৃষ্টান্তে তাহারা সংসারী লোক হইয়া যাইবে। যাহারা মুগ্ধকরা বক্তৃতায়, মিষ্ট কথাতে, জ্ঞানের তেজে, যুক্তিতে ও তর্কে পরাস্ত হইয়া নানা কারণে সংসারের যথা সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া আসিল তাহারা যদি প্রচারকদিগের সংসারাসক্তির লক্ষণ পাইয়া পুনরায় সংসারী হয়, তবে কি পরিতাপের বিষয়! অতএব প্রচারকের অনন্ত বৈরাগ্য, নিঃস্বার্থ ভাব থাকা খুব প্রয়োজন। তাঁহাদিগের সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া অনাসক্তভাবে জগতের কার্য্য করা উচিত।

৬ষ্ঠ। অতি সংক্ষেপে এই বলিলেই হয়, একজন সৎ ও ধার্ম্মিক লোকের যে যে গুণ থাকা প্রয়োজন, একজন প্রচারকের তাহার কিছু কম থাকিলে চলিবে না। জ্ঞান, বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম, ন্যায়, ক্ষমা, দয়া, পরোপকার যাহা কিছু বল সব থাকিলেও চলে না। উপরোক্ত গুণগুলি কোন ব্যক্তিতে থাকিলেও কি সে ব্যক্তি প্রচারকের উপযোগী? যে সব গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে সে সব গুণবিশিষ্ট লোক কি নাই? সৎ লোক কি সমাজে নাই? অনেক জ্ঞানী বক্তা সুপণ্ডিত সৎ লোক সমাজে আছে, কিন্তু তাঁহারা প্রচারকের যোগ্য নন। এই জগতের নর নারীর দুঃখ যন্ত্রণা, পাপ তাপ দেখিয়া যাহারা স্থির হইয়া থাকিতে না পারিয়া ছুটিয়া বাহির হন, তাঁহারাই যথার্থ প্রচারক নামের বাচ্য। কি প্রকারে জগতের পাপ তাপ দূর করিবেন, দুঃখ দুর্গতি ঘুচাইবেন তাহারই জন্য যাহার প্রাণ ব্যাকুল, তাহাকে সংসারের রাজত্ব দাও ভাল লাগিবে না, স্ত্রী পুত্র আনিয়া চতুর্দ্দিকে বেষ্টন কর কিছুতেই প্রাণে শান্তি নাই। এ সমস্ত তাঁহার নিকট অসার ও অপদার্থ। সে সব সংসারের অকিঞ্চিৎকর পদার্থ আর তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না। তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদা মলিন, জগতের পাপ তাপ কিসে যায় শুধু এই কথা, এই চিন্তা নিরন্তর তাঁহার প্রাণকে অধিকার করিয়া রাখে। এই গুণ যাহাতে নাই, অন্য হাজার গুণ থাকুক তাঁহাকে খুব প্রশংসা করিতে পার, ভাল লোক, বলিয়া আদর করিতেও পার, কিন্তু তিনি প্রচারকের যোগ্য নন। এই ভাবে যাঁহারা এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারাই যথার্থ প্রচার করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে এই ভাবে প্রচার ব্রত না লওয়াতে অনেক প্রচারক কিছু করিতে পারিতেছেন না।

৭ম। এই ভাবের সঙ্গে আর একটী ভাব আছে, তাহা এই যে, এ ভিন্ন আমার পরিত্রাণ নাই, এই ভাবটী উজ্জল না হইলে অনন্ত বিশ্বাসের সহিত একার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া লোকের পক্ষে বড়ই কঠিন। একদিকে জগতের পাপ তাপে যেমন প্রাণকে আকুল করে অন্যদিকে একার্য্য ভিন্ন আমার পরিত্রাণ নাই এই ভাব পূর্ণভাবে যাঁহার প্রাণকে অধিকার করিয়াছে, তিনিই প্রচারকের যোগ্য। যাঁহারা এ ব্রত গ্রহন করিতে চান কি গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা বিশেষরূপে নিজ প্রাণকে জিজ্ঞাসা করুন, 'এই জন্য কি তাঁহারা এ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন,' ইহা ব্যতীত, যদি আর কিছু থাকে মনে অভিমান আদি,বা সুখ দুঃখ প্রভৃতি সংসারের নানাপ্রকার বিপদ ও সম্পদ আসিয়া তাঁহাকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে দূরে নিক্ষেপ করিবে; কিন্তু যাঁহারা অপরের দুঃখে কাতর হইয়া এই মহৎ ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, কাহার সাধ্য তাঁহাদিগকে এক চুল পদস্খলিত করে? ঈশ্বরের জন্য যাঁহারা প্রাণ দেন, প্রভু স্বয়ং তাঁহাদের সহায় হন। পরমেশ্বর! এই ভাবে প্রচারকদিগকে তোমার সেবায় নিযুক্ত কর এবং তুমি তাঁহাদের সহায় হও।

## প্রকৃত শাস্ত্র।*

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

অভ্রান্ত শাস্ত্রের প্রমাণ কি? বেদ বা বাইবেল বা কোরাণ বা অন্য কোন বিশেষ গ্রন্থ যে পরমেশ্বরপ্রণীত অভ্রান্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্র, ইহার প্রমাণ কি? প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্র-বিশ্বাসী, তাঁহার অবলম্বিত বিশেষ শাস্ত্রকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া প্রতিপন্ন করি-বার জন্য, এই একটি প্রমাণ প্রদর্শন করেন যে, উহা এত ভাল যে মনুষ্য কখনই তত ভাল গ্রন্থ রচনা করিতে পারে না। বেদকে যিনি অপৌরুষেয় শাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন, তিনি বলিবেন যে, মানুষ কখনই সেরূপ সারবান্ ও জ্ঞানগর্ভগ্রন্থ লিখিতে পারে না। খ্রীষ্টিয়ান বলিবেন, মনুষ্য যতই কেন আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পন্ন করুক না, বাইবেলের ন্যায় গ্রন্থ রচন মনুষ্যশক্তির অতীত কার্য্য। মুসলমান বলিবেন যে, কোরা-ণের রচনাপারিপাট্য এমন সুন্দর, তাহার উপদেশ এমন চমৎ-কার যে, মানুষের পক্ষে উক্তরূপ গ্রন্থপ্রণয়ন অসম্ভব কার্য্য।

কিন্তু একথায় সন্তুষ্ট হইতে পারি না। সহজেই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়,—"কেমন করিয়া জানিলে যে, মানুষ পারে না?" মানুষ পারে কি পারে না, ইহার মীমাংসা করিতে হইলে, মনুষ্যশক্তির সীমানিরূপণ করা আবশ্যক।

মনুষ্যশক্তির সীমা কোথায়? মানুষের ক্ষমতা কতদূর যায়? এ সমস্যার মীমাংসা কে করিবে? একজন মনুষ্যের পক্ষে যাহা অসম্ভব, আর একজনের পক্ষে তাহা সম্ভব। এক সময়ে মনুষ্যের পক্ষে যাহা অসম্ভব, আর এক সময়ে তাহাই সম্ভব। তবে মনুষ্যশক্তির সীমা কেমন করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে? মানবাত্মার মধ্যে পরমেশ্বর যে সকল শক্তির বীজ নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা উপযুক্তরূপে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইলে, তাহা হইতে যে কিরূপ অমৃত ফল প্রসূত হইতে পারে, সেই সকল শক্তির বিকাশ হইলে মানুষ যে কতদূর আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারে, জ্ঞান ও ধর্ম্মপথে কত-দূর অগ্রসর হইতে পারে, কে তাহা নিরূপণ করিবে? পুরাবৃত্ত পুনঃ পুনঃ সাক্ষ্য দান করিয়াছেন যে, এক সময়ে যাহা মনুষ্য-শক্তির অতীত বলিয়া কল্পিত হইত, অন্য সময়ে তাহাই মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত বলিয়া সুসভ্য জগতের সম্মুখে নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ইংলণ্ডের রাজা ক্যানিউটের (Canute) গল্প সকলেই জানেন ক্যানিউট্ তাঁহার তোষামোদকারী সভাসদ্‌গণকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহারা বলিলেন "মহারাজ! আপনার ক্ষমতা সর্ব্বত্র বিস্তৃত;—ঐ সমুদ্র পর্য্যন্ত আপনার আদেশ পালন করে।" ধার্ম্মিক ক্যানিউট্ তখন জলের নিকটবর্ত্তী হইয়া গম্ভীর ধ্বনিতে বলিলেন,—"হে সমুদ্র! আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি, তুমি ঐ পর্য্যন্ত আসিবে, আর আসিবে না।" সমুদ্র ইংলণ্ডাধিপতির কথা শুনিল না। প্রবল তরঙ্গাঘাতে তাঁহার নিজের ও তাঁহার সভাসদ্‌বর্গের পরিচ্ছদ আর্দ্র করিয়া দিল। তখন ক্যানিউট্ সভাসদ্‌গণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;—"কোন মানুষ, কোন পার্থিব রাজার কথা সমুদ্র শুনে না। যিনি রাজার রাজা সমুদ্র তাঁহারই আদেশ পালন করে।"

সেইরূপ কেহ মানবীয় শক্তির সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে না। "ঐ পর্য্যন্ত আসিবে আর আসিবে না" মানবীয় শক্তি এ কথা কখন শুনে না। কত রাজা, সম্রাট্, গুরু, পয়গম্বর, ধর্ম্মপ্রয়োজকের আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবীয় শক্তি চির-দিন অগ্রসর হইতেছে।

অপ্রাকৃতিক ক্রিয়া (Miracle) অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের আর একটি প্রমাণ। কিন্তু কোন্‌টি অপ্রাকৃতিক ক্রিয়া এবং কোন্‌টি তাহাই অপ্রাকৃতিক কার্য্য বা ঘটনা। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম কি না প্রাকৃতিক ক্রিয়া তাহার মীমাংসা কে করিবে? অপ্রাকৃ-তিক বা অলৌকিক ক্রিয়া কাহাকে বলে? প্রকৃতির নিয়ম অতিক্রম করিয়া যে কার্য্য অনুষ্ঠিত বা যে ঘটনা সংঘটিত হয়, এবং কি নয়, তাহা কি মানুষ সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিয়াছে? কে বলিবে প্রাকৃতির আরম্ভ কোথায় ও শেষ কোথায়? কে তাহা নির্দ্দেশ করিবে? তবে কোন্‌টি প্রাকৃতিক কার্য্য এবং কোন্‌টি বা অপ্রাকৃতিক কার্য্য কেমন করিয়া তাহা স্থির হইবে? যদি কোন ব্যক্তি বলেন যে, কোন একটি বিশেষ কথা মহাভারত গ্রন্থে কুত্রাপি নাই, তাহা হইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তিনি সমগ্র মহাভারত পাঠ করিয়াছেন। মহাভারতে কোথায় কি আছে, বিশেষ করিয়া না জানিলে উক্তরূপ কথা বলিবার কাহারও অধিকার হয় না। সেইরূপ, সমগ্র প্রকৃতি-গ্রন্থ পাঠ না করিলে,—উহার কোথায় কি আছে, বিশেষ করিয়া না জানিলে,—কোন বিশেষ ঘটনা সম্বন্ধে কেহ বলিতে পারেন না যে, উহা প্রকৃতির অন্তর্গত নহে, অথবা প্রকৃতির সকল নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া উহা সংঘটিত হইয়াছে।

এক সময় ছিল, যখন রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফের কথা কেহ

* শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি বক্তৃতার সার মর্ম্ম।

কল্পনা করিয়া বলিতে পারিলেও তাহা উপন্যাস অপেক্ষা অদ্ভুত বলিয়া গণ্য হইত। আমার প্রপিতামহের নিকট যদি কেহ বলিতেন যে ভবিষ্যতে এমন এক যন্ত্রের সৃষ্টি হইবে যদ্দ্বারা লোকে সপ্তদশ ঘণ্টার মধ্যে হুগলি হইতে বারাণসীধামে গমন করিতে পারিবে, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য তাহাকে কবিরাজ মহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করিতে পরামর্শ দিতেন। যদি কেহ আমাদের পিতৃ পিতামহ গণকে বলিত যে, কলিকাতায় বসিয়া এক ঘণ্টার মধ্যে লাহোরের সংবাদ পাওয়া যাইবে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার জন্য কিঞ্চিৎ বিষ্ণু তৈলের ব্যবস্থা হইত। রেলওয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা মহাত্মা জর্জ ষ্টিফিন্‌সন্ যখন সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ডে রেলওয়ে নির্ম্মাণের প্রস্তাব করেন, তখন (সামান্য লোকের কথা দূরে থাকুক) প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগের নিকটেও তিনি বাতুল বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ইংরাজিতে একটি কথা আছে,—"Truth is stranger than fiction"—সত্য, উপন্যাস অপেক্ষাও আশ্চর্য্য। অদ্য যাহা প্রাকৃতিক নিয়ম-বিরুদ্ধ, কল্য তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম-সিদ্ধ। অদ্য যাহা Miraculous কল্য তাহাই Natural। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি সহকারে অপ্রাকৃতিক ঘটনা নিচয় প্রাকৃতিক বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। বিজ্ঞানের চর্চ্চা সে দিন আরম্ভ হইল। প্রকৃতিরূপ মহাসাগরের এক কণিকাও এখন সর্ব্বতোভাবে মানববুদ্ধির আয়ত্বাধীনে আসে নাই। নিউটনের ন্যায় বর্ত্তমান সময়ের বৈজ্ঞানিকেরাও "বেলাভূমিতে উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছেন, কিন্তু জ্ঞানমহার্ণব তাঁহাদের পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।"

অভ্রান্ত ধর্ম্মগ্রন্থবাদীদিগের যুক্তি এই,মানুষ কখনই প্রাকৃতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন কার্য্য করিতে পারে না। যিনি প্রকৃতির নিয়ন্তা তাঁহাতেই সে শক্তি বর্ত্তমান। তিনি মনে করিলে মানুষকেও তাহা প্রদান করিতে পারেন। পুরাকালে যে সকল মহাপুরুষেরা অলৌকিক ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, হয় তাঁহারা পরমেশ্বরের অবতার, নতুবা তাঁহারা ঐশীক শক্তি সম্পন্ন প্রেরিত মহাজন। সুতরাং তাঁহারা যদি কোন বিশেষ গ্রন্থকে অভ্রান্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা অবশ্যই অভ্রান্ত বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে।

উহার উত্তরে সহজেই কেহ বলিতে পারেন যে, প্রাচীন কালের মহাপুরুষগণ বাস্তবিক যে,অলৌকিক,ক্রিয়া করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? অধুনাতন প্রমাণসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা শাস্ত্রানুসারে (Modern Law of evidence) কেহ কি তাহা সাব্যস্ত করিতে পারেন? কিন্তু আমরা সেরূপ কোন প্রশ্ন করিব না। কখন কোন্‌টী প্রাকৃতিক ঘটনা এবং কোন্‌টি অপ্রাকৃতিক ঘটনা, ইহা নিরূপিত হওয়া অসম্ভব, তখন অপ্রাকৃতিক ঘটনার উপরে অভ্রান্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করা, এবং শূন্যের উপরে গৃহ নির্ম্মাণ করা উভয়ই সমান।

অলৌকিক ক্রিয়াতে অলৌকিক শক্তি প্রকাশিত। কিন্তু শক্তির সহিত পবিত্রতার অবশ্যম্ভাবী বা চিরস্থায়ী সম্বন্ধ নাই। পাপ ও পুণ্য উভয়েরই সহযোগে শক্তি অবস্থিতি করে। কোন অদ্ভুত কার্য্য দেখিলে তাহাতে নিশ্চয়ই শক্তি অনুভব করি। কিন্তু উহা দেবশক্তি কি পিশাচশক্তি কে তা মীমাংসা করিয়া দিবে? আমাদের দেশে চিরকাল পিশাচসিদ্ধ বলিয়া এক প্রকার শক্তিশালী লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। অদ্ভুত ক্রিয়ার জন্য তাহারা প্রসিদ্ধ। কিন্তু অদ্ভুত ক্রিয়াশক্তি থাকিলেও পবিত্রতা বা সাধুতার জন্য তাহারা খ্যাত নহে। অপবিত্রতার সহিত অসামান্য ক্ষমতা যে একত্রে থাকিতে পারে, ইহা পৃথিবীর সকল দেশের লোকই চিরকাল বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। প্রাচীন য়িহুদিদিগের মধ্যেও ঐরূপ সংস্কার ছিল। সেই জন্য তাঁহারা মহাত্মা যীশু খ্রীষ্টের অলৌকিক ক্রিয়ার বিষয়ে বলিতেন যে, তিনি উহা বেইল জিবব (Beelzebub) নামক উপদেবতার সাহায্যে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে হোঁসেন খাঁর অদ্ভুত ক্রিয়া অনেকেই দেখিয়াছেন, সকলেই শুনিয়াছেন। হোঁসেন খাঁ বলিতেন যে, তিনি প্রেত বিশেষের সাহায্যে ঐ সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন একবার আমাদিগের নিকট হোসেন খাঁর আশ্চর্য্য ক্রিয়া কলাপের গল্প করিয়া পরিশেষে বলিলেন "কেমন করিয়া এরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সম্পন্ন করিল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

কেশব বাবুর ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বুঝিতে পারিলেন না! এস্থলে কেশব বাবুর কি করা উচিত ছিল? গললগ্নীকৃতবাসে হোসেন খাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কি বলা উচিত ছিল না,—"হে অলৌকিক ক্রিয়াকারী প্রভু হোসেন খাঁ! আপনি পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ অবতার; আপনি আমাকে উদ্ধার করুন।"

কেহ বুঝিতে পারুন আর নাই পারুন, হোঁসেন খাঁর কার্য্য নিশ্চয়ই প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধ নহে। কেহ কোন অদ্ভুত ক্রিয়া সম্পন্ন করিলে যদি আমি উহা বুঝিতে না পারি, প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকেরা বুঝিবেন। এমনি যদি হয় যে, উনবিংশ শতাব্দীর উচ্চতম বৈজ্ঞানিকও উহার রহস্যোদ্ভেদ করিতে অক্ষম হন, তাহাতেই বা কি? উনবিংশ শতাব্দী যাহা পারিল না, পঞ্চবিংশ শতাব্দী তাহা করিবে। ক্রমেই নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে। পৃথিবীর এখন বাল্যাবস্থা! বিজ্ঞানের উন্নতি গত কল্য আরম্ভ হইয়াছে! এক সময়ে যাহা মনুষ্যের পক্ষে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, এখন তাহা প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ বিষয়! আমাদের পক্ষে যাহা স্বপ্নের অগোচর, ভাবী বংশীয়দিগের পক্ষে তাহাই প্রতিদিনের প্রত্যক্ষীভূত সামান্য ঘটনা! প্রকৃতি দেবী মনুষ্যের নিকটে তাঁহার অনন্ত রত্ন ভাণ্ডার ক্রমে ক্রমে খুলিয়া দিতেছেন।

যোগ সাধনদ্বারা যে, অসামান্য শক্তির বিকাশ হয়, একথা আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত। যোগীগণ বলেন যে, যোগ দ্বিবিধ। শক্তির জন্য যোগ ও মুক্তির জন্য যোগ। যাহাতে অসামান্য শক্তি লাভ হয়, কেবল তজ্জন্যই এক শ্রেণীর যোগী যত্নশীল থাকেন। আস্তিক যোগের ন্যায়, নাস্তিক যোগও আছে।

পঞ্জাবের যোগীর অদ্ভুত কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"রণজিৎ সিংহের রাজ্য পঞ্জাবেতে একজন যোগী দৃষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি যথেচ্ছাকাল পর্য্যন্ত মৃত্তিকা মধ্যে বাস করিতে পারিতেন। জেনেরল বেঞ্চুরা নামক একজন ফরাশীশ ইহার প্রতি সন্দেহ করিয়া পরীক্ষার জন্য তাহাকে মৃত্তিকা মধ্যে স্থাপিত করেন, এবং তিনি ও কাপ্তেন ওয়েড সাহেব তাঁহাকে মৃত্তিকা হইতে উত্থান কালে দৃষ্টি করেন। তাঁহার সংক্ষেপ বিবরণ এই যথা; একদা সেই যোগী রণজিৎ সিংহের আদেশ অনুসারে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া এবং কর্ণ ও নাসিকারন্ধ্র এবং মুখ ভিন্ন অন্য অন্য শরীরদ্বার মধুচ্ছিষ্ট অর্থাৎ মোম দ্বারা বদ্ধ করিলেন, এবং এক পট্টের গোণী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জিহ্বা ব্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক নিদ্রিতবৎ হইলেন। তদনন্তর সেই গোণীর মুখ বন্ধন পূর্ব্বক তাহাতে রণজিৎ সিংহের নাম মুদ্রিত করিয়া তাঁহার লোকেরা তাহা সিন্ধুক মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক বদ্ধ করিলেক, এবং সেই সিন্ধুক মৃত্তিকা মধ্যে রক্ষা করিয়া তদুপরি যব বপন করিলেক। তাহার রক্ষণ জন্য সে স্থানে রক্ষক স্থাপিত হয়। দশ মাস পর্য্যন্ত সেই যোগী মৃত্তিকা মধ্যে মগ্ন ছিলেন, ইতি মধ্যে রণজিৎ সিংহ এবিষয়ে সম্পূর্ণ সংশয়চ্ছেদ জন্য দুইবার সেই স্থান খনন করিতে অনুমতি করেন, এবং দুই বারই তাঁহাকে সমানরূপ অচেতন দেখেন। দশমাস পূর্ণ হইলে যখন তাঁহাকে উত্তোলন করা যায়, তখন তাঁহাকে সম্পূর্ণ প্রাণ হীন বোধ হইয়াছিল। তাঁহার সমুদয় শরীর শীতল, কেবল ব্রহ্মরন্ধ্র অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল। তদনন্তর প্রথমতঃ তাঁহার জিহ্বাকে আকৃষ্ট করিয়া সহজ অবস্থাতে আনয়ন করিলে এবং তাহাকে উষ্ণ জলে স্নান করাইলে দুই ঘণ্টা মধ্যে তিনি পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইলেন। যৎকালে তিনি পৃথিবী মধ্যে মগ্ন থাকেন, তখন তাঁহার নখ কেশ প্রভৃতি বৃদ্ধি হয় না। তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন যে, মৃত্তিকা মধ্যে অবস্থিতি কালে পরমানন্দে মগ্ন থাকেন।*

এই অদ্ভুত ক্রিয়াকারী যোগীর বিষয়ে আমরা দুটি কথা বলিব প্রথমতঃ যোগীর কার্য্য যদি আধুনিক বিজ্ঞানদ্বারা ব্যাখ্যাত হওয়া অসম্ভব হয়, তাহা হইলে কি তাঁহাকে পরমেশ্বরের অবতার অথবা পরমেশ্বর প্রেরিত অভ্রান্ত মহাজন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? কখনই না। প্রতীক্ষা কর; বিজ্ঞান অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়া উহার গূঢ় রহস্য বুঝাইয়া দিবে। বর্ত্তমান মূর্খতা বা অক্ষমতা, ভাবীজ্ঞান বা ক্ষমতাকে অপ্রমাণ করে না।

পূর্ব্বে দুই প্রকার যোগীর কথা বলা হইয়াছে;—শক্তিপ্রার্থী ও মুক্তিপ্রার্থী। যাহাতে মোহবন্ধন ছিন্ন হয়, প্রেম ও ভক্তি উপার্জ্জিত হয়, ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ হয়, তাহার জন্য তাঁহারা দেহ মন সমর্পণ করেন। শক্তির সহিত পবিত্রতার অবশ্যম্ভাবী (Neccessary) সম্বন্ধ নাই। কোন ঘটনায় অদ্ভুত শক্তি প্রকাশিত দেখিলেই কখন মনে করা সঙ্গত নহে যে, উহা পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের কার্য্য। অদ্ভুত অবোধ্য শক্তি, দেব ভাবের চিহ্ন বা প্রমাণ নহে।

ক্রমশঃ

* W. G. Osborne's Court and Camp of Runjeet Sing, P. 124.

## অগ্নি পরীক্ষা।

### জন হুপার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জন হুপার অতঃপর বাসল ও জুরিচ নগরের নিরাপদ আশ্রয় ও বন্ধু বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন। এখানে তিনি এমন উৎসাহ ও তেজের সহিত প্রভুর নাম প্রচার করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার উপাসনালয় লোকে লোকারণ্য হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি প্রতি রবিবার দুইবার করিয়া প্রচার করিতেন। প্রত্যেকবারেই এত লোকের সমাগম হইত যে, অনেকেই স্থানাভাবে দরজার বহির্দ্বারেই দণ্ডায়মান থাকিতে হইত। তাঁহার জ্বলন্ত উৎসাহ, স্বরের মধুরতা, শাস্ত্রজ্ঞান, ব্যুৎপন্নতা এবং অক্লিষ্ট পরিশ্রমে, শীঘ্রই সকলকে মোহিত করিয়া ফেলিল। তিনি বিবিধ প্রকারে পাপ, পার্থিব অসাম্য ও ঘৃণাকর পোপত্বের বিরুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন।

এই সময়ে নবীন সম্রাট এডওয়ার্ড একদিন তাঁহাকে সমীপে প্রচারার্থ আহ্বান করিয়া লইয়া গেলেন। তিনি তাঁহার প্রচারে এতদূর বিমোহিত হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার সম্মানার্থ তাঁহাকে গ্লাডমেষ্টরের বিশপের পদ প্রদান করিলেন। কিন্তু তাঁহার বিশপপদে বরিত হইতে কিছুদিন বিলম্ব হইতে লাগিল। তৎকালে বিশপগণ একপ্রকার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতেন এবং তাঁহাদিগকে একপ্রকার পরিচ্ছদ গ্রহণ করিতে হইত। হুপার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ ও পরিচ্ছদ পরিধানে অসম্মত হইলেন। ইহাতে অত্যন্ত গোলযোগ বাধিয়া গেল। হুপারকে কয়েক দিনের জন্য কারাগারে পর্য্যন্ত বাস করিতে হইল।

অবশেষে তিনি বিশপপদে বরিত হইলেন। তিনি আপনার কর্ত্তব্য এরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিতে লাগিলেন যে, শীঘ্রই তিনি সমস্ত বিশপ মণ্ডলীর আদর্শ হইয়া উঠিলেন। তিনি আপনার মণ্ডলীস্থ নর নারীর সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলার্থ কোন প্রকার পরিশ্রমকেই অনুমাত্রও কষ্টকর বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি একদিকে যেমন গ্রামে গ্রামে ও নগরে পরিভ্রমণ করিয়া বিবিধ উপায়ে প্রচার করিতেন, তেমনি আবার অপরদিকে সন্তানদিগের সুশিক্ষা প্রদান ও গৃহস্থালীর অপর কার্য্যাদিতেও মনোযোগ প্রদানে অবহেলা করিতেন না। এই প্রকারে তিনি একদিকে যেমন গৃহে গৃহস্থ ছিলেন, অপরদিকে তেমনি আবার ধর্ম্মপ্রচারে প্রচারক ছিলেন। তিনি সর্ব্বত্র এক ধর্ম্ম ও একবিধ উপদেশ বিরাজিত রাখিতেন। তাঁহার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে, দর্শকের মনে হইত, তিনি যেন কোন একটী মন্দির বা ধর্ম্মশালায় আগমন করিয়াছেন। তাঁহার গৃহের প্রত্যেক স্থান সর্ব্বদা ধর্ম্ম, সাধুতা, সদালাপ ও সদগ্রন্থ পাঠের সুবাতাসে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহার গৃহে কোন প্রকার অনুষ্ঠান বা কোন প্রকার

জাঁক জমকের আড়ম্বর পরিদৃষ্ট হইত না। তাঁহার বৈশপিক সম্পত্তি হইতে যথেষ্ট আয় হইত। তিনি তাহার সমস্তই সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন। তাঁহার সুপ্রশস্ত গৃহ মধ্যে সর্ব্বদাই একখানি টেবেলে নানাবিধ সুখাদ্যে সুসজ্জিত থাকিত, দীন দরিদ্র নর নারী ও ভিখারীগণ সেই সমস্ত আহার করিত।

এই সময়ে তিনি এতাদৃশ অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতেন যে তাঁহার সহধর্ম্মিণী, পাছে বা তাঁহার শরীর শীঘ্রই ভগ্ন হইয়া যায়, এই ভয়ে পূর্ব্বোক্ত বুলিঙ্গারকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেনঃ—"আমি আপনাকে অনুরোধ করি যে, আপনি মাষ্টার হুপারকে একটু অল্প করিয়া পরিশ্রম করিতে অনুরোধ করিবেন। তিনি প্রত্যহ চারিবার নিতান্ত পক্ষে তিনবারের কম প্রচার করেন না। আমার ভয় হয় পাছে বা এইরূপ অতিরিক্ত পরিশ্রমে অকালে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া যায়। এখানে অনেক ধর্ম্মপিপাসু পবিত্রাত্মা ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই তাঁহার মুখ হইতে প্রভুর কথা শুনিবার জন্য সমুৎসুক, কিন্তু পাছে বা তাঁহার অকালে তাঁহাদিগের শিক্ষক ও তাঁহার অমূল্য উপদেশ হইতে বঞ্চিত হন।"

এইরূপে নিরাপদে আমাদিগের প্রিয় বিশপ, এডওয়ার্ডের রাজত্বকাল, প্রভুর নাম প্রচারে অতিবাহিত করিলেন। মেরী রক্তবস্ত্র পরিহিতা হইয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। হুপারের প্রতি নির্যাতন নববেশ ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার সমুপস্থিত হইল। রাজ্ঞী মেরী ন্যায়তঃরূপে হুপারের নিকট ৮০ পাউণ্ডের জন্য ঋণী ছিলেন। কিন্তু তৎসময়ে রাজপুরুষদিগের মধ্যে ন্যায়ের রাজত্ব বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। তাই নির্দ্দোষী হুপারকেই উলটিয়া রাণীর নিকট ঋণী বলিয়া সাব্যস্ত করা হইল। তিনি ফ্লিট নগরের কারাগারে প্রেরিত হইলেন। এখানে তাঁহাকে প্রায় অষ্টাদশ মাস অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল। এখানে তিনি যে কষ্টে দিনাতিপাত করিতেন, তাহা শুনিলে নিতান্ত পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। কতকগুলি পালক ও বিচালি নির্ম্মিত অতি কদর্য্য শয্যায় তাঁহাকে শয়ন করিতে হইত। যে গৃহে তিনি অবস্থান করিতেন তাহার একপার্শ্বে নাগরিক ময়লা নির্গমন নালী ও অপরপার্শ্বে দুর্গন্ধময় নর্দ্দমা ও আবর্জ্জনারাশি। এই সকল হইতে নিয়ত দুর্গন্ধ উঠিয়া সর্ব্বদা তাঁহার গৃহটীকে পূর্ণ করিয়া রাখিত। এইরূপ কুৎসিত স্থানে বাস করায় শীঘ্রই তিনি ভয়ানক পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তিনি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেনঃ—"আমি পীড়িত। দরজা জানালা প্রভৃতি সমস্ত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ। আমি ক্রন্দন করিতে লাগিলাম, চীৎকার করিতে লাগিলাম এবং সাহায্যের জন্য সকলকে ডাকিতে লাগিলাম। পার্শ্ববর্ত্তী গৃহস্থ অন্যান্য কারাবাসীগণ আমার জন্য কারারক্ষককে বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিল। রক্ষকের পাষাণ হৃদয় গলিল না। দরজাগুলি আরও দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিতে আদেশ করিল। কেহ যাহাতে আমার নিকট না আসে তাহার জন্য সকলকে নিষেধ করিয়া দিল। পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল উহাকে একাকীই থাকিতে দাও, তাহা হইলেই বেশ স্বাধীনতা ভোগ করিবে।' আমি প্রায় অষ্টাদশ মাস এই প্রকারে কারাদণ্ড সহ্য করিলাম। আমার বন্ধু বান্ধব সুখ সচ্ছন্দতা সমস্তই অপহৃত হইয়াছিল। রাণী আমাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই আহার করিতে দিতেন না। অথবা এমন কাহাকেও আমার নিকট আসিতে দিলেন না, যাহাকে দেখিলেও দুই দণ্ড কষ্ট যন্ত্রণা ভুলিয়া যাই। আমার নিকটে একজন অসৎ পুরুষ ও একটী দুষ্টা রমণী সর্ব্বদা বাস করিত। এইরূপে এক ঈশ্বর ব্যতিত আমার আর কোনই শান্তি ছিল না। আমার সকল কথা তাঁহারই নিকট জ্ঞাপন করিতাম। জীবনেই হউক বা মরণেই হউক, তাঁহারই ইচ্ছাই পরিপূর্ণ হউক।"

এইরূপে নির্দ্দোষী সাধু মহাত্মা হুপার অশেষ যন্ত্রনা উপভোগ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও পাষাণ হৃদয় নিষ্ঠুর অত্যাচারীদিগের অত্যাচার পিপাসা মিটিল না। তিনি আপনার ধর্ম্ম-বিশ্বাস ব্যক্ত করিবার জন্য সাউথওয়ার্কের সেণ্ট মেরী ও ভারি মন্দিরেরর লেডী চ্যাপেলে নীত হইলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে তিনটী অভিযোগ উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ তিনি একজন ধর্ম্মযাজক হইয়া দার পরিগ্রহ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি বিবাহচ্ছেদ (divorce) বিষয়ে শাস্ত্রীয় যুক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ তিনি প্রভু ভোজ (Lords supper) খ্রীষ্টের বাস্তব বর্ত্তমানতা স্বীকার করেন না। এই তিনটী অভিযোগের প্রত্যেকটীর বিচারকালেই তিনি কর্কশ বিচারকগণ দ্বারা বারম্বার তর্জ্জিত গর্জ্জিত হইতে লাগিলেন। তিনি ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করেন নাই বলিয়া একজন বিচারক তাঁহাকে পশু (Beast) বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তিনি দোষী সাব্যস্ত হইলে পর রজনীযোগে তাঁহাকে নিউগেট নামক স্থানে আনয়ন করা হইল। তাঁহার প্রতি নগরবাসী আবাল বৃদ্ধ নর নারীর গভীর শ্রদ্ধাতে ভক্তি ছিল। তাই পাছে কেহ কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত করে, এই ভয়ে রাজপথের সমস্ত দীপ নির্ব্বাপিত হইল। কিন্তু সাধু মহাত্মার সম্মান কেহই বাহ্য উপায়ে বিনষ্ট করিতে পারে না। লণ্ডনবাসী সাধু হৃদয় পুরুষ রমণী বর্ত্তিকা হস্তে স্ব স্ব গৃহ দ্বারে দণ্ডায়মান হইল। তিনি যাই রাস্তা দিয়া গমন করিতে লাগিলেন, অমনি চারিদিকে আশীর্ব্বাদের ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। সকলে একমনে পরমেশ্বরের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল এবং প্রত্যেকেই প্রার্থনা করিতে লাগিল, তিনি যেন অন্তিম কালে তাঁহার হৃদয়ে বলবিধান করেন।

নিউগেটের চ্যাপেলে বিশপ বোনার কর্ত্তৃক তাহার প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইল। গ্লাউসেষ্টর নগরই তাঁহার মৃত্যুস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। এই শেষ সংবাদে হুপার পুলোকিত হইয়া উঠিলেন। তিনি উর্দ্ধদেশে হস্ত ও চক্ষু উন্নত করিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। তিনি এই বলিয়া আরও তাঁহার জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন যে, তিনি যাঁহাদিগের নিকট এতদিন তাঁহার সত্যরাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহাদিগেরই সম্মুখে আজ সত্যকে জয়যুক্ত করিয়া অমৃত

লোকে চলিয়া যাইবেন। তিনি পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া গমনের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। রজনীর অন্ধকার অবসান হইতে না হইতেই সকলে তাঁহাকে লইয়া গ্লাউসেষ্টর অভিমুখে যাত্রা করিল। এপ্তেন ইস্ নামক স্থানে তাঁহার প্রাতের আহার (Breakfast) সম্পন্ন হইল। সকলে অশ্বারোহণে যাত্রা করিল। কেহ তাঁহাকে না চিনিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে একটী লম্বা টুপী দ্বারা তাঁহার মুখ পর্য্যন্ত ঢাকিয়া দেওয়া হইল। সাইরেনসেষ্টর নগরে একবৃদ্ধার গৃহে তাঁহার মধ্যাহ্ন ভোজন (Dinner) হইল। এই বৃদ্ধার পূর্ব্বে ধর্ম্মের প্রতি অতীব বীতশ্রদ্ধ ছিল, এবং তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক অপবাদ ঘোষণা করিত। সে মনে করিত, পরীক্ষায় পড়িলে নিশ্চয়ই তিনি স্থির থাকিতে পারিবেন না, কিন্তু যখন দেখিল তিনি ধর্ম্মের জন্য প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দিতে চলিয়াছেন, তখন আর স্থির থাকিতে পারিল না, একেবারে কাঁদিয়া তাঁহার সম্মুখে দোষ স্বীকার করিয়া পড়িল।

গ্লাউসেষ্টর নগরের এক মাইল দূরে বহুসংখ্যক লোক তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি আগমন করিবামাত্র সকলে অক্রন্দনে তাঁহার প্রতি অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতে লাগিল। রক্ষীগণ একেবারে ভয়ে বিহ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি কোনরূপ গোলবাধাইবার লোক ছিলেন না। অল্প বিশ্বাসীগণ চিরদিনই ভয়ভীতির আশঙ্কা করিয়া থাকে। তাই নগরের নানা স্থানে সৈন্যগণ সশস্ত্রে দণ্ডায়মান ছিল। কিন্তু তাহাদিগের আশঙ্কা মাত্রই সার হইল। স্বর্গের সাধু তাহাদিগের দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। নিরীহ নগরবাসীগণ কেহই অশান্তির চিহ্নমাত্রও প্রদর্শন করিল না। ৫টার সময় গ্লাউসেষ্টরের বিশপ বন্দীভাবে গ্লাউসেষ্টরে প্রবেশ করিলেন। ইনগ্রাম নামক এক ব্যক্তির গৃহে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। রজনীতে পরিতোষরূপে আহার গ্রহণ করিলেন এবং নিরুদ্বেগে প্রথম ঘুম ঘুমাইয়া লইলেন। প্রথম নিদ্রার পর জাগিয়া বসিয়া সমস্ত রজনী কেবল প্রার্থনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। প্রভাতে অন্য একটী নির্জ্জন গৃহে গমনের জন্য অনুমতি চাহিলেন। আহারাদি ও দুই একটী নিতান্ত আবশ্যকীয় যাহা বলিবার সময় ব্যতীত সমস্ত দিন প্রার্থনা ও পরমেশ্বরের সহবাসে অতিবাহিত করিলেন। এইরূপে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কেবলমাত্র প্রার্থনাই তাঁহার সম্বল ও কেবলমাত্র প্রার্থনাই তাঁহার অবলম্বন রহিল।

রক্ষীগণ বাহিরের কোন ব্যক্তিকেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিত না। তথাপি একটী অন্ধ বালক ও কিঙ্গষ্টন নামক এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার কথোপকথন হইয়াছিল। অন্ধ বালক কিছুদিন পূর্ব্বে কঠোর হৃদয় উৎপীড়কগণ দ্বারা তাহার সত্য বিশ্বাস ও ধর্ম্মমতের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছিল। মাষ্টার হুপার তাহাকে বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সজল নয়নে বলিলেন :—'অসহায় বালক! জানি না কি মঙ্গল অভিপ্রায়ে পরমেশ্বর তোমার বাহিরের চক্ষু অপহরণ করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তোমাকে এমন এক চক্ষু প্রদান করিয়াছেন, যাহার নিকট এই বহিশ্চক্ষু অতি সামান্য ও তুচ্ছ পদার্থ। তোমার আত্মাকে জ্ঞান ও বিশ্বাসের চক্ষু দ্বারা সুশোভিত করিয়া দিয়াছেন। তুমি যাহাতে তাঁহার প্রার্থনায় উত্তরোত্তর অগ্রসর হইতে পার, তজ্জন্য পরমেশ্বর নিয়ত তোমার প্রতি কৃপাবারি বর্ষণ করিবেন। তুমি সেই চক্ষুকে হারাইও না, তাহা হইলে একেবারে শরীর ও আত্মা উভয়তঃই অন্ধ হইয়া পড়িবে।'

কিঙ্গষ্টনের সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহাও অতি হৃদয়স্পর্শী। কিঙ্গষ্টন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া হুপারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্রই একেবারে কাঁদিয়া উঠিলেন। হুপার প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন না, পরে তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহার পূর্ব্ব বন্ধু বলিয়া চিনিলেন। কিঙ্গষ্টন বলিলেন :—"আপনি এখানে মৃত্যুর জন্য আনীত হইয়াছেন। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখুন, জীবন কেমন সুমধুর এবং মৃত্যু কিরূপ ভীষণ! সুতরাং জীবিত থাকিতে চেষ্টা করুন। কিছুদিন বাচিয়া থাকিলে সংসারে অনেক কার্য্য করিতে পারিবেন।" হুপার উত্তর দিলেন :—'আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য, আমি এখানে মৃত্যুর জন্যই আসিয়াছি। কারণ আমি যে সত্য একবার এইস্থানে আপনাদিগের সম্মুখে এবং দেশে অন্যান্য স্থানে প্রচার করিয়াছি, তাহা কখনই অস্বীকার করিতে পারিব না। আপনি যাহা বলিতেছেন, যদিও আমি এরূপ কথা আপনার নিকট আশা করি নাই, তবুও আপনার বান্ধব পরামর্শের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ইহা সত্য যে, মৃত্যু অতি ভীষণ এবং জীবন অতি সুমধুর, কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখুন ভবিষ্যৎ মৃত্যু আরও কত ভীষণ এবং ভবিষ্যজ্জীবন আরও কেমন সুমধুর! আপনি ইহাও মনে করিবেন না যে, আমি এই শেষোক্ত কারণেই এজীবন বা এ মৃত্যুকে শ্রদ্ধা বা ভক্তি করিতেছি, কিন্তু আমি সম্পূর্ণরূপে আমাকে পরমেশ্বরের পবিত্র শক্তি মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছি এবং সেই শক্তিতেই তাঁহার সত্য অস্বীকার করা অপেক্ষা ধর্ম্মের সহিত সমস্ত যন্ত্রণাও প্রজ্জলিত অগ্নিরাশি আলিঙ্গন করিতেও প্রস্তুত হইয়াছি। আপনি এবং সকলে পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করুন, তাঁহার দয়া যেন অবতীর্ণ হয়!" কিঙ্গষ্টন অবশেষে এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় গ্রহণ করিলেন "আমি অতি পাপী এবং ব্যভিচারী ছিলাম। পরমেশ্বর অদ্য আপনার নিকট আনিয়া আমার মতে ফিরাইয়া দিলেন। আমি তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি!" হুপার বলিলেন, "আপনি যদি তাঁহার এইরূপ দয়াপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তবে আমি তাঁহার উচ্চ জয় ঘোষণা করি। আর যদি তাঁহার করুণা আপনার প্রতি না আসিয়া থাকে, তবে তিনি করুন তাহা শীঘ্রই অবতীর্ণ হউক, এবং আপনি তাঁহার ভীতির মধ্যে নিয়ত অবস্থান করিতে থাকুন।"

তাঁহার এ জগতের শেষদিন আগমন করিল। বহুদিন সিক্ত কারাগারে বন্দী থাকায় একপ্রকার বাতরোগে তাঁহার আর উঠিবার শক্তি ছিল না। একটী বৃহৎ এলম বৃক্ষের

নিম্নভাগে মৃত্যুস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। সকলে তাঁহাকে কাষ্ঠদণ্ডে আরোহণ করাইয়া সেখানে বহন করিয়া লইয়া আসিল। প্রায় সপ্ত সহস্র লোক তাঁহার শেষ মুহূর্ত্তে সমবেত হইয়াছিল। চারিদিক লোকে লোকারণ্য। বৃক্ষের প্রত্যেক শাখা লোকে পরিপূর্ণ। হুপার একবার জনতার দিকে চাহিলেন। কিছু বলিবার জন্য অভিলষিত হইলেন। কঠোর প্রাণ রাজপুরুষগণ তাঁহাকে কোন কথাই বলিতে দিল না। তিনি অবশেষে সকলকে তাঁহার প্রার্থনায় যোগ দিতে বলিলেন। চারিদিক ক্রন্দন বিলাপ ধ্বনিতে পরিপূর্ণ করিয়া প্রার্থনা বাক্য সকল সমুত্থিত হইতে লাগিল। হুপার খ্রীষ্টান ছিলেন, তাঁহার প্রার্থনা খ্রীষ্টান ভাবেই পরিপূর্ণ ছিল, আমাদিগের সহিত মত দ্বৈধ থাকিলেও সরল বিশ্বাসীর প্রার্থনাটী এইস্থানে উদ্ধৃত হইল:—

"প্রভু! আমি নরক, কিন্তু তুমি স্বর্গ। আমি পাপের দুর্গন্ধময় কূপ, তুমি পবিত্র পরমেশ্বর এবং কৃপাময় পরিত্রাতা। আমার প্রতি কৃপা কর। তোমার অপার দয়া ও অনন্ত পবিত্রতার নিকট অতি দীন হীন ও গরিব পাতকী। তুমি স্বর্গরাজ্যে আরোহণ করিয়াছ, সেখানে তোমার পিতার সহিত সমভাবে জয় উপভোগ করিতেছ, আমাকে গ্রহণ কর এবং তোমার আনন্দের এক কণিকা প্রদান কর। হে পরম প্রভু! তুমি বেশ জানত কেন আমি এখানে যাতনা ভোগ করিতে আসিয়াছি এবং কেন এই সকল দুষ্টগণ তোমার নিরুপায় ভৃত্যকে নির্যাতন করিতেছে। আমি আমার পাপ, বা তোমার নিয়ম উল্লঙ্ঘনের জন্য উৎপীড়িত হইতেছি না, কিন্তু ইহারা তোমার পবিত্র রক্ত ও পবিত্র সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে, আমি যদিও নিতান্ত দীন হীন, তথাপি তোমার পবিত্র আত্মা দ্বারা এবিষয় বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছি, তাই ইহাদিগের অন্যায় কার্য্যাবলী সমর্থিত করিতেছি না, তাই ইহারা আমাকে নিপীড়িত করিতেছে। হে আমার প্রভু এবং পরমেশ্বর! তুমি বেশ দেখিতেছ, তোমার দুর্ব্বল প্রাণীর জন্য কি ভয়ানক যন্ত্রণা ও নিষ্ঠুর উৎপীড়ন সকলই বিহিত হইয়াছে। তোমার শক্তি ব্যতীত কেহই এ সকল সহ্য করিতে পারে না, তোমার শক্তি ব্যতীত কেহই এ অত্যাচার অতিবাহিত করিতে পারে না। কিন্তু মানুষের পক্ষে অসম্ভব তাহা সকলই তোমার পক্ষে সম্ভব। অতএব আমাকে তোমার বলে বলীয়ান কর, আমি যেন অগ্নিমধ্যে সহিষ্ণুতার সীমা উল্লঙ্ঘন না করি অথবা আমি যেন যন্ত্রণার ভয়ে ম্রিয়মান না হই। আমি যেন তোমার মহিমা অধিকতররূপে ঘোষণা করিতে সমর্থ হই।

প্রার্থনা শেষ হইল। একজন লোক অগ্রসর হইয়া বলিল "মহাশয়! ক্ষমা করুন আমি সামান্য ভৃত্য, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার নিমিত্ত নিয়োজিত হইয়াছি।" হুপার বলিলেন "তোমার ইহাতে কোন অপরাধ নাই, তুমি তোমার কর্ত্তব্য সমাপন কর, পরমেশ্বর তোমায় ক্ষমা করিবেন।" তাঁহার সম্মুখে রাজ্ঞীর ক্ষমাপত্র স্থাপিত হইল। তিনি অতি বিরক্তির সহিত বলিলেন "তোমরা আমার আত্মাকে ভালবাস তবে এই মুহূর্ত্তেই উহা এই স্থান হইতে অপসারিত করিয়া ফেলিয়া দাও।" চিতায় অগ্নি প্রদত্ত হইল। যাতনা অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনবার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল, তিনবারই তিনি অতি কষ্টে সহ্য করিলেন। তৃতীয়বারে হস্তদ্বারা চক্ষু মুছিয়া বলিলেন "পরমেশ্বরের প্রীতির জন্য তোমরা আগুণ প্রদান কর।" কুণ্ড মধ্যে সমস্ত ক্ষণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল, জিহ্বা অসাড় হইয়া পড়িল, তথাপি প্রার্থনার অবসান হইল না, যতক্ষণ না মাংসের সহিত ওষ্ঠদ্বয় চিতামধ্যে আসিয়া পড়িল, ততক্ষণ তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় প্রার্থনার চিহ্ন প্রকাশ করিতে বিরত হইল না। দুইখানি হস্ত বক্ষঃস্থলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, একখানি পুড়িয়া পড়িল, তথাপি অপরখানি বক্ষে ধরিয়া রাখিলেন। ক্রমে সেখানিও পুড়িয়া গেল, প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই প্রাণ বায়ু বহির্গত হইল, জননীর সন্তান জননীর বক্ষেই ঘুমাইয়া পড়িল।

## "সত্যাৎনাস্তি পরোধর্ম্মঃ।"

যেকালে এবং যে দেশে বসিয়া ঋষি এই মহা সত্য প্রচার করিয়াছিলেন সেকাল আজ বিস্মৃতির অগাধ জলে ডুবিয়াছে, সে দেশ পুরাতন কলেবর পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু এই মহা সত্য আজও ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে উত্তর প্রান্ত হিমাদ্রির অভ্রভেদী শিখরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, আজও সিন্ধুতীরে বসিয়া ভারত সন্তান এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে। শুধু ভারত কেন, ভারতের অন্যান্য ধন সম্পত্তির ন্যায় সুসভ্য ইউরোপও এ মহাসত্যের জন্য দরিদ্র ভারতের নিকটে ঋণী। জগতবাসী এ অমূল্য ধন পাইয়া ধন্য হইয়াছে। দারিদ্র্যের কশাঘাতে যাহার প্রাণ ছিন্ন হইতেছিল এই মহামূল্য সামগ্রী পাইয়া তাহার সকল দুঃখ দূর হইল, লক্ষ্যহীন তরণীর ন্যায় যাহার জীবন সংসার স্রোতে ইতস্ততঃ ভাসমান হইতেছিল সে জীবনের লক্ষ্য স্থির করিতে সমর্থ হইল, অকূল সাগরের মধ্যে দাঁড়াইবার একটু জমি পাইল। এখন দেখা যাউক এই মহা সত্যটী কি এবং কি উপায়েইবা ইহাকে জীবনে লাভ করিয়া কৃতার্থ হওয়া যায়।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখিতে পাই যে, জগতে যে ব্যক্তি যাহা করিতেছে তাহার নিকটেই তাহা সত্য। যিনি জ্ঞান চর্চ্চা করিতেছেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি অবিলম্বে উত্তর করিবেন "জ্ঞানাৎমুক্তি" তাই জ্ঞানান্বেষণে রত হইয়া সংসারের আর সকল বিষয়ে উদাসীন হইয়াছেন। যিনি দেহ মনের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া মানব জাতির বিবিধ কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন, 'কর্ম্মই সত্য, কর্ম্মই সার, কর্ম্মই জীবনের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা।'

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা কর, দার্শনিক পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা কর সকলের নিকটেই ঐ এক উত্তর পাইবে। আবার ঐ যে কুক্রিয়ান্বিত সুরাপায়ী, নানাদোষে কলঙ্কিত এক ব্যক্তি মনুষ্য সমাজের ঘৃণার পাত্র হইয়া আপনার সুখে

আপনিই নাচিতেছে গাইতেছে, উহাকে জিজ্ঞাসা কর উহার মুখেও শুনিতে পাইবে, ওব্যক্তি যাহা করিতেছে তাহাই জগতের সার সত্য। এইরূপে সভ্য অসভ্য যে জাতির নিকটে অন্বেষণ করিতে যাইবে সকলেই নিজের ভাবে সত্যের ব্যাখ্যা করিবেন। আধুনিক ও প্রাচীন ধর্ম্ম শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতামত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ, প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবে ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে এক এক সত্যে উপনীত হইয়াছেন। এখন সহজেই প্রতীত হইতেছে যে, সত্য আপেক্ষিক; সত্য নিরপেক্ষ নয়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যদি সত্য আপেক্ষিক হইল তবে কি জগতে সত্যের কোন সাধারণ আদর্শ থাকিবে না? যে যাহা করিবে তাহাই যদি সত্য হয় তবে আর সত্য মিথ্যার প্রভেদ রহিল কি? এ কথা সত্য বটে যদি সত্যের গতি এইরূপই হয় তবে পোপের একাধিপত্য চূর্ণ হইয়া যায়, ধর্ম্মশাস্ত্রের কর্ত্তৃত্ব খর্ব্ব হয়, মতের আদর কমিয়া যায় এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে। পক্ষান্তরে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই যদি মানবের ধর্ম্ম হয় তবে প্রত্যেক ব্যক্তির মত যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে তাহা করিতে হইবে। পরের দ্রব্য অপহরণ করা যেরূপ পাপ বলিয়া অবধারিত হইয়াছে, পুরুষ স্ত্রীলোকের প্রতি, স্ত্রীলোক পুরুষের প্রতি অন্যায় ও অতিরিক্ত অধিকার লইলে যেরূপ নীতি বিগর্হিত কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির মত ও বিশ্বাসকে আক্রমণ করিলেও সেইরূপ নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। ধর্ম্মপরায়ণ বিশ্বাসী ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন, সত্যের আকর পরমেশ্বর প্রকৃতি ও মানবের মধ্য দিয়া সত্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি কখন কাহার মধ্য দিয়া মানবকে সত্য শিক্ষা দিয়া থাকেন মানব অজ্ঞানতা ও বাসনার ঘোর তমসে আচ্ছন্ন থাকে বলিয়াই অনেক সময়ে তাহা জানে না। পরমেশ্বর যেমন সত্য স্বরূপ তেমনি চিৎস্বরূপ। মানবের মধ্যেও এই চিৎশক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। মানব পাপী হউক, সাধু হউক, ধনী হউক আর দরিদ্র হউক পরমেশ্বর হইতে কখনও বিচ্যুত হয় না। চিৎরাজ্যেই চিৎস্বরূপের প্রকাশ। মানব এই চিৎশক্তির অধিকারী বলিয়াই অমরত্ব লাভ করিয়াছে, এই চিৎশক্তির অধিকারী বলিয়াই শয়নে ভোজনে, ভ্রমণে স্বপনে সকল অবস্থায় পরমেশ্বরের মধ্যে বাস করিতেছে, পরমেশ্বর মানবের মধ্যে বাস করিতেছেন। উভয়ের মধ্যে এমন দৃঢ় বন্ধন উভয়ের মধ্যে এমন প্রাণের যোগ যে একে অন্যকে ছাড়িয়া নিমেষ পৃথক থাকিতে পারেন না। একের মৃত্যুতে অন্যের মৃত্যু, একের জীবনে অন্যের জীবন। এখন কি করিয়া সত্য লাভ করিতে হয় তদ্বিষয় দুই চারিটি কথা বলিয়াই শেষ করিব।

তুলনার দ্বারাই আমরা সকল সত্য লাভ করিয়া থাকি। সত্য বলিলে আমরা কি বুঝি? যাহা মিথ্যা নয় ইহাই কি বুঝি না? এইরূপ আলোক বলিলে যাহা অন্ধকার নয় ইহাই বুঝিয়া থাকি। ইদং বলিলে যাহা অহং নই তাহাই বুঝি। আবার যখনই দুই বস্তু তুলনা করিতে যাই তখনই তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ভাব সাধারণ দেখিতে পাই। দুইটী বস্তু যদি কতকগুলি বিষয়ে এক বলিয়া প্রতীত না হয় তবে তুলনার দ্বারা তাহাদের পৃথকত্ব প্রমাণ করাই অসম্ভব হইয়া উঠে। আবার দেখা যাইতেছে এইরূপ তুলনা করিবার শক্তি আমরা জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই লাভ করিয়া থাকি। সুতরাং যাহা কিছু মানব শিক্ষা করিয়া থাকে সমস্ত অভিজ্ঞতা হইতে; এখন এই অভিজ্ঞতার তারতম্য অনুসারে সত্যের তারতম্য; যিনি যে পরিমাণে অভিজ্ঞ তিনি সেই পরিমাণে সত্যের সকল দিক্ দেখিতে পান। অভিজ্ঞতাই যদি জ্ঞানের মূল না হইত তবে আর সংসারে মত ও সত্য লইয়া এত বিবাদ থাকিত না। পূর্ণ সত্য কেহই দেখিতে পান না, কেহ বা একআনা, কেহ বা আধ আনা, অথচ ভ্রান্ত মানব ষোল আনা লইয়া গোল করে। ধর্ম্মসমাজ বিজ্ঞানকে নাস্তিকতার প্রসবিত্রী বলিয়া একদিকে ফেলিয়া রাখিয়াছেন। বিজ্ঞান ধর্ম্মকে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের নামান্তর বলিয়া সর্ব্বদাই উপহাসের চক্ষে দেখিতেছেন। এই বিবাদ ক্রমশই ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইত সন্দেহ নাই; ইউরোপের গৌরব, সমস্ত পৃথিবীর ভূষণ কতিপয় মহাজন উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর অনেক কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অজ্ঞেয়তাবাদী হারবার্ট স্পেন্সার এই একদেশদর্শীতা সম্বন্ধে কি মত প্রদান করিয়াছেন তাহাই পাঠকবর্গের জ্ঞাপনার্থে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

"Religion, at the outset asserted a mystery, also made numerous definite assertions respecting this mystery—professed to know its nature in the minutest detail; and in so far as it claimed positive knowledge it trespassed the province of science. From the times of early mythologies when such intimate acquaintance with the mystery was alleged, down to our own days, when but a few abstract and vague propositions are maintained Religion has been compelled by science to give up one after another of its dogmas—of those assumed cognition which it could not substantiate."

In the meantime, Science substituted for the personalities to which Riligion ascribed phenomena, certain metaphysical entities; and in doing this it trespassed the province of religion, since it classed amony the things which it comprehended certain forms of the incomprehensible. Religion and science are necessary corelatives of known cannot be thought of apart from the unknown; nor can on unknown be thought of apart from the known."

FIRST PRINCIPLES
*Herbert Spencer.*

শ্রীচ——

## নীতি-মালা।

(১)

হইলে সরল ব্যাকুল অন্তর,
ব্রহ্ম সন্দর্শন হবে নিরন্তর।

(২)

নির্ম্মল দর্পণে বিভাতি সকল,
পবিত্র হৃদয়ে ব্রহ্ম নিরমল।

(৩)

মানুষ-ভুলান বাহ্য আড়ম্বর,
এতে কি কখন ভুলেন ঈশ্বর?

(৪)

ছদ্মবেশ ধর বহু দিন নয়,
অচিরে সকলে জানিবে নিশ্চয়।

(৫)

সহজে ঠকাতে পার নরগণে,
ঈশ্বরের হাত এড়াবে কেমনে?

(৬)

নাচে চুণা পুঁটি জলের উপরে,
রোহিত অতল সলিলে বিহরে।

(৭)

ধর্ম্ম ক'রে কেহ লোকের দেখায়,
নিভৃতে সাধক কত সুধা খায়।

(৮)

সর্প ব্যাঘ্র শত্রু নহে কদাচন,
নর নর-শত্রু রাখিও স্মরণ।

(৯)

বিপদ পরীক্ষা কভু না করিবে,
আসিলে বিপদ সাহস ধরিবে।

(১০)

নির্ব্বোধ, নিজের বিপদ ঘটক,
নিজ পথে দেয় আপনি কণ্টক।

(১১)

প্রলোভন হতে থেক সদা দূরে
রাক্ষসের মত চারিদিকে ঘুরে।

(১২)

নিজে যাহা বুঝ তাহাই করিবে,
দেখা দেখি কোন কাজে না যাইবে।

(১৩)

পরীক্ষা করিয়া আপন অন্তর,
ঈশ্বরের পথে হও অগ্রসর।

---

## সাধক প্রবর ৺ রামকৃষ্ণ পরম হংস।

গত ৩১শে শ্রাবণ রবিবার দক্ষিণেশ্বরের ভক্ত রামকৃষ্ণ পরম হংস পরলোক গমন করিয়াছেন। ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদের অনেক বিষয়ে অনৈক্য থাকিলেও তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা, ঐকান্তিক ধর্ম্মানুরাগ, আশ্চর্য্য ত্যাগ স্বীকার, কঠোর বৈরাগ্য, গভীর প্রেম, প্রভৃতি গুণ সকল দর্শন করিয়া আমরা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। যে সকল ধর্ম্মাত্মা বঙ্গ দেশকে উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন রামকৃষ্ণ তাঁহাদের মধ্যে একজন। রামকৃষ্ণ অশিক্ষিত না হইয়াও সরলভাবে ধর্ম্মের এমন সকল নিগূঢ় সারগর্ভ কথা সকল বলিতেন যে তাহা শুনিয়া আমরা অনেক সময় মুগ্ধ হইতাম। এসকল গভীর সাধন ভজনের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা বঙ্গের একটী উজ্জ্বল সাধক হারাইয়াছি। তাঁহার মৃত্যুতে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি মাত্রেই যে দুঃখিত হইবেন তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত সেই শান্তিদাতা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি তাঁহার পরলোকাগত আত্মাকে দিব্য জ্ঞানালোকে আরও উজ্জ্বল করিয়া চিরদিন সুখে এবং শান্তিতে রক্ষা করুন।

---

## ব্রাহ্মসমাজ।

বিগত শনিবার ১৪ই আগষ্ট ১৮৮৬ তারিখে মুঙ্গেরে তিন আইনানুসারে একটী ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রী অত্রত্য বাবু চণ্ডীচরণ সিংহ মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী ইন্দুমতী বয়ক্রম ১৫ বৎসরের অধিক। পাত্র কলিকাতার শোভাবাজারস্থ সিটী কলেজের শাখা বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক বাবু শশিভূষণ মহাশয়ের সহোদর শ্রীমান অধরচন্দ্র বসু বয়ক্রম ২৩ বৎসর। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। দেবগৃহ, কলিকাতা, ভাগলপুর, মতিহারী, ও বোলপুর হইতে অনেকগুলি ব্রাহ্ম কেহ কেহ সপরিবারে তথায় যাইয়া এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। মুঙ্গেরের অনেকগুলি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভদ্র ও সাধারণ লোক ও এই বিবাহ কার্য্য দেখিবার জন্য বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে সভাতে এবং তৎপর বিবাহানুষ্ঠান সভা মধ্যে চতুর্দ্দিকে উপস্থিত হইয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

বিগত ১০ই আগষ্ট ডিব্রুগড়ে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজদাস বিশ্বাস মহাশয়ের প্রথমা কন্যার ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুসারে নাম করণ হইয়া গিয়াছে। কন্যার নাম ইন্দুপ্রভা রাখা হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

---

## সমালোচনা।

চিন্তাবিন্দু—ধর্ম্মবন্ধু কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৵১০০ এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। এপ্রকার সরল, ধর্ম্মভাব পূর্ণ পুস্তক আমাদের দেশে অতি বিরল। ইহার ভাষা অতি সরল এবং মধ্যে মধ্যে গভীর চিন্তার ও বিশেষ পরিচয় পাইলাম। ধর্ম্ম পিপাসু ব্যক্তিগণ ইহার এক এক পংক্তি সময়ে সময়ে পাঠ করিয়া চিন্তা করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন। সকল শ্রেণীর ধর্ম্মাবলম্বীগণ এই পুস্তক পাঠ করিয়া বিশেষ উপকার লাভ করিতে পারেন।

## ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্ম আন্দোলনের মহানুভাবকগণের প্রতি নিবেদন।

শিলং ব্রাহ্মসমাজ এতদঞ্চলের অন্যতম পার্ব্বতীয় জাতি খসিয়াদিগের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল প্রচার করিবার ইচ্ছা দীর্ঘকাল পোষণ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু খসিয়াদিগের ভাষা পটুতার সহিত বলিতে পারেন এবং তাহাদের মনে আমাদের ধর্ম্মের সত্য সকল বিষদভাবে প্রবেশিত করিতে পারেন এমন প্রচারকের অভাবে তাঁহাদিগকে এই আশা পরিহার করিতে হইয়াছিল। বাস্তবিক অধুনাতন এই বাধা দুরতিক্রম্য হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু আমাদের ধর্ম্মের মত সকল—যাহা প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রিয় হৃদয়ে পরোক্ষভাবে কার্য্য করিতেছে—সেই সকল সরল ও স্বাভাবিক মত কতিপয় শিক্ষিত খসিয়া যুবকের মনোযোগ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে এবং এই বর্ষের প্রারম্ভে আমাদের পত্রের প্রথম স্বাক্ষর কারিদ্বয় সত্যস্বরূপ অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন; এবং বিগত ফেব্রুয়ারি মাসে শিলংএর পাশ্চাত্য পার্শ্বনগরীগুলির মধ্যে অবস্থিত মৌথর নামক পল্লীর কেন্দ্রস্থলে শুদ্ধ খসিয়াদিগের জন্য একটী অভিনব ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ততদিন হইতে আমরা একটী বাটী ভাড়া করিয়া সেইখানেই আমাদের সমিতি সকল আহুত করিতেছি; বাটিটী এই পল্লীর কেন্দ্রস্থলে ও সকলের সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত। আমাদের সাপ্তাহিক সম্মিলনী সকলে বহু লোকের সমাগম হয় আর খসিয়া যুবকগণই উপাসনা করেন এবং মাতৃভাষায় উপদেশ দেন। অপিচ আমরাও কতকগুলি প্রার্থনা সঙ্গীত ও কতকগুলি ক্ষুদ্র পুস্তক খসিয়া ভাষায় অনুবাদ করিতেছি; এবং সেগুলি প্রকাশিত হইলে খসিয়াদিগের মধ্যে বিতরিত হইবে। আমাদিগের চেষ্টা সকল কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইয়াছে—তাহা শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করিয়া দিয়াছে এবং অনেকের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতিতে নিজের মঙ্গল মনে করেন তাঁহারা এই সকল সুখ সম্বাদ হর্ষ ও বিধাতার প্রতি কৃতজ্ঞতার সহিত সমাদরে গ্রহণ করিবেন।

কিন্তু আমরা একটী অভিনব বিপত্তির ভ্রূভঙ্গি সহ্য করিতেছি। যে বাটীতে গত কয়েক মাস আমদের সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়া আসিতেছে তাহার বিক্রয়ের কথা প্রকাশ হইল এবং যদি আমরাই তাহা ক্রয় না করিতাম তাহা হইলে অপর কেহ আসিয়া শীঘ্র আমাদিগকে সেই বাটীর ব্যবহার হইতে বঞ্চিত করিতেন। অন্য একটী বাটীর অথবা অচিরস্থায়ী অন্য একটী বাটী নির্ম্মাণের উপযুক্ত স্থলের অভাবে আমরা বার্ষিক ১২৲ বার টাকা সুদে ৩০০৲ তিনশত টাকা কর্জ্জ করিয়া বাটীটি ক্রয় করিতে বাধ্য হইলাম। অপিচ বাটীটিকে আমাদের ব্যবহারের উপযুক্ত করিতে হইলে তাহাতে আরও ২০০৲ দুইশত টাকা ব্যয় করিতে হইবে এবং পূর্ব্বোল্লিখিত পুস্তকগুলির ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে আরও ৩০০৲ তিনশত টাকার প্রয়োজন। সর্ব্বশুদ্ধ ধরিতে গেলে ৮০০৲ আটশত টাকার আবশ্যক।

কিন্তু অত্রত্য ব্রাহ্মগণের অর্থোপায় সঙ্কীর্ণ এবং শিলং ব্রাহ্মসমাজের একটি উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণের জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে, তাঁহারা তাহাতেই তাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ দান অর্পণ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদের বান্ধবগণ ও সহানুভাবকগণ তাঁহাদের সহায় না হইলে এই সকল কার্য্য একেবারেই অসম্ভব।

এই সকল কারণেই আমরা ব্রাহ্মভ্রাতৃগণের নিকট ও সহানুভাবকগণের নিকট এই আশায় প্রার্থনা করিতেছি যে একটী জাতির, অধিকাংশই যাহার পূর্ণ অজ্ঞানতায় সমাচ্ছন্ন, ঘোর কুসংস্কারে শৃঙ্খলিত, সেই জাতির নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য আমাদের সামান্য চেষ্টা তাঁহাদের সহৃদয় অনুমোদন আকর্ষণ করিবে এবং আরও আশা করি যে তাঁহারা ভারতবর্ষে ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত সমূহের বোধ হয় প্রথম স্থানীয় আমাদের এই চেষ্টার সহায়ীভাবে অভাবে অকাল তিরোধান সহ্য করিবেন না। বদান্য ভ্রাতৃবর্গ শ্রদ্ধার সহিত যাহা কিছু দান করিবেন তাহাই সমাদরে গৃহীত হইবে।

দেয় সমূহ শিলংএ বাবু প্রকাশচন্দ্র দেবের নিকট প্রেরণ করিলেই হইবে।

শিলং; আসাম।
৭ই আগষ্ট, ১৮৮৬

রাঘন সিংভেরী।
জয় সলোমন।
অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়।
প্রকাশচন্দ্র দেব।
সদয়চরণ দাস।
রাজচন্দ্র চৌধুরী।
ব্রজেন্দ্রনাথ সেন।

---

## হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজ।

বিনীত প্রার্থনা।

প্রায় ২০ বৎসর হইল হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত ইহার একটী স্থায়ি গৃহ না থাকাতে সমাজের কার্য্যের অনেক ব্যাঘাত হইতেছিল। ঈশ্বরকৃপায় এই সমাজের একটী পাকা গৃহ নির্ম্মিত হইয়া গত ফাল্গুন মাসে রীতিমত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই গৃহ নির্ম্মাণার্থে প্রায় ২৫০০ আড়াই হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে, এজন্য সমাজ অত্যন্ত দায়গ্রস্ত হইয়া আছেন। সহৃদয় ধর্ম্মোৎসাহী বন্ধুগণ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ-সাহায্য দান করিয়া সমাজকে এই ঋণভার হইতে মুক্ত করেন, ইহাই প্রার্থনা।

২৪-পরগণা,
হরিনাভি
ব্রাহ্মসমাজ
২০শে শ্রাবণ

নিবেদক
**শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত**
গৃহনির্ম্মাণ-ফণ্ডের সম্পাদক।

## ভ্রম সংশোধন।

গত সংখ্যক তত্ত্ব-কৌমুদীতে গিরিরাজ উপত্যকায় যে বিবাহ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে পাত্রের বয়স ভুলক্রমে ১৯ বৎসর লেখা হইয়াছে, তাহা ২১ বৎসর হইবে।

১১নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা ২১শে ভাদ্র মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত

# তত্ত্ব-কৌমুদী

(পাক্ষিক পত্রিকা।)

৯ম ভাগ। ১১শ সংখ্যা। | ১লা আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৮০৮ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ৩৲ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

## প্রার্থনা।

জীবন পথের একমাত্র সহায় ও সম্বল পরমেশ্বর! আমি জীবনের সমস্ত পরীক্ষা ও ঘটনায় দেখিলাম যে, আমার নিজের বল ও ক্ষমতায় এসংসারের পাপ ও প্রলোভনদিগকে কিছুতেই পরাস্ত করা যায় না। আমি যখনই নিজের জ্ঞান ও বলের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে গিয়াছি তখনই প্রতিপদে আমার পদস্খলন হইয়াছে—আমার জ্ঞান ও বল কে যেন চূর্ণ করিয়া দিয়া নিজের অপদার্থতা দেখাইয়া দিয়াছে। কিন্তু যখন তোমার কৃপা ও শক্তিকে জীবনের নেতা করিয়া চলিয়াছি তখন অবাধে সকল বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছি। কৃপাময়! তুমি কৃপা করিয়া আমাকে তোমার কৃপার উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা দাও, আমি যেন এবার হইতে আমার নিজের জ্ঞান বুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া কেবল তোমার কৃপার উপর নির্ভর করিতে পারি।

---

**অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গল দর্শন।**—শুনা যায় পর্ব্বতের উপর একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে তাহার রস অতি তিক্ত। মধুকরগণ সেই তিক্ত রস সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে মধু প্রস্তুত করিয়া থাকে। ঈশ্বর-ভক্ত সাধুগণও এসংসারে ঠিক্ এই মধুকরদিগের ন্যায়। তাঁহারা এই সংসারের যাবৎ অমঙ্গল ঘটনা প্রভৃতি সকলকে আপনাদিগের হৃদয়ের গুণে মধুলিপ্ত করিয়া থাকেন। সংসারের সকল প্রকার আপদ বিপদ অমঙ্গল ও দুর্ঘটনা ভক্তদিগের চক্ষে যেন সুধাবর্ষণ করিয়া থাকে। ভগবানের প্রেমে যাঁহাদিগের হৃদয় নিরন্তর পূর্ণ থাকে তাঁহাদিগের নিকট সংসারের সমস্ত দুর্ঘটনা মঙ্গলের কারণ।

---

**নির্ভর।**—পক্ষীরা যখন উর্দ্ধে উড়িতে থাকে তখন তাহারা আর আপনাদিগের পক্ষদ্বয় সঞ্চালন করে না, কেবল বায়ুর উপর নির্ভর করিয়াই অবাধে উড়িয়া যায়। যখন নিম্ন প্রদেশে থাকে তখন পক্ষদ্বয় সঞ্চালন করিতে থাকে। মানুষ যখন আপনার বলের উপর নির্ভর করিয়া এসংসারে চলিতে যায় তখনই তাহাকে প্রতিপদে সংগ্রাম করিতে হয়, কিন্তু যখন সে একবার আপনার হৃদয় মন পরমেশ্বরে উৎসর্গ করে, আপনার আমিত্ব তাঁহাতে ছাড়িয়া দেয় তখন ঈশ্বরের কৃপাবায়ু তাহাকে অবাধে এসংসারে পরিচালিত করিতে থাকে।

---

**কঠোর ও কোমল হৃদয়।**—শিশির-বিন্দু পুষ্প ও প্রস্তর উভয়ের উপরেই পতিত হয়,—পুষ্প শিশির-বিন্দু গ্রহণ করিয়া সতেজ ও লাবণ্যযুক্ত হয়, কিন্তু প্রস্তর যেমন তেমনই থাকে। অনেকের হৃদয় এই কঠিন পাষাণের ন্যায়। তাহাদিগকে যতই ধর্ম্মকথা বল ও সদুপদেশ দাও না কেন তাহাদিগের চিত্ত যেমন কঠোর তেমনিই থাকে,—তাহাদিগের পাষাণসম প্রাণ যেন কিছুতেই বিগলিত হইতে চায় না, আর কাহার কাহার প্রাণ এমনই কোমল যে, তাহাদিগের সেই সরস প্রাণে, স্বর্গের শিশির-বিন্দু পতিত হইলে তাহা প্রস্ফুটিত শতদলের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে। তুমি তোমার হৃদয়কে ফুলের ন্যায় কোমল কর, তাহা হইলে মুক্তার ন্যায় স্বর্গের শিশির তাহার উপর পড়িয়া অপূর্ব্ব শোভা ও সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করিবে।

---

**কার্য্যের মধ্যে পরমেশ্বরের সত্তানুভব।**—মহাত্মা ইপিক্‌টেটস্ বলিয়াছেন "Think of God oftner than you breathe" অর্থাৎ এই যে নিশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে ইহা অপেক্ষা ঘনতররূপে পরমেশ্বরকে স্মরণ কর। প্রকৃত ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তিগণ একমুহূর্ত্তকালের জন্যও পরমেশ্বরকে প্রাণ হইতে দূরে রাখিতে পারেন না। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, হৃদয় মন ও প্রাণ দিয়া পরমেশ্বরকে ভালবাস। সাধুগণ তাঁহাদিগের হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা তাঁহাকে অর্পণ করিয়া থাকেন। সকল সময়ে কিরূপে পরমেশ্বরকে স্মরণ করা যায় ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তিগণ অনেকসময় এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। বিষয় কার্য্যের মধ্যে থাকিয়া সর্ব্বদা তাঁহার উজ্জ্বল সত্তা প্রাণের মধ্যে অনুভব করা অতীব কঠিন কার্য্য তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহা হইতে দূরে থাকিয়া

সংসারের কার্য্য করা আর দগ্ধ মরুভূমিতে বিচরণ করা সমান। তবে কিরূপে তাঁহাকে সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিয়া দিবসের সকল কার্য্য সম্পন্ন করা যায়? ইহার প্রথম উপায় এই যে, কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে প্রার্থনা পূর্ব্বক সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে এবং কার্য্য করিবার সময় তাঁহারই কার্য্য করিতেছি এইরূপ স্মরণ করিতে হইবে। কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে তাহা পরমেশ্বরের আদেশে সম্পন্ন করিতেছি কি না তাহা বেশ করিয়া বুঝিতে হইবে, নতুবা সে কার্য্যে তোমার হৃদয় মধ্যে প্রকৃত শান্তি ও আনন্দ উৎপাদন করিতে পারিবে না। কর্ত্তব্যজ্ঞান ও ভগবানের আদেশে যে কার্য্য করিতেছ বোধ হইবে, সে কার্য্যের মধ্যেই পরমেশ্বরকে স্মরণ করা যায়। যে কার্য্যই কর না কেন সর্ব্বদা এই মনে করিবে যে, পরমেশ্বরের নাম মহিমান্বিত করিবার জন্যই তুমি সে কার্য্য করিতেছ; তাহা হইলে অত্যন্ত কঠিন ও নীরস কার্য্যেও তোমার নিকট সহজ ও সরস বলিয়া বোধ হইবে। পরমেশ্বরের নাম মহিমান্বিত করিবার জন্য যে ব্যক্তি কার্য্য করে, তাহার কার্য্য হইতে সুধা বর্ষিত হয়। তাঁহার প্রেমেতে নিমগ্ন হইয়া কার্য্য করিবার এই উপায়।

**আত্মোৎসর্গ।**—খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের সাহায্যার্থ কোন স্থানে দান সংগ্রহ হয়। দান সংগৃহীত হইলে, দানাধারের দাতব্য গণনার সময় তাহার মধ্যে নোট, টাকা, সিলিং প্রভৃতির মধ্যে একখানি কার্ড দেখা গেল; তাহাতে এই লেখা আছে—"নিজেকে দান করিলাম" এই অপূর্ব্ব দান দর্শন করিয়া সকলে এই দাতা কে, জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। অনুসন্ধানের পর জানা গেল উপাসকমণ্ডলীর একটী যুবা প্রচার কার্য্যের জন্য এইরূপে নিজের সমস্ত শক্তি ও মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে। সেই দরিদ্র যুবার ধন সম্পত্তি ছিল না যে, তিনি তাহা প্রচারের সাহায্যার্থ দান করেন; অতএব তিনি নিজেকেই দান করিলেন। বিশকোটী রত্ন মুদ্রা এই অমূল্য দানের নিকট পরাস্ত হইয়া যায়! কি ছার অর্থ দান, প্রাণ দান যেখানে;—কি ছার পৃথিবীর অসার ধন সম্পত্তি দান, নিজ প্রাণের রক্ত-বিন্দু দান যেখানে। ব্রাহ্মসমাজের ভাগ্যে সেদিন কবে হবে, যেদিন দেখিব শত শত যুবা পুরুষ ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য নিজ শরীরের রক্ত-বিন্দু পর্য্যন্ত দান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেছেন না। আমাদের প্রিয়তম ব্রাহ্মসমাজের দান সংগ্রহের দিন, যে দিন দেখিব কোন যুবা "নিজেকে উৎসর্গ করিলাম" বলিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবায় জীবন মন উৎসর্গ করিবেন, সেইদিন বুঝিব ব্রাহ্মধর্ম্মের শুভ্র জ্যোতিঃ ক্রমে দেশমধ্যে বিকীর্ণ হইতে আরম্ভ হইল।

## সাধারণের সঙ্গে প্রচারকের সম্বন্ধ।

সেবাকে যাঁহারা নীচ মনে করেন, তাঁহারা প্রচারব্রত গ্রহণ করিতে পারেন না। বাহিরের লোকেরা দেখে, প্রচারকেরা ধর্ম্মোপদেষ্টা, ধর্ম্ম-শিক্ষক বা ধর্ম্ম-গুরু; কিন্তু ভিতরে যাহারা থাকিবে, তাহারা জানিবে, ইহাঁরা যদিও ধর্ম্মোপদেষ্টা সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সাধারণের দাস। সাধারণের সেবা করাই ইঁহাদের জীবনের ব্রত। লোকে যাহাই মনে করুক না কেন, প্রচারক সাধারণের দাস। লোকে চিরকাল দাসত্বকে যেমন ঘৃণা করিয়াছে, সেইরূপ নিঃস্বার্থ দাসত্বকে দেবত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছে; নিঃস্বার্থভাবে মা সন্তানের সেবা করিতেছেন, নিঃস্বার্থরূপে ভগবান মানবের সেবা করিতেছেন, এ দাসত্বে এ সেবকত্বে কি মহত্ব তাহা যখনই মানব স্মরণ করে, তখনই মুগ্ধ হয়। এই জন্যই প্রচারকের দাসত্বকে মানুষ দাসত্ব মনে করিতে পারে না। কিন্তু যেখানে স্বার্থ, সেইখানে প্রকৃত ঘৃণিত দাসত্ব তাহাতে সন্দেহ নাই। জগতের সেবার জন্যই তাঁহারা এ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, এই সেবাতেই তাঁহাদের সুখ, আনন্দ, শান্তি এবং পরিত্রাণ। ইহাতে তাঁহাদিগকে বাধা দিলে, তাঁহাদের প্রাণে আঘাত করা হয়।

প্রচারক সাধারণের দাস; কিন্তু সাধারণ প্রচারকের প্রভু নন, প্রচারকের প্রভু স্বয়ং ভগবান, এটা যে বুঝা বেশী কঠিন তাহা নহে। সংসারে যদি কেহ দাসত্ব করে, তবে সে দাস পিতার আজ্ঞানুসারে পুত্রের সেবা করে; কিন্তু পুত্রের আজ্ঞায় চলে না। যদিও ভৃত্য পুত্রের আজ্ঞা মান্য করে, তথাপি পুত্রের আদেশে চলে না। যে প্রচারক সাধারণের আজ্ঞায় চলিবেন, তিনি অনেক সময় অনেক ভ্রান্তিতে পড়িতে পারেন। এ যদি শুধু সংসারের ব্যাপার হইত, তবেও সংসারে পুত্রের আজ্ঞায় ভৃত্যের চলা কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ইহা যখন স্বর্গীয় ব্যাপার, তখন স্বর্গীয় পিতার আজ্ঞায় চলাই নিরাপদ। যেখানে প্রচারক পুত্রের আজ্ঞায় চলিয়াছেন, সেখানেই মারা গিয়াছেন; এই জন্যই বলা হইয়াছে, প্রচারক সাধারণের দাস, কিন্তু সাধারণ প্রচারকের প্রভু নন, প্রভু স্বয়ং পরমেশ্বর।

যাঁহারা সাধারণের সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, সাধারণ তাঁহাদের সংসারের ভার বহন করিতে অর্থাৎ ভরণপোষণ করিতে দায়ী; কিন্তু প্রচারকদের মনে যদি এই বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে সাধারণ তাঁহাদের প্রভু হইলেন। এ ভাব সাধারণের মধ্যে থাকিতে পারে, কিন্তু প্রচারকদের মধ্যে থাকিতে পারে না। তিনি তাঁহার প্রভুর আজ্ঞায় সাধারণের সেবা করিবেন, কাহারও প্রতি তাঁহার দাবী দাওয়া কিছুই নাই। যদি তাঁহার এমন কোন জোর থাকে, তবে সে প্রভুর নিকট। পরমেশ্বর প্রচারকদের প্রাণে এই বিশ্বাস দিন, তাঁহারই নিকট তাঁহারা সব আব্‌দার করুন।

প্রচারক এবং সাধারণে ভাবগত পার্থক্য কিছুই নাই; কেন না, পরস্পর পরস্পরের হাত ধরা ধরি করিয়া সেই স্বর্গ রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছেন। মানবকে মোহ নিদ্রা হইতে জাগ্রত করিয়া ভগবানের দিকে লইয়া যাইবার জন্য যেমন প্রচারকেরা চেষ্টা করিতেছেন, সাধারণ তেমনই তাঁহাদিগকে ভ্রম প্রমাদের পথে সাবধান করিতেছেন। এইরূপ একে অন্যের সাহায্য করিতেছেন। তবে ইহা সত্য, ভাবেতে এক হইলেও কার্য্যেতে পৃথক। প্রচারকগণ দেশের মোহান্ধ নর নারীগণকে জাগাইতেছেন এটী যেমন সকলেই অনুভব করি-

তেছি কি দেখিতেছি, তৎ সঙ্গে সঙ্গে প্রচারককেও যে সাবধান করা হইতেছে সেটী অনুভব করা কি দেখা তত সহজ নয়; ইহা যিনি যত অনুভব করিতে পারেন, কৃতজ্ঞহৃদয়ে তিনি তত বিনীত হইবেন। যাঁহার এই দৃষ্টি শক্তি কমিয়া যাইবে, তিনি তত অহঙ্কৃত হইয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিবেন। এই অনুভব শক্তি হীনতা হইতে প্রচারকগণ যখন গুরু হইয়া দাঁড়ান, তখন সাধারণ হইতে তিনি অনেক পৃথক হইয়া পড়েন। কার্য্য ব্যতীত, আহার বিহার আচ্ছাদন প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে প্রচারকও সাধারণের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকা উচিত নহে। তবে অবস্থায় কতক বিষয়ে পৃথক করিবে। এবং সুবিধার জন্য যিনি এ বিষয়ের কেহ কিছু পৃথক করেন, তাহা যেন তাঁহার ধর্ম্মোপদেষ্টার চিহ্ন স্বরূপ না হইয়া দাঁড়ায়, এ বিষয়ে তাঁহাকে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। যখনই প্রচারকের আহার, আচ্ছাদনাদি ধর্ম্মোপদেষ্টার চিহ্ন হইয়াছে, তখনই বিশেষ আশঙ্কার কারণ বিবেচনা করিতে হইবে।

প্রচারক ও সাধারণ সকলেই ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বরই সকলের প্রাণ, সুতরাং কাহার প্রতি কাহারও কিঞ্চিৎ মাত্র ঘৃণার ভাব থাকা মহা পাপ। প্রাণস্বরূপের আদেশে পিতার আজ্ঞায় প্রচারক সাধারণের সেবা করিবেন। সাধারণের সঙ্গে প্রচারকের এই সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধ স্বর্গীয়, অতি পবিত্র এবং মহৎ; ইহাতেই প্রচারকের পরিত্রাণ।

## জীবনচক্র।

সংসার-রজনীর ঘোরদুর্য্যোগের মধ্যে পাপ, তাপ, দুঃখ, দারিদ্রতার গভীর পঙ্কে আমার জীবনের চাকা বসিয়া গিয়াছে, উঠাইতে চাহি—উঠে না, চালাইতে চাহি—চলে না, কেন এমন বসিয়া গেল, কে এমন করিয়া প্রোথিত করিল? দেহে সামর্থ্য নাই যে, ধরিয়া তুলি—প্রাণে এমন আকাঙ্ক্ষা নাই যে, একবার চেষ্টা করিয়া দেখি। মোহের ঘন ঘোর অন্ধকারে জগৎকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছে; জল, স্থল কিছুই দেখিতে পাই না, পূর্ব্ব পশ্চিম চিনিতে পারি না। বৈরাগ্যের বিষাদ-বহ সুমন্দ সমীরণ মধ্যে মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া শরীর মনকে অবসন্ন করিয়া দিতেছে। কেন এমন হইতেছে, কে এমন করিল, একি পথের দোষ? এইরূপ একে একে চিন্তাসাগরের গভীরতলে নিমগ্ন হইয়া অবশেষে দেখিলাম, দোষ কাহার নহে, দোষ নিজের। চক্র বিচূর্ণপ্রায়—অর সকল ছিন্নবিচ্ছিন্ন; কারণ চক্রের নাভিস্থল খসিয়া গিয়াছে। আমার জীবনচক্রের নাভি নাই, কেন্দ্র নাই তাই এত দুর্দ্দশা। কেন্দ্রই সকল শক্তির নিয়ামক, সকল বলের পরিচালক, কেন্দ্র সকলের প্রাণস্বরূপ। কেন্দ্র না থাকিলে কিছুই থাকিত না, কিছুই থাকিতে পারে না! শকট-চক্রের অর সকল, নাভি অর্থাৎ কেন্দ্রের চারিদিককে অবলম্বন করিয়া বিদ্যমান থাকে, নাভিটী যদ্যপি ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে দণ্ড সকল কে কোথায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, আর শকট চলে না। দুগ্ধপোষ্য অসহায় শিশু সন্তানদিগের কেন্দ্র জননী; জননী না থাকিলে তাহারা বাঁচিতে পারে না, অনন্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীপূর্ণ বিশাল সৌরজগতের কেন্দ্র—সূর্য্য, সূর্য্য না থাকিলে গগনাবলম্বিত গ্রহ নক্ষত্র সকল কে কোনদিকে ছড়াইয়া পড়ে। পুষ্পের কেন্দ্র বৃন্ত, বৃন্ত না থাকিলে কুসুমের সুকোমল কিঞ্জল্ক সকল কোথায় ঝড়িয়া যায়, পুষ্পের সে মাধুর্য্য সে মনোহারিতা থাকে না। এইরূপ সামান্য পরমাণুকণা হইতে বৃহৎ পদার্থ পর্য্যন্ত সকলেরই এক একটি কেন্দ্র আছে। সেইরূপে মানবজীবনেরও একটি কেন্দ্র আছে। মানব-জীবন সেই কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়াই স্থিতি করে, সঞ্চরণ করে। জীবন যখন কেন্দ্রচ্যুত হয়, জীবনচক্রের নাভি যখন খসিয়া যায়, তখন হৃদয়রাজ্যে জড়তার এক গাঢ়নিদ্রা আবির্ভূত হইয়া সাধুবৃত্তি সকলকে সুষুপ্ত করিয়া ফেলে, তখন অন্তঃকরণের আশা ও উৎসাহের তেজ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। হস্ত পদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সামর্থ্য সকলও যেন কে হরণ করিয়া লয়। জীবনে ঘোর দুর্গতির সঞ্চার হয়। মানুষ! তোমার জীবনচক্রের নাভি কে,—তাহা দেখাইয়া দাও। অনন্তশক্তিমান্ পরমেশ্বর মানবজীবনের কেন্দ্র, তিনিই আমাদের জীবনচক্রের নাভিস্বরূপ, তিনিই—"সসেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়।" তিনিই শক্তি সামর্থ্য, তিনিই বীর্য্য বিক্রম, তিনিই দেশোদ্ধার সমাজসংস্কার। তিনি ভিন্ন অপর সকল কিছুই নহে। পুণ্যসলিলা বেগবতী ভাগীরথীর সহিত যদ্যপি হরিদ্বারক্ষরিত প্রস্রবণ ধারার যোগ ঘুচিয়া যায়, তবে হে জাহ্নবি! ইহা নিশ্চয় যে, তোমার ঐ জলকল্লোলের ঘন ঘন হুঙ্কার, তরঙ্গমালার মনোরম শোভা, চঞ্চল স্রোত এবং শান্তিপ্রদ সুশীতলবারি এ সকল যেমন কিছুদিনের মধ্যে কোথায় চলিয়া যাইত, সেইরূপ হে মনুষ্য! সত্যের চিরউৎসারিত চিরপ্রবাহিত প্রস্রবণ হইতে যদি তোমার জীবন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তোমার মনের শক্তি সামর্থ্য এবং সদ্ভাবসকল দিনেদিনে কোথায় মিলাইয়া যাইবে। নাভিস্খলিত চক্রের ন্যায় তোমার জীবনচক্র সংসার-পথে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া থাকিবে। যদিও সংসার-পথের স্থানে স্থানে প্রবল বাধা সকল বিদ্যমান আছে, যদিও মধ্যে মধ্যে স্বার্থপরতা এবং অহঙ্কারের উন্নত প্রস্তরাঘাতে জীবনচক্র চূর্ণ হইয়া যাওয়ার সম্ভব, তথাপি নিরাশ হইও না। জীবনকে নিজ কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত কর, সাধুকামনার ও পবিত্রতার অর সকল কেন্দ্রের সহিত সংযোজিত করিয়া দাও। তাহা হইলেই চক্র সুন্দররূপে যাইবে, কোন বাধাই তাহাকে প্রতিহত করিতে পারিবে না। জীবন্ত পরমেশ্বর! তুমি আসিয়া আমার জীবনের কেন্দ্র হও, তাহা হইলেই আমার জীবনচক্র উঠিবে।

## নির্জ্জন চিন্তা।

ছেলেরা কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া, অনেক সময় দৌড়াদৌড়ি করিয়া থাকে এবং এইরূপ করিতে গিয়া কখন কখন পড়িয়া যায়, সময়ে সময়ে সেই জন্য শরীরে অত্যন্ত আঘাতও লাগিয়া থাকে। আমরা বালক বালিকাকে এইরূপ করিতে দেখিয়া হাসি এবং বলিয়া থাকি, উহারা নির্ব্বোধ! হায় যদি একবার নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করিতাম, তাহা হইলে দেখিতে পাইতাম শিশু কেবল খেলার সময় কাপড়ে মুখ আবৃত করে,

আমি দিবানিশি মোহবস্ত্রে চক্ষু ঢাকিয়া সংসারের পথে ঘুরিতেছি। কতবার পড়িলাম, তবুও ত এ মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল না, জীবনের পথ দেখিতে পাইলাম না। নির্জ্জনে ঈশ্বরের প্রসন্ন মুখ দেখিয়া কৃতার্থ হইতে না পারিলে এ দুর্গতি হইতে রক্ষা পাইবার আর আশা নাই।

আকাশের কোন বস্তু দেখিবার সময় কেহ যদি সচঞ্চল মেঘখণ্ডকে তাহার লক্ষ্যস্বরূপ গ্রহণ করে তবে সে যেমন পরক্ষণেই প্রতারিত হয়, ঠিক্ সেইরূপ সংসারে পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগিনী ও স্ত্রী এবং ধন সম্পত্তি, মান মর্য্যাদা, সুখ ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী বস্তুর উপর আমার লক্ষ্য স্থির রাখিতে গিয়া আমি প্রতিপদে প্রতারিত হইতেছি, তবুও ত চৈতন্য হইল না! আমি এখনও কেন আত্ম-প্রতারণার হাত হইতে মুক্তি পাই না? তাহার কারণ এই যে, প্রতারিত হইয়া সতর্ক হই না, সত্যকে সার ও স্থায়ী বলিয়া বুঝিয়াও তাহার অনুসরণ করি না, এই উদাসীনতাই আমাকে অবসন্ন করিয়া রাখিয়াছে। হে ঈশ্বর! এই দুর্দ্দিনে একবার কৃপা দৃষ্টি কর।

সূর্য্যালোকে আলোকিত আকাশে একটিও নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায় না তাই বলিয়া কি মনে করিব, আকাশে নক্ষত্র নাই? সূর্য্যের প্রখর আলোকে তাহারা অদৃশ্য, কিন্তু কেহই স্থান ভ্রষ্ট হয় নাই। সেইরূপ সংসার-চিন্তার প্রখর উচ্ছ্বাসে ভাসমান মানব-প্রাণ ঈশ্বরের সত্তা ও সহবাস অনুভব করিতে পারে না বলিয়া কি এই বলিতে হইবে যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অসম্ভব? রজনীর অন্ধকার না আসিলে যেমন নক্ষত্রমালা দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ বিবিধ ভাবের তরঙ্গপূর্ণ সংসারের চিত্র আমার নিকট অন্ধকারময় না হইলে আমি সেই সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিত্যবর্ত্তমানতা অনুভব করিতে পারি না। যে ব্যক্তি মোহ-বিরহিত হইয়াছেন তিনিই কেবল আত্মার নিভৃত-গুহায় সেই পরম মাতার প্রসন্ন মুখ দেখিয়া আশ্বস্ত হন।

গৃহে অনেকগুলি দুরন্ত ক্ষুদ্র শিশু থাকিলে তাহাদিগকে সুশাসনে রাখা এবং সুশিক্ষা দেওয়া যেমন গভীর চিন্তার বিষয়, সেইরূপ আত্মার গৃহে ভ্রাম্যমান কাম, ক্রোধাদি রিপু ও হিংসা দ্বেষাদি বৃত্তি সকলকে সুশাসনে রাখা এবং ইহাদের দ্বারা আত্ম কার্য্য সিদ্ধ করাও গুরুতর চিন্তার বিষয়। একটি শিশুকে শাসনাধীনে আনিতে পারিলে গৃহবাসী অন্যান্য শিশু যেমন আপনা হইতে গৃহকর্ত্তার আনুগত্য স্বীকার করে এবং তাঁহার বশে আসে, ঠিক্ সেইরূপ কাম কিম্বা ক্রোধ, হিংসা কিম্বা অহঙ্কার ইহাদের কাহাকেও আপন বশে আনিতে না আনিতে অপরগুলির ভিতর ভয়ানক কোলাহল উঠে ও ভীতির সঞ্চার হয়। ইহারাও ক্রমে দলভাঙ্গা হইয়া আত্মার বশে আসে এবং সকল প্রকার আদেশ পালন করে। বনের হাতি ধরিয়া মানুষ তাহাকে বশে রাখে এবং তাহার দ্বারা সকল কার্য্যও করাইয়া লয়; আমি এমনই হতভাগ্য যে, আমারই একটা রিপু কিম্বা মনোবৃত্তিকে আয়ত্ত করিতে ও তাহার দ্বারা নিজকার্য্য সাধন করাইয়া লইতে পারি না!

অনেক সময় নিজ জীবনে অনুভব করিয়াছি, যেন সমস্ত লোকই আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে। আমার একটি সরল প্রার্থনা, একটি সরল ও মিষ্ট কথা, একটু বিনীত ভাব, অতি হীনভাবে সমালোচিত ও গৃহীত হইয়াছে। অকারণে অথবা অতি ক্ষুদ্র কারণে প্রাণের সাধুভাব, লোকের প্রতি ভালবাসা ও বন্ধুভাবের উপর লোক ইচ্ছাপূর্ব্বক হউক আর অনবধানতা বশতই হউক, একটি সন্দেহের রেখা পাত করিয়াছে। কাহারও সহিত দুইটি কথা কহিবার মানসে একটু অগ্রসর হইতে না হইতে তাঁহাদের অধর ওষ্ঠে বিদ্বেষ পূর্ণ মৃদু হাসি উদয় হইয়া অন্তরের বিষময় ভাব প্রকাশ করিয়া দিয়াছে; নিকটস্থ হইতে না হইতে বুঝা গিয়াছে, যেন আমি চলিয়া গেলেই তাঁহারা বাঁচিয়া যান। এই সকল দেখিয়া প্রাণের ক্লেশ তখনই শতগুণে বৃদ্ধি পায়, যখন অপরের এরূপ আচরণের কারণ অনুসন্ধান করিয়াও বুঝা যায় না। আমি যখন এইরূপ অসদ্ভাব ও অশান্তির অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইত তখন বোধ হয় যেন সমগ্র সমাজ আমার অন্তরে গরল বর্ষণ করে, নিরাশা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইয়া জীবনের পথকে অন্ধকারময় করিয়া ফেলে। এমন দিনে বিশ্বাসপূর্ণ অন্তরে ঈশ্বরের মুখের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত ভিন্ন আমার আর অন্য সান্ত্বনা নাই, সাহস ও ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বলোকপরিত্যক্ত কৃপাপাত্র ব্যক্তির সেই পরম সুহৃদ ও প্রাণারামকে স্মরণ করিলে, তিনি স্বয়ং আসিয়া আমার সেই ক্ষুব্ধ প্রাণে প্রকাশিত হন। এমন দিনে আবার সেই মরুপ্রায় শুষ্ক প্রাণ সরস ও শান্তিপূর্ণ হইতে দেখিয়াছি, চারিদিক্ হইতে যেন অমৃতধারা বর্ষিত হইয়া আমার প্রাণের পরিতৃপ্তি সাধন করিয়াছে। সেদিন আবার সকলকেই পরম বন্ধু বলিয়া প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছি।

---

## মহাত্মা জন্-হাওয়ার্ড।

জীবনের বিবিধ ঘটনা।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৭এ মার্চ্চ তারিখে হাওয়ার্ডের পত্নী একটী পুত্র প্রসব করিলেন, পুত্র প্রসব করিয়া চারিদিন মাত্র তিনি ইহলোকে ছিলেন, চতুর্থ দিবসে অকস্মাৎ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। পত্নীবিয়োগের অসহ্য যাতনায় হাওয়ার্ড যেভাবে দিন কাটাইতে লাগিলেন, মানবের অপূর্ণ ভাষায় তাহার বর্ণনা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। হাওয়ার্ডের ভালবাসার গভীরতা ও বিস্তৃতি এত অধিক ছিল যে, সহজে তাহার পরিমাপ করা যাইত না। দেহ মনের উপযুক্ত বিকাশ হওয়ার পরে এক ভাব, এক কাজ, এক উদ্দেশ্য ও একপ্রাণ হইয়া দুইটি আত্মা মিলিলে সেই স্বাভাবিক মিলনে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় স্বর্গের ছবি দেখা যায়, হাওয়ার্ড তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীর সহিত সেইরূপ উচ্চ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন। এইরূপ দাম্পত্য-প্রেম দ্রষ্টব্য বিষয় নয়, কল্পনার বিষয়ও নয়। যদি কোন ভাগ্যবান পুরুষ অথবা ভাগ্যবতী রমণী নিজ জীবনে পবিত্র মানব প্রেমের এইরূপ উচ্চতম আদর্শ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তবে তিনিই হাওয়ার্ডের তৎকালীন প্রাণের অবস্থা কথঞ্চিত বুঝিতে সক্ষম হইবেন। পত্নীবিয়োগের পরে হাওয়ার্ডের

বাহ্যভাবের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটিল না, বাহিরের কাজ কর্ম্ম যেমন ছিল, তেমনই রহিল। কিন্তু মানব চরিত্রের এমন একটি দিক্ আছে, যাহা পৃথিবীর আর কোন ভাবে বিকশিত হইতে পারে না, যাহা সংসারের আর কোন নিয়মে সুরক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না। দাম্পত্য প্রণয়ই মানবের এই বৃত্তিটীর বিকাশ সাধন করে, দাম্পত্য প্রণয়ের অভাবেই এই দিক্‌টী বিষাদের ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়া জীবনের সমস্ত চাক্‌চিক্য নষ্ট করিয়া ফেলে। হাওয়ার্ডের স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবণ হৃদয় দিন দিন প্রেমের উৎস পরমেশ্বরের দিকেই ধাবিত হইতে লাগিল। জড়জগতে যেমন বায়ুশূন্য স্থান থাকিতে পারে না, মন জগতেও তেমনি হৃদয়ের বস্তু বিনা হৃদয়ের কার্য্য চলে না। হাওয়ার্ডের শূন্য হৃদয় অনন্ত প্রেমাধারে নিমগ্ন হইল, শোকের দুর্ব্বিসহ যাতনার অবসান হইল। একটু স্থির হইয়াই হাওয়ার্ড পুত্রের শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিলেন। বালক বালিকাগণের শিক্ষা ভার লইতে সকলে উপযুক্ত নন। নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াও এই কঠিন কর্ম্মে একজন অযোগ্য হইতে পারেন, আবার সামান্য শিক্ষা লাভ করিয়াও একব্যক্তি স্বাভাবিক শক্তি ও সৌকার্য্যের গুণে সুযোগ্য হইয়াও উঠিতে পারে না। হাওয়ার্ডের স্বভাব এবং জীবনের অভিজ্ঞতা কোন মতেই এই গুরুতর দায়িত্বের অনুকূল ছিল না। তিনি পুত্রের শিক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া যাহাতে পুত্রের জ্ঞান বুদ্ধির বিকাশ হইতে পারে তৎপক্ষেই বিশেষ মন দিলেন। হৃদয়ের বিকাশ সাধনের উপকারিতা না বুঝিয়াই হউক অথবা অবহেলা বশতঃই হউক হৃদয়ের সহানুভূতি, ভালবাসা ইত্যাদি বৃত্তিগুলি বিকাশোপযোগী কোন শিক্ষা না দেওয়ার ফল এই হইল যে, পুত্রের জীবনের শেষ ভাগ গভীর দুঃখে ও নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছিল। হৃদয় মন উভয়েরই তুল্যরূপে বিকাশ সাধন করা আবশ্যক। একটীকে উপেক্ষা করিয়া অন্যটীর উন্নতি সাধন করিলে পূর্ণ সাধন হয় না, এবং পূর্ণরূপে জীবনের সকল দিকের বিকাশ না হইলে জীবনের পূর্ণাবয়ব গঠন হইতে পারে না। কোন বিখ্যাত পণ্ডিত আপন পুত্রের শিক্ষাভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া মনের উন্নতি সাধন কল্লেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ভ্রমের ফল এই হইয়াছিল যে, পুত্র জ্ঞানে অসাধারণ পণ্ডিত হইয়াও সুখ শান্তির অভাবে প্রাণের ক্লেশে চিরকাল জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছেন।

১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে হাওয়ার্ড আবার অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং জল বায়ু পরিবর্ত্তন করা তাঁহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। বাটী হইতে বহির্গত হইয়া তিনি ক্যালে নগরে পৌঁছিলেন। তথা হইতে ফ্রান্স দেশের মধ্য দিয়া জেনিভা নগরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। কয়েক সপ্তাহকাল জেনিভায় অবস্থিতি করিয়া মিলান্ চলিলেন, মিলান্ হইতে টিউরিণ্ নগরে পৌঁছিয়াই তিনি বেশ সুস্থ হইলেন, এবং ইতালী দেশে শীতঋতু অতিবাহিত করিবার সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন।

যে কারণে তিনি মনোহর ইতালী দেশের সুস্নিগ্ধ জল বায়ু সেবনে অপূর্ব্ব সুখ ভোগ তুচ্ছ করিয়া শীঘ্র শীঘ্রই স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে যে বিবরণটী পাওয়া গিয়াছে, তাহা পাঠ করিলেই তাঁহার গভীর ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠকগণের অবগতির জন্য এই স্থলে তাহা প্রদত্ত হইল।

টিউরিন,
৩০এ নবেম্বর, ১৭৬৯।

"অনেক চিন্তার পর আমি ইতালীর দক্ষিণাংশে পরিভ্রমণ না করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাওয়াই উচিত মনে করিয়াছিলাম। কৌতুহল নিবারণার্থে জ্ঞানোন্নতির ব্যাঘাত করা যুক্তিসঙ্গত নহে, বিদেশ ভ্রমণের অকিঞ্চিৎকর সুখ শান্তির লোভে ধর্ম্ম-মন্দিরের নিয়মিত সুখ শান্তি উপেক্ষা করা ন্যায়ানুমোদিত নহে। শুদ্ধ আমার ক্ষণস্থায়ী সুখের অনুরোধে অনেক দীন দুঃখীর সাহায্য বন্ধ হইবে এবং অভাগাদিগকে অন্ন বস্ত্রের অভাবে অশেষ যাতনা ভোগ করিতে হইবে, ইহা আমার প্রাণে কখনও সহ্য হইবে না, পরন্তু এরূপ কার্য্য করা আমার পক্ষে অস্বাভাবিক। জীবনের শেষ দিনে যখন মৃত্যু শয্যায় শুইয়া গত জীবনের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করিবে, তখন নানা পাপ ও দুর্ব্বলতার সঙ্গে সঙ্গে আত্মসুখের বাসনায় অন্ধ হইয়া যে অসহায় গরিব দুঃখীগণের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়াছিলাম, এই মর্ম্মভেদী চিন্তা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া সহস্র বৃশ্চিকের ন্যায় হৃদয় মন দংশন করিতে থাকিবে।

এইরূপ নানা চিন্তার সঙ্গে প্রিয়তম পুত্রের চিন্তাও প্রবল হইয়া উঠিল। অনেকদিন হইল পুত্রকে ছাড়িয়া দূরদেশে আসিয়াছি, পুত্রের জন্য চিত্ত একটু আন্দোলিত হইল। এই সকল কারণেই আমি স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার সংকল্প করিলাম। অভিমান ও অজ্ঞতা, চিত্রপট ও খেলনা, প্রকাণ্ড পর্ব্বত ও মনোহর পাহাড়, এ সকলই ত বাহিরের জিনিষ, এ সকলই ত ক্ষণস্থায়ী, অনন্ত শান্তিনিকেতনের যাত্রীর পক্ষে এ সকলই ত অসারের অসার। অতি ক্ষুদ্র কীট এই পৃথিবীর ধূলায় গড়াইতেছিলাম, কৃপা করিয়া প্রভু পরমেশ্বর ধরিয়া তুলিলেন, মুক্তির আশা প্রাণে জাগাইয়া দিলেন। আত্মন্! একবার জাগ। একবার জাগিয়া দেখ, পৃথিবীর সামান্য ধূলা খেলায় ভুলিয়া পরম ধনকে চিনিতেছ না। যেখানে অনন্ত আলোক, অনন্ত জীবন, অনন্ত প্রেম ও শান্তি বিরাজিত, সেই শান্তিধামে যাইবার পক্ষে যাহাতে সাহায্য করে না, এমন অসার বস্তুর মায়ায় আর ভুলিয়া থাকিও না। হৃদয় প্রস্তুত করিবার ভার সম্পূর্ণ প্রভু পরমেশ্বরের হস্তে। করুণাময় প্রভো, অধম অযোগ্য সন্তানকে প্রস্তুত কর! প্রভো, অনন্তকাল তোমারই কৃপার জয় হউক!"

জন্ হাওয়ার্ড

হাওয়ার্ড স্বদেশ যাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু অর্দ্ধেক পথ যাইতে না যাইতেই তাঁহার অসুখ বাড়িয়া উঠিল; সুতরাং ইতালীর দক্ষিণাংশের উষ্ণ জল বায়ু সেবন করা তাঁহার পক্ষে অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। তিনি অর্দ্ধেক পথ হইতে আবার দক্ষিণ

দেশে ফিরিয়া চলিলেন। ফ্লোরেন্স এবং রোমের আশ্চর্য্য কীর্ত্তি কৌশলের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া তিনি মোহিত হইলেন। বিশুভিয়স্ পর্ব্বত, নেপলস্, লেগহরন্, পিসা এবং ভেনিস্ পরিদর্শন করিয়া তিনি প্রকাণ্ড আলপ্স পর্ব্বত পার হইলেন; আল্প্স্ পর্ব্বত পার হইয়া টাইরলের মনোহর দৃশ্যের মধ্য দিয়া মিউনিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

## অনুতপ্তের খেদ।

(১)

শুনিয়ে তোমার সুমধুর ডাক,
এসেছিনু নাথ তোমার দুয়ারে;
দয়াময় নাম, গেয়ে অবিরাম,
ভেবেছিনু যাব ভব-সিন্ধু পারে।

(২)

তাই—
সুহৃদ স্বগণে,—আপনার জনে,
ভাসায়ে সবায় নয়নের নীরে;
স্নেহের প্রেমের বন্ধন কাটিয়ে
ভেসেছিনু নাথ অকূল-পাথারে।

(৩)

তাই-
সুখ-শয্যা ছেড়ে, ছিন্ন বস্ত্র পরে,
বাহির হইনু ভিকারীর বেশে;
পর-মুখ চেয়ে, পরাণে বাঁচিয়ে,
কাটাইনু দিন কত দুঃখ ক্লেশে!

(৪)

তাই—
কত না গঞ্জনা, কত না লাঞ্ছনা,
কত অপমান সহিয়াছি প্রাণে;
কোন দুঃখ শোকে গণি নাই মনে
ভাবিয়াছি যদি পাই তোমা ধনে!

(৫)

ধন মান যশে, বিদ্যার গৌরবে,
পারেনি কিছুতে মোহিত পরাণ;
সকল ছাড়িয়ে, তোমার লাগিয়ে
হয়েছিনু নাথ পাগল সমান।

(৬)

জননীর স্নেহ, পিতার আদর,
ভগিনীর প্রেম, ভ্রাতার মমতা,—
স্মরিয়ে যখন, ঝরিত নয়ন,
ভাবিতাম তায় একি দুর্ব্বলতা!

(৭)

তাই—
স্নেহ মায়া প্রেমে নিয়ত দলিয়ে,
অসাধ্য সাধনে হয়েছিনু রত;
"চিত্তবৃত্তি-রোধে" কঠোর যোগেতে,
ভেবেছিনু হবে হৃদয় সংযত!

(৮)

কই তা হইল?—অবশ হৃদয়
অবশ (ই) রহিল,—জানত সকলি;—
কি সংগ্রাম প্রাণে, চলে নিশি দিনে,
তোমাতেই নাথ বিদিত কেবলি।

(৯)

অমানুষী পথে, চলিতে চলিতে,
হৃদয় হইল ভিন্ন পথগামী;
প্রবল-প্রবাহে হৃদয়-প্রবাহ
ধাইল কোথায়, জান তাত স্বামি!

(১০)

সুখের লাগিয়া, বিপথে ঘুরিয়া,
জলিয়া পুড়িয়া হয়েছি হতাশ;
দগধ হৃদয়ে শান্তি-বারি সিঁচে,
পূরাও পূরাও পরাণের আশ।

(১১)

মরমের কথা, পরাণের ব্যথা,
তোমা বিনে সখা জানাব কাহায়?
হৃদয়ের পাপ, নিরাশার তাপ,
তুমি না ঘুচালে কে আর ঘুচায়?

(১২)

তাই প্রভু আজ, আকুল পরাণে,
ও শীতল পদে লইনু শরণ;
চিরদিন তরে, কর নাথ মোরে,—
তোমার পবিত্র প্রেমেতে মগন।

শ্রী———— -ম।

## ধর্ম্ম-শিক্ষা।

মানব-জীবনের উৎপত্তি, গতি ও পরিণতি এ সমস্তই শিক্ষার বিষয়। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা ও অবস্থাই মানবের বিদ্যালয়। শিক্ষার জন্যই যেন মানবের জন্ম, শিক্ষার পরিণতিতেই যেন মানবজীবনের পরিণতি। এমন বিষয় নাই, যাহা মানবের শিক্ষার বিষয় নয়; এমন অবস্থা নাই, যাহা মানবের উন্নতির অনুকূল নয়। এই জন্যই ইউরোপের এক মহাপণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন, "সর্ব্বদাই কিছু জানা ভাল।" এ কথার অর্থ এ নয় যে, যাহা তাহা একটা জানিলেই হইল, নূতন কিছু শিখিলেই হইল। যাঁহারা মানব চরিত্রের বৈচিত্র ও নিগূঢ় ভাব অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে সক্ষম হইবেন, মানবের শিক্ষার বিষয় নয় এমন বিষয় অতি বিরল। মানবজীবনের প্রত্যেক বিভাগের উন্নতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার প্রয়োজন। মানব-জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি, দেহ-মনের স্বাভাবিক পূর্ণ বিকাশ সাধনই মানবজীবনের উদ্দেশ্য, এবং এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলেই সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার আবশ্যক। কিন্তু একথা বলিতে ও শুনিতে যত সহজ, করিতে হইলেই বিপদ। তথাপি মানবজীবনের মহৎ লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য কাহারও এই মহা যোগ সাধন না করিলে চলিবে না। নিমী-

লিত নেত্রে কঠোর যোগাসনে বসিয়া ঐ যে যোগীবর ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন, এ মহা যোগ সাধনার উপযুক্ত ইনি নন। একটী বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্ক্রিয়ার জন্য ঐ যে মনীষা-সম্পন্ন মহাজন গভীর গবেষণায় নিযুক্ত হইয়া জগতের প্রতি উদাসীন হইয়া বসিয়াছেন, ইনিও এই মহা যোগসাধনের যোগ্য নন। জগতের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া যাঁহাদের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়াছে, তাঁহারা জগতের কল্যাণের জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, শরীরের শোণিতে নরনারীর আত্মার ময়লা ধৌত করিয়াছেন, অশ্রুজলে দুঃখী তাপীর তপ্তহৃদয় শীতল করিয়াছেন। তুমি হয়ত বলিবে, এতক্ষণে আমাদের মনোমত উপযুক্ত লোক মিলিয়াছে, এতক্ষণে এই মহা যোগ সাধনের যোগ্য পাত্র পাওয়া গিয়াছে। এত করিয়া, অধিক কি, যে জীবনের লক্ষ্য সাধনের কথা লইয়া আমরা এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছি, সেই জীবন দানেও যদি এ মহা যোগ সিদ্ধি লাভ না হয়, তবে আর এ যোগ মানবের সাধ্যায়ত্ত নয়, এবং যাহা মানবের শক্তি সামর্থ্যের অতীত, তাহাই আকাশকুসুম কাল্পনিক বিষয় বলিয়া উপেক্ষিত। বাস্তবিক এ মহাযোগ সাধন করা সাধারণ লোকের পক্ষে বড়ই কঠিন, অসম্ভব বলিলেও অতিবাদ হয় না। কিন্তু অসম্ভব হইলেই যে অস্বাভাবিক হইবে এমত নহে। কারণ, সামান্য শক্তিশালী লোকের পক্ষে যে কার্য্য সম্পাদন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, প্রভূত শক্তিশালী ব্যক্তি সেই কার্য্যই অনায়াসে সম্পন্ন করিয়া জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছেন ; সুতরাং যাহা স্বাভাবিক তাহাতে সকলেরই সমান অধিকার। ছোট বড়, জ্ঞানী মূর্খ, সকলেই স্বভাবের অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিতে পারে, এবং এইরূপ চেষ্টা করা সকলের পক্ষে শুধু স্বাভাবিক এমন নয়, এইরূপ চেষ্টাতেই মানব মনের উচ্চতম সুখ। এ স্বভাবের অনুসরণ করাই মানবজীবনের কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্যই মানবের স্বভাব, স্বভাবের অনুগত হওয়াই মানবের লক্ষ্য। আজ কাল 'কর্ত্তব্য' কথাটার আদর কমিয়া গিয়াছে। যেখানে সেখানে, হাটে বাজারে অতি সুলভ মূল্যে 'কর্ত্তব্য' জিনিসটা ক্রয় বিক্রয় হইতেছে, 'কর্ত্তব্য' জিনিষটা কি, ইহাই বা কয়জন লোকে বোঝে? কর্ত্তব্য পালন করা দূরের কথা। কর্ত্তব্যের অর্থ বুঝিয়া কর্ত্তব্য সাধন করিতে চেষ্টা করে কয়জনে? এই জন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যাহা তাহা একটা জানিলেই চলিবে না, একটা কিছু নূতন জানিলেই জানা হইবে না। জানা সম্বন্ধে যেমন এই নিয়ম, পালন সম্বন্ধেও তেমনি দেখা গিয়াছে, এটা সেটা একটা-কিছুতে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিলেই জীবনের কর্ত্তব্য শেষ হইবে না, এক বিভাগের উন্নতি সাধন করিলেও জীবনের পূর্ণ বিকাশ সাধন হইবে না। জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতে হইলে স্বভাবের অনুগত না হইলেই চলিবে না। এবং সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করাই মানব জীবনের মহৎ লক্ষ্য। এই মহৎ লক্ষ্যের মধ্যে মানবের সমস্ত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নিহিত রহিয়াছে,—মানবের প্রাণে এমন উচ্চ কামনা কিছু জন্মিতে পারে না, যাহার বীজ এই লক্ষ্যের মধ্যে নাই। মানবের অন্তর নিহিত সমস্ত শক্তি যখন সমভাবে মানবপ্রাণে বিকশিত হইয়া উঠে, তখনই মানব জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির আরম্ভ হয়, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জীবনের কর্ত্তব্যেরও আরম্ভ হইয়া থাকে। মানব-জীবনের এইরূপ পূর্ণ বিকাশ যদিও আমাদের লক্ষ্য হউক, তথাপি ইহা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ এক দিনে বা এক সময়ে হইতে পারে না, ক্রম-বিকাশই এ উন্নতির গতি। এই অনন্ত বিকাশ ও উন্নতি-শীল প্রকৃতিকে জীবনে সম্যক্ উপলব্ধি করাই এ উন্নতির পরিণতি। এ উন্নতির সাধন করিতে হইলে সকল বিষয়ে জীবন নিয়মিত করিতে হইবে এবং স্বভাবের ইঙ্গিত অনুসারে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। স্বভাবই এ উন্নতি-পথের নেতা, অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থাই এ পথের অভিজ্ঞতা, এবং এই অভিজ্ঞতাই জীবনের শিক্ষা। শিক্ষা বলিলে লোকে সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকে, এ শিক্ষা তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ; শিক্ষার উদ্দেশ্য লোকে সচরাচর যাহা বুঝিতে সক্ষম হইয়া থাকে, এ শিক্ষার উদ্দেশ্য তাহা অপেক্ষায় অনেক মহৎ। এ শিক্ষা পূর্ণ, ক্রমিক এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। মানবজীবনের এক বিভাগের উন্নতি সাধন করিলে এ শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হয় না, কোন নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে এ শিক্ষার শেষ হইতে পারে না, জোর জবরদস্তিতে এ শিক্ষা পূর্ণ হইয়া থাকে না। অতি শৈশব হইতেই এ শিক্ষার আরম্ভ হয়, প্রকৃতি স্বয়ং এ শিক্ষার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া থাকেন। দেহ মনের গঠন অনুসারে প্রয়োজনীয় শিক্ষা স্বভাব হইতেই মানব লাভ করিতে থাকে। কোন চিন্তাশীল লোক কিছুকাল একটী নবপ্রসূত শিশুর শয্যার পার্শ্বে বসিয়া নিরীক্ষণ করিলেই অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, প্রকৃতি যে প্রকৃত শিক্ষাগুরু এবং প্রকৃতির উপরেই যে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হইবে, এ কথার সত্যতা অনেক পরিমাণে প্রমাণ করিতে সমর্থ হইবেন। এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাত দুখানি নাড়িয়া চাড়িয়া শিশু খেলা করিতেছে এই ক্ষুদ্র শরীর সঞ্চালন ক্রিয়া দ্বারা প্রকৃতির একটী প্রধান নিয়ম সংসাধিত হইতেছে। আহার ও পরিপাক ক্রিয়া দ্বারাই সমস্তই প্রাণীর গতিবৃদ্ধি হইতেছে, এবং এই নিয়ম যাহাতে পূর্ণভাবে শিশুর জীবনে সংসিদ্ধ হইতে পারে, প্রকৃতি স্বয়ংই তাহার সাহায্য করিতেছেন, শিশু জানে না যে, শরীর সঞ্চালনের দ্বারা ভুক্ত বস্তু পরিপাক করিয়া আবার আহারের আয়োজন করিতেছে, অথচ তাহার স্বভাব সে হাত পা না নাড়িয়া চাড়িয়া সুস্থ থাকিতে পারে না। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারেই মানবের স্বভাব গঠিত, তবে স্বভাব যখন নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থার প্রভাবে বিকৃত হয়, তখনই প্রাকৃতিক নিয়ম সেই বিকারগ্রস্ত মানবের পক্ষে অস্বাভাবিক হইয়া উঠে। পরিশ্রম করাই মানবের স্বভাব, এ সত্য আমরা শিশুর অপরিস্ফুট জীবন হইতেই লাভ করিতে সমর্থ হই। ঐ যে অনিমেষ নয়নে শিশু একটী সুন্দর বস্তুর দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে, ইহা দ্বারাই শিশুর স্বাভাবিক পর্য্যবেক্ষণের ইচ্ছা প্রমাণিত হইতেছে, এবং হয়ত অনন্ত নভোমণ্ডলস্থ অগণ্য তারকার আবিষ্ক্রিয়াতেই এই পর্য্যবেক্ষণ পর্য্যবসিত হইবে। শিশুর গায় ঠাণ্ডা লাগিল, অমনি শিশু কাঁদিয়া উঠিল,—শিশুর ক্ষুধা পাইল, অমনি শিশু চঞ্চল হইয়া কাঁদিতে লাগিল, জননী বুঝিলেন শিশুর স্তন্যপানের সময় উপস্থিত। শিশু স্তনপান

করিতে লাগিল, উদর পূর্ণ হইল, আর পান করিতে চায় না, জননী জোর করিয়া শিশুর মুখ ধরিয়া স্তন পান করাইতে চেষ্টা করিলেন, শিশু কাঁদিয়া আকুল। জননীর সংস্কার আছে, শিশু নিজের অভাব নিজে বুঝিয়া চলিতে পারে না, পেট না পুরিতেই শিশুর স্তনপানে বিরক্তি জন্মে, তাই তিনি জোর করিয়া শিশুর মুখে স্তন দিলেন, শিশু যেটুকু পান করিল তাহতেই তাহার অসুখের লক্ষণ দেখা গেল, এইরূপে শিশুর সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হইতে লাগিল, দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনের পূর্ণ বিকাশ সাধিত হইতে লাগিল। শিশুর নাক মুখ চোখ প্রভৃতি সমস্ত অবয়ব যেমন দিন দিন স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল, তেমনি মনের শক্তি ক্রমশঃ পূর্ণ হইতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর জানিবার ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যে বয়সে যেরূপ শিক্ষার প্রয়োজন, মানবের রুচি ও ইচ্ছা হইতেই তাহা জানা যাইতে পারে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, বাল্যকাল হইতে তাহার রীতিমত শিক্ষাহ ইয়াছে, তাহার রুচি ও ইচ্ছার দ্বারা কি প্রকারে একটী অসভ্য কৃষক সন্তানের রুচি ও ইচ্ছা নিরূপিত হইতে পারে? ইহার উত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, পৈতৃক শক্তি ও সদ্‌গুণ অনেক পরিমাণে পুত্রে বর্ত্তিয়া থাকে। কৃষক সন্তান যে শক্তি লইয়া স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং সেই শক্তি বিকাশোপযোগী যেরূপ আয়োজন, তাহা প্রকৃতিই করিয়া দিতেছেন। তবে অনেক স্থলে প্রতিকূল অবস্থার প্রভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম রক্ষিত হয় না বলিয়া শক্তির উপযুক্ত বিকাশের পক্ষে অনেক বাধা জন্মিয়া থাকে। কৃষক-সন্তান যে ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যদি প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে তাহার বিকাশোপযোগী রীতিমত শিক্ষা হয়, তবে সেই ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা তাহার আপনার ও অন্যের যেরূপ অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে, প্রভূত শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াও শুধু প্রতিকূল অবস্থার প্রকোপে অপর ব্যক্তি তাহার শতাংশের একাংশ কল্যাণও সাধন করিতে সমর্থ হইবেন না। পক্ষান্তরে ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া যে ব্যক্তি ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে তুমি জোর করিয়া যতই উচ্চ উচ্চ বিষয় শিখাইতে চেষ্টা কর না কেন, তাহার মানসিক অপরিপক্ক অবস্থাতে যতই সার জিনিস দিতে ইচ্ছা কর না কেন, কিছুতেই তাহার শক্তির উপযুক্ত বিকাশ হইবে না, বরং এইরূপ অসাময়িক জোরজবরদস্তির (early forcing) ফল এই হইবে যে, অস্বাভাবিক উপায়ে তাহার স্বাভাবিক শক্তি দিন দিন হ্রাস হইবে ও কালে তাহাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিবে। স্বাভাবিক শক্তি স্বাধীন শিক্ষাই স্ফূর্ত্তি পায়, যেখানে জোর জবরদস্তি সেইখানেই স্বাধীনতার অপচয়। লঘু আহারে তৃপ্ত না হইয়া যখনই একজন গুরুপাক বস্তু আহার করিবার বাসনা করে তখনই জানা গেল তাহার গুরু বস্তুর প্রয়োজন হইয়াছে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পাইবার পূর্ব্বে জোর করিয়া গুরু আহার দিলে ভুক্তা কখনও তৃপ্তি ও হর্ষের সহিত আহার করিতে পাইবে না। এবং তাহার বিরক্তি হইতেই জানা যায় যে, এখনও তাহার লঘু বস্তুরই প্রয়োজন রহিয়াছে। যে ভাবেই স্বাধীন শিক্ষাকে খর্ব্ব করিয়া অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম উপায় অবলম্বন কর, স্বাধীনতা আর রক্ষা পাইবে না, এবং স্বাধীনতা রক্ষা না পাইলে আর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইতে পারিবে না। বাল্যকাল হইতে একজন লোককে ধর্ম্মের গভীর বিষয়গুলি শিক্ষা দিতে থাক, ঈশ্বরের স্বরূপের বিষয় নানা সারগর্ভ যুক্তি প্রদর্শন করিতে থাক, কিছুতেই তাহার ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠিবে না, কিছুতেই তাহার ব্যাকুলতার আরম্ভ হইবে না, বরং স্বাধীনতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে শিক্ষার ফল বিপরীত হইবার একান্ত সম্ভাবনা। এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক লোক ধর্ম্ম সমাজের নির্দ্দিষ্ট মত ও বিশ্বাসের নির্দ্দিষ্ট সীমায় থাকিয়া বাল্যকাল হইতে রীতিমত সমস্ত ধর্ম্ম মত ও ধর্ম্ম ব্যাখ্যান অধ্যয়ন করিলেন, নানা তর্ক যুক্তির দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নির্ণয় করিয়া স্থির হইলেন, কিন্তু অবশেষে নাস্তিকতার ঘোর প্লাবনে তাঁহার সে সমস্ত বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া কোথায় মিশাইয়া গেল। এইরূপে ধর্ম্ম সমাজের শিক্ষার অসাময়িক দোষে অনেককে স্বাধীনতার বিকাশের অবস্থায় ধর্ম্ম সমাজ পরিত্যাগ করিতে অথবা ধর্ম্মের প্রতি, ধর্ম্ম সমাজের প্রতি উদাসীন হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক উপযুক্ত সময় উপস্থিত না হইলে মানুষের ধর্ম্ম জিজ্ঞাসাই আরম্ভ হয় না। তুমি নানা ধর্ম্ম শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া ফেল, ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া চীৎকার কর, ধর্ম্মের নানা অনুসন্ধান কর, যদি আত্ম পরীক্ষার দ্বারা বুঝিতে পার, সুখসম্পদের সময়ে, বন্ধু বান্ধবের ভালবাসার অবস্থায়, পারিবারিক সুশৃঙ্খলা ও সুখের অবস্থায় আর ধর্ম্মকে তোমার দরকার হয় না, তবে নিশ্চয় জানিও তোমার ধর্ম্মের অবস্থা এখন উপস্থিত হয় নাই, দুঃখের সময়ে বালকও ঈশ্বরের নাম লইয়া ভয় বিপদ দূর করিতে চায়; অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের গভীর অন্ধকারে পড়িয়া আর দশ জনের দেখা দেখি অনেকেই ধর্ম্মের আন্দোলনে নিযুক্ত হইয়া থাকে, সাময়িক উত্তেজনায় উদ্দীপিত হইয়া অনেকেই ধর্ম্ম সমাজে প্রবেশ করে এবং মান মর্য্যাদার খাতিরে ধর্ম্ম সমাজের অনেক কাজ কর্ম্মে হৈ হৈ করিয়া বেড়ায়। যখন সময় উপস্থিত হয় তখন এক জন মূর্খের একটী কথাতেই মানবের মন চিরকালের মত ধর্ম্মের দিকে ফিরে, চিরদিনের মত মানবের বহির্ম্মুখী চিত্ত আত্মাতে সংযত হয়, সংসারের সুখদুঃখ নিন্দা প্রশংসার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া মানব গৃহে পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন, সমাজে নরনারীর প্রতি কর্ত্তব্য সাধন, জ্ঞানান্বেষণে জীবন যাপন ও প্রেম সাধনে জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া এসংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করে।

শ্রী——চ

---

পরমেশ্বর ব্যতিত আর কোন বস্তুর উপর প্রেম স্থাপন করিও না। পরমেশ্বর ভগ্ন হৃদয় জোড়া দেন এবং তাহা প্রেমেতে পূর্ণ করেন, কিন্তু তিনি সংসারাসক্ত হৃদয় পূর্ণ করিতে পারেন না।

ডাঃ পিউসি।

## ভক্তের হৃদয়।

মহাত্মা দায়ুদ বলিয়াছেন, 'জল-স্রোতের নিকট রোপিত বৃক্ষ যেমন সময়ে ফল প্রসব করে এবং তাহার পত্র কখন শুষ্ক হয় না প্রকৃত ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিও সেইরূপ।' বাস্তবিক ইহা অতি সার কথা। প্রকৃত ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তির হৃদয় অতি সরস ও মধুর। প্রকৃত ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তি শুষ্কতা ও নির্জ্জীবতা কি তাহা তিনি জানেন না।

প্রকৃত ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তির হৃদয় কেন সর্ব্বদা সরস থাকে তাহার কারণ এই, তিনি নিরন্তর সেই অনন্ত প্রেমের প্রস্রবণ পরমেশ্বরের নিকট বাস করেন। এই জন্য মহাত্মা দায়ুদ বলিয়াছেন, জল-স্রোতের নিকট রোপিত বৃক্ষ যেমন সময়ে ফল প্রসব করে এবং তাহার পত্র কখন শুষ্ক হয় না প্রকৃত ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তিও সেইরূপ। পরমেশ্বর প্রেমের প্রস্রবণ তাঁহার নিকট বাস করিলে কি আর প্রাণ শুষ্ক হইতে পারে? জলের ধারের রোপিত বৃক্ষের পত্র যদি শুষ্ক হইত তাহা হইলে ভৌতিক জগতের বিজ্ঞান মিথ্যা হইয়া যাইত। সেইরূপ সেই অনন্ত প্রেমের প্রস্রবণ পরমেশ্বরের সহবাসে থাকিয়া যদি কোন ব্যক্তির প্রাণ বিষয়ের জ্বালা যন্ত্রণায় অস্থির হয় তাহা হইলে ধর্ম্ম-বিজ্ঞানও মিথ্যা হইয়া যায়। ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে ইহার সাক্ষ্য দিয়াছে যে, ভক্ত সাধকগণ এই দগ্ধ মরুসম সংসারের মধ্যে যেন শীতল সরোবর মধ্যে বাস করিয়াছেন। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা, আপদ বিপদ ও দুর্ঘটনা তাঁহাদের প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। মৎস্যগণ যেমন সরোবরের গভীর প্রদেশে অবস্থান করিয়া প্রখর সূর্য্যের উত্তাপ আর সহ্য করে না, প্রকৃত ঈশ্বর-ভক্ত ব্যক্তিগণও সেইরূপ পরমেশ্বরের সুশীতল চরণ সরোবর মধ্যে বাস করিয়া সংসারের যন্ত্রণা, বিষয়ের উত্তাপ হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন। পরমেশ্বরের সহবাসে থাকিলে সত্যই, মানবের প্রাণ সরস হয়, তাঁহার মুখমণ্ডল মেঘমুক্ত শরতের চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে থাকে, এবং তাঁহার হৃদয়-তরু জল স্রোতের নিকটবর্ত্তী বৃক্ষের ন্যায় নিরন্তর সরস থাকিয়া নানা জাতীয় স্বর্গীয় ফল পুষ্প প্রদান করিয়া থাকে। ভক্তের হৃদয় প্রকৃত কুসুম কাননের ন্যায়। সে হৃদয়ধামে যে নিত্য কত ব্যাপার হইয়া থাকে সংসারের মোহান্ধ লোক তাহা কি বুঝিবে? সংসারের ভয়ানক দুঃখ ও কষ্টের মধ্যে তিনি নিরন্তর সেই অনন্ত প্রেমের প্রস্রবণ পরমেশ্বরের সহবাসে থাকিয়া অতুল সুখে ও আনন্দে বিহার করিতে থাকেন। এই জন্য প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা অকাতরে ভগবানের নামে জলন্ত অনলের মধ্যে হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিয়াছেন—কণ্টকাকীর্ণ শয্যায় শয়ন করিয়া পুষ্পশয্যা জ্ঞান করিয়াছেন। ভক্তের হৃদয় সত্যই পরমেশ্বরের সহবাসে থাকিয়া সর্ব্বদা সরস ও ফল ফুলে শোভিত হইয়া থাকে। ধন্য সেই লোক যিনি সেই অমৃতময়, রসস্বরূপ পরমেশ্বরের সহবাসে থাকিয়া অপার আনন্দ ও সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। যিনি সেই অমৃতময় রস স্বরূপের সহবাস লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনি ইন্দ্রপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন, এবং সংসারের মান মর্য্যাদা ও ইন্দ্রিয়-সুখকে অসার ও অপদার্থ জ্ঞান করেন। যদি এই জ্বালা যন্ত্রনাময় সংসারে সুখে বাস করিতে চাও, তবে সেই অমৃতময় রসস্বরূপের সহবাসে থাকিয়া জীবনকে সরস ও মধুময় কর।

## ব্রাহ্মসমাজ।

বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কয়েকটী বন্ধু সমভিব্যাহারে সৈদপুর উৎসব উপলক্ষে গমন করিয়াছেন। কৃপাময় পরমেশ্বর তাঁহাদের প্রাণে সুখ শান্তি প্রদান করেন তাঁহার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা।

বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মহাশয় প্রচারের জন্য উত্তর-বঙ্গে গমন করিয়াছেন।

দক্ষিণ কানাড়ায় একজন স্থায়ী প্রচারক রাখিবার জন্য তথা হইতে আমাদের কোন প্রচারকের নিকট এক খানি পত্র আসিয়াছে। তথায় অনেকগুলি পরিবার ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণেচ্ছু হইয়াছেন। পরমেশ্বর শীঘ্র এই কার্য্যক্ষেত্রের জন্য লোক প্রেরণ করুন, তাঁহার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা।

বিগত ১৯শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তীর একটী পুত্র জন্মিয়াছে। আমরা প্রার্থনা করি নব প্রসূত শিশুর জীবনে প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রায় দেড়মাস কাল আসাম প্রদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। শিলঙ্গ পাহাড় হইতে তিনি ডিব্রুগড়ে গমন করেন। ডিব্রুগড়ের একজন ভদ্রলোক গত কয়েক বৎসর হইতে চেষ্টা করিয়া ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের জন্য প্রায় ২৫০০ আড়াই হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি সেই সমুদায় অর্থ ডিব্রুগড় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। সভ্যগণ ঐ অর্থে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আষাঢ় মাসের প্রথমে ঐ মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন করিবার কথা ছিল, শাস্ত্রী মহাশয় তদুপলক্ষে আহূত হইয়া গিয়াছিলেন কিন্তু বর্ষার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হওয়াতে বন্যা হইয়া ডিব্রুগড় সহর ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে ভিত্তিস্থাপন কার্য্য হইতে পারিল না। শাস্ত্রী মহাশয় সেখানে চারিদিন থাকিয়া উপাসনা ও বক্তৃতাদিতে যাপন করেন, ও একজন ব্রাহ্মবন্ধুর কন্যার নাম করণে আচার্য্যের কার্য্য করেন। ডিব্রুগড়ে দুইটী বক্তৃতা হয়; একটী বাঙ্গালাতে ও একটী ইংরাজীতে। বক্তৃতাস্থলে সহরের বাঙ্গালি ও ইংরাজ ভদ্রলোক অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ডিব্রুগড় হইতে তিনি শিবসাগরে গমন করেন সেখানে দুই দিন মাত্র যাপন করিয়াছিলেন। সেখানেও দুই দিন দুইটী বক্তৃতা হয়, এবং তদ্ভিন্ন উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনাতে অনেক সময় যাপিত হয়। শিবসাগর হইতে তিনি নওগাঁতে গমন করেন। এখানে অনেকগুলি ব্রাহ্ম পরিবার একত্র বাস করিতেছেন। উপাসনা মন্দিরটী ইহাদের পল্লীতে অবস্থিত। এখানে যে পরিবার গুলি আছেন তাহাদের ধর্ম্ম ভাব ও সাধুতা দেখিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন। এখানে চারি দিন অবস্থিতি করিয়া তিনটী বক্তৃতা করেন ও তদ্ভিন্ন উপাসনাদিও হয়। নওগাঁ হইতে তেজপুরে গমন করেন। সেখানে দুই দিন

অবস্থিতি করিয়া একটী বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটী ইংরাজীতে হইয়াছিল। একদিন ধর্ম্মালোচনায় ও উপাসনার জন্ত বিশেষ সভা হয়। তেজপুর হইতে গৌহাটী আগমন করেন সেখানে এক দিন ও গোয়ালাপাড়ায় একদিন যাপন করিয়া এক একটী বক্তৃতা করেন। তৎপরে ধুবড়ীতে আসিয়া উপনীত হন। সেখানে সমাজের একটী নূতন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কার্য্য তাঁহাকে সমাধা করিতে হয়। তদ্ভিন্ন সেখানে একটী বক্তৃতা হয়। ধুবড়ী হইতে বিশেষ কার্য্যানুরোধে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন।

## ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক সংবাদ।

কিছু দিন গত হইল টিনেভেলির কোন নাট্যশালায় আগুণ লাগিয়া যায়। ডাডেমিয়া নামক একটী মুসলমান বালকের অত্যাশ্চর্য্য সাহসের গুণে ১৫০ ব্যক্তির জীবন রক্ষা পাইয়াছে। বালকটী উক্ত লোকদিগকে জলন্ত অনলের মধ্য হইতে টানিয়া বাহির করিয়া অবশেষে সেই অনলেই নিজ জীবন হারাইয়াছে। শান্তিদাতা পরমেশ্বর এই নিঃস্বার্থ বালকটীর আত্মাকে তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দান করুন। প্রাণ দান অপেক্ষা উচ্চ দান আর কি আছে?

ফরেন্সে মহাত্মা থিয়োডর পার্কারের সমাধি সুন্দর রূপে গঠন করিয়া তদুপরি একটী স্তম্ভ প্রস্তুত করিবার জন্ত তাঁহার জন্ম স্থান আমেরিকা ও ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থান হইতে চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে। ইংলণ্ডের পণ্ডিতা ধর্ম্মপরায়ণা, একেশ্বরবাদিনী সুবিখ্যাতা কুমারী কব্ ইহার প্রধান উদ্যোগী। কুমারী কব্ পার্কারের জীবদ্দশায় একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন, ইনি উক্ত মহাত্মার মৃত্যুকালীন সমাধি স্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং পার্কারের পরলোক গমনের পর ইনিই তাঁহার গ্রন্থাবলী সাধারণের জন্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজের অগ্রণী ব্যক্তিগণ তত্রত্য যুবাদিগের ধর্ম্মনৈতিক উন্নতির জন্ত বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইলাম। আমরা অনেক দিন হইতে মান্দ্রাজের ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় বলিয়া জানি। তথায় প্রকাশ্য ভাবে নাস্তিকতা প্রচারিত হইয়া থাকে, এবং ধর্ম্ম, নীতির উপর অধিকাংশ লোকের অনাস্থা হেতু চরিত্রের পবিত্রতার প্রতি লোকের দৃষ্টি কমিয়া গিয়াছে। ধর্ম্ম ও নীতিপরায়ণ ব্যক্তিগণ মান্দ্রাজকে এই শোচনীয় অবস্থা হইতে উদ্ধার করিলে অশেষ মঙ্গল হইবে।

## প্রেরিত পত্র।

মান্যবর "তত্ত্ব-কৌমুদী" সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

মহাশয়!

গত ১লা ভাদ্রের তত্ত্ব-কৌমুদীতে উপাসনা প্রণালী সম্বন্ধে যে প্রাপ্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশুক মনে করিয়া নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিলাম। যদি ঐ প্রবন্ধ কোন ব্যক্তি বিশেষের লিখিত হইত, তাহা হইলে কিছু না বলিলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু মাণিকদহে যে সময় অনেকগুলি গণ্যমান্ত ব্রাহ্ম একত্রিত হইয়াছিলেন সে সময়কার সজ্জতের আলোচনায় এরূপ মীমাংসিত হইল, তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়। প্রবন্ধটীতে কতিপয় অসম্বদ্ধ কথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রথমতঃ বলা হইয়াছে "ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান উপাসনা প্রণালী দূষণীয়"। কিন্তু তাহার পরক্ষণেই বলা হইয়াছে "উপাসনা কোন প্রণালীতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না"। ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান উপাসনা প্রণালী যদি দূষণীয় হয়, তবে তাহার সংশোধন অবশ্যই প্রার্থনীয়। কিন্তু কোন প্রণালীতেই যদি উপাসনা আবদ্ধ থাকিতে না পারে, তবে আর ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান উপাসনা প্রণালী দূষণীয় একথা বলার সার্থকতা কি? প্রণালীমাত্রই যদি অসম্ভব হয়, তবে সকল প্রণালীই দূষণীয়। কিন্তু দেখা আবশুক উপাসনার কোন প্রণালী থাকা উচিত কি না? ব্রাহ্ম সমাজে দুই প্রকারে উপাসনা হইয়া থাকে। এক সজন বা সামাজিক উপাসনা, অপর নির্জ্জন বা একাকী উপাসনা। নির্জ্জন উপাসনা সম্বন্ধে উক্ত প্রবন্ধে কিছু বলা হয় নাই, সামাজিক উপাসনা সম্বন্ধেই বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং সামাজিক উপাসনায় কোন প্রণালী অবলম্বনীয় কি না তাহাই বিবেচ্য। দশজন যেখানে কোন কার্য্যে সম্মিলিত হইবেন সেখানেই কার্য্যের কোন একটী রীতি থাকা আবশুক, অন্যথা কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। একা যেখানে কার্য্য করিতেছি ইচ্ছা করিলে সেখানে কোন প্রণালী অবলম্বন করিতে পারি, ইচ্ছা করিলে তাহার অন্যথা করিতেও পারি। তাহাতে অন্য কাহারও কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। সুতরাং একজনের জন্য বরং কোন নিয়ম না থাকিলেও চলিতে পারে। নিয়ম দশজনের জন্যই আবশুক। সংসারে মানুষ যদি একা একা থাকিতে পারিত, তবে এই সমস্ত সামাজিক নিয়ম, শাসন সম্বন্ধীয় নিয়ম কিছুরই প্রয়োজন হইত না। দশজন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন বিশিষ্ট লোকের যেখানে সম্মিলন সেখানেই তাহাদের নিয়ামক কোন পদ্ধতি থাকা আবশুক। এই জন্য যেখানে দশজনকে সম্মিলিত হইতে হয় সেই স্থানেই কোন বিশেষ নিয়মের বশীভূত হইয়া সম্মিলিত হইতে হয়। সর্ব্বত্র দশজনের সম্মিলন স্থানে যদি নিয়ম আবশুক হয় তবে কি উপাসনার সময়ই তাহার প্রয়োজনাভাব হইবে? এই জন্য সামাজিক উপাসনা যদি আবশুক হয় তবে তাহার জন্য প্রণালীতেও আবশুক হইবে। সামাজিক উপাসনা যে আবশুক তাহা আমাকে প্রমাণ করিতে হইবে না। কারণ উক্ত প্রবন্ধেই তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর বিরুদ্ধে একটী অনিষ্টকারিতা এই দেখান হইয়াছে যে, তাহাতে অনেক বাধ্যবাধকতা আসিয়া থাকে। দশজনের সহিত একত্রে কোন কাজ করিতে গেলে যে নিজ রুচি ও ইচ্ছার কিছু খর্ব্বতাপূর্ব্বক পরস্পরের নিকট কিয়ৎপরিমাণে বাধ্য

বাধকতা স্বীকার করিতে হয় তাহাতে আর সন্দেহ কি? বাধ্যবাধকতা যেখানে বিবেকের অনুমোদিত কার্য্যে নিয়োগ করিতে বাধ্য করে, সেখানেই দূষণীয় এবং সেখানেই বাধ্যবাধকতা পরিত্যাজ্য, কিন্তু সর্ব্বত্র বাধ্যবাধকতা দূষণীয় নহে। যেখানে কিছু শিক্ষা করিতে হইবে, দশজনের সহিত মিলিয়া কিছু লাভ করিতে হইবে, সেখানে অনেক সময়ই বাধ্যবাধকতা প্রয়োজনীয়। যাহা কিছু আমার ভাল লাগে তাহাই যে আমার জন্য প্রার্থনীয় তাহা নয়। যাঁহারা কোন রূপ সাধনা দ্বারা আত্মপ্রকৃতিকে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ করিবেন তাঁহাদিগকে অনেক সময়ই নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিতেই হইবে। অনেক সময় উপাসনা করিতে ইচ্ছা হয় না সুতরাং তখন উপাসনা করা উচিত নয়, এভাবে চলিলে কাহারও উপাসনা করা হয় না। এজন্য অনেক সময়ই যাহা ভাল লাগে না তাহাতেও নিযুক্ত হইতে হয়; আবার যাহা ভাল লাগে তাহা হইতে দূরে থাকিতে হয়। যাঁহারা সেরূপে চলিতে ইচ্ছুক নহেন, তাঁহারা কখনও সাধনপথে অগ্রসর হইতে পারেন না। মানুষের ইচ্ছা যদি সর্ব্বদা তাহার যাহাতে কল্যাণ সেই পথে ধাবিত হইত, তবে সাধনার কোন প্রয়োজন থাকিত না। সকল সময় আত্মস্থিত বিষয় বুঝিতে এবং সেইদিকে যাইতে ইচ্ছা হয় না বলিয়াই শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন। যাঁহারা সর্ব্বপ্রযত্নে নিজ ইচ্ছার অনুসরণ করাকেই কর্ত্তব্য বলিয়া জানেন তাঁহারা ঐশ্বরিক ভাবের অধীন হইয়া তাঁহার উপাসক হইতে পারেন না। তাঁহারা বরং আত্ম-উপাসক বা আত্ম-ইচ্ছা-উপাসক নামে অভিহিত হইতে পারেন। সাধনার অবস্থায় সর্ব্বথা আত্মইচ্ছার প্রাবল্য মনে করিয়া চলিলে কোনওক্রমে সাধন সম্ভব নয়। সামাজিক উপাসনায় যখন দশজনে একপ্রাণে সম্মিলিত হৃদয়ে ঈশ্বরকে ডাকিতে মিলিত হইতে হয়, তখন কতক পরিমাণে নিজ ইচ্ছা ও রুচি বিসর্জ্জন দিতে হইবেই হইবে। যখন সকলে আরাধনায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তখন 'আমার ভাল লাগে না' বলিয়া কখনও চীৎকার পূর্ব্বক গান করা কর্ত্তব্য নয়, বা প্রার্থনা করা উচিত নয়। বরং যাহাতে আমার প্রাণেও সেই ভাব আসিতে পারে, সে চেষ্টায় নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। নতুবা সাধনায় কোন অর্থই থাকে না। ইহাকে কপটতা বলে না। আমার অসত্য কথা বলিতে ইচ্ছা হয় কিন্তু আমি তাহা বলি না। ইহাকে কেহ কপটতা বলে না, বা বলা উচিত নয়। দশজনে প্রার্থনা করিতেছেন তখন আমার প্রার্থনার ভাব আসিলেও যদি তাহাতে যোগ দিতে চেষ্টা করি, তাহাকেও কপটতা বলা যায় না। উপাসনার সময় কত সাংসারিক চিন্তা আসিয়া মানব মনকে বিচলিত করে, সে চিন্তা নিবারণ পূর্ব্বক উপাসনার দিকে মনকে টানিয়া আনাকে কপটতা বলা যায় না। কপটতার এই প্রকার লক্ষণ হইলে আমাদিগকে প্রায় সকল প্রকার কার্য্যে হইতেই নিবৃত্ত থাকিতে হয়। সুতরাং দশজনের সহিত উপাসনার সময় যে আত্মসংযম বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলা তাহা অপকারী বা অকর্ত্তব্য না হইয়া উপকারী ও কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে।

আমি বলিয়াছি উক্ত প্রবন্ধে কতিপয় অসম্বদ্ধ কথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাহার উদাহরণ স্বরূপ আর একটী বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক। উক্ত প্রবন্ধে প্রথমতঃ বলা হইয়াছে উপাসনা কোন প্রণালীতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। কিন্তু পরে আবার নূতন একটী প্রণালী গঠনের চেষ্টা করা হইয়াছে। যথা "প্রথমতঃ সঙ্গীত সংকীর্ত্তন করিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট কাহারও প্রতি উপাসনার ভার থাকিবে না। যাঁহার ভাব আসিবে তিনিই উপাসনা করিবেন" ইত্যাদি। এখন জিজ্ঞাস্য এই, যদি বাধ্যবাধকতাই না থাকে, তবে এই প্রণালীতেই কি কাজ চলা সম্ভব? যখন দশজন সংকীর্ত্তন করিতেছেন, তখন যদি আর ২৫ জনের প্রাণে প্রার্থনার ভাব আসিল, অমনি কি তাঁহারা চীৎকারপূর্ব্বক প্রার্থনা করিতে থাকিবেন? অথবা একজনের যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়, সেই কীর্ত্তনে কি তাঁহাকে বাধা দিবে না? বাধ্যবাধকতা ভিন্ন যে কোন প্রণালীর উল্লেখ করা যাইবে, তাহাতেই কাজ চলা অসম্ভব হইবে। উক্ত প্রবন্ধে অন্যত্র লিখিত হইয়াছে "ভাব আসিলে বর্ত্তমান প্রণালীতে উপাসনা করিতে পারেনা"। সুতরাং প্রথমে যে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান উপাসনা প্রণালীকে দূষণীয় বলা হইয়াছিল, একথা দ্বারা তাহা খণ্ডিত হইতেছে। সুতরাং বলিতে হইবে প্রণালীর কোন দোষ নাই, সরসভাবে প্রকৃতরূপে উপাসনা করিতে না পারায় দোষ। সে দোষ যাহাতে না ঘটে তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। উক্ত দোষ পরিহার করিবার জন্যই যাঁহার তাঁহার উপর উপাসনার ভার না দিয়া, অধিকাংশের বিবেচনায় যাহা দ্বারা সে কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে, যিনি অপেক্ষাকৃত উন্নত ও সরসহৃদয় বলিয়া বিবেচিত হইবেন, তাঁহার উপরই উপাসনার ভার দেওয়া উচিত। ইহা দ্বারা দশজনের সাধুতার হানি হয় না, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতার নিবৃত্তি হয়। ইহা দ্বারা কাহারও অধিকার বিলুপ্ত হয় না; কিন্তু দশজনের বিবেচনার সম্মান হয়, প্রয়োজন সিদ্ধ হয় ও কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হয়। উক্ত প্রবন্ধে যে প্রণালীর উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কোন সমাজের পক্ষে অবলম্বনীয় হইতে পারে না, কোন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির গৃহে সে প্রণালীতে কাজ চলিলেও চলিতে পারে। কারণ তাহাতে অন্য কাহারও ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। সকলে নীরবে বসিয়া আছেন, কাহারও প্রাণে ভাব না আসে, না-হয় অনেকক্ষণ বসিয়া যার যার ভাবে উপাসনা করিয়া চলিয়া গেলেন। তাহাতে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সমাজে যেখানে উপাসনার্থ সম্মিলিত হইবেন, সেখানে এভাবে কার্য্য হইলে কি-যে অপরূপ ফল প্রসব হয় তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। এজন্য অনিশ্চিত না রাখিয়া দশজনের মনোনীত কাহারও উপর উপাসনার ভার থাকিলে তাঁহার প্রাণে স্বভাবতঃ যে ব্যাকুল প্রার্থনার উদয় হইবে এবং তাহাতে যে সরসতা সম্ভব হইবে, অনিশ্চিত ভাবে সেরূপ আশা করা যায় না। আর সম্ভব হইলেও সচরাচর তাহা ঘটিবে না।

সামাজিক উপাসনার উপকারিতা এত এবং তাহা ব্রাহ্ম সাধারণের মধ্যে এত বাহুল্যরূপে প্রচারিত হইয়াছে যে, তৎসম্বন্ধে

আর কিছুই লেখা আবশ্যক মনে করি না। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধে "সামাজিক উপাসনা ধর্ম্ম প্রচারের স্থান" "সাপ্তাহিক উপাসনায় অনেক স্থানে উপকার হয়" এ প্রকার অনেক উক্তির দ্বারা সামাজিক উপাসনার গৌরব বহু প্রকারে হানি করা হইয়াছে। অতিশয় দুঃখের সহিত বলিতে হইল যে, সামাজিক উপাসনাকে ব্রাহ্মগণ সুমহৎ কল্যাণকর উপায় বলিয়া জানেন তাহাকে সেদিনকার সঙ্গত-সভায় অতি সামান্যভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। সকল কথার প্রতিবাদ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, তাহাতে পত্র অত্যন্ত বড় হইয়াছে। আর একটী কথা বলিয়াই আমার পত্র শেষ করিব "প্রকৃত উপাসনা না হইলে আমরা এঁচড়ে পাকিয়া যাই" প্রকৃত কথাটী ছাড়িয়া দিলে সর্ব্বত্রই ক্ষতির আশঙ্কা আছে। এঁচড়ে পাকিয়া যাওয়া ভয় করিলে প্রচার কার্য্য বন্ধ রাখিতে হয়, বক্তৃতা করিতে হয় এমন কি, যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থ সাধকজীবনের পরিমাণে পথের সম্বল তাহার প্রচার করিতে ক্ষান্ত হইতে হয়। সুতরাং অপ্রকৃত ভাবে যাহা হয় তাহাতেই ক্ষতির আশঙ্কা আছে, একমাত্র উপাসনার প্রতি সেই আশঙ্কা করা উচিত নয়।

৯ই ভাদ্র ১৮০৮ শক
এলাহাবাদ। নিবেদক
আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।

## সমালোচনা।

বালক-বন্ধু—শ্রী অ,—শর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য ⁄১০ বালক ও বালিকাদিগের নীতি শিক্ষার পুস্তক প্রায় দেখা যায় না। এই পুস্তকখানি অনেক পরিমাণে সে অভাব দূর করিবে। অনেক পরিবারে ও বিদ্যালয়ে প্রকৃত উপদেষ্টা অভাবে অনেক সুকুমারমতি বালকগণ নীতি শিক্ষার অভাবে কুরীতি ও কুনীতির দিকে ধাবিত হইয়া পরিণামে কুপ্রবৃত্তির অধীন হইয়া নিজেদের এবং অপরের ঘোর অনিষ্ট করিয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি বিদ্যালয় সমূহে নীতি শিক্ষার জন্য নির্দ্ধারিত হইলে ভাল হয়।

### রবিবাসরীয় নৈতিক বিদ্যালয়।

প্রতি রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় সিটিকালেজগৃহের নিম্নতলে এই বিদ্যালয়ের কার্য্য হইয়া থাকে। এই বিদ্যালয়ে আপাততঃ তিনটী শ্রেণী আছে। মহাত্মাগণের জীবন চরিত রামায়ণ ও মহাভারত হইতে নৈতিক উপদেশ,(Natural Theology) ইত্যাদি নিয়মিতরূপে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত বি, এ, শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র এম, এ, শ্রীযুক্ত বাবু আদিত্য কুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এ, ও শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু ( সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক) প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতেও কতিপয় মহাত্মার জীবন চরিত ও নীতি বিষয়ক সরল সত্য সকল শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু ও বর্ত্তমান সম্পাদক এই শ্রেণীর শিক্ষা ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু ধীরেন্দ্র নাথ কাস্তগিরি বি, এ, তৃতীয় শ্রেণীর ভার গ্রহণ করিয়া সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

কলিকাতা শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী।
সম্পাদক

## মূল্য প্রাপ্তি।

( গত প্রকাশিতের পর ১৮৮৬। মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত )

| | | |
|---|---|---|
| বাবু | রতিকান্ত মজুমদার কলিকাতা | ১৲ |
| ,, | মহেন্দ্র চন্দ্র রায় ফরিদপুর | ১৷৷০ |
| ,, | অন্নদা চরণ কাস্তগিরি কলিকাতা | ৷৷০ |
| ,, | বিপিন বিহারী বসু লক্ষ্ণৌ | ৩৲ |
| ,, | বেণীমাধব রায় কলিকাতা | ৷৷০ |
| ,, | হরচন্দ্র দাস ভাদ্রগ্রাম | ১৵০ |
| ,, | হরি দাস মল্লিক ভদ্রেশ্বর | ৩৲ |
| ,, | নন্দ লাল মিত্র কলিকাতা | ১৲ |
| ,, | ক্ষেত্র মোহন দত্ত ঐ | ১৲ |
| ,, | রজনী কান্ত নিয়োগী ঐ | ১৷৷০ |
| ,, | কালা চাঁদ মিত্র ঐ | ৩৲ |
| ,, | মহেন্দ্র নাথ ঘোষ ঐ | ।০ |
| ,, | শ্রীশচন্দ্র বসু রসাপাগলা | ১।০ |
| ,, | সম্পাদক ব্রাহ্ম সমাজ পাবনা | ৩৲ |
| ,, | কালীশঙ্কর শুকুল কলিকাতা | ।০ |
| ,, | মোহিনী মোহন বসু ঐ | ৷৷০ |
| ,, | রজনীকান্ত সরকার খালিশপুর | ৪৲ |
| ,, | সারদা প্রসাদ দত্ত চন্দন নগর | ১৷৷০ |
| ,, | গোবিন্দ চন্দ্র মিত্র, সাথিয়া | ৩৲ |
| ,, | গোবিন্দ চন্দ্র বসু কলিকাতা | ১৲ |
| ,, | কেদার নাথ রায় ঐ | ১৲ |
| সম্পাদক ব্রাহ্ম সমাজ কুচবিহার | | ৩৲ |
| বাবু | হারান চন্দ্র বসু সিমলাহিল | ৩৲ |
| ,, | অশ্বিনী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দিঘাপাতিয়া | ৩৲ |
| ,, | রাম গোপাল বিশ্বাস উল্লাপুর | ৩৲ |
| ,, | বেণী মাধব রায় বান্দা | ১৷৷০ |
| ,, | ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্ত্তী কলিকাতা | ৷৷০ |
| ,, | চণ্ডী চরণ সিংহ মুঙ্গের | ৩৲ |
| ,, | তারক চন্দ্র ঘোষ, ঘোষপুর | ৩।০ |
| ,, | হরি মোহন বসু রংপুর | ৪৷৷০ |
| ,, | কৃষ্ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বসিরহাট | ৩৵০ |
| ,, | সীতা নাথ দত্ত কলিকাতা | ২৷৷০ |
| ,, | অধর চন্দ্র বসু ঐ | ৸৶১০ |
| ,, | মধু সূদন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গাটিকারি | ২৷৷৵০ |
| ,, | মাধব চন্দ্র ঘটক কোরকদি | ২৲ |

ক্রমশঃ

১১নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা ১লা আশ্বিন মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

# তত্ত্ব-কৌমুদী

( পাক্ষিক পত্রিকা। )

| ৯ম ভাগ। ১২শ সংখ্যা। | ১৬ই আশ্বিন, শুক্রবার, ১৮০৮ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭। | বাংসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৹ মফস্বল ৩৲ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵৹ |
|---|---|---|


## প্রার্থনা।

নবজীবন দাতা পরমেশ্বর! বসন্ত সমাগমে শুষ্ক তরু সকল যেমন নূতন পল্লব ও ফল ফুলে শোভিত হয়, কবে তোমার আগমনে আমার শুষ্ক জীবন-তরু সেইরূপ সরস ও স্বর্গীয় কুসুমে পূর্ণ হইবে? রসস্বরূপ পরমেশ্বর! আমার জীবন শুষ্ক ও মৃতের ন্যায় হইয়া রহিয়াছে! দেখ, ইহাতে এমন একটীও ভাল ফুল ফুটে না যাহা দিয়া তোমার সেবা করি। পত্র পুষ্প বিহীন বৃক্ষ যেমন কোন কার্য্যেরই নয় সেইরূপ আমার নীরস শুষ্ক জীবন কোন কার্য্যেরই হইতেছে না। প্রভো! যে জীবন ভালরূপে তোমার সেবায় আসিতেছে না সে জীবন লইয়া আমি কি করিব? আমার জীবনকে তোমার সেবার উপযোগী কর। জীবনদাতা! আমার শুষ্ক-তরুকে সরস এবং প্রেমের কুসুমে সুশো-ভিত কর, তাহা হইলে ঐ প্রেম ফুলে নিত্য তোমার অর্চনা করিয়া অপার আনন্দ ও সুখ সম্ভোগ করি। তোমার কৃপাতে আমি নবজীবন লাভ করিয়া নিত্য নবভাবে তোমার মধুর পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিতে পারি, তুমি আমাকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ কর।

---

**হৃদয়-চাতক।**—নদ নদী ও সরোবর সকল জলে পূর্ণ থাকিলেও চাতকের পিপাসা তাহাতে নিবৃত্তি হয় না। জলধর-নিঃসৃত-বারিধারা-পিপাসু চাতক নিম্নের বারিতে তাহার পিপাসা দূর করিতে চায় না। মেঘ নিঃসৃত নির্ম্মল বারিবিন্দুতে সে তাহার পিপাসা নিবারণ করিতে চায়। কখন উচ্চ হইতে সেই নির্ম্মল বারিধারা পড়িবে সে তাহার প্রতীক্ষা করিতে থাকে। ভয়ানক মেঘ গর্জ্জন ও শীলা পাত করিয়া যখন বৃষ্টি পতিত হয় তখনও চাতক আনন্দ মনে ঊর্দ্ধকণ্ঠে সেই বারি পান করিতে থাকে। চারিদিক্ ধন ধান্যে, নানাপ্রকার ঐশ্বর্য্যে ও রত্নরাজিতে পূর্ণ থাকিলেও প্রকৃত সাধুর প্রাণ তাহাতে কিছুতেই তৃপ্তি মানে না। তাঁহাকে এই সমস্ত অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিলেও তাঁহার অন্তরের পিপাসা কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না—ভগবানের সহবাস, তাঁহার নাম গানই তাঁহার অন্তরের বাসনা পরিতৃপ্তি করিতে পারে এবং প্রাণের পিপাসা নিবৃত্তি করিতে পারে। সংসারের ভয়ানক দুর্ঘটনা ও দুর্য্যোগের মধ্যেও তিনি চাতকের ন্যায় সেই পরম সুন্দর পরমেশ্বরের দিকে চাহিয়া পূর্ণানন্দ সম্ভোগ করিতে থাকেন।

---

**জ্ঞানের পরিচয়।**—একবার কোন এক বিখ্যাত ধর্ম্ম-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের ভৃত্য সুবিখ্যাত ধর্ম্ম প্রচারক জর্জ্জ হুইট্-ফিল্ডের উপদেশ শ্রবণ করিতে যায়। হুইট্ফিল্ডের তেজো-গর্ভ ও প্রাণস্পর্শী উপদেশ শ্রবণ করিয়া ভৃত্য গৃহে প্রতিগমন করিলে তাহার প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন "জন্ হুইটফিল্ডের সম্বন্ধে তোমার কি মত—অর্থাৎ তাঁহার উপদেশ কিরূপ শ্রবণ করিলে? হুইট্ফিল্ড তৎকালে সুবিখ্যাত ধর্ম্মোপ-দেষ্টা বলিয়া চারিদিকে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। জন্ বলিল "সত্যই, তিনি একজন যথার্থ জ্ঞানী প্রচারক--অত্যন্ত জ্ঞানী প্রচারক"। তাহার প্রভু হুইট্ফিল্ডের ক্ষমতা তত উচ্চ বলিয়া মনে করিতেন না। সেই জন্য জনের নিকট হইতে হুইট্ফিল্ডের এরূপ ভূয়সী প্রশংসা শুনিয়া বলিয়া-ছেন "জন্, তাঁহার অপেক্ষা জ্ঞানী প্রচারক আরও আছেন" এই বলিয়া তিনি তাঁহার পাঠাগারে প্রবেশ করিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার ভৃত্য জন্‌কে ডাকিয়া বলিলেন "যে হৃদয় জয় করিতে পারে সেই প্রকৃত জ্ঞানী,—হুইট্ফিল্ড্ সত্যই একজন প্রধানতম জ্ঞানী প্রচারক"।

লোকের সাধারণতঃ এইরূপ সংস্কার আছে যে, বহুসংখ্যক পুস্তকাদি পড়িলে, দর্শন বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত হইলেই প্রকৃত ধর্ম্মপ্রচারক হইতে পারে। ইহার ন্যায় সম্পূর্ণ মিথ্যা সংস্কার আর নাই। যে সমস্ত লোক জগতের কেশ ধরিয়া নিদ্রিত জগতকে জাগ্রত করিয়া বিশ্বাস, ন্যায় ও পুণ্যের দিকে অগ্রসর করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রায় পণ্ডিত ছিলেন না। তাঁহারা প্রকৃতির ক্রোড়ে বসিয়া প্রকৃত তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিতেন, এবং বিশ্বাস, প্রীতি ও পুণ্যের বলে কোটী কোটী লোককে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছেন। যে লোকের কথা কখন তীক্ষ্ণ বাণের ন্যায় পাপপ্রাণকে বিদ্ধ করে—

কখন হৃদয়কে সরস করে—সংসারমুখী মনকে ভগবানের দিকে ফিরাইয়া দেয়, তিনিই যথার্থ সুপণ্ডিত ও জ্ঞানী প্রচারক। ব্রাহ্মসমাজ যেন উল্লিখিত মহৎ গুণাবলী দেখিয়া প্রচারক নির্ব্বাচন করিতে পারেন।

ঐন্দ্রজালিক শলাকা।—কোন একজন সাধু বলিয়াছেন, বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া করতালি দিলে বৃক্ষস্থিত পক্ষী-সকল যেমন ত্বরায় উড়িয়া যায়, সেইরূপ ভক্তির সহিত পরমেশ্বরের নাম করিলে হৃদয় হইতে পাপ ও সংসারাসক্তি সকল ত্বরায় নষ্ট হইয়া যায়। যাঁহারা ভক্তির সহিত পরমেশ্বরের নাম কখন কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই এই কথা সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। সংসারের ঘোর পাপী ও নারকীরা সেই মহামন্ত্র নাম গান করিয়া সংসারের দুশ্ছেদ্য পাপপাশ ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। সংসারের জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, ঘোর সংসারাসক্ত পাপ-নিমগ্ন দুর্দ্দান্ত লোক-দিগকে যেখানে একচুলও পুণ্যের পথে অগ্রসর করিতে সমর্থ হয় নাই, ভগবানের নামের গুণে তাহা নিমেষের মধ্যে সংসিদ্ধ হইয়াছে। পরমেশ্বরের নামের এক ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে। ঐ ঐন্দ্রজালিক শলাকা যাহাতে স্পর্শ করান যায়, সেই বস্তুই যেন রূপান্তরিত হইয়া থাকে। পাপীর পাপাসক্ত হৃদয়ে ঐ শলাকা স্পর্শিত হইলে সে হৃদয় পুণ্যের জ্যোতিতে আলোকিত হয়—অহঙ্কারীর উন্নত মস্তকে উহা স্পর্শিত হইলে, সে মস্তক আপনাপনি নত হয়। ঐ ঐন্দ্র-জালিক শলাকার সংযোগে শুষ্ক, কঠোর, দগ্ধ মরুসম মনুষ্যের প্রাণ হইতে যেন প্রেমের ফোয়ারা উত্থিত হয় এবং মানবের কণ্টকাকীর্ণ হৃদয় কুসুমকাননে পরিণত হয়। পরমেশ্বরের নামের ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে।

গর্দ্দভ ও নির্ব্বোধ পাপী।—ইংরাজীতে একটী কথা আছে "You can not drive a dull ass into the fire that is kindled before his eyes." অর্থাৎ একটী নির্ব্বোধ গাধা প্রজ্জ্বলিত হুতাশন দেখিলে, তাহাকে বিতাড়িত করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইতে পার না। অবিশ্বাসী পাপাসক্ত ব্যক্তিরা এই গাধা অপেক্ষাও নির্ব্বোধ, কারণ তাহারা জানিয়াও পাপের জ্বলন্ত অনলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। অনেক সময় পশু অপেক্ষাও কি আপনাদিগকে অধম বলিয়া বোধ হয় না?

প্রাণ-দানে প্রাণ-লাভ।—বীজ মৃত্তিকা মধ্যে বপন করিলে তাহা যতক্ষণ পর্য্যন্ত পচিয়া না যায়, ততক্ষণ তাহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না। বীজ পচিলেই তাহা হইতে সুস্বাদু ফলের তরুর জন্ম হইয়া থাকে। যে ভগবানকে লাভ করিতে চায়, সংসার সম্বন্ধে তাহাকে মৃত হইতে হয়, অর্থাৎ তাহার হৃদয় হইতে বাসনার বীজ বিনষ্ট না হইলে তাহা হইতে স্বর্গীয় সুস্বাদু বৃক্ষের অঙ্কুর দেখা যায় না। প্রাণের মধ্যে পাপ ও সংসারের বীজ যতক্ষণ সতেজ থাকে, ততক্ষণ সে প্রাণে শান্তি আনন্দ ও সুখ হওয়া অসম্ভব। পাপ জীবন বিনষ্ট না হইলে পুণ্য ও শান্তির জীবন পাওয়া যায় না। একটী বিনষ্ট না হইলে অপরটী লাভ করা যায় না। জ্ঞানী সুচতুর ব্যক্তিরাই মলিন পাপজীবন বিনাশ করিয়া শান্তিপ্রদ ধর্ম্ম জীবন লাভ করিয়া থাকেন।

## ব্রাহ্মসমাজের বল ও পরাক্রম।

ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি, উন্নতি ও কার্য্যের বিষয় চিন্তা করা প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই কর্ত্তব্য। কেবল কর্ত্তব্য কেন, এই বিশ্বজনীন, উদার পরম পবিত্র সমাজের আলোচনাতে প্রাণে গভীর আনন্দ ও সুখ উৎপাদন করিয়া থাকে। এই মহান্ বিশ্বব্যাপী সমাজের বিষয় আলোচনাতে কাহার প্রাণে না আনন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে? যাঁহারা কিছু পরিমাণে বর্ত্তমান ধর্ম্ম জগতের ইতিহাস লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, ব্রাহ্মসমাজের বল ও পরাক্রম অনেকে সহ্য করিতে না পারিয়া ইহার মহিমা খর্ব্ব করিবার জন্য নিদ্রিত, প্রাণহীন, মৃত ধর্ম্ম সকলকে জাগ্রত করিতেছে ও নানা প্রকার চক্রান্ত করিয়া ইহার অনিষ্ট সাধনের উপায় নিরন্তর অবলম্বন করিতেছে। বর্ত্তমান সময় একটী মহা ধর্ম্মান্দোলনের ও বিচিত্র ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সময়, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। যেদিকে যাও, দেখিবে কোন না কোন ধর্ম্ম সমাজ সংস্থাপিত হইতেছে, আর লোকে ধর্ম্মতত্ত্বালোচনাতে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময় কেন এই রূপ ধর্ম্মান্দোলনে আন্দোলিত হইল, পুরাতন অসাড় ধর্ম্ম সকলকে নানা বর্ণে চিত্রিত করিয়া তুলিবার জন্য লোকের কেন এত ব্যস্ততা উপস্থিত হইল,—গভীর রূপে এ সকলের মূল অনুসন্ধান করিলে নিশ্চয়ই একটা অকাট্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সেটা কি?—মহান্ পরমেশ্বরের এই তেজোপূর্ণ ব্রাহ্মসমাজই ইহার মূল কারণ। ভূগর্ভস্থ উত্তপ্ত ধাতু সকল দ্রবীভূত হইলে যেমন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া যখন উর্দ্ধে উঠিবার চেষ্টা করিতে থাকে, তখন যেমন তাহার প্রতাপে চারিদিক্ বিকম্পিত হয়, সেইরূপ এই তেজোপূর্ণ বিশ্বজনীন ব্রাহ্মধর্ম্ম আর সামান্য সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে না পারিয়া, ইহার তেজ ও বল চারিদিকে বিস্তারিত করিতে চেষ্টা করিতেছে বলিয়া, ভূকম্পের ন্যায় কোটী কোটী নর নারীর হৃদয়ভূমিকে আন্দোলিত করিয়া তুলিতেছে।—বর্ত্তমান সময়ের নানা প্রকার ধর্ম্মান্দোলন দর্শন করিয়া আমাদের কোন এক জন চিন্তাশীল শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, "ব্রাহ্মসমাজ Blister এর ন্যায় লোকের বক্ষে লাগিয়াছে।"—আজ যদি ব্রাহ্মসমাজ ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়েন, তাহা হইলে ঐ সকল অসার ছায়াবৎ ধর্ম্ম ক্রমে কোথায় নিমেষের মধ্যে যে লীন হইয়া যায়, তাহার চিহ্নও থাকে না। ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্বেই ইহাদের জলবিম্বসম অস্তিত্ব আমরা দর্শন করিতেছি। ব্রাহ্মসমাজের আভ্যন্তরীণ বল ও ক্ষমতার বিষয় এখানে বিস্তারিত রূপে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। বিদ্বেষ ভাব পরিত্যাগ করিলে অনেক ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণও ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলপ্রদ শক্তির সাক্ষ্য

প্রদান করিবেন। আমরা শুনিয়াছি, ইংলণ্ড ও আমেরিকার সূক্ষ্মদর্শী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ ব্রাহ্মসমাজকে অত্যন্ত আশার চক্ষে দর্শন করেন এবং ইহার উপর ভবিষ্যতে জগতের কল্যাণ ও উন্নতি নির্ভর করিতেছে, তাহা স্বীকার করেন। অনেক ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন, যে ব্রাহ্মসমাজ এখন সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ভারতের এক প্রান্তে পড়িয়া আছে তাহা জলন্ত হুতাশনের ন্যায় পরে চারি দিক্ পরিব্যাপ্ত করিবে।

ব্রাহ্মসমাজ লইয়া বর্ত্তমান সময়ে এত আন্দোলন কেন, এবং বড় বড় পণ্ডিতগণই কেন ইহাকে এত আশার চক্ষে দর্শন করিয়া ইহার অজেয় শক্তি ও ক্ষমতার উপর এত বিশ্বাস স্থাপন করিতেছেন? ইহার কারণ ইহা কেহ মনে করিবেন না যে, বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মগণ ও ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারকগণ জলন্ত উৎসাহ, তেজ, আপনাদিগের ত্যাগস্বীকার ও জীবন্ত বিশ্বাস সহকারে ব্রাহ্মসমাজের বল ও পরিত্রাণপ্রদ শক্তি চতুর্দ্দিকে প্রচার করিতেছেন,—ইহা কেহ মনে করিবেন না যে, ব্রাহ্মগণ আশানুরূপ পবিত্র ও ধর্ম্মপ্রবণ জীবন দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের উজ্জ্বল ছবি নরনারীর সম্মুখে অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বরং সেদিকে দৃষ্টিপাত করিলে অনেক সময় লজ্জায় মস্তক নত করিতে ইচ্ছা হয়। তবে কোন্ শক্তি প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজ চতুর্দ্দিকে এত আন্দোলন উপস্থিত করিতেছে, এবং বড় বড় সূক্ষ্মদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের চিন্তা ও মনকে ইহার দিকে আকর্ষণ করিতেছে? সে বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্ম ও প্রচারকদিগের জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা তত নয়। ব্রাহ্মসমাজ আপনার জীবন্ত ও ঐশী শক্তি-প্রভাবে অজ্ঞাতসারে লোকের প্রাণ অধিকার করিতেছে ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের চিত্ত তাহার দিকে আকর্ষণ করিতেছে।

কিন্তু আমরা কি নির্জ্জীব মৃতের ন্যায়! এমন জীবন্ত ধর্ম্ম পাইয়াও তাহার শক্তি নিজেদের জীবনে সঞ্চার করিতে ও চারিদিকে তাহা বিস্তারিত করিতে পারিতেছি না। ভগবান্ কৃপা করিয়া আমাদিগকে যে সুন্দর ধর্ম্ম দিয়াছেন, আমরা যদি তাহার সদ্ব্যবহার না করি, তাহা হইলে আমরা কি মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইব? কি দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, এমন অগ্নিসম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও আমরা তাহার জীবন্ত শক্তি-প্রভাবে আপনাদিগের প্রাণমনকে অনুপ্রাণিত করিতে পারিতেছি না! অনেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজের কিসে মঙ্গল হইবে, কিসে ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন্ত শক্তি দেশ দেশান্তরে বিকীর্ণ হইবে, তাহা বোধ হয় একবারও চিন্তা করিতে সময় পান না। তাহার কারণ এই, ব্রাহ্মসমাজের জীবন্ত শক্তি অনেকের প্রাণকে এপর্য্যন্ত ভাল করিয়া অধিকার করে নাই। তাহা হইলে কি আর আমরা এরূপ উদাসীনের ন্যায় সময় কাটাইতে পারিতাম? এই রূপ চিন্তা-বিহীন হইয়া সময় কাটাইলে কবে জগতের পাপ ও কুসংস্কার সকল তিরোহিত হইবে, এবং পরম সত্য পরমেশ্বরের সত্য সিংহাসন সকল হৃদয়ে ও দেশ দেশান্তরে প্রতিষ্ঠিত হইবে? এই প্রবন্ধের প্রথমেই বলা হইয়াছে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি ও কার্য্যের বিষয় চিন্তা করা প্রত্যেক ব্রাহ্মের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সকলে প্রার্থনাসহকারে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের বিষয় চিন্তা করিলে ক্রমে ব্রহ্মনামের ধ্বনি চারিদিকে উত্থিত হইয়া পাপ, কপটতা, কুসংস্কার প্রভৃতিকে মহাসাগরের বিশাল তরঙ্গাঘাতে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, তাহার চিহ্নও থাকিবে না। ব্রাহ্মসমাজের জীবন্ত শক্তি ক্রমে লোকে বিশেষ রূপে অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। ব্রাহ্মসমাজের বল ও পরাক্রম দেখিয়া জগতের লোক স্তম্ভিত হইবে।

## বিশ্বাসের দার্শনিক ভিত্তি।

চতুর্থ প্রস্তাব—কালের আপেক্ষিকতা।

তৃতীয় প্রস্তাবে কতিপয় দৃষ্টান্ত দ্বারা দেশের আপেক্ষিকতা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবে উক্ত প্রণালীতে কালের আপেক্ষিকতা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

কাল পরিমেয় বিষয়; কালের অল্পাধিক্য আছে; কালের পরিমাণ ছাড়িয়া দিলে কাল কিছুই থাকে না। কিন্তু কালের পরিমাণ অবস্থানুসারে পরিবর্ত্তনশীল। পরম্পরাগত ইন্দ্রিয়বোধ বা চিন্তার সংখ্যা অনুসারে কাল-পরিমাণের তারতম্য হয়। দুটী বিশেষ ঘটনার মধ্যবর্ত্তী সময়ে যতগুলি ইন্দ্রিয়বোধ বা চিন্তা মনের সমক্ষে উপস্থিত হয়, তাহাদের সংখ্যানুসারে সেই সময়ের অল্পাধিক্য পরিমিত হয়। অধিকসংখ্যক ইন্দ্রিয়বোধ বা চিন্তা আসিয়া থাকিলে সেই সময় অধিক বলিয়া বোধ হয়; ইন্দ্রিয়বোধ বা চিন্তার সংখ্যা অল্প হইলে সেই সময় অল্প বলিয়া বোধ হয়। কোন্ বোধটা ঠিক, তাহা বিচার করিবার কোন উপায়ই নাই। যাহাকে এক ঘণ্টা সময় বলি, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় একই মনের কাছে অল্প বা অধিক বলিয়া বোধ হয়। ভিন্ন ভিন্ন মনের সম্বন্ধে ত কথাই নাই। নিরলস, কার্য্যশীল ব্যক্তির পক্ষে এক ঘণ্টা সময় কত অধিক—তিনি এই সময়ের মধ্যে কত কাজ করিয়া ফেলেন। অলস মন্দগতি ব্যক্তির পক্ষে ইহা প্রায় কিছুই নহে,—নড়িতে চড়িতেই তাহার এক ঘণ্টা চলিয়া যায়। তারতম্যটা কিসে? কার্য্য বা ঘটনার অল্পাধিক্যেই যত তারতম্য। অলস ব্যক্তি ২।১টী কার্য্য করিতে না করিতেই নিরলস ব্যক্তি অনেকগুলি কাজ করিয়া ফেলেন, তাহাতেই নিরলস ব্যক্তির পক্ষে এক ঘণ্টা যাহা, অলস ব্যক্তির পক্ষে উহা তার চেয়ে অনেক কম। কাল-নিরূপণের বাহ্যিক উপায় না থাকিলে এই দুই ব্যক্তির অনুভূত কালকে এক কাল বলিয়া বোধ হইত না। [কাল-নিরূপণের বাহ্যিক উপায় সত্ত্বেও যে কালের আপেক্ষিকতা দূর হয় না, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইবে।] উপরে যাহা বলা হইল, অনেক সময় তাহার আপাত-বিপরীত ঘটনা ঘটে; কার্য্যহীন ব্যক্তির দিন ফুরায় না, সে কালের অতি-দীর্ঘতার জন্য বিলাপ করে; অপর দিকে কার্য্যশীল ব্যক্তির দিন অতি শীঘ্র চলিয়া যায়, তিনি কালের অল্পতাপ্রযুক্ত ক্ষুন্ন। হীন ব্যক্তির কাছে যে দিন দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয় তাহার কারণ এই যে, তাহার কোন কার্য্য না থাকাতে সে সর্ব্বদাই বহুল বাহ্যিক ঘটনা বা আভ্যন্তরিক চিন্তার দিকে মনোযোগ

দিতে বাধ্য হয়, কোন বিশেষ কার্য্যে মনোযোগ না দেওয়াতে তাহার মন প্রতি মুহূর্ত্তেই নানা ঘটনা ও নানা চিন্তাতে ধাবিত হয়,—এই সমস্ত ঘটনা ও চিন্তার বহুলতা বশতঃই তাহার কাছে সময় দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়; অপর দিকে, কার্য্য-ব্যস্ত ব্যক্তি অনেক কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও কার্য্যের বহুলতার দিকে তাঁহার দৃষ্টি থাকে না, তিনি অলস নিশ্চেষ্ট ব্যক্তির মতন কার্য্য বা চিন্তা গণনা করিতে বাধ্য হন না; সুতরাং তাঁহার কাছে সময়ের দীর্ঘতা অনুভূত হয় না। কার্য্যের বহুলতা দেখিয়াই বুঝিতে পারেন, তিনি কত অধিক সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। উভয় বিধ ঘটনা দ্বারাই সপ্রমাণ হইতেছে যে অনুভূত ইন্দ্রিয়-বোধ বা চিন্তার সংখ্যানুসারেই কালের অল্পাধিক্য অনুভূত হয়। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় এবং ভিন্ন ভিন্ন মনের পক্ষে ইন্দ্রিয়বোধ ও চিন্তার সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় এবং ভিন্ন ভিন্ন মনে কালবোধও ভিন্ন ভিন্ন, সুতরাং ইন্দ্রিয়-বোধ ও চিন্তার ন্যায় কালও আপেক্ষিক। এক অবস্থাতে যাহা এক ঘণ্টা বলিয়া বোধ হয়, অন্য অবস্থাতে তাহাই দেড় ঘণ্টা বা দু ঘণ্টা বলিয়া বোধ হয়। আমার কাছে যাহা এক ঘণ্টা, অন্যের কাছে তাহাই দু ঘণ্টা বলিয়া বোধ হয়। জাগ্রতাবস্থায় যাহা এক ঘণ্টা, স্বপ্নাবস্থায় সেই সময়ের মধ্যে এত বিচিত্র ঘটনা পরম্পরা ঘটে যে, তাহাকে এক দিন বা ততোধিক বলিয়া বোধ হয়; তাহাতেই বুঝিতে পারি, জাগ্রতাবস্থায় যাকে এক ঘণ্টা বলি,প্রকৃতি ইচ্ছা করিলে তাকেই ৫।৬ ঘণ্টা বা এক দিন বলিয়া বোধ করাইতে পারেন। কে বলিতে পারে যে আমাদের কাছে যাহা এক দিন, তাহা সামান্য কীট পতঙ্গের কাছে এক বৎসর বলিয়া বোধ হয় না? কে বলিতে পারে যে আমাদের কাছে যাহা এক দিন, তাহা বৃহস্পতিগ্রহের অধিবাসীদিগের নিকট (যদি সেই গ্রহে অধিবাসী থাকে) এক ঘণ্টা বলিয়া বোধ হয় না, অথবা সৌরজগতের অতীত অন্য কোন জগতের অধিবাসীর নিকট তাহা এক মুহূর্ত্ত বলিয়া বোধ হয় না?

কিন্তু অবস্থাভেদে, ব্যক্তিভেদে, কাল-বোধের এই ভিন্নতা সত্বেও কি কাল-পরিমাণের অবস্থা-নিরপেক্ষ, ব্যক্তি-নিরপেক্ষ কোন উপায় নাই? যদি না থাকিবে, তবে এত বিচিত্রতা সত্বেও সকলেই এক ঘণ্টাকে এক ঘণ্টা বলে কেন, এক দিনকে এক দিন বলে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই—এক দিকে দেখিতে গেলে কাল-পরিমাণের একটী নির্দ্দিষ্ট অবস্থা-নিরপেক্ষ উপায় আছে, কিন্তু তাহাতেও প্রকৃতপক্ষে কালের আপেক্ষিকতা দূর হয় না। ঘড়িতে ৭টার পর ৮টা বাজিল, এই সময়ের মধ্যে আমার মনে এক সহস্র চিন্তা এবং তোমার মনে দুই সহস্র চিন্তা আসিয়া থাকিতে পারে, এবং যদি তাহাই হইয়া থাকে এবং উভয়েই চিন্তাস্রোতে গাঢ় মনোযোগ দিয়া থাকি, তবে ইহা নিশ্চয় যে আমা অপেক্ষা তোমার নিকট এই সময়টা অধিক বলিয়া বোধ হইয়াছে, কিন্তু উভয়েই সময়টাকে এক ঘণ্টা বলিয়া বলিতেছি; তাহার কারণ এই যে,এস্থলে এক ঘণ্টা বলিতে আমরা ঘড়ির সম্বন্ধে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য বুঝিতেছি। আমাদের চিন্তা বা কার্য্য-সংখ্যার মধ্যে যত কেন তারতম্য থাকুক না, তাহাতে ঘড়ির কার্য্যসংখ্যার কিছুই প্রভেদ হয় নাই, ঘড়ি উহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসংখ্যাই সম্পাদন করিয়াছে; উহার সেই নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-প্রবাহকেই আমরা এক ঘণ্টা বলিতেছি। এই নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-প্রবাহটী না থাকিলে তোমার আর আমার মধ্যে কোন প্রকারেই ঐক্য হইত না। জগতে এরূপ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য অনেক আছে বলিয়াই আমরা সময়-পরিমাণের এমন কতকগুলি উপায় পাই, যাহা ব্যক্তিগত এবং অবস্থাগত পরিবর্ত্তনের অতীত। কিন্তু ঘড়ির কার্য্যই হউক আর প্রাকৃতিক কার্য্যই হউক, কার্য্য মাত্রই মন-সাপেক্ষ, কার্য্য মাত্রই মনের কার্য্য; কার্য্য ভাবিতে গেলেই প্রাকৃতিক বস্তু ভাবিতে হইবে; বস্তু ছাড়া কার্য্য অর্থহীন; আর প্রাকৃতিক বস্তু ভাবিতে গেলেই বর্ণ, শব্দ, কাঠিন্য, বিস্তৃতি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বিষয় ভাবিতে হইবে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, এই সমস্ত ইন্দ্রিয়-বিষয় মন-সাপেক্ষ, আত্মার আশ্রিত বস্তু। এই সমস্ত মানবাত্মার জ্ঞান-নিরপেক্ষ হইতে পারে, কিন্তু একবারে আত্মা-নিরপেক্ষ নহে; ইহাদের স্থায়ী অস্তিত্ব বলিলেই একটী স্থায়ী নিত্যজ্ঞানের অস্তিত্ব বুঝায়। সুতরাং পাঠক দেখিতেছেন কালও আত্মার পক্ষে আপেক্ষিক, আত্মার আশ্রিত, আত্মার অধীন; অনন্ত-কালের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে হইলে অনন্ত কালের আশ্রয়রূপী একটী অনন্ত আত্মাতেও বিশ্বাস করিতে হইবে।

## অসভ্যদিগের সরল বিশ্বাস ও আতিথেয়তা।

আমাদের কোন প্রচারক কোন সময়ে একাকী পদব্রজে উৎকল প্রদেশের কোন স্থানে গমন করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট বিশেষরূপ আহারের সামগ্রী ছিল না, এজন্য পথের দূরতা নিবন্ধন ভয়ানক ক্লেশ ও আহারাভাবে অত্যন্ত কাতর হইয়া তিনি অতি ক্লেশে প্রভু পরমেশ্বরের কার্য্য সমাধা করিবার জন্য আপন গম্যস্থানে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে এক নিবিড় অরণ্য মাঝে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। ভয়ানক বনের মাঝে সন্ধ্যা হওয়াতে হিংস্র জন্তুদিগের ভয়ে তাঁহার প্রাণের মধ্যে কিছু ভয়ের সঞ্চার হইল। প্রভুর প্রকৃত দাস যাঁহারা, তাঁহারা ভয়ানক বিপদসঙ্কুল স্থান সকল তাঁহার নাম করিয়া অনায়াসে অতিক্রম করিয়া থাকেন, আমাদের প্রচারকও সেই ভয়বিপদনিবারণের নাম স্মরণ করিয়া ক্রমে সকল ভয় ও বাধা অতিক্রম করিয়া আপন প্রচার-ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি এই রূপে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে দূর হইতে একজন অতি দীর্ঘকায় কৃষ্ণবর্ণ ভীষণ প্রকৃতি লোককে একখানা অস্ত্রের দ্বারা একটা জন্তুকে ছেদন করিতে দেখিতে পাইলেন; এই ভয়ানক স্থানে সন্ধ্যার সময় এই রূপ যমসম লোককে অস্ত্র হস্তে কোন প্রাণীর প্রাণ সংহার করিতে দেখিলে নিশ্চয়ই জীবন-আশায় নিরাশ হইতে হয়। আমাদের প্রচারকও এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শন করিয়া জীবনের শেষ দশা স্থির করিলেন। পালাইবার

স্থান নাই—পালাইলেও ঘন নিবিড় অরণ্য ও নিরাপদ নহে, এই হেতু সেই সর্ব্বশক্তিমানের হস্তে আপনার জীবন ছাড়িয়া দিয়া ক্রমে সেই কৃষ্ণকায় লোকটার সম্মুখীন হইলেন। তিনি তাহার সমীপে আসিবামাত্র সে বলিল, "তুই এই সন্ধ্যার সময় একলা কোথায় যাবি, এই বনে যে অনেক বাঘ আছে তোর কি ভয় নাই—তুই আজ এ খানে থাক্" "অসভ্যের মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া প্রভুর সেবক আশ্বস্ত ও ভীতি দূর করিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন। তাঁহার জীবনের কার্য্য শুনিয়া বনবাসী লোকটী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া অতিশয় যত্নসহকারে তাঁহাকে তথায় থাকিতে অনুরোধ করিয়া বলিল যে, এই বনের অনতিদূরে তাহার একটী ক্ষুদ্র কুটীর আছে সে তাঁহার শয়নের জন্য সেই কুটীর ছাড়িয়া দিয়া সস্ত্রীক কোন বৃক্ষতলে রাত্রি যাপন করিবে। অসভ্যের এইরূপ কথা শুনিয়া আমাদের প্রচারক স্তম্ভিত হইলেন। তিনি তাহাকে কষ্ট দিয়া এই রূপে তাহার পত্রাবৃত কুটীরটী অধিকার করিতে অসম্মত হইলে বনবাসী তাঁহাকে তাহাদিগের মোড়লের (কর্ত্তার) বাড়িতে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইল এবং তথায় তিনি সুখে থাকিতে পারিবেন তাহা বলিল। প্রচারক মহাশয় ইহাতে সম্মত হইলে তৎপর সে তাঁহাকে আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিল। প্রচারক মহাশয় বলিলেন যে তিনি মৎস্য মাংস আহার করেন না। অসভ্যদের মৎস্য মাংস ভিন্ন আহারের প্রায় অন্য কোন উপায় থাকে না। তিনি নিরামিষ ভোজী শুনিয়া সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "তবে তুই আজ কি খাবি? আমার ঘরে অন্য কিছু ফল আছে তুই তাই খাবি?" প্রচারক তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রদত্ত ফল খাইতে স্বীকৃত হইলেন। অবশেষে সেই বনবাসী কিছু পরিমাণে তাঁহার ক্ষুৎপিপাসা দূর করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ধর্ম্ম কথা শুনিবার জন্য তাঁহাকে তাহাদিগের কর্ত্তার বাটীতে লইয়া গেল এবং এই উপলক্ষে অন্যান্য লোকদিগকেও সম্বাদ দান করিল। আমাদের প্রচারক তথায় উপস্থিত হইলে অনেকগুলি লোক সরল ভাবে তাঁহার কথা শুনিবার জন্য তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিল। তিনিও সরলভাবে তাহাদিগকে ধর্ম্ম কথা বলিতে লাগিলেন। বনবাসীরা অতি আগ্রহ সহকারে তাঁহার কথা শুনিতেছে এমন সময়ে একজন লোক আসিয়া উপরোক্ত বনবাসীর স্ত্রীর প্রসব বেদনার সমাচার দিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে যাইতে বলিল; সে এত মনোযোগের সহিত ধর্ম্ম কথা শুনিতেছিল যে তথা হইতে উঠিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে বড় কষ্টকর বলিয়া বোধ হইল সে তখন সে স্থান পরিত্যাগ করিতে সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিল "তুই যা, আমি এখন ধর্ম্ম কথা শুনচি—আমি যেতে পারব না—যেটা ছেলে দিয়াছে সেটাই তাহার উপায় করবে।" আমাদের প্রচারক এই জলন্ত বিশ্বাসের কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। অবশেষে তিনি তাহাকে বর্ত্তমান কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা ভগবানের অভিপ্রেত ইহা বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে তাহার কুটীরে পাঠাইয়া দিলেন।

অসভ্য বনবাসীদিগের এইরূপ জলন্ত বিশ্বাস ও অতিথির প্রতি এই রূপ যত্ন ও ব্যবহার দেখিলে কি আমাদের লজ্জা পাইতে হয় না? জ্ঞানের অহংকারে মস্তক উন্নত করিয়া বেড়াইলে কি হইবে? ধর্ম্মদর্শন ও নীতি শাস্ত্র পাঠ করিয়া কি হইবে যদি সরল বিশ্বাসের সহিত সেই জীবন্ত ও জাগ্রত পরমেশ্বরকে ধরিতে ও সকলকে আপনার ন্যায় জ্ঞান করিয়া প্রীতির আলিঙ্গন দিতে না পারা যায়। অনেক সময় অসভ্য বর্ব্বরদিগের সরল বিশ্বাস, ধর্ম্ম নিষ্ঠা, অতিথিদিগের প্রতি আপনাদিগের নিজের পরিবারের ন্যায় যত্ন ও ভালবাসা দেখিয়া আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন প্রভৃতি অসার বলিয়া বোধ হয়। প্রকৃত জীবন্ত ও সরল বিশ্বাসের অভাবে অনেক সময় আমরা মৃতের ন্যায় বাস করি ও অতিথিদিগের প্রতি যথোচিত ব্যবহার করিতে না পারিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিহীন হইয়া থাকি। এস, জ্ঞানের অহংকার পরিত্যাগ করিয়া অসভ্যদিগের চরণতলে বসিয়া সরল বিশ্বাস ও আতিথেয়তা শিক্ষা করি।

---

## মহাত্মা জনহাওয়ার্ড।

### জীবনের বিবিধ ঘটনা।

মিউনিশ নগরে কিয়দ্দিবস অবস্থিতির পরে হাওয়ার্ড রাইন নদী পার হইয়া রটারডমে উত্তীর্ণ হইলেন এবং তথা হইতে জলযানে আরোহণ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, ইংলণ্ডে পৌছিয়া তিনি কারডিঙ্গটনে বাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার শারীরিক গ্লানি তখনও দূর হয় নাই, তিনি নানা রোগের সেবায় দিন কাটাইতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি আপন গৃহে থাকিয়া যে ভাবে জীবন যাপন করিতেন তদ্বিষয়ে অবগত হইলে তাঁহার পারিবারিক জীবনের বিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মে।

মহাত্মা হাওয়ার্ড স্বভাবতঃই অনেক কথা কহিতে ভাল বাসিতেন না, তিনি প্রায় সারাদিনই গৃহের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। রবিবার প্রায়ই আহার করিতেন না, কখনো কখনো বা যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া সমস্ত দিন আধ্যাত্মিক ভাবে মগ্ন থাকিতেন। রবিবারে তিনি একাকী একটী ঘরে বসিয়া নির্জ্জন উপাসনায় দিন যাপন করিতেন, তদ্ভিন্ন সপ্তাহের অন্যান্য দিনে পরিবারের আর পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়া সকালে বিকালে নিয়মিত রূপে পারিবারিক উপাসনায় যোগ দিতেন। মিতাচারী নিরামিষভোজী হাওয়ার্ডের গৃহে মদ মাংসের গন্ধও ছিল না। তোষামোদ এবং প্রশংসা তিনি হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করিতেন। যদি কখনো কোন ব্যক্তি তাঁহার সমক্ষে তাঁহার মাহাত্ম্যের প্রশংসা করিয়া তাঁহার অনুষ্ঠিত কোন সৎকার্য্যের উল্লেখ করিতেন, তিনি তৎক্ষণাৎ অবহেলার সহিত "এই এক খেয়াল" এই উত্তর দিয়া অন্য কথা পাড়িতেন। লোকের প্রশংসা তিনি যেরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন লোকের নিন্দাতেও সেইরূপ তাঁহার ভ্রুক্ষেপ ছিল না।

রোগের অশেষ যন্ত্রনায় তাঁহার স্বাভাবিক প্রশান্ত ভাব বিলোড়িত হয় নাই, পত্নীবিয়োগের অসহ্য শোকানলে তাঁহার

মুখের প্রসন্নতা মলিন হয় নাই, তিনি হর্ষশোকে, নিন্দা প্রশংসায় কখনো অধীর হইয়া জীবনের কর্ত্তব্য ভুলেন নাই, পরমেশ্বরের মঙ্গল বিধানে অবিশ্বাস করেন নাই।

জীবনের নূতন ব্রত

মহাত্মা হাওয়ার্ডের জীবনের যে সকল ঘটনা অবলম্বন করিয়া আমরা এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছি সেই সকল ঘটনা সচরাচর অনেক বড় লোকের জীবনেই দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি কর্ত্তব্য পরায়ণ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া জীবন যাপন করিতেছিলেন, পরদুঃখ কাতর হইয়া যথাসাধ্য পরোপকার সাধনে শরীর মনের অনেক শক্তি নিয়োগ করিতেছিলেন, জ্ঞানান্বেষণে রত হইয়া মানসিক শক্তির বিকাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক এইরূপ জীবন একভাবে দেখিতে গেলে অতি সুন্দর এবং অতি মূল্যবান। কিন্তু যে প্রভূতশক্তি লইয়া মহাত্মা হাওয়ার্ড এ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে বিস্তীর্ণ হৃদয় ও সুসহ প্রাণ লইয়া মহাত্মা হাওয়ার্ড ইউরোপের একটী বিশেষ কল্যাণ সাধনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন সেই অন্তর্নিহিত অসাধারণ শক্তির বিকাশপোযোগি কোন মহৎ কার্য্য ক্ষেত্র এখনো হাওয়ার্ডের সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই।

তাই বলিতেছিলাম, মহাত্মা হাওয়ার্ডের জীবন আমরা যতদূর অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছি তাহাতে এমন বিশেষ বিবরণ কিছুই দেখিতে পাই নাই যদ্দারা তাঁহার অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার সদ্গুণ, তাঁহার মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব, তাঁহার ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য এবং মানব প্রেমের অনেক পরিচয় আমরা পাইয়াছি সত্য, কিন্তু তাঁহার জীবন হইতে এ পর্য্যন্ত আমরা যাহা কিছু লাভ করিয়াছি শুদ্ধ তাহা লইয়াই যদি তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষের জীবনচরিত সংগঠিত হইত তবে আর আজ সুদূর ভারতবর্ষ হইতে বহু সমুদ্র পারবর্ত্তী সুসভ্য ইউরোপ "জনহাওয়ার্ড" নাম স্মরণ করিয়া ধন্য হইত না। আজ মহাত্মা হাওয়ার্ডের নাম জগৎবাসীর সাধারণ সম্পত্তি, নরনারীর হৃদয়ের বস্তু, আজ পৃথিবীতে ওনামের শক্তি দ্বারা কত কল্যাণ সাধিত হইতেছে, কিন্তু অনুকুল অবস্থার অভাবে অসংখ্য অসংখ্য নরনারীর ন্যায় মহাত্মা হাওয়ার্ডকেও যদি সংসার হইতে বিদায় হইতে হইত তবে আজ আর সংসারে জন হিতৈষিণীর জলন্ত দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। বিধাতার গূঢ় উদ্দেশ্য কে বুঝিবে? তিনি নানা অবস্থার মধ্য দিয়া মানবাত্মাকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছেন, মানব কিছুই ঠিক্ পাইতেছেন না। মানব যে ক্রমশ অনন্ত উন্নতির দিকেই ধাবমান হইতেছে একথা মানব অগ্রে জানেনা, বুঝিতে সক্ষম হয় না। অথচ ক্রমশঃ চলিতে চলিতে কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার আত্মাটা যেন রাহুগ্রস্ত চাঁদের ন্যায় অনেক গ্লানি সহ্য করিয়া যথাসময়ে বিভাসিত হইল তাহার প্রাণে নব বল নবোৎসাহ এবং নবজীবনের সঞ্চার হইল। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে হাওয়ার্ড বেড ফোর্ডশিয়ারের প্রধান শেরিফের পদে নিযুক্ত হলেন। এই পদ তাঁহার সুতীক্ষ্ণ কর্ত্তব্যবুদ্ধি, অদম্য কার্য্যশীলতা জলন্ত উৎসাহ ও জীবন্ত পরহিতৈষণার সম্পূর্ণ অনুকুল হইয়াছিল, এতদিনের পরে হাওয়ার্ডের উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র মিলিল, উন্নতির পথ পরিস্কার হইল এবং জীবনের লক্ষ্য স্থির হইল।

---

# উদ্ধৃত।

## অনন্ত সুন্দরতা।

সুন্দর, সুন্দর বলিয়া তোমরা কত কথা বলিতেছ! অমুক সুন্দর, অমুক সুন্দর নয়। কিন্তু বল ভাই, অনন্ত সুন্দরতা কোথায়? আকাশ অনন্ত বটে; উহাতে সুন্দরতাও অনেক; কিন্তু সে সুন্দরতার অন্ত আছে। জলধির তরঙ্গ রঙ্গের অবধি নাই; তাহাতেও যে সুন্দরতা দেখিয়া মন নাচিয়া উঠে তাহারও শেষ আছে। লতিকার খেলা, ফুলের হাসি, পাখির কথায় কেবল অমৃত, কেবল সুন্দরতা রাশি। কিন্তু অনন্ত সুন্দরতা সেখানে পাইলাম না। প্রকৃতির দ্বারে দ্বারে ফিরিলাম। অনন্ত সুন্দরতা পাইলাম না। আকাশের সহিত নগেন্দ্রের বিবাহ, সমুদ্রের সহিত শশীর আলিঙ্গন, তাহাতে তাহাদেরই সুখ, তাহাদেরই আনন্দ; তাহাতে যে সুন্দরতা, তাহারাই অনন্তকাল উপভোগ করিতে পারে; কিন্তু তাহাতে আমার কি? পরের সুখ দেখিয়া আমার সুখ হয় বটে; কিন্তু সে সুখ আমি অনন্তকাল ভোগ করিতে পারি না। কারণ পরের দুঃখ দেখিয়াও আমার প্রাণ আকুল হয়। বাতাস আসিয়া কত চেষ্টা করিয়াও কুলবধূর মুখের আবরণ খুলিতে পারিতেছে না; সূর্য্যমুখী স্বামীর দিকে অনিমেষে চাহিয়া চাহিয়াই শুকাইয়া গেল; তপন যাইবার সময় একবার ফিরিয়াও তাকাইল, না;—এ সকল দেখিলে বাস্তবিকই কষ্ট হয়। তাই, আমার অনন্ত সুন্দরতা ভাগ্যে ঘটে না।

সংসারে কত সামগ্রী রহিয়াছে। কত সামগ্রী দেখিয়া কত বার সুন্দরতায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছি, কতবার আনন্দে বিভোর হইয়া করতালি তালে নাচিয়া উঠিয়াছি। কিন্তু কালে সে আনন্দ, সে উৎসব সকলই ফুরাইয়া গিয়াছে। অবসাদের আঁধারে প্রাণ ঢাকিয়াছে, শরীরের একটী একটী গ্রন্থি খুলিয়া গিয়াছে; এক এক বিন্দু রক্ত শুকাইয়া গিয়াছে। কখনই অনন্ত সুন্দরতা পাইলাম না। একবার যাহা পাইলে চিরদিনের জন্য মলিনতা চলিয়া যায়, তাহা যে পাইতেছি না। কত লোকে কতবার গান গাহিয়া শুনাইয়াছে যে, অনন্ত সুন্দরতা তাহাদিগের দাসী। কিন্তু সুন্দরতাকে দেবতা করিয়া রাখিতে চাই, তবু তাহাকে পাই না কেন? আমার প্রাণে তবে কি, এমন কোন রোগ আছে, যাহাতে সুন্দরতা আসিতে পারে না? না, তাহা নয়। অমল ধবল নিষ্কলঙ্ক হৃদয়পটে এখন একটী রেখাও তো পতিত হয় নাই। তবে কেন এত সাধ্য সাধনায় সে ধন পাইতেছি না?

কারণ না হইলে কোন কার্য্যই সম্ভব নহে। নিশ্চয়ই এ আশা-নাশের বিশেষ কারণ আছে। অনন্ত সুন্দরতার প্রস্রবণ আমার হৃদয় জুড়িয়াই তো রহিয়াছে; আমি চক্ষু মেলিয়া তাহাকে দেখি নাই বলিয়াই এতকাল সে সুন্দরতা সাগরে ডুবিতে পাই নাই। পুরুষ যদি বাস্তবিকই পুরুষ হন, তাহা

হইলে তাঁহার অনন্ত সুন্দরতা তাঁহার বামে। হিন্দুর গৃহলক্ষ্মীই তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ। তিনি তাঁহার অনন্ত জীবনের একমাত্র সুন্দরতা, তিনিই অনন্ত জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী; তিনি অনন্ত জীবনের একমাত্র আশ্রয়স্থল। হিন্দুর পবিত্র উদ্বাহ-প্রাঙ্গণে যাঁহারা পরস্পর আসিয়া পরস্পরের পার্শ্বে মিলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পৃথক করিবার সাধ্য আর কাহারো নাই। অনন্ত জীবনের পথে, পরস্পর অনন্ত সুন্দরতার অমৃত ধারা পান করিতে করিতে প্রেম গান গাহিয়া তাঁহারা ধাইয়া থাকেন।

## সাধন-হীন জীবন।

অনেক লোককে প্রথমে অতি উৎসাহের সহিত ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ করিতে দেখা যায়। তাঁহাদের উৎসাহ, তেজ, ধর্ম্মানুরাগ ও নিষ্ঠা দেখিয়া প্রাণে কত আনন্দ ও আশার সঞ্চার হইয়া থাকে। মনে হয় এই সকল লোকের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল হইবে, ইহাঁদিগের নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের দ্বারা সহস্র সহস্র নরনারী পাপ ও অবিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখি তাঁহাদের সে প্রকার নিষ্ঠা নাই, সে অনুরাগ ও বিশ্বাস যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। যে নবানুরাগের সহিত প্রথমে তাঁহারা সজন ও নির্জ্জন উপাসনা করিতেন, শেষে দেখি তাহার কিছুই নাই। উৎসাহ ও অনুরাগের কথা দূরে থাক্, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আবার ব্রাহ্মসমাজের পরম শত্রু হইয়া দাঁড়ান। ব্রাহ্মসমাজের নিন্দা ও গ্লানি চারিদিকে রটনা করেন এবং আস্তে আস্তে সর্ব্বগ্রাসী হিন্দুসমাজের ক্রোড়ে প্রবেশ করিয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়েন।

এমন কেন হয়? যাঁহারা এত উৎসাহের সহিত প্রথমে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন, তাঁহাদের জীবন পরিশেষে কেন এমন অসার, অপদার্থ ও নির্জ্জীব হইয়া পড়ে? একটুকু স্থির চিত্তে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে নিশ্চয়ই ইহার প্রকৃত উত্তর পাওয়া যায়। তাহা এই, নিত্য উপাসনা ও সাধনের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। আমরা দেখিয়াছি, অনেক লোক প্রথমে বক্তৃতা, উপদেশ ও সংগীত শুনিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন, কিন্তু নির্জ্জন উপাসনা ও সাধন ভজনার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া থাকেন। বাহিরের ব্যাপারে মানুষ কত দিন ভুলিয়া থাকিতে পারে? ক্রমে ক্রমে বক্তৃতা, উপদেশ, প্রভৃতি আর পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাদিগের চিত্ত মুগ্ধ করিতে পারে না। সে সকল পরিশেষে শুষ্ক বলিয়া বোধ হয়। সহজেই ব্রাহ্মসমাজের পরিত্রাণপ্রদ শক্তির প্রতি তাঁহাদের ক্রমে সন্দেহ জন্মাইতে থাকে। ব্রাহ্মসমাজ যে শান্তি ও সুখের আলয়, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। এই নিমিত্তই শান্তিহারা হইয়া তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

বৃক্ষের পক্ষে যেমন বাহিরের বায়ু ও সূর্য্যকিরণ আবশ্যক, তেমনি মৃত্তিকার রসও আবশ্যক। কোন বৃক্ষ যদি কেবল মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করে, আর বাহিরের বায়ু ও সূর্য্যকিরণ হইতে বঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে সে বৃক্ষ কখনই প্রকৃত রূপে বর্দ্ধিত হইতে না পারিয়া ত্বরায় মরিয়া যায়। বৃক্ষ যেমন বাহির হইতে সূর্য্যকিরণ, ও নিম্ন হইতে রস গ্রহণ করিয়া সতেজ ও জীবিত থাকে, মানবের ধর্ম্মজীবনতরুও সেইরূপ বাহির হইতে উপদেশ, ও নির্জ্জনে সাধন ও উপাসনাদির দ্বারা প্রকৃত রূপে উন্নতি লাভ করিয়া থাকে। প্রকৃত জীবন নির্জ্জন উপাসনা ও সাধন দ্বারা সেই রসস্বরূপ হইতে রস গ্রহণ করে, এবং বাহিরে সাধুদিগের কথা ও ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে উপদেশ গ্রহণ করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়। যাঁহারা ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠ ও উপদেশ শ্রবণে বিমুখ থাকিয়া কেবল নির্জ্জন উপাসনাকেই একমাত্র সার জানিয়া কেবল তাহারই সাধনে রত থাকেন, তাঁহাদের জীবন প্রকৃত রূপে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। অথবা যাঁহারা নির্জ্জন উপাসনা ও সাধন ভজনাদি পরিত্যাগ করেন, বাহিরের উপদেশাদি শুনিয়া বেড়ান, তাঁহাদের জীবন ক্রমে ক্রমে অন্তঃসারবিহীন হইয়া পড়ে এবং অবশেষে আত্মাও মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। অতএব বৃক্ষের পক্ষে, যেমন মৃত্তিকার রস গ্রহণ ও সূর্য্যকিরণের প্রয়োজন, মানবের ধর্ম্মজীবন সজীব রাখিবার পক্ষেও নির্জ্জন উপাসনা, সংগ্রন্থ পাঠ ও উপদেশাদি শ্রবণ তেমনি প্রয়োজন। বিশেষতঃ নির্জ্জন উপাসনা ও সাধন ভজনাদির অভাবে অনেক ব্রাহ্মের জীবন দিন দিন মৃতের ন্যায় হইয়া পড়িতেছে আমরা দেখিতেছি। বাহিরের কার্য্য লইয়াই অনেকে ব্যস্ত থাকিতে চায়; অনেক ব্রাহ্ম এইরূপে শুষ্ক ও নির্জ্জীবের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজে বাস করিতেছেন। অনেকে শান্তিহারা হইয়া কত সময় দুঃখে ও বিষাদে সময় কাটাইতেছেন। এ সকলের প্রধান মূল কারণ নির্জ্জন উপসনা ও সাধন ভজনের অভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে।

সেই রসস্বরূপ হইতে যদি রস গ্রহণ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে কি মানব জীবন সরস সতেজ থাকিতে পারে? বাহিরের উপদেশ প্রভৃতি কি কেবল জীবনকে পাপের পথ হইতে সর্ব্বদা দূরে রাখিতে পারে?

আমরা জানি, অনেক বাটীতে নিত্য উপাসনা হয় না। সাধন ভজনের কথা ত দূরে থাক্। প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে অনেক ব্রাহ্ম অন্ততঃ পাঁচ মিনিটের জন্য ভগবানের চরণ-প্রান্তে বসেন কি না সন্দেহ। এই সকলের জন্য অনেক ব্রাহ্ম অবশেষে ব্রহ্মসমাজ পরিত্যাগ করেন, এবং অনেকে মৃতের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজে পড়িয়া থাকেন। সকলে নির্জ্জন উপাসনা ও সাধন আরম্ভ করুন,— তাহা হইলে জীবন সরস হইবে এবং ব্রাহ্মসমাজের শান্তি ও মঙ্গলপ্রদ শক্তি সকলে অনুভব করিতে পারিবেন।

## নির্জ্জন চিন্তা।

চন্দনকাষ্ঠকে শিলাতে ঘর্ষণ করিলে তাহার সুসৌরভে যেমন চারিদিক্ আমোদিত হয়, সেই মনলোভা সুগন্ধের ঘ্রাণ লইলে সমস্ত শরীর মন যেমন পুলকিত হয়, সেইরূপ সংসার-শিলার ঘাত প্রতিঘাতে সাধুজীবনও ফুটিয়া উঠে,—তাহার

সুসৌরভে চারিদিক্ আমোদিত হয়,—সংসারের অপবিত্রতার বাতাস সেই সুগন্ধে বিশুদ্ধ হইয়া যায়। এই জন্যই পবিত্র সাধুজীবন দেবার্চ্চনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ, এই জন্যই সাধুতা মানবাত্মার পরম ভূষণ, জগতের আদরের ধন। আমি এমন সাধুতার কণামাত্র পাইলেই পরম লাভবান বলিয়া মনে করি।

শুনিয়াছি যেখানে চন্দনবৃক্ষ জন্মায়, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে অপর যত প্রকার বৃক্ষ জন্মগ্রহণ করে, তাহারা চন্দন-বৃক্ষের সুবাতাসে পড়িয়া কিয়ৎ পরিমাণে সেই গুণ প্রাপ্ত হয়; আমি স্বচক্ষে এমন কাষ্ঠ দেখিয়াছি যাহা চন্দন নহে অথচ চন্দনের সুবাস প্রদান করিতেছে। সংসারেও এমন কত বিকৃত প্রকৃতি পাপাসক্ত ব্যক্তিকে দেখিলাম যাঁহারা সাধুজনের সহবাসে পড়িয়া সাধুতা লাভ করিয়াছেন এবং জন্মের মত জীবনের মলিনতা ও দুর্গন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা এমন লাভে লাভবান্ তাঁহারাই কেবল আমার এ কথার মর্ম্ম অনুভব করিতে সক্ষম। নিম্বের চন্দনত্ব প্রাপ্তি তাঁহাদের নিকট আর বিচিত্র ব্যাপার নহে।

অনেক লোককে দেখিয়াছি যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় উদ্যম ও উৎসাহ সহকারে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন,কিন্তু কিছু দিন যাইতে না যাইতে তাঁহাদের সেই পর্ব্বতপ্রমাণ উৎসাহ ও উদ্যম তৃণে পরিণত হয়, এবং যখন সংসারের প্রবল বায়ু সেই সকল লোকের প্রাণে নিরাশার আগুন জ্বালিয়া দেয় তাঁহাদের সেই তৃণাকারে পরিণত উৎসাহ ও উদ্যম মুহূর্ত্তমধ্যে ভস্মে পরিণত হয়। তখন তাঁহারা সংসারের মলিন ও পঙ্কিল স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া বিশ্রাম সুখ ভোগ করিতে করিতে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন এবং অন্য লোকের উৎসাহ ও উদ্যম দেখিয়া বলিয়া থাকেন,—"থাম'বাপু! ঢের দেখেছি; আমরাও এক সময় ঐ সকল কথা বলেছি, ও সব কিছু নয়। খাও দাও, আনন্দ কর, এই সার যুক্তি।" এমন নিরুৎসাহ কি কখন আমাকে স্পর্শ করে নাই? যদি তা না করিবে তবে আমার এমন দশা কেন হইবে? তবে আমি নিরাশ হই না! আশাপূর্ণ অন্তরে সেই আশার অনন্ত প্রস্রবণ পরম প্রভুর দিকেসতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করি।

যে সকল সাধু ভাব একটি একটি করিয়া আমার প্রাণকে অধিকার করিয়াছে, তাহারা নিরাশার দিনে আমাকে পরিত্যাগ না করে, এমন কি উপায় আছে? এই গুলিকে রক্ষা করিয়া এবং ইহাদের প্রদত্ত উপকার গ্রহণ করিয়া জীবনকে শেষ দিন পর্য্যন্ত সুশোভিত রাখার সহজ উপায় কি? ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ও নির্ভর স্থাপন করাই ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও সামান্য জ্ঞান যাহার মর্ম্মানুভবে অক্ষম, তাহাই অসঙ্গত ও অসম্ভব বোধ করা দাম্ভিকের কর্ম্ম। এই অনন্ত সৃষ্টির পশ্চাতে স্রষ্টা সকল কার্য্যের বিধাতা হইয়া বিরাজ করিতেছেন, ইহা বিশ্বাস করিলে নির্ভরশীলতা আপনাপনি বৃদ্ধি পায়। নির্ভরশীল ব্যক্তিরা ফলাকাঙ্ক্ষী হন না, সুতরাং নিরাশ হইবারও কোন কারণ ঘটে না; যদি দৈবযোগে এমনই ঘটে, তবে তাহাতে ধর্ম্মজীবন ও তাহার উপকরণ সকল বিপর্য্যস্ত হয় না।

আমরা অনেকে শ্রুত বিষয় বলিবার সময়, বড় অতিরঞ্জিত করিয়া ফেলি, ইহাও এক প্রকার মিথ্যা কথা। যাঁহারা সত্যকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সত্যকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া থাকেন, তাঁহারা কখন এরূপে সত্যকে মিথ্যার পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন করিতে সাহস করেন না; তাঁহাদের এরূপ নীচ প্রবৃত্তিই হয় না। ইহার দ্বারাই জানিতে পারি যে, আমি এখনও ধর্ম্মজীবনে এক কণামাত্রও অগ্রসর হইতে পারি নাই, কারণ অগ্রসর হইলে আমার এই প্রকার সামান্য ত্রুটি কখনই থাকিত না, যাহা ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় আমার ধর্ম্মজীবন পুষ্পটিকে খাইয়া ফেলিতেছে।

বড় বড় বিষয়ে সতর্ক হওয়া ও তাহাতে প্রাণ দিয়া কার্য্য করা বরং সহজ, কিন্তু গৃহকর্ম্মে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে সত্যপরায়ণ ও নিষ্ঠাবান্ হওয়া বড়ই কঠিন কার্য্য। ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম ভাব, সাধুর সাধুতা এবং হৃদয়বান্ ব্যক্তির স্নেহ মমতা ও ভালবাসার পরীক্ষা দিবার প্রশস্ত ক্ষেত্র গৃহ। স্বর্ণকে পরীক্ষা করিয়া লইতে হইলে যেমন কষ্টিপাথরের প্রয়োজন, সেইরূপ ভালবাসা, সাধুতা এবং ধর্ম্মভাব পরীক্ষা করিবার কষ্টিপাথর গৃহ। অসাবধান ব্যক্তি এখানে বিফলমনোরথ হইয়া পড়েন; সতর্ক ও জাগ্রত ব্যক্তি সর্ব্বদা সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া আনন্দ মনে জীবনের শেষ দিনের প্রতীক্ষা করেন।

## মুমূর্ষু।

(১)
দিন আসে, দিন চ'লে যায়,—
নিশা পুনঃ মিলায় উষায়,
পিছনে আঁধার রাখিয়া,—
দিবস আসিছে ফিরিয়া!

(২)
সুখ হাসে,—সুখ নিভে যায়
পুনরায় আঁধার পালায়,
দুঃখের মলিন আঁধারে,—
মানব অদৃষ্ট-পাথারে!

(৩)
কত দিন এল,—চ'লে গেল,—
কত সুখশশী হেসে গেল,
তামসী মিশিল প্রভাতে,
ডুবিল দুঃখের ছায়াতে!

(৪)
সুখ দুঃখে, আলোকে আঁধারে,
হাসিয়া কাঁদিয়া ধীরে ধীরে,
অনন্ত জীবন-নভসে;
বরষ মিশিছে তখনে!

(৫)
বর্ষ-সনে আয়ু ব'য়ে যায়,—
সেই পাপে, সেই নিরাশায়
'যে আমি' 'সে আমি' রয়েছি!
জীবন স'পিয়ে দিয়েছি!

(১১)
মিশে আলো তিমির-সাগরে,
বাসনা মিলায় ধীরে ধীরে
জীবন মিশিছে মরণে!
প্রেমের সমাধি-ভবনে!—

(১২)
জল রাশি যথা স'রে যায়
তেমতি সরিছে বেগে হায়,
জোয়ার মরিলে নদীতে,—
ভাবস্রোত হৃদি-সরিতে!

(১৩)
নয় মন সংসারে মগন,—
দু নৌকায় রাখিয়ে চরণ
স্বরগ-পানেও ধায় না!
আপন,বিপদ দেখিতে পায়না!

(১৪)
শুকায়েছে কবিত্ব-ফোয়ারা,
কুচিন্তার উষ্ণ শ্বাস-ধারা
হৃদয় মরুভূ হয়েছে,—
শুকাইয়া প্রাণ রয়েছে!

(১৫)
চাঁদটী উঠিলে হায় আর
হাসিলে কুসুম, হাসি তার
জ্যোৎস্নায় প্রাণ ভরে না!
জ্যোতিটী ছড়ায়ে ঝরে না!

(৬)
উঠেছি ত হায়, কত বার!
বরষিয়া মর্ম্ম-অশ্রুধার,
স্বাধীন করেছি পরাণে!
পবিত্র করেছি জীবনে।

(৭)
পাপ মোহ আসি পুনরায়
উঠি পুনঃ পড়েছি ধরায়,—
হৃদয় শিকলে বেঁধেছে!
জীবন কালিমা লেগেছে!

(৮)
যত উঠি, পড়ি তত বার,
ভাসি কই?—ফেলে শতবার
যত জাগি, পড়ি ঘুমায়ে!
সংসার-সাগর, ডুবায়ে!

(৯)
নাই শক্তি আর,—প্রাণ যায়,—
নিরাশার ছবি মসীময়
মাথাটি পড়িছে ঘুরিয়ে!
ফেলিছে অন্তর পূরিয়ে!

(১০)
চারিদিক্ শূন্য, অন্ধকার—
তপ্ত প্রাণ পরে শান্তি আর
আশার কিরণ খেলে না!
স্নিগ্ধ ছায়া তায় ফেলে না।

(১৬)
তটিনী নাচিলে নাচে না ত,
ঊষার সুষমা হেরিয়া ত
বাতাসের সনে খেলে না!
সরল আনন্দ খোলে না!

(১৭)
ডেকেছিসে নাথ, কতবার!
হেন স্থলে এসেছি এবার,—
সে ডাক তোমার শুনি নি!—
সকলি ঢেকেছে রজনী!

(১৮)
ফিরায়েছ কেশমুষ্টি ধার
পাঠায়েছ করুণার তরি
পাপ-পাকে যবে পড়েছি!
(যবে) বিপদের সনে লড়েছি!

(১৯)
সংসার আশক্তি নাশিবারে
আবার তথনি কোলে ক'রে
হেনেছ শোকের অশনি!
দিয়াছ অমৃত, জননি!

(২০)
পড়েছি যে মৃতপ্রায় হ'য়ে
বাঁচাও তনয়ে বল দিয়ে,
ভীষণ জীবন-মরুতে,—
লও মোরে স্নেহ-কোলেতে!

## ব্রাহ্মসমাজ।

বিগত ৫ই আশ্বিন সোমবার বেলা প্রায় ১০ টার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী ও ধর্ম্মানুরাগী সভ্য বাবু গিরীন্দ্রমোহন গুপ্ত প্রায় ৬য় মাস কাল ক্ষয়কাশ রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। ৪১ নং সাকুলার রোড় হইতে তাঁহার মৃত দেহ শ্মশান ভূমিতে লইয়া যাইবার সময় অনেক ছাত্র সমবেত হইয়াছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একটী প্রার্থনা করিলে পর স্বর্গীয় গিরীন্দ্র মোহনের মৃত দেহ শ্মশান ভূমিতে লইয়া যাওয়া হয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের নিকট তাঁহার মৃত দেহ একবার স্থাপন করা হয়। তথায় সংকীর্ত্তন হয়, এবং ছাত্রগণ তাঁহার সম্মানার্থ তাঁহার মৃত দেহের উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে থাকে। তৎপর শ্মশান ভূমিতে তাঁহার মৃত দেহ চিতাপরি স্থাপিত হইলে সকলে তাঁহার চিতার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। ১মতঃ একটী সংগীত হইল তৎপর বাবু শশিভূষণ বসু মহাশয় একটী প্রার্থনা করেন, প্রার্থনার সময় ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল, এই প্রার্থনা সকলের প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল বলাগেল। প্রার্থনার পর চিতাতে অগ্নি প্রদান করিবার সময় "গাও রে আনন্দে সবে জয় ব্রহ্ম জয়" এই সঙ্গীতটী সকলে সমস্বরে গাইয়া চারিদিক যেন প্রতিধ্বনীত করিয়াছিলেন:—

আমরা নিম্নে গিরীন্দ্রমোহনের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদান করিলাম।

গিরীন্দ্রমোহন ৮২৬৯ সালে ভাদ্রমাসে মনিরামপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বাল্যকালে কলিকাতার Church Mission schoolএ অধ্যয়ন করেন এবং এই বিদ্যালয় হইতেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু অবস্থা বিশেষ অনুকুল না হওয়াতে ইহাঁকে বাধ্য হইয়া কালেজের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইতে হইল। কিন্তু জ্ঞান শিক্ষার প্রতি তাঁহার এত দুর যত্ন ছিল যে তিনি গৃহে নানা প্রকার ইংরাজি গ্রন্থ অতি যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। ইংরাজি ধর্ম্মদর্শন তিনি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন এবং সেজন্য ইংরাজি ভাষাতে তিনি বিশেষরূপ পারদর্শীতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অল্প বয়সে কলিকাতায় অনেক বড় বড় সভায় কোন কোন বিষয়ে ইংরাজিতে আপন মত প্রকাশ করিতেন। নিজের যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা তিনি ইংরাজি ভাষা এইরূপ আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও তাঁহার লেখার বিশেষ প্রশংসা করিতেন।

তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিয়ালদহ ছোট আদালতে ওকালতী কার্য্যে নিযুক্ত হন। উকীলেরা অনেকেই সত্য ও ন্যায়ের পথ পরিত্যাগ করিয়া অর্থোপার্জ্জনে চেষ্টা করিয়া থাকেন কিন্তু গিরীন্দ্রমোহন ন্যায় ও সত্যের পথ অবলম্বন করিয়া অন্য উকীলদিগের বিশেষ দৃষ্টান্তস্থল হইবেন এই লক্ষ্য ধরিয়া তিনি ওকালতী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কেবল সত্য ও ন্যায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেন বলিয়া ইহাতে তাঁহার অর্থোপার্জ্জনের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিত। তিনি বিবেককে শিরোধার্য্য করিয়া চলিতেন বলিয়া কোন এক জন প্রবীন উকীল বলিয়াছিলেন যে "গিরিন্দ্র কি বিবেক বিবেক করে তাহা বুঝিতে পারি না—গিরীন্দ্র যদি ওইরূপ বিবেক বিবেক করে তাহা হইলে ওর কিছুই হইবে না" কিন্তু ন্যায় পরায়ণ গিরীন্দ্রমোহন সে সকল কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সূক্ষ্ম ন্যায় ও সত্যের পথ অবলম্বন করিয়া আদালতের কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার এই সত্যানুরাগ ও ন্যায়ের প্রতি এইরূপ আস্থা দেখিয়া অবশেষে আদালতের অন্যান্য বড় বড় উকীলেরা তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। গিরীন্দ্রমোহন এইরূপে আদালতকে সংস্কার করিতে জীবনে কিছু পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন বলিতে হইবে।

তাঁহার ধর্ম্ম-জীবন অতি উন্নত ছিল। তিনি বাল্যকাল হইতে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার ও পবিত্র মত সকল জীবনে পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি নিত্য নিষ্ঠার সহিত ভগবানের পূজা করিতেন। তিনি তাঁহার কোন বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন যে তিনি উপাসনা না করিয়া জল গ্রহন করেন না।

তাঁহার ঐকান্তিক ধর্ম্মানুরাগ ও নিষ্ঠা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। যুবা বয়সে এ প্রকার ধর্ম্ম নিষ্ঠা আমরা প্রায় দেখিতে পাই না। তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে এত আড়ম্বরশূন্য ছিলেন যে তিনি তাঁহার কোন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন যে দেখুন, "ধর্ম্মকে আটপৌরে করা উচিত" অর্থাৎ ধর্ম্মকে প্রাণগত করা উচিত। তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাঁহার ধর্ম্মভাব আরো বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি অনেক সময় নির্জ্জনে বসিয়া সেই মহান পরমেশ্বরের সহিত নিজ প্রাণের যোগ স্থাপন করিতেন। তাঁহার প্রফুল্ল মুখ ও বিনীত স্বভাব দেখিলে নিশ্চয়ই যে তাঁহার প্রাণে স্বর্গীয় কুসুম সকল বিকশিত হইয়াছিল আমরা তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইতাম। গিরীন্দ্রমোহন এইরূপে নির্জ্জনে সেই পরম সুন্দর পরমেশ্বরকে নিজ প্রাণের মধ্যে লাভ করিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিতেন। তাঁহার আড়ম্বর হীন ধর্ম্ম-জীবন দখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।

কিছুদিন তিনি রবিবাসরীয় নৈতিক বিদ্যালয়ের সম্পাদকের ভার গ্রহণ কয়িয়া অতি সুচারুরূপে তাহা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তিনি যখন উক্ত বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন তখন তিনি তাঁহার কোন বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন যে তিনি জীবনে কেবল ২১টী কাজ গ্রহণ করিয়া তাহাই অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবেন। নৈতিক বিদ্যালয় সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন যে এই বিদ্যালয় তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য হইবে এবং ইহারই জন্য প্রাণ মন দিয়া তিনি খাটিবেন। গিরীন্দ্রমোহন যথার্থই প্রাণ মন দিয়া এই বিদ্যালয়ের জন্য খাটিতেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে তিনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। উপরি উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ তাঁহার মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইত। এবং অন্তরের সহিত তাহাকে ভালবাসিত। তিনি নিজে অর্থ ব্যয় করিয়া ছাত্রদিগকে সময়ে সময়ে নানা স্থানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্য লইয়া যাইতেন। বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য তিনি নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া তাহা বিশেষরূপে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সচেষ্ট থাকিতেন। আমরা জানি নৈতিক বিদ্যালয়ের উন্নতির চিন্তা তাঁহার প্রাণ মনকে এক প্রকার অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিল। গিরীন্দ্রমোহনের মৃত্যুতে নৈতিক বিদ্যালয় একজন প্রকৃত শিক্ষক, উপদেষ্টা ও উৎসাহী বন্ধু হারাইয়াছে। ভগবান আবার কবে তাঁহার ন্যায় উৎসাহী শিক্ষক এই কার্য্যক্ষেত্রে আনিয়া এই বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন করিবেন তাহা তিনিই জানেন।

তিনি ছাত্রোপাসক সমাজেরও অন্যতম আচার্য্য ছিলেন। সময়ে সময়ে এই সমাজে উপাসনা ও উপদেশাদি প্রদান করিতেন এবং এই সমাজের যুবাদিগের সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্মালোচনায় অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে এই সমাজটীও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,--তাঁহার জীবন সম্পূর্ণ আড়ম্বর শূন্য ছিল। তিনি গোপনে অনেক সৎকার্য্য করিতেন যাহা তাঁহার বন্ধুরাও অনেক সময় জানিতে পারিতেন না। তিনি গভীর রাত্রে চিকিৎসালয় ও অতুর নিবাসে গমন করিয়া রোগীদিগের সেবা করিতেন। এইরূপে গোপনে গিরীন্দ্রমোহন অনেকানেক সৎকার্য্য করিতেন। স্থানাভাব বশতঃ আমরা বিস্তারিতরূপে তাঁহার জীবনী এ স্থলে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। অবশেষে সেই শান্তিদাতা পরমেশ্বরের নিকট আমরা এই প্রার্থনা করি যে, তিনি তাঁহার আত্মাকে চিরদিন সুখে ও শান্তিতে রাখুন।

বিগত ৯ই আশ্বিন শুক্রবার অপরাহ্ণে স্বর্গীয় গিরন্দ্রমোহনের আত্মার কল্যাণের জন্য সিটীকালেজ ভবনে ছাত্রোপাসক সমাজে বিশেষ উপাসনা হয়। উপাসনাস্থলে অনেক ছাত্র ও তাঁহার বন্ধুগণ সমবেত হইয়াছিলেন। বাবু শশিভূষণ বসু মহাশয় এই উপলক্ষে আচার্য্যের কার্য্য করেন, এবং গিরীন্দ্র মোহনের ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে একটী উপদেশ প্রদান করেন। উক্ত দিবস তাঁহার এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে ছাত্রগণ ভোজ দিয়াছিলেন।

বিগত ১১ই আশ্বিন রবিবার সিটীকালেজ ভবনে স্বর্গীয় গিরীন্দ্রমোহনের স্মরণার্থ রবিবাসরীয় নৈতিক বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু ও শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী এক সভা আহ্বান করেন। এই সভায় বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভাস্থলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রভৃতি প্রচারকগণ অন্যান্যদিগের মধ্যে বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, বাবু গুরুচরণ মহলানবিস বাবু সীতানাথ দত্ত ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্যান্য সভ্য, নৈতিক বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র ও ছাত্রোপাসক সমাজের অনেক সভ্য উপস্থিত ছিলেন। বাবু শশিভূষণ বসু প্রথমতঃ একটী প্রার্থনা করেন তৎপর তাঁহার স্মরণার্থ নৈতিকবিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর পারিতোষিক দিবার প্রস্তাব হয়। তৎপর নগেন্দ্র বাবু প্রভৃতি অনেকে তাঁহার গুণাবলী বিশেষরূপে বর্ণন করিলে সভাপতির মন্তব্য সংগীত ও প্রার্থনার পর সভার কার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

সৈয়দপুর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কুবিহারী বসু মহাশয়ের প্রদত্ত সৈয়দপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের কার্য্যবিবরণ নিম্নে প্রকাশ করা গেল :—

দয়াময় জগদীশ্বরের কৃপায় সৈয়দপুর ব্রাহ্ম-সমাজের অষ্টম বার্ষিক উৎসব, ২০শে ভাদ্র শনিবার হইতে আরম্ভ হইয়া ২৯শে সোমবার পর্য্যন্ত, নিম্নলিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা, ঢাকা, নাটোর, আত্রাই, সদ্যপুষ্করিণী, রঙ্গপুর, নিলফামারী, জলপাইগুড়ি, সিলিগুড়ি ইত্যাদি স্থান হইতে অনেক ব্রাহ্মও ব্রাহ্মিকাগণ আসিয়া উৎসবে যোগ দান করিয়াছিলেন।

২০শে ভাদ্র শনিবার উৎসবের উদ্বোধন। শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন মহায় উপাসনায় কার্য্য করেন।

২১এ ভাদ্র রবিবার—প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন। তিনি প্রকৃত উপাসনা ও প্রর্থনা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। উপাসনান্তে সংকীর্ত্তন হয়।

মধ্যাহ্নে শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন মহাশয়ের তৃতীয় পুত্রের নাম করনোপলক্ষে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। বালকের নাম শ্রীমান হৃদয়েশচন্দ্র সেন রাখা হইয়াছে।

অপরাহ্নে সঙ্গীত ও আলোচনা হয়। আলোচ্য বিষয় "উত্তর বঙ্গ ব্রাহ্ম কন্‌ফারেন্সের কর্ত্তব্য"।

সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনান্তে সঙ্কীর্ত্তন হয়।

২২এ ভাদ্র সোমবার—প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীধরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন।

সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। আজ এক অভিনয় প্রণালীতে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হয়। উদ্বোধন হইতে শান্তি বাচন পর্য্যন্ত কেবলই সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। আজ নিয়মিত সামাজিক উপাসনা না হইলেও সকলে ইহাতে বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। কারণ প্রাণে যে ভাব আনিতে অনেক চেষ্টা করা যায়, আজ ভগবানের বিশেষ কৃপায় সে ভাবের স্রোত প্রথম হইতেই প্রবাহিত হইয়া সকলের প্রাণকে মগ্ন করিয়াছিল। দয়াময়ের কৃপাস্রোত কখন্ কোন দ্বার দিয়া প্রবেশ করে আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। কখন সহস্র চেষ্টা করিয়াও কিছু হইল না বলিয়া শুষ্ক প্রাণে, দুঃখিত অন্তঃকরণে ফিরিয়া যাই, আবার কোন সময় বিনা চেষ্টায় হঠাৎ কোন্‌দিক দিয়া তাঁহার প্রেম বর্ষিত হইয়া প্রাণ ভাসাইয়া দেয় কিছুই বুঝিতে পারি না।

২৩এ ভাদ্র মঙ্গলবার। প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন মহাশয় উপাসনা করেন। সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আমাদের জ্ঞান দুই প্রকার, পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ বা শোনা এবং জানা। পরোক্ষ জ্ঞান যতক্ষণ না প্রত্যক্ষে পরিণত হয় ততক্ষণ প্রাণ কিছুতেই তৃপ্তি পায় না। শোনা বিষয় প্রকৃত জ্ঞানই নয়, প্রত্যক্ষই যথার্থ জ্ঞান। কোন একটা বিষয় লোক মুখে শ্রবণ করিলে বা পুস্তকে পাঠ করিলেই তাহা দর্শণ করিবার ইচ্ছা প্রবল হয় এবং যতক্ষণ না দর্শন করি ততক্ষণ তৃপ্তি পাই না; আধ্যাত্মিক রাজ্যেও সেই নিয়ম। বিজ্ঞানে প্রমাণ করিলাম ঈশ্বর আছেন, ঋষিগণ বলিলেন ঈশ্বর আছেন, শাস্ত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে, তাহাতে প্রাণের শুষ্কতা যায় না, প্রাণ তৃপ্ত হয় না। এরূপ সাধনা করিতে হইবে যাহাতে সেই প্রাণারাম পরমেশ্বরকে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারি। তাঁহাকে প্রাণে পাওয়া চাই। ইহাই ধর্ম্মসাধন, ইহাই ঈশ্বরলাভ। তর্কে বা কল্পনায় যদি সন্দেশের মিষ্টতা, বোম্বাই অম্রের সুস্বাদ, গোলাপের সৌরভ বোধ করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে তর্কে বা কল্পনায় ঈশ্বর লাভও সম্ভব হইতে পারে। নিরীশ্বর বাদীরা বলেন প্রত্যক্ষ ভিন্ন কিছুই মানি না। আমরাও প্রত্যক্ষবাদী। আমরাও বলি প্রত্যক্ষ ভিন্ন কিছুই মানি না। ঈশ্বর পরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় নন্। যে পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রাণে উপলব্ধি করিতে না পারি, জানিলাম সে পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই। অনেকে বলিবেন ইহা অতি উচ্চ কথা সহজে কি হয় অনেক দূরের কথা। বাস্তবিকই ইহা অতি উচ্চ কথা। যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ তাহাই ধর্ম্ম, সহজে যা হয় তাহা ধর্ম্ম নয়, আরামে যাহা হয় তাহা ধর্ম্ম—বিন্দু বিন্দু রক্ত পাতে ধর্ম্ম। "বিনা প্রাণার্পণে মিলে না সে ধনে।" বীজ না পচিলে তাহা হইতে অঙ্কুর বাহির হয় না। আমাদের এই পাপ জীবনকেও ভগবানের প্রেম নদীতে ডুবাইয়া পচাইতে হইবে, তবে ইহা হইতে ধর্ম্মজীবনের অঙ্কুর বাহির হইবে ইহাই মৃত্যুতে নবজীবন। প্রার্থনা কতক গুলিন কথা সাজান নয়। প্রাণ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে তবে হাতে হাতে ফল; এইরূপে প্রাণদিয়া ডাকিতে পারিলে তিনি না আসিয়া থাকিতে পারেন্ না। তিনি সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহার সমস্ত করিবার ক্ষমতা আছে কিন্তু আমাদের কথা অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। সে সর্ব্বশক্তিমানের শক্তি ভক্তের কাছে পরাস্ত। তাঁহার নাম কেবল মুখের কথা নয়। প্রাণে সাধনা করা চাই। নামে শোক, তাপ সব যায়; আজ প্রাণের পুত্রের মৃত্যু হয় হউক, আত্মীয় স্বজন যায় যাক্, সংসার ছারখার হয় হউক, তবুও বলিব "দয়াময়! তোমার মঙ্গল ইচ্ছা এ জীবনে পূর্ণ হউক, তুমি মঙ্গল ময়।"—ইহাই সাধনা। ধর্ম্ম বাহিরের দ্রব্য নয়; ইহা ভিতরের জিনিষ। একবার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখ সেখানে কিছু দেখিতে পাও কিনা। যদি সেখানে অন্ধকার দেখ, তবে আজও কিছু হয় নাই। তাঁহাকে প্রাণে পাওয়া চাই। সেই সাধনা চাই যাহাতে প্রাণারাম পরমেশ্বরকে প্রাণে লাভ করিতে পারি—পরকালে নয়—ইহকালে, এখনই এখানে চাই। তিনি ভিন্ন কিছুতেই প্রাণ তৃপ্ত হয় না তাঁহাকে প্রাণে উপলব্ধি করা চাই।

২৪শে ভাদ্র, বুধবার—প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন।

অপরাহ্নে স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ হয়। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বালিকাদিগকে বিদ্যা ও পরিশ্রমের উপকারিতা ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে অতি সহজ ভাষায় উপদেশ প্রদান করেন। সন্ধ্যার পর সভা ভঙ্গ হয়। তৎপরে সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তনাদি হয়।

২৫শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার—প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদকুমার সিংহ মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। সন্ধ্যার পর সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তনাদি হয়।

২৬শে ভাদ্র, শুক্রবার—প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কুবিহারী বসু মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

সন্ধ্যার পর নৈশ বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ হয়। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্পাদকের কার্য্যবিবরণ পাঠান্তে, শ্রীযুক্ত বাবু

মহেন্দ্রনাথ মিত্র, জানকীনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (বিদ্যালয়ের স্থাপনকর্ত্তা) দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, উমাপদ রায় এবং বঙ্কুবিহারী বসু মহাশয়, সাধারণ শিক্ষার মূল্য ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং ছাত্রদিগকে সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন। বিদ্যালয়ের প্রায় সকল ছাত্রই মুসলমান, তাহারা শিক্ষাভাবে মুসলমান ধর্ম্মের ঐতিহাসিক জ্ঞানে বঞ্চিত, সেই জন্য শ্রীযুক্ত বাবু উমাপদ রায় মহাশয় প্রথম শ্রেণীর প্রথম ছাত্রকে মহাত্মা মহম্মদের জীবনচরিত একখানি পুরস্কার প্রদান করেন। উমাপদ বাবু একটী বালকের গণিতবিদ্যায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তির বিষয় শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে একখানি সৎসঙ্গী পুরস্কার প্রদান করেন। অবশেষে সভাপতি মহাশয় সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন, নিম্নে তাহার স্থূল মর্ম্ম প্রদত্ত হইল :—

আমাদের দেশ ও সমগ্র জাতি আজিও সভ্য ও শিক্ষিত আখ্যা পাইবার উপযুক্ত হয় নাই। ২৫ কোটি লোকের মধ্যে শিক্ষিতের ভাগ এত অল্প যে, অঙ্গুলিতে গণনা করা যায়। সুতরাং স্বদেশহিতৈষী মাত্রেরই প্রথম কর্ত্তব্য শ্রমজীবীদিগকে শিক্ষিত করা। শ্রমজীবিগণ তাহাদের শ্রমোপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশ—কোন কোন স্থলে সমস্তই—ভূস্বামীকে কর স্বরূপ প্রদান করে, ভূস্বামী তাহার অধিকাংশ নিজের সুখের জন্য রাখিয়া, বাকী রাজাকে প্রদান করেন, রাজা সেই অর্থ হইতেই আমাদের জন্য শিক্ষা বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। আমরা সেই শ্রমজীবীদিগের অর্থেই আমাদের মানসিক ও শারীরিক উন্নতিসাধন করিতেছি,অথচ তাহারাই শিক্ষায় বঞ্চিত। আমরা যদি তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে বিশেষ যত্নবান্ না হই, যথা সাধ্য চেষ্টা না করি, তাহা হইলে আমাদের মত অকৃতজ্ঞ মহাপাপী জগতে বোধ হয় আর নাই। অনেকে বলেন যে, যদি সকলেই শিক্ষিত হয়, তাহা হইলে কেইবা রজক হইবে, কেইবা মোটবাহক হইবে, কেইবা চাষা হইবে, সুতরাং সংসার চলা ভার হইবে। এই সামান্য আপত্তির মীমাংসা এক কথায়। জঠরানলই ইহার একমাত্র মীমাংসক। উদরান্নের জন্য লোকে এক হস্তে Shakespear mill, কালিদাস, সাংখ্য লইয়া অপর হস্তে লাঙ্গলের মুষ্টি ধরিবে। এ মনোহর দৃশ্য কি প্রার্থনীয় নয়?

রাত্রি প্রায় ৮॥০ | ৯টার সময় সভা ভঙ্গ হয় তৎপরে সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তনাদি হয়।

২৭এ ভাদ্র, শনিবার—প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয় "ধর্ম্মই জীবন" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

তৎপরে উপাসনা ও সংকীর্ত্তন হয়। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

২৮এ ভাদ্র, রবিবার—প্রাতে প্রার্থনান্তে নগর সংকীর্ত্তন বাহির হয়। এবার সংকীর্ত্তনে দয়াময়ের কৃপাস্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া সকলের প্রাণ মগ্ন করিয়াছিল। সকলে উন্মত্তভাবে ৭টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত তাঁহার নাম গান করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করেন। তার পর কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদকুমার সিংহ মহাশয়ের চতুর্থ পুত্রের নাম করণোপলক্ষে উপাসনা হয়। পুত্রের নাম শ্রীমান্ ক্ষিতীশচন্দ্র সিংহ রাখা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ বসু মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি ভাগবদ্গীতা হইতে কতিপয় শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া উপদেশ দেন, তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

সংসারাশ্রম একটী বৃক্ষের ন্যায়, কিন্তু ইহার মূল উর্দ্ধে জগত্পিতার চরণে সংলগ্ন এবং কাণ্ড ও শাখা, প্রশাখাদি নিম্ন দিকে। মুক্তি প্রার্থী বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সুতীক্ষ্ণ জ্ঞানাস্ত্রে ইহার শাখা প্রশাখা কাটিয়া পথ পরিষ্কার করিতে করিতে ইহার মূলদেশে দয়াময়ের চরণ প্রান্তে উপস্থিত হইতে চেষ্টা করেন। সবধান! আমরা যেন ইহার পত্র পুষ্পে মুগ্ধ হইয়া আমাদের উদ্দেশ্য, আমাদের কর্ত্তব্য বিস্মৃত না হই।

মানুষ দুই প্রকার ভাবদ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর সমীপে উপনীত হয়। প্রথম ভয়, দ্বিতীয় প্রেম, ও ভক্তি। আজ এই বালকের পিতা মাতা যদিও ভয়ের দ্বারায় চালিত হইয়া, অর্থাৎ পাছে সংসারে এই শিশুর কোন অমঙ্গল ঘটে, একবার ঈশ্বরের সম্মুখে লইয়া যাইলে শিশুর আপদ বিপদ সব কাটিয়া যাইবে, এইরূপ ভাব হৃদয়ে লইয়া যদি আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহাঁরা ঠকিবেন। কারণ তিনি ভয়ের ঈশ্বর নন্; তিনি প্রেমের? যিনি প্রেম ও ভক্তিভরে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবেন, তিনিই তাঁহাকে পাইবেন। দয়াময়ের সুন্দর সুন্দর পুষ্প গুলি ডালি সাজাইয়া আনন্দে স্বীয় প্রভুকে অর্পণ করে, ইহাঁরাও যদি আজ সেইরূপ ভাবে সংসার উদ্যানের এই নব প্রস্ফুটিত সুন্দর পুষ্পটীকে দয়াময়ের চরণতলে উপস্থিত করিয়া থাকেন, তবেই জানিলাম ইহাঁরা সংসারে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হন্ নাই, তবেই ইহঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। সাবধান! যেন এই সংসার বৃক্ষের ফল, পুষ্পের সৌন্দর্য্যের মুগ্ধ হইয়া আপনাদের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হই না। এ পুষ্প তোমাদের নয়, ইহার উপর তেমাদের কোন অধিকার ও নাই। তোমরা উদ্যান পাল, তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া যাইবে, যত দিন তোমাদের কাছে থকিবে, প্রভুর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া যত্নেরসহিত পালন করিতে, ইহার শারিরীক ও মানসিক উন্নতি পক্ষে সর্ব্বদা বিশেষ যত্নশীল থাকিবে।

সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীধরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আর্য্য ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন তৎপরে উপাসনাও সঙ্কীর্ত্তন হয়। শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

২৯এ ভাদ্র সোমবার—সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায়, জানকীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আশুতোষ বসু আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয় "বর্ত্তমান আন্দোলন" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

১৭নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা ১৫ই আশ্বিন মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

# তত্ত্ব-কৌমুদী

(পাক্ষিক পত্রিকা।)

৯ম ভাগ। ১৩শ সংখ্যা।

১লা কার্ত্তিক, রবিবার, ১৮০৮ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফস্বল ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

## প্রার্থনা।

দুর্ব্বলের বল ও অসহায়ের সহায় পরমেশ্বর সংসার সংগ্রামে আমি বার বার পরাস্ত হইতেছি। কতবার মনে করি এবার রিপুদিগকে বিনাশ করিব, সংসারের সকল আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করিব, কিন্তু প্রভো! আমার প্রতিজ্ঞার বল কে যেন চূর্ণ করিয়া দেয় কিছুই বুঝিতে পারি না। পরমেশ্বর! আমি কি এই সংসার সংগ্রামে জয় লাভ করিতে পারিব না? নাথ! সময়ে সময়ে নিরাশায় মন পূর্ণ হয় বটে, কিন্তু যখন ভাবি যে আমি তোমার উপাসক তখন আশা ও বিশ্বাসে আমার প্রাণ মন পূর্ণ হইয়া উঠে। তোমার কৃপাতে আমি একদিন নিশ্চয়ই এই সংসার সংগ্রামে জয় লাভ করিব ইহা আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। জগদীশ! কিন্তু তোমার শক্তি বিহনে যে আমি কিছুতেই সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিব না তাহা আমি জানি। আমি সে জন্য বিনীত ভাবে তোমার বল প্রার্থনা করিতেছি, কৃপা করিয়া আমার দুর্ব্বল প্রাণ তোমার বলে একবার সবল কর, আমি এই দুর্দ্দান্ত সংসারকে জয় করিয়া প্রাণ ভরে তোমার সেবা করিয়া জীবনকে কৃতার্থ করি।

---

জেরিমি টেলরের উক্তি।—জেরিমি টেলর মানব হৃদয়ে পাপের উন্নতি বিষয়ে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—প্রথমতঃ উহা মানবমনকে চমকিত করে, তৎপর উহা সুখকর বোধ হয়, তৎপর সহজ, তৎপর আনন্দজনক, তৎপর পাপকারী সর্ব্বদা পাপানুষ্ঠানে রত থাকিতে ইচ্ছা করে, তৎপর উহা তাহার অভ্যস্ত হইয়া যায়, তৎপর পাপী উহা করাই এক প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া লয়, তৎপর তাহার ভয়ানক পতন অথবা মৃত্যু হয়।

---

আত্মার মূল্য।—ইংরাজিতে আছে, যদি এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড খাঁটি স্বর্ণ হয়, নক্ষত্রগুলি সুপরিষ্কার রত্ন হয়, চন্দ্র হীরকখণ্ড সম হয়, এবং সূর্য্য যদি মণি হয় তাহা হইলে একটী মানবাত্মার সহিত তুলনায় সে সকল কিছুই নহে।

---

প্রকৃত ধর্ম্মপ্রচারক।—জর্জ্জ হুইটফিল্ডের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। তিনি প্রতিদিন তিনবার করিয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে কোন সুপ্রশস্ত গৃহে অথবা ময়দানে উপদেশ দিতেন। তিনি যখন ময়দানে উপদেশ দিতেন তখন প্রায়ই পঞ্চাশ ষাট হাজার লোক তাঁহার নিকট উপদেশ শ্রবণ করিতে আসিত। তিনি নিরন্তর এই কার্য্যেই ব্যস্ত থাকিতেন। তিনি উপদেশান্তে এই কথা বলিতেন "This sermon I got when most of you who now hear me were fast asleep." তিনি মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত প্রচার করিয়াছিলেন।

পরমেশ্বর! তোমার বিশ্ববিজয়ী নাম প্রচারের জন্য তুমি কবে ঐরূপ জীবন্ত প্রচারক ব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করিবে?

---

অদৃশ্যে বিশ্বাস।—একজন লোক প্রার্থনা সমাজ হইতে বাটীতে আসিতেছিলেন। আসিতে আসিতে হঠাৎ একটা পরিচিত স্বর তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার চিন্তার গতি রোধ করিল। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রিয়ছাত্র ঘুড়ি উড়াইতেছে এবং সে যেন সেই নক্ষত্র খচিত পূর্ণেন্দু বিভাসিত আকাশে কি এক অপূর্ব্ব জ্ঞান ও ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। শিক্ষক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কি করিতেছ?" ছাত্রটী বলিল "ঘুড়ি উড়াইতেছি।" "ঘুড়ি উড়াইতেছ?" বলিয়াই তিনি বিস্ময়ে আকাশের দিকে চাহিলেন। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না, ধোঁয়ার মতন কি যেন আসিয়া তাঁহার দৃষ্টি অবরোধ করিল। তিনি বলিলেন কৈ, আমি তো তোমার ঘুড়ি দেখিতে পাইলাম না।" বালকটী বলিল "আমিও দেখিতে পাইতেছি না। ঘুড়ি অনেক দূর উঠিয়াছে।" এই বলিয়া সে ঘুড়ি সংলগ্ন সূতার এক অংশ শিক্ষকের হাতে দিল। সে দিবসে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা করিয়া সন্ধ্যাবেলা একাকী এই নির্জ্জন স্থানে খেলা করিতে আসিয়াছে। এই খেলাটী সে বড় ভালবাসে, এই জন্য সে যখন সময় পায় তখনই সে এই খেলা খেলিয়া বেড়ায়। আজ তাহার ঘুড়ি উড়াইতে উড়াইতে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, ঘুড়িও অনেক দূর উঠিয়াছে, দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া গগণবিহারী পাখীর ন্যায় উড়িয়া বেড়াইতেছে। বালকটীর হাতে সূতাটী ছিল। এই জন্যই

সে সেই অদৃশ্য পদার্থের (ঘুড়ির) অস্তিত্বে সন্নিহান হইতে পারিতেছিল না। ঘুড়ি দেখিতে পাইলে সে যতদূর সুখী হইত, ঘুড়ি দেখিতে না পাইয়াও আজ তাহার প্রাণে সেইরূপ আহ্লাদ হইয়াছে।

এই গল্পটী হইতে আমরা অনেক নীতি শিক্ষা করিতে পারি। শুদ্ধ দর্শন শক্তির উপরেই কি আমরা সব নির্ভর করিতে পারি? প্রাণে যাহা উপলব্ধি করিতে পারি, তাহাতে কি আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইতে পারি না?—বিশ্বাস কি আমরা যাহা দেখিতে পাইতে পাই না এমন কোন অদৃশ্য ক্ষমতা দ্বারা আমাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে না?—বিশ্বাস-সূত্রের দ্বারা মানুষ স্বর্গের পথে ধাবমান হয়, বিশ্বাসীর প্রাণ ঘুড়ির ন্যায় ক্রমশই উচ্চে উঠিতে থাকে, পৃথিবীর মোহ প্রলোভন পাশ ছিন্ন করিয়া ঈশ্বরের প্রেমে ডুবিয়া যায়। ঈশ্বর বিশ্বাসীরা বাহিরের অন্ধকারের স্রোতে ভাসিলেও প্রাণে স্বর্গীয় আলোকের তেজে সে অন্ধকার তুচ্ছ জ্ঞান করেন। ভগবান তাঁহাদের প্রাণে যে আলোক জ্বালিয়া দেন, সেই আলোক ধরিয়া পার্থিব অন্ধকার ঠেলিয়া, আপনাদের জীবনপথে অগ্রসর হন। বিশ্বাস-সূত্রের দ্বারাই মানুষের ধর্ম্ম-জীবন উন্নত হয়। বিশ্বাস সূত্র ছিঁড়িলেই সংসারের প্রলোভন আসিয়া মানুষকে অভিভূত করিয়া ফেলে। বিশ্বাস-সূত্র ধরিয়া থাকিতে পারিলেই মানব-জীবন ক্রমশই ধর্ম্মের দিকে অগ্রসর হয়।

## মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা।

বিগত ২৭ শে সেপ্টেম্বর সোমবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় সিটী কালেজ ভবনে মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায়ের স্মরণার্থ এক বৃহৎ সভা হইয়া গিয়াছে। সুপ্রশস্ত সিটীকালেজ গৃহ লোকে পূর্ণ হইয়াছিল, দুঃখের বিষয় অনেকে স্থানাভাব বশতঃ গৃহে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আমরা দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে প্রায় সকল সম্প্রদায়েরই অগ্রণী ব্যক্তিরা সভা-স্থলে উপস্থিত ছিলেন। বাবু নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (ব্যারিষ্টার), বাবু কালীচরণ বন্দোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল প্রভৃতি সুবক্তা-গণ তেজস্বী বক্তৃতার দ্বারা রাজার গুণগ্রাম ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবর্গের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে স্বর্গীয় অক্ষয় বাবু রাজার কীর্ত্তি স্থাপনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে যে তেজোপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাহা পাঠ করেন, স্বর্গীয় অক্ষয় কুমারের তেজস্বী লেখনী যেন সকলের শরীরে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল। রাজার স্মরণার্থ প্রতি বৎসর এইরূপ সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব হয়, ও তাঁহার স্মরণার্থ কোন চিহ্ন রাখিবার জন্য স্থিরীকৃত হয়, এবং তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য একটী কমিটী গঠন করা হয়। রাজা রামমোহন যে কেবল বিশ্বজনীন ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু তিনি ভারত ক্ষেত্রে রাজনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি প্রায় সকল প্রকার উন্নতিরই বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। আজ আমরা তাঁহারই পদচিহ্ন অবলম্বন করিয়া অনেক পরিমাণে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে শিক্ষা করিয়াছি। আমরা নির্জ্জীব অকৃতজ্ঞ বাঙ্গালী হইয়া যে ক্রমে এই মহাত্মার সম্মান করিতে শিক্ষা করিতেছি তাহাতে আমাদের অত্যন্ত আনন্দ হইতেছে। কিন্তু রাজার উপযুক্ত সম্মান করা আমাদের সাধ্য নহে এবং আমরা তাহা করিতেও অক্ষম। যে দিন ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্বলন্ত জ্যোতি পৃথিবীর এক হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিকীর্ণ হইবে সেই দিনই রাজার প্রকৃত অক্ষয় স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

আমরা দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম যে কেবল রাজধানীতেই তাঁহার স্মরণার্থ বৃহৎ সভা হইয়াছিল তাহা নহে, অন্যান্য স্থানেও আমাদের ব্রাহ্মবন্ধু গণ সভা করিয়া রাজাকে কৃতজ্ঞতার পুষ্প অর্পণ করিয়াছিলেন। কটক, দেবগৃহ, মাণিকদহ প্রভৃতি স্থান হইতে এ সম্বন্ধে আমরা বিশেষরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা স্থানান্তরে তাহার কিছু কিছু অংশ প্রকাশ করিলাম। আগামী বর্ষে যেন ভারতের নানা স্থানে তাঁহার স্মরণার্থ সভা দেখিতে পাই ইহাই ব্রাহ্মদিগের নিকট আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

## অবিশ্রান্ত চল!

নদীর কূলে বসিলে কি দেখা যায়? অবিরাম নদীর স্রোত ছুটিতেছে দেখিয়া দর্শকের প্রাণ মুগ্ধ হয়; নদী এত বেগে কোথায় যাইতেছে? যাহাকে লাভ করিলে আরাম পাইবে, বিশ্রাম লাভ করিতে পারিবে সেইদিকে ছুটিতেছে, কতক্ষণে তাহাকে পাইবে এই তাহার ভাবনা। সে এজন্য অনন্ত সাগর পানে ছুটিয়াছে। এইরূপ মানুষের প্রাণ প্রেমসাগরের পানে ছুটিতেছে। নদীর একদিন বিশ্রাম আছে, সে জড়,—যাহার জন্য ব্যস্ত সে সীমা বিশিষ্ট, তাহার ত আর অনন্ত উন্নতি নাই। নদী একদিন বিশ্রাম লাভ করিবে। কিন্তু হায়! মানুষের প্রাণের আর বিশ্রাম নাই, সে যে অনন্ত-কালের জন্য ছুটিল তার আর বিরাম নাই। কিন্তু বিশ্রামে যে সুখ এস্থানেতে তাহা অপেক্ষা অনন্তগুণে সুখ তাই মানুষ অবিরাম ছুটিতে চায়। কিন্তু এই নদীর বেগকে কখন কখন মানুষ বদ্ধ করিতে চায়, কত বাঁধ বাঁধে, কত প্রকার চেষ্টা যত্ন করে, নদীর বেগ বদ্ধ করিবার জন্য। যখন নদীর বেগ প্রবল থাকে তখন কাহার সাধ্য তাহাকে আটকায়? সে সকল দুর্ব্বল বাঁধকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আপনার গন্তব্য স্থানে চলিয়া যায়, সেইরূপ এই মানুষের প্রাণকে কখন কখন সংসার বাঁধিয়া ফেলিতে চায়; যখন ভগবানের প্রেমের বন্যা মানব প্রাণে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে তখন কাহার সাধ্য তাহাকে বাঁধে? যদি তা পারিত তবে কি বুদ্ধ ফকির হইতে পারিতেন? চৈতন্য মা ও স্ত্রী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারিতেন? সংসারের কি সাধ্য এই সব প্রাণকে বাঁধিয়া

ফেলে ? কিন্তু হায়! কখন কখন দেখা যায় মানুষ এই নদীকে বাঁধিয়া ফেলে, যখন বেগ কম হইয়াছে, যখন আর বন্যা নাই, জল শুষ্ক প্রায়, তখন নদীকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। যখন এই দৃশ্য দেখা যায় তখনই মনে হয় মানুষেরও এই দশা ;—যখন মানুষের প্রাণে ভগবানের প্রেমের বন্যা আর বেগে প্রবাহিত হইতেছে না, প্রায় শুষ্ক হইয়াছে, তখন দুষ্ট সংসার সুবিধা পাইয়া এমন যে উদার প্রশস্ত প্রাণ তাহাকে বাঁধিয়া ফেলে। জল অবিশ্রান্ত না চলিলে যাহা হয় তাই এখন ক্রমে ঘটিতে থাকে। নদীর স্রোত বন্ধ করিলে দুই দিন চার দিন যাইতে না যাইতে নদীর যে জল মানুষের প্রাণকে জীবিত রাখিতেছিল সেই জল ক্রমে প্রাণনাশক হইয়া দাঁড়ায়, যে জল পান করিয়া মানুষ কত তৃপ্তি লাভ করিতেছিল সেই নদীর জল আর মানুষের স্পর্শ করিতেও ইচ্ছা করে না, জল দুর্গন্ধময় হইলে, আর তাহা তেমন শীতল ও তেমন সুস্বাদু হয় না। সেইরূপ যে প্রাণে ভগবানের প্রেম প্রবাহিত হইতেছিল, যেখানে মানুষ যাইয়া কত তৃপ্তি লাভ করিত, কত আনন্দ এবং শান্তি পাইত, যেখানে গেলে যেন মানুষ বাঁচিত, যেন প্রাণ শীতল হইত, যেই সে প্রেমের স্রোত বন্ধ হইল অমনি তাহার মনোহর ভাব কে যেন কাড়িয়া লইল। এখন সে কত কথা বলে কত কার্য্য করে কিছুতেই আর মানুষ সেখানে তৃপ্তি পায় না বরং এখন তাহার নিকট মানুষ গেলে সে সংসারের দুর্গন্ধের বাতাস পায়, কুটীলতার চিহ্ন দেখিতে পায়। এখন তাহার নিকট লোক গেলে মানুষ রুগ্ন হয়, এবং তাহার আত্মার ক্ষতি হয়। সে তখন নিজেও মরে এবং অন্যকেও বিনাশ করে।

আবার কখন কখন এমনও দেখা যায়, যখন নদীর জল শুকাইতে আরম্ভ করিল, কিছু দিন পরেই নদী একবারে বিশুষ্ক হইবে এইরূপ সময়ে সেই সামান্য জল নানাপ্রকারে মানুষ রক্ষা করে বটে, কিন্তু তাহা যে শেষে কত অপকারী হয় তাহা বলা কঠিন। এখান হইতেই শেষে মহামারী পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। এইরূপ ইহাও আমরা অনেকবার দেখিয়াছি, যে কোন মানুষের মধ্যে যখনই একটুকু শুষ্কতা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে, সে অনেকবার চেষ্টা ও যত্ন করিয়াও সে সরস ভাব রাখিতে পারে নাই,—আর প্রভুর উপর সেরূপ নির্ভর রাখিতে পারে না তখন শুষ্কতার ভয়ে নিজে একটা বাঁধ দিয়া একটুকু ভাব রাখিতে চেষ্টা করে। নদীর অল্প স্রোত বন্ধ করিয়া কিছু জল যেমন রাখা যায় সেইরূপ মানুষেরর প্রাণেও একটুকু ভাব রাখা যাইতে পারে। কিন্তু উহাতে মানব প্রাণের স্বাস্থ্য থাকে না, সে জলে ক্রমে মনের ময়লা জুটিতে থাকে, পরিশেষে তাহা এখন প্রাণনাশক হইয়া দাঁড়ায়, পূর্ব্বে তাঁহার নিকট মানুষ গেলে যেন একটা জীবন্ত ভাব এবং অনন্ত উন্নতির ভাব পাইত। এখন দেখে ভাব আছে তাহা অতি মলিন দুর্গন্ধময়—তাহা আর এখন প্রাণপ্রদ নয়—তাহা এখন প্রাণনাশক। তাহাতে ক্রমে অজ্ঞানতা, সঙ্কীর্ণতা, ভ্রম ও কুসংস্কারের আবর্জ্জনা আসিয়া জুটিয়াছে, আর এ অবস্থায় মানুষ বাঁধ বাঁধিয়া কতদিন সে অত্যল্প ভাব রাখিতে পারে? যদি তাহা অনন্ত সাগরের সঙ্গে যুক্ত না থাকে অবশেষে তাহা মলিনতা ও জঘন্যতায় পরিণত হয়, কেবল বাঁধের চিহ্ন মাত্র থাকে, বরং যদি সে বাঁধ না বাঁধিত একেবারে তাহার ভাব শুকাইয়া যাইত তাহাও মন্দ ছিল না, তাহার অবস্থা সকলে দেখিত, ঘোর শুষ্কতা উপস্থিত হইলে সে জলের জন্য কাঁদিত তাহার এবং বন্ধুর ক্রন্দনের রোল সেই প্রেমজলধির নিকট পৌঁছিত এবং নিশ্চয় তাহার প্রাণে পুনরায় প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইত। "অবিশ্রান্ত চল," চলিতে চলিতে যদি দেখ প্রাণ শুষ্ক প্রায়—চলিতে নিবৃত্ত হইবে না। স্রোত বন্ধ করিলেই মারা যাইবে—চলা ভিন্ন বাঁচিবার আর অন্য উপায় নাই। শুকাও দুঃখ নাই তিনিই আবার জল দিবেন। তুমি বিশ্বাসী হইয়া অবিশ্রান্ত চল। এই যে চলিলে আর থামিও না। তাই আবার বলি, গন্তব্য স্থানে যাইতে হইলে, এপথে চলিতে হইলে অবিশ্রান্ত চলাতেই সুখ ও তাহাতেই জীবন। তাই বলি "অবিশ্রান্ত চল।"

## বিশ্বাসীর কর্ম্মক্ষেত্র।

ঈশ্বর-বিশ্বাস পরম তৃপ্তিকর শান্তি-বারির উৎস আশার সংবাদ বহন করিয়া মানব প্রাণকে অনন্ত মঙ্গলের প্রসূতী সেই আদ্যাশক্তির দিকে লইয়া যায়—সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মানুষ সেই বিশ্বজননীর নির্জ্জন-নীরব-নিভৃত ক্রোড়ে, সংসার-তাপে উত্তপ্ত মস্তক রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায় কিন্তু আবার এমন কত লোক এ সংসারে আছেন যাঁহারা বিশ্বাস করেন অথচ অনুষ্ঠান করেন না,—অশান্তির আগুণে পুড়িয়া মরেন অথচ শান্তি বারিতে অবগাহন করিয়া শরীরের জ্বালা ও মনের অশান্তি দূর করিতে ব্যস্ত নহেন,—আশার সংবাদ শুনিয়া থাকেন, অথচ আশার পথে একটু অগ্রসর হইয়া দেখিতে চান না, যে আশা বাস্তবিকই আশা দিতেছে কি না,—ঈশ্বর-বিশ্বাস আশার সংবাদ প্রচার করিয়া কোন দিন কাহাকেও প্রতারণা করে নাই, কোন দিন কেহ ধর্ম্মের কুহক-জালে পড়িয়া আপনাকে হারায় নাই ; তবে কেন মানুষ, তুমি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পার না ? তুমি বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে দোলায়মান হইয়া আপনার ও অপরের প্রভূত অমঙ্গল সাধন করিতেছ। সত্য করিয়া বল দেখি তোমার বিশ্বাসের ভূমি কোথায় ? তুমি কি বুক ঠুকিয়া—সাহস করিয়া বলিতে পার, যে এই ভীষণ তরঙ্গপূর্ণ ভবসাগরের মধ্যে হাবু ডুবু খাইতে খাইতে তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে একবার এদিক একবার ওদিক করিতে করিতে সহসা কি যেন চরণে লাগিল! তরঙ্গের আঘাতে আবার সরিয়া পড়িলে, কিন্তু আশা চুপে চুপে তোমাকে বলিয়া দিতেছে ঐ যাহা তোমার গায়ে লাগিয়াছে উহাই ধরিতে চেষ্টা কর,—ঐ দিকে যাও, অবসন্ন শরীরে নূতন বলের সঞ্চার হইল, তুমি প্রাণপণ করিয়া সেই দিকে যাইতে লাগিলে, হরি, হরি! তোমার পদতলে এক উন্নত-মস্তক পর্ব্ব

ত্তের প্রান্তভাগ লাগিয়াছে!! তুমি সেই প্রস্তরময় ভূমি খণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া সাগর তরঙ্গ বহন করিতে করিতে এক-বার নিশ্বাস ফেলিতে যদি পাইয়া থাক তবে তোমার কি আর বিশ্রাম করিবার সময় আছে? বিশ্বাসের ভূমি যদি পাইয়া থাক, যদি তুমি এমন স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া থাক যে তোমার বিশ্বাস প্রতিপলে আশার সংবাদ আনিয়া দিতেছে তাহা হইলে তুমি কি করিবে,—মনে কর যত অগ্রসর হও ততই তোমার বিশ্বাস ও আশা দৃঢ় মূল হইতেছে তখন তুমি কি করিবে? তুমি কি কাপুরুষের ন্যায় আপনার প্রাণ বাঁচাইবার জন্য যত্ন-তৎপর হইবে; না আর যে শত শত হতভাগ্য ব্যক্তি সেই তুফানে পড়িয়া মৃত প্রায় হইয়াছে তাহাদিগকে এক এক করিয়া সেই দিকে আনিবে যে দিকে আসিয়া তুমি জীবন লাভ করিয়াছ ও আপনাকে নিরাপদ বলিয়া মনে করিতেছ?

হে বিশ্বাসী মানব! তোমার কর্ম্মক্ষেত্র বাস্তবিকই এইরূপ সঙ্কটপূর্ণ সংগ্রাম স্থান, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান,—অনুগত দাস কখন ঈশ্বরের সন্তান ও নিজের ভাইদের এইরূপে মরিতে দেখিয়া বিষণ্ণ মনে—ও হতাশ অন্তরে তথা হইতে চলিয়া যায় না। তাহাকেও ঘাতক বলিয়া মনে করি যে এমন দুর্দ্দিনে ঈশ্বর-বিশ্বাসী হইয়া বিশ্রাম সুখ ভোগ করিতে অগ্রসর হয়।

ব্রাহ্মভাই! তুমি কি বলিতে পার তোমার বিশ্বাস-ভূমি সুদৃঢ় পর্ব্বত শৃঙ্গ অপেক্ষাও কঠিন রূপে দৃঢ়তর? যদি তেমন বিশ্বাস না পাইয়া থাক তবে আর তোমার পথ নিরাপদ নাই,—তুমি যেরূপ প্রসন্ন মনে সংসারের পথে বিচরণ করিতেছ দেখিতে পাই, সেই প্রসন্নতাই তোমার মোহ, তোমার পথের অন্ধকার হইয়া তোমাকে ঈশ্বর হইতে দূরে রাখিতেছে, তোমার সর্ব্বনাশ করিতেছে, কারণ তাহা না হইলে তুমি নিশ্চয়ই এতদিন সেই দ্রব্য পাইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিতে যাহার জন্য পৃথিবীর কয়েকজন মহাত্মা পাগল হইয়াছিলেন এবং যাঁহাদের পাগলামি চিরদিন পৃথিবীর ইতিহাস অক্ষয় অক্ষরে লিখিত থাকিবে। যদি বল সেই মহামূল্য রত্ন, যাহা পাইয়া বুদ্ধ ও চৈতন্য পথের ভিখারী, খ্রীষ্ট ও মহম্মদ উৎপীড়িত ও নিগ্রহগ্রস্ত, সেই দেব-বাঞ্ছিত মাহাত্ম্যমণি তোমার হৃদয়-ভাণ্ডারের ঘন অন্ধকার চিরদিনের তরে দূর করিয়াছে তবে তুমি জগতের দুর্দ্দশা দেখিয়া, পৃথিবীকে পাপের বন্যাতে প্লাবিত হইতে দেখিয়া, মানুষ মানুষকে ধরিয়া পাপের গভীরতম কূপে ডুবাইতেছে দেখিয়া, ক্ষমতাশালী ব্যক্তি দুর্ব্বল ও নিরাশ্রয়কে পদে দলন করিতেছে দেখিয়া যদি তোমার বিশ্বাসময় প্রাণ না গলিল,—যদি তোমার মুখকে নিয়ত বিষণ্ণ না দেখিলাম, যদি তোমার চক্ষে অনন্ত অশ্রু প্রবাহিত না দেখিলাম, যদি দেখিলাম, তুমি বিশ্বাসী হইয়া হাসিতেছ খেলিতেছ, যদি দেখিলাম বেশ প্রসন্ন মনে সুখের শয্যাতে শয়ন করিয়া দিন যামিনী যাপন করিতেছ, তাহা হইলে কি মনে করিব? এই মনে করিব যে ইহা প্রকৃত বিশ্বাস নহে, ছায়া মাত্র। কল্পনা স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিয়া সত্যকে তোমা হইতে দূরে রক্ষা করিতেছে, তুমি আত্মপ্রতারিত! তাহা না হইলে তোমার বিশ্বাস ও অনুষ্ঠিত কার্য্য এ দুইটির মধ্যে মিলন থাকিত,—ইহাদের মধ্যে কোন বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যাইত না। আমরা দুর্ব্বলতা এত অধিক পরিমাণে প্রচার করিয়াছি যে সেই দুর্ব্বলতা বিশ্বাসকে খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছে, পূর্ণমাত্রায় তাহার কার্য্য হইতে দিতেছে না। বিশ্বাস এবং কার্য্যে একতা থাকিলে দেখিতাম ব্রাহ্মেরা সংসার জীবনের মমতা ত্যাগ করিয়াছেন,—সত্যকে সর্ব্বোপরি স্থান দিয়া ঈশ্বর বিশ্বাস—ও অনুষ্ঠিত কার্য্য এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন,—সর্ব্ব বধ হিতানুষ্ঠান যাহাতে মানব সাধারণের কল্যাণ হইবে তাহাকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বলিয়া অনুভব করিয়াছেন,—শরীরের শোণিত বিন্দু বিন্দু করিয়া পাত করত পরোপকারে নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে ব্রাহ্মেরা প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া আত্ম-বিস্মৃত হইয়া ঈশ্বরের নাম প্রচার করিতে পারিতেছেন না, ইহা কি অল্প পরিতাপের বিষয়! আমরাই আমাদের ধর্ম্ম বিস্তৃতরূপে প্রচার হওয়ার পথে শত্রু হইয়া দাঁড়াইতেছি। ঈশ্বর করুন আমরা আমাদের দায়ীত্ব ও ধর্ম্মের মহত্ব স্মরণ করিয়া পরম প্রভু পরমেশ্বরের মুখের দিকে তাকাইয়া যেন সত্যের পথে অগ্রসর হইতে পারি, আমাদের ধর্ম্ম-জীবন যেন বিশ্বাসের দৃঢ়তর ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে আমরা আমাদের ও পতিত মানব সন্তানের উদ্ধারের পথ পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইব।

## সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।

গত তিন মাসে (জুলাই মাসের প্রথম অবধি সেপ্টেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত) কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অধিবেশন হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে কার্য্য নির্ব্বাহক সভাকে কতিপয় গুরুতর বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে হইয়াছিল। যদিও সকল বিষয়ে সভা এখন পর্য্যন্ত ভালরূপ বন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই তথাপি তাঁহারা আশা করেন যে ঈশ্বর কৃপায় অচিরেই তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইবে। জুলাই মাসের শেষভাগে শিলঙ্গের ব্রাহ্মবন্ধুগণ কার্য্য নির্ব্বাহক সভাকে খসিয়া জাতির মধ্যে ধর্ম্ম প্রচারার্থ তথায় একটী প্রচারক্ষেত্র খুলিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা শিলঙ্গবন্ধুদের অনুরোধ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। খসিয়া জাতির মধ্যে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য কেহ কেহ প্রস্তুত হইতেছেন। আশা করা যায় শীঘ্রই খসিয়াদের মধ্যে ব্রাহ্ম প্রচারক উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী ও অনুরাগী করিতে সমর্থ হইবেন।

রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা—২৭শে সেপ্টেম্বরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ইহলোক পরিত্যাগ করেন। সেদিন ব্রাহ্ম সাধারণের পক্ষে একটি বিশেষ দিন। যাহাতে সেইদিনে রাজার স্মরণার্থ একটী প্রকাশ্য সভা হইতে পারে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা তাহার জন্য একটী সবকমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন সবকমিটী কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আপনাদের কার্য্যে যথেষ্ট সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছেন। রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপন ভারতবাসীর পক্ষে

একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। আশা করা যায়, অচিরাৎ ইহার সদুপায় স্থিরীকৃত হইবে।

**বিধবা ও অনাথাশ্রয়**—ব্রাহ্ম সমাজে ইতিমধ্যেই অনেক বিধবা আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত নিরাশ্রয় রমণীও দুই তিন জন আসিয়া ব্রাহ্ম সমাজে আশ্রয় লইয়াছেন। ইঁহারা এখন এক এক জন ব্রাহ্মবন্ধুর বাড়ীতে বাস করেন, সুতরাং ইহাঁদিগকে বিদ্যা, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিবার ভাল বন্দোবস্ত হইতে পারিতেছে না। তদ্ব্যতীত ইহাঁরা সকলে একত্র বাস করিয়া সম্মিলিত ভাবে কোন প্রকার শিল্প কার্য্য করিতে পারিলে আপনাদিগের ভরণ-পোষণেরও যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন,এ সকল কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহাঁদিগের জন্য একটী আশ্রমের বন্দোবস্ত করিবার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা একটী সবকমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন। সবকমিটী ইতিমধ্যে কয়েকবার সম্মিলিত হইয়া আশ্রম স্থাপনের আবশ্যকতা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, এবং কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য চাঁদা সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। একার্য্যে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। মাসে ৭০।৮০ টাকা হইলে তবে আশ্রমের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে। সবকমিটী এ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া মাসে ২০৲ টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করাইতে সক্ষম হইয়াছেন। কার্য্যটী যেরূপ গুরুতর এবং ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষে যেরূপ প্রয়োজনীয় তাহাতে কমিটী আশা করেন যে ব্রাহ্মবন্ধুগণ এ বিষয়ে যথা সাধ্য সাহায্য দানে অগ্রসর হইবেন।

**প্রচার কার্য্যালয়**—এ পর্য্যন্ত সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে এমন কোন কার্য্যালয় ছিলনা যেখানে প্রচারকগণ কলিকাতা অবস্থান কালে একত্র বসিয়া কার্য্য করিতে পারিতেন। ব্রাহ্মবন্ধুদের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতে হইলে প্রত্যেক প্রচারককে আপনাপন স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হইত। ইহাতে কার্য্যের অনেক ব্যাঘাত হইত। উপযুক্ত স্থানাভাবে মধ্যে মধ্যে কোন কোন প্রচারককে সঙ্কটে পড়িতে হইত। এই সকল নানা কারণে একটি প্রচারকার্য্যালয় স্থাপন করা কমিটির নিকট অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে তাঁহারা আপাততঃ মন্দিরের পূর্ব্বদিকস্থ গ্যালারিতে প্রচার কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। কলিকাতা অবস্থান কালে ১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত আফিসে উপস্থিত হইয়া নিজের ও সমাজের হিতকর নানাবিধ কার্য্য করিতে প্রচারকদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছে। সভা আশা করেন এই কার্য্যালয় দ্বারা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের সমধিক সাহায্য হইতে পারিবে এবং একত্র কার্য্য করা নিবন্ধন প্রচারকদিগের পরস্পরের মধ্যে আরও সুদৃঢ় বন্ধন স্থাপিত হইতে পারিবে।

**থিওডোর পার্কারের সমাধি মন্দির সংস্কার**—সুদূর ইটালি-দেশের ফ্লোরেন্স নগর মহাত্মা থিওডোর পার্কারের সমাধিস্থান। কাল ক্রমে সে স্থানটী অতিশয় অপরিষ্কার হইয়া পড়িয়াছে এবং সমাধিমন্দির ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে পার্কারের একজন বন্ধু তাঁহার সমাধি স্থানের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া দুঃখিত হন এবং তাহার জীর্ণ সংস্কারের জন্য সচেষ্ট হন। পার্কারের ইংরেজ বন্ধুগণ তাঁহার অভিপ্রায় জানিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ব্রাহ্ম সমাজ, মহাত্মা পার্কারের নিকট অনেক ঋণে ঋণী। যাহাতে ব্রাহ্ম-বন্ধুদের নিকট তাঁহার সমাধি মন্দির সংস্কার কার্য্যের সহায়তার জন্য কিছু অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে কমিটী তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কমিটী আশা করেন ব্রাহ্ম সাধারণ সত্বর এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়া পার্কারের প্রতি আপনা-দের গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় দিবেন।

সভা অতিশয় দুঃখের সহিত জানাইতেছেন যে শ্রীযুক্ত বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমাজের জন্য অনবরত পরিশ্রম করিতে করিতে অবশেষে পীড়িত হইয়া কার্য্য হইতে কিয়ৎ-কালের জন্য অবসর লইতে বাধ্য হইয়াছেন। কমিটী আদিনাথ বাবুর ভরণপোষণের ভার লওয়া আপনাদিগের একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য মনে করেন। তাঁহার নিকট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অনেক ঋণে ঋণী। সভা আশা করেন তিনি সত্বর স্বাস্থ্যলাভ করিয়া পুনরায় ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যে আপনার জীবন নিয়োগ করিতে সক্ষম হইবেন।

**বঙ্গমহিলাসমাজ**—জুলাই মাসের শেষ ভাগে বঙ্গ-মহিলা সমাজ কার্য্য নির্ব্বাহক সভার নিকট সমাজ গৃহের পশ্চিমদিকস্থ ভূমিখণ্ডের কিয়দংশে একটী গৃহ নির্ম্মাণের জন্য অনুমতি চান। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা তাঁহাদের প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া ট্রষ্টীদিগকে তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। অধিকাংশ ট্রষ্টীই এ বিষয়ে সম্মতিদান করিয়াছেন।

## মৃত মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত।

বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের মৃত্যু সংবাদে কমিটী নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করেন—

এই সভা গভীর দুঃখের সহিত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদে শোক প্রকাশ করিতেছেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য, দেশের ধর্ম্মোন্নতি কল্পে এবং সমাজ সংস্কার বিষয়ে নিঃস্বার্থ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন অদ্য এই সভা সকৃতজ্ঞ চিত্তে সেই সমস্ত স্মরণ করিতেছেন।

তিনি জনসাধারণের নৈতিক ও জ্ঞান বিষয়ক উন্নতিকল্পে সুমহৎ উৎসাহের সহিত আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশবাসী জনগণের হৃদয়ে তাঁহার উপদেশাবলী অতি উচ্চ নৈতিক ভাব বিকাশ করিয়াছে। জ্ঞানোপার্জ্জনে তাঁহার এতদূর অনুরাগ ছিল যে, এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়া তিনি অকাতর পরিশ্রমে শরীর মনকে জীর্ণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। যে আশ্চর্য্য অধ্যবসায় এবং উৎসাহ দ্বারা তিনি একজন পণ্ডিত এবং গ্রন্থকর্ত্তারূপে সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে চিরদিন বঙ্গবাসীর গৌরব বলিয়া ব্যাখ্যা করিবে।

**প্রচার**—নিম্নলিখিত স্থানসমূহে আমাদের প্রচারকগণ গমন করেন:—সিরাজগঞ্জ, বর্দ্ধমান, শিলঙ্গ,ডিব্রুগড়, নওগাঁ, তেজপুর।

গত তিন মাসে প্রচারকগণ যে যে স্থানে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন তাহার স্থূল বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেলঃ—

শিবসাগর, সৈদপুর, দেরাধুন, মুঙ্গের, নেলফামারি, ধুবড়ি, তিনধারিয়া, শিলিগুড়ি, শ্যামপুর, রঙ্গপুর, আহিগঞ্জ, নাটোর, পাটনা, গৌহাটি, গোয়ালপাড়া।

এতদ্ভিন্ন দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ কর্ণাট হইতে ব্রাহ্মপ্রচারক পাঠাইবার জন্য অনুরোধ আসিয়াছে। সেখানকার কয়েকটী পরিবার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। কমিটী সেখানে প্রচারক পাঠাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্র দিন দিন যেরূপ বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে প্রচারক সংখ্যা বৃদ্ধি না হইলে আর চলে না। ঈশ্বরের এ আহ্বান কি কেহ শুনিবেন?

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন—গত তিন মাসের মধ্যে প্রথম একমাস অর্থাৎ আষাঢ় মাস থর্সান পর্ব্বতে ছিলাম। এই সময়ের মধ্যে কখন কখন তিনধারিয়া ব্রাহ্ম সমাজে যাইয়া তথাকার উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিতাম ও স্থানীয় ব্রাহ্মমণ্ডলীর সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতাম। পাহাড় হইতে নামিয়া আসিবার সময় শিলিগুড়ী ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা ও তথাকার বন্ধুদিগের সঙ্গে নানাবিধ বিষয়ের আলোচনা করি। যদিও এই এক মাস অপর কোন কার্য্য করি নাই বলিলেও হয়, কিন্তু আমার শ্রদ্ধেয় প্রচারক বন্ধুদিগের সঙ্গে একত্র বাস করিয়া বিশেষ উপকৃত ও লাভবান হইয়াছি। তার পর শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহে কোন্নগর আসি। এখন এই কোন্নগরেই সপরিবারে বাস করিতেছি। এখানে অবস্থান কালে এখানকার ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার কার্য্য করি। প্রায় প্রতিদিনই গ্রামবাসীদিগের গৃহে যাইয়া ধর্ম্মালোচনা ও নানাবিধ দেশহিতকর বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকি। মধ্যে মধ্যে কোতরং গ্রামে গমন করিয়া ধর্ম্মালোচনা করি। স্থানীয় ধর্ম্ম সভাতে একদিন একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা এবং স্থানীয় স্কুল গৃহের নৈতিক সভায় আসামের কুলি সম্বন্ধে অপর একটী বক্তৃতা করি। একদিন শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া ধর্ম্মের সার মর্ম্ম ব্যাখ্যা করি। ইতিমধ্যে একবার মুঙ্গেরে গিয়াছিলাম। তথায় একটী বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য ও উপাসনাদি সম্পন্ন করি, মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করি ও উপদেশ দিই। মুঙ্গের হইতে ভাগলপুর আসিয়া আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে দুই দিবস বাস করিয়া তথাকার ব্রাহ্মবন্ধুদিগের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে নানাবিধ কথাবার্ত্তা ও ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে লইয়া একদিন উপাসনা করি। পরে নলহাটী আসিয়া তথাকার তিনটী বন্ধুর সঙ্গে সঙ্গীত ও উপাসনা করিয়া বীরভূম আসি। বীরভূমে তিনদিবস বাস করিয়া তথায় দুইটী প্রকাশ্য বক্তৃতা ও একদিন সদালোচনা করি। এখানকার সিভিল সার্জ্জন বাবু ধর্ম্মদাস বসু; আমি যে কয়দিন ছিলাম ধর্ম্মদাস বাবুর বাটীতেই ছিলাম। তাঁহার সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে নানাবিধ আলোচনা করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। এখানে রীতিমত সমাজ নাই সত্য, কিন্তু শ্রদ্ধেয় বসু মহাশয় তাঁহার বাটীতে অপর কয়েকটী বন্ধুর সহিত প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে উপাসনা করিয়া থাকেন। আশা করি, বসু মহাশয়ের যত্নে অতি সত্বরই তথায় একটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। তৎপরে অদ্য বর্দ্ধমান ছাত্র সমাজ কর্ত্তৃক আহুত হইয়া যাইতেছি। এবং সেখানকার ছাত্র সমাজের উৎসবে যোগদান করিব।

আমার দৈনিক কার্য্য প্রণালীঃ—

প্রাতঃকাল—৮॥০ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মবন্ধু ও প্রতিবাসী ও গ্রামবাসীদের গৃহে গৃহে ভ্রমণ। ১০॥০ টার সময় পারিবারিক উপাসনা।

১২—৪টা—পাঠ, লিখা ও চিন্তা।

বিকাল—প্রতিবাসীদের গৃহে গৃহে ভ্রমণ ও আলোচনাদি।

রাত্রি—চিন্তা ও আলোচনা।

এই প্রণালীতে এখন আমি সময় কাটাইতেছি।

বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস—ঈশ্বর প্রসাদে তাঁহার শক্তিতে এবং তাঁহার বলে যে কিছু কাজ করিয়াছি তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইঃ—নির্জ্জন-বাসের সময় থরসান ব্রাহ্মসমাজে কখন কখন উপাসনা করিয়াছি এবং তথাকার বন্ধুদের সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করিয়াছি। তথা হইতে নামিবার সময় পথমধ্যে তিনধারিয়া নামক স্থানে একদিন থাকি এবং সেখানে একজন বন্ধুর গৃহে উপাসনা করি এবং আলোচনাদি করিয়াছিলাম তৎপরদিন সিলিগুড়ি ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করি এবং উপদেশ হয়। তৎপর নেলফামারী ব্রাহ্মসমাজের গৃহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় যাই। দুই তিন দিন তথায় উৎসবের কাজ করি। উপাসনা, আলোচনা এবং উপদেশাদি হইয়াছিল। এখানে আমাদের অনেকের যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ হয়। কিন্তু ঘটনাক্রমে আর কাহারও যাওয়া হয় না, এইরূপ অনেকের আসিবার কথা থাকলে কি সেরূপ আশা নিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে যখন সে আশায় বঞ্চিত হওয়া যায় তখন মন বড় অবসন্ন হয়। আর অনেক স্থানে এরূপও দেখা গিয়াছে যে তথাকার ব্রাহ্মবন্ধুরা কোন নামিক বক্তা প্রচারক চান। কিন্তু সমাজ সেখানে অপর কোন প্রচারক পাঠান তাহাতেও তাঁহারা মন ক্ষুণ্ণ হন। এইরূপ দুই চারি স্থল দেখিলে কোথায় প্রচারক যাইবেন এবং কোথায় যাইবেন না ইহা নির্ণয় করা অন্ততঃ প্রচারকের পক্ষে ভয়ানক কঠিন হইয়া উঠে, এবং ইহাও দেখা যে যায় সেরূপ ভাবে গেলে উভয়ের উপকার না হইয়া বরং অপকার হয়, বলিতে কি ইহাও দেখা গিয়াছে একজন প্রচারক গেলে তাঁহার কার্য্যের সুবিধার জন্য তথাকার ব্রাহ্ম-বন্ধুরা শরীর মন অর্থ যাহা প্রয়োজন তদ্দ্বারা তাহাও করিতে প্রস্তুত কিন্তু সেইস্থলে অন্য প্রচারক গেলে সেরূপ কিছুই দেখা যায় না স্বয়ং এরূপ স্থলে কাজ করাও বড় কঠিন। ব্রাহ্মবন্ধুরা এরূপ স্থলে স্পষ্ট করিয়া প্রচারকদের সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিলেই ভাল হয়।

নেলফামারীর উৎসবের পর সৈয়দপুর আসি। এখানে দুই দিন থাকি। ব্রাহ্মবন্ধুদের সঙ্গে সমাজে উপাসনাদি করি এবং এখানে ব্রাহ্মযুবকদের দ্বারা চালিত নৈশ বিদ্যালয় দেখি। এই স্কুলটী দেখিয়া মনে খুব সুখ হয়। এদেশব্যাপী গরিব লোকদের জন্যই এই স্কুলটী, স্কুলে যাইয়া দেখিলাম যাহারা দিবসে বাড়ীতে কৃষিকার্য্যের সাহায্য করিয়াছে তাহারাই রাত্রিতে এই স্কুলে পড়ে। সর্ব্বত্রই যদি ব্রাহ্মযুবকেরা এইরূপ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জীবনেরও অনেক কল্যাণ হয় এবং তদ্দ্বারা দেশের কল্যাণ এবং

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পক্ষেও অনেক সাহায্য হয়। এই যুবকদিগকে অনুরোধ করি তাঁহারা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা এই সঙ্গে শিখিলে তদ্দ্বারা আরো অনেক পরোপকার সাধন করিতে পারেন। এস্থান হইতে শ্যামপুর যাই সেখানে আমাদের একটী ব্রাহ্মবন্ধু পীড়িত ছিলেন। এই দূরদেশে পরিবার লইয়া একটী লোক পীড়িত অবস্থায় থাকিলে তাঁহাদের অনুসন্ধান লওয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য। এখানে এই পরিবারে উপাসনাদি হইয়াছিল। ইহার নিকট গোপালপুর নামক স্থানে একটী মধ্যম শ্রেণীর স্কুল আছে তাহাদের সভায় চরিত্র সম্বন্ধে সামান্য কিছু উপদেশ দিই। তৎপরে রংপুর যাই সেখানে ছাত্র সমাজের কার্য্য অনেকদিন বন্ধ থাকে। পুনরায় তাহা খোলা হয় এবং এই উপলক্ষে "জীবনের লক্ষ্য," এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা হয়, এখানে সমাজে উপাসনা ও উপদেশ হইয়াছিল এবং একদিন মাহিগঞ্জ যাওয়া হইয়াছিল সেখানে ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনাদি হইয়াছিল, রংপুরে ব্রাহ্মিকাদের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনায় অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম।

রেলওয়ে ষ্টেসনে কার্য্যের কথা ছিল কিন্তু ষ্টেসনের বাবুদের অত্যন্ত কাজের গোলের জন্য একমাত্র ষ্টেসন মাষ্টার বাবুর সঙ্গে অনেক সৎবিষয় আলোচনা হয়। এখান হইতে নাটোর যাই এখানে সমাজে এবং ব্রাহ্মবন্ধুদের গৃহে উপাসনা ও আলোচনাদি হইয়াছিল। তৎপরে বিশেষ কোন কারণে কলিকাতা যাই, কলিকাতা অবস্থানকালীন আমার দ্বারা যে কিছু সামান্য কার্য্য হইতে পারে তাহার সাহায্য করিয়াছি, কলিকাতা অবস্থানকালীন একবার মুঙ্গেরে যাই। একটী বিবাহ উপলক্ষে তথায় যাই সেখানে কোন কোন পরিবারে উপাসনাদি করিয়াছিলাম। প্রচারকেরা যদি কোন স্থানে আহূত হইয়া যান তাঁহাদের একটী খুব দৃষ্টি থাকা উচিত যেন পথিমধ্যে কোন সমাজ কি কোন ব্রাহ্মবন্ধু থাকিলে তাহা দেখা হয়। বিশেষ স্থান থাকিলে তথায় প্রচারের কার্য্য কিছু করিয়া যান। আমি বিশেষ কারণে পথে না নামিতে পারিয়া দুঃখিত হইয়াছিলাম। তৎপরে কলিকাতা আসিয়া কয়েক দিন বাস করি। তৎপরে সৈয়দপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে সেখানে যাই। এখানে ব্রাহ্মবন্ধুদের সঙ্গে উপাসনা ও আলোচনাদি করি এবং এক দিন বর্ত্তমান আন্দোলন সম্বন্ধে কিছু বলি। একটী ব্রাহ্মবন্ধুর গৃহে পারিবারিক উপাসনা হয় এবং ব্রাহ্মযুবকদের সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করি। তৎপরে এস্থান হইতে রংপুর ছাত্রসমাজের উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় যাইতে মনস্থ করিয়াছি। ঈশ্বর তাঁহার এই পবিত্র কার্য্যের সহায় হউন।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।---১৪ই আষাঢ় প্রাতে ও সায়াহ্নে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ।

২১এ আষাঢ়, প্রাতঃকালে, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজমন্দিরে, ছাত্র সমাজে, "নীতি ও ভক্তি" বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা।

২৬এ আষাঢ়, সিটি কলেজ গৃহে, ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের ১ম শ্রেণীতে "শক্তিতত্ত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা।

২৮এ আষাঢ়, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে, উপাসনা ও উপদেশ।

১লা শ্রাবণ, সিটি কলেজ বাটীতে, ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে 'শক্তিতত্ত্ব' বিষয়ে ২য় বক্তৃতা।

৩রা শ্রাবণ, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ গৃহে, ছাত্র সমাজে, "পাপের প্রায়শ্চিত্ত" বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা এবং উক্তদিবস রাত্রে উপাসনা ও উপদেশ।

১৪ই শ্রাবণ, পাটনা নগরে, একটি ব্রাহ্মপরিবারে উপাসনা।

১৫ই শ্রাবণ, ডেরাডুন নগরে একটি ব্রাহ্ম পরিবারে উপাসনা।

১৬ই শ্রাবণ, ঐ নগরে, একটি ব্রাহ্ম বিবাহ উপলক্ষে উপাসনা ও উপদেশ।

১৭ই শ্রাবণ, ঐ নগরে উপাসনা এবং সুখ ও দুঃখ উভয়কেই অগ্রাহ্য করিয়া কর্ত্তব্য সাধন বিষয়ে উপদেশ।

১৭ই শ্রাবণ, ঐ নগরে, 'সকল ধর্ম্মের সার কি?' এই বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা।

২৯এ শ্রাবণ, ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কার্য্য।

৩০এ শ্রাবণ, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে উপাসনা, এবং 'জ্ঞান ও প্রেম' বিষয়ে উপদেশ।

৩১এ শ্রাবণ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপাসনা, এবং 'জ্ঞান ও প্রেম' বিষয়ে উপদেশ।

৫ই ভাদ্র, ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের ১ম শ্রেণীতে অধ্যাপনা কার্য্য।

৭ই ভাদ্র, ছাত্র সমাজে, "বিশ্বাস বিষয়ে কয়েকটি কথা" এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা।

৭ই ভাদ্র, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপাসনা এবং "আন্তরিক সাধন" বিষয়ে উপদেশ।

২০এ ভাদ্র, সৈয়দপুর ব্রাহ্ম সমাজে, উপাসনা ও উপদেশ।

২৬এ ভাদ্র, সৈয়দপুর রাত্রি বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ ও তদুপলক্ষে বক্তৃতা।

২৭এ ভাদ্র, ঐ ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা এবং "ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন" বিষয়ে উপদেশ।

২১এ ভাদ্র হইতে ২৮এ ভাদ্র পর্য্যন্ত সৈয়দপুর ব্রহ্মোৎসবে যোগদান।

৩১এ ভাদ্র, তিনধারিয়া পর্ব্বতে শ্রমজীবী ও অন্যান্য লোকের সহিত আলোচনা ইত্যাদি।

১লা আশ্বিন, ঐ পর্ব্বতে উপাসনা এবং 'বৈরাগ্য ও প্রেম' বিষয়ে উপদেশ।

এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্ম ও অপরলোকের সহিত ধর্ম্মবিষয়ে কথাবার্ত্তা ও তর্ক বিতর্ক। তত্ত্ব-কৌমুদী প্রভৃতি পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ রচনা।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী---প্রায় দেড়মাস কাল আসাম প্রদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। শিলঙ্গ পাহাড় হইতে তিনি ডিব্রুগড়ে গমন করেন। ডিব্রুগড়ের একজন ভদ্রলোক গত কয়েক বৎসর হইতে চেষ্টা করিয়া ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের জন্য প্রায় ২৫০০ আড়াই হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি সেই সমুদায় অর্থ ডিব্রুগড় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। সভ্যগণ ঐ অর্থে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আষাঢ় মাসের প্রথমে ঐ মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করিবার কথা ছিল, শাস্ত্রী

মহাশয় তদুপলক্ষে আহূত হইয়া গিয়াছিলেন কিন্তু বর্ষার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হওয়াতে বন্যা হইয়া ডিব্রুগড় সহর ভাসিয়া যাওয়াতে ভিত্তিস্থাপন কার্য্য হইতে পারিল না। শাস্ত্রী মহাশয় সেখানে চারিদিন থাকিয়া উপাসনা ও বক্তৃতাদিতে যাপন করেন, ও এক-জন ব্রাহ্মবন্ধুর কন্যার নামকরণে আচার্য্যের কার্য্য করেন। ডিব্রুগড়ে দুইটি বক্তৃতা হয়; একটী বাঙ্গালাতে ও একটী ইংরাজীতে। বক্তৃতাস্থলে সহরের বাঙ্গালি ও ইংরাজ ভদ্রলোক অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ডিব্রুগড় হইতে তিনি শিবসাগরে গমন করেন। সেখানে দুই দিন মাত্র যাপন করিয়াছিলেন। সেখানেও দুই দিন দুইটী বক্তৃতা হয়, এবং তদ্ভিন্ন উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনাতে অনেক সময় যাপিত হয়। শিবসাগর হইতে তিনি নওগাঁতে গমন করেন। এখানে অনেকগুলি ব্রাহ্মপরিবার একত্র বাস করিতেছেন। উপাসনা মন্দিরটি ইহাঁদের পল্লীতে অবস্থিত। এখানে যে পরিবারগুলি আছেন তাঁহাদের ধর্ম্ম ভাব ও সাধুতা দেখিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন। এখানে চারি দিন অবস্থিতি করিয়া তিনটী বক্তৃতা করেন ও তদ্ভিন্ন উপাসনাদিও হয়। নওগাঁ হইতে তেজপুরে গমন করেন। সেখানে দুই দিন অবস্থিতি করিয়া একটী বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটী ইংরাজীতে হইয়াছিল। একদিন ধর্ম্মালোচনা ও উপাসনার জন্য বিশেষ সভা হয়। তেজপুর হইতে গৌহাটী আগমন করেন সেখানে এক দিন ও গোয়ালপাড়ায় একদিন যাপন করিয়া এক একটী বক্তৃতা করেন। তৎপরে ধুবড়ীতে আসিয়া উপনীত হন। সেখানে সমাজের একটী নূতন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কার্য্য তাঁহাকে সমাধা করিতে হয়। তদ্ভিন্ন সেখানে একটী বক্তৃতা হয়। ধুবড়ী হইতে বিশেষ কার্য্যানুরোধে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন।

ছাত্রসমাজ, রবিবাসরীয় নৈতিক বিদ্যালয় ও ব্রহ্ম বিদ্যালয় প্রভৃতির কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া আসিয়াছে। হিতসাধক মণ্ডলীর কার্য্যও পুনরারম্ভ হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর অনুপস্থিতিকালে বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র ও বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছাত্র সমাজে উপাসনা ও বক্তৃতা করেন। শিবনাথ বাবু আসা অবধি তিনিই ছাত্র সমাজের কার্য্য করিতেছেন। রবিবাসরীয় নৈতিক বিদ্যালয় প্রতি রবিবার ৪ ঘটিকার সময় সিটিকলেজ গৃহের নিম্নতলে হইয়া থাকে। বিদ্যালয়টী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। মহাত্মাগণের জীবন চরিত, রামায়ণ ও মহাভারত হইতে নৈতিক উপদেশ এবং প্রাকৃতিক তত্ত্ববিদ্যা প্রভৃতি বিষয় এই বিদ্যালয়ে পড়ান হইয়া থাকে। সমাজ মন্দিরে প্রতি রবিবার বালক বালিকা-দিগের ধর্ম্মনীতি শিক্ষার্থ যে বিদ্যালয় আছে তাহার কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিয়া আসিতেছে। কয়েকটী শিক্ষিতা মহিলা তাহার কার্য্য করিয়া থাকেন।

বাবু শশিভূষণ বসু—খরসানে অবস্থানকালে তত্রত্য সমাজে উপাসনা করি, খরসান হইতে কলিকাতায় আসিয়া কিছু দিন শরীরের অসুস্থতানিবন্ধন বিশেষ কোন কার্য্য করিতে পারি না। তৎপর মুঙ্গেরে কোন ব্রাহ্ম বিবাহ উপলক্ষে গমন করি, এবং এতদুপলক্ষে প্রার্থনাদি করি, কলিকাতায় আসিয়া নৈতিকবিদ্যালয়ে শিক্ষা দান করি, ইত্যাদি—

ধর্ম্মবন্ধুও সম্প্রতি তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকার ভার হস্তে পড়াতে তাহা সম্পাদন করি। কোন পুস্তক প্রণয়নে রত আছি।

পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী—পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজ উপাসক মণ্ডলীতে মধ্যে মধ্যে উপাসনা করেন। গত ১৩ই জুলাই একটী প্রচার কার্য্যালয় খুলিয়াছেন, সেখানে তাঁহার বন্ধুগণ প্রত্যহ বিকালে আপন আপন নির্দ্ধারিত কার্য্য করিবার জন্য একত্র হন। লাহোর সহরের উপাসক মণ্ডলীতে মধ্যে মধ্যে উপাসনার কার্য্য করেন। প্রতি শনিবার নারী সভার অধিবেশন হয় তাহাতে মধ্যে মধ্যে কার্য্য করেন। প্রচার কার্য্যালয়ের সঙ্গে একটী পাঠাগার খোলা হইয়াছে। পুস্তক সংবাদ পত্র প্রভৃতি পড়িবার জন্য পাঠাগারে লোক সমাগম হইয়া থাকে। প্রচারের সাহায্যার্থ একটী লিথোগ্রাফ প্রেস স্থাপিত করা হইয়াছে। তাঁহার যত্নে সুরাপান নিবারণী সভার একটী অধিবেশন হয় তাহাতে উর্দ্দ ভাষায় প্রকাশিত অনেক সুরাপান নিবারণী পুস্তিকা বিক্রীত হয়। গত ১৪ই জুলাই তাঁহার যত্নে সামাজিক পবিত্রতা বিধায়িনী নামক সভা স্থাপিত হইয়াছে। বাবু মধুসূদন সরকারের মাতার শ্রাদ্ধোপলক্ষে এবং স্বকীয় নবজাত দুহিতার জাতকর্ম্ম উপলক্ষে এবং কুমারী প্রেমদেবীর যোড়শ জন্ম দিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা কার্য্য করেন। এতদ্ব্যতীত পণ্ডিত মহাশয়ের বন্ধুগণ গুজরান ওয়ালা, উজিরাবাদ, শিয়ালকোট, পিণ্ডদাদনখাঁ, গুজরাট, ঝিলম, রাউলপিণ্ডী ও পেশোয়ারে যাইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

উপাসক মণ্ডলী—উপাসক মণ্ডলীর কার্য্য নিয়মিত রূপ চলিয়া আসিয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথশাস্ত্রীর অনুপস্থিতি কালে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মন্দিরে উপাসনা কার্য্য করেন। শিবনাথ বাবুর সহরে প্রত্যাগমনের পর হইতে তিনিই উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। উপাসকমণ্ডলীর সঙ্গত সভার কার্য্য পূর্ব্বের মত চলিতেছে। এবং প্রতি বৃহস্পতিবার সায়ংকালে পূর্ব্বের মত সঙ্কীর্ত্তনও হইয়া আসিয়াছে।

স্থায়ী প্রচারফণ্ড—এই তিন মাসের মধ্যে এই ফণ্ডে ৫৩৬৲ টাকা আদায় হইয়াছে। এই ফণ্ডের জন্য এখনও ব্রাহ্ম সাধারণের নিকট যথোচিত সাহায্য পাওয়া যাইতেছে না। কমিটী আশা করেন, অচিরে এ বিষয়ে সাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে।

পুস্তক প্রচার—এই তিন মাসে দুই খানি নূতন পুস্তক প্রচার হইয়াছে। বাবু উমাপদ রায় স্বপ্রণীত সৎসঙ্গী ও বাবু সীতানাথ দত্ত স্বপ্রণীত "যোগ" সমাজকে দান করেন। পুস্তক প্রচার সব কমিটীর অনুরোধানুসারে মুদ্রাঙ্কণের ব্যয়ভার সহ কমিটী উক্ত দুই খানি পুস্তিকা গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন পুস্তক প্রচার সব কমিটীর হস্তে আরও কয়েক খানি পুস্তিকা আছে সে সম্বন্ধে তাঁহারা এখনও কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

পুস্তকালয়—এই তিন মাসে পুস্তকালয় সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। রীতিমত ইহার কার্য্য চলিয়া আসিতেছে।

পত্রিকা—কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতা হইতে স্থানান্তরে যাওয়া প্রয়োজন হওয়াতে বাবু উমাপদ রায় তত্ত্ব-কৌমুদীর সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করেন। সভা বাবু শশিভূষণ বসুর হস্তে সে ভার ন্যস্ত করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের সম্পাদকের কার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের হস্তে অর্পিত আছে। মেসেঞ্জারের ঋণ এখন প্রায় ৮১১॥৹ টাকা।

দাতব্য বিভাগ—পূর্ব্ব ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণে যাহাদিগকে সাহায্য প্রদান করা গিয়াছে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে মাসিক হিসাবে সাহায্য করা হইয়াছে।

১। ভবানীপুর * *র বিপন্ন বিধবা স্ত্রীকে মাসিক ১৲ হিসাবে
২। জলপাইগুড়িস্থ * * * দরিদ্র ছাত্র মাসিক ১৲ হিসাবে
৩। খুলনার * * * দরিদ্র ছাত্র ঐ ২৲ ঐ
৪। কালীঘাটের * * * (যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত) ঐ ৩৲ ঐ

মাসিক ৮৲

এতদ্ভিন্ন এই তিনমাসে সর্ব্বসমেত ২৭ খানি আবেদন সভার হস্তগত হইয়াছে। তন্মধ্যে ২০ খানি গ্রাহ্য হইয়াছে। ৫ খানি অগ্রাহ্য হইয়াছে ও ২ খানির বিবেচনা স্থগিত আছে যাহাদিগকে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৩ মাসের সাহায্যের হার নিম্নে দেওয়া গেল।

১। দরিদ্র ছাত্র—বাড়ী উত্তীরপুর ঢাকায় পড়েন—মাসিক ১৲
২। দরিদ্র ছাত্র—পাবনা হাসামপুর—মাসিক ১৲
এতদ্ভিন্ন থাওয়ার বন্দোবস্তও করিয়া দেওয়া হইয়াছে।
৩। দরিদ্র ছাত্র বাগের হাট—পুস্তক ক্রয়ের জন্য এক কালীন ১।৹
৪। দরিদ্র ছাত্র—খানাকুল কৃষ্ণনগর সিটিস্কুলে পড়েন—মাসিক ২৲
৫। হোমিওপ্যাথিক স্কুলের ছাত্র পীড়িত—তিনমাসের জন্য ৩৲
৬। দরিদ্র ছাত্র, বাড়ী বরিশাল মেডিকেল স্কুলের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন—মাসিক ২৲
৭। দরিদ্র ছাত্র বরিশাল—এলবার্ট স্কুলে পড়েন—মাসিক ২৲
এতদ্ভিন্ন আহারেরও বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।
৮। দরিদ্র ছাত্র—মহিষবাথান মেডিকেল স্কুলে পড়েন মাসিক ২৲
৯। দরিদ্র ছাত্র—বাড়ী উলুবেড়ে—মাসিক ১৲
এতদ্ভিন্ন আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।
১০। ***একজোড়া চটি জুতা একখানি চাদর দেওয়া হইয়াছে।
১১। দরিদ্র ছাত্র—বাড়ী যশোহর সিটি কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন মাসিক ১৲
১২। দরিদ্র ছাত্র—হাড়োয়া—কেশব একাডেমীতে পড়েন মাসিক ১৲
১৩। ঐ ছাত্র—ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন মাসিক ১৲
১৪। বিপন্ন ছাত্র—সিটিকলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী মাসিক ২৲
১৫। দরিদ্র ছাত্র—বাড়ী উলপুর মেডিকেল স্কুলের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ১৲
১৬। দরিদ্র ছাত্র—জলপাইগুড়ী—পুস্তক প্রার্থনা করেন এক কালীন ২৲
১৭। ঐ ছাত্র—ঢাকানর্ম্মাল স্কুল দ্বিতীয় বার্ষিক মাসিক ১৲
১৮। ঐ ছাত্র—ঢাকা নর্ম্মাল স্কুল তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী মাসিক ১৲
১৯। ঐ ছাত্র—বরিশাল জিলাস্কুল মাসিক ১৲
২০। * * * *র আহারও থাকার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়। চরিত্র খারাপ বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়াতে সাহায্য বন্ধ করা হইয়াছে।

সভা এই সময়ের মধ্যে টাকা আদায় প্রভৃতির জন্য এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যেও মনোযোগ দিয়াছেন।

আয় ব্যয়—বিগত কয়েক মাসে সর্ব্বসমেত আয়—বিগত তিন মাসে প্রাপ্ত ২০৪৲+তৎপূর্ব্ব তিন মাসে প্রাপ্ত ১৫৩৮/১০ মোট=৩৫৭৮/১০ বিগত তিন মাসে খরচ ২৫/১০+তৎপূর্ব্ব মাসে খরচ ৪৩।৶১৫ মোট ৬৮॥/৫। আয় বাদে স্থিত ২৮৯।৫ ব্যাঙ্কে ২০০৲ এবং বক্রী টাকা নগদ আছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণের কার্য্যের সুশৃঙ্খলার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক মনে করেন তাহা নিম্নেপ্রদত্ত হইল। এবারকার অধ্যক্ষ সভায় এই সকল নিয়মের বিষয় বিবেচিত হইবে।

## ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য।

১। পরমেশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয়, তিনি এই বিশ্বের স্রষ্টা পাতা ও পরিত্রাতা। তিনি সর্ব্বশক্তিমান, জ্ঞান, প্রেম, ন্যায় ও পবিত্রতাতে পূর্ণ এবং তিনি সর্ব্বব্যাপী নিত্য ও মঙ্গলময়।

২। মানবাত্মা অমর ও অনন্ত উন্নতিশীল এবং তাহার কার্য্যের জন্য সে ঈশ্বরের নিকট দায়ী।

৩। ঈশ্বরের উপাসনা আধ্যাত্মিক। উপাসনা করা মানবাত্মার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। উপাসনাই মানবাত্মার মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়।

৪। পরমেশ্বরে প্রীতি ও জীবনের সমস্ত কার্য্যে তাঁহার ইচ্ছা সম্পন্ন করা প্রকৃত উপাসনা।

৫। প্রার্থনা, ঈশ্বরে নির্ভর ও সর্ব্বদা তাঁহার বর্ত্তমানতা অনুভব করা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের উপায়।

৬। কোন সৃষ্ট বস্তুকে ঈশ্বর জ্ঞানে উপাসনা করিবে না এবং কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থকে অভ্রান্ত ও একমাত্র মুক্তির উপায় বলিয়া স্বীকার করিবে না সত্যই ব্রাহ্মের একমাত্র শাস্ত্র। ধর্ম্ম ও জাতিনির্ব্বিশেষে সকল শাস্ত্র ও ব্যক্তির উপদেশ হইতে সাদরে সত্য গ্রহণ করিবেক।

৭। ঈশ্বরে পিতৃত্ব ও মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব ও সকল জীবে দয়া মূল ধর্ম্ম।

৮। ঈশ্বর পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা ও পাপের দণ্ডদাতা, কিন্তু তাঁহার দণ্ড আমাদিগের হিতের জন্য এবং সে দণ্ডও অনন্ত কালের জন্য নহে।

৯। আন্তরিক অনুতাপ পূর্ব্বক পাপ হইতে নিবৃত্ত হওয়া পাপের যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত এবং ঈশ্বরের সহিত জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছাও পবিত্রতাতে যুক্ত হওয়া যথার্থ মুক্তি।

## প্রচারকদিগের কর্ত্তব্য।

১। প্রচারকগণ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উল্লিখিত মূল সত্যগুলিকে অবলম্বন করিয়া প্রচার কার্য্য সম্পন্ন করিবেন এবং তাহার বিরোধী কোন মত প্রচার করিতে পরিবেন না।

২। প্রচারকেরা আপন আপন প্রচার প্রণালী ও কার্য্যক্ষেত্র স্থির করিবার পূর্ব্বে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। যদি কোন বিশেষ কারণ বশতঃ নির্দ্ধারিত প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিতে অশক্ত হন, তাহা হইলে যত শীঘ্র সম্ভব তাহা লিখিয়া উক্ত সভাকে জানাইবেন।

৩। যদি কোন প্রচারক ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান উপদেশ বা সাধন সম্বন্ধে কোন নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা বাঞ্ছনীয় বোধ করেন, তবে তিনি সে বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য কার্য্য নির্ব্বাহক সভাকে অবগত করিবেন এবং উক্ত সভা কর্ত্তৃক তাহা গ্রাহ্য হইলে কার্য্যে পরিণত করিবেন।

৪। যাহাতে একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের পবিত্র পূজা দেশমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, বিশুদ্ধ ধর্ম্মানুমোদিত অনুষ্ঠান সকল গৃহে গৃহে ও জনসমাজে প্রবর্ত্তিত হয়, ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সকল সর্ব্বত্র সমাদৃত ও অনুষ্ঠিত হয় এবং নর নারীর জীবনে সর্ব্বতোভাবে সত্য, ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতার মর্য্যাদা রক্ষিত হয় এবং জনসমাজ বিশুদ্ধ প্রীতি শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের প্রেমরাজ্য বিস্তারে এবং ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইতে পারে, যাহাতে অসত্য, পাপ কুসংস্কার ও অত্যাচারের দিন অবসান হয়, জন সমাজ হইতে হিংসা-দ্বেষ অনুদারতা বিবাদ বিসম্বাদ তিরোহিত হয়, প্রচারকেরা এরূপ লক্ষ্য রাখিয়া স্বতঃ পরতঃ উপদেশ প্ররোচনা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা আপনাদিগের ব্রত পালনে নিযুক্ত থাকিবেন। বাক্যে ও ব্যবহারে পৌত্তলিকতা বা নিরীশ্বরতার প্রশ্রয় দিবেন না।

৫। তাঁহারা উপাসনা বা অনুষ্ঠানে জাতিভেদ কিম্বা পৌরহিত্যাভিমানের প্রশ্রয় দিবেন না। অন্ধ ভক্তি বশতঃ কেহ কোন অবৈধ বা ঈশ্বরের প্রাপ্য সম্মান বা ভক্তির নিদর্শন প্রদর্শন করিলে তাহা গ্রহণ করিবেন না।

৬। সত্য প্রচারে রত হইয়া অপর কোন ধর্ম্মশাস্ত্র বা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতি উপহাস বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবেন না। কিন্তু যাহা কিছু বলিবেন তাহাতে সত্য দ্বারা অসত্যকে, প্রেম দ্বারা অপ্রেমকে, এবং পবিত্রতা দ্বারা, অপবিত্রতাকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিবেন।

৭। ব্রাহ্মধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উদার ভাবে সকল সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর লোকের সহিত সকল প্রকার সদনুষ্ঠানে মিলিত হইবেন। কিন্তু যে সকল সমাজিক অনুষ্ঠানে বিবেক বা নীতির অবমাননা করা হয়, তাহাতে যোগ দিবেন না।

৮। কোন স্থলে ধর্ম্ম প্রচারকেরা নিজ পদমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া প্রচার কার্য্যকে পৌরহিত্য উপার্জ্জন, বা বৈষয়িক সুখ ভোগের উপায় স্বরূপ করিবেন না। কোনও প্রচারক কোন স্থানে উপহার বা দান প্রাপ্ত হইলে, তাহা স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় অর্পণ করিবেন।

৯। ধর্ম্ম প্রচার প্রচারকদিগের মুখ্যকার্য্য হইবে, এতদ্ব্যতীত রাজনৈতিক, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠানে যাঁহাতে দেশের কোন প্রকারে কল্যাণের সম্ভাবনা আছে, তাহাতে অসঙ্কোচে লোকের সহায়তা করিতে পারিবেন। আবশ্যক বোধ করিলে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও অর্থোপার্জ্জনের জন্য কোন প্রকার বৈধ উপায় অবলম্বন করিতে পারিবেন। কিন্তু সে বিষয়ে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অনুমোদনের অপেক্ষা করিবেন।

১০। চরিত্রেদোষ বা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে অবিশ্বাস অথবা অন্য কোন গুরুতর কারণে আবশ্যক বোধ করিলে, কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা যথাযথ অনুসন্ধান পূর্ব্বক কোন প্রচারককে প্রচার কার্য্য হইতে স্থগিত বা অবসৃত করিতে পারিবেন।

১১। প্রচারকগণ আপন আপন কার্য্যের মাসিক বিবরণ পর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় প্রেরণ করিবেন।

বিল্ডিং ফণ্ডকমিটীর তৃতীয় ত্রৈমাসিক আয় ব্যয় বিবরণ।

| জমা | | খরচ | |
|---|---|---|---|
| চাঁদা আদায় | ৭৯॥০ | কালেক্টরির খাজানা | ৩॥০ |
| ঋণ শোধার্থ আদায় | ৮৬৲ | বিবিধ ব্যয় | ৵৹ |
| মন্দিরের বারেন্দার জন্য | ১৲ | ক্ষুদ্র ব্যয় | ।/১০ |
| দানাধারে প্রাপ্ত | ॥/৫ | ঋণ শোধ | ২০০৲ |
| | ১৬৭/৫ | | ২০৩৸৶১০ |
| পূর্ব্বস্থিত | ৩১০॥৫ | | |
| | ৪৭৭॥/১০ | | |
| বাদ খরচ | ২০৩৸৶১০ | | |
| | ২৭৩॥৵০ | | |

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে মন্দিরের ঋণ শোধার্থ অধ্যক্ষ সভার সভ্য মহাশয়গণকে ১০৲ দশটা করিয়া টাকা দেওয়ার জন্য অধ্যক্ষ সভা যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তদনুসারে সকলে দিলে বোধ হয় ৭।৮ শত টাকা আদায় হইতে পারিত এবং তাহা হইলে এতদিনে বিল্ডিং ফণ্ড কমিটি ঋণদায় হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত ৯৬টী টাকা মাত্র আদায় হইয়াছে। অধ্যক্ষ সভার সভ্য মহাশয়গণের নিকট আবার বিশেষরূপে অনুরোধ যে তাঁহারা মনোযোগী হইয়া এই ঋণদায় হইতে বিল্ডিং ফণ্ড কমিটীকে মুক্ত করিয়া দিন।

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

| আয় | | ব্যয় | |
|---|---|---|---|
| মূল্য প্রাপ্তি | ৩৭৫॥/০ | ডাকমাশুল | ১৩১৸৵৫ |
| বিজ্ঞাপন হিসাবে | ১৮৲ | বিবিধ | ৮৸৶৫ |
| হাওলাত হিসাবে | ৪॥৶১ | মুদ্রাঙ্কণ | ১১২॥০ |
| নগদ বিক্রয় | ৶০ | কাগজ | ৭২।৵০ |
| পূর্ব্ব স্থিত | ১৬৭।৫ | কর্ম্মচারীর বেতন | ২৩৲ |
| | | কমিশন | ৩।০ |
| | ৫৬৫॥৶১০ | হাওলাত শোধ | ১০।৶৫ |
| | | ঋণ দান | ১৩৫৲ |
| | | হস্তে স্থিত | ৬৮।১৫ |
| | | | ৫৬৫॥৶১০ |

পুস্তকের ১৮৮৬ সালের ৩য় ত্রৈমাসিক আয় ব্যয়ের বিবরণ

| জমা | | খরচ | |
|---|---|---|---|
| পুস্তকের বাকী মূল্যআদায় | ৫৫৸৶১০ | পুস্তক খরিদ | ৮০৲ |
| কমিশন হিঃ | ৴০ | মুদ্রাঙ্কণ হিঃ | ১৫৲ |
| পুস্তকের ডাক মাশুল | ৶০ | পুস্তক বাঁধাই হিঃ | ১০৲ |
| নগদ বিক্রয় সমাজের পুস্তক | ৮৪৶১০ | কমিশন, হিঃ | ৯৵০ |
| নগদ বিক্রয় অপরের পুস্তক | ১৮৸১৫ | বিবিধ হিঃ | ৸/৫ |
| গচ্ছিত হিসাবে | ২।৶১০ | পুস্তকের ডাকমাসুল | ।/১০ |
| | | ডাকমাসুল | ৲১৫ |
| | ১৬১৶৫ | অপরের পুস্তক হিঃ | ২৲ |
| পূর্ব্ব স্থিত | ১০২৪॥৶১৫ | | |
| | | | ১১৭।/১০ |
| | ১১৮৫৸৶০ | স্থিত | ১০৬৮॥/১০ |
| | | | ১১৮৫৸৶০ |

স্থিতের আয়—

| | |
|---|---|
| নগদ মজুত | ১১৭৶১০ |
| হাওলাত দেওয়া আছে | ৯৫১।৵০ |
| | ১০৬৮॥/১০ |

পুস্তক খরিদ ও অপরের পুস্তক হিঃ প্রায় ২০০৲ দেনা আছে!

তত্ত্বকৌমুদী।

| জমা | | খরচ | |
|---|---|---|---|
| মূল্য প্রাপ্তি | ১৮৯।১৫ | ক্ষুদ্র ব্যয় | ২৸৶০ |
| নগদ বিক্রী | ৩॥৵০ | ডাকমাসুল হিঃ | ১৫।১৫ |
| পুরাতন তত্ত্বকৌমুদী বিক্রী | ১১৲ | মুদ্রাঙ্কন হিঃ | ৯৪॥০ |
| | | মূল্য ফেরত | ২॥৵০ |
| সুদ হিঃ জমা | ৪।৵০ | বিবিধ ব্যয় | ১৸৵১০ |
| | | কাগজ খরিদ | ৪৫৸৵১০ |
| | ২০৮।১৫ | কমিসন হিঃ | ।৵০ |
| পূর্ব্ব ত্রৈমাসিকের স্থিত | ৫৪৭।১৫ | | |
| | | | ১৮৩॥১৫ |
| | | মজুত | ৫৭২৲১৫ |
| | ৭৫৫॥/১০ | | |
| | | | ৭৫৫॥/১০ |

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ত্রৈমাসিক আয় ব্যয়।

| আয় | | ব্যয় | |
|---|---|---|---|
| প্রচার দান বার্ষিক | ৯৬৵০ | প্রচার ব্যয় মাসিক | ৪৫০৲ |
| ঐ ঐ বার্ষিক | ২১০৲ | ঐ ঐ এককালীন | ৪৯৲ |
| ঐ ঐ এককালীন | ১৯।৵ | কর্ম্মচারীর বেতন | ১০৯৲ |
| স্থায়ী প্রচার ফণ্ড দান | ৫৩৬৲ | কমিশন দান | ।/০ |
| প্রচারক ফণ্ডে প্রাপ্ত চাউলের মূল্য | ৪।/১৫ | ডাক মাশুল | ৫৲ |
| সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ বার্ষিক | ১৮৪। | মুদ্রাঙ্কন ব্যয় | ২৲ |
| ঐ ত্রৈমাসিক | ৩৩৲ | শিটি কলেজ দান ব্রাহ্ম ছাত্রদিগের স্কুলের বেতন জন্য | ১০৯॥ |
| ঐ ঐ এককালীন | ৬৵ | পাথেয় খরচ | ২৲ |
| | | বিবিধ ব্যয় | ৩॥৶০ |
| শিটি কলেজ দান ব্রাহ্ম-ছাত্রদিগের বেতন | ১০৯॥ | | |
| | | | ৭৩০॥০ |
| পাথেয় জমা | ২৲ | হাওলাত শোধ | ৭৪৲ |
| | | গচ্ছিত শোধ | ১৮।৵০ |
| | ১২০০॥৶১৫ | ঋণ দান | ৫৲ |
| হাওলাত জমা | ১৩৩৲ | স্থিত | ৬২৮৲৫ |
| পূর্ব্ব স্থিত | ১২২৶১০ | | |
| | | | ১৪৫৫৸৵৫ |
| | ১৪৫৫৸৵৫ | | |

# ব্রাহ্ম সমাজ।

বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দে লিখিয়াছেন যে মানিকদহে ২৭ এ সেপ্টেম্বর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ এক সভা হয়। উক্ত সভাতে তাঁহার জীবন ও কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষরূপ আলোচনা হয়, এবং এতদুপলক্ষে একটী নূতন সংগীত হইয়াছিল।

কটক হইতে কোন ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে,২৭ এ সেপ্টেম্বর কটক টাউন স্কুল গৃহে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ এক সভা হইয়াছিল। উক্ত সভায় "বিরাট পুরুষ" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদত্ত হয়, এবং একটী নূতন সংগীত গীত হইয়াছিল।

রঙ্গপুর শাখা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত ছাত্র সমাজের চতুর্থ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আমরা স্থানাভাব বশত তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত এ স্থলে প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

মেদিনীপুর হইতে বাবু তারকচন্দ্র ঘোষ লিখিয়াছেন যে, বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু দিবস উপলক্ষে একটী সভা হইয়াছিল। হিন্দু ও ব্রাহ্মগণ মিলিয়া বক্তৃতা করেন ও রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে প্রার্থনা এবং সংগীত হইয়াছিল।

বিগত ২৩ এ আশ্বিন শুক্রবার জালালপুরে, জালালপুর নিবাসী বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্যার ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে নামকরণ হইয়া গিয়াছে। বাবু শশিভূষণ বসু এই উপলক্ষে উপাসনার কার্য্য করেন। পুত্রের নাম সত্যশরণ ও কন্যার নাম স্বর্ণলতা রাখা হইয়াছে।

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পুত্রটী বিগত ১০ই অক্টোবর রবিবার রাত্রি প্রায় ৪॥০ চারি ঘটিকার সময় ব্রণকাইটিস (Bronchitis) রোগে পার্থিব জনক জননীর ক্রোড় শূন্য করিয়া পরলোকে মহান ঈশ্বরের মঙ্গলময় রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। শান্তিদাতা পরমেশ্বর পিতা মাতার হৃদয়ে শান্তির বারি ঢালিয়া দিউন।

দেবগৃহ হইতে বাবু গগণচন্দ্র হোম লিখিয়াছেন, বিগত ২৭এ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার পর বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাড়ীতে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ইহলোক পরিত্যাগ দিনোপলক্ষে বিশেষ উপাসনাদি হইয়াছিল। প্রথমত রাজনারায়ণ বাবু বিষয়োপযোগী একটী প্রার্থনা করেন। তৎপর রাজার স্বরচিত "ভাব সেই এ একে" এবং নবরচিত আর একটী সংগীত হইলে পর, বসুজ মহাশয় রাজার সময় ব্রাহ্ম সমাজে যে প্রণালীতে উপাসনা হইত, তদনুসারে উপাসনা করেন এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ২য় কল্প হইতে পরলোকগত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের লিখিত রাজার জীবন চরিত ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে ৩টী প্রবন্ধ পাঠ করেন

বাঙ্গালা ভাষায় তেমন হৃদয়গ্রাহী ও প্রাণস্পর্শী কোন বক্তৃতা বা প্রবন্ধ এসম্বন্ধে আমি শুনিয়াছি বা পড়িয়াছি কি না মনে পড়ে না। একে অক্ষয়কুমারের জ্বলন্তভাষা, তাহাতে আবার এই বৃদ্ধের হৃদয়াবেগ; উভয়ে মিলিয়া গঙ্গা যমুনার সঙ্গম করিয়া তুলিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি রাজার অনুচরদিগের নিকট হইতে তাঁহার সম্বন্ধে যে গল্প শুনিয়াছেন, তাহা বিবৃত করেন। অতঃপর রাজার সম্বন্ধে আর একটী নবরচিত সংগীত হইয়া কার্য্য শেষ হয়।

---

১৮৮৬ সনের জানুয়ারী হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও প্রচার ফণ্ডে দান প্রাপ্তি স্বীকার।

প্রচার মাসিক।

| | | |
|---|---|---|
| বাবু ভুবনমোহন দাস | ভবানীপুর | ৮৲ |
| " নবীনচন্দ্র ঘোষ | চেতলা | ১৲ |
| সম্পাদক রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজ | | ২৷৷০ |
| বাবু শিবচন্দ্র দেব | কোন্নগর | ২৲ |
| ,, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় | | ১০৲ |
| ,, মোহিনীমোহন বসু | কলিকাতা | ১৲ |
| ,, সীতানাথ দত্ত | ঐ | ৷৷০ |
| ,, ফনীন্দ্রমোহন বসু | ঐ | ৷০ |
| ,, উমেশচন্দ্র দত্ত | ঐ | ১৲ |
| ,, কালিকুমার ঘোষ | ঐ | ৷০ |
| ,, রসিকলাল পাইন | ঐ | ৷৷০ |
| ,, বিপিনবিহারী রায় | মানিকদহ | ২২৲ |
| ,, অদ্বৈতচরণ মল্লিক | কলিকাতা | ।০ |
| ,, কালিশঙ্কর শুকুল | ঐ | ৷৷০ |
| ,, পরেশনাথ সেন | ঐ | ৷৷০ |
| ,, সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় | কোন্নগর | ১০৲ |
| ,, দুর্গামোহন দাস | কলিকাতা | ২০৲ |
| ,, আনন্দমোহন বসু | ঐ | ৪৬৲ |
| ,, হরকুমার রায় চৌধুরী | ঐ | ৷০ |
| শ্রীমতী অম্বিকা দেবী | কোন্নগর | ৫৲ |
| বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন | সৈয়দপুর | ১৷৷০ |
| মজুমদার এণ্ড কোং | কলিকাতা | ২৲ |

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ফণ্ড।
মাসিক দান।

| | | |
|---|---|---|
| বাবু ভুবনমোহন দাস | ভবানীপুর | ২৲ |
| ,, শিবচন্দ্র দেব | কোন্নগর | ২৲ |
| ,, মোহিনীমোহন বসু | কলিকাতা | ১৲ |
| ,, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ | ঐ | ২৲ |
| ,, বিপিনবিহারী রায় | মানিকদহ | ১১৲ |
| ,, দুর্গামোহন দাস | কলিকাতা | ৪৲ |
| ,, যদুনাথ রায় | রামপুরহাট | ৬৲ |
| ,, আনন্দমোহন বসু | কলিকাতা | ৪৲ |
| ,, হরকুমার রায় চৌধুরী | ঐ | ৷০ |

---

# সমালোচনা।

উদ্গীথা।—শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী প্রণীত। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।০

ধর্ম্মবিষয়ক কবিতা পুস্তক আমাদের দেশে প্রায় নাই বলিলেই হয়। শাস্ত্রী মহাশয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির দ্বারা অনেক পরিমাণে সে অভাব দূর করিয়াছেন বলিতে হইবে। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলাম। কবিতাগুলি সুমিষ্ট ও গাম্ভীর্য্যরসে পূর্ণ। পুস্তকখানি প্রাধানাচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। উপযুক্ত পাত্রেই প্রদত্ত হইয়াছে।

(১) জাগ্রত-জীবন (২) সুখ কিসে হয়?—এই দুইটী বক্তৃতা বাবু ললিতমোহন চক্রবর্ত্তী দ্বারা কালনা আদি ব্রাহ্ম সমাজ গৃহে ও কটক শিক্ষা সভায় প্রদত্ত হইয়াছে। বক্তৃতাগুলির মধ্যে যুক্তি ও ভাবের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।

---

# বিজ্ঞাপন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে তাঁহারা অতি শীঘ্র আপনাদের দেয় মূল্য প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন। অনেক গ্রাহকের নিকট পূর্ব্ব বৎসরের মূল্য অনাদায় রহিয়াছে, আবার এই বৎসরেরও চারি মাস যাইতেছে সুতরাং এখনও যদি মূল্য পাওয়া না যায় তবে কিরূপে কার্য্য চলিতে পারে। অনেকের নিকট পত্র লিখিয়াও যথাসময়ে উত্তর পাওয়া যায় না, এজন্য সকলের নিকটই বিনীত নিবেদন তাঁহারা যেন শীঘ্র শীঘ্র আপন আপন দেয় প্রদান করিয়া সমাজকে উপকৃত করেন।

---



---

১৭নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট এক্সেলসিয়র প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা ১লা কার্ত্তিক মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

# তত্ত্ব-কৌমুদী

( পাক্ষিক পত্রিকা। )

৯ম ভাগ। ১৪শ সংখ্যা। | ১৬ই কার্ত্তিক, সোমবার, ১৮০৮ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ৩৲ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

## প্রার্থনা।

হে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর! কি মনুষ্যসমাজ কি ধর্ম্ম সমাজ যখন তোমাকে ছাড়িয়া চলিতে যায়, তখনই তাহারা অধঃপতিত হইয়া পড়ে। ধর্ম্মসমাজের কেন্দ্র তুমিই,—তুমি ভিন্ন ধর্ম্মসমাজ একপদ অগ্রসর হইতে পারে না, মুহূর্ত্ত কাল জীবিত থাকে না। সুশীতল বারিধারা যত দিন বৃক্ষের মূলে সিঞ্চিত হয়, ততদিন যেমন বর্দ্ধিত হয়, সুন্দর ফল ফুলে পরি-শোভিত হয়; সেইরূপ হে করুণাসিন্ধু পিতা! ধর্ম্মসমাজের মূলে যতদিন তোমার কৃপাবারি বিদ্যমান থাকে, তত দিনই তাহার জীবন তাহার শোভা। তোমার অতলস্পর্শ করুণা উৎস হইতে ধর্ম্মসমাজের যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইলে,—তাহার মধ্যে প্রেমের পরিবর্ত্তে অপ্রেম, পবিত্রতার পরিবর্ত্তে অপবিত্রতা সাধুতার পরিবর্ত্তে অসাধুতা আসিয়া তাহাকে বিশৃঙ্খল করিয়া ফেলে; সে শ্রীহীন ও সৌন্দর্য্যহীন হইয়া পড়ে—অবশেষে মরিয়া যায়। হে ব্রাহ্মসমাজপতি! তোমার প্রিয় ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা কি ঠিক এইরূপ নয়? যাহার দ্বারা এই হতভাগিনী জন্মভূমির বিবিধ দুঃখ এবং দুর্গতি অপনীত হইবে, জগতের পরিত্রাণ হইবে এবং মনুষ্যজাতি এক সুচারু সত্যধর্ম্ম-ভূষণে বিভূষিত হইয়া পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিবে; এত আশা যাহার উপরে, এত মহত্তর কার্য্য যাহার স্কন্ধে, তাহার দশা এমন কেন হইল? হে সর্ব্বদর্শী পুরুষ! ইহা নিশ্চয় যে ব্রাহ্মসমাজ ঠিক তোমার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া চলি-তেছে না, আমরা তোমার করুণাকেই একান্তভাবে অবলম্বন করিতেছি না, তাই এত দুর্গতি। দয়াময় পিতা! আমরা বিনীত হৃদয়ে তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি যে আমা-দিগকে এই সুমতি দেও, যেন আমরা তোমার করুণাকেই সার সর্ব্বস্ব বোধ করিতে পারি, তোমার কৃপার দুর্জ্জয় হস্তকে ধরিয়াই যেন আমরা ইহসংসারে চলিতে পারি; তাহা হইলে আমরা উদ্ধার লাভ করিব, তাহা হইলেই ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা তোমার মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

যে তৃণ অগ্নির দাহিকা-শক্তির নিকট নিমেষে ভস্মীভূত হইয়া যায়, সেই তৃণ যদি এক এক গাছি করিয়া সূত্রদ্বারা গ্রথিত করা যায় তবে তাহাতে মহাবলশালী হস্তীও আবদ্ধ হয়। মিল-নের শক্তি—একতার শক্তি এমনি দুর্জ্জয়। এক বাড়ীর দশটি লোক; তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিয়া কার্য্য করিতেছে, সে কার্য্যের তত শক্তি নাই—তত মূল্য নাই। কিন্তু যখনই সেই দশটি হৃদয় একতা সূত্রে মিলিত হইল, তখন হইতে তাহারা মহৎ ব্যাপার সকল সাধন করিতে লাগিল; তাহারা স্বপ্নেও যাহা কখন চিন্তা করে নাই—সেই সকল দুরূহ কার্য্য সাধনে কৃতকার্য্য হইল। সেইরূপ ধর্ম্মসমাজের অন্তর্গত লোকদিগের পরস্পরের মধ্যে যদি একতা না থাকে মিলন না থাকে, পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাব এবং উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য করে; তবে সে ধর্ম্মসমাজের কোন শক্তি নাই তাহা নিতান্ত দুর্ব্বল। আমরা সকলেই এক লক্ষ্যের দ্বারা পরিচা-লিত হইয়া এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে উপস্থিত হইয়াছি। অথচ পরস্পরের মধ্যে প্রেম নাই একতা নাই সদ্ভাব নাই। সকলেই পৃথক পৃথক থাকিয়া পৃথকভাবে চলিতেছি। তৃণ যেমন বিচ্ছিন্ন ভাবে এক এক গাছি থাকিলে অগ্নির তাপে ছারখার হইয়া যায়; সেইরূপ কোন প্রকার বিপদের ঝড় উত্থিত হইলে এইরূপ পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ও অসদ্ভাবপূর্ণ ধর্ম্মসমাজও ত্বরায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। প্রেমই ধর্ম্মসমাজের বন্ধন, যাহাদিগের হৃদয়ে হৃদয়ে প্রাণে প্রাণে প্রেমের—ভ্রাতৃভাবের সূত্র সঞ্চারিত নাই, তাহাদিগের সর্ব্বনাশ; সেই স্থানেই মৃত্যু। যে সকল ধর্ম্ম সমাজ উৎসন্নদশা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের প্রধান কারণ এই স্থানে। ব্রাহ্মসমাজমধ্যে কার্য্যের একতা নাই মতের একতা নাই হৃদয়ের একতা নাই কেন? সকলেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, সকলে-রই হৃদয়ে ঔদাসীন্য ইহার কারণ কি? কারণ একমাত্র প্রেমের অভাব। যদি এক সূত্রে মিলিত হইয়া এক প্রাণে আবদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্যসাধনরূপ মহৎ ব্রতের সহায় হইতে না পারিব, তবে কেন আসিয়াছিলাম? আসিয়াছিলাম কি পর-স্পরের মধ্যে বিবাদাগ্নি অসদ্ভাবের অগ্নি প্রজ্জালিত করিবার জন্য? হা পরমেশ্বর! আমরা তোমার কার্য্যের সম্পূর্ণ অযোগ্য লোক, নচেৎ তোমার নামে একত্রিত হইয়া পরস্পরে বিবাদ করিয়া মরি কেন? হে প্রেমস্বরূপ পিতা! এই মৃতপ্রায় ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়া ইহাকে বাঁচাও

কিন্তু যদ্যপি এরূপ অবস্থা হয় তাহা হইলে তাহা আরও সর্ব্বনাশকর। এক পরিবারে দশজন লোক, দশজনেই হয়ত একপ্রাণ না হইতে পারে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে তিন জনের বেশ মিল আছে। সেই তিন জনেই কোন কার্য্য করিতেছে, আর অবশিষ্ট সাতজন তাহাদিগের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বিদ্বেষ ও উপহাস সহকারে সেই কার্য্যপরায়ণ উৎসাহশীল তিন ভ্রাতার কার্য্যের দোষাদোষ গুণাগুণ বিচার করিতেছে। কোন ভদ্র ব্যক্তি এই লজ্জাকর দৃশ্য দর্শন করিলে মনে মনে দুঃখের সহিত এই বলিতে থাকেন,—হায় হায়! কোথায় সাত জনে এই তিন ভাইয়ের কার্য্যের সহায়তা করিবে, না, পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বিদ্রূপ করিতেছে; ছি ছি কি লজ্জা! এমন পরিবারের সর্ব্বনাশ সত্বরেই। আমাদের মধ্যে ও কি ঠিক এই ভাব নয়? তিন জনে মিলিয়া সমাজের কোন হিতকর কার্য্য করিতেছে আর দশজনে তাহার অন্তরালে দাঁড়াইয়া উপহাস ও নিন্দা করিতেছি। আমাদিগকে শত ধিক্! আমরা কি করিতে আসিয়া কি করিতেছি! কেন এমন হয়, কেন এক ভাই আর এক ভাইয়ের কার্য্যের নিন্দা করে প্রতিবাদ করে? ইহার কারণ পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস নাই শ্রদ্ধা নাই। তোমার প্রতি যদি আমার বিশ্বাস না থাকে, তবে তোমার কার্য্যে আমি কখন সন্তুষ্ট হইতে পারি না। যাহাদিগের মধ্যে সামান্য বিশ্বাসমাত্র নাই, তাহাদিগের মধ্যে প্রেমত অনেক দূরের কথা। তাই আবার বলিতে ইচ্ছা হয়, হায় হায়! আমরা কি করিতে আসিয়া কি করিতেছি! হে সর্ব্বসাক্ষী বিধাতা! ত্বরায় এ বিপদ-রজনীর অবসান কর।

বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন যে সূর্য্যের তাপে পৃথিবীস্থ বস্তুসকল যতক্ষণ উত্তপ্ত থাকে, ততক্ষণ তাহাতে শিশির জন্মিতে পারে না। যে দ্রব্য যত শীঘ্র তাপ পরিত্যাগ করে, সেই দ্রব্যে তত শীঘ্র এবং তত অধিক পরিমাণে শিশির সঞ্চিত হয়। পদার্থের শীতলতাই শিশির সঞ্চারের কারণ। মানবহৃদয় যতদিন অহঙ্কার ও আত্মাভিমানের তাপে সন্তাপিত থাকে, ততদিন তাহাতে প্রেম ও পুণ্যের সুস্নিগ্ধ শিশিরবিন্দু সকল জন্মিতে পারে না। মনুষ্য হৃদয়ের এইরূপ উষ্মার ভাব ধর্ম্মসাধনের সম্পূর্ণ অন্তরায়স্বরূপ। সূর্য্যের তাপ তিরোহিত হইলেই যেমন শিশির সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ হয়, সেইরূপ মন হইতে অহঙ্কার ও অভিমানের তাপ নির্ব্বাপিত হইলেই তাহাতে ধর্ম্মভাব জন্মিতে আরম্ভ হয়। দিবানিশি ধর্ম্মান্দোলনের মধ্যে পড়িয়া থাকিলে, ধর্ম্মভাবপূর্ণ অনেক উচ্চ উচ্চ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে, ধর্ম্মের অনেক উন্নত মত জানিলে কিম্বা প্রার্থনাপরায়ণ হইলেও বিনয়-বিহীন উন্নত হৃদয় কখন ধর্ম্মের প্রকৃত আস্বাদ পাইতে পারে না। বিনয়ই ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি, বিনয়ই ধর্ম্মের আধারক্ষেত্র,—বিনয়ই ধর্ম্মাচার্য্যের প্রকৃত নিবাসনিকেতন। পণ্ডিতেরা যে অহঙ্কার ও অভিমানকেই শ্রেষ্ঠ রিপু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার প্রধান কারণ ইহারা যে স্থানে অবস্থিতি করে, বিনয় তথায় স্থান পায় না। বৈষ্ণবধর্ম্মগ্রন্থে এই বিনয়ের ভাব বিশিষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বিনয় ও দীনতার ভাব বর্দ্ধনের জন্য বৈষ্ণবধর্ম্মাচার্য্যেরা বিবিধপ্রকার পন্থার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উন্নত ভূমিতে প্রাবৃট্‌কালীন জলধারা যেমন জমিতে পারে না,—তাহা নিম্নাভিমুখীন হইয়া চলিয়া যায়; সেইরূপ যাহাদিগের হৃদয় অহঙ্কার ও আত্মাভিমানে উন্নত, ঊষ্মা ও অবিনয়ে বিস্ফারিত, অহমিকা ও স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তারূপ স্বেচ্ছাচারিতার বিষমতাপে উত্তপ্ত, শত সহস্র চেষ্টা কর কখনই সেই সকল উন্নত ও গর্ব্বিত হৃদয়ে ভগবানের ধর্ম্মবারি দাঁড়াইতে পারিবে না।

বিনয়ের অভাবে যেমন ধর্ম্ম স্থান পায় না, সেইরূপ মানব চরিত্রের মহত্ব ও অন্যান্য সদ্গুণ সকল তিষ্ঠিতে পারে না। অবিনয়ীর রাজ্যে প্রেম ভক্তি বিশ্বাস ও বৈরাগ্যত দূরের কথা; তথায় প্রবীণতার প্রতি শ্রদ্ধা নাই, অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা, কার্য্যকারিতা ও চরিত্রগত ধর্ম্মভাবের প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে না। অবিনয়ী লোকদিগের সমাজমধ্যে উদ্ধতমস্তিষ্ক যুবকেরা প্রাচীনদিগের প্রতি রূঢ় ও কর্কশ বাক্য প্রয়োগ দ্বারা অবমানিত করিতে সঙ্কুচিত হয় না। তথায় বহুদর্শিতা-সম্পন্ন প্রবীণ পুরুষেরা চঞ্চলমতি তরুণবয়স্কদিগের দ্বারা তিরস্কৃত হন। কিন্তু বিনয়ের সুচারুভূষণে যাহাদিগের হৃদয় বিভূষিত, তাহাদিগের ব্যবহারে কেমন নম্রতা, বাক্যে কেমন মাধুর্য্য! ব্রাহ্মসমাজের সকল ব্যাধির মূল এই স্থানে। কি ধর্ম্মসাধন করি, কি ধর্ম্মের আন্দোলন করি? হৃদয় যদি বিনীত না হইল, চিত্তে যদি কোমলতার উদয় না করিল, ব্রাহ্মসমাজ! তবে তুমি কি করিতেছ? দুগ্ধের মধ্যে অম্ল পড়িলে যেমন তাহা ছিঁড়িয়া যায়, সেইরূপ একমাত্র বিনয়ের অভাবে পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ও অসদ্ভাবের বায়ু প্রবাহিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেছে। বিনয় একদিকে যেমন ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি, অপরদিকে সেইরূপ চরিত্রগত সদ্ভাব ও সদ্গুণের উৎসস্বরূপ। এমন পরমহিতৈষী বন্ধুকে উপেক্ষা করিয়া আর কতদিন থাকিবে?

একজন সাধুব্যক্তি উপাসনাকে আত্মার টনিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। টনিক সেবন করিলে যেমন শরীরের বল ও পরিপুষ্টি সাধিত হয়, উপাসনা দ্বারাও আত্মা সেইরূপ বর্দ্ধিত ও সতেজ হইয়া উঠে; তাহাতে আত্মার শ্রী ও সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়। রুগ্ন শরীরে ঔষধ সেবন না করিলে যেমন তাহা অকর্ম্মণ্য ও বিবর্ণ হইয়া থাকে, সেইরূপ পাপরোগে রুগ্ন আত্মাও উপাসনার অভাবে মৃতপ্রায় ও অবসন্ন অবস্থায় কাল যাপন করে। রুগ্ন শরীর সুস্থের জন্য যেমন প্রতিদিন ঔষধের আবশ্যক, সেইরূপ আত্মার সুস্থতার নিমিত্ত দৈনিক উপাসনা করিতে হইবে। যিনি দৈনিক-উপাসনাকে বর্জ্জন করেন, উপেক্ষা করেন, তিনি জ্ঞাতসারে আপনাকে উৎসন্নের রাজ্যে লইয়া যান। সেই ধর্ম্মসমাজের আসন্নকাল অতি নিকটেই, যাহার অন্তর্গত নরনারীরা উপাসনা হইতে বিরত হইয়াছেন। সুতরাং দৈনিক-উপাসনাকে উপেক্ষা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

---

## প্রকৃত শাস্ত্র। *

তৃতীয় প্রস্তাব।

অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদী বলিবেন, শাস্ত্র সত্য কিনা, সরলভাবে আপনার হৃদয়ের সহিত মিলাইয়া দেখ। কিন্তু যদি মিলাইয়া

---

* শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটী বক্তৃতার মর্ম্ম।

দেখিতে গিয়া সকল স্থলে না মিলে, কি করিব? হিন্দু বলিতেছেন, মিলাইয়া লও, খৃষ্টিয়ান বলিতেছেন, মিলাইয়া লও, মুসলমান বলিতেছেন, মিলাইয়া লও, কাহার মতে মিলিবে? বেদ, বাইবেল, কোরাণ, যাহাই কেন পাঠ করিনা, কোন গ্রন্থই আমার হৃদয়ের সহিত সকল স্থলে মিলে না, তবে কি করিব? যাহা মিলে, তাহাই পরমেশ্বরের সত্য বলিয়া পরম সমাদরে মস্তকে ধারণ করিব।

অশেষ যত্নে প্রতিপালিত, অবাধ্য পিতৃ গৃহত্যাগী পুত্র, নানা কষ্টে একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার গৃহে সমাগত হইলে, তাহার পিতা হারানিধি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন; এবং পরিবারবর্গকে আনন্দ করিতে অনুমতি করিলেন। ইহাতে তাঁহার চিরানুগত অপর পুত্র দুঃখ প্রকাশ করাতে তিনি বলিলেন, দেখ তুমিতো আমার চিরকালই আছ, কিন্তু আজ হারাধন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া আনন্দ করিতেছি। অনুতপ্ত পাপীর প্রতি ঈশ্বরের কৃপা বুঝাইয়া দিবার জন্য ঈশার এই আখ্যায়িকাটি হৃদয়ের কেমন গভীর স্থানে প্রবেশ করে। আবার যখন পাঠ করি যে ক্রোধোন্মত্ত জিহোবা ইস্রায়েলবংশীয়দিগকে বিনাশ করিবার সংকল্প করিতেছেন, এবং মুশা এই বলিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন যে, উহা করিলে তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে এবং মিসরবাসীদিগের মধ্যে তাঁহার দুর্নাম হইবে। জিহোবাও মুশার কথায় সংকল্পিত কার্য্য হইতে বিরত হইতেছেন; তখন নূতন ও পুরাতন বাইবেলে পরমেশ্বর সম্বন্ধে এই দুইটি বর্ণনার মধ্যে প্রথমটি পাঠ করিয়া মোহিত হইয়া যাই, দ্বিতীয়টিতে হৃদয়ের ভাব তদনুরূপ হওয়া দূরে থাকুক, বরং অশ্রদ্ধারই উদয় হয়। হৃদয়ের সহিত যাহা মিলিবে, হৃদয়াভ্যন্তরে তাহা যত্নের সহিত রক্ষা করিব। নতুবা আর কি করিতে পারি?

অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদী বলেন যে,শাস্ত্রের সকল কথাই সত্য; সুতরাং শাস্ত্র অপৌরুষেয়। কোন গ্রন্থের সকল কথা সত্য হইলেই যে, অপৌরুষেয় শাস্ত্র, তাহার প্রমাণ কি? কোন গ্রন্থে ভুল দেখিতে না পাইলেই কি বলিতে হইবে যে, ঈশ্বরপ্রণীত বা ঈশ্বরপ্রেরিত? ইউক্লিডের ক্ষেত্রতত্ত্ব আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া উহাতে একটীও ভুল দেখিতে না পাইলে কি সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, উহা অপৌরুষেয় শাস্ত্র? আদ্যোপান্ত ভ্রমশূন্য এরূপ গ্রন্থ রচনা করা কি মনুষ্য শক্তির অতীত কার্য্য? মানুষ কি ভ্রমশূন্য পুস্তক লিখিতে পারেনা? আমি পারি। মৎস্য জলে সাঁতার দেয়, পক্ষী আকাশে উড্ডীয়মান হয়, মনুষ্য দুই পায়ের উপর ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ায়, চূর্ণ ও হরিদ্রা মিশ্রিত করিলে লোহিত বর্ণ হয়, এইরূপ নিঃসন্দেহ সত্য অনেক কথা লিখিয়া যদি একখানি পুস্তক রচনা করি, উহা কি ঈশ্বরপ্রেরিত শাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইবে? শাস্ত্রবাদী কি বলিবেন যে, উহা মনুষ্য শক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয় নাই, আমি উহা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া লিখিয়াছি? কল্পিত গ্রন্থ সামান্য সামান্য কথায় লিখিত বলিয়া যদি আপত্তি কর, তবে জিজ্ঞাসা করি, কেহ যদি নিশ্চিতরূপে প্রমাণীকৃত সর্ব্ববাদী-সম্মত বৈজ্ঞানিক সত্য সকলে পরিপূর্ণ একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন, কেহ কি তাঁহা পরমেশ্বর-প্রেরিত শাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করিবে?

কিন্তু দুটি বিপরীত কথা উভয়ই সত্য হইতে পারে না। যে সকল গ্রন্থ ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়ে প্রচলিত, সে সকলই অসঙ্গতি দোষে পূর্ণ। অন্য শাস্ত্রের কথায় প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্র সকলের মধ্যে গুরুতর অনৈক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা কেবল আমাদের কথা নহে, শাস্ত্রই একথা বলিতেছে। মহাভারতে বকরূপী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে যে সকল প্রশ্ন করিতেছেন, তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন এই যে, পন্থা কি? তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন;—

বেদা বিভিন্না স্মৃতয়ো বিভিন্না,
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং;
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং,
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।

বেদ সকল ভিন্ন ভিন্ন, স্মৃতি সকল ভিন্ন ভিন্ন, তিনি মুনিই নহেন, যাঁহার মত ভিন্ন নহে। ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহাতে নিহিত হইয়াছে, মহাজনেরা যে পথে গিয়াছেন, তাহাই পন্থা। এই শ্লোকে স্পষ্টই বলা হইতেছে যে, শাস্ত্র সকলের মধ্যে একতা নাই তবে কেমন করিয়া বলিব যে, উহা অভ্রান্ত রূপে ঈশ্বরানুপ্রাণিত মহাজনগণ কর্ত্তৃক রচিত? সত্যের সহিত সত্যের কখন বিবাদ নাই। সত্যের সহিত সত্যের চিরসামঞ্জস্য।

"তিনি মুনিই নহেন, যাঁহার মত ভিন্ন নহে," এই কথাটি কেবল যে শাস্ত্র সকলের অভ্রান্ততা বিনাশ করিতেছে, এমন নহে, বাস্তবিক উহার মধ্যে একটি সুন্দর ভাব রহিয়াছে। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে অন্যের মতে চলে, যাহার নিজের স্বাধীন মত নাই, সে আবার মুনি কিসের? যে অন্যের ধামাধরা সে আবার মুনি কিসের? চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মধ্যে মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। যদি দশজন লোকের সকল বিষয়ে ঠিক এক প্রকার মত হয়, তাহা হইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, উহার মধ্যে এক জন চিন্তাশীল এবং নয় জন তাহার অনুগামী। যেখানে সকলেই চিন্তা করেন, সেখানে মতের সম্পূর্ণ একতা সম্ভবপর নহে।

"ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহাতে নিহিত হইয়াছে," গুহা শব্দে এস্থানে অন্তর বা হৃদয়। শাস্ত্রের অনেক স্থলে উক্ত শব্দ ঐ প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইবে, ততক্ষণ প্রকৃত ধর্ম্মের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। হৃদয়ে প্রবেশ কর,গভীর হইতে গভীরতর প্রদেশে নিমগ্ন হও, সেখানেই ধর্ম্ম রত্ন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে।

অনেকেই বলেন যে, আর্য্য পিতৃ-পুরুষেরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা কি ভুল হইতে পারে? মহর্ষিগণ রাশি রাশি ভ্রমাত্মক মত লিখিয়া গিয়াছেন, ইহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে?

আমরা কি তাঁহাদের অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানী হইয়াছি যে, তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বলিব? কিন্তু যখন শাস্ত্রকারদিগের পরস্পর মতভেদ রহিয়াছে, তখন তাঁহারা সকলে অভ্রান্ত ছিলেন, এরূপ কথা কেমন করিয়া বলিব? শাস্ত্র সকলের মধ্যে যে বিরোধ আছে, ইহা অভ্রান্ত-শাস্ত্রবাদী স্বীকার করিতে চাহেন

না; কিন্তু উহা অস্বীকার করিবার পথ নাই। তোমার আমার মত লোকের কথা হইলে উহা অগ্রাহ্য হইতে পারিত, কিন্তু মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের কথা কেমন করিয়া অগ্রাহ্য করিবে? অভ্রান্ত-শাস্ত্রবাদী হিন্দু হইয়া কে সাহস পূর্ব্বক বলিবে যে, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহাভারতে ভুল কথা লিখিয়াছেন?

---

## বিশ্বাসের দার্শনিক ভিত্তি।

### পঞ্চম প্রস্তাব—ঈশ্বর জগতের আধার।

পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রস্তাব চতুষ্টয়ে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে যাহাদিগকে আমরা জড়পদার্থের গুণ বলি—বর্ণ, ঘ্রাণ, শব্দ, স্পর্শ, কাঠিন্য, দেশ, কাল—এই সমস্তই মন-সাপেক্ষ বস্তু; ইহারা হয় ইন্দ্রিয়বোধ বা অনুভব, না হয় অনুভবের মানসিক condition বা form (আকার)। এখন পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে যাহাদিগকে আমরা জড়বস্তু বলি, তাহারা এই সকল গুণেরই সমষ্টিমাত্র। দেশকালরূপ মানসিক আধারে ধৃত এবং মনোরাজ্যেরই নিয়মানুসারে সমষ্টীকৃত অনুভব সমূহের নামই জড়বস্তু। আমার সম্মুখস্থ টেবিল একটি জড়বস্তু; ইহার প্রকৃতি আলোচনা করিয়া দেখ। ইহা কি কি উপকরণে গঠিত। ইহার উপকরণগুলি এই—বিস্তৃতি+গঠন (যাহা বিস্তৃতিরই রূপান্তর মাত্র)+বর্ণ+মসৃণতা+কঠিনতা। আমার সম্মুখস্থ শর্করাখণ্ড এই সকল উপকরণে গঠিত—বিস্তৃতি+গঠন+কর্কশতা+মিষ্টতা+বর্ণ+কাঠিন্য। সম্মুখস্থ পুষ্পটী =বিস্তৃতি+গঠন+বর্ণ+শীতলতা+ঘ্রাণ+কোমলতা। যে কোন জড়বস্তুকে পরীক্ষা করা যাক্, দেখা যাইবে প্রত্যেকেই এমন সকল উপকরণে গঠিত যাহাদের অস্তিত্ব মন-সাপেক্ষ, জ্ঞান-সাপেক্ষ, জানিত হওয়াতেই যাহাদের অস্তিত্ব—যাহারা হয় মানসিক অনুভব, না হয় অনুভবের মানসিক আকার (condition বা form)। ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদায় জড়পদার্থ, ক্ষুদ্রতম বালুকণা হইতে বৃহত্তম গ্রহ বা নক্ষত্র পর্য্যন্ত সমুদায় জড়পদার্থই এরূপ মানসিক উপকরণে গঠিত। এবং ইহা বলা একপ্রকার বাহুল্য যে যাহাদের অস্তিত্ব মনের উপর নির্ভর করে যাহারা মনেরই নিজস্ব বস্তু, তাহারা কেবল মনের দ্বারাই সমষ্টীকৃত হইতে পারে। কতিপয় বস্তুকে প্রকৃতার্থে সমষ্টীকরণের শক্তি, একত্র করিবার শক্তি, কেবল তাহারই থাকিতে পারে যাহা স্বয়ং এক খণ্ড হইয়াও সেই বস্তু সমূহের প্রত্যেকেতে সমভাবে বিদ্যমান। এই অদ্ভুত প্রকৃতি কেবল মন বা জ্ঞানেরই আছে। জ্ঞান স্বয়ং এক অখণ্ড হইয়াও সমভাবে বহুবস্তুতে থাকিতে পারে—এককালিন্ বহুভাব অনুভব এবং ধারণ করিতে পারে। সুতরাং—কেবল জ্ঞানের দ্বারাই ভাব সমূহ সমষ্টীকৃত হইতে পারে।

আমরা এখন কি মীমাংসায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, আশা করি পাঠক তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন। যাহাকে আমরা জড়বস্তু বলি, জড়জগৎ বলি, তাহা জ্ঞানেরই আশ্রিত বস্তু, ধৃত বস্তু, জ্ঞানই তাহার একমাত্র আধার—জ্ঞাত হওয়াতেই ইহার অস্তিত্ব। সুতরাং জড়জগৎ আছে বলিলেই ইহার আধাররূপী এক মহান্ আত্মা আছেন এই বলা হয়। এই বিশাল জগতের অস্তিত্ব মাত্রই পরমাত্মার জলন্ত সাক্ষী। সমুদায় দেশ, সমুদায় কাল, সমুদায় বস্তু তাঁহাতে বর্তমান। তিনিই জগতের আধার, আশ্রয়, ধারয়িতা; জগৎ তাঁহাকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না। জগৎ তাঁহারই অনন্ত মনের ভাব,—বিষয়,—তাঁহারই উজ্জ্বল প্রকাশ। পাঠক দেখিলেন, জড়জগৎ হইতে ঈশ্বর-সিদ্ধান্ত একটা অনুমান মাত্র নহে, একটা কষ্ট-কল্পনা নহে,—একটা অপরিহার্য্য অবশ্যম্ভাবী মীমাংসা,—দিব্যজ্ঞান প্রসূত একটা উজ্জ্বল সত্য।

জড়জগৎ সম্বন্ধে সাধারণতঃ চারিটী মত প্রচলিত,—(১) লৌকিক মত; এই মত এই যে জড়জগৎ একটী ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-গোচর স্থায়ী বস্তু; কিন্তু ইহা জ্ঞানগোচর হইলেও ইহার অস্তিত্ব জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র, ইহা জ্ঞান-নিরপেক্ষ হইয়াও থাকিতে পারে। দর্শন শাস্ত্রের প্রথম স্পর্শেই এই মত বিচলিত হইয়া যায়, সুতরাং এই মতের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী কোন দার্শনিকই নাই। আমরা এই মতের শেষাংশের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া এই দেখাইলাম যে যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের গোচর তাহা মন হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না,—তাহা মন-সাপেক্ষ, জ্ঞান-সাপেক্ষ বস্তু; সুতরাং ইহার স্থায়ী অস্তিত্ব মানিতে গেলেই ইহার আধাররূপী একটী স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব মানিতে হয়। এই শেষোক্ত মতকে (২) অধ্যাত্মবাদ (Idealism or Spiritualism) বলা যায়। (৩) প্রকৃতিবাদী বা অজ্ঞেয়বাদীদিগের মত (Naturalism or Agnosticism.) ইহাঁরা বলেন যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞান-গোচর বস্তু তাহা আমাদের স্বীয় স্বীয় মনের অস্থায়ী ভাব পরম্পরা মাত্র; ইহাকে যদি জড়জগৎ বল, তবে জড়জগৎ একটী ভাবের প্রবাহ মাত্র। কিন্তু এই প্রবাহের একটী স্থায়ী আধার আছে, উহাই প্রকৃত জড়বস্তু; ইহা সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অগোচর, সুতরাং ইহার স্বরূপ অজ্ঞেয়; ইহার অস্তিত্ব-জ্ঞান যুক্তি বা স্বাভাবিক বিশ্বাসের ফল। (৪) ভাববাদী বা মায়াবাদীদিগের মত (Sensationalism) ইহাঁরাও অজ্ঞেয়বাদীদিগের ন্যায় বলেন যাহা ইন্দ্রিয়জ্ঞান-গোচর তাহা অস্থায়ী ভাব পরম্পরা মাত্র, কিন্তু ইহাঁরা এই অস্থায়ী ভাবপ্রবাহের কোন স্থায়ী আধার স্বীকার করেন না। আমরা এখন দেখাইব যে (৩) ও (৪) মতাবলম্বীদিগের সহিত কিয়দংশে একমত হইয়া জড়জগৎকে যদি একটী অস্থায়ী প্রবহমান ভাব-পরম্পরাও বলা যায়, তাহা হইলেও ইহা হইতে একটী স্থায়ী নিত্য আত্মার অর্থাৎ পরমাত্মার জলন্ত সাক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথমতঃ, ভাব কি তাহা স্পষ্টরূপে বুঝা আবশ্যক, এবং ভাবের প্রকৃত অর্থটী সমস্ত আলোচনার মধ্যে স্মরণ রাখা আবশ্যক; ইটী স্মরণ না রাখাতেই প্রকৃতিবাদ, অজ্ঞেয়বাদ, ভাববাদ প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। ভাব অর্থাৎ অনুভব (Feeling)= আমি অনুভব করি (I feel); একটী অনুভব=আমি একবার অনুভব করি; দুটী বা ততোধিক অনুভব=আমি দুবার বা ততোধিকবার অনুভব করি। ভাবপরম্পরা অর্থাৎ অনুভব-পরম্পরা=আমি পরে পরে অনুভব করি। এই "আমি" কে ছাড়িয়া দিলে ভাব বা অনুভবের কোন অর্থই থাকে না। ভাব বা অনুভব "আমি" হইতে অবিভাজ্য; কোন "আমি"

(অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বিশিষ্ট মন) অনুভব করিতেছে না, অথচ একটা অনুভব বা অনুভব-পরম্পরা আছে, ইহার মত অর্থহীন কথা আর কিছু হইতে পারে না। আত্মার অনুভবক্রিয়া এবং "অনুভব" পৃথক বস্তু নহে, একই বস্তু, ভাব বা অনুভব অনুভবক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র নহে, একই বস্তু। সুতরাং যেখানেই ভাব, যেখানেই ভাব-পরম্পরা, সেখানেই একটী "আমি" থাকা আবশ্যক। কেবল তাহাই নহে,—একটী স্থায়ী "আমি" থাকা আবশ্যক। ক, খ, গ···এই কয়েকটী ভাব পরে পরে সংঘটিত হইয়া একটী ভাব-প্রবাহ গঠিত হইল। এরূপ একটী ভাব-প্রবাহ গঠিত হইতে হইলে এমন একটী জ্ঞান-বস্তুর প্রয়োজন, যাহা ভাবগুলি অতীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অতীত হয় না এবং আত্মজ্ঞান-হারা হয় না। ক আর খ'কে কেবল সেই এক সূত্রে গ্রথিত করিতে পারে, যে ক অতীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অতীত হয় না,—যে ক'এর স্মৃতিকে বহন করিয়া খ'এর সহিত সংযুক্ত করিতে পারে। তেমনি ক আর খ'কে কেবল সেই গ'এর সঙ্গে গ্রথিত করিতে পারে, যে গ'কে অনুভব করিবার সময় ক আর খ'এর স্মৃতি ধারণ করিয়া আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভাব-পরম্পরা বা ভাব-প্রবাহ গঠিত হইতে গেলেই তাহার আধাররূপী একটী স্থায়ী আত্মার প্রয়োজন। জড়জগৎকে স্থায়ী ভাব-সমষ্টি না বলিয়া যদি অস্থায়ী প্রবহমান ভাব পরম্পরা বলিতে চাও, বলিতে পার, কিন্তু সেস্থলেও ইহার আধাররূপী একটী স্থায়ী জ্ঞান-বস্তু স্বীকার না করিয়া পার পাইতে পার না। যেখানেই জগৎ, যেখানেই ভাব-সমষ্টি, যেখানেই ভাব-প্রবাহ, সেইখানেই সেই আধাররূপী নিত্য জ্ঞান-বস্তু যিনি স্বয়ং এক অখণ্ড হইয়া বহু ভাবকে সমষ্টীকৃত করেন, যিনি স্বয়ং স্থির কালাতীত প্রবাহশূন্য হইয়া অস্থির প্রবহমান ভাব পরম্পরাকে ধারণ করেন।

এতদ্দ্বারা আমরা অজ্ঞেয় আধারবাদী এবং শুদ্ধ ভাববাদী উভয়েরই ভ্রম দেখিতে পাইতেছি। আধার-শূন্য ভাব বা ভাবপ্রবাহ অর্থহীন অসম্ভব; এবং কেবল জ্ঞান-বস্তুই ভাব বা ভাব-প্রবাহের আধার হইতে পারে। "অজ্ঞেয়" কোন একটা বস্তু আমরা কল্পনাই করিতে পারি না; আর যদি কল্পনা করিতেও পারিতাম, তাহা হইলেও ইহা কোন কাজে লাগিত না। ভাব, ভাবসমষ্টি, ভাবপ্রবাহ, এই সমুদায়ের আধার কেবল আত্মাই হইতে পারে। এস্থলে কোন অচেতন, অজ্ঞান বা অজ্ঞেয় বস্তুর কল্পনা করা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। অচেতন, অজ্ঞান বা অজ্ঞেয় বস্তু কখনও ভাবের ধারয়িতা হইতে পারে না।

এস্থলে আমাদের জড়জগতের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় আলোচনা শেষ হইল। [সৃষ্টিতত্ত্ব ও কারণবাদ সম্বন্ধীয় আলোচনা এখনো অবশিষ্ট রহিল।] আমরা জড়জগতের যে ব্যাখ্যা করিলাম, এই ব্যাখ্যা যাঁহার নিকট কল্পনাময় বলিয়া বোধ হইবে; তিনি ধীর ভাবে ভাবিয়া দেখিবেন তিনি অধিকতর সন্তোষকর কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন কি না। আমরা জড়ের প্রকৃতি আলোচনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিলাম যে জড় আপেক্ষিক, জ্ঞানকে অবলম্বন না করিয়া জড় থাকিতে পারে না। সুতরাং পরমাত্মাকে অবলম্বন না করিয়া জড়জগৎ থাকিতে পারে না। 'ঈশ্বরকে অবলম্বন না করিয়া জগৎ থাকিতে পারে না' ইহা মানব হৃদয়ের একটী স্বাভাবিক বিশ্বাস; কিন্তু আধুনিক সন্দেহবাদের সংস্পর্শে যাঁহারা স্বাভাবিক বিশ্বাসে আর পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না, যাঁহারা জ্ঞান-পিপাসু, তাঁহাদের তৃপ্তির জন্য এই বিশ্বাসের দার্শনিক ভিত্তি দেখাইতে চেষ্টা করিলাম। যাঁহারা জড়ের আপেক্ষিকতা স্বীকার করেন না, অথচ বলেন ঈশ্বর জগতের আধার, তাঁহাদের বিশ্বাস কতদূর শিথিল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারাই ভাবিয়া দেখিবেন। কিন্তু কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, যে আমরা জড়জগতের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ইহার স্বতন্ত্রতা অস্বীকার করিলাম। তাহা যথার্থই; জড়জগৎ যদি স্বতন্ত্র হইত, স্বাধীন হইত, স্বাধীনভাবে থাকিতে পারিত, তবে ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন থাকিত না। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, আমরা জড়ের জড়ত্ব অস্বীকার করিলাম। ইহার উত্তর এই যে, যাহা ভাব, ভাবসমষ্টি বা ভাবপ্রবাহ, তাহাকে ইহার আধাররূপী জ্ঞানবস্তু হইতে পৃথক ভাবে ভাবিতে গেলেই তাহাকে জড়, অচেতন, অনাত্মা বই আর কিছু ভাবা যায় না। এই অর্থে আমরা জড়ের জড়ত্ব স্বীকার করি। কিন্তু যতদিন অজ্ঞানতা ততদিনই এই পৃথক্ ভাবনা; জ্ঞানের উদয়ে এই পৃথক্ ভাবনা চলিয়া যায়;—জ্ঞান দেখাইয়া দেয় যাহাকে আমরা জড় বলি, তাহা পরমাত্মা হইতে পৃথক করা অসম্ভব,—পৃথক ভাবা ও অসম্ভব; পৃথক্ ভাবি বলিয়া যে মনে করি তাহা অজ্ঞানতার ফল। অর্থাৎ,—যতদিন অজ্ঞানতা ততদিন প্রকৃতি ঈশ্বরের আবরণ, ততদিন জগজ্জননী অবগুণ্ঠনবতী; জ্ঞানের উদয়ে প্রকৃতি ঈশ্বরের উজ্জ্বল প্রকাশরূপে প্রতিভাত হয়; জগজ্জননী মুখ খুলিয়া বিশ্বরূপিনী হইয়া সন্তানকে দর্শন দেন।

# সঙ্গত সভা।

২৭শে আশ্বিন ও ৩ রা কার্ত্তিক।

## সজন ও নির্জ্জন উপাসনা।

প্র। সজন উপাসনা কাহাকে বলে?

শি। অনেকে একত্রিত হইয়া একভাবে ঈশ্বর উপাসনার নাম সজন উপাসনা। এই সজন উপাসনা কেবল অনেকে একত্রে উপাসনা করিতে বসিলেই হয় না; কিন্তু সকলে এক সময়ে এক ভাবে তাঁহার উপাসনা করা আবশ্যক। আমরা অনেক সময়ে সমাজে দেখিয়াছি যে, আচার্য্য যে ভাবে উপাসনা করেন, উপাসকমণ্ডলী তাঁহার ভাবে যোগ দেন না; কতকগুলি লোক হয়ত একেবারে উদাসীনের মত থাকেন, আচার্য্য যদি ভাবের স্রোতে তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারেন, তবে ভালই; নতুবা সেদিন তাঁহারা যেমন আসিয়াছিলেন তেমনি ফিরিয়া যান। আর কতকগুলি লোক হয়ত আচার্য্যকে ছাড়িয়া তাঁহাদের আপন আপন ভাবে পরিচালিত হন, আচার্য্যের ভাবের সহিত কোন

যোগ রাখেন না, ইঁহাদের শরীর যদিও সজনে থাকে কিন্তু ফলে ইহাঁরা সমাজে আসিয়া নির্জ্জন উপাসনাই করেন। অতএব সজন উপাসনা আমি তাহাকেই বলি, যাহাতে সকলের ভাবের যোগ আছে, যেখানে আচার্য্য কেবল উপাসকমণ্ডলীর মুখমাত্র।

শি। সজন উপাসনার আবশ্যকতা কি? নির্জ্জনে বসিয়া ভগবানকে ডাকিলে কি তাঁহাকে পাওয়া যায় না? মধ্যে মধ্যে সমাজে আসিয়া সকলে তাঁহাকে ডাকিবার কি প্রয়োজন?

উ। সত্য বটে আমাদের মধ্যে অনেকে সামাজিক উপাসনার উপকারিতা ভালরূপে অনুভব করেন না, সেই জন্য কেহবা ইচ্ছা করিয়া সমাজে আসেন না, কেহবা সামান্য কারণে সমাজে অনুপস্থিত হন, আর কেহবা সমাজে আসিয়াও কোন উপকার পান না। অতএব আসুন আমরা এখন সামাজিক উপাসনার দোষ গুণ আলোচনা করি ও কিরূপে এই সামাজিক উপাসনাকে প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের সহায় করিতে পারি তাহার উপায় চিন্তা করি।

প্র। সামাজিক উপাসনার আবার দোষ আছে নাকি?

শি। হাঁ অনেক আছে; ১ম—এই যে আমি অন্যের সহিত উপাসনা করিতে বসিয়াছি, অতএব আমাকে একটু ধর্ম্মের হাব ভাব দেখাইতে হইবে, মানুষের মনে এই ভাব আসিবার সম্ভাবনা; এবং এই ভাব ধর্ম্মের সমূহ অনিষ্টকারী, ইহাতে মানুষকে কপট করিয়া তোলে। আমি ভক্ত হই আর না হই সেদিকে তত দৃষ্টি নাই, কিন্তু আর দশজন আমাকে ভক্ত বলিয়া জানুক সেই দিকেই অধিক দৃষ্টি হয়। ২য়ত—সামাজিক উপাসনার বদ্ধতা;—ইহা একটী নিয়মবদ্ধ সময়বদ্ধ ও প্রণালীবদ্ধ উপাসনা, অনেক সময়ে হয়ত এরূপ হয় যে, আমার মনে কোন ভাব এতদূর প্রবল হইয়াছে, যে আমার আচার্য্যের উপাসনায় যোগ দিতে ইচ্ছা হইতেছে না, অথবা আচার্য্য যতক্ষণ আরাধনা করিলেন, আমার আরও কিছুকাল করিতে ইচ্ছা হইল। কাহারও ওরূপ লম্বা আরাধনার পরিবর্ত্তে লম্বা প্রার্থনা ভাল লাগিতে পারে। কিন্তু এই দ্বিতীয় দোষটী অতি স্বল্প অনিষ্টকারী। আমাদের সমাজে আর একটী বড় ব্যাঘাত দেখা যায়, সেটী এই যে আমি যেখানে বসি তাহার আশে পাশে যদি কতকগুলি শুষ্ক উপাসনাহীন অবিশ্বাসী লোক বসে তবে উপাসনায় বড় ব্যাঘাত হয়। অতএব উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে যতই উপাসনাশীল লোক বাড়িবে ততই ভাল উপাসনা হইবে।

শু। দেখুন আপনি শেষে যে ব্যাঘাতের কথা বলিলেন, তাহা যে কেবল বাহিরের লোকের সম্বন্ধে খাটে তাহা নহে; মণ্ডলীর সভ্যের মধ্যে অনেকে এরূপ মন লইয়া, এরূপ শরীর লইয়া আসেন যে তাহা দেখিলে নিজের ভাব শুষ্ক হইয়া যায়। আমি দেখি কেহবা আলস্যভরে এপাশ ওপাশ করিতেছেন, কেহ হয়ত পদদ্বয় বেঞ্চির উপর তুলিয়া বসিয়াছেন, দেখিলেই বোধ হয়, যেন তাঁহারা উপাসনা শেষ হইলে বাঁচেন। এই সকল দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হয়।

প্র। আচ্ছা; এইত গেল দোষের কথা, এখন আপনারা সামাজিক উপাসনা করিয়া যে সকল উপকার পাইয়াছেন তাহা একে একে বলুন।

কু। অনেক সময়ে আমি দেখিয়াছি যে আমার যখন প্রাণে শুষ্কতা আসিয়াছে, তখন আমি সমাজে অন্যান্য বন্ধুদের সহিত মিলিয়া তাঁহাদের ভাবের দ্বারা চালিত হইয়া সরস ভাব লাভ করিয়াছি। অথবা আমার উপাসনাতে মন বসিতেছে না, আমি ক্ষণকাল একজন লোকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম এবং দেখিলাম যে তিনি একান্ত মনে ঈশ্বরোপাসনা করিতেছেন, ইহা দেখিয়া আমার উপাসনা করিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হইল।

ম। দেখুন আমার বোধ হয় যে সজন উপাসনা না করিলে নির্জ্জন উপাসনা হয় না। আমরা যে সকলে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি, যদি আমরা কিরূপে আসিলাম তাহা চিন্তা করিয়া দেখি; তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে প্রথমে কেবল সামাজিক উপাসনাতেই যোগ দিতাম, নির্জ্জন উপাসনা করিতাম না। পরে যখন ঈশ্বরোপাসনা অভ্যাস হইয়া আসিল ও অল্পে অল্পে প্রেমসঞ্চার হইল, তখনই একটু একটু উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলাম। আমার বোধ হয় যে, যখন জনকতক উপাসনাশীল লোক একত্রে বসিয়া উপাসনা করে, তখন যেমন ঈশ্বরকে সম্ভোগ করি, প্রাণে যেরূপ সরসতা অনুভব করি, তেমন কখনও নির্জ্জনে উপাসনা করিয়া পাই না। সজনে উপাসনাতে আমরা অনেক আধ্যাত্মিক ভাব লাভ করি যাহা নির্জ্জন উপাসনায় পাই না। আর আমার বোধ হয় যে, নির্জ্জন উপাসনা করা বড় উচ্চ লোকের কাজ!

চ। আমিও তাই মনে করি, কারণ যে নির্জ্জন উপাসনা করে তাহার ঈশ্বরে প্রীতি কিছু গাঢ় হইয়াছে, এবং ঈশ্বরে প্রীতি হইলেই প্রিয়ের নাম যেখানে হয় সেইখানেই প্রাণ ছুটিয়া আসিতে চায়। আমরা দশজনে একত্রে ঈশ্বরের নাম করিতেছি আর একজন ঈশ্বরপ্রেমিক খবর পাইলে সময় ও সুবিধা সত্বেও যদি না আসেন, তবে তিনি কখনই ঈশ্বরপ্রেমিক নহেন।

অ। আমি একটী কথা বলিব সেটী এই যে, সজন উপাসনার অভ্যাস না থাকিলে যদিও অন্যান্য ধর্ম্ম বাঁচিতে পারে কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম কখন বাঁচিবে না। নির্জ্জন উপাসনা করিলে মানিলাম, ঈশ্বরবিশ্বাস বাড়িতে পারে ও তাঁহাতে প্রেম সঞ্চার হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের কি কেবল তাহাই লক্ষ্য? তাত নয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম সমাজ ও ধর্ম্মকে এক করিবে, রাজনীতিকে ধর্ম্মনীতির উপর দাঁড় করাইবে, গৃহস্থকে ব্রহ্মনিষ্ঠ করিবে, অতএব ইহাতে যেমন একদিকে ঈশ্বরপ্রেম নিতান্ত আবশ্যক; তেমনি আবার মানব প্রেম, সামাজিক অনুষ্ঠান, গৃহকার্য্য, সমাজসংস্কার, রাজনীতিসংস্কার, নিতান্ত আবশ্যক; অতএব ইহাতে যেমন নির্জ্জন উপাসনা তেমনি সজন উপাসনা দুই চাই।

শি। সামাজিক উপাসনায় আর একটী উপকার আছে, সেটী এই যে ইহা মানব জীবনে ভগবানের কৃপা আসিবার একটী

যায়। ২।৪ বার সমাজে আসিয়া কিছু হইল না বলিয়া সমাজে আসা পরিত্যাগ করা উচিত নয়, কারণ আমরা কি এমন অনেকের জীবনে দেখি নাই যে ২।৩ মাস বড় খারাপ ভাবে দিন কাটিয়া যাইতেছে, প্রতিবার সমাজে আসেন অথচ প্রাণটা গলে না, কিন্তু হঠাৎ একদিন সমাজে Sermonএর মধ্যে কি একটা কথা শুনিলেন, অথবা আরাধনার সময় কি একটা ভাব পাইলেন, যে শুষ্ক প্রাণ হঠাৎ সরস হইল, মৃত আত্মা জীবন্ত হইয়া উঠিল, আবার সুদিন আসিল। সমাজে আসিয়া এখন কোন উপকার পাইতেছি না সত্য, কিন্তু কি জানি প্রভু কবে কৃপা করিবেন, কোন্ দ্বার দিয়া কি ভাবে আমাকে ধরিবেন; তাঁহার আসিবার সমস্ত দ্বার আমার খুলিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

শি। দেখুন এই সামাজিক উপাসনা সম্বন্ধে আমি অনেক ভাবিয়াছি এবং ইহাকে কিরূপ করিলে প্রকৃত ধর্ম্ম-জীবনের সহায় হয় তাহার একটী উপায় আপনাদিগকে বলিব। আমার বোধ হয় যে, যেমন সত্যং জ্ঞানং স্তোত্রটী সকলে একত্রে বলেন সেইরূপ সকলে একত্রে সঙ্গীত, স্তোত্র পাঠ, আরাধনা, প্রার্থনা করিলে ভাল হয়। মনে করুন আদিসমাজে যেমন শেষে সকলে মিলিয়া "জয়দেব জয়দেব জয়মঙ্গলদাতা" গাথাটী গাওয়া হয়, সেইরূপ সকলে মিলিয়া ভাবের সহিত যদি আমরা সকলে উপাসনা করি তাহা হইলে বোধ হয় ভাল হয়।

চ, কু। দেখুন এরূপ হইলে বোধ হয় উপাসনা বড় Formal হইয়া যাইবে ও তাহাতে অনেক সময় প্রাণ ভিজিবে না। বন্দনাগুলি প্রথম প্রথম ভাল লাগিবে কিন্তু শেষে Christian সমাজের ন্যায় যখন আমাদের একখানি Liturgy প্রস্তুত হইবে ও সকলেই তাহা কণ্ঠস্থ করিবেন তখন মুখে বন্দনা করিবে ও গাথা গাইবে কিন্তু প্রাণ ভিজিবে না, আমার বোধ হয় এরূপ করিলে ভাল হবে না।

শি। আচ্ছা সে যা হোক্ আমাদের এখন নির্জ্জন উপাসনা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে রহিয়াছে। আমার এই নির্জ্জনে উপাসনা সম্বন্ধে মত এই যে ইহা ধর্ম্ম-জীবনের প্রাণ স্বরূপ; নির্জ্জন উপাসনা না করিলে সজন উপাসনা সরস হয় না, কারণ নির্জ্জনে আত্মচিন্তা ধ্যান ধারণা, প্রার্থনা না করিলে বিশ্বাস দৃঢ় হয় না, সুতরাং কেবল সজন উপাসনাতে সাময়িক কিছু ভাব পাওয়া যায় বটে, কিন্তু স্থায়ী কিছুই লাভ হয় না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক ব্রাহ্ম সপ্তাহান্তে জোর একবার সমাজে আসিয়া ঘণ্টা ঈশ্বরোপাসনা করেন, আর নির্জ্জন উপাসনা একবারও করেন না, সেই জন্যই আমাদের সামাজিক উপাসনা সরস হয় না, আধুনিক ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক অবস্থা অতীব শোচনীয়। আমার বোধ হয় যে আমাদের সমাজে যত কিছু দুর্গতি হইয়াছে তাহার এক কারণ যে উপাসনাশীলতার অভাব।

সী। আমারও তাই বলিয়া বিশ্বাস। আমাদের মধ্যে যদি শীঘ্র উপাসনাশীলতা না বাড়ে তবে আমাদের নিশ্চয়ই অধঃপতন হইবে।

শি। দেখ আর আমার প্রচারে। বাহির হইতে প্রবৃত্তি হয় না; কারণ মনে কর একটা জেলে এক নদীতে জাল ফেলিয়া যখন টানিতেছে, তখন দেখে যে জাল বড় ভারী হয়েছে, সে মনে কত আনন্দ করে, কিন্তু যতই নিকটে আসে ততই দেখে যে জাল হাল্কা হইতেছে, শেষে দেখে যে ২।৪টা বই আর মাছ নাই; ইহাতে সে জাল অন্বেষণ করিয়া দেখে যে জালে এক বৃহৎ ছিদ্র হইয়াছে, এখন সে জেলে যদি বুদ্ধিমান হয় তবে আগে জাল মেরামত করে ও তবে মাছ ধরিতে যায়। অতএব এস আমরা আগে আমাদের জাল মেরামত করি, পরে মাছ ধরিব।

---

## মহাত্মা জন্ হাওয়ার্ড।

### জীবনের নূতন ব্রত।

বেড্ফোর্ড কাউন্টির সেরিফ্ পদে অভিষিক্ত হইয়া হাওয়ার্ড বিশেষরূপে আপন পদের গুরুতর দায়িত্ব বুঝিয়া লইলেন। বেডফোর্ডের কারাগার সকল ও কারাবাসিগণের অবস্থাই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিল। যতই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, ততই মর্ম্মভেদী ঘটনা সকল বিদিত হইতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, বেড্ফোর্ড জেলে বন্দীদিগকে রাখিবার নিমিত্ত দুইটী গারদঘর রহিয়াছে, এই ঘর দুইটী সমতল ভূমি হইতে ৭।৮ হাত নিম্নে, সুতরাং এই সকল ঘরের মেজে ও প্রাচীরগুলি যে অতিশয় সিক্ত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? একে সিক্ত তাহাতে পরিষ্কার বায়ু গমনাগমনের উপযুক্ত গবাক্ষাদি না থাকায় গৃহস্থিত বায়ু দূষিত হইয়া উঠিত এবং হতভাগ্য বন্দীগণকে এই সকল পূতিগন্ধযুক্ত অন্ধকূপসদৃশ কারাগারের সিক্ত মেজেতেই শয়ন করিয়া রাত্রি কাটাইতে হইত।

অন্ধকূপহত্যার কথা স্মরণ করিয়া আজও অসাড় বাঙ্গালী দেহের শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠে, মনে যুগপৎ ঘৃণা ও ক্রোধের উদয় হইতে থাকে। এক রাত্রিতে ১২৩ একশত তেইশটী নরহত্যা হইয়াছিল বলিয়া যে "অন্ধকূপহত্যা" বাঙ্গালার ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, ইউরোপের কারাগার সমূহে হতভাগ্য বন্দীগণের মৃত্যু সংবাদ লইয়া কত সহস্র রজনী প্রভাত হইয়াছে কে গণনা করিবে? বেডফোর্ড জেলে পুরুষ ও রমণীগণের জন্য একটী মাত্র উঠান ছিল। দেওয়ানী ও ফৌজদারী জেল একত্র মিশিয়া থাকায় অপরাধী ও ঋণীকে একপ্রকার শাসনের অধীনে থাকিতে হইত। ঋণী ঋণ আদায় করিতে অসমর্থ হইয়া শারীরিক দণ্ড গ্রহণ করিয়াছে এবং জেলের অশেষ অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিতেছে বটে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যদিও বা সে মহাজনের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া জেল হইতে মুক্ত হইবার পন্থা করিল, তথাপিও তাহার মুক্তি নাই—সে অত্যাচারী জেল দারোগার ফিজ দিতে ৭।৮ সিলিং কোথায় পাইবে? কাজেই হতভাগ্য এখনও কারাগারে রহিয়াছে। অপরাধীর দশাও তদ্রূপ, আপিলে খালাস পাইয়াও শুদ্ধ জেল দারোগার ফিজের

টাকার অভাবে অনেক অভাগাকে যাবজ্জীবন কারাবাসে থাকিয়া অকালে কালের হাতে পড়িতে হইয়াছে।

এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া হাওয়ার্ডের হৃদয় ফাটিয়া গেল। তাঁহার সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি, তাঁহার পদের সমস্ত প্রভাব এবং তাঁহার যাহা কিছু ছিল, সকলই তিনি এই হতভাগ্য কারাবাসীগণের দুঃখাপনোদনে ব্যয় করিতে একান্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বেড্‌ফোর্ডের কারাগার দেখিয়া প্রথমে তাঁহার বোধ হইয়াছিল যে, বেড্‌ফোর্ডের কারাগার সকলের মত জঘন্য ও নৃশংসতার আবাসভূমি কারাগার বুঝি ইউরোপে আর কোথায়ও নাই। এই সন্দেহভঞ্জনের নিমিত্ত ও কারাগার সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার মানসেই তিনি ইংলণ্ডের কারাগার সকল পরিদর্শন করিতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার পরিদর্শনের ফলস্বরূপ নিম্নলিখিত কারাবিবরণগুলি পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, সেই সময়ের কারাগারগুলি কি ভয়ানক স্থান! কারাগার পরিদর্শনোদ্দেশে বহির্গত হইয়া সর্ব্বাগ্রে হাওয়ার্ড লিষ্টারের জেলে উপস্থিত হইলেন। তথায় যাইয়া দেখিলেন, ঋণদায়ে কারারুদ্ধ হইয়া অনেক হতভাগ্য দরিদ্র লোক লিষ্টারের সিক্ত অন্ধকূপ সদৃশ কারাগারে নানা ক্লেশে দিন কাটাইতেছে। এই কারাগার মৃত্তিকার নিম্নে নির্ম্মিত। কারাগারের অভ্যন্তরে বায়ু ও আলো প্রবেশের নিমিত্ত দুইটী ছোট বড় গর্ত্ত ছিল; বড় গর্ত্তটী কোন ক্রমে ১২ বর্গ ইঞ্চির অধিক হইবে না।

নটিংহাম নগরে যাইয়া দেখিলেন, স্থানীয় জেলটী একটী পাহাড়ের উপরে নির্ম্মিত। বন্দীগণের মধ্যে যাঁহারা প্রচুর পরিমাণে ফিচ দিতে সমর্থ হইত, তাহারা কারাগারের কুড়ি পঁচিশটী সিঁড়ির নিম্নে বাসস্থান পাইত। দরিদ্র লোকদিগের ভাগ্যে সেইরূপ স্থান মিলিত না, দরিদ্রগণ উপযুক্ত ফিচ দিতে অসমর্থ হওয়াতে প্রায় ৩৫ | ৩৬টী সিঁড়ির নিম্নে বাসগৃহ পাইত। হাওয়ার্ড যখন এই কারাগারটী পরিদর্শন করেন, তখন ২১ ফুট দীর্ঘ, ৩০ ফুট প্রস্থ এবং ৭ ফুট উচ্চ গহ্বরের ন্যায় একটী স্থানে বন্দীগণ দিন রাত্রি অবরুদ্ধ থাকিত। কঠিন পাহাড় কাটিয়া এই সকল গহ্বর নির্ম্মাণ করা হইত, কিন্তু মহাত্মা হাওয়ার্ডের পরিদর্শনকালে এইরূপ একটী মাত্র গহ্বর বন্দীগণের ব্যবহারোপযোগী ছিল। হাওয়ার্ড দেখিলেন, হতভাগ্য বন্দীগণ জীবনের উৎকৃষ্ট ভাগ নানা ক্লেশে অতিবাহিত করিয়া দুঃখময় জীবনের অবসান করে। কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিবার সময় শেষ করিয়াও অনেক দুর্ভাগ্য লোককে শুদ্ধ দারিদ্র্য দোষে জেলের বন্ধনদশায় যাবজ্জীবন ক্ষেপন করিতে হয়। লিস্‌ফিল্ডের জেলে যাইয়া দেখিলেন, ঘরগুলি অতিশয় সংকীর্ণ, উঠান নাই, বন্দীগণের শয্যার খড় নাই, পানীয় জল নাই।

গ্লোসেষ্টারের জেলে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির জন্য একটী উঠান এবং দিনের বেলা বিশ্রামের জন্য একটী ঘর।

দেওয়ানী জেলে ঋণীদিগের দুর্দশার সীমা নাই, গৃহে বায়ু প্রবেশের জন্য প্রাচীরের মধ্য দিয়া একটী গর্ত্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই গর্ত্তের মধ্য দিয়া কখনও কখনও সূর্য্যদেব ও পবন ঠাকুরের কৃপা অবতীর্ণ হইয়া থাকে। হাওয়ার্ড দেখিলেন, সমস্ত জেলটী জীর্ণাবস্থায় পরিণত, কতকাল পর্য্যন্ত যেন চূণকাম করা হয় নাই, বন্দীগণের শয়ন গৃহের বিপরীত দিকে গোময় ইত্যাদি নানারূপ ময়লা স্তূপাকারে রহিয়াছে। হাওয়ার্ড যে বৎসর এই কারাগার পরিদর্শন করেন, তাহার পূর্ব্ব বৎসর একপ্রকার সংক্রামক জ্বরে অনেক বন্দী এই কারাগারে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে।

সলস্‌বারীর জেলে ঋণী এবং অপরাধীদিগের জন্য একটী উঠান, এবং দিনের বেলা বিশ্রামের জন্য একটি মাত্র ঘর। জেলের ফটকের ঠিক বহির্দ্দেশে প্রাচীরের সহিত সংলগ্ন একটী লোহার কড়ার মধ্য দিয়া প্রকাণ্ড এক লৌহ শৃঙ্খল প্রবিষ্ট হইয়া দুই দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, ঋণদায়ে কারারুদ্ধ ঐ হতভাগ্য বন্দী উক্ত শৃঙ্খল পায় পরিয়া টাকার গেঁজে, মৎস্য ধরিবার জাল, জুতা বাঁধিবার ফিতা ইত্যাদি আরও আরও অনেক জেল-জাত পণ্য দ্রব্য পথিকের নিকটে বিক্রয় করিতেছে।

ঈশ্বর-পরায়ণ জন্ বানিয়ন বিবেক রক্ষার নিমিত্ত যেরূপে বেড্‌ফোর্ড জেলে অবরুদ্ধ হইয়া অনেককাল অশেষ যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন এবং বেড্‌ফোর্ডের জেলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই বিবেক-পরায়ণ সাধুকে যে প্রকারে পথিকগণের নিকটে জেলের পণ্যদ্রব্য সকল বিক্রয় করিতে হইত; সলস্‌বারীর জেলের হতভাগ্য ঋণীগণেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। এই জেলে আর একটী অমানুষিক রীতি প্রচলিত দেখিয়া হাওয়ার্ডের প্রাণের ক্লেশ বাড়িয়া উঠিল।

খ্রীষ্টের জন্ম দিন উপলক্ষে জেলের সমস্ত বন্দীগণকে এক শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া নগরের ভিতরে ভিক্ষা করিতে প্রেরণ করা হয়। কাহারও হাতে টাকার বাক্স, কাহারও হাতে খাদ্য দ্রব্য রাখিবার চুপড়ি দিয়া হতভাগ্যগণকে শৃঙ্খলবদ্ধ মালের গাঁথা সাজাইয়া পর্ব্বের দিনে বাহির করা হয়।

---

সবিনয় নিবেদন,—

সভ্যগণ! আগামী ২০এ নবেম্বর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার যে বিশেষ অধিবেশন হইবে তাহাতে প্রচারকদিগের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি বিবেচিত হইবে, কিন্তু উক্ত সভাতে সেই বিচার উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে উক্ত নিয়ম সমূহ সম্বন্ধে ব্রাহ্মবন্ধুদিগের এবং ব্রাহ্মসমাজ সকলের অভিপ্রায় অবগত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। এই কারণে নিয়মগুলিমুদ্রিত করিয়া আপনাদের নিকট প্রেরণ করা গেল। অনুগ্রহ পূর্ব্বক সত্বর প্রত্যেক সভ্যের অভিপ্রায় নির্ণয় করিয়া আমাদিগকে জানাইলে বাধিত হইব। আপনার প্রত্যুত্তর পত্র ১৩ই নবেম্বরের পূর্ব্বে আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক।

কলিকাতা সাঃ ব্রাঃ সঃ আফিস
নং ২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
২২এ অক্টোবর ১৮৮৬

নিবেদক
শ্রীদুকড়ি ঘোষ
সম্পাদক, সাধারণ ব্রাঃ সমাজ।

## ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সার।

১। পরমেশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয়, তিনি এই বিশ্বের স্রষ্টা, পাতা ও পরিত্রাতা। তিনি সর্ব্বশক্তিমান, জ্ঞানস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ও সর্ব্বনিয়ন্তা এবং তিনি সর্ব্বব্যাপী, নিত্য ও মঙ্গলময়, নিরাকার, অনাদি, অনন্ত, পূর্ণ, পবিত্র।

২। মানবাত্মা অমর ও অনন্ত উন্নতিশীল এবং তাহার কার্য্যের জন্য সে ঈশ্বরের নিকট দায়ী।

৩। উপাসনা করা মানবাত্মার পক্ষে কর্ত্তব্য। উপাসনাই মানবাত্মার মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়।

৪। পরমেশ্বরে প্রীতি ও জীবনের সমস্ত কার্য্যে তাঁহার ইচ্ছা সম্পন্ন করা প্রকৃত উপাসনা।

৫। বিবেক বাণী ঈশ্বরের ইচ্ছা। অবশ্য বিবেকবিরুদ্ধ কার্য্য কর্ত্তব্য নহে। ঈশ্বরের ইচ্ছা কখন বিরুদ্ধ হইতে পারে না।

৬। কোন সৃষ্ট বস্তুকে ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরের তুল্য কিম্বা তাঁহার অবতার জ্ঞান অথবা ঈশ্বর ও মানবাত্মার মধ্যবর্ত্তী জ্ঞানে উপাসনা করিবে না এবং কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থকে অভ্রান্ত ও একমাত্র মুক্তির উপায় বলিয়া স্বীকার করিবে না। সত্যই ব্রাহ্মের একমাত্র শাস্ত্র। ধর্ম্ম ও জাতি নির্ব্বিশেষে সকল শাস্ত্র ও ব্যক্তির উপদেশ হইতে সাদরে সত্য গ্রহণ করিবেক।

৭। ঈশ্বরের পিতৃত্ব, মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব ও সকল জীবে দয়া মূল ধর্ম্ম। সংসার মানবের পক্ষে ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্ষেত্র। সংসারের সকল কার্য্য ন্যায় ও সত্যের অনুসরণ করিবে।

৮। ঈশ্বর পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা ও পাপের দণ্ডদাতা, কিন্তু তাঁহার দণ্ড আমাদিগের হিতের জন্য এবং সে দণ্ডও অনন্তকালের জন্য নহে।

৯। আন্তরিক অনুতাপ পূর্ব্বক পাপ হইতে নিবৃত্ত হওয়া পাপের যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত এবং ঈশ্বরের সহিত জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছাতে সম্মিলিত হওয়াই যথার্থ মুক্তি।

১০। বিশ্বাস ধর্ম্মের মূল। নির্ম্মল হৃদয়ই উৎকৃষ্ট তীর্থ এবং স্বার্থনাশই প্রকৃত বৈরাগ্য। ঈশ্বরের প্রকৃত পূজা আধ্যাত্মিক।

### প্রচারকদিগের কর্ত্তব্য।

১। প্রচারকগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের উল্লিখিত মতগুলিকে অবলম্বন করিয়া প্রচার কার্য্য সম্পন্ন করিবেন এবং তাহার বিরোধী কোন মত কিম্বা সাধন প্রণালী অবলম্বন বা প্রচার করিতে পারিবেন না।

২। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা প্রচারকদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাদিগের কার্য্য ক্ষেত্র ও প্রচার প্রণালী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। যদি কোন বিশেষ কারণ বশতঃ কেহ নির্দ্ধারিত প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিতে অশক্ত হন অথবা নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর পরিবর্ত্তন আবশ্যক বোধ করেন, তাহা হইলে যত শীঘ্র সম্ভব, তাহা লিখিয়া উক্ত সভাকে জানাইবেন।

৩। যাহাতে একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের পবিত্র পূজা দেশ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, বিশুদ্ধ ধর্ম্মানুমোদিত অনুষ্ঠান সকল গৃহে গৃহে ও জনসমাজে প্রবর্ত্তিত হয়, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সকল সর্ব্বত্র সমাদৃত ও অনুষ্ঠিত হয় এবং নরনারীর জীবনে সর্ব্বতোভাবে সত্য, ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতার মর্য্যাদা রক্ষিত হয় এবং জনসমাজ বিশুদ্ধ প্রীতি শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের প্রেমরাজ্য বিস্তারে এবং ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইতে পারে, যাহাতে অসত্য, পাপ ও কুসংস্কার ও অত্যাচারের দিন অবসান হয়, জনসমাজ হইতে হিংসা, দ্বেষ, অনুদারতা, বিবাদ, বিসম্বাদ তিরোহিত হয়, প্রচারকেরা এরূপ লক্ষ্য রাখিয়া স্বতঃপরত উপদেশ, প্ররোচনা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা আপনাদিগের ব্রত পালনে নিযুক্ত থাকিবেন।

৪। তাঁহারা উপাসনা বা অনুষ্ঠানে জাতিভেদ কিম্বা পৌরহিত্যাভিমানের প্রশ্রয় দিবেন না। অন্ধভক্তি বশতঃ কেহ কোন অবৈধ বা ঈশ্বরের প্রাপ্য সম্মান বা ভক্তির নিদর্শন প্রদর্শন করিলে তাহা গ্রহণ করিবেন না।

৫। সত্য প্রচারে রত হইয়া অপর কোন ধর্ম্মশাস্ত্র বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি উপহাস, বিদ্রূপ, না করিয়া তাহাদিগের মধ্যে যে কিছু ভ্রম, বা অসত্য থাকে তাহা প্রদর্শন করিবেন এবং যাহা কিছু বলিবেন তাহাতে সত্য দ্বারা অসত্যকে, প্রেম দ্বারা অপ্রেমকে, পবিত্রতা দ্বারা অপবিত্রতাকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিবেন।

৬। ব্রাহ্মধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উদারভাবে সকল সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর লোকের সহিত সকল প্রকার সদনুষ্ঠানে মিলিত হইবেন। কিন্তু যে সকল সামাজিক অনুষ্ঠানে বিবেক বা নীতির অবমাননা করা হয় তাহাতে যোগ দিবেন না।

৭। কোন স্থলে ধর্ম্মপ্রচারকেরা নিজ পদমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া প্রচার কার্য্যকে পৌরহিত্য, উপার্জ্জন ও বৈষয়িক সুখভোগের উপায় স্বরূপ করিবেন না। ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া কেহ কোন প্রচারককে কোন উপহার বা অর্থাদি প্রদান করিলে তাহা প্রচারফণ্ডের সম্পত্তি হইবে এবং প্রচারক এ বিষয় প্রদাতাকে অবগত করিবেন।

৮। ধর্ম্মপ্রচার প্রচারকদিগের মুখ্য কার্য্য হইবে এতদ্ব্যতীত রাজনৈতিক, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠানে যাহাতে দেশের কোন প্রকার কল্যাণের সম্ভাবনা আছে, প্রচার কার্য্যের ব্যাঘাত না করিয়া তাহাতে অসঙ্কোচে লোকের সহায়তা করিতে পারিবেন। আবশ্যক বোধ করিলে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও অর্থোপার্জ্জনের জন্য কোন প্রকার বৈধ উপায় অবলম্বন করিতে পারিবেন। কিন্তু সে বিষয় কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনুমোদন সাপেক্ষ।

৯। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা অধ্যক্ষ সভার নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে কোন ব্যক্তিকে প্রচারক পদে বা প্রচার কার্য্যের সাহায্যার্থ মনোনীত বা তৎপদ হইতে অবসৃত করিতে পারিবেন এবং আবশ্যক মতে অর্থানুকুল্য সম্বন্ধে নির্দ্ধারণ করিবেন। কিন্তু অধ্যক্ষ সভা আবশ্যক বিবেচনা করিলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। প্রচারকগণ

আপনাদিগের কর্ত্তব্যজ্ঞানানুসারে এবং যতদূর সম্ভব কার্য্য নির্ব্বাহক সভার নির্দ্দেশানুসারে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন।

১০। প্রচারকগণ আপন আপন কার্য্যের নিয়মিত বিবরণ উক্ত সভায় অর্পণ করিবেন।

---

## কতকাল আর রবে অচেতন।

১

জাগ ভ্রাতৃগণ কতকাল আর
অনন্ত নিদ্রায় রবে অচেতন?
ছেদ মায়াপাশ, নাশ অন্ধকার
কতকাল আর রবে অচেতন?

২

দুর্ব্বল কাঙ্গাল আমরা সকল
তাই কি রহিব নিদ্রায় মগন?
নাই কি হৃদয় রসনার বল
কতকাল আর রবে অচেতন?

৩

সুদূর বিস্তৃত গিরি হিমাচল
স্তব্ধীভূত, কার ধ্যানে নিমগন?
প্রেম অশ্রু তার ঝরে অবিরল
কতকাল আর রবে অচেতন?

৪

ঘোষে সপ্ত সিন্ধু মহেশের জয়
উচ্চ বীচিরবে, কররে শ্রবণ;
গায় নদ নদী বিভু দয়াময়
কতকাল আর রবে অচেতন?

৫

প্রভাতী সঙ্গীত অতি সুললিত
গায় সমস্বরে বিহঙ্গম গণ;
নৈশ সমীরণে আবার সঙ্গীত
কতকাল আর রবে অচেতন?

৬

সুষুপ্ত ধরণী, তরু লতা চয়
স্থিরভাবে করে বিভু আরাধন;
ঝিল্লীর আওয়াজ ঝালাপালাময়
কতকাল আর রবে অচেতন?

৭

গভীর জীমূত নাদিছে অম্বরে
ক্ষণপ্রভা ক্ষণে খেলিছে কেমন!
মহেশের কীর্ত্তি দেখায় সবারে
কতকাল আর রবে অচেতন?

৮

বৃক্ষ লতা বল্লী এ জড় জগত
পুষ্পরাজি কত প্রিয় দরশন;
ঘোষে কার বশঃ ইহারা সতত
কতকাল আর রবে অচেতন?

৯

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ বুধ শনৈশ্চর
বহে নিরন্তর মহেশ শাসন,
ত্যজ ঘোর ঘুম হওরে সত্বর
কতকাল আর রবে অচেতন?

১০

উঠ ভ্রাতৃগণ! কেন ম্রিয়মাণ
বিভু মন্ত্রে কর কঠোর সাধন;
নবীন জীবনে হও বলবান
কতকাল আর রবে অচেতন?

---

## ব্রাহ্মসমাজ।

বিধাতার কৃপায় ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্রালোক ক্রমেই নানা স্থানে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধ সত্য সকল ক্রমেই লোকে হৃদগত করিয়া গ্রহণ করিতেছে। পাঠকবর্গ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন যে, আমাদের একজন লাহোরস্থ ধর্ম্মানুরাগী বন্ধু, যিনি বহু বৎসরকাল খৃষ্টধর্ম্মের আশ্রয়ে পড়িয়াছিলেন, কিছুদিন হইল ভগবানের কৃপায় তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে পূজা করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন। আবার অল্পদিন গত হইল আর একজন খ্রীষ্টীয়ান যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মকে সার ও সত্য বোধে গ্রহণ করিয়াছেন। উত্তরবঙ্গ-ব্রাহ্মসমাজ হইতে আমরা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি।

বিগত ১১ই আশ্বিন রবিবার পূর্ব্বাহ্নে ব্রাহ্মধর্ম্ম দীক্ষার্থী খ্রীষ্টীয়ান যুবক শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া উপাসকমণ্ডলী ও অন্যান্য বন্ধুবর্গ এই উপলক্ষে প্রার্থনা করেন। স্নানের পর এই যুবক মন্দিরে নির্জ্জনে উপাসনা করেন। অপরাহ্নে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন প্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় নির্জ্জনে লইয়া গিয়া এই যুবককে ভাবীজীবনের বিঘ্নবিপদ দায়িত্ব এবং লক্ষ্য প্রভৃতি অতি পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দেন। রাত্রিতে নবদ্বীপ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। যথাবিধি উপাসনার কার্য্য সমাপ্ত হইলে সমাগত উপাসকমণ্ডলীর নিকট এই যুবকের পরিচয় প্রদান করত এই পবিত্র দীক্ষাকার্য্যের জন্য সকলের নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। সকলেই সানন্দ চিত্তে এই যুবকের দীক্ষাকার্য্যে হৃদয়ের সহিত অনুমোদন করিলেন। তৎপরে যুবক প্রতিজ্ঞাপত্র সকলের নিকট পাঠ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। সে দিনের দৃশ্য স্বর্গীয় দৃশ্যের ন্যায় প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। যেন বিধাতা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া এই যুবকের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। দীক্ষার সময় যুবক আত্মবৃত্তান্ত বর্ণনের জন্য যে পত্র পাঠ করিয়াছিল, তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"আমার নাম শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি লণ্ডন ইলবরণ ব্যাপটিষ্ট মিসনরি সোসাইটীর মিসনরি রেভেরেণ্ড শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতা

আমাকে বাল্যকালে শ্রীরামপুর কলেজের মিসনরি বোর্ডিংএ রাখিয়া বিদ্যাশিক্ষায় নিযুক্ত করেন। অল্পদিন মধ্যেই কুসঙ্গে আমার চরিত্র দূষিত হইয়া গেল। পিতা সংশোধনের জন্য আমাকে তাঁহার নিকটে লইয়া গেলেন, কিন্তু তাহাতে আমি ভাল না হইয়া বরং আরও খারাপ হইয়া যাইতে লাগিলাম। তখন পিতা মাতা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং আমার প্রতি নানারূপ উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন, আমি এই অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া আসামে গেলাম এবং তথায় গিয়া চাকরি করিতে লাগিলাম। তখন নিজে অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্বাধীনভাবে যথেচ্ছামত দুষ্ক্রিয়াতে আসক্ত হইয়া পড়িলাম। এই সময়ে নানা পীড়ায় আক্রান্ত হইলাম। এবং বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য কিছুদিন পশ্চিমাঞ্চলে গিয়া বাস করিতে লাগিলাম। ঈশ্বর কৃপায় সুস্থ হইয়া একটি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই। এইরূপে নানাস্থান ভ্রমণের পর টেলিগ্রাফের কর্ম্ম শিখিবার জন্য সৈয়দপুরে আসি। এই সময়ে একজন ব্রাহ্ম যুবকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, তাঁহার নিকট হইতে আমি অনেক উপকার প্রাপ্ত হই। কর্ম্ম শিক্ষা করিয়া এই উত্তরবঙ্গ রেলওয়ের নানা ষ্টেসনে কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকি। ইতিমধ্যে একজন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকের সহিত আমার আলাপ হয় ও তাঁহার নিকট জীবনের সকল কথা বলি। ব্রাহ্মবন্ধুদের সহিত আলাপ করিয়া আমি ব্রাহ্মধর্ম্মের যে আভাস পাইয়াছিলাম, তাহাতে আমার প্রাণ মুগ্ধ হইয়াছিল। এই সময়ে আমার জীবনে ধিক্কার বোধ হইতে লাগিল। আমি আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছুক হইলাম। এক দিন রাত্রিতে পায়ে ইট বাঁধিয়া ষ্টেসনের একটী ইন্দারার মধ্যে পতিত হইলাম। কিন্তু হঠাৎ পা হইতে দুই খানি ইট খসিয়া পড়িল, আর আমি ডুবিতে পারিলাম না। তখন সাঁতরাইতে লাগিলাম, অবশেষে ক্লান্ত হইয়া কাতর স্বরে চীৎকার করিতে লাগিলাম; চীৎকার শুনিয়া লোকেরা আসিয়া আমাকে তুলিল। ঈশ্বর কৃপায় আমার জীবন রক্ষা হইল। তখন আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, এততেও ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিলেন না। কোন মহিলার নিকট হইতে আমি দৈনিক প্রার্থনা করিতে অভ্যাস করি। এখানকার সমাজে যোগ দিয়া আমি অনেক উপকার লাভ করিয়াছি। আমার প্রাণ ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বড় ব্যাকুল হইয়াছে। অদ্যকার এই শুভদিনে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।" করুণাসিন্ধু পরমেশ্বর আমাদিগের এই নবাগত ভ্রাতার মঙ্গল বিধান করুন।

বিগত ২৩ শে আশ্বিন জালালপুরে হরিনাভি নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথমা কন্যা এবং বাবু শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যার নাম স্বর্ণলতা ও পুত্রের নাম সত্যশরণ রাখা হইয়াছে। প্রচারক বাবু শশিভূষণ বসু এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপাসনার কার্য্য করেন।

বিগত ২৭ শে সেপ্টেম্বর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু দিন উপলক্ষে মফঃস্বলবাসী ব্রাহ্মেরা নানা স্থানে সভা করিয়াছেন। আমরা সে সম্বন্ধে অনেক পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। বেনারস ক্যান্টনমেন্ট হইতে বাবু যুগলকিশোর সিংহ লিখিয়াছেন যে, ঐ দিনে এখানকার বাঙ্গালী টোলায় রাজার সম্মানের জন্য একটি সভা আহুত হয়, তাহাতে উপাসনা ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন পূজাবকাশে কলিকাতা হইতে অনেক ব্রাহ্মবন্ধু তথায় গিয়া তথাকার সমাজে উপাসনা ও বক্তৃতাদি করিয়াছেন।

বিগত ১৪ ই ভাদ্র ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজের নূতন গৃহ প্রতিষ্ঠা কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া নব গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত করেন।

## প্রেরিত পত্র।

মান্যবর "তত্ত্ব-কৌমুদী" সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

মহাশয়—

বিগত অবকাশ উপলক্ষে এক বন্ধুর সহিত বর্দ্ধমান জেলার পল্লীগ্রাম অঞ্চলে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। প্রায় সকল গ্রামের লোকদিগের মানসিক অবস্থা ও ধর্ম্মভাব এরূপ দেখিলাম যাহাতে ঐ সকল স্থানকে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া বোধ হয়। আমরা যে ট্রেনে যাইবার জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহাতে যাইতে না পারিয়া বড় দুঃখিত হইলাম, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে সেই ঘটনার মধ্যে পরমেশ্বরের অপূর্ব্ব লীলা দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। গাড়ীতে কতকগুলি ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইল। তাঁহারা ধর্ম্মকথা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পরে আমাদিগের নিকট সঙ্গীতের যন্ত্রাদি দেখিয়া তাঁহারা সঙ্গীত করিবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করিলেন। প্রায় ৫০।৬০ জন লোক সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তনে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কেহ বা আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন, কাহারও নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল, কেহ করতালি দিতে আরম্ভ করিলেন এবং কেহ বা নৃত্য করিবার উপক্রম করিলেন। যাইবার সময় অনেকে অতি দুঃখিত মনে আমাদিগের নিকট বিদায় লইলেন এবং কেহ কেহ আমাদিগকে স্ব স্ব বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তখন বুঝিতে পারিলাম যে এই অতুল আনন্দের অংশ আমরা উপভোগ করিতে পারিব বলিয়াই ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছায় আমরা পূর্ব্বের গাড়ী পাই নাই। যখন ষ্টেশনে নামিলাম, তখন কেহ কেহ নিজ গ্রামে লইয়া যাইবার জন্য আমাদিগের নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমরা তাঁহাদিগের নাম লিখিয়া লইয়া এক বন্ধুর আলয়ে গমন করিলাম। পরদিন উক্ত গ্রামে এক ধনবান্ ভদ্রলোকের বাটীতে যাইয়া সঙ্কীর্ত্তন করা এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্থূল উপদেশ দেওয়া হয়। আমাদের যাইবার পূর্ব্বে সেখানে অনেক লোক অপেক্ষা করিতেছিলেন। সকলেই অতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন। পরে মধ্যে মধ্যে আমরা ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য যাহাতে তাঁহাদের গ্রামে যাই, এই আশা প্রকাশ করিয়া রাত্রি ৮টার সময় অনেকে অনুসরণ

করিয়া আমাদিগকে বিদায় দিলেন। পরদিবস আর এক গ্রামে লইয়া যাইবার নিমিত্ত এক ব্যক্তি আমাদিগের নিকট উপস্থিত হন। এইরূপ আমরা যে কয়েক দিন ছিলাম, পল্লীগ্রামের সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া ও ধর্ম্মকথা বলিয়া পরম সুখ আস্বাদন করিয়াছি। সকল লোক এমন সরলচিত্ত ও ধর্ম্মের জন্য উৎসুক যে, একবার তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মনোহর ভাব বুঝিতে পারিলে আর কখনই ভুলিবেন না। অতএব এই সকল স্থানে যাহাতে শীঘ্র প্রচারের জন্য বন্দোবস্ত হয় তাহা করা উচিত। বৈচি ষ্টেশন হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে পল্লীগ্রাম সকলের এইরূপ অবস্থা। কলিকাতা হইতে এত নিকটবর্ত্তী স্থান প্রচারকের অভাবে যাহাতে কুসংস্কারে ডুবিয়া না থাকে, তাহার জন্য যত্ন করা সকলের কর্ত্তব্য। বিলসরা, কেশবাটি, হরাল, নন্দীগ্রাম, দাসপুর প্রভৃতি স্থান প্রচারের উপযুক্ত স্থল; কয়েক দিনের উপাসনা শ্রবণে এক ভদ্রপরিবারের স্ত্রীলোকগণ পৌত্তলিকতার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহারা অসার বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ ও অনুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া ভগবানে মনঃসংযম করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।

বশম্বদ

চক্রবেড় ২৪এ অক্টোবর ৮৬। চক্রবেড় প্রার্থনাসমাজের জনৈক সভ্য।

---

## ১৮৮৬ সালের জানুয়ারি মাসের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও প্রচার ফণ্ডে দান প্রাপ্তি স্বীকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রচার হিসাবে প্রাপ্ত চাউলের মূল্য

| | | |
|---|---|---|
| সম্পাদক, রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজ | | ৩/৫ |
| বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ | বাদুড়বাগান | ।০ |
| „ কামাখ্যাচরণ ঘোষ | কলিকাতা | ।০ |

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

| | | |
|---|---|---|
| বাবু বীরেশ্বর সেন | বর্দ্ধমান | ১৲ |
| „ গোপালচন্দ্র দেব | কোন্নগর | ১৲ |
| „ কেদারনাথ কুলভি | বাঁকুড়া | ১॥০ |
| „ কেদারনাথ চৌধুরী | সিমলাহিল | ৩৲ |
| „ হরকিশোর বিশ্বাস, | কলিকাতা | ১৲ |
| „ শ্রীশচন্দ্র দে | ভবানীপুর | ১৲ |
| „ মথুরানাথ ঘোষ | শিবনারায়ণ দাসের লেন | ॥০ |
| শ্রীমতীযজ্ঞেশ্বরী সেন | ঐ | ॥০ |
| বাবু আনন্দচন্দ্র সেন | মাহিগঞ্জ | ॥০ |
| „ বরদাদাস বসু | কুষ্টিয়া | ১০৲ |
| „ হেমচন্দ্র সুর | ছাপরা | ২॥০ |
| „ মোহিনীমোহন রায় | পঞ্চাননতলা | ।০ |
| „ জগৎচন্দ্র দাস | নওগাঁ | ৩৲ |
| „ দ্বারকানাথ সিংহ | জোড়াসাঁকো | ১৲ |
| „ হরিনাথ দাস | বাগেরহাট | ৪৲ |
| „ হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | খুবড়ী | ॥০ |
| „ সদয়চরণ দাস | শিলং | ॥০ |
| „ আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় | বেথুনস্কুল | ১৲ |
| „ উপেন্দ্রনাথ দে | সৈয়দপুর | ১৲ |
| „ ভুবনমোহন কর | দিনাজপুর | ।০ |
| „ কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় | দেরাডুন | ৩৲ |
| „ সাতকড়ি দেব | কোন্নগর | ১৲ |
| „ পঞ্চানন ঘোষ | কলেজষ্ট্রীট | ১৲ |
| „ রামকুমার বিদ্যারত্ন | কলিকাতা | ১৲ |
| শ্রীমতীজ্ঞানদা ভট্টাচার্য্য | ঐ | ১॥০ |
| বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় | ঐ | ১॥০ |
| শ্রীমতীমাতঙ্গিনী চট্টোপাধ্যায় | ঐ | ৪৲ |
| পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী | ঐ | ১৲ |
| বাবু রাখালচন্দ্র দত্ত | বলদিয়া পাড়া | ॥০ |
| „ উমেশচন্দ্র ঘোষ | রায়বাগান লেন | ॥০ |
| „ কালী কুমার মিত্র | জামালপুর | ৩৲ |
| „ বিপিনবিহারী রায় | ভিক্টোরিয়া প্রেস | ১৲ |
| „ রূপচাঁদ মল্লিক | বাগ আঁচড়া | ১৲ |
| „ মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক | ঐ | ॥০ |
| „ ঋষিবর মল্লিক | ঐ | ॥০ |
| „ অমৃতলাল মল্লিক | ঐ | ॥০ |
| „ গোবর্দ্ধন মল্লিক | ঐ | ॥০ |
| „ আদ্যনাথ মল্লিক | ঐ | ॥০ |
| „ নন্দকুমার মল্লিক | ঐ | ॥০ |
| „ রাধানাথ মল্লিক | ঐ | ॥০ |
| „ কৃষ্ণদয়াল রায় | রঙ্গপুর | ৬৲ |
| „ অক্ষয় কুমার মৈত্র | রাজসাহী | ২৲ |
| „ লক্ষ্মীনারায়ণ সেন | ভবানীপুর | ॥০ |
| „ চণ্ডীচরণ সিংহ | মুঙ্গের | ৪॥০ |
| „ গুণাভিরাম বড়ুয়া | নওগাঁ | ॥০ |
| „ বেনী প্রসাদ, | লাহোর | ৭৸০ |
| T. R. Sunda Ram Pillay, | Madras | ১৲ |
| বাবু গোপাল কৃষ্ণ মিত্র | চেতলা | ১৲ |
| „ কৈলাশচন্দ্র সেন | সৈয়দপুর | ॥০ |
| „ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় | কোন্নগর | ১৲ |
| „ হরিচরণ পাল | শান্তিপুর | ১৲ |
| „ যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক | বাগ আঁচড়া | ১৲ |

---

### ভ্রম সংশোধন।

গতবারে দান প্রাপ্তি স্বীকারে—

"বাবু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৲" স্থানে "কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ মাঃ বাবু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক ১০৲" এবং "বাবু সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কোন্নগর ১০৲" স্থলে "কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ মাঃ বাবু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক ১০৲" হইবে।

১৭ নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা ১৭ই কার্ত্তিক মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

# তত্ত্ব-কৌমুদী

(পাক্ষিক পত্রিকা।)


৯ম ভাগ। ১৫শ সংখ্যা। | ১লা অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৮০৮ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ৩ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০


## প্রার্থনা।

ব্রাহ্মসমাজের অধিপতি প্রভু পরমেশ্বর! আমি যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করি তখন আমার জীবনে কত উৎসাহ, কত আনন্দ ও কত বল ছিল, এবং তোমার সেবায় এ জীবনকে কৃতার্থ করিব বলিয়া তোমার নিকট কত প্রতিজ্ঞাই করিয়াছিলাম; দীনবন্ধু, এখন আমার সে উৎসাহ ও উদ্যম আর যে দেখিতে পাই না- তোমার সেবায় যে জীবন অতিবাহিত করিব মনে করিয়াছিলাম—সে জীবন নীচ জঘন্য সংসারের সেবায় অতিবাহিত হইতেছে। প্রভো! আমি কি করিতে আসিলাম আর কি করিতেছি! তুমি আমাকে যে জন্য ব্রাহ্মসমাজে আনিয়াছ, জগদীশ আমাকে ভাল করিয়া তাহার উপযোগী কর তোমার সেবায় এবং তোমার পুত্র কন্যাদিগের সেবায় যাহাতে আমি আমার এই সামান্য প্রাণ মন অতিবাহিত করিতে পারি তুমি আমাকে এইরূপ বল বিধান কর।

---

যখন মার্টিন লুথর ধর্ম্ম সংস্কারে প্রবৃত্ত হন তখন একজন প্রধান ধর্ম্মযাজক বলিয়াছিলেন যে ধর্ম্ম সংস্কারের প্রয়োজন বটে, কিন্তু তাহা দীন দরিদ্রের সন্তান লুথরের দ্বারা হওয়া কি কখন সম্ভব? অজ্ঞলোকেরা বিশ্বাস করে, যাহার ধন আছে, সংসারে প্রতিপত্তি আছে, খুব পাণ্ডিত্য আছে তাহাদিগের দ্বারা পৃথিবীতে মহৎ কার্য্য সকল অনুষ্ঠিত হইতে পারে; কিন্তু আমরা ত দেখিতে পাই যে পরমেশ্বর প্রায় সংসারের সামান্য বস্তু সকলের দ্বারাই মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া থাকেন। "God uses weak things to confound the mighty" পরমেশ্বর সামান্য দরিদ্র, মূর্খদিগের দ্বারা সময়ে সময়ে পৃথিবীর যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। সামান্য দীন দুঃখী, নিরক্ষর দরিদ্রদিগের হুঙ্কার রবে সময়ে সময়ে অতুল ঐশ্বর্য্য ও পরাক্রমশালী নৃপতিদিগের সিংহাসন বিকম্পিত হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে পরমেশ্বর সামান্য এক সূত্রধরের পুত্র, ও কয়েকজন ধীবর সন্তান লইয়া পৃথিবীতে কি মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিলেন, যাঁহাদিগের কার্য্যও গভীর আধ্যাত্মিক কথা সকল আজ চিন্তা করিয়া সহস্র সহস্র মহামহোপাধ্যায় ব্যক্তিগণ স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছেন। আমাদিগের কোন একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু উহাদের কার্য্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন "ভগবান একজন ছুতরের ছেলে, আর কয়েকজন জেলের ছেলে নিয়ে, কি যে কিস্তী মারলেন, তার ধাক্কা জগৎ এখনও সাম্‌লাতে পারিতেছে না।" আজ খৃষ্টের একটী একটী কথা লইয়া কত বড় বড় পণ্ডিত কত চিন্তা করিতেছেন; কত উপদেশ দিতেছেন, এবং কত পুস্তক রচনা করিতেছেন! মহম্মদ নিরক্ষর ছিলেন বলিয়া অধিকাংশে বিশ্বাস করে। কিন্তু আজ সে নিরক্ষর পুরুষের আদেশে কোটী কোটী মুসলমান সংসারের অত্যন্ত ব্যস্ততা ও বিষয় কার্য্যের মধ্যে একটু সময় করিয়া সেই মহান পরমেশ্বরের সিংহাসনতলে জানু পাতিয়া বিনম্রভাবে উপবেশন করিতেছে, আর মস্তক অবনত করিতেছে। তরুণ বয়স্ক যুবক সন্ন্যাসী গৌর প্রেমোন্মত্ত হইয়া হুঙ্কার রবে যে নাম ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন তাহার প্রভাবে আজ সহস্র সহস্র লোক দেশ দেশান্তরে সেই পাপ তাপহারী পরমেশ্বরের নাম ঘোষণা করিতেছে। অধিক দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন। জিজ্ঞাসা করি, ঐ সকল লোক কি খুব সুপণ্ডিত ও সম্পত্তিশালী ছিলেন? পণ্ডিত ও ধনী হওয়া দূরে থাকুক, অনেকের অক্ষর পরিচয় হইয়াছিল কি না সন্দেহ, ও কাহার রজনীতে মস্তক রাখিবার স্থলও ছিল না।

---

## প্রকৃত শাস্ত্র। *

### চতুর্থ প্রস্তাব।

অভ্রান্ত শাস্ত্র স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ তাহাতে কি ফল? শাস্ত্র অভ্রান্ত হইলে কি হয়? মানুষতো অভ্রান্ত নয়? শাস্ত্র যে বুঝিবে সেতো অভ্রান্ত নয়? জল নির্ম্মল হইলে কি হয়, পাত্র যে মলিন। সমল পাত্রে, নির্ম্মল জলের নির্ম্মলতা কোথায় থাকে? জগতের পদার্থনিচয় যেরূপ বর্ণবিশিষ্ট কেন

* শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটী বক্তৃতার সারমর্ম্ম।

হউক না, যাহার চক্ষে ছাবা হইয়াছে, সে সকলই হরিদ্রাবর্ণ দেখিবে। বেদ, বাইবেল বা কোরাণ যে কোন ধর্ম্মশাস্ত্রকে কেন, অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস কর না, যখন তুমি নিজে ভ্রান্ত, যখন ভ্রান্ত মনের সাহায্যে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে, তখন শাস্ত্র অভ্রান্ত হইলেও তুমি ভ্রান্ত ভাবেই উহার অর্থ বুঝিবে। যেমন তোমার মন সেইরূপ ভাবেই তোমার নিকট শাস্ত্র প্রকাশ পাইবে;—নির্ম্মল জল পঙ্কিল প্রণালীর মধ্য দিয়া আসিয়া পঙ্কিল হইয়া যাইবে, সুতরাং শাস্ত্র অভ্রান্ত হইলেও তোমার পক্ষে অভ্রান্ত সত্যলাভ অসম্ভব ব্যাপার। অভ্রান্ত শাস্ত্র মানি না; কিন্তু মানিলেও, সে অভ্রান্ততায় কার্য্যে কোন ফল হয় না।

এ কথার যাথার্থ্য পক্ষে অতীব সাক্ষী ইতিহাস শতকণ্ঠে সাক্ষ্যদান করিতেছেন। একই কোরাণকে অভ্রান্ত আপ্ত বাক্য বলিয়া সকল মুসলমান বিশ্বাস করিতেছেন, অথচ সিয়া, সুন্নী প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায়;—পরস্পরের মধ্যে মত ও কার্য্যে কত প্রভেদ!

খ্রীষ্টীয় জগৎ বাইবেল গ্রন্থকে একমাত্র অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া শিরোধার্য্য করিতেছেন, অথচ খ্রীষ্টীয়ানগণ, রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট, ভিন্ন মতাবলম্বী দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ে বিভক্ত একই বাইবেল গ্রন্থকে তাঁহারা পরমেশ্বর প্রেরিত অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন, অথচ এ উভয়ের মধ্যে মতগত পার্থক্য এত অধিক যে, ইহাদিগকে দুই বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া প্রতীত হয়।

সমগ্র খ্রীষ্টীয় জগৎ কেন? শুদ্ধ এক ইংলণ্ড ভূমিতে অন্যূন দুই শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়! ইহাতেই বুঝিতে পারেন, সমুদায় খ্রীষ্টীয় জগৎ বিভিন্ন মতাবলম্বী বিভিন্ন সম্প্রদায়ে কিরূপ বিভক্ত। কোন মহাত্মা * বলিয়াছিলেন, খ্রীষ্টীয় জগৎ পঞ্চাশ-সহস্র সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। ("Christendom split into fifty thousand sects") একজন রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টীয়ান ও একজন ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টীয়ান, আপনাদিগকে খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া পরিচয় দিতেছেন; অথচ উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ! উভয়েই একই বাইবেল গ্রন্থকে পরমেশ্বর প্রেরিত আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেও, হিন্দু মুসলমানে যত প্রভেদ, ক্যাথলিক ও (প্রাচীন তন্ত্রের) ইউনিটেরিয়ানের মধ্যে তত প্রভেদ বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না।

খৃষ্ট বলিয়াছেন, "যদি তোমার চক্ষু কুদৃষ্টি করে, চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেল; কেন না, তোমার সমুদয় দেহ নরকে পতিত হওয়া অপেক্ষা, একটি অঙ্গ বিনষ্ট হওয়া ভাল।" ব্যভিচার সম্বন্ধে খৃষ্টের এরূপ কঠিন উপদেশ। কিন্তু খৃষ্টীয় সমাজের পুরাবৃত্ত কি বলিতেছে? আদমাইতিজ (Adamitec) নামক খৃষ্টীয় সম্প্রদায় ব্যভিচারকে পাপ বলিয়াই স্বীকার করেন নাই। এক বাইবেল, এক খৃষ্ট, এক খৃষ্টীয়ান নাম, অথচ ধর্ম্মমত ও অনুষ্ঠানে "আস্‌মান্ জমিন্ তফাৎ।"

* স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন।

এখন বিদেশ হইতে স্বদেশে আসি। হিন্দু সমাজ চিরদিন বেদাদি শাস্ত্রের অপৌরুষত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আসিতেছেন, অথচ অগণ্য প্রকার মতভেদ! অগণ্য সম্প্রদায়!

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের 'উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থ পাঠ কর, দেখিবে কোটী কোটী লোক, এক হিন্দু জাতির অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া এক অপৌরুষেয় শাস্ত্রে বিশ্বাসী হইয়া, এক আর্য্য পিতৃ পুরুষের দোহাই দিয়াও অগণ্যবিধ সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে! তাহাদের মত ও অনুষ্ঠানের বিরোধ দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

পণ্ডিতেরা আপনাদের বুদ্ধি ও রুচি অনুসারে একই বেদকে বিভিন্ন ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। একই বেদ হইতে সায়ন ও শঙ্কর, দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। বহুকাল হইতে ভারতে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ প্রচলিত রহিয়াছে, অথচ এই উভয় মতাবলম্বীগণ একই শাস্ত্রের দোহাই দিতেছেন!

কেবল উক্ত মত কেন? এক অপৌরুষের শাস্ত্র হইতে ভারতীয় পণ্ডিতবর্গ অশেষ প্রকার বিরোধী ধর্ম্মমত নিঃসরণ করিয়াছেন। অধুনাতন কালে পরলোকগত দয়ানন্দ সরস্বতী ইহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁহার ব্যাখ্যায় হিন্দুর চিরপূজ্য, অভ্রান্ত, অপৌরুষেয় বেদ হইতে দেব দেবী সকল অন্তর্হিত হইলেন। তিনি বেদের মধ্যে এক নিরাকার, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয় ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই দেখিলেন না। দয়ানন্দ আপনার অসামান্য বিদ্যা বুদ্ধি প্রভাবে ভারতীয় সমগ্র হিন্দু সমাজের চিরবন্দ্য বেদের সাহায্যে পৌত্তলিকতা খণ্ডন করিয়া, এক অনাদি অনন্ত, অরূপ ব্রহ্মপূজা সংস্থাপন করিলেন। এক্ষণে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আর্য্য সমাজ দেশের নানা প্রদেশে তাঁহার বেদ ব্যাখ্যা ও ধর্ম্মমত প্রচার করিতেছেন।

শাস্ত্র এক হইলেও, শাস্ত্রাবলম্বীদিগের বুদ্ধিগত পার্থক্য নিবন্ধন উহার বিবিধ বিরোধী ব্যাখ্যা হইতে থাকে; এবং বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা, বিভিন্ন ধর্ম্মমত ও সম্প্রদায় সৃষ্টি করে। মানুষের বুদ্ধি ও রুচির গতি যেমন অনেক স্থলে সম্পূর্ণ বিপরীত, সেইরূপ, তাঁহাদের শাস্ত্র নিষ্পন্ন মত সকলও সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু যতই কেন বিপরীত হউক না, তাঁহারা একই ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচিত হন, এবং একই মূল শাস্ত্রের দোহাই দেন।

সকল দেশের শাস্ত্রের পক্ষে একথা সত্য। কিন্তু আমাদের প্রাচীন আর্য্য শাস্ত্রবিষয়ে ইহা বিশেষ রূপে সত্য। সংস্কৃত ভাষাকে যে দিকে ঘুরাও, সেই দিকেই ঘুরে। এমন আর কোন ভাষাই নহে। সুতরাং সংস্কৃত শাস্ত্রের ব্যাখ্যার শেষ নাই। যে পণ্ডিতের নিজের মত যাহা, তিনি শাস্ত্র হইতে তাহাই নিষ্পন্ন করেন। একজন শাক্ত, সমগ্র ভাগবত গ্রন্থ শক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

একতাল কাদা লইয়া বালকেরা কখন মানুষ গড়ে, কখন বানর গড়ে যাহা ইচ্ছা তাহাই করে, পণ্ডিতেরা শাস্ত্র লইয়াও সেই রূপ করিতেছেন। কেহ বা শাস্ত্র হইতে প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, সুরাপান করিলে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত নরক-

গামী হয়। আবার কেহ বা শাস্ত্র দেখাইয়াই বুঝাইয়া দিতেছেন যে, যদি কেহ সুরাপান করিয়া ভূমিতলে পতিত হয়, ও বমন করে, ভগবতী তাহার প্রতি প্রসন্না হন! উভয়েই শাস্ত্রের দোহাই দিতেছেন! যে মাটীতে পূজার ঘট, সেই মাটীতেই মদের গুটি প্রস্তুত হয়।

---

## (প্রাপ্ত।)

## ব্রাহ্মসমাজ ও তদাশ্রিতা বিধবা।

আমরা যেরূপ ভাবে হিন্দু-বিধবাদিগকে ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় দিতেছি বা আনয়ন করিতেছি, তাহা ঠিক্ হইতেছে কি না? এ বিষয়ে প্রায় বৎসরাধিক কাল হইতে আমার মনে আন্দোলন চলিতেছে। এ সম্বন্ধে আমি অনেক ব্রাহ্ম-বন্ধুর সহিত আলাপ আলোচনাদিও করিয়াছি, তাঁহাদের কেহ কেহ আমার সহিত একমত হইয়াছেন। এমন কি ব্রাহ্মসমাজে বিবাহিতা কোন কোন বিধবা এবং তদাশ্রিতা কোন কোন অবিবাহিতা বিধবাও এ বিষয়ে আমার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। দিন দিনই আমার মনে এই ভাব দৃঢ়ীভূত হইতেছে যে, আমরা যে প্রণালীতে বিধবা-দিগকে হিন্দু-সমাজ হইতে আনিতেছি এবং আনিয়া আশ্রয় কিম্বা বিবাহ দিতেছি, তাহা ঠিক্ হইতেছে না; তাহাতে ব্রাহ্ম-সমাজের অনিষ্ট বই ইষ্ট হইতেছে না।

যে সকল বিধবা মহিলা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া থাকেন, তলাইয়া দেখিলে বিবাহই তাঁহাদের অনেকের—২। ৪ জন সম্বন্ধে অবস্থান্তর থাকিতে পারে—মুখ্য উদ্দেশ্য। এতদ্ব্যতীত হিন্দুসমাজে একাদশী,একাহার প্রভৃতি ব্রত নিয়মাদির কাঠিন্য বশতঃও কোন কোন বাল্যবিধবা স্বেচ্ছায় বা অভিভাবকদের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কেহ কেহ বা হিন্দুসমাজে আশ্রয়হীন হইয়াও ব্রাহ্মসমাজের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হয়েন। এখন বিবেচ্য এই, যাঁহাদের ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় লওয়ার এক মাত্র উদ্দেশ্য বিবাহ,—ধর্ম্ম নহে, অধিকাং-শের হয়ত ব্রাহ্মধর্ম্ম কি জিনিষ, আসিবার সময় তাহার কোন ধারণাই থাকে না—এরূপ পার্থিব কামনা লইয়া যাঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজে যোগ দিয়া থাকেন, তাঁহাদের দ্বারা ধর্ম্মসমাজের প্রত্যক্ষভাবে কোন অনিষ্ট না হইলেও পরোক্ষভাবে অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ও হেতু আছে কি না? ব্রাহ্মসমাজে এমন এক সময় গিয়াছে, যখন বিধবাগণ আশ্রয় লইতে না লইতেই তাঁহাদের বিবাহ হইত (সৌভাগ্যের বিষয় সম্প্রতি সেই প্রবাহ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে, দুই একটী অপ্রীতিকর ঘটনা দৃষ্টে কেহ কেহ অন্ততঃ একবৎসরকাল কোন বিধবা ব্রাহ্মসমাজে বাস না করিলে তাঁহার বিবাহে যোগ পর্য্যন্ত দেন না) তাহার দ্বারা কি কোন অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হয় নাই? আমরা জানি, অনেক সদুৎসাহী ধর্ম্ম প্রবণ ব্রাহ্ম এরূপ বিবাহ করিয়া নির্জ্জীব জড়প্রায় হইয়া পড়িয়াছেন! যাঁহাদের ত্যাগস্বীকার ও ধর্ম্মোৎসাহ দেখিয়া এক সময় ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদের নিকট অনেক আশা করিয়াছিলেন, এরূপ ধর্ম্মভাববিহীন এক মাত্র বিবাহেচ্ছু বিধবাদিগকে বিবাহ করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মভাব ও উৎসাহ উদ্যম অঙ্কুরেই বিশুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে! ইহা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের কত ক্ষতি হইয়াছে ও হইতেছে! কুমারী বিবা-হের দ্বারা যে এরূপ হওয়ার আশঙ্কা বা কারণ নাই, তা আমি বলিতেছি না। ধর্ম্মভাব বিবর্জ্জিত বিলাসপ্রিয় হইলে কুমারী বিবাহেও এরূপ অবস্থা সংঘটনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তবে যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে লালিত ও পালিত ও পরিবর্দ্ধিত, উপযুক্ত ও অভীপ্সিত শিক্ষা পাইলে তাঁহাদের সদ্য ব্রাহ্মীকৃতা এক মাত্র বিবাহেচ্ছু বিধবার সঙ্গে অনেক পার্থক্য হওয়ার কথা বটে। এরূপ নবাগত ব্রাহ্মিকার বিবাহ হইলেই তাঁহার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হইল—আশ্রয়হীনার আশ্রয় মিলিল; পতি পুত্র আপ-নার জন, ধন মান লাভ হইল! তারপর যদি স্বামীর হৃদয় অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রবণ হয়, তবে তিনি গড়িয়া পিটিয়া যতটুকু করিয়া তুলিতে পারেন। তবে একথাও মুক্তকণ্ঠে বলিব, কোন কোন বিধবা বিবাহান্তে নিজ পরিবার মধ্যে স্বর্গের ছবিও দেখাইয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের ছেলে মেয়েদের অপেক্ষাকৃত ধর্ম্মভাববিহীন হওয়ার একটী প্রধান কারণ আমার মনে হয়,তাহাদের মাতাদের ধর্ম্মভাবহীনতা।

তার পর যাঁহাদের শীঘ্র শীঘ্র বিবাহ হইতেছে না, তাঁহাদের অবস্থা কি দাঁড়াইতেছে? তাঁহাদের না হইতেছে খাওয়া পরার সুশৃঙ্খলা, না হইতেছে ধর্ম্ম শিক্ষা বা ধর্ম্মভাব বর্দ্ধন। শুনিতে পাই, বাবু দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের স্ত্রীর জীবদ্দশায় তাঁহার পরিবারে অনেক অনাথা বিধবার আশ্রয় ও সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য মিলিত। তখন অপরাপর ব্রাহ্মের বাড়ীতেও অবস্থানুযায়ী ২। ১ টী বিধবা থাকিতে পাইতেন। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। অনেকের অবস্থায় কুলায় না, কুলাইলেও অন্য গুরুতর কারণে সুবিধা হয় না। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দূরে থাকুক,দুবেলা দুপেট ভাত ও সামান্য পরিচ্ছদাদির জন্য তাঁহাদিগকে আজ এবাড়ী কাল ওবাড়ী ঘুরিয়া ফিরিতে হয়! হিন্দুসমাজে আপন পরিবার পরিজনের নিকট থাকিয়া তাঁহাদের আর কোন সুখ হউক আর নাই হউক, অন্ন বস্ত্রের জন্য এ রূপ ক্লেশ পাইতে হইত না। যদি এ রূপ না হইত, বিধবাদিগকে দীর্ঘকাল ব্রাহ্মসমাজে রাখিয়া উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া বিবাহ দেওয়া হইত; তবে বোধ হয় কোনও আশঙ্কার কারণ থাকিত না। তাহ'লে সদ্যব্রাহ্মীকৃতার বিবাহে যত ক্ষতির সম্ভাবনা, তত ক্ষতির কারণ হয়ত থাকিত না। এখন বিধবাদের শীঘ্র শীঘ্র বিবাহ না হওয়ার কারণ পাত্রীর প্রাচুর্য্য, পাত্রের অপ্র-চুরতা। এক সময় ইহার বিপরীত অবস্থা ছিল।

অনেক বিধবা হিন্দুসমাজে থাকিয়া মনে করেন, ব্রাহ্ম-সমাজে গেলেই বুঝি সর্ব্ব-প্রকার সুখের অধিকারিণী হইবেন, বিবাহিতা হইয়া আপনার পরিবার পরিজন লাভ করিবেন; তাই তাঁহারা অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় লইয়া থাকেন;—ব্রাহ্মেরাও সহৃদয়তার বশবর্ত্তী হইয়া আপ-নাদের ক্ষমতা ও অবস্থা না ভাবিয়া এবং বিধবাদের নিকট

হয়ত প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন না করিয়া, তাঁহাদের বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত সুখ স্বচ্ছন্দে রাখিতে পারিবেন কি না নিশ্চিত রূপে না জানিয়া ভবিতব্যতার উপর নির্ভর করিয়া আপনাদের সমাজে আনিয়া থাকেন;—কিন্তু পরিণামে তজ্জন্য উভয় পক্ষকেই অনেক অসুখ অসুবিধা ভুগিতে হয়। এক সময় আশা করা গিয়াছিল, যে সকল বিধবার ব্রাহ্মসমাজে বিবাহ হইয়া স্বচ্ছল অবস্থা হইয়াছে, তাঁহারা আপনাদের পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া সমদুঃখিনী বিধবা ভগ্নীদিগকে আপনাদের বাড়ীতে অবস্থানুসারে আশ্রয় দিবেন; কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, তাঁহাদিগকেই যেন সর্ব্বাগ্রে এ বিষয়ে পরাঙ্মুখ দেখা যায়! কোন দিন যে তাঁহাদের ওরূপ অবস্থা ছিল, ব্যবহার দেখিলে তাহা মনে হয় না। তাঁহারা পরবর্ত্তী বিধবাদের কত্তই খুঁত দেখিতে পান!!

আমাদের এরূপ কোন আশ্রমাদি নাই বা আপাততঃ হইতে পারে না, যেখানে আসিয়া বিধবারা আশ্রয় লইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে দিন যাপন এবং ধর্ম্ম শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। হইতে পারে না এই জন্য বলিতেছি যে, আমাদের মধ্যে ২।৪ জন অবস্থাপন্ন লোক থাকিতে পারেন; কিন্তু অধিকাংশই দরিদ্র। তাহা না হইলে যেই কোন পরিবারের অভিভাবকের মৃত্যু বা গুরুতর পীড়া হয়, অমনি সেই পরিবারকে সাধারণের বা বন্ধুবান্ধবের মুখাপেক্ষী হইতে হয় কেন? কেবল ব্রাহ্মদের দ্বারা একটা বিধবা আশ্রম পরিচালিত হওয়া অসম্ভব ও দুরাশা। যাহারা আপনাদের ধর্ম্ম প্রচারকদের স্বচ্ছল অবস্থায় রাখিতে পারে না বা চেষ্টা যত্ন করে না, আপনাদের অবলম্বিত ধর্ম্ম প্রচারের জন্য অর্থ দানে অপারগ বা কুণ্ঠিত; তাহারা আবার বিধবা আশ্রমের জন্য অকাতরে অর্থ দিবে, এ কথা আমার মত সন্দেহবাদী লোক বিশ্বাস করিতে পারে না। এ দেশ অপর দেশ নহে, এ জাতির এমন শিক্ষা নহে যে, কেহ বিধবা-আশ্রম খুলিলেই সাধারণে তাহার সাহায্যার্থ মুক্ত হস্ত হইবে, মৃত্যুকালে ইহার জন্য উইল করিয়া যাইবে। সে সৌভাগ্যের দিন, এ দেশের অদৃষ্টে অনেক দূরে। তাই বলি, বিধবাদিগকে আনিবার পূর্ব্বে এজন্য একটী সাধারণ ফণ্ড সংগৃহীত হউক এবং তাঁহাদের থাকার জন্য একটী স্বতন্ত্র আশ্রম খোলা হউক। তৎপর প্রকাশ্য ভাবে সংবাদ পত্রে ঘোষণা করা হউক "যে সকল হিন্দুবিধবা এই আশ্রমে আশ্রয় লইতে ইচ্ছা করিবেন, তিনিই ইহাতে আশ্রয় পাইবেন; তাঁহাদের প্রত্যেককে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন (By honest means and labours) করিতে হইবে; তাঁহাদিগকে নিয়মিত রূপে বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয় হইবে। তাঁহাদের কাহার বিবাহ হইতেও পারে, নাও হইতে পারে; না হইবারই অধিক সম্ভাবনা।" এই রূপ অবস্থা জানিয়া শুনিয়া যদি কোন বিধবা এই আশ্রমে আশ্রয় লয়েন, আর তাঁহার বিবাহাদি না হয়, তবে তাঁহার মনে ক্ষোভের বা অপরকে দোষারোপ করিবার কারণ থাকিবে না। এ দিকে ব্রাহ্মগণ সৎস্বভাবান্বিতা ধর্ম্মপরায়ণা বিধবাদিগের বিবাহ দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে পারেন, আর এই রূপ কোন আশ্রম না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রাহ্মগণ আপনাদের পরিবারে বিধবাদিগকে যে রূপ আশ্রয় দিতেছেন, তদ্রূপ আশ্রয় দিলেও তাঁহাদিগকে আবার পূর্ব্বেই বুঝিতে ও জানিতে দেওয়া কর্ত্তব্য যে, ব্রাহ্মসমাজে আসিলে হিন্দুসমাজের ন্যায় হয়ত এখানেও আজীবন অবিবাহিতা থাকিতে হইবে এবং অন্ন বস্ত্রের ক্লেশাদি হওয়ারও সম্ভাবনা আছে নতুবা এক মাত্র বিবাহেচ্ছুদের বিবাহ না হইলে বিপদের আশঙ্কা ও সম্ভাবনা। একথা স্ত্রী পুরুষ, কুমারী, বিধবা সকলের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। সমাজনেতাদিগের এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন হওয়া ঠিক্ নহে।

যে দুইটী অনিষ্টের উল্লেখ হইল, তদ্ব্যতীত আর গুরুতর অনিষ্ট সময় সময় ঘটিয়া থাকে। কখন কখন এ রূপ দেখা যায়, প্রকৃত অভিভাবক বা অভিভাবকবেশধারী কেহ নিয়মিত রূপে খরচাদি বহন করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়া সামান্য অবস্থার কোন ব্রাহ্মের বাড়ীতে একটী বিধবাকে রাখিয়া যান। কিন্তু যেই মন, আর চিরকালের মত অদর্শন; তার পর আর তাঁহাদের খোঁজ খবর নাই। তখন সেই ব্রাহ্মকে এই বিধবা লইয়া বিব্রত হইতে হয়। সময় সময় ইহাপেক্ষাও চতুর লোকের চক্রান্তে পড়িয়া ব্রাহ্মদিগকে বিষম ঠকা ঠকিতে হইয়াছে—বিপদ ও কলঙ্কগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। তজ্জন্য ব্রাহ্মসমাজকে সাধারণের নিকট হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতে হইয়াছে। কিন্তু কি ক্ষোভের বিষয়, তথাপি ব্রাহ্মদের চৈতন্য জন্মিতেছে না, তাঁহারা বিশেষ না জানিয়া শুনিয়া কত অজ্ঞাত কুলশীল বিধবাকে এক মাত্র সহৃদয়তার বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত করিয়া লইতেছেন! প্রত্যক্ষভাবে না হউক, পরোক্ষভাবে ইহার অনিষ্টকারিতা ব্রাহ্মসমাজকে ভোগ করিতে হইতেছে ও হইবে। সমাজ সংস্কার করিতে যাইয়া ধর্ম্মসমাজকে একটা পতিতপাবন সমাজ করিয়া তোলা ঠিক্ কি না? অত্যন্ত বিবেচ্য বিষয়। যে-ই যে-কোন-কারণে বিধবা বিবাহ করিল বা বিবাহাদি না করিয়া স্ত্রী-পুরুষে স্বামীস্ত্রীরূপে বাস করিল, তাহারা কোন দিন ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম ও সমাজের ধার ধারিল বা নাই ধারিল, অন্যত্র স্থান না হইলেই কোন প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্ম-বন্ধুর সহায়তার স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত হইয়া গেল! ইহা সম্পূর্ণ নিরাপদ কি না, ব্রাহ্মসাধারণের গভীরতর বিবেচ্য বিষয়। এই রূপ কতকগুলি কারণে ব্রাহ্মসমাজ দেশের শিক্ষিত ও সাধারণ জনগণের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি হারাইতেছেন। আমার বিবেচনায়, যে সংস্কার দ্বারা সমাজের ধর্ম্ম ও নীতি মলিন ও হীন হওয়ার আশঙ্কা ও সম্ভাবনা, বিশেষ সাবধানতা ও বিবেচনার সহিত তাহাতে হস্তার্পণ করা উচিত। এ বিষয়ে আমার যে সকল ভ্রম ক্রটী আছে, কেহ অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রদর্শন করিলে বাধিত হইব।

শ্রীগগনচন্দ্র হোম

## সঙ্গত।

### উপাসনাশীলতাই ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি।

শি। আমি প্রথমে কিছু বলিব। আগে দেবেন্দ্র বাবুর সময়ে কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে আসিলে তাহাকে একখানি প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিতে হইত; তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে ইহা লেখা থাকিত যে রোগ শোক প্রভৃতি ব্যাঘাত না ঘটিলে অন্ততঃ দুইবার পরব্রহ্মে চিত্ত সমাধান করিব। তাহার পর কেশব বাবুর সময়ে একটা বড় পরিবর্ত্তন হয়; তিনি দীক্ষিত করিবার সময় যে প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লইতেন তাহাতে এইমাত্র লেখা থাকিত যে আমি ঈশ্বর সমীপে অদ্য হইতে ব্রাহ্ম পরিবার ভুক্ত হইলাম। আজ কাল আমাদের সমাজেরও গতি ক্রমশঃ এইদিকে যেন বোধ হয় হইতেছে। কিন্তু যাহা হউক যদিও কেশব বাবু দীক্ষিত করিবার সময় কোন কিছু স্বাক্ষর করাইয়া লইতেন না, তথাপি তিনি প্রত্যেককে উপাসনার একটা জীবন্ত ভাব দিতেন, আধ্যাত্মিকতার জলন্ত পিপাসার উদ্রেক করিয়া দিতেন। আমাদের সমাজে সভ্য করিবার সময় আমরা কেবল কতকগুলি ব্রাহ্মধর্ম্মের মত যিনি মানেন, কাজে করুন আর নাই করুন, তাঁহাকেই সভ্য করি। সভ্যকে স্বাক্ষর করিতে হইবে যে "উপাসনার আবশ্যকতা বিশ্বাস করি" কিন্তু প্রত্যহ উপাসনা করি কি না তাহার দরকার নাই। আমাদের সমাজের, আমার বোধ হয় অধিকাংশ সভ্য কেবল মতে উপাসনার উপকারীতায় বিশ্বাস করেন মাত্র কিন্তু উপাসনা করেন না। সেই জন্যই আমাদের সমাজের আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে এত দুর্দ্দশা।

প্র। যখন উপাসনা করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না, তখন কি কি উপায়ে প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারা যায়?

শি। এ সম্বন্ধে আমি আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা বলিব। যখন আমার উপাসনা ভাল না লাগে তখন আমি একখানি কোরাণ বা বাইবেল অথবা অন্য কোন পুস্তক, যাহাতে বিশ্বাসের কথা আছে, কারণ আমার সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসের কথা পড়িলে উপাসনার ভাব আসে, তাহা পাঠ করি, এবং প্রত্যেক কথার ভাবের ভিতর প্রবেশ করিতে চেষ্টা করি, ও তাহার সহিত আমার জীবনের তুলনা করি, এই করিতে করিতে আমার উপাসনা করিতে ইচ্ছা হয়। আর কখন কখন সাধু মহাত্মাদের নাম স্মরণ করিলে প্রাণে ভাব আসে, এইটী বৈষ্ণবদের মধ্যে বড় দেখা যায়। ইহাকে গৌর চন্দ্রিকা বলে। নরোত্তম দাসের প্রার্থনা পড়িলে দেখা যায় যে প্রার্থনার আগে কেবল ভক্তদের স্তুতি বন্দনা। আর যাঁহারা মান্দ্রাজে গিয়াছেন তাঁহারা দেখিয়াছেন যে যদিও পারেয়াদের সকলেই ঘৃণা করে তথাপি অনেক পারেয়া, আড়োয়ার হইয়াছে। কোইম্বাটুরের মন্দিরের প্রবেশের পথে দুইধারে এই সকল আড়োয়ারদের মূর্ত্তি, তৎপরে মন্দিরে দেবমূর্ত্তি। আর আমার উপাসনা ভাল না লাগিলে, যাঁহাকে আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে আমাপেক্ষা অগ্রসর বলিয়া আমার বিশ্বাস আছে এমন বন্ধুর বাটী যাই এবং তাঁহার সহিত আলাপ করি, এইরূপ সাধু সহবাসেও অনেক সময়ে উপাসনার ভাব আসে। আর আমি সময়ে সময়ে নাম জপ করি, আমার নাম জপের অর্থ কেবল মুখে ভগবানের নাম করা নয়। যেদিন ঈশ্বর কৃপাতে উপাসনার সময় একটী ভাল ভাব পাই সেই ভাবটী একটী কথার সহিত যুক্ত করিয়া রাখিতে হয়। সেই কথাটী যেন Nut shell তাহার ভিতর সেই ভাবটীকে পুরিয়া যখন সেই কথাটী উচ্চারণ করি তখন আবার তাহা হইতে পূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। ইহাকে এক প্রকার ভাব সাধনা বলিলেও হয়। যখন কথার সহিত ভাবের এইরূপ সাধন হয় তখন সেই কথা জীবন্ত করা হয়, এবং তাহা উচ্চারণ করিবামাত্রই প্রাণ সজাগ হইয়া উঠে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্ম্মে যে শ্লোকগুলি আছে সেইগুলি এইরূপে সাধন করিয়াছেন। তাঁহার সহিত আমার দার্জ্জিলিং থাকিতে যখন সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি আমাকে একদিন বলেন দেখ, আমাকে সকলে বড় Conservatoring সংস্কৃত শাস্ত্রের পক্ষপাতী বলে, কিন্তু দেখ আমার মত হাফেজের গোঁড়া কে আছে, কিন্তু যদি বল যে উপনিষদ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মে যে সকল শ্লোক তোলা হইয়াছে তাহার মধ্যে কেন পরিবর্ত্তন করেন না, সে ভিন্ন কথা, দেখ আমি যে ঐ শ্লোকগুলি কি ভাবে দেখি তাহা তোমরা বুঝিতেই পার না আমার উহাতে কেহ হাত দিও না।

প্র। এই ভাব সাধনা কিরূপ তাহা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলুন।

শি। আমার মনে হয় যে প্রত্যেক ব্রাহ্মের দুই প্রকার উপাসনা থাকা আবশ্যক, এক পূর্ণাঙ্গীন উপাসনা, আর এক ভাব সাধনা। যেদিন রোগ শোক বা অন্যান্য কার্য্য বশতঃ সর্ব্বাঙ্গীন উপাসনা করিবার সময় থাকে না সেদিন এই ভাব সাধনা থাকিলে, পুনঃ পুনঃ সেই নাম জপে অনেক উপাসনার ফল হয়। আমি একবার টেণে জনকয়েক বন্ধুর সঙ্গে মফঃসলে যাইতেছিলাম যখন সে গ্রামে পৌঁছিলাম, তখন বেলা প্রায় ১২টা, তাঁহারা আমাদের জন্য আহার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা স্নানের পর আহারে বসিব। ইতিমধ্যে একজন বন্ধু স্নানের পর বলিলেন বসুন মহাশয় আমি আসিতেছি এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে গিয়া, দেখি যে তিনি একটী নির্জ্জন ঘরে গিয়া নমস্তে সতে তে এই স্তোত্রটী ২।৩ বার আস্তে আস্তে পাঠ করিলেন, এবং ইহাতেই তাঁহার উপাসনার কার্য্য হইল। অতএব আমাদের প্রত্যেকের একটী না একটী স্তোত্র সাধনা দ্বারা আয়ত্ত করিয়া রাখা উচিত। দেবেন্দ্র বাবুর নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী শ্লোক বলিলে তাঁহার মস্তকের কেশ খাড়া হইয়া উঠে। এইরূপ সাধিত না হইলে কথা দ্বারা কোন কার্য্য হয় না।

প্র। আচ্ছা যখন এইরূপে নাম সাধনা হইয়া যায় তখন আবার আরাধনা ধ্যান প্রার্থনা প্রভৃতি করিয়া পূর্ণাঙ্গীন উপাসনা করিবার প্রয়োজন কি? সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্ বলিয়া আরাধনা না করিলে কি কিছু ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা?

শি। হাঁ সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এ বলিয়া এরূপ মনে করা উচিত নয় যে আমি একা নির্জ্জনে বসিয়া যখন উপাসনা করিতেছি তখন যদি ভগবান আমাকে একভাবে মগ্ন করিয়া সেই ভাবেই অনেকক্ষণ আমার নিকট প্রকাশিত থাকেন, তবে আমি জোর করিয়া তাহা হইতে মন উঠাইয়া লইয়া অন্য স্বরূপ ধ্যান করিব না কারণ ইহাতে অনিষ্ট আছে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরের সকল স্বরূপগুলি চিন্তা করা উচিত। দেবেন্দ্র বাবুর মত ব্রাহ্মসমাজে উচ্চ লোক আর কে আছে, তথাপি তিনি প্রত্যহ আদিসমাজের পদ্ধতি অনুসারে পূর্ণাঙ্গীন উপাসনা করেন। তাহার কারণ এই যে ঈশ্বরের সমস্ত স্বরূপ চিন্তা না করিলে, আমাদের মধ্যেও ঐ সকল স্বরূপগুলি বিকশিত হইবে না, আমাদের পূর্ণাঙ্গীন সাধন হইবে না। যে যে স্বরূপটী অধিক চিন্তা করে তাহার জীবনে সেই ভাবটী অধিক পরিমাণে প্রবল হয়, সুতরাং সত্যম্ জ্ঞানমনন্তং বলিয়া উপাসনা না করিলে আমাদের মধ্যে সত্য, জ্ঞান, প্রভৃতি সকল গুলিই বর্দ্ধিত হইতে পারে না। কিন্তু তা বলিয়া মনে করা উচিত নয় যে বুঝি কেহ Specialist থাকিবেন না, অর্থাৎ কাহারও জ্ঞান, কাহারও প্রেম কাহারও বা অন্য কোন ভাব প্রবল থাকিবে না। প্রত্যেকেই তাহার প্রকৃতি অনুসারে Specialist হইবেই হইবে; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষা অনুসারে সকলকেই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

ব্র। এই সত্যম্ জ্ঞানমনন্তং প্রভৃতি ছাড়া কি ঈশ্বরের আর কোন স্বরূপ নাই? তিনি ত অনন্ত স্বরূপ, অতএব এই সকল গুণ ছাড়া তাঁহার আরও অসংখ্য গুণ আছে, সে সকল গুণও আমাদের আত্মাতে বর্দ্ধিত হইবে অতএব কেবল সত্যম্ জ্ঞানমনন্তং প্রভৃতি গুণগুলি বলিয়া আরাধনা করিলে কি হইবে, আরও অনেক ভাবও আমি পাইলাম না, সুতরাং সত্যম্ জ্ঞানম্ বলিয়া আরাধনা না করিলে যে আমার আত্মার বিকাশ হয় না এ কথা আমি মানি না।

শ্রী। আমিও তাই মনে করি, আমার হৃদয়ে সত্য প্রেম, পুণ্য প্রভৃতি ভাব রহিয়াছে; পাপের অবস্থায় সে সকল যেন অর্গলবদ্ধ থাকে, এবং আরাধনা, ধ্যান প্রার্থনা প্রভৃতি যেন এক একটী এই অর্গল খুলিবার যন্ত্র স্বরূপ। কেবল ইহারাই এই অর্গল খুলিতে পারে তাহা নহে সঙ্গীত, কোন কথা বা কার্য্য যে কোন উপায়ে এই অর্গল খুলিতে পারিলেই হইল। তাহার পর উপাসনা আপনা আপনিই হইয়া যায়।

শি। মনে কর তোমার নিকট একটী যুবক আসিয়া বলিল দেখুন মহাশয় আমার বড় ধর্ম্মের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে আপনি ঈশ্বর লাভের কোন উপায় আমাকে বলিতে পারেন কি? তুমি তাহাকে কি বলিবে?

শ্রী। আমি বলিব দেখ তুমি ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বরের নিকট গিয়া বল প্রভু আমি কিছুই জানি না, তোমার কি স্বরূপ তাও আমি বুঝি না, তুমি কিরূপ তাও জানি না, তুমি কৃপা করিয়া আমার নিকট সকল প্রকাশ কর।

কে।

আমি ঠাকুর হাবা গোবা
ফুল নাও থাবা থাবা

এ কথা কজন লোক প্রাণের সহিত বলিতে পারে?

শ্রী। যে কয়জন পারে তাহারাই ধর্ম্ম পাইবে।

সী। বেশ কথা আমি মানিলাম কিন্তু আপনি তা বলিয়া আরাধনা যে অত্যাবশ্যক নয় তাহা কোথায় প্রমাণ করিলেন? আপনি দেখাইলেন যে ব্যাকুলতা চাই।

শ্রী। আমি বলিতেছিলাম যে mechanical আরাধনাতে কোন উপকার নাই; সত্যম্জ্ঞানমনন্তং বলিয়া মুখস্থ কথা বলিলে কোন ফল নাই।

সী। দেখুন আপনারা যদি আমাকে প্রাণের কথা খুলিয়া বলিতে অনুমতি দেন তবে বলি, আমাদের সমাজে এমন একদল লোক জন্মিতেছেন যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের এত কালের প্রচারিত সাধনের উপর অনাস্থা দেখাইতেছেন শ্রী—শ্রীবাবুর কথায় আপনারা,যদিও তত কিছু পাইতেছেন না কিন্তু প্রত্যেক সভাতে দেখিবেন যে ইহাঁদের কথা শুনা যায়। এই যে উপাসনা যাহা ব্রহ্ম সাধনের কেন্দ্র স্থান তাহাতে ইহাঁরা অনাস্থা দেখান। আমি এখনই একজন লোকের নাম করিতে পারি তাহারা যদিও আমাদের সমাজের সভ্য তথাপি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তিত উপাসনায় সম্পূর্ণ অনাস্থা প্রদর্শন করেন।

চ। দেখ সী—তুমি কিছু বেশী বলিতেছ; ব্রাহ্ম ধর্ম্মের দেবেন্দ্র বাবু অপেক্ষা Authority কেহ নাই। আমি তাঁহাকে এক দিন জিজ্ঞাসা করি যে উচ্চ সাধনার্থীর পক্ষে কি আমাদের এই প্রচলিত উপাসনা প্রণালী যথেষ্ট? তিনি বলেন তাহা নহে। তবে প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে ইহা অতীব প্রয়োজনীয়, এবং উচ্চ সাধনার্থীর পক্ষে কি প্রয়োজনীয় তাহা নিজে নিজে ঠিক করিতে হয়, সে সম্বন্ধে কোন স্থিরতা নাই। ব্রহ্ম সাধন বলিয়া একটা কিছু স্থির নিশ্চিত সাধন প্রণালী হয় নাই; দেবেন্দ্র বাবু তাঁহার ভাবানুসারে যাহা করিয়াছিলেন কেশব বাবু তাহাতে অনেক যোগ করেন পরে ইহাতে যোগ সংস্কার হইবে অতএব ব্রহ্মসাধন ক্রমোন্নতিশীল।

সী। দেবেন্দ্র বাবুর সহিত আপনার গোপনে আলাপ হইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু আমরা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের পুস্তক পড়িয়া বক্তৃতা শুনিয়া, ব্রাহ্মসমাজের কাগজে যে সকল সাধনের কথা পাই, তাহাই ব্রহ্মসাধন এবং উপাসনাই সেই সাধনের কেন্দ্র স্থান বলিয়া বোধ হয়।

শি। আমিও বলি যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম একটী সাধন পথ আমাদিগকে দিয়াছেন।

কে। আরও দুঃখের বিষয় এই যে যাঁহারা এই ব্রহ্মসাধনে অনাস্থা করেন, তাঁহারা কখন কিছু দিনের নিমিত্ত ব্রহ্ম-সাধন প্রাণপণে অবলম্বন করেন নাই, কেবল বলিয়া বেড়ান যে এতে কিছু হয় না।

সী। আমারও তাই বলিয়া সন্দেহ হয়, ঐ দলের অধিকাংশ বোধ হয়, ঠিক জানি না, কোন রূপ ব্রহ্ম-সাধন কিছুকাল ধরিয়া করেন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করা উচিত নয়

যে তাঁহাদের বুঝি আধ্যাত্মিক ক্ষুধা বড় কম, তাহা নহে কারণ তাঁহারা বড় ধর্ম্ম পিপাসু আমি নিজে তাহা জানি।

চ। এক দিন আমার এক জন বন্ধু আমার বাড়ীতে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে প্রচলিত ব্রহ্ম সাধন কেবল শিশুর স্তন পান মাত্র। শ্রী—বাবু আপনি mechanical আরাধনা কাহাকে বলেন? যদি এক দিন আরাধনা করিয়া আপনি কোন উপকার না পান তবে কি সেটা mechanical হইয়া যায়? তাও নয়, কারণ অপর দিন হয়ত আবার সেই আরাধনাতে আপনার প্রাণ ভিজিতে পারে।

সী। ইহাঁদের গূঢ় কথা, কেন ইঁহারা। ব্রহ্ম-সাধনকে এত সন্দেহের চক্ষে দেখেন তাহা এই সকল প্রকাশ্য সভায় ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত।

শ্রী। আমিও আমার বক্তব্য বলিয়াছি; আমি তাহার মধ্যে ব্রহ্ম-সাধনের কোন নিন্দা করি নাই; এবং আমার এখন যতদূর বিশ্বাস আমার বোধ হয় ব্রাহ্মধর্ম্মের উপাসনাতে অনেক উপকার হয় বটে। কিন্তু তথাপি বলি যে ও রূপ সত্যং জ্ঞানং বলিয়া আরাধনা না করিলে যে বিশেষ কিছু ক্ষতি আছে তাহা মানি না।

সী। "শ্রী—বাবু" যখন আপনি ব্যাকুল হইয়া ঐ ভাবে ভগবানকে বলিবেন যে জগদীশ! তুমি আমাকে উপাসনা করাও তখন আপনার কি কি অবস্থা হয় তাহা বলিতে পারেন।

শ্রী। সে সকল এখন কি করিয়া বলিব?

সী। না তা হবে না, আপনাদের কথা স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত। আপনারা স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন না অথচ আমাদের সাধনের নিন্দা করেন।

শ্রী। আমি নিন্দা করি না। তবে আমার যতদূর মনে আছে তাহা বলিতেছি। ঐ রূপ উপাসনা আমি অতি অল্প বার করিয়াছি। প্রথমতঃ আমি ঐরূপ ব্যাকুল হইয়া বসি বসিয়া ক্রমাগত বলি জগদীশ্বর আমি কিছু জানি না তুমি আমাকে তোমার উপাসনা করাও; এই বলিতে বলিতে যখন ভাব আসে তখন আনন্দে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে থাকি।

সী। আপনি নাকি তবে আরাধনা করেন না? গুণ কীর্ত্তন শব্দের অর্থ কি? আপনি বুঝি মনে করেন যে সত্যং জ্ঞানং যদি না বলা যায় তবে বুঝি আরাধনা হয় না; তা নয়; যে কোন রূপেই হউক তাঁহার দয়া, প্রেম, জ্ঞান, শান্তি, পবিত্রতা চিন্তা করিলেই হইল। আপনারা কেন হাজার সাধনের নূতন পথ দেখান না কিন্তু যে সাধনে ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা ও শক্তি এই চারি স্বরূপের চিন্তা নাই, সে সাধনে কখনই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, এবং জীবনও উন্নত হয় না।

উ। "সী—বাবু", আমি আপনি যে দলের কথা বলিলেন আমি যদিও সে দলের সভ্য নহি তথাপি আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে কেমন করিয়া একটী সাধারণ ধর্ম্মসাধন প্রণালী থাকিবে। আমার বোধ হয় যে, প্রত্যেককেই যে উদ্বোধন আরাধনা, ধ্যান প্রার্থনা প্রত্যহ করিতে হইবে তাহা না হইতেও পারে, হয়ত কাহারও এমন মনের ভাব হইতে পারে যে তাহার প্রার্থনা ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না। আপনি কি বলেন যে তাঁহাকে মনের সে ভাব দমন করিয়া আরাধনার ভাব আনিতে হইবে?

সী। আমি যদিও সে স্থলে কি কর্ত্তব্য তাহা বলিতে প্রস্তুত নহি তথাপি বলিতে পারি যে, কেবল ক্রমাগত প্রার্থনা করিলে মনের অন্যান্য ভাব অসম্পূর্ণ থাকিবে।

উ। খুলিয়া বলিতে দোষ নাই আমি স্পষ্ট বলিতেছি যে আমি প্রার্থনা ভিন্ন কিছুই বুঝি না; আরাধনা ধ্যান কাহাকে বলে তাহা আমি জানি না। আমার ক্রমাগত প্রার্থনার ভাবই আসে আর কোন ভাব আসে না।

সী। তবে আমিও খুলিয়া বলি আপনার ব্রাহ্ম ধর্ম্মের Ideal সম্বন্ধে বোধ হয় ভাল জ্ঞান নাই, একটা Vague Idea আছে।

বি। "সী—"বাবু আমি বিশ্বাস করি যে আমরা ভগবানকে ডাকিতে গিয়া, উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা ইহার অন্যতম অথবা সকলগুলির আশ্রয় লইব। উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা ছাড়া আর কোন দ্বার আছে বলিয়া আমি স্বীকার করি না বটে, কিন্তু সকলেরই যে সমান ভাবে উপাসনার প্রত্যেক অঙ্গটী ভাল লাগিবে তাহার কোন কারণ নাই। কাহারও বা আরাধনা, কাহারও বা প্রার্থনা ভাল লাগিতে পারে; তাহাতে আপনার আপত্তি কি? আর যদিও আমরা সকলে ব্রাহ্ম বটে কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা কি সকলের সমান? তবে কেমন করিয়া আপনি একটা সাধারণ প্রণালী অনুসারে সকলকেই সাধন করিতে হইবে একথা বলেন? আর এক কথা এই যে আপনি কেমন করিয়া জানিলেন যে যদি কাহার এমন প্রার্থনার ভাব আসে যে তাহার প্রার্থনা ভিন্ন অন্য কিছু ভাল লাগে না, আপনি কি করিয়া জানিলেন যে সেরূপ ক্রমাগত প্রার্থনা করিলে আত্মার অপকার হইবে?

অ। আমার বোধ হয় যে মিছে গোলযোগ হইতেছে। দেখ ঈশ্বরের সত্বা ও মঙ্গলভাবে বিশ্বাস না থাকিলে কি কখন প্রার্থনা হয়? তা হয় না ত? তবে যে সে প্রার্থনার মধ্যেও তুমি আরাধনা কর। কেহ বা ঈশ্বরের গুণ সকল মুখে উচ্চারণ করে তুমি প্রাণেই তাহা অনুভব কর।

হ। তা হতে পারে, কিন্তু যে প্রত্যেক দিন ঠিক প্রণালীমত উপাসনা না করিলে কোন বিশেষ কিছু হয় তাহা বোধ হয় না। আমার জীবনের কথা কিছু বলিব। প্রথমতঃ আমি ব্রাহ্ম হইয়া উপাসনা সংকীর্ত্তন প্রভৃতি করিতে থাকি; কিছু দিন পরে আমার একজন পরিচিত লোক কতকগুলি দার্শনিক তর্ক দ্বারা আমার মনে সন্দেহ প্রবেশ করাইয়া দেন। তাহার পরে আমি যখন প্রার্থনা, বা আরাধনা করিতে যাইতাম তখনই আমার সন্দেহ হইত। আমি শেষে নিরাশ হইয়া কেবল সূক্ষ্ম বিচার ও দার্শনিকতত্ত্ব আলোচনা করিতে লাগিলাম। এইভাবে আমার অনেক দিন চলিয়া যায়। আমার বোধ হয় যে প্রথম অবস্থায় দিন কয়েক বা জ্ঞানের সাধনা, দিন কয়েক প্রেমের, দিন কয়েক কার্য্যের সাধনা হয়, উল্টো পাল্টা হইয়া যায় কিন্তু যখন উচ্চ অবস্থায় উঠা যায়

তখন প্রত্যেক দিনই জ্ঞান, প্রেম, কার্য্যের সাধনা ঘটিতে পারে।

জ। আমারও তাই মনে হয়। আরাধনা, ধ্যান প্রভৃতি উপাসনার অঙ্গ বটে কিন্তু বড় উচ্চ অঙ্গ।

শু। কেশব বাবু উপাসনাকে আহারের সঙ্গে তুলনা করিতেন, যেমন অনেকগুলি তরকারি রন্ধন হয়, এবং প্রত্যেকেই কিছু কিছু আহার করি বটে কিন্তু যেদিন যেটা অধিক ভাল লাগে সেদিন সেটী অধিক আহার করি।

শি। তোমরা কেন মিছামিছি গোলযোগ করিতেছ; যখন সকলেই উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা ভিন্ন অন্য কোন পথ স্বীকার করিতেছ না, তখন কে কতটুকু ধ্যান করে কতটুকু প্রার্থনা করে এ সকল লইয়া এত তর্ক কেন? আমি দেবেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে নগেন্দ্র বাবুর মুখে শুনিয়াছি যে দেবেন্দ্র বাবুর সকল কার্য্য ঘড়ির কাঁটার ন্যায় সম্পাদিত হয়। প্রত্যহ ঠিক্ ৪টার সময় দেখিবে তিনি গান ধরিয়াছেন, তৎপর উপাসনা করেন। তাহার পর একটু বেড়াইতে বাহির হন।

ঠিক্ যেই ১২টা বাজে অমনি আহার করিতে বসেন। এইরূপে সকল কার্য্য হয়; কিন্তু নগেন্দ্র বাবু দেখিয়াছিলেন যে হয়ত একদিন হইল যে দেবেন্দ্র বাবু প্রাতে উপাসনায় বসিয়াছেন, ৬টা, ৭টা, ৮টা বাজিল তিনি আর উঠেন না; সেদিন আর কিছু আহার হইল না। সেইরূপ উপাসনা করিবে; কিন্তু কোন বিশেষভাবে আসিলে তাহাকে বাধা দিও না।

## অগ্নি পরীক্ষা।

### লেডি জেন্‌গ্রে।

ইংলণ্ডের সম্রাট সপ্তম হেন্‌রী একটী পুত্র ও দুইটী কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। এই পুত্র অষ্টম হেন্‌রী এবং কন্যাদ্বয় মারগারেট্ ও মেরী। অষ্টম হেন্‌রীর তিন বিবাহ। প্রথমা স্ত্রী ক্যাথারিণের গর্ভে মেরী *, দ্বিতীয়া স্ত্রী অ্যান্‌বোলিনের গর্ভে এলিজাবেথ ও তৃতীয়া স্ত্রী জেন্‌সিমাওয়ারের গর্ভে এড্‌ওয়ার্ডের জন্ম হয়। এই এড্‌ওয়ার্ড, ষষ্ঠ এড্‌ওয়ার্ড নামে পরিচিত। মারগারেটের সন্তান সন্ততির সহিত আমাদিগের প্রবন্ধের কোন প্রকার সংস্রব নাই, তাই তাঁহাদিগের নামাবলী এস্থলে উল্লিখিত হইল না। মেরীর গর্ভে ফ্র্যান্সেস্ ব্র্যাণ্ডন্ নামক একটী কন্যা জন্মে। সাফোকের ডিউক হেনরীগ্রের সহিত এই কন্যার বিবাহ হয়। সুপ্রসিদ্ধা মহিলা জেন্‌গ্রে এই ফ্র্যান্সেস্ ব্র্যাণ্ডন্ ও হেনরীগ্রের কন্যা; লর্ডগিল্ডফোর্ড ডাড্‌লির সহিত তিনি পরিণীতা হন।

১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কালে ষষ্ঠ এড্‌ওয়ার্ড ইংলণ্ডের সিংহাসন শূন্য করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন সম্রাটের মৃত্যুতে তাঁহার ভগ্নী মেরীরই সিংহাসনে অধিকার জন্মিল। মেরী তখন রাজধানীতে ছিলেন না, তাই কাউন্সিলের সভ্যগণ রাজার মৃত্যু সংবাদ সম্পূর্ণ গোপন রাখিলেন। তাঁহারা গোপন রাখিলেন বটে, কিন্তু সে সংবাদ মেরীর অগোচর রহিল না। আরুণ্ডেলের আর্‌ল্ মহাশয় গোপনে মেরীর নিকট সকল রহস্য প্রকাশ করিয়া দিলেন এবং সম্ভবতঃ লেডিজেনই সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন, একথাও তাঁহাকে জানাইলেন। এই সংবাদে মেরী সাফোক্ সায়রের ফ্র্যামলিংহাম্ নগরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং যাহাতে সিংহাসন স্বয়ং প্রাপ্ত হইতে পারেন, বিবিধ উপায়ে তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। এই স্থানে পৌঁছিবার পূর্ব্বে তিনি কাউন্সিলের সভ্যগণকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তাঁহাদিগকে জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতৃবিয়োগ সংবাদ তিনি অবগত হইয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাঁহারা তাঁহাকে একথা অবগত করান নাই; কিন্তু তবুও যদি তাঁহারা তাঁহাকে রাজ্ঞীর আসন প্রদান করিয়া সমুচিতরূপে আপনাদিগের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করেন, তবে তিনি তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিতেও প্রস্তুত আছেন। এই পত্র পাঠে কাউন্সিলের সভ্যগণ দেখিলেন, রাজার মৃত্যু সংবাদ আর কোন প্রকারেই গোপন রাখিবার উপায় নাই, তাই তাঁহাদের কতিপয় সভ্য অনতিবিলম্বে লেডি জেনের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে তাঁহাদিগের রাণী বলিয়া গ্রহণ করিলেন। রাজ্য-সুখ-প্রলোভন জেনের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিল না, রাজার মৃত্যু সংবাদে তাঁহার হৃদয় বরং দারুণ দুঃখ সাগরে ডুবিয়া গেল। লেডিজেন্ অসামান্যা মহিলা ছিলেন। একদিকে যেমন তাঁহার শারীরিক রূপরাশি সকলকে বিমোহিত করিয়াছিল, অপরদিকে তেমনি আবার মানসিক সৌন্দর্য্যনিচয় সকলকে সম্মোহিত করিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি গ্রীক ও লাটিন ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্না ছিলেন এবং ঐ সকল অধ্যয়নেই আনন্দানুভব করিতেন। অন্যান্য মহিলাদিগের ন্যায় তিনি যৌবনের পাপরাশি বা যৌবন সুলভ ভোগ বিলাসের দাসী ছিলেন না, সর্ব্বদা নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্করূপে পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিতেন। এইরূপে তাঁহার জীবন গঠিত হইয়াছিল যে, পার্থিব অবস্থার পরিবর্ত্তনে ইঁহার হৃদয় কোনও রূপেই বিচলিত হইত না। যখন সকলে তাঁহার সম্মুখে রাজ মুকুট সমুপস্থিত করিলেন, তিনি তাহা গ্রহণে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতা হইলেন। তিনি বলিলেন যে, উহা মৃত সম্রাটের ভগ্নিদিগেরই প্রাপ্য, সুতরাং তিনি উহা নির্ম্মল বিবেকে গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু যখন সমস্ত বিচারপতি ও কাউন্সিলারগণ আইন অনুসারে উহা তাঁহারই প্রাপ্য বলিয়া বর্ণনা করিতে লাগিলেন এবং তখন তাঁহার স্বামীর অনুরোধও ঐ কথারই সায় দিতে আরম্ভ করিল, তখন তিনি অগত্যা তাঁহাদিগের গ্রহণ করিলেন, এবং রাজপদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃতা হইলেন। অতঃপর কাউন্সিলারগণ রাজ্ঞী মেরীকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে, রাজ্ঞী জেনই এখন তাঁহাদিগের

* এস্থলে দুইজন মেরীর উল্লেখ হইল। উভয়কে এক বুঝিয়া পাঠকগণ গোলযোগ উপস্থিত করিবেন না। আর একজন ক্যাথারিণের নামও দৃষ্ট হইবে। তিনি এ ক্যাথারিণ নহেন।

সাম্রাজ্ঞী হইলেন; তাঁহার পিতা অষ্টম হেন্‌রীর সহিত তাঁহার মাতা ক্যাথারিণের যে বিবাহ হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ অসিদ্ধ; অতএব তিনি রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হইতে পারেন না। ইহার পরদিন তাঁহারা জেনকে সাম্রাজ্যের সিংহাসনে সমারোহিত করিলেন।

সম্রাটের অসাময়িক মৃত্যুতে প্রজাগণ মধ্যে অত্যন্ত সন্দেহের ভাব প্রবেশ করিয়াছিল। এদিকে মেরীও বিবিধ উপায়ে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় দেখিতেছিলেন। সুতরাং বহুসংখ্যক লোক এখন তাঁহার পক্ষই অবলম্বন করিল। সাফোকবাসীরা অত্যন্ত সংস্কারের (Reformation) পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, যদি তিনি তাঁহাদিগের ধর্ম্মের প্রতি হস্তার্পণ না করেন, অর্থাৎ এড্‌ওয়ার্ডের সময়ে যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, যদি তিনি তাহার পরিবর্ত্তন না ঘটান, তাহা হইলে তাঁহারাও তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতে পারেন। মেরী তাঁহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন, তিনি কোন প্রকার পরিবর্ত্তন আনিবেন না, তবে তাঁহার যাহা ধর্ম্ম, তাহারই গোপনে অনুশীলন করিবেন। মেরীর সপক্ষে বহুলোক সমবেত হইল। কাউন্সিলের সভ্যগণও তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু মেরীর পক্ষ ক্রমেই সুদৃঢ় হইয়া উঠিল, তাঁহার সৈন্যরাশি দিন দিনই পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কাউন্সিলের দল ভয় খাইয়া গেলেন। তাঁহারা অবশেষে মেরীকেই আপনাদিগের সাম্রাজ্ঞী বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। লেডিজেনকে রাজাসন পরিহার করিতে বলা হইল। তিনি সন্তুষ্টচিত্তে, প্রফুল্ল হৃদয়ে এবং উদার প্রাণে তুচ্ছ রাজ-পদ পরিত্যাগ করিলেন। মেরী রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

বহুলোক তাঁহার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়া চারিদিক ঘেরিয়া বসিল। তাঁহার পিতার সময়ের বোনার আবার লণ্ডনের বিশপপদে বরিত হইলেন। লণ্ডনের বিশপ কারাগারে প্রেরিত হইলেন। গার্ডিনার লর্ডচ্যান্সেলারও উইঞ্চেষ্টরের বিশপ পদ প্রাপ্ত হইলেন। আরও কত লোক কত পদ পাইয়া গেলেন।

এখন রাজ শক্তি মেরীর হস্তে। তিনি সিংহাসনে বসিতে না বসিতেই বহু লোককে কারাগারে পাঠাইয়া দিলেন। যাঁহারা লেডিজেনকে রাজ্ঞী করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাঁহারাই এখন মেরীর প্রথম শীকার। তাঁহাদিগের প্রতি প্রতিহিংসার ঝাল তোলাই, এখন তাঁহার প্রথম কার্য্য। তিনি লেডিজেনের স্বামী লর্ডগিলফোর্ডকে কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। বিচারকদিগের অনেককেই সেই স্থানে প্রেরণ করিলেন। নর্দাম্বারল্যাণ্ডের ডিউককে নানা প্রকারে নির্যাতন করিয়া অবশেষে তাঁহার শিরচ্ছেদ করাইলেন। সর্ব্বগ্রাসী পোপীয় নিয়মাবলী আবার সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। সারেটমাস পামার ও সারজন গেটস্ ধর্ম্মের জন্য নিহত হইলেন। গার্ডিনারের বিনানুমতিতে ও তাঁহার অনভিমতে কাহারও প্রচারাধিকার রহিল না। বিনা লাইসেন্সে প্রচারাপরাধে কত ধর্ম্ম প্রচারকের প্রাণ দণ্ড হইল। পূর্ব্বের মত ও কুসংস্কার সকল আবার ধর্ম্মের নামে চলিতে লাগিল। সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত পড়িল। পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা কোথায় উড়িয়া গেল! খলতা যাহার স্বভাব, অত্যাচার যাহার জীবনের মূলমন্ত্র, তাহার আবার প্রতিজ্ঞার মূল্য কি? সাফোকবাসীদিগের নিকট মেরী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তিনি কাহারও ধর্ম্মের প্রতি হস্তার্পণ করিবেন না, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা কয়দিনের জন্য? ঐ দেখ লোলজিহ্ব রক্ত পিপাসু মেরী ইংলণ্ডের সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছে, আবার ঐ নির্দ্দোষী নর নারীর রক্তস্রোত ইংলণ্ডের নগরে নগরে ঢেউখেলিয়া বেড়াইতেছে!! ঐ রক্ত হইতেই কোটী রক্তবীজের জন্ম হইবে, ইংলণ্ডের প্রতি গৃহ প্রটেষ্ট্যাণ্ট মতের প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে!

চল পাঠক! এই সকল রুধির প্রবাহ অতিক্রম করিয়া একবার লেডিজেন ও তাঁহার স্বামীর খবর লই। দয়া মায়া হীন শুষ্ক হৃদয় অত্যাচারীগণ আপনাদিগের শোণিত পিপাসা মিটাইবার জন্য এই সাধু দম্পতির প্রাণদণ্ড নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছে। ফেক্‌ন্যাম নামক এক ব্যক্তি ইহাদিগকে এই কথা শুনাইবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি জেনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সমস্ত কথা অবগত করাইলেন। জেন্ ক্রমাগত ছয় মাস প্রতি দিন আপনার মৃত্যুর কথা ভাবিয়া ভাবিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তত হইতেছিলেন। ফেক্‌ন্যামের কথা শুনিয়া তিনি অনুমাত্রও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন না। ফেক্‌ন্যাম তাঁহার প্রশান্ত ব্যবহার, অগম্য জ্ঞান এবং অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব দেখিয়া একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেলেন। তিনি অনেক প্রকারে তাঁহার বিশ্বাসকে বিপর্য্যস্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না! তাঁহার কোন কথাই, কোন চেষ্টাই তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিতে পারিল না। তিনি সর্ব্বপ্রকার ভ্রম ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অটল অচলরূপে দণ্ডায়মান রহিলেন। [মৃত্যুর পূর্ব্বরাত্রিতে লেডিজেন তাঁহার প্রিয় ভগিনী লেডিক্যাথারিণকে এক খানি গ্রীক নিউটেষ্টমেণ্ট প্রেরণ কালে যে পত্র খানি লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলেই পাঠকগণ তাঁহার ধর্ম্মভাবের কিয়ৎ-পরিমাণেও পরিচয় পাইবেন:—

প্রিয় ভগিনী ক্যাথারিণ,

এই সঙ্গে আমি তোমাকে একখানি পুস্তক পাঠাইলাম। যদিও এই পুস্তকখানি বাহ্যিক স্বুবর্ণ বা কাঞ্চণে বিভূষিত নহে, তথাপি ইহা আভ্যন্তরিক মহামূল্য মণি মাণিক্য অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান! এই পুস্তক ভগবানের নিয়মাবলী। ইহা তাঁহার সুসমাচার এবং শেষ নির্দ্ধারণ লিপি। ইহা তিনি আমাদিগের ন্যায় হতভাগ্য দিগের জন্যই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ইহা তোমাকে অনন্ত আনন্দের পথ প্রদর্শন করিবে। যদি তুমি পবিত্র মনে অধ্যয়ন কর ও ব্যাকুলতার সহিত অনুসরণ কর, তবে ইহা তোমাকে নিত্য ও অনন্ত জীবনে লইয়া যাইবে। এই গ্রন্থ তোমাকে জীবন প্রণালী শিক্ষা দিবে ও মৃত্যুর জন্য প্রস্তত করিবে। তোমার পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইলে যত না তুমি লাভবতী হইতে ইহা তোমাকে তদপেক্ষায় অধিকতর লাভবতী করিবে। যদি পরমেশ্বর তোমার পৈতৃক সমৃদ্ধি পরিবর্দ্ধন করিয়া দিতেন, তবেই ত তুমি তাঁহার উত্তরাধিকারী

হইতে; কিন্তু তুমি যদি তোমার জীবনগতিকে এই গ্রন্থের অনুগামিনী করিয়াপরিচালিত করিবার অভিলাষে এই গ্রন্থকে নিয়োজিত কর, তবে তুমি এমন সমৃদ্ধির অধিকারিণী হইবে, যাহা প্রবঞ্চক প্রতারিত করিয়া লইবে না, দস্যু অপহরণ করিতে পারিবেনা বা কীটে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে না। প্রিয় ভগিনী! তুমি প্রভু পরমেশ্বরের তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য ডেভিডের ন্যায় অভিলাষিণী হও। "মরিবার জন্যই জীবিত থাক যে, মৃত্যু দ্বারা অনন্ত জীবন ক্রয় করিতে পার।" এরূপ বিশ্বাস করিও না যে, তোমার সুকুমার বয়স তোমার জীবনকে সুদীর্ঘ করিয়া দিবে। যখন পরমেশ্বর ডাকিবেন, তখন বৃদ্ধের ন্যায় যুবককেও শীঘ্রই গমন করিতে হইবে। অতএব মৃত্যু শিক্ষাতেই যত্নবতী হও। সংসারকে অতিক্রম কর, সয়তানকে অস্বীকার কর, শরীরকে অভিসম্পাত কর এবং কেবলমাত্র প্রভুতেই পরিতৃপ্ত থাক। পাপের জন্য অনুতপ্ত হও, কিন্তু নিরাশ হইও না, বিশ্বাসে সুদৃঢ় হও, কিন্তু অন্ধ হইও না, এবং সেণ্ট পলের ন্যায় খ্রীষ্টেই মিশিয়া যাইতে, ও খ্রীষ্টেই পরিণতি পাইতে অভিলাষিণী হও; তাঁহারই সহিত মৃত্যুতেও জীবন উত্তম ভৃত্যের ন্যায় হও এবং মধ্যরাত্র পর্য্যন্তও জাগরিত থাক দেখিও মৃত্যু যেন অন্যান্য দুষ্ট ভৃত্যদিগের ন্যায় তোমাকেও ঘুমের ঘোরে আক্রমণ না করে; দেখিও তৈলাভাবে পাঁচজন নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকের ন্যায় তুমিও পরিদৃষ্ট না হও; এবং দেখিও বিবাহের পোষাক বিহীন লোকটীর ন্যায় তুমিও অপ্রস্তুত না থাক, তাহা হইলে তুমিও বিবাহ হইতে পরিবঞ্চিত হইবে। আমি যেমন খ্রীষ্টেতে আনন্দিত হইতেছি, তুমিও সেই প্রকার হও। তোমার প্রভু খ্রীষ্টের পদাবিক্ষেপ অনুসরণ কর, ক্রুশ গ্রহণ কর, তোমার পাপরাশি তাঁহার প্রতি অর্পণ কর, এবং সদা তাঁহাকেই আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া থাক। প্রিয় ভগিনি! আমার মৃত্যুর জন্য আমি যেমন আনন্দিত হইতেছি, তুমিও তেমনি আনন্দিত হও যে, আমি যেন এই পাপের পুরী হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পবিত্রতার নিকেতনে গিয়া উপনীত হইতে পারি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে যে, আমার এই মৃত্যুশীল জীবন খোয়াইয়া আমি অমৃতময় জীবন লাভ করিব। পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর যে, তিনি যেন তোমাকেও ইহা প্রদান করেন। তিনি যেন তাঁহার দয়া দ্বারা সর্ব্বদা তোমাকে তাঁহার শাসনের মধ্যে রক্ষা করেন, এবং যাহাতে তুমি প্রকৃত খৃষ্টীয় বিশ্বাস-মধ্যে অবস্থান করিয়া এ জীবন পরিত্যাগ করিতে পার, তাহার জন্য কৃপা বর্ষণ করুন। আমি পরমেশ্বরের নামে বলিতেছি যে, জীবনের আশায় বা মরণের ভয়ে তুমি কখনই এই বিশ্বাস হইতে পরিভ্রষ্ট হইও না। যদি তুমি তোমার জীবনকে সুদীর্ঘ করিবার অভিলাষে তাঁহার সত্যকে অস্বীকার কর, তবে পরমেশ্বরও তোমাকে অস্বীকার করিবেন এবং তোমার জীবনকে সংকীর্ণ করিয়া দিবেন। আর যদি তুমি তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া ধরিয়া থাক, তবে তিনি তোমার জীবনকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিয়া তোমার সুখ সম্পাদন এবং তাঁহার মহিমা মহীয়ান্ করিবেন। তাঁহার সেই মহিমা মধ্যেই পরমেশ্বর এখন আমাকে আনয়ন করিয়াছেন, এবং অতঃপর যখন তাঁহার অভিরুচি হইবে, তখন তোমাকেও ডাকিয়া লইয়া আসিবেন। প্রিয় ভগিনি! তবে এখন বিদায় দাও। তোমার সমস্ত ভরসা পরমেশ্বরেই সংস্থাপন কর, তিনিই তোমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করিবেন।"

দিন কাহারও অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না, জেন ও তাঁহার স্বামীর অপেক্ষায়ও বসিয়া রহিল না। এ সংসারে তাঁহাদিগের শেষ দিন সমাগত হইল। ঘাতকেরা লর্ড গিল্ডফোর্ডকে বধ্যভূমিতে লইয়া চলিল। জেন স্বামীর অবস্থা দেখিয়া প্রথমতঃ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসম্বরণ পূর্ব্বক এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন যে, অতি শীঘ্রই তিনিও তাঁহার অনুগামিনী হইবেন। গিল্ডফোর্ড পরস্পর বিদায় লইবার আশায় জেনের নিকট আসিলেন; জেন তাহাতে অভিমতি দিলেন না, কারণ তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন, ইহাতে তাঁহাদিগের দুঃখরাশি আরও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে। তিনি এখন এরূপভাবে প্রশান্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে লাগিলেন যে, যখন সকলে তাঁহার স্বামীর মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া আসিল, তিনি তাহা দেখিয়া অনুমাত্রও বিক্ষোভিত হইলেন না। তিনি যখন বধ্যভূমিতে নীত হইলেন, তখন সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন "ভদ্র জন সাধারণ! আমি এখানে মৃত্যুর জন্য আসিয়াছি; রাজকীয় আইন আমাকে উক্ত দণ্ডেই দণ্ডনীয় সাব্যস্ত করিয়াছেন। রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া এবং তাহাতে আমার অনুলিপ্ত থাকা সম্পূর্ণ আইন-বিরুদ্ধ। কিন্তু হে প্রিয় খৃষ্টানমণ্ডলী! আমি যে ইহাতে সম্পূর্ণ নিরপরাধিনী তাহার চিহ্নস্বরূপ অদ্য আমি পরমেশ্বর এবং তোমাদিগের সম্মুখে এই হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিতেছি। আমি যে প্রকৃত খৃষ্টান রমণীরূপে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছি, এবং আমি যে কেবল মাত্র পরমেশ্বরের একমাত্র পুত্র খ্রীষ্টের রক্ত মধ্যে পরমেশ্বরেই দয়া দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করিতেছি ও এই পথ ব্যতীত আমার জন্য আমি যে আর অন্য কোন পথকেই মুক্তিপ্রদ বলিয়া অবলম্বন করিতেছি না, তজ্জন্য তোমরা আমাকে ইহার সাক্ষীরূপে গ্রহণ কর। আমি ইহাও স্বীকার করিতেছি যে, যখন আমি পরমেশ্বরের বাক্য জানিতে পারিয়াছিলাম, তখন আমি তাহা অবহেলা করিয়াছিলাম, আমাকে ও এই সংসারকে ভাল বাসিয়াই বসিয়াছিলাম, তাই এই শাস্তি ও দণ্ড আমার পাপের জন্যই সুখ এবং সৌভাগ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে। আমি পরমেশ্বরকে আরও এই বলিয়া ধন্যবাদ দিই যে, তিনি তাঁহার মঙ্গলময় ভাব দ্বারা আমাকে অনুতপ্ত হইতে এইরূপে আরও একটু সময় ও আরও একটু অবসর প্রদান করিলেন। এখন আমি তোমাদিগকে এই অনুরোধ করি যে, যতক্ষণ আমি জীবিত থাকিব, ততক্ষণ তোমরা আমাকে আমার প্রার্থনায় সাহায্য কর।" এই বলিয়া জেন হাঁটু পাতিয়া বসিলেন ও একটী গান ধরিলেন। সঙ্গীত শেষ হইল, তিনি উঠিয়া সুন্দর পোষাকগুলি পরিলেন। ঘাতক অগ্রসর হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল, তিনি তাহা অনুমোদন করিলেন। একস্থানে কতকগুলি খড় বিস্তৃত ছিল, ঘাতক তাঁহাকে সেইখানে লইয়া গেল।

খণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার বধ্যকাষ্ঠ ( Block ) দেখিলেন। তাহা দেখিয়া বলিলেন, "আমাকে শীঘ্রই শেষ করিয়া ফেল।" তারপর আবার হাঁটু পাতিয়া বসিলেন। "আমি, অবনত হইবার পূর্ব্বেই কি তুমি কাটিয়া ফেলিবে?" ঘাতক বলিল "না, ম্যাডাম্" তিনি তখন রুমালখানি দিয়া চক্ষু দুইটী বাঁধিলেন, বধ্যকাঠের কথাস্মরণ করিয়া বলিলেন "আমি এখন কি করিব? ইহা কোথায়? ইহা কোথায়?" পাশে এক জন লোক দাঁড়াইয়াছিল, সে তাঁহাকে কাঠখানি ধরাইয়া দিল। তিনি তাহার উপরে মস্তকটী রাখিলেন ও শরীরটীকে প্রসারিত করিয়া বাহিরের দিকে বাড়াইয়া দিলেন। শেষে এই কয়টী কথা উচ্চারণ করিলেন "প্রভু! তোমার হাতে আত্মসমর্পণ করিলাম।" কথা শেষ হইল, ঘাতকের কুঠার নিপতিত হইল, ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি সপ্তদশ বর্ষীয়া যুবতী জেন্ গ্রে সংসারের রক্তস্রোতের মধ্য দিয়া স্বর্গের অমৃতস্রোতে গা ঢালিয়া অমৃতধামে চলিয়া গেলেন!

---

## বেদী।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশের সারাংশ।

গুজরাটে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার প্রতিবেশীগণ আহারাদি ও অন্যান্য গৃহকার্য্যাদি সমাপনান্তে,উক্ত ব্যক্তির পরিবারের সহিত মিলিয়া, কখন সেই ব্যক্তির বাটীতে, কখন বা প্রকাশ্য রাজপথে ক্রন্দন করিয়া শোক প্রকাশ করে। ইহাদের মধ্যে কেহ বা বক্ষে করাঘাত করে,কেহ বা কেশোৎপাটন করে, কেহবা হাহাকার করে,কেহ বা আর্ত্তস্বরে মৃতব্যক্তির গুণ কীর্ত্তন করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যদি সেই মৃতব্যক্তির মাতা তাহাদের মধ্যে থাকেন তবে তাঁহাকে চিনিয়া লইতে আর অধিক বিলম্ব হয় না; যদিও তত হাহাকার নাই, তত শিরস্তাড়ন নাই তথাপি তাঁহাকে দেখিলেই যেন সাক্ষাৎ শোকের প্রতিকৃতি বলিয়া বোধ হয়। অন্যান্য লোকদের অন্তরে তত শোক না হইলেও তাহাদের বাহ্য লক্ষণ অত্যন্ত অধিক, কিন্তু জননীর যদিও শোকের বাহ্য লক্ষণ অত্যন্ত অল্প তথাপি তাঁহার অন্তরে অনন্ত শোকানল সদাই প্রজ্বলিত। যেমন এই শোকদৃশ্য, তদ্রূপ, ধর্ম্মজগতেও একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়। যখন মানুষের ভগবানের প্রতি প্রেম তাদৃশ প্রবল না থাকে তখন সে উপাসনার সময় ললিত ও সুমিষ্ট স্বরে লম্বা লম্বা প্রার্থনা করে, ভাষার ছটা দেখায়—ভিতরে ঈশ্বর প্রেম নাই, কিন্তু বাহিরে প্রেমের সকল লক্ষণ জোর করিয়া প্রকাশ করে। আর যাহার প্রাণের ঐকান্তিক প্রেম ঈশ্বরে অর্পিত হইয়াছে, যাহার চিত্ত বাসনার উত্তেজনা হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মকাম হইয়াছে তাহার বাহিরে যদিও কোন প্রেমের লক্ষণের বাড়াবাড়ি দেখা যায় না, তথাপি তাহার অন্তর ঈশ্বর প্রেমে সদাই পূর্ণ, কিন্তু তা বলিয়া ইহা মনে করা উচিত নয় যে যিনি ঈশ্বর প্রেমিক তিনি বুঝি অধিকক্ষণ উপাসনা করেন না, বা সুমিষ্ট কথায় ঈশ্বরকে সম্বোধন করেন না তাহা নহে; ইহার অর্থ এই যে কোন মিথ্যা ভাব থাকে না—ছল চাতুরী থাকে না, প্রেমিক লম্বা উপাসনাই করুন আর ছোট উপাসনাই করুন, তাহার আগাগোড়া সত্য ভাবে পূর্ণ ও জীবন্ত। অতএব বাহ্যলক্ষণের দিকে তত দৃষ্টি না রাখিয়া অন্তরের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

## ব্রাহ্মসমাজ।

বিগত ২৮এ কার্ত্তিক শনিবার, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রচারক বাবু শশিভূষণ বসুর মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে রাধানাথ মল্লিকের লেনের ১১নং ভবনে উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনা স্থলে অনেক ব্রাহ্মবন্ধু উপস্থিত ছিলেন। শান্তিদাতা পরমেশ্বর তাঁহার পরলোক গতা মাতার আত্মাকে সুখে ও শান্তিতে রাখুন তাঁহার নিকট আমরা এই প্রার্থনা করি।

ব্রাহ্মসমাজের সভা ও সহানুভূতিকারীদিগকে লইয়া উপর্য্যুপরি পাঁচটী আলোচনা সভা হয়। ইহাতে বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা অতি সুন্দররূপে প্রকাশ পায়। ১ম আলোচনা সভায় এই বিচার হয় যে, ব্রাহ্মসমাজ এখন যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কিরূপে সেই সকল দল পরস্পরকে সদ্ভাবের চক্ষে দর্শন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সাধন করিতে পারেন তৎসম্বন্ধে বিচার হয়। অধিকাংশ সভ্য বলেন যে, মতের অনেক বৈলক্ষণ্য থাকিবে, মত লইয়া বিবাদ করা ভাল নয়, কিন্তু এমন মত না থাকিলেই হইল যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে আঘাত লাগে। মত অপেক্ষা প্রেমের অধিক আদর করা উচিত এবং সমাজ প্রেমের উপর স্থাপন করা উচিত। দ্বিতীয় আলোচনা সভায় ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় তিনটী প্রস্তাব করেন যে ৩টী প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে ব্রাহ্মসমাজের প্রভূত উপকার হইবে। গত ১৩ই নবেম্বর ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার সম্বলিত প্রচারকদিগের নিয়ম প্রণালী লইয়া আলোচনা হয়। সভায় বিস্তর বাদানুবাদ হয়, অনেকে বলেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার যে লেখা হইয়াছে ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে বদ্ধ (Creea bound) হইবে, এবং প্রচারকদিগকে স্বাধীনতা দিলেই অধিক কার্য্য হয়, অনেকে ইহার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেন। ১৫ই নবেম্বর পুনরায় ঐ নিয়ম লইয়া বাদানুবাদ হয়, এবং ভয়ানক তর্ক বিবাদ চলে, সভা পুনরায় স্থগিত থাকে এবং বৃহস্পতিবার আবার আলোচনা হয়। এবার আলোচনা সভায় বাবু কালীশঙ্কর সুকুল কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ঐ সকল নিয়মের বিচার আপাততঃ অনাবশ্যক বলিয়া স্থির করিয়াছেন তাহা জ্ঞাপন করিলে সভা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েন এবং সভার কার্য্য শেষ হয়। এই দিনে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী একটী প্রস্তাবে কার্য্য নির্ব্বাহক সভাকে এই অনুরোধ করেন যে যাহাতে প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার এইরূপ আলোচনা সভা হয় তজ্জন্য যেন তাঁহারা চেষ্টা করেন। এইরূপ আলোচনা সভাতে যে

কতদূর উপকার হয় তাহা আমাদের বিলক্ষণ জ্ঞান হইয়াছে। আশা করি, কার্য্যানির্ব্বাহক সভা শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিবেন।

কোন্নগর গ্রামে ভয়ানক বিসূচিকা ও জ্বর রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রাণ মন দিয়া উক্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের সেবা করিতেছেন; দিবারাত্র বিশ্রাম নাই। গভীর রাত্রিকালে সাহায্য প্রার্থীগণ তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিবামাত্র তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া রোগীর গৃহে গমন করিয়া তাহাকে চিকিৎসা ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিতেছেন। তাঁহার চিকিৎসায় অনেক রোগী আরাম হইতেছে। পরমেশ্বর তাঁহাকে সুস্থ শরীরে রাখিয়া দীন দুঃখী ও পীড়াক্রান্ত ব্যক্তিদিগের সেবায় নিযুক্ত রাখুন, আমাদের এই প্রার্থনা।

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র বাগচীর প্রদত্ত পাবনা ব্রাহ্মসমাজের ত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবের কার্য্যবিবরণ নিম্নে প্রদত্ত লইল:—

২০এ কার্ত্তিক শুক্রবার প্রাতে সমাজ মন্দিরে উপাসনা; শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বাগচী আচার্য্যের কার্য্য করেন। বৈকালে সমাজ মন্দিরে উপাসনা, সৈদপুরের শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন।

২১এ কার্ত্তিক শনিবার প্রাতে সমাজ মন্দিরে উপাসনা শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় সমাজ মন্দিরে আলোচনা তৎপর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের "নব্যভারত ও ব্রাহ্মসমাজ" সম্বন্ধে বক্তৃতা; ৫॥ টা হইতে ৬॥০টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন তৎপরে উপাসনা শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

২২এ কার্ত্তিক রবিবার প্রাতে উপাসনা, শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ন ৪॥০টার সময় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের "মানবজীবনে ঈশ্বরের লীলা" সম্বন্ধে বক্তৃতা; সন্ধ্যার পর উপাসনা শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

২৩এ কার্ত্তিক সোমবার প্রাতে উপাসনা শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। বৈকালে নগর সংকীর্ত্তন ও উপাসনা হয় শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস কার্য্য করেন। উৎসবে কুমারখালী, কুষ্টিয়া, খলিলপুর, সৈদপুর ও কলিকাতা হইতে বন্ধুগণ আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন।

২১এ কার্ত্তিক শনিবার মধ্যাহ্নে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বাগচীর বাসায় তাঁহার পঞ্চম কন্যার (ষষ্ঠতম) জাতকর্ম্ম উপলক্ষে উপাসনাদি হয়।

## সমালোচনা।

আত্মচিন্তা—পাপীর নবজীবন লাভ প্রণেতা প্রণীত গ্রন্থকার আপনার নাম পুস্তকের পৃষ্ঠায় প্রকাশ্যরূপে দেন নাই, কেন দেন নাই, তিনিই জানেন, বোধ হয় সাহস হয় নাই। কিন্তু সাহস না হইবারত কোন কারণ দেখিতে পাইলাম না; যাহাহউক ঘোর ফের করিয়া একরূপে আপনার পরিচয় দিয়াছেন। পুস্তকখানির ছাপা ও কাগজ প্রভৃতি সুন্দর এবং পরিপাটী—হাতে পড়িলেই একবার পড়িতে ইচ্ছা করে কিন্তু বাহিরের চাকচিক্যই যথেষ্ট নহে। ভিতরে অন্বেষণ করিলে অনেক বহুমূল্য রত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। 'আত্মচিন্তা,' কতকগুলি সুন্দর সারগর্ভ চিন্তার সমাবেশ মাত্র। এই সকল চিন্তা পাঠ করিতে করিতে হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের উদ্রেক হয়, নিজ জীবনের দুর্গতি দেখিয়া প্রাণে দুঃখ ও ক্ষোভের উদয় হয় এবং মন সত্য সত্যই সংসারের অসার কোলাহল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আত্মচিন্তায় রত হয়। চিন্তাবিহীন অসার মস্তিষ্ক বাঙ্গালীকে আমরা এই আত্মচিন্তা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এস্থলে আমরা একটি চিন্তামাত্র উদ্ধৃত করিলাম।

"কেহ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, পরমেশ্বর মানব জীবনে যত প্রকার সুখভোগ করিবার উপায় বিধান করিয়াছেন, তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুখ কি? আমি বলিব অন্যকে সুখী করিতে পারাই পরম সুখ। মানুষকে আরাম দিয়া প্রাণে যে আনন্দ ও আরাম উথলিয়া উঠে, এসংসারের কোন আনন্দই তাহার নিকট মূল্যবান্ নহে। আপনার সুখ ও আরাম বিনিময় করিয়া অন্যের সুখের কারণ হওয়া পরম সুখ, ইহা যখন মানুষ বুঝিতে পারে, তখন তাহাদের চারিদিক অমৃতময় বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে।"

## বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৩ই অগ্রহায়ণ রবিবার রাত্রিকালের উপাসনার পর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ উপাসনা মন্দিরে উক্ত সমাজের কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলীর বিশেষ অধিবেশন হইবে,উপাসকমণ্ডলীর সভ্য মহাশয়গণ যথা সময়ে উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিবেন ইতি।

আলোচ্য বিষয়।

বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণের স্বাক্ষরিত পত্র পাঠ ও তৎ মীমাংসা।

বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র মাহাশয়ের পত্র পাঠ ও তৎমীমাংসা।

সহকারী সম্পাদকের শূন্যপদ পূরণ, সভ্য মনোনয়ন।

বিবিধ।

নিবেদক।
গুরুচরণ মহলানবীস।
সম্পাদক।

---

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে তাঁহারা অতি শীঘ্র আপনাদের দেয় মূল্য প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন। অনেক গ্রাহকের নিকট পূর্ব্ব বৎসরের মূল্য অনাদায় রহিয়াছে, আবার এই বৎসরেরও চারি মাস যাইতেছে সুতরাং এখনও যদি মূল্য পাওয়া না যায় তবে কিরূপে কার্য্য চলিতে পারে। অনেকের নিকট পত্র লিখিয়াও যথাসময়ে উত্তর পাওয়া যায় না, এজন্য সকলের নিকটই বিনীত নিবেদন তাঁহারা যেন শীঘ্র শীঘ্র আপন আপন দেয় প্রদান করিয়া সমাজকে উপকৃত করেন।

১৭ নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

# তত্ত্ব-কৌমুদী

(পাক্ষিক পত্রিকা।)

৯ম ভাগ। ১৬শ সংখ্যা। | ১৬ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৮০৮ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷০ মফস্বল ৩ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

## প্রার্থনা।

পরমেশ্বর! নিরাশের আশা তুমি। তোমার বিশ্বাসী সন্তানেরা ঘোর দুর্ঘটনা ও বিপদের মধ্যে পড়িয়া কেবল তোমারই মুখের দিকে তাকাইয়া স্থির হইয়া দণ্ডায়মান থাকেন। তাঁহাদের পতন হইলে তাঁহারা আশায় বুক বাঁধিয়া আবার নূতন বল ও নূতন উৎসাহের সহিত দণ্ডায়মান হন। জগদীশ! অবিশ্বাস যেখানে, নিরাশা সেই খানে। এই জন্য অল্প বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ সামান্য বিপদে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে, তাহাদের জীবনকে সর্ব্বদাই নিরাশার মেঘে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। পরমেশ্বর! তুমি যে স্বয়ং বলিয়াছ যে, তোমার রাজ্যে কোন লোক একেবারে মরিতে পারে না। প্রভু! তবে কেন আমরা একটী দুর্ঘটনা দেখিলে অথবা আমাদের জীবনে কোন বিষয়ে পতন হইলে আমরা একেবারে হতাশ হইয়া চারি দিকে অন্ধকার দেখিতে থাকি? দুর্ব্বলের বল ও নিরাশের আশা প্রভু পরমেশ্বর! কৃপা করিয়া তুমি আমাদিগকে সর্ব্বদা তোমার মুখের দিকে তাকাইতে শিক্ষা দাও, আমরা সহস্র বিপদ ও পতনের মধ্যেও কেবল তোমারই মুখের দিকে তাকাইয়া নব বল ও নব উদ্যমের সহিত দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম হই।

---

বিচিত্র বর্ণানুরঞ্জিত রামধনুর সাত প্রকার রংএর সহিত সাধকেরা পরমেশ্বরের সাতটী স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন যথা, সত্যম্, জ্ঞানম্, অনন্তম্, শান্তম্, শিবম্, শুদ্ধম্ ও আনন্দম্। নীল নভোমণ্ডলে রামধনু প্রকাশিত হইলে যেমন আকাশের শোভা বৃদ্ধি হয়, সাধক যখন নিমীলিত নয়নে ব্রহ্মের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন তখন ব্রহ্মের উপরোক্ত স্বরূপ গুলি রামধনুর ন্যায় তাঁহার হৃদয়াকাশে শোভা পাইয়া থাকে। অনেক লোকে আরাধনা কি তাহা জানে না, কেবল একটু প্রার্থনা করিয়া দৈনিক উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এই সকল লোক কখনই প্রকৃত রূপে ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ ভাল রূপে অবগত হইতে পারে না। আরাধনার দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিলে প্রকৃত ধ্যানরাজ্যে উপনীত হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। ধ্যানের কথা দূরে থাকুক, পরমেশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ সকল বিশেষ রূপে জ্ঞাত হইয়া তাহা অনুমান না করিলে জীবন গঠনও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। আদর্শ জীবন সাধন করিতে হইলে ব্রহ্মের স্বরূপ গুলি বিশেষ রূপে অনুধ্যান করিতে হয়। যেমন তিনি পবিত্রস্বরূপ। পবিত্রতা উপার্জ্জন করিতে হইলে সেই অনন্ত পবিত্রতার আধার পরমেশ্বরকে সম্মুখে রাখিতে হইবে, এবং ক্রমাগত সেই দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। পরমেশ্বরের স্বরূপ বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া ও তাহার অনুধ্যান ভিন্ন মানব কি ধ্যানের অপার সুখ লাভ অথবা কি জীবন গঠন কিছুই করিতে সমর্থ হয় না।

---

একবার সুবিখ্যাত জনওয়েস্‌লী তাঁহার কোন একজন ভ্রাতার সহিত ভ্রমণ করিতেছিলেন, ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার সেই ভ্রাতা তাঁহার নিকট আপন কোন বিপদের কথা উল্লেখ করিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। এই সময়ে তাঁহারা একটী প্রান্তর মধ্যে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীরের পার্শ্ব দিয়া গমন করিতেছিলেন, এবং তৎকালে একটী গাভী সেই প্রাচীরের ঊর্দ্ধদিকে মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। জনওয়েস্‌লী তাঁহার ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি জান কেন ঐ গাভিটী প্রাচীরের ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া দণ্ডায়মান আছে?" ঐ বিপদাপন্ন ব্যক্তি বলিলেন, "না" জনওয়েস্‌লী বলিলেন, "প্রাচীরের মধ্য দিয়া কোন বস্তু দেখা যাইবে না, তজ্জন্য এ গাভী ঊর্দ্ধমুখী হইয়া দণ্ডায়মান আছে; তুমিও তোমার বিপদ সম্বন্ধে এরূপ কর; বিপদের অতীত স্থানে আপন দৃষ্টি স্থাপন কর।" ইহা অতি সার কথা মানুষ যখন কোন বিপদের মধ্যে পতিত হয় তখন যদি সে সেই আসন্ন বিপদের বিষয় অধিক চিন্তা না করে তাহা হইলে সে ঘোর বিপদের মধ্যেও অনেক সুখে ও শান্তিতে বাস করিতে পারে, কিন্তু লোকে সাধারণত কোন বিপদে পতিত হইলে সেই বিষয় অধিকতর রূপে চিন্তা করে ও নানা প্রকার অলীক কল্পনা দ্বারা সেই বিপদকে গুরুতর করিয়া তোলে। পক্ষী জালে পড়িয়া পলাইবার জন্য যত ছট্‌ফট্ করে ততই যেমন আরো তাহার পক্ষদ্বয় সেই জালে জড়িত হইয়া পড়ে, সেইরূপ সেই বিপদের মধ্যে পড়িয়া মানব যত

অস্থির ও অধৈর্য্য হইয়া পড়ে, সে তত্ত্ব জাল-বদ্ধ বিহঙ্গমের ন্যায় সেই বিপদে আক্রান্ত হইয়া আপনার বুদ্ধি ও বল সব হারাইয়া ফেলে। শাস্ত্রে আছে "বিপদকালে ধৈর্য্য ধারণ করিবে, আমরা বলি যে, ধৈর্য্য ধারণ করিলেই যে মনের শান্তির লাভ করা যায় তাহা নহে, সেই সময় অতিন্দ্রিয় রাজ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে তাহা হইলে, ভয়ানক বিপদ হইতে মানব উদ্ধার পাইয়া চিত্তের সন্তোষ ও প্রসন্নতা লাভ করিতে সমর্থ হয়।

যখন আমরা ভৌতিক জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তখন আমরা দেখিতে পাই যে পরমেশ্বর প্রত্যেক বস্তুকে নিজ নিজ স্থানে স্থাপন করিয়াছেন। সৌর জগতের অগণ্য গ্রহ তারক মণ্ডলী অবধি প্রান্তরের অতি নিভৃত স্থানের নব দূর্ব্বাদল পর্য্যন্ত সকলই আপনাপন স্থানে থাকিয়া স্বকার্য্য সাধন করিতেছে। পরস্পরের সহিত বিবাদ নাই, কলহ ও দ্বন্দ্ব নাই। একজন অপরের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে না, অথবা তাহার কার্য্যের উপর প্রভুত্বও প্রকাশ করে না। সৌরজগতের একটী গ্রহ অপর একটী গ্রহের স্থান অধিকার করিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও কার্য্য করিতে চায় না। যে গ্রহ বা উপগ্রহ একবার যে যে স্থান অধিকার করিয়াছে সে সেই স্থানে থাকিয়া নিঃশব্দে কার্য্য করিতেছে। একটী তৃণ এক মুহূর্ত্ত কালের জন্যও সুমিষ্ট আম্রফল উৎপাদন করিতে পায় না। সে যে জন্য সৃষ্ট হইয়াছে তাহাই নিরন্তর সম্পন্ন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। বেগবতী স্রোতস্বতী কখন ভীষণ সাগরের ন্যায় উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করে না, অথবা অনন্ত প্রসারিত বারিধি কখন নয়ন মন তৃপ্তিকারিণী বেগবতী স্রোতস্বিনীর ন্যায় ধাবিতা হইতে ইচ্ছা করে না। গভীর জলরাশির মৎস্যগণ গগণবিহারী বিহঙ্গমের ন্যায় ঊর্দ্ধাকাশে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করে না, অথবা গগণবিহারী পক্ষীগণ গভীর নীরে বাস করিতেও বাসনা করে না। সৌরজগৎ, উদ্ভিদ্‌জগৎ প্রভৃতি সকলেই কেমন নিঃশব্দে আপনাপন কার্য্য করিতেছে দেখিলে অবাক হইতে হয়। যত গোল কেবল মানব সমাজেই দেখিতে পাই। এখানে শৃঙ্খলা নিয়ম প্রভৃতি যাহা ভৌতিক জগতে পরিলক্ষিত হয় তাহার প্রায় কিছুই দৃষ্ট হয় না; যেখানে অসংখ্য অসংখ্য তারকারাজি একত্রে ঘূর্ণায়মান হইতেছে, সেখানে এক মুহূর্ত্তের জন্যও এক তিলও বিশৃঙ্খলা ঘটে না, অথবা একটী সামান্য শব্দও হয় না, আর যেখানে পাঁচজন লোক একত্রে বাস করে সেইখানেই বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। মানব সমাজে এত বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা কেন পরিলক্ষিত হয় তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা একটী অকাট্য সিদ্ধান্তে উপনীত হই তাহা এই যে, মানব নিজ নিজ স্থান অধিকার করিয়া কার্য্য করে না। ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি যেমন ভৌতিক জগতে প্রত্যেক বস্তুকে নিজ নিজ স্থানে থাকিয়া কার্য্য করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং তাহারা যেমন নিজ নিজ স্থান অধিকার করিয়া আপনাপন কার্য্য সংসাধন করিতেছে, পরমেশ্বর প্রত্যেক মানবকে তেমনি বিশেষ বিশেষ কার্য্যের ভার দিয়া এই সংসারে প্রেরণ করিয়া নিজ নিজ স্থান অধিকার করতঃ সুচারুরূপে তাহার জীবনের কার্য্য সম্পন্ন করিতে আদেশ করিতেছেন। কিন্তু মূর্খ অদূরদর্শী বিদ্বেষ পরায়ণ মানব নিজ নিজ জীবনের কার্য্য ভাল রূপে বুঝিতে সক্ষম না হইয়া একবার এ কাজ একবার ও কাজ করিয়া বেড়ায়; এবং যে সকল লোক সূক্ষ্ম দর্শনের দ্বারা আপন জীবনের ব্রত সুন্দর রূপে নির্দ্ধারণ করিয়া আপন স্থান অধিকার করত কার্য্য করিতে থাকে, তাহাদের কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করে এবং মূর্খতা বশতঃ তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিতে যাইয়া অনেক সময় বৃথা দ্বন্দ্ব উপস্থিত করে ও আপনাদিগের মূর্খতা ও ধৃষ্টতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড যেমন নিঃশব্দে ভগবানের চরণ প্রান্তে নিয়ত ভ্রাম্যমান হইতেছে, কোটী কোটী মানবপূর্ণ এই বিশাল সংসার সেই রূপ নিঃশব্দে আজ তাঁহারই চরণ প্রান্তে পরিভ্রমণ করিত, যদি প্রত্যেক নরনারী সূক্ষ্মরূপে আপনাপন জীবনের লক্ষ্য ও কার্য্য সুন্দররূপে নির্দ্ধারণ করত আপনাপন স্থান অধিকার করিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হইত। কিন্তু অজ্ঞ মানব আত্মদৃষ্টি ও আত্মচিন্তাভাবে আপন জীবনের লক্ষ্য পরিষ্কার রূপে নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া অন্ধের ন্যায় সংসার পথে বিচরণ করে, তাই এই মানব সংসারে এত বিশৃঙ্খলা আমরা দর্শন করিয়া থাকি।

প্রভু যেমন তাঁহার বিশেষ বিশেষ ভৃত্যকে বিশেষ বিশেষ কার্য্য করিতে আদেশ করেন পরমেশ্বর তেমনি তাঁহার সন্তান দিগকে বিশেষ বিশেষ কার্য্য করিতে আদেশ করিয়া থাকেন। তিনি কাহাকেও সূত্রধরের কার্য্য করিতে আদেশ করেন, কাহাকেও চিত্র করিতে কাহাকেও নানা ভাবোদ্দীপক কবিতা রচনা দ্বারা কঠিন প্রাণ সরস করিতে কাহাকেও সুললিত মধুর স্বরে সংগীত দ্বারা কঠিন পাষাণসম প্রাণ বিগলিত করিতে ও কাহাকেও তেজস্বী অগ্নিময় বক্তৃতা দ্বারা দুর্দ্ধণীত মানবের প্রাণকে বিদ্ধ করিতে এবং কাহাকেও সংসারের কুসংস্কার, পাপ তাপ দূর করিয়া নরনারীকে পবিত্র অক্ষয় আনন্দধামে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ করিতেছেন। ভৌতিক জগতে যেমন একটী ও বস্তু অনর্থক সৃজিত হয় নাই সেই রূপ একটী সামান্য মানবও এ সংসারে অনর্থক ভূমিষ্ঠ হয় নাই। পরমেশ্বর তাঁহার প্রত্যেক পুত্র কন্যাকেই বিশেষ বিশেষ কার্য্যের উপযোগী করিয়া এ সংসারে প্রেরণ করেন। সকলেই বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য সৃজিত হইয়া থাকে। যদি সকলেই আপনাপন কার্য্য নির্দ্ধারণ করিয়া প্রাণ মন দিয়া তাহা সংশোধন করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে, তাহা হইলে বিবাদ ও কলহ মানবসমাজ হইতে ক্রমে তিরোহিত হয়, এবং বাদক যেমন সুন্দর যন্ত্র হইতে সুন্দর তান লয় বহির্গত করেন, পরমেশ্বর তেমনি সেই শৃঙ্খলাবদ্ধ মানব সমাজ হইতে মধুর লহরী উত্থিত করিয়া আপনার নামেরই সুমিষ্ট ধ্বনি আপনি চারিদিকে ধ্বনিত করিতে থাকেন।

---

## ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সহিত ব্রাহ্মদিগের কার্য্যকারীতা।

ধর্ম্ম জগতের ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে,সমস্ত ধর্ম্ম জলন্ত অনলের ন্যায় পৃথিবীর নানা স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে সেই সকল ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সময় তত্তৎ ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগের জলন্ত বিশ্বাস অপূর্ব্ব ত্যাগ স্বীকারের ভূরী ভূরী নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সকল নবানুরাগী নব ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগের কার্য্যের বিষয় চিন্তা করিলে আনন্দে ও উৎসাহে মন প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠে। কি উৎসাহ, কি তেজ ও কি বিশ্বাসের সহিতই তাঁহারা আপনাদিগের অবলম্বিত ধর্ম্ম দেশ দেশান্তরে প্রচার করিতেন! তাঁহাদের উৎসাহের কথা স্মরণ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। অন্যান্য ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সময়ে যে সকল লোক তৎকালে সেই সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করেন তাঁহাদের উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মদিগের উৎসাহের বিষয় চিন্তা করিলে লজ্জিত হইতে হয়। খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা দেখিতেপাই যে,মহাত্মা ঈশার মৃত্যুর পর যে সকল লোক তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা অধিকাংশই আপনাদিগের ধন সম্পত্তি সাধারণ ধনাগারে প্রদান করিয়া একত্রে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বাস করিতেন এবং শরীর ও মনের সমস্ত শক্তি দ্বারা ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইতেন। বৈরাগ্য তাঁহাদের জীবনের প্রধান ভূষণ ছিল। ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যাহা করিতে আবশ্যক হইত তাঁহারা অকাতরে তাহাই করিতে প্রস্তুত হইতেন। ধর্ম্মের জন্য ধন, মান, ঐশ্বর্য্য ও নীজ জীবনের রক্ত বিন্দু পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ত কথাই নাই। অতুল ঐশ্বর্য্যশালী মহাত্মা শাক্যসিংহ যখন অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া দেশ দেশান্তরে আপনার ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন তখন সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া নর নারীকে মোহ পাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য কি কঠোর বৈরাগ্য ও কি ত্যাগস্বীকারই করিয়াছিলেন! তাঁহাদের বৈরাগ্য ও ত্যাগস্বীকারের বিষয় চিন্তা করিলে সত্যই অবাক্ হইতে হয়।

কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মদিগের সে প্রকার উৎসাহ ও ত্যাগস্বীকার প্রায়ই পরিলক্ষিত হয় না। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী অতীত হইতে চলিল ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশে প্রচারিত হইয়াছে। এই অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে প্রকৃত উৎসাহী ও ধর্ম্মানুরাগী লোক অতি অল্পই আমরা দেখিতে পাই। অধিকাংশই নির্জ্জীব মৃতের ন্যায়; অধিকাংশই সুখ প্রিয় ও সংসারী। কি ব্রাহ্ম, কি প্রচারকগণ প্রায় অধিকাংশের মধ্যেই জীবন্ত বিশ্বাস, বৈরাগ্য ও তেজ দৃষ্ট হয় নাই। আজ যদি ব্রাহ্মগণ প্রাণ মন দিয়া ব্রাহ্ম সমাজের জন্য খাটিতেন তাহা হইলে মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য্য কিরণের ন্যায় দেশ দেশান্তরে এই ধর্ম্ম বিকীর্ণ হইয়া বহুদিনের কুসংস্কার ও মানবের পাপ রাশি দগ্ধ করিত। কিন্তু তাহা কি প্রকারে সম্ভব যখন শত শত ব্রাহ্ম সুখ শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন! নিজের শরীর মন দিয়া সেবা করা দূরে থাকুক ব্রাহ্ম সমাজের জন্য দুই পয়সা প্রদান করিতে অনেকের মহা বিপদ উপস্থিত হয়। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী মর্ম্মণগণ তাঁহাদের আয়ের দশমাংশের এক অংশ তাঁহাদের সমাজের জন্য প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু কি লজ্জা ও ঘৃণার বিষয় যে আমাদের সমাজের অনেকে শতাংশের এক অংশও সমাজের জন্য প্রদান করা কষ্ট বোধ করেন। কিছু দিন হইল আমাদের প্রচার ফণ্ডের উন্নতির জন্য অনেকের নিকট এক এক খানি পত্র প্রেরিত হয় তাহাতে এই অনুরোধ করা হয় যে, তাঁহারা নিত্য অন্ততঃ এক মুষ্টি করিয়া চাউল রাখিয়া দিবেন এবং মাসান্তে উক্ত সঞ্চিত চাউল অথবা তদনুরূপ মূল্য প্রচার ফণ্ডে প্রেরণ করিবেন; আমরা শুনিয়াছি এই সামান্য দানেও অনেকে সম্মত হন নাই। ব্রাহ্ম সমাজের অবস্থার বিষয় চিন্তা করিলে অনেক সময় আপনাদিগের শিক্ষা বিশ্বাস ও ধর্ম্মভাবকে শতবার ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করে। আমরা মৃত, নির্জ্জীব,অল্প বিশ্বাসী ও সংসারাসক্ত ইহাতে কি আর অনুমাত্র সন্দেহ আছে? ব্রাহ্মগণ! আপনাদিগের অবস্থার বিষয় চিন্তা কর, কি উপায়ে সংসার হইতে কুসংস্কারের ঘোর অন্ধকার তিরোহিত হইবে,পাপ তাপ বিদূরিত হইবে, অসত্যের পরিবর্ত্তে সত্য বিরাজ করিবে তাহার উপায় উদ্ভাবন কর, এবং সে জন্য ধন, মান, প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হও।

## সঙ্গত সভা।

### ব্রহ্ম সাধনের উপায় কি?

শি। গত কয়েকবার আলোচনাতে যদিও ইহা দেখা গিয়াছে যে অনেকে একটী সাধারণ সাধন প্রণালী থাকিতে পারে কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ করেন, তথাপি ধর্ম্ম সাধনসাপেক্ষ তাহাতে বোধ হয় সকলের এক মত হইবে। আজ দুই সাধন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। আমি অতি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, আমাদের সমাজে এমন লোক অতি অল্প যাঁহারা কোন একটী রিপু দমনের জন্য, বা কোন বিশেষ ভাব লাভ করিবার জন্য সাধন করেন। যদি কতকগুলি লোক নিত্য উপাসনা করেন, কিন্তু তাঁহারা প্রতিজ্ঞা পরায়ণ হইয়া কোন বিশেষ ভাব সাধনে নিযুক্ত হন না। আমার বোধ হয় এখন ক্রমাগত বেদী হইতে, সঙ্গত হইতে এমন সকল বিষয় আলোচনা হওয়া উচিত যাহাতে সাধনের আবশ্যকতা ব্রাহ্ম সাধারণের মনে মুদ্রিত হয়।

"ব্রহ্ম সাধনের উপায় কি?" এ বিষয়ে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমাদের "সাধনের উদ্দেশ্য কি," তদ্বিষয়ে আলোচনা করা উচিত। কারণ যদি কি সাধন করিতে হইবে তাহার জ্ঞান স্পষ্ট না থাকে তবে সাধনের উপায় সম্বন্ধেও কোন স্থিরতা হইবে না।

বি। আমার বোধ হয় মতে যে আমাদের লক্ষ্যের কোন গোলযোগ আছে তাহা বোধ হয় না। সকলেই স্বীকার করিবেন যে জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছার সম্যক উন্নতি করিলেই ব্রহ্ম লাভ হইবে। গত কয়েকবার যে তর্ক হইয়াছে তাহা এ জন্য নয় যে আমাদের লক্ষ্যের কোন গোলযোগ আছে, কিন্তু সেই

লক্ষ্য সাধন যে সকলকেই এক উপায়ে সাধন করিতে হইবে তাহার কোন কথা নাই।

ন। সত্য বটে আমাদের জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছার উন্নতি করিতে হইবে কিন্তু ইহার মধ্যে আবার কাহারও কাহারও একটা একটা বিষয় অধিক ভাল লাগে; আমাদের নবীন বাবু স্পষ্ট বলিয়াছেন যে তিনি জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির অধিক আদর করেন। এমন কি আমার বোধ হয় যে এই সমস্তসীভূত উন্নতির দিকে ক্রমাগত তাকাইয়া থাকিলে ধর্ম্ম লাভ হয় না। আমার নিজের কথা আমি বলিতে পারি, যখন আমার ব্রাহ্ম ধর্ম্মে বিশ্বাস হইল তখন আমি দেখিলাম যে যদি আমি এখন বিশ্বাস প্রকাশ করি তবে আমার উপর অত্যন্ত উৎপীড়ন হইবে; এবং আমাকে কালেজ ছাড়িতে হইবে,আমার পড়াশুনা একরূপ বন্ধ হইবে। কিন্তু আমি তখন আর জ্ঞানের দিকে দৃষ্টি করিয়া বিবেককে অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না সুতরাং আমার College education বন্ধ করিতে হইল। আমি একজন ব্রাহ্মকে বলিতে শুনিয়াছি যে মহাশয় আমার জ্ঞান বড় কমিয়া গিয়াছে, অতএব আমার উপাসনার যে দুই ঘণ্টা সময় আছে তাহার দেড় ঘণ্টা পুস্তক পাঠ করিব ও অর্দ্ধঘণ্টা উপাসনা করিব। এরূপ করিয়া কেবল simultaneous progress, simultaneous progress করিলে কিছু হয় না।

সী। আপনার একটা ভুল হইতেছে। এখানে College Education এর কোন কথা হইতেছে না; যে জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্ম লাভের সাহায্য হয়, সেই তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যকতা বলা হইতেছে। আমার বোধ হয় যে, এই তত্ত্বজ্ঞানের অভাব থাকিলে কখনই প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম inseparably ও indissolubly অর্থাৎ অভেদ্য রূপে সংসৃষ্ট; ইহার একটী ছাড়িয়া আর একটার উন্নতি হইতে পারে না।

বি। যদি জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম এরূপ অভেদ্য রূপে সংসৃষ্ট তবে যাহার ভক্তি বাড়িয়াছে—অবশ্য প্রকৃত ভক্তি কোনরূপ সাময়িক উত্তেজনা নয়—তাহার নিশ্চয় সেই পরিমাণে জ্ঞান ও কর্ম্ম বাড়িয়াছে। আমার বোধ হয় যে, আমরা এই কথাটী সর্ব্বদা মনে রাখি না; যদি কাহাকেও ভক্তিতে উন্নত দেখি তবে ভাবি যে তিনি বোধহয় মূর্খ অথবা তিনি কর্ম্ম করেন না। আমার বোধ হয় যে সেরূপ করিয়া বাহির হইতে অন্যের চরিত্র সম্বন্ধে কথা কহিলে প্রায়ই তাহা ভুল হয়; যাহার ভক্তি বাড়িয়াছে নিশ্চয়ই তিনি জ্ঞান ও কর্ম্ম সম্বন্ধে উন্নত। আর আমার বোধহয় যে স্কুলে যেরূপ লেখাপড়া শিক্ষা করা হয় সে শিক্ষা না থাকিলে যে ধর্ম্ম হয় না আমি তাহা বিশ্বাস করি না। Philosophy না পাড়লেও মানুষ ধার্ম্মিক হইতে পারে।

সী। সত্যবটে কাহার কোন দিক দিয়া জ্ঞান আসে তাহা আমরা জানি না; কিন্তু School ও College education জ্ঞান লাভের অন্যতম উপায় বটে সে কথা কেহ অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। আর এক কথা যে Philosophy না পড়িলে ধার্ম্মিক হয় বটে, কিন্তু Philosopher না হইলে ধর্ম্ম হয় না। কারণ আমাদের যে কোন উপায়ে হউক চিন্তা-শক্তির বিকাশ হওয়া আবশ্যক, অতএব সকলকেই Philosopher হইতে হইবে; তাহা কেহ Philosophy পড়িয়াই হউন, আর কেহবা নিজে চিন্তাদ্বারা ও বহুদর্শনের দ্বারাই হউন।

চ। শি বাবু সাধনার সময় আপনার কোন শারীরিক বিকার হয় কি?

শি। অনেক হয়, আমার প্রথম প্রথম যখন এইরূপ বিকার হইত, তখন আমি এ সম্বন্ধে কেশব বাবুকে জিজ্ঞাসা করি; তিনি আমাকে এই প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করিতেন "তোমার সে সময় ঈশ্বরের সত্তা মনে থাকে কি?" আমি বলিতাম যে আমার কোন সংজ্ঞাই থাকে না। তখন তিনি বলিতেন যে, ইহা কখনই প্রকৃত ধ্যানের অবস্থা নয়, কারণ প্রকৃত ধ্যানে মানুষকে ঈশ্বরের সত্তায় মগ্ন করে; কেবল সংজ্ঞাহীন জড়ের ন্যায় করে না। আর আমি নবীন বাবুকেও এসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; তিনি বলেন যে ইহা যোগের একটা বিঘ্ন তাহা যোগ শাস্ত্রে লিখিত আছে।

সী। আমার এখন নির্জ্জন সাধন "সত্যম্,শিবম্, সুন্দরম্" দেখি যে এই তিনটী প্রধান ভাবের মধ্যে ঈশ্বরের অন্যান্য স্বরূপ নিহিত আছে। সত্য এই কথার মধ্যে জ্ঞানং নিহিত আছে। কারণ প্রকৃত সত্যবস্তু যাহা তাহা জ্ঞান; জ্ঞানই প্রকৃত সত্য। শিবং, ইহার মধ্যে তাঁহার দয়া ও ন্যায় নিহিত আছে। এবং সুন্দরং হইতে যদিও সমস্ত গুণের পূর্ণতা বুঝায় তথাপি বিশেষ ভাবে প্রেম ও পবিত্রতার পূর্ণতা বুঝায়।

গু। আমার ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রণালী অনুসারে উপাসনা করিলেই ভাল লাগে; যদি কেহ অন্য কোন প্রণালী দিয়া উপাসনা করেন তাহাতে আমার যোগ দিতে অনেক বিলম্ব হয়। আমাদের যে উপাসনা প্রণালী তাহাতে আমাদের আত্মার সকল ভাব বিকশিত হইবার যেমন সুবিধা, তাহা বোধ হয় অন্য কোন প্রণালীতে হয় না।

শ। আপনি যে প্রণালীর কথা বলিলেন তাহা সাধারণ সাধনরূপে থাকিতে পারে, কিন্তু আমার বোধ হয় যাহার যে বিষয়ে ত্রুটী, যাহার যে পাপটী প্রবল,তিনি ঈশ্বরের সেই স্বরূপটী বিশেষভাবে সাধন করিবেন যাহাতে তাঁহার সেই পাপটী যায়। মনে করুন কাহার অপবিত্রভাব অধিক,তিনি ক্রমাগত ঈশ্বরের পবিত্রতা চিন্তা করেন, এবং পবিত্রতার জন্য প্রার্থনা করেন ইহাই তাঁহার পক্ষে সাধন। তখন তাহার সমস্ত স্বরূপ সম্বলিত উপাসনা ভাল লাগে না।

শি। আমার বোধ হয় যখন ঐরূপ বিশেষ সাধন করিতে হইবে তখন আমাদের নিত্য উপাসনা পদ্ধতি অনুযায়ী করিতে হইবে; এবং তাহার পরে কিয়ৎ কাল বিশেষ ভাবে সাধন করিতে হইবে। আমি এইরূপ করিয়া থাকি।

ন। 'বিশেষ ভাব কথাতে' আমার একটী কথা মনে পড়িয়া গেল। সেটী এই যে, তত্ত্বকৌমুদীতে দেবেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে একটী ভুল আছে, সেটী এই, যে দিন দেবেন্দ্র বাবু কেবল ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন সে দিন অন্যান্য কোন কার্য্য করিতেন না বটে, কিন্তু কিছু আহার করিতেন। সে যাহা হউক আমি দেখিতেছি যে শ—বাবু যে সাধনের কথা

বলিতেছেন তাহা ত অত্যাবশ্যক কিন্তু ইহাতে একটী দোষ আছে সেটী এই, যেমন খৃষ্টান সমাজে পাপের ভাব অত্যন্ত প্রবল, তাহারা ঈশ্বরকে পরিত্রাতা (saviour) বলিয়া ডাকে। বৈষ্ণব সমাজে ঈশ্বরের প্রেমের ভাব অত্যন্ত অধিক, অন্যান্য ভাব তত প্রবল নয়। সেই জন্য এক একটী ভাবে সাধন করা এই দোষ। আমি অনেক খৃষ্টান পাদরিকে দেখিয়াছি যে তাঁহারা কেবল পাপ পাপ করেন এবং কি রূপে পরিত্রাণ হইবে, কিরূপে পরিত্রাণ হইবে এই চিন্তা করেন।

## বিশ্বাসের দার্শনিক ভিত্তি।

### ষষ্ঠ প্রস্তাব—ঈশ্বর জগতের কারণ।

আমাদের পঞ্চম প্রস্তাবে আমরা লৌকিক বিশ্বাস, দার্শনিক প্রকৃতিবাদ ও ভাববাদের বিপক্ষে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, পরমাত্মাই জড়জগতের আধার; আধার ব্যতীত জড় থাকিতে পারে না, এবং সেই আধার কোন অজ্ঞান বা অজ্ঞেয় বস্তু হইতে পারে না, অনুভব বা ভাবরূপী জগতের আধার কেবল জ্ঞান বস্তুই হইতে পারে। এখন আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, পরমাত্মা যেমন জগতের আধার, তেমনই তিনি জগতের কারণ। তাঁহাকে জগতের আধার বলিলেই প্রকারান্তরে জগতের কারণ বলা হয়; কিন্তু এই বিষয় আরও বিশেষরূপে আলোচনা করা আবশ্যক।

একটী পুষ্পকে দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করিয়া এই বিষয়ের আলোচনা করা যাক্। পুষ্পটীর প্রধানতঃ চারিটী গুণ বা উপকরণ—বিস্তৃতি, বর্ণ, ঘ্রাণ ও কোমলতা। আমরা দেখাইয়াছি যে, এই সমস্তই মন-সাপেক্ষ বস্তু; অনুভবকারীর মনের উপর এই সমুদায়ের অস্তিত্ব নির্ভর করে। আধুনিক প্রকৃতিবাদী দার্শনিক তাহা স্বীকার করেন, কিন্তু স্বীকার করিয়াও বলেন এই সমুদায় প্রত্যক্ষগোচর আবির্ভাবের এক একটী অপ্রত্যক্ষ কারণ আছে, সেই কারণগুলিই প্রকৃত জড়ীয়গুণ বা উপকরণ এবং সেই সকল গুণ বা উপকরণের সমষ্টিই প্রকৃত জড়বস্তু। অর্থাৎ যে বিস্তৃতি আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়, যে বিস্তৃতি আমরা দেখি বা স্পর্শ করি, তাহা আবির্ভাব মাত্র বটে, তাহার অস্তিত্ব মনের উপর নির্ভর করে বটে, কিন্তু এই আবির্ভাব উৎপাদনের কারণ একটী অপ্রত্যক্ষ, একটী অদৃশ্য ও অস্পৃষ্ট বিস্তৃতি গুণ আছে। তেমনি আমাদের প্রত্যক্ষগোচর বর্ণের কারণরূপী একটী অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ অদৃশ্য বর্ণ নামক গুণ আছে, আমাদের আঘ্রাত ঘ্রাণের কারণরূপী একটী অনাঘ্রেয় ঘ্রাণ নামক গুণ আছে; এবং এই সমুদায় গুণের সমষ্টি একটী ইন্দ্রিয়াতীত জড় বস্তু আছে। প্রকৃতিবাদ যে কি অসঙ্গত মত, এখান হইতেই পাঠক তাহার আভাস পাইবেন। অপ্রত্যক্ষ, বিস্তৃতি, অদৃশ্যবর্ণ, অনাঘ্রেয় ঘ্রাণ, অননুভূয় কোমলতা—পাঠক এই সমস্ত অসঙ্গত অর্থহীন বিষয়ের কি কোন ধারণা করিতে পারিতেছেন? আর জিজ্ঞাস্য এই সকল জড়ীয় গুণ যদি সমুদায় ইন্দ্রিয়ের অতীতই হইল, তবে এই সমুদায়ের পার্থক্য কোথায়—এই সমুদায়কে পৃথক পৃথক বল কেন? প্রত্যক্ষগোচর বিষয়সমূহকে পৃথক্ পৃথক্ বলিবার বিশেষ কারণ আছে। বর্ণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু আঘ্রাত হয় না। ঘ্রাণ আঘ্রাত হয়, কিন্তু দৃষ্ট হয় না, সুতরাং বর্ণ ও ঘ্রাণ স্বতন্ত্র বিষয় কিন্তু যেমন দেখা যায় না এবং ঘ্রাণ ও আঘ্রাণ করা যায় না আর সে বর্ণ আর সে ঘ্রাণে পার্থক্য কোথায়, এবং সে বর্ণ এবং ঘ্রাণকে "বর্ণ" এবং "ঘ্রাণ" এই দুটা পৃথক নাম দিবারই বা প্রয়োজন কি? পার্থক্য কেবল কার্য্যে দেখিতে পাই, কারণে পার্থক্য কোথায়। কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন হইলেই কি কারণ ভিন্ন ভিন্ন হইবে? এক ব্যক্তিই যখন ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতে পারে, তখন একটী জড়বস্তু কেন ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতে পারিবে না? সুতরাং প্রকৃতিবাদের পক্ষে সমস্ত আবির্ভাবের একটী জড়ীয় কারণ স্বীকার করিলেই যথেষ্ট হয়; এবং এই জড়ীয় কারণকে বহুগুণশালী কেবল এই অর্থেই বলা যায় যে, ইহা ভিন্ন ভিন্ন আবির্ভাব উৎপাদনে সমর্থ। এই কারণকে জড় বলাতে পাঠক এরূপ বুঝিবেন না যে, আমাদের প্রত্যক্ষগোচর জড়ে যেরূপ বর্ণ, ঘ্রাণ ইত্যাদি বৈচিত্র আছে, ইহাতেও তেমনি বৈচিত্র আছে; আমরা এই মাত্র দেখাইলাম যে, যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা অদৃশ্য, অনাশ্রয়, অননুভূয় তাহাতে এই বিচিত্রতা থাকিতে পারে না। এই কারণকে কেবল এই অর্থেই জড় বলা হয় যে, ইহা চৈতন্যহীন, অজ্ঞান। সুতরাং প্রকৃতবাদসম্মত এই জড়ীয় কারণের বিষয় আমরা এই পর্য্যন্ত জানি যে ইহা একদিকে অচেতন, জ্ঞানবিহীন, অপরদিকে শক্তিশালী, অর্থাৎ আবির্ভাব ভাব বা অনুভব উৎপাদনে সক্ষম। এই দুইটী লক্ষণ ব্যতীত ইহার বিষয় আমরা আর কিছুই জানি না; অন্যান্য বিষয়ে ইহা অজ্ঞেয়। জড়ীয় কারণের এই অজ্ঞেয়তা দেখিয়াই অনেক প্রকৃতবাদী "অজ্ঞেয়তাবাদী" নাম গ্রহণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, আমরা উপরে জড়ীয় কারণের যে বর্ণনা দিলাম তাহা আমাদের মনঃকল্পিত নহে। উক্ত বর্ণনা উচ্চতর প্রকৃতিবাদীদিগের অনুমোদিত।

এখন দেখিতে হইবে, এই জড়ীয় কারণ দ্বারা ভাব বা অনুভব উৎপত্তির যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা হয় কি না। যদ্দ্বারা কার্য্যের যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা হয়, তাহাই কার্য্যের প্রকৃত কারণ; যাহা কার্য্যকে ব্যাখ্যা করিতে পারে না, তাহাকে কারণ বলা যাইতে পারে না। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, প্রকৃতিবাদের কল্পিত এই জড়ীয় কারণ অনুভব-উৎপত্তির কিছুই ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

১। প্রকৃতিবাদ অনুভবকে মনসাপেক্ষ বলিয়া স্বীকার করিয়াও ইহাকে প্রকারান্তরে মন হইতে পৃথক বিষয় বলিয়া কল্পনা করে। তাহাতেই ইহা মনকে ছাড়িয়া দিয়া, মনের উৎপত্তির কোন ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা না করিয়া অনুভবের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে। এবং এইরূপে মন এবং অনুভবকে পৃথক মনে করিতেই, অনুভবকে একটা অনাত্ম বস্তু বলিয়া কল্পনা করিতেই ইহা বিশ্বাস করে যে একটা অচেতন অনাত্ম বস্তু দ্বারা অনুভবের ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে আত্মাকে

ছাড়িয়া ভাব বা অনুভব কিছুই নহে। অনুভব—আমি অনুভব করি; "আমি" কে ছাড়িয়া "অনুভব" অর্থহীন; অনুভব ও আত্মা পরস্পর অবিভাজ্য; কেবল "অনুভব" বলিয়া কোন বিষয় নাই; সুতরাং কেবল অনুভবের কারণ কোন বস্তু থাকিতে পারে না; এমন কোন বস্তু থাকিতে পারে না যাহা কেবল অনুভবের ব্যাখ্যা করে (যে হেতু "কেবল অনুভব" বলিয়া কোন বস্তুই নাই।) অনুভবের ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম, যাহা মনকেও ব্যাখ্যা করিতে হইবে। কেবল সেই বস্তুই অনুভবের ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম, যাহা মনকে ব্যাখ্যা করিতে পারে। প্রকৃতিবাদের কল্পিত জড়-শক্তি অনাত্ম বস্তু; উহা মনের ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম, সুতরাং অনুভবের ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম। সুতরাং উহা কখনই অনুভবের কারণ নহে।

২। অনুভবের কারণ কেবল তাহাই হইতে পারে যাহা মনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত; মনের ভিতরে ভাব জন্মাইতে পারে কেবল সেই, যে মনের ভিতরে আছে, অথবা যাহার ভিতরে মন আছে মন যার আয়ত্বাধীন। কিন্তু প্রকৃতিবাদের কল্পিত জড়শক্তি অনাত্ম বস্তু, ইহা আত্মার বাহিরে, (যদি "আত্মার বাহিরে কথার কোন অর্থ থাকে,) আত্মার সহিত ইহার কোন সম্পর্কই নাই, আমরা ইহার বিষয় এই পর্য্যন্ত জানি (যদি জানিয়া থাকি) যে ইহার সহিত আত্মার কোন সাদৃশ্য বা সম্পর্ক নাই ইহা অনাত্মা আত্মার সহিত যাহার কোন সম্বন্ধ নাই সে আত্মাতে ভাব উৎপাদন করিবে দূরে থাক, তাহার অস্তীত্ব আমরা কিরূপে জানিলাম তাহাই বুঝা যায় না। এরূপ বস্তুকে অনুভবের কারণ বলাতে কোন লাভই নাই; ইহাতে অনুভবের ব্যাখ্যা কিছুই হয় না।

৩। প্রকৃতিবাদ ইহার কল্পিত কারণে দুটী পরস্পর বিপরীত গুণ আরোপ করে (১) জড়ত্ব বা চৈতন্যহীনতা, (২) কর্ত্তৃত্ব। এই দুটী গুণের একত্র সমাবেশ অসম্ভব। যাহা অচেতন, তাহার কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না; কর্ত্তৃত্ব বা শক্তি কেবল সচেতন পদার্থেই থাকিতে পারে। এই বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা অন্য প্রস্তাবে করা যাইবে। এস্থলে কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে অচেতন অথচ কর্ত্তৃত্বশালী, এরূপ বস্তুর আমাদের কোন অভিজ্ঞতাই নাই। যাহাদিগকে আমরা জড়-বস্তু বলি তাহাদের প্রকৃতি আলোচনা করিয়া আমরা দেখিয়াছি যে তাহারা মনের আশ্রয়ীভূত অনুভব সমষ্টি মাত্র; তাহাদের স্বতন্ত্র শক্তি থাকা দূরে থাক্, মন হইতে তাহাদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নাই। অচেতন অথচ শক্তিশালী বস্তু লোকে কল্পনা করিতে চায় বটে, কিন্তু এরূপ বস্তু কেহ কখন কোথাও প্রত্যক্ষ করে নাই। অপরদিকে সচেতন এবং কর্ত্তৃত্বশালী বস্তুর অভিজ্ঞতা মনুষ্য মাত্রেরই আছে। আত্মা সচেতন, জ্ঞানবান এবং কর্ত্তৃত্বশালী। এখন জিজ্ঞাস্য এই, ভাবসমষ্টিরূপী জড়বস্তু সমূহের কারণ খুঁজিতে গিয়া,—ভাব-সমষ্টিরূপী জড়জগতের কারণ খুঁজিতে গিয়া,—অভিজ্ঞতার বাহিরে যাও কেন? অভিজ্ঞতার ফলকে অগ্রাহ্য কর কেন? জ্ঞাতকারণ ছাড়িয়া অজ্ঞাত অজ্ঞেয় কারণ কল্পনা কর কেন? অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়াইয়া জগতের কারণরূপী একটা মহান সচেতন জ্ঞানবান পুরুষে বিশ্বাস করনা কেন? এই বিশ্বাস যে অবশ্যম্ভাবী অপরিহার্য্য তাহা প্রস্তাবান্তরে আরো স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইবে।

---

## অশান্তের শান্তি।

(১)

শান্তিময়, প্রেমময়, সুধার আধার!
কৃতার্থ জীবন অজি প্রকাশে তোমার!
আমি কি বলে ডাকিব,
বল কি দিয়ে পূজিব,
জানি না বুঝি না দেব! নীরব রসনা,
অবশ হৃদয়, আজ পরাস্ত কল্পনা!

(২)

শূন্য শূন্য সব শূন্য জগৎ আঁধার,
নিভে গেছে চন্দ্র সূর্য্য বিশ্ব পারাবার;
শুধু এক আছ তুমি,
তাহে মাত্র আছি আমি।
অন্তরে বাহিরে শুধু তোমারি প্রকাশ,
অধে উর্দ্ধে চারিদিকে তোমারি বিকাশ!

(৩)

নিরাকার,—নও স্থূল আঁখির গোচর,
রূপ গন্ধ-হীন তাই ঘোষে চরাচর।
কিন্তু তোমার মতন,
দেব সুন্দর এমন,
কি আছে জগতে আর মোহিতে পরাণ?
কি আছে সুগন্ধি হেন তোমার সমান?

(৪)

সৌন্দর্য্যের সার তুমি সুগন্ধি আলয়,
প্রাণের আরাম তুমি শান্তি-সুধাময়;
নিরাশের আশা তুমি,
অনাথ জনের স্বামী;
দাবদগ্ধ প্রাণে তুমি চন্দনা লেপন,
"তোমারি করুণা' পরে জীবন মরণ!"

(৫)

তোমারি করুণা এক জীবনে মরণে,
চির সহচর তুমি জাগ্রতে শয়নে;
তবু তুমি নিজ গুণে
না এসে উদিলে প্রাণে,
কি সাধ্য প্রকাশে তোমা নিজ গুণে নর?
চেষ্টাতীত তুমি সাধনার অগোচর!

(৬)

নিরাশ তপন-প্রাণে অনুতপ্ত মনে,
গৃহ ছাড়ি ভ্রমিয়াছি কত জনপদে,

কত পর্ব্বতে কান্তরে,
কত যোগীর কুটীরে
রম্য তপোবনে, গঙ্গা যমুনা-পুলিনে,
কত তীর্থস্থানে,—যদি পাই শান্তি ধনে।

(৭)

অন্তর্য্যামী তুমি দেব, জানত সকল,
অশান্ত হৃদয়ে তবু শান্তি না মিলন!
আমার চেষ্টার বলে,
দেখিনু কি ফল ফলে,
শূন্য হৃদয় আমার শূন্যই রহিল,
তব আবির্ভাবে তাহা পূর্ণ না হইল!

(৮)

উদাস আকুল প্রাণে ভগ্ন মনোরথে
ফিরিনু গৃহাভিমুখে, অকস্মাৎ পথে
কি শোভা দেখিনু আজ,
মলিন হৃদয় মরু।
আনন্দ-লহরী তুমি তুলেছ কি প্রাণে,
সুধাময় রূপ তব ভাতিছে নয়নে!

(৯)

রোগ শোক দুঃখতাপ নিভে গেছে কোথা,
নিরাশ বিচ্ছেদ জ্বালা কিছু নাই হেথা,
শান্তি শান্তি শুধু শান্তি,
নাহি অনুতাপ ক্লান্তি;
নিভে গেছে বিশ্ব রবি শশী গ্রহ তারা;
অসীম সত্তায় আজ আমি আত্ম-হারা!

(১০)

শত সাধনায় শত আপন চেষ্টায়
যে ফল ফলিল, আজ তোমার দয়ায়
ফলিয়াছে তাহা দেব;
ঘুচিয়াছে দুঃখ খেদ।
এ মিনতি তব পদে, যদি দয়া করে
এসেছ, বিরাজ প্রাণে চিরদিন তরে।

শ্রী——

---

## পাঁচ ওক্ত নমাজ।

ভাই ব্রাহ্ম! পাঁচ ওক্ত নমাজ না করিলে যে আর চলে না। নমাজ ভিন্ন কি মানুষ বাঁচিতে পারে? আজ আমাদের এ দশা কেন? আমরা নমাজ ভ্রষ্ট হইয়াছি—আমরা প্রভু পরমেশ্বরের পূজা ভুলিয়া গিয়াছি, তাই আমরা মরিয়াছি—তাই বিবিধ প্রকার পাপ তাপ, বিবিধ প্রকার দুঃখ দুর্দশা, বিবিধ প্রকার বিবাদ কলহ এবং বিবিধ প্রকার অশান্তি ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মজীবনকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। আমাদের প্রাণে প্রাণে মিল নাই—জীবনের মূলে দৃঢ়তা নাই—চরিত্রে পবিত্রতা নাই—হৃদয়ে সরলতা নাই; থাকিবে কি? আমরা প্রাণের অবলম্বন, জীবনের উৎস, চরিত্রের আদর্শ, হৃদয়ের হৃদয় হারাইয়া বৃথা বিষয়ে লিপ্ত রহিয়াছি—বন্ধনের উপর বন্ধন, তাহার উপর শত বন্ধন দিয়া জীবনকে সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, তাই আজ অমাদিগের এই দুর্দশা—ব্রাহ্ম হইয়াও অব্রাহ্মের অধম হইয়া পড়িয়াছি। ছি! ছি! বলিতেও লজ্জা হয়! আমরা যদি ব্রাহ্ম হই, তবে আর জগতে অব্রাহ্ম কাহারা? ব্রাহ্মধর্ম্ম কি মূর্খের ধর্ম্ম?—ব্রাহ্মধর্ম্ম কি কতকগুলি কথা বা মতের ধর্ম্ম? তাহা ত নয়; ব্রাহ্মধর্ম্ম যে জীবনের ধর্ম্ম! আমরা কি কথা দ্বারা দীক্ষিত হইয়াছি? তাহা ত নয়, আমরা যে জীবন-দ্বারা দীক্ষিত হইব বলিয়া আসিয়াছিলাম! কৈ আমাদিগের সে জীবন কোথায়? আমরা যে জীবন শূন্য, প্রাণ শূন্য—মৃত হইয়া পড়িয়াছি! মৃত্যু যে আমাদিগের জীবনকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে! আমরা মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ, অমৃতের খণি ব্রাহ্মজীবন আমাদিগের নাই। অমৃতের উৎস যিনি, তাঁহাকেই যখন আমরা হারাইয়াছি—অমৃতের আধার যিনি, তাঁহাকেই যখন আমরা ভুলিয়া রহিয়াছি—জীবনের শত কার্য্যের মধ্যেও যখন একবার তাঁহাকে মনে পড়ে না, তখন আর আমরা মরিব না ত কি?

ভাই ব্রাহ্ম! যদি বাঁচিতে চাও—যদি ব্রাহ্মজীবন যাপন করিবার অভিলাষ থাকে, তবে পাঁচ ওক্ত নমাজ অভ্যাস কর। নমাজ ভিন্ন বাঁচিবার আর অন্য উপায় নাই। আহার ভিন্ন শরীর, আর নমাজ ভিন্ন জীবন, একই কথা। একদিন আহার না পাইলে আমাদিগের যত কষ্ট হয়, একদিন উপাসনা না করিলে কি তত কষ্ট হয়? কৈ! কিছুই ত হয় না! বরং অনেক সময় উপাসনা ভয়ানক কষ্টকর হইয়া উঠে। উপাসনায় বসিয়াছি, প্রাণ ছট্ ফট্ করিতেছে, কখন উপাসনা ভাঙ্গিবে; কখন একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিব! ভাই! আমাদিগের অনেকেরই কি এই দশা নয়? আত্মার পানাহার উপাসনা; সেই উপাসনাতেই যখন অরুচি, তখন আর বাঁচিবার উপায় কোথায়? আমরা সাঙ্ঘাতিক রোগগ্রস্ত। এ রোগের কি আর ঔষধ নাই?—আছে। এ রোগের ঔষধ পাঁচ ওক্ত নমাজ—এ রোগের ঔষধ নিমিত উপাসনা। ভাই ব্রাহ্ম! নিয়মিত উপাসনা আরম্ভ কর, প্রতিদিন প্রাণ খুলিয়া প্রাণেশ্বরকে জড়াইয়া ধর, তিনি বৈদ্যনাথ, তাঁহার স্পর্শে সমস্ত রোগ—সমস্ত জ্বালা দূর হইবে—মৃত প্রাণে প্রাণ আসিবে।

প্রিয়ধন পরমেশ্বর! তোমাকে ভুলিয়াই আমরা মরিয়া রহিয়াছি। আমাদিগের মৃত প্রাণে তোমার জীবনী শক্তি ঢালিয়া দাও, আমরা প্রাণ পাইয়া বাঁচিয়া যাই।

---

## চরিত্র-রহস্য।

### ব্রাহ্মিকা জননীর পুত্র-বিয়োগ।

রা—বাবু। পরমেশ্বরের হস্তে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন ভিন্ন তাঁহার জীবনের আর অন্য উদ্দেশ্য নাই। কয়েকদিন হইল তিনি পশ্চিমে চলিয়াগিয়াছেন। রা-বাবুর পত্নী জ্ঞা—দেবী দুইটী বালিকা ও একটী শিশু-পুত্র লইয়া গৃহে আছেন। রা-বাবুর আত্মীয় বি-বাবুও তাঁহাদিগের সহিত বাস করিতেছেন। রা-বাবুর পুত্রটী সাজ্বাতিক রোগ-গ্রস্ত। অদ্য প্রাতে ডক্তার আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন। ডাক্তারের ব্যবস্থানুসারে সমস্ত দিবস ঔষধ চলিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সায়াহ্নে আবার ডাক্তরের নিকট লোক প্রেরিত হইল, তিনি আসিলেন না অথবা চিকিৎসারও কোন রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন না। ক্রমে রাত্রি বাড়িতে লাগিল—সমস্ত জগত নিস্তব্ধতায় ঢাকিয়া গেল, মেদিনী নির্জ্জনতার পরিচ্ছদ পরিধান করিল। সকলে ঘুমাইয়াছে। বি-বাবু অপর গৃহে শুইয়া আছেন। অদ্য জননীর চক্ষে নিদ্রা নাই। তিনি পুত্রের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ঔষধ সেবন করাইতেছেন ও রোগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। রাত্রি ১টা বাজিয়া গিয়াছে। আকাশের ক্রোড়ে চান্দ্রমা উঠিয়াছে। জ্ঞা-দেবী আতঙ্কের স্বরে একবার বি-বাবুকে ডাকিলেন। বি-বাবু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যে শিশুর সুন্দর বদন এতদিন কুসুমকেও তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহা শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। এতদিন যে মুখ হাসিয়া হাসিয়া প্রাণে কত আনন্দ ঢালিয়াদিয়াছে—মানুষের ঘরে স্বর্গের ছবি আনিয়া দিয়াছে—নরচক্ষুকে স্বর্গের শোভা দেখাইয়াছে, আজ তাহা হাসি-শূন্য—আজ তাহা কালিমায় আচ্ছাদিত। ভীষণ যন্ত্রণায় শিশুর কোমল-প্রাণ ছট্‌-ফট্‌ করিতেছে—সুন্দর গোলাব কুসুম যেন প্রখর সূর্য্যকিরণে একেবারে ঝলসিয়া যাইতেছে। বুকের মধ্যে 'ঘড় ঘড়' করিয়া এক প্রকার শব্দ হইতেছে—থাকিয়া থাকিয়া শিশুটী এক একবার চমাকয়া উঠিতেছে ও মুখ চোখ বাকাইয়া আড়ষ্ট হইয়া পড়িতেছে। গৃহে ঘড়ি ছিল না, বি-বাবু মনে করিলেন রজনী আর অধিক নাই, রজনী প্রভাতে যাহা হয় করা যাইবে। এই ভাবিয়া তিনি আপনার গৃহে আসিলেন ও একটী প্রার্থনা করিয়া আবার শয়ন করিলেন। আরও কতক্ষণ গত হইল। জ্ঞা—দেবী আবার ডাকিতে লাগিলেন। পীড়া আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে। বি—বাবু পাড়ার আর একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া ডাক্তারের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। এ গ্রামে দুইটী গাড়ীর আড্ডা। প্রথমতঃ গাড়ীর চেষ্টাকরা হইল, কিন্তু গাড়ী মিলিল না। অবশেষে বি-বাবু অপর ভদ্রলোকটীকে বিদায় দিয়া আর একজন লোকের সঙ্গে ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে গমন করিলেন। ডাক্তার বাবু নানা আপত্তি তুলিয়া আসিলেন না, চিকিৎসারও বিশেষ কিছুই পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন না। বি-বাবু সে লোকটীকেও বিদায় দিয়া গৃহে আসিয়া জ্ঞা—দেবীর নিকট বসিলেন। জ্ঞা—দেবী এখন পুত্রটীকে কোলে তুলিয়া লইয়াছেন। পীড়ার অবস্থা প্রতি ৪।৫ মিনিটের মধ্যেই পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন নূতন আকার ধারণ করিতে লাগিল। আর সহ্য হয় না। ক্ষুদ্র প্রাণ কত আর সহিবে? জীবনের শেষে মুহূর্ত্ত ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। গৃহ নিস্তব্ধ। জ্ঞা-দেবী ও বি-বাবু উভয়েই নীরব। মানুষের যাহা করিবার ছিল, তাহা শেষ হইয়াছে। মানুষের চেষ্টা, মানুষের যত্ন এখন আর কার্য্যকারী নহে। এখন সম্পূর্ণ ঈশ্বরের হাত, এখন রাখিতেও তিনি, মারিতেও তিনি। তাঁহারই ইচ্ছার প্রতি নির্ভর ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। এখন উভয়েই সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার প্রতিই আপনাদের ইচ্ছা রাখিয়া দিয়াছেন। এখন আর অন্য কোন ইচ্ছাই নাই, কেবল তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক, এই ধ্বনি তাঁহাদিগের হৃদয়-কন্দরে বাজিতেছে। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হইল। ঐ দেখ! স্বর্গের পাখী পৃথিবীর খাচা শূন্য করিয়া স্বর্গের দিকেই উড়িয়া গেল। শিশুর মৃতদেহ জননীর ক্রোড়ে পড়িয়া রহিল। মানুষের আশার ঘর ভাঙ্গিয়া গেল। ভীষণ পুত্র-শোক বিকট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জ্ঞা—দেবীর হৃদয়ের অন্তঃস্তরে আঘাত করিল। শোকের বাতাস মুহূর্ত্তকাল তাঁহাকে বিচলিত করিতে প্রয়াস পাইল। কিন্তু কে যেন আসিয়া জীবনের অন্তরালে 'মাভৈ মাভৈ' রবে দণ্ডায়মান হইল আর অমনি ক্রন্দনোন্মুখ পুত্রহারা জননীর মুখ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। জ্ঞা-দেবী বিচলিত হইলেন না, ক্রন্দনের রোল ব্রাহ্মের গৃহকে অবিশ্বাসের ধ্বনিতে কলঙ্কিত করিল না। জ্ঞা—দেবী নীরবে নিস্তব্ধে প্রকৃত বিশ্বাসী ব্রাহ্মিকা জননীর ন্যায় হৃদয়ের মূলে সেই শোক তাপহারী ভগবানকে দেখিতে লাগিলেন। যাঁহার জীবনের ভিত্তি বিশ্বাস—পর্ব্বতের সুদৃঢ় শৃঙ্গোপরি সংস্থিত, পার্থিব শোক তাপ! তোমাদিগের সাধ্য কি তাঁহার কেশাগ্রও স্পর্শ কর।

রজনী প্রভাত হইল। আর একজন বৃদ্ধা ব্রাহ্মিকা আসিয়া বসিয়া আছেন। বি-বাবু প্রাণ ভরিয়া প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা শেষ হইল। জননী সুন্দর বস্ত্রে ও পুষ্প-মালায় সাজাইয়া সন্তানের মৃত দেহকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া রহিলেন। এখানে আর অন্য ব্রাহ্ম নাই, সুতরাং একাকী বি-বাবুকেই সৎকারের চেষ্টা দেখিতে হইল। তিনি শ্মশানে গমন করিয়া একটী চিতা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া আসিলেন। অবশেষে জননীর নিকট সন্তানের মৃতদেহ প্রর্থনা করিলেন। বিশ্বাসী জননী বিনাবাক্যব্যয়ে আপনা হইতে সন্তানের মৃতশব বি-বাবুর ক্রোড়ে তুলিয়া দিলেন। বি-বাবু শ্মশান ক্ষেত্রে গমন করিয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ধূলিমাটিময় দেহটীকে অগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া চলিয়া আসিলেন। সমস্ত ফুরাইল, বিশ্বাসেরই জয় ব্রাহ্মের গৃহকে প্রতি ধ্বনিত করিয়া মহান্‌ ঈশ্বরের মহান্‌ নাম জয়যুক্ত করিল।

---

# বেদী।

## পণ্ডিত শাস্ত্রী প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

যৎ কল্যানং অভিধ্যায়েৎ
তত্রাত্মানং নিযোজয়েৎ।
ন পাপে প্রতিপাপস্যাৎ
সাধুএব সদা ভবেৎ॥

মহাভারতের এই শ্লোকটীর অপেক্ষা উচ্চ উপদেশ আর মানুষকে দেওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্রাহ্মের এই উপদেশটী স্মরণ রাখা উচিত। "যৎ কল্যানং অভিধ্যায়েৎ তত্রাত্মানং নিযোজয়েৎ" অর্থাৎ যাহা কল্যান কর বুঝিবে তাহাতেই নিজ আত্মাকে নিয়োগ করিবে অর্থাৎ তাহা সাধনের জন্য তৎক্ষণাৎ প্রাণপনে চেষ্টা করিবে। উপদেষ্টা একথা বলেন না যে যাহা সুখকর বুঝিবে, তাহা কর কারণ সকল স্থলেই যাহা সুখকর তাহাই কল্যানকর নহে।

"ন পাপে প্রতিপাপস্যাৎ" অর্থাৎ অসদ্ব্যবহারের পরিবর্ত্তে অসদ্ব্যবহার করিবে না। কেহ যদি তোমার অনিষ্ট করে তবে তুমি তাহার অনিষ্ট করিবে না, বরং তাহার উপকার করিবে।

"সাধুএব সদা ভবেৎ" অর্থাৎ সকল অবস্থাতে সাধু থাকিবে। কাহাকে কাহাকেও বলিতে শুনা যায় যে মহাশয় সংসারটা যে বড় খারাপ আমি কি করিব, মিথ্যাকথা না বলিলে যে খাওয়া চলে না। দেখুন মহাশয় আমি যে লোকের সহিত পরিচয় করি সে লোকটা এমন দুষ্ট যে তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করা যায় না।

---

প্রাপ্ত।

## কার্য্য নির্ব্বাহক সভাকে প্রচারকগণ ও ব্রাহ্মগণ কিভাবে দেখিবেন।

নিয়মতন্ত্র প্রণালীর মধ্যে যাঁহারা উজ্জ্বলরূপে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে না পান, তাঁহারা কি কার্য্য নির্ব্বাহক সভাকে এবং তাহার কার্য্যকে ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট নেতা এবং ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট কার্য্য বলিয়া অনুভব করিতে পারেন? তাঁহারা ইহাকে কতকগুলি সামান্য কার্য্য নির্ব্বাহক বলিয়াই মনে করিবেন, মনে করিবেন ইহারা সমাজের বাহিরের কার্য্য পরিদর্শক এবং নির্ব্বাহ কারক ইহাদের বিধি যদি মানিতে হয় তবে এই জন্য আমরা একটা নিয়ম করিয়াছি তাহা ভাঙ্গিলে ভাল দেখায় না অথবা নিয়মভঙ্গ মানুষের দোষ। কিন্তু যিনি ইহাকে ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট মনে করেন তিনি আর এ কথা বলিতে পারেন না; ইহার বিধি ভাঙ্গিলে ভাল দেখায় না কি নিয়ম ভঙ্গ মানুষের পক্ষে দোষ তিনি কোন অন্যায় করিলে যেমন যন্ত্রণাগ্রস্ত হইতেন একার্য্যে তাহা অপেক্ষা কিছুমাত্র কম যন্ত্রণাগ্রস্ত হইতে পারিবেন না; আমরা নিয়ম করিয়াছি আর ইহা ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট এই দুইটা কথাতেই কত পার্থক্য; নিয়মের মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত না দেখিতে পাইলে সে মৃত নিয়মে মানুষকে রক্ষা করিতে পারে না, এবং তাহার অধীন হইয়া চলা মানুষের পক্ষে কঠিনও। যে নিয়ম ঈশ্বরের বিধি বলিয়া না বুঝিবে তাহা উঠাইয়া দেওয়া বরং ভাল, কিন্তু শুষ্কভাবে তাহা রক্ষা করা কিছুতেই উচিত নয়।

এদেশের চির প্রচলিত প্রথা কি ধর্ম্ম সমাজে যাহা সকল দেশের চির প্রচলিত প্রথা কোন মনুষ্য বিশেষের অধীন হইয়া জন সাধারণ আপনাদের ধর্ম্ম মত ও ধর্ম্ম জীবন গঠন করে; দশজনে মিলিত হইয়া প্রার্থনা পূর্ব্বক ঈশ্বরের বিধি ঠিক বলিয়া তাঁহার অনুকরণ করত ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মজীবন গঠন করা এক প্রকার স্বপ্নবৎ বলিয়া মনে করে। যাহারা মনে করে, তাহারা এই প্রকার নিয়মতন্ত্র প্রণালীর কথা শুনিলে ইহা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার ভিন্ন আর কি বলিবে? সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ এদেশে কি পৃথিবীতে এসম্বন্ধে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহারা ইহার মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত দেখিয়া কত না আনন্দিত হইতেছেন, এই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ পৃথিবীতে এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রাখিয়াছেন, যাহাতে এত যুগের পর মানুষ স্বাধীন ভাবে সেই পরম প্রভুকে জানিতে সক্ষম হইল, যদিও ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ ভাবে সত্য—কিন্তু ইহার সঙ্গে এইভাব গুপ্তভাবে ছিল যে যাঁহারা ধর্ম্ম জগতে বড় তাঁহাদের অনুকরণ করিতে হইবে এ ভাব না থাকিলে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের জন্ম অনাবশ্যক ছিল। এইভাব থাকিলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া দশজনে মিলিত হইয়া প্রার্থনা দ্বারা নিয়মস্থির করিয়া তাহার অনুকরণ করা অসম্ভব। কিন্তু পরমেশ্বর এই বিশেষ ভাব রক্ষা করিবার জন্যই সাধারণদিগকে ডাকিয়া উজ্জ্বল ভাবে নিয়ম তন্ত্রের আবশ্যকতা দেখাইয়াছিলেন। এইটীই পৃথিবীর পক্ষে একটী ধর্ম্মজগতের নূতন ব্যাপার। ইহার মধ্যে যিনি ঈশ্বরের হস্ত উজ্জ্বলরূপে দেখিবেন তিনিই অনেক বাধা বিঘ্নের মধ্যেও এখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবেন; যাঁহার এ বিষয়ে কিছু সন্দেহ জন্মিবে তিনিই হাজার প্রতিজ্ঞা করুন, কষ্ট স্বীকার করুন, তিনি নিশ্চয়ই ইহা পরিত্যাগ করিবেন। ধর্ম্ম জগতে যে ইহা এক নূতন ব্যাপার এবং ইহাতে যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

---

ভ্রমপূর্ণ মানুষ এককীই কোন কাজ করুক আর দশজনে মিলিয়াই কোন কাজ করুক নিশ্চয়ই তাহাতে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। আবার দশজনের যত ভ্রম হইবার সম্ভাবনা একজনের তাহা অপেক্ষা বেশী হইবার সম্ভাবনা। যাহারা ঈশ্বরের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া প্রার্থনা পূর্ব্বক কোন বিষয় স্থির করে তাহাদের অপেক্ষা যাহারা নিজের বিদ্যা বুদ্ধির উপর নির্ভর করে তাহাদের আরও ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। যদি একজন বিশ্বাসী অপেক্ষা দশজন বিশ্বাসীর ভ্রম হওয়া কম সম্ভব, তবে ইহা যে অনেক পরিমাণে ভ্রম হইতে রক্ষা পাইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, তবে কথা এই ইহারা ঈশ্বরের আজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইয়া চলেন কি না; যাঁহাদের এ বিষয়ে সন্দেহ তাঁহারা ত ইহাদিগকে নানা প্রকার দোষ দিবেন কিন্তু যাঁহারা উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাইবেন, ইহারা ঈশ্বর ইহাঁরা যাহা করেন ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ করেন না এইটী বুঝিতে না পারিয়া এবং বিশ্বাস

করিতে না পারিয়া অনেক সময় অনেকের নিয়মতন্ত্রের প্রতি অনাস্থা হয়। যদি ইহাঁদের মধ্যে ঈশ্বরের বিদ্যমানতা অনুভব করিতে পারিতেন তাহা হইলে আর কোন গোল হইত না এবং ইহাদের ভ্রম ক্রটী দেখিলে ভীত হইতেন না কেননা যাহা ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট তাহা ঈশ্বর রক্ষা করিবেন।

কার্য্য নির্ব্বাহক সভা ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট ইহা বুঝিতে না পারিলে ইহাঁদের অধীন হইয়া কাজ করা, ধর্ম্ম জগতের লোকের পক্ষে অসম্ভব। যদি গোলের কিছু কারণ থাকে তবে এই। ইহাঁদিগকে ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট নেতা মনে করা বড় কঠিন। যদি একবার এইটী বুঝিতে পারা যায় তাহা হইলে ইহাদের অধীনে কাজ করা কিছুই কঠিন নয়। প্রচারকগণ ও সাধারণ ব্রাহ্মগণ যতদিন এই কার্য্য নির্ব্বাহক সভাকে ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট সমাজের নেতা মনে করিতে না পারিবেন তত দিন কিছুতেই ইহার অধীন হইয়া প্রকৃত ভাবের সহিত কাজ করিতে পারিবেন না। এখানে যেন কেহ এরূপ ভ্রম না করেন যে, নিজের বিবেক বুদ্ধিকে বিনাশ করিয়া ইহাঁদের অধীন হইতে হইবে। যাঁহারা ইহাদের সভ্য কি প্রচারক তাঁহারা কি এই ভাবে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন যে এই নিয়মতন্ত্র প্রণালীর মধ্যে ঈশ্বর স্বয়ং বিদ্যমান্ ও এই কার্য্য নির্ব্বাহক সভা ঈশ্বরাভিপ্রেত নেতা? যিনি করেন নাই তাঁহার আগা গোড়া ভুল; কেননা ধর্ম্ম জগতে যাহাদের অধীন হইয়া কার্য্য করিব তাঁহারা যদি ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট না হন তবে তাঁহাদের অধীন থাকা অসম্ভব। যদি কোন কার্য্যে এই সন্দেহ উপস্থিত প্রার্থনা করা হয় পরস্পরকে পরস্পর বুঝাইতে চেষ্টা কর, যাহা সত্য ঈশ্বর তাহা প্রদান করিবেন।

যদি এই প্রণালীকে ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট কেহ মনে না করেন, তিনি কিরূপে ইহাদের অধীন হইবেন এবং কি রূপেই বা ইহাঁদের অর্থ গ্রহণ করিবেন? নিশ্চয়ই ইহাঁদের অর্থ তাঁহার নিকট বেতন বোধ হইবে; এইরূপে প্রভুভৃত্যের ন্যায় কাজ করা ধর্ম্মজগতে অসম্ভব ও দুষ্কর।

শ্রী—

## মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্ম বন্ধুদের নিকট নিবেদন।

কলিকাতা ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে যে সকল বিষয়ের আলোচনা হয়,সংক্ষেপতঃ সকলগুলির সারমর্ম্ম আপনাদিগকে জ্ঞাপন করা এ পত্রিকার কর্ত্তব্য। এখানকার সঙ্গত সভায় যে বিষয়ে আলোচনা হয়,এখানকার আলোচনা সভায় ( Brahmo conference ) যে সকল বিষয়ের বিচার হয় তাহার সারভাগ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে; সেই সকল পাঠ করিয়া কলিকাতা উপাসকমণ্ডলীর অবস্থা কতদূর বুঝিতে পারিয়াছেন তাহা আপনারাই জানেন। আজকাল এখানে আমাদের মধ্যে কতকগুলি গুরুতর বিষয়ের বিশদ আলোচনা হইতেছে। গত আলোচনা সভায় "আধ্যাত্মিক জীবন" সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়; এই আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গিয়াছে স্বতন্ত্র এই আলোচনাসভায় আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উভয় বিষয়েরই আলোচনা হইবে। আগামী সভায় "বিবাহ" সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। যাহা হউক আজ ব্রাহ্ম সমাজ সম্বন্ধে ২।৪টী বিষয় আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিব; আশাকরি আপনারা যখন হিন্দুসমাজস্থ পিতা, মাতা, আত্মীয় স্বজনগণকে পরিত্যাগ করিয়া এবং নিজে বহু যন্ত্রণা সহ্য করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তখন কখনই ইহার প্রকৃত কল্যান সাধনে চিন্তা ও যত্ন করিতে ক্রটী করিবেন না। আপনারা সকলেই বোধহয় জানেন যে, এখন সাধারণ সমাজ নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে; কিসে এই সকল দল পরস্পরকে সদ্ভাবের চক্ষে দর্শন করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের কল্যান সাধনে সকলে একত্রে কার্য্য করিতে পারেন, ইহা নির্ণয়ের জন্য ২।৩ বার আলোচনা সভায় তাহার বিচার হইয়াছে। অনুরোধ করি, অপনারা নিজে নিজে এ সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন। আমাদের দলাদলি কেবল মত লইয়া হইলে তত অধিক দুঃখের বিষয় হইত না কারণ প্রত্যেকেই তাঁহার জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ঈশ্বর ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে মত পোষন করেন; অতএব যখন আমাদের সকলের জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সমান নয় তখন ঈশ্বর ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতভেদ অবশ্যম্ভাবী; তবে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূলসত্যে বিশ্বাস থাকিলেই হইল। কিন্তু এই সকল দল পরস্পরকে ঘৃণা ও বিদ্বেষের চক্ষে দর্শন করেন। আর একটী কথা এই যে, আমাদের সমাজের মধ্যে ক্রমশঃ শিক্ষিত যুবার দল বৃদ্ধি হইতেছে। এই সকল যুবকদের অনেকের মন যেমন জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত, তেমন ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁহার স্বরূপের দার্শনিক মিমাংসা পাঠ ও হৃদয়ঙ্গম করিয়া মনে করেন যে তাঁহাদের অধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি হইতেছে; আর সাধন ভজনের আবশ্যকতা নাই। তাঁহারা মুখে ঠিক এই কথা গুলিন বলুন আর না বলুন কিন্তু তাঁহাদের জীবনের দৈনন্দিন কার্য্যে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও জ্ঞান অতি সংকীর্ণ ও একদেশদর্শী; কেবল দর্শন পড়াকেই জ্ঞানচর্চ্চা বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মধ্যে বিজ্ঞান, গণিত, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, শরীরতত্ত্ব ( Antagony,Physiology ) প্রভৃতির তত আদর দেখা যায় না, এমন কি এ সকল বিষয়ের সামান্য মূল সত্য জানেন কি না তাহাতেও সন্দেহ হয়। আর একটী কথা অতি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, কেহ কেহ এইরূপ সংকীর্ণ জ্ঞান লইয়া আপনাদিগকে বড় বিদ্বান মনে করেন তাঁহারা সাধন ভজনে অগ্রসর ব্যক্তিদিগকে মূর্খ বলিয়া ঘৃণা করেন। যাহা হউক, তাই বলিয়া ইহা মনে করা উচিত নয় যে এসকল যুবকদের বুঝি কোন গুণ নাই; তাহা নহে, অনেক সদ্গুণ আছে। ইহারা অনেকে ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যের জন্য প্রাণপণে খাটিতে প্রস্তুত; তাঁহাদের সুমার্জ্জিত জ্ঞানের ফল সমাজকে দিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। এই যুবক দল সম্বন্ধে আপনাদের অনেক চিন্তা করিবার আছে। আর একটী প্রধান কথা "বিবাহ"। এ সম্বন্ধে আগামী সভায় বিচার হইবে তথাপি ২।৪টী কথা বলি। আপনারা সকলেই দেখিতেছেন যে ব্রাহ্ম সমাজে অবিবাহিত পুরুষও স্ত্রীলোকের সংখ্যা ক্রমশই বাড়িতেছে। এছাড়া আবার

আমরা অনেক অনাথা বিধবাদিগকে ব্রাহ্ম সমাজে আশ্রয় দিয়াছি, এই সকল স্ত্রীলোকের আধ্যাত্মিক অবস্থা তত আশাজনক নহে। এইরূপ অবিবাহিত পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা বাড়িলে সমাজের কোন গুরুতর অনিষ্ট আছে কিনা তাহা গভীর চিন্তার বিষয়।

২২শে নবেম্বর সাধারণ সমাজগৃহে আলোচনা সভার অধিবেশন হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাবু সীতানাথ দত্ত সেই দিনের আলোচ্য বিষয় "আধ্যাত্মিক জীবন" সম্বন্ধে প্রথমে বক্তৃতা করেন। তিনি প্রথমে আধ্যাত্মিক জীবন যে কেবল নৈতিক জীবন নয় তাহাই প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন যে, যে ব্যক্তি কেবল অভাব পক্ষে পাপ হইতে বিরত, সেই যে কেবল আধ্যাত্মিক জীবন পায় নাই তাহা নহে, কিন্তু যে কেবল ভাবপক্ষে জীবে দয়া করা সংকার্য্য করা, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় হওয়া প্রভৃতি জীবনে পালন করে, সেও প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন পায় নাই। তিনি বলেন যে, যে জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে লাভ করা সেই জীবনই যথার্থ আধ্যাত্মিক জীবন।

ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার যোগ তিন বিষয়ে হইবে,— জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা। তিনি বলেন যে এই জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা অবিভাজ্যরূপে সংযুক্ত, একটী ছাড়িয়া অপর একটীর সাধনা হয় না, এবং প্রকৃত ভাবে একটী সাধন করিলে অপর গুলিও হয়।

বাবু সীতানাথ দত্তের পর অনেকে আপনাপন মতামত প্রকাশ করেন। অধিকাংশই সীতানাথ বাবুর কথার পোষকতা করেন। কেবল একজন বলেন যে, আপাততঃ ব্রহ্ম সাধন প্রবৃত্তি মার্গকে অবলম্বন করিয়াছে ইহাতে প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন লাভ লইবে না, কারণ নিবৃত্ত মার্গ সাধনই আধ্যাত্মিক জীবন লাভের একমাত্র উপায়। বাবু সীতানাথ দত্ত শেষে এই নিবৃত্তি মার্গ যে যথার্থ পথ নয় তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেন। যাহা হউক বক্তা এই নিবৃত্তি মার্গ কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা আমরা বিশেষরূপে বুঝিতে পারি নাই।

## নির্জ্জন-চিন্তা।

অনেকেই দেখিয়াছেন অট্টালিকার উপর অশ্বত্থবৃক্ষ জন্মিয়া উৎপাটিত না হইলে গৃহের কিরূপ দুর্দ্দশা করিয়া থাকে। চারা-গাছ উঠাইয়া ফেলিলে সহজে গৃহটি নিরাপদ হয়, কিন্তু যখন তাহার মূল গৃহকে বেষ্টন করে তখন সে অট্টালিকা আর নিরাপদ নহে। ঠিক এই রূপ মানব জীবনেও পাপের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া অল্পে তাড়িত না হইলে মানবাত্মার সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। আমি জাগ্রত থাকিয়া আত্মরক্ষা করি নাই বলিয়া পাপ অলক্ষিত ভাবে আমাতে প্রবেশ লাভ করে, এক্ষণে তাহার আক্রমণে আমার সমস্ত শরীর মন জর্জ্জরিত এখন এমন হইয়াছে যে পাপের সহিত সংগ্রামে পদে পদে পরাজয় মানিতে হইয়াছে, কেবল তখনই জয় লাভ করি যখন সেই সকল শক্তির আধার সেই সত্য পুরুষকে অন্তরে স্মরণ করি, তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করি। ইহা আত্ম-প্রত্যয় সিদ্ধ সত্য কথা।

চন্দনের সুবাতাসে পড়িয়া সকল বৃক্ষই কিয়ৎ পরিমাণে চন্দনের গুণ প্রাপ্ত হয় কিন্তু বাঁস কখনও চন্দনত্ব প্রাপ্ত হয় না; ইহার কারণ এই যে বৃক্ষেতে যে গুণ থাকিলে চন্দনের গুণ বর্ত্তাইতে পারে, বাঁসে সে গুণ নাই। এইরূপ সংসারেরও কত হতভাগ্য ব্যক্তিকে দেখিতে পাই যাহারা সাধুজনের সহবাসে থেকে অথচ সাধুতা লাভ করিয়া জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারে না, ইহার নিগূঢ়তত্ব এই যে সেই সকল হতভাগ্য ব্যক্তির অন্তরে সেই পদার্থ নাই যাহা থাকিলে সাধুর সাধুতা পুণ্যবানের পুণ্য প্রতিবিম্বিত হইয়া জীবনকে মধুময় করিত। যে ব্যক্তি এমন হতভাগ্য সে নিরন্তর আমার মত কাঁদুক, কাঁদিলে করুণাময়ের করুণা গুণে সে হৃদয় মন সাধুতা লাভের উপযুক্ত হইতে পারে।

দন্তের ধর্ম্ম জিহ্বাকে সুবিধামত পাইলেই একটি কামড় দেওয়া। কিন্তু জিহ্বা বেচারা নিরন্তর দন্তের সেবায় নিযুক্ত; দন্তের কোথাও কোন দ্রব্য আট্‌কাইলে জিহ্বা তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে বিপদ মুক্ত করিতে সচেষ্ট। কেমন সুন্দর প্রেম ও উদারতা! আমি হতভাগ্য ব্যক্তি সংসারের লোকের সামান্য ত্রুটী ও অপরাধ দেখিলে উত্তেজিত হই এবং আপনার প্রেমকে প্রত্যাহার করি। পরমেশ্বর! কবে জিহ্বার ন্যায় কোমল হইয়া দন্তের ন্যায় কঠিন ও কঠোর ব্যক্তির হস্তে পদে পদে প্রপীড়িত হইয়াও তাঁহার সেবা করিতে সক্ষম হইব? জানি প্রভু, তোমার কৃপা হইলে আমার ভাগ্যে কিছুই অসম্ভব নহে। তবে তোমার কৃপাই জীবনের সম্বল হউক।

## ব্রাহ্মসমাজ।

আমরা পূর্ব্বে জানাইয়াছি যে, কোন্নগরে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন প্রাণ মন দিয়া বিসূচিকা রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সেবা করিতেছেন। এইরূপ নিঃস্বার্থ সেবা দেখিলে লোকের মন মুগ্ধ হয়, আমরা ব্রাহ্মদিগকে অনুরোধ করি, যাঁহাদিগের সময় আছে তাঁহারা কিছু পরিমাণে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া দীন দুঃখীদিগের সেবা করুন। শত শত দরিদ্র ব্যক্তি আমাদিগের দেশে ঔষধ ও চিকিৎসক অভাবে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। নিঃস্বার্থ সেবা ও প্রকৃত জীবন ধর্ম্ম প্রচারের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়।

বাবু সীতানাথ দত্তের নাম বোধ হয় আমাদের কোন ব্রাহ্ম পাঠকের নিকট অবিদিত নাই। ধর্ম্ম দর্শনে অভিজ্ঞতা ও ভক্তিভাবের জন্য তিনি ব্রাহ্ম সাধারণের নিকট বিশেষরূপ পরিচিত। তিনি ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ সাধনের বিষয় সম্বলিত পুস্তক সকল প্রকাশ করিয়া বিদেশী সত্যানুসন্ধায়ী ও ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিদিগকে ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। তাঁহার Whispers from the Inner Life এবং "Thirsting after God" নামক দুইখানি পুস্তক বাহির হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই দুইখানি পুস্তক অতীব সুন্দর হইয়াছে।

গত ২৫শে নবেম্বর বৃহস্পতিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তের জন্য এক স্মরণার্থ সভা হয়। বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অক্ষয় বাবুর জীবনী সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। দেবেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা সুদীর্ঘ হওয়াতে অন্যান্য ব্যক্তিরা বলিবার অবসর পান নাই। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

## ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক সংবাদ।

ইউরোপে ৫৪,০০,০০০ জন, এসিয়াতে ৩,০০,০০০ জন, আফ্রিকাতে ২৫,০০০ জন, এবং আমেরিকায় ২,৫০,০০০ জন ইহুদী বাস করে।

আমরা শুনিলাম উৎকল ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা একটী আতুর নিবাস খুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা সম্প্রতি কয়েকজন অতুরকে প্রতি সপ্তাহে চাউল ও বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহারা এই শুভানুষ্ঠানে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উৎকল ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাওর নিকট তাঁহাদের দাতব্য প্রেরণ করিবেন। ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা এইরূপ যত শুভানুষ্ঠান হয় ততই দেশের মঙ্গল।

মাঃ মালাবারি বাল্যবিবাহ যে মহাপাপ, অত্যন্ত অনিষ্টকর তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিলাতের বড় বড় সাহেবদের মত সংগ্রহ করিয়াছেন। আমাদের দেশের যে সমস্ত লোক তাঁহার এই শুভানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন তাঁহারা কি নির্ব্বোধ!

কচ্ছের রাজা আপন রাজ্যের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। স্ত্রীশিক্ষার জন্য দেশে দেশে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। অন্তঃপুরবাসিনীগণ শিক্ষিতা হইলে পরিবার সকল সুনিয়মে পরিচালিত হইবে।

মুক্তিফৌজদিগের উৎসাহ ও কার্য্য দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। কিছুদিন হইল তাঁহাদের নেতা জেনারেল বুথ তাঁহাদের "ওয়ারক্রাই নামক পত্রিকায় এই মর্ম্মে একটী বিজ্ঞাপন দেন যে, তাঁহাদের ৫০,০০০ হাজার টাকা ঋণ হইয়াছে; এই ঋণ পরিশোধের জন্য ফৌজের সভ্যগণ এক সপ্তাহ চার চিনি, ও চুরট বন্ধ করিয়া এক সপ্তাহের মধ্যে এই টাকা প্রেরণ করিবেন। এক সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতে ৫০,০০০, হাজারের অধিক টাকা জেনারল বুথের হস্তগত হয়। ধন্য মুক্তিফৌজ! ধন্য জেনারল বুথ! তোমরা জান কিরূপে কার্য্য করিতে হয়।

---

## মূল্য প্রাপ্তি।

| | | |
|---|---|---|
| বাবু গঙ্গাদাস বসু | করটিয়া | ৩৲ |
| লালা বজরং বিহারী | সীতামারি | ৩৲ |
| বাবু চন্দ্র মোহন বিশ্বাস | মৈমনসিংহ | ৩৲ |
| বাবু শিবচন্দ্র দাস | ভবানীপুর | ১৷৹ |
| ,, মোহিনী মোহন রায় | কলিকাতা | ।৹ |
| ,, ভোলানাথ দাস | চন্দননগর | ৩৲ |
| ,, নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | ভবানীপুর | ২৷৹ |
| ৺ ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | কলিকাতা | ১৸৴৹ |
| বাবু রজনী নাথ রায় | কলিকাতা | ২৷৹ |
| ,, শ্যামা চরণ দত্ত | ইন্দোর | ৩৲ |
| ,, বেণী মাধব রায় | কলিকাতা | ॥৹ |
| ,, বিপিন বিহারী রায় | মাণিকদহ | ৩৲ |
| ,, দুর্গা কুমার বসু | শ্রীহট্ট | ৩৲ |
| ,, নন্দলাল বসু | চাকদহ | ১৲ |
| ,, ভগবতী চরণ দাস | ভবানীপুর | ২॥৹ |
| আশুতোষ মিত্র | গড়পার কলিকাতা | ২৸৴৹ |
| শ্রীনাথ সিংহ | কাকিনিয়া | ১৲ |
| ,, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় | গঙ্গাটিকারি | ৸৴১০ |
| কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী | কাকিনিয়া | ৩৸৹ |
| বাবু শ্যামা প্রসন্ন রায় | হাজারিবাগ | ৩৲ |
| ,, চন্দ্র কুমার ঘোষ | গয়া | ৩৲ |
| শ্রীমতি কৈশোর মঞ্জরী শ্যাম | সিলেট | ৩৲ |
| বাবু হারাণচন্দ্র সরকার | ঢাকা | ৩৲ |
| ,, অধরচন্দ্র সাস | ঢাকা | ৩৲ |
| ,, কৃষ্ণ নাথ বড়াল | নলহটী | ৩৲ |
| ,, শিবচন্দ্র দেব | কোন্নগর | ৩৲ |

## বিজ্ঞাপন।



১১ নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

# তত্ত্ব-কৌমুদী

(পাক্ষিক পত্রিকা।)

৯ম ভাগ।
১৭শ সংখ্যা।

১লা পৌষ, বুধবার, ১৮০৮ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

## পূজার আয়োজন।

প্রভো, আমি কিরূপে তোমার নামগান করিব—তোমার গুণগান করিব? আমার হৃদয় তোমাকে ভালবাসে না, আমার মন তোমার চিন্তা করিতে চায় না; আমার হাত অতি দুর্ব্বল; আমি কিরূপে তোমার গুণগান করিব? আমি কেবল মুখে তোমার গুণ গান করিতে চাইনা; কে তাহা শুনিবে, শুনিয়া কেই বা গলিবে, কেই বা মাতিবে? প্রভো, যদি আমাকে দিয়া কিছু করাইতে চাও, তবে আমার অনুপযুক্ত অপদার্থ জীবনকে ভাল কর। আমার প্রাণ তুমি লও, মন লও, বল লও—সমস্ত জীবন লও। আমার সমস্ত জীবন তোমার পূজার সঙ্গীত হউক—আমি সমস্ত জীবন দিয়া তোমার নাম গান করিয়া কৃতার্থ হই।

---

মা, তুমি কি কেবল ধনীর বড় নৈবিদ্য লও, আর গরীবের সামান্য নৈবিদ্য অগ্রাহ্য কর? তাহা হইলে আর তোমার দীন-বৎসলা নাম হইত না। আমি গরীব বলিয়া কি আমার যাহা কিছু সামান্য বলি আছে তাহা তোমাকে দিব না? মা, তুমি গরীবকে ঘৃণা কর না জানি, তাই এই সামান্য উপহার তোমার চরণতলে আনিলাম, তুমি গ্রহণ করিলে ধন্য হই। গরীবকে ধনী করা তোমার হাত মা; তোমার পবিত্র ইচ্ছা এই ক্ষুদ্র জীবনে সম্পন্ন হউক।

---

যদি সহস্র বৎসর পরে পরে এক একবার নক্ষত্র সমূহ উদিত হইত তবে মানুষ কতই বিশ্বাস করিত আর কতই স্তুতিগান করিত; তাহা হইলে সেই দুর্লভদর্শন ব্রহ্মধামের স্মৃতি বহু পুরুষ পরম্পরায় রক্ষিত হইত। কিন্তু প্রতি রাত্রেই তো এই সৌন্দর্য্য-বাহকগণ উদিত হইয়া গভীর ভাবপূর্ণ হাস্যে জগৎকে আলোকিত করে।—এমার্সন্।

---

মানুষ অসামান্য অদ্ভুত ঘটনা দেখিবার প্রয়াসী, তাতে নাকি স্পষ্টরূপে ঈশ্বরের হস্ত দেখা যায়। কিন্তু প্রতিদিন যাহা ঘটিতেছে তাহা অপেক্ষা অদ্ভুত আর কি হইতে পারে? দিব্যজ্ঞান চক্ষে তাকাইয়া দেখি, জগৎ ব্রহ্মের জীবন্ত সত্বায় পরিপূর্ণ —দেখিয়া অবাক হইয়া যাই, মুগ্ধ হইয়া যাই। বহুদূরে যাইতে হয় না, আমার এই ক্ষুদ্র গৃহটী—এই গৃহের প্রত্যেক বস্তু তাঁহাকে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত করে—তাঁহার জীবন্ত মধুর প্রেমের কথা বলে। বাস্তবিক গভীরভাবে দেখিতে গেলে তাঁর প্রেম ছাড়া জগতে আর কিছু নাই। টেবিল, চেয়ার, বাক্স, কাগজ, কলম, অন্ন, বস্ত্র, শয্যা, পরিজনবর্গ, বৃক্ষলতা, সূর্য্য,চন্দ্র, নক্ষত্র সমুদয় তাঁহার মূর্ত্তিমান প্রেম।

---

ক্রিড়াশীল মন্দ বায়ু-সেবিত অনাবৃত স্থানে যখন অনন্ত আকাশে মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান হই, তখন সমুদয় নীচ অহংকার তিরোহিত হয়। তখন একটী স্বচ্ছ চক্ষুরূপী হইয়া যাই; নিজে কিছুই থাকি না, সমস্তই কেবল দেখি; সেই অনন্ত প্রাণের স্রোত আমার ভিতরে সঞ্চালিত হয়—ব্রহ্মের অংশীভূত, অঙ্গীভূত হইয়া যাই।—এমার্সন।

---

শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ
স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ।
তত্রব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং
ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজং॥—ভাগবত।

যাঁহারা তোমার চরিত শ্রবণ গান বা উচ্চারণ করেন, অথবা সর্ব্বদা স্মরণ করেন, কিম্বা অন্যে কীর্ত্তন করিলে আনন্দ লাভ করেন, তাঁহারা অচিরেই সংসার প্রবাহ নিবারক তোমার চরণারবিন্দ দেখিতে পান।

---

ন ভারতী মেহঙ্গ মৃষোপলক্ষ্যতে
ন বৈ কচিন্মে মনসোমৃষা গতিঃ।
ন মে হৃষীকানি পতন্ত্যসৎপথে
যন্মে হৃদোৎকণ্ঠ্যবতা ধৃতোহরিঃ॥—ভাগবত।
(ব্রহ্মার উক্তি)

আমার বাক্যে মিথ্যা দৃষ্ট হয় না, আমার মন কদাপি মিথ্যার দিকে যায় না, আমার ইন্দ্রিয় সমূহ অসৎপথ অবলম্বন করে না, যে হেতু আমি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে হরিকে ধারণ করিয়া থাকি।

---

বিলেবতোরুক্রম বিক্রমান্ যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত
ন যোপগায়ত্যুরু গায় গাথাঃ॥—ভাগবত।

হে সূত, কে কর্ণদ্বয় ভগবৎ মহিমা শ্রবণ না করে সে কর্ণদ্বয় বৃথা ছিদ্রমাত্র, আর যে জিহ্বা ভগবদ্গাথা গান না করে সে দুষ্টা জিহ্বা ভেক জিহ্বা তুল্য।

---

ভারঃপরং পট্টকিরীটজুষ্ট
মপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দং।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং
হরের্লসৎ কাঞ্চনকঙ্কনৌ বা॥—ভাগবত।

যে মস্তক ঈশ্বরচরণে প্রণত না হয়, তাহা পট্টকিরীটে সজ্জিত হইলেও কেবল ভার মাত্র; আর যে হস্তদ্বয় তাঁহার সেবা না করে তাহা সুবর্ণ কঙ্কনে শোভিত হইলেও মৃতের হস্ত তুল্য।

---

বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং
লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ॥—ভাগবত।

যে নয়নদ্বয় সর্ব্বব্যাপী ভগবানের রূপ না দেখে তাহা ময়ূরপুচ্ছ সদৃশ [অকর্ম্মণ্য চাকচিক্য মাত্র] আর যে পদদ্বয় হরিক্ষেত্রে [পবিত্রতাপূর্ণ স্থানে] গমন না করে তাহা কেবল বৃক্ষবৎ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

---

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্গৃহ্যমাণৈ র্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥—ভাগবত।

হরিনাম উচ্চারণে যাহার হৃদয় বিগলিত না হয়, নেত্রে অশ্রু ও গাত্রে লোমাঞ্চ না হয় তাহার হৃদয় প্রস্তরবৎ কঠিন।

---

## বিশ্বাসের দার্শনিক ভিত্তি।

**সপ্তম প্রস্তাব—ঈশ্বর জগতের আধার (২য় প্রকরণ)**

আমাদের শেষ প্রস্তাবে আমরা দার্শনিক প্রকৃতিবাদের ভ্রম দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে অচেতন অথচ কর্ত্তৃত্বশালী এরূপ কোন বস্তুর অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই, এবং কোন অচেতন বস্তুকে ভাবোৎপত্তির কারণরূপে নির্দ্দেশ করা নিতান্ত অযৌক্তিক। ভাবোৎপত্তির কারণ যে কেবল সচেতন আত্মাই হইতে পারে, সুতরাং পরমাত্মাই যে ভাবসমষ্টিরূপী জগতের কারণ তাহার ও অসাক্ষাৎ প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। এখন এই বিশ্বাসের অবশ্যম্ভাবিতা ও যৌক্তিকতা বিশেষ ভাবে দেখান আবশ্যক। ইহা দেখাইবার পূর্ব্বে আমরা পূর্ব্বালোচিত একটী বিষয়ের কিঞ্চিৎ পুনরালোচনা করিব। আমাদের পঞ্চম প্রস্তাবটী লিখিয়া আমরা তৃপ্ত হইতে পারি নাই; জগৎ যে ব্রহ্মে অবস্থিত তাহা আরো পরিষ্কাররূপে দেখান আবশ্যক। এই সত্যটী স্পষ্টরূপে বুঝাইতে না পারিলে কার্য্যকারণ-তত্ব পরিষ্কাররূপে বুঝাইতে পারিব না; তজ্জন্যই আমরা ঐ বিষয়টীর পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

আমাদের ষষ্ঠ প্রস্তাবের দৃষ্টান্তস্থল পুষ্পটীকে আবার হস্তে লওয়া যাক্। আমরা পুষ্পটীর প্রকৃতি আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে ইহা কতিপয় ভাবসমষ্টি; সুতরাং ইহার স্থায়ী অস্তিত্ব মানিতে গেলেই ইহার আধাররূপী একটী স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। যাহারা ইহার স্থায়ী অস্তিত্ব একেবারেই স্বীকার করিয়া লন, তাহাদের পক্ষে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী পাঠক ইহার স্থায়ী অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে পারেন এবং মায়াবাদী দার্শনিকেরা বস্তুতঃই সমগ্র জড়জগতের স্থায়ী অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। ইহাদের এই সন্দেহ কোথা হইতে আসে তাহা দেখা আবশ্যক এবং ঈশ্বর সিদ্ধান্তকে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে এই সন্দেহের অসারতা দেখান আবশ্যক। এই সন্দেহের মূল এইঃ—পুষ্পটীকে যখন আমরা কেবল দেখি, তখন ইহার বর্ণমাত্র অনুভব করি, এবং বর্ণবোধের সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিস্তৃতি ও গঠন জ্ঞাত হই; তখন ইহার অন্যান্য গুণ—ঘ্রাণ, শীতলতা, কোমলতা এই সমস্ত অননুভূত থাকে; যে যে অবস্থায় এই সমুদায় ভাব অনুভূত হয়, সেই সমস্ত অবস্থা উপস্থিত না হইলে আমরা সেই ভাব সমূহ অনুভব করি না, অর্থাৎ আঘ্রাণ, স্পর্শ ও মাংসপৈশিক বলপ্রয়োগ না করিলে এই সমস্ত ভাব অনুভূত হয় না। এখন জিজ্ঞাস্য এই, আমরা যে সময়ে এই সকল ভাব অনুভব করি না সেই সময়ে যে এই সকল ভাব বর্ত্তমান থাকে তাহার প্রমাণ কি? চক্ষু মুদ্রিত করিলে বর্ণবোধ এবং বিস্তৃত জ্ঞানও চলিয়া যায়, সুতরাং তখন যে সমগ্র পুষ্পটী বিলুপ্ত হইয়া যায় না তাহারই বা প্রমাণ কি? তখন পুষ্পটী জ্ঞানের বিষয় নহে, স্মৃতির বিষয়; এবং আমাদের বিস্মৃতিশীল মন যখন ইহাকে ভুলিয়া যায় তখন ইহা যে অন্য কাহারো স্মৃতির বিষয় থাকে, তাহারই বা প্রমাণ কি? আমরা অভিজ্ঞতা দ্বারা জানি বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ ভাব আমাদের মনে উৎপন্ন হয়। যখন আমরা সে সকল ভাব অনুভব করি না, তখন ও উপযুক্ত অবস্থা সংঘটনে সেই সকল ভাব উৎপত্তির সম্ভাবনা বর্ত্তমান থাকে, নিত্যই বর্ত্তমান থাকে; সুতরাং আমাদের অজ্ঞাত অবস্থায় সেই সমুদায় ভাব নিত্যসম্ভবনীয় ভাব * রূপে বর্ত্তমান থাকে, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, কিন্তু সে সময়ে যে তাহারা প্রকৃত ভাবরূপে বর্ত্তমান থাকে তাহার প্রমাণ কি? আমাদের চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ক্রিয়া বন্ধ করিয়া দিলে ও ফুলটী সম্ভবনীয় জ্ঞানের বিষয় রূপে বর্ত্তমান থাকে সন্দেহ

---

* "Permanent possibilities of sensation"—J. S. Mill. See his *Examination of Hamilton*, Chapter on the "Psychological Theory of Matter."

নাই, কিন্তু আমাদের অজ্ঞাতাবস্থায়ও যে ইহা কোন প্রকৃত জ্ঞানের বিষয়রূপে বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ প্রকৃতরূপে বর্ত্তমান থাকে তাহার প্রমাণ কি? এই প্রশ্নের অনুরূপ আর কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাক্, তাহা হইলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন আলোচ্য বিষয়টী একদিকে কত দূর হাস্যজনক, অপর দিকে কত দূর গুরুতর। জিজ্ঞাস্য এই, নগরবাসী সকলে নিদ্রিত হইলে নগরটী যে বর্ত্তমান থাকে তার প্রমাণ কি? সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতিকে যখন কোন জীবাত্মা জ্ঞাত না হয় তখন যে ইহারা বর্ত্তমান থাকে তার প্রমাণ কি? আমরা যখন অন্ধকার গৃহে, মনুষ্যজ্ঞানের অতীতাবস্থায় নিদ্রিত থাকি তখন আমাদের শরীর যে বর্ত্তমান থাকে তার প্রমাণ কি? আমরা দেখিয়াছি প্রকৃতিবাদ এই সকল প্রশ্নের কোন সন্তোষকর উত্তর দিতে পারে না; প্রকৃতিবাদ যে জগতের অজ্ঞেয় অচেতন কারণ কল্পনা করে তাহা ভাবসমষ্টিরূপী জড়বস্তু সমূহকে ধারণ কিম্বা উৎপত্তি কিছুই করিতে পারে না। নাস্তিক মায়াবাদের তো কথাই নাই; ইহা স্পষ্টতঃই জগতের স্থায়ী অস্তিত্ব অস্বীকার করে, এবং আমাদের বিস্মৃতিশীল পরিমিত আত্মা ব্যতিত আর কোন স্থায়ী সত্ত্বা স্বীকার করে না। দেখা যাক্ অধ্যাত্মবাদী এই সকল প্রশ্নের কি উত্তর দিতে পারেন।

আমরা ইতি পূর্ব্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে কেবল অনুভব বা ভাব বলিয়া কোন বস্তু নাই, অনুভব ও অনুভবকারী মন অবিভাজ্য; অনুভব বা ভাবকে জানিলেই অনুভব বা ভাবের আধার মনকেও জানা হয়। আরো দেখাইয়াছি যে ভাবের আবির্ভাব ও তিরোভাব দ্বারা একটী ঘটনা প্রবাহ কল্পনা করিতে গেলে এমন একটী জ্ঞান বস্তুর প্রয়োজন যাহা ঘটনা স্রোত প্রবাহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং প্রবাহিত হয় না, যাহা প্রবাহশূন্য ও কালাতীত। এই কথাগুলির সঙ্গে সঙ্গে পাঠক আর একটী কথা স্মরণ রাখিবেন; তাহা এই যে ভাবুক মনকে ছাড়িয়া যেমন ভাব কিছুই নহে, তেমনি ভাবকে ছাড়িয়া ও মন কিছুই নহে, ভাবশূন্য চিন্তাশূন্য মন মনই নহে। কোণশূন্য ত্রিভুজ, কেন্দ্রশূন্য বৃত্ত, সোণার পাথরের বাটী প্রভৃতি যেমন সবিরোধী (self-contradictory) অসম্ভব বিষয়, ভাবশূন্য চিন্তাশূন্য মন অর্থাৎ জ্ঞানশূন্য জ্ঞাতা বা জ্ঞানবস্তু ও তেমনি সবিরোধী অসম্ভব বিষয়। মন বা জ্ঞানবস্তু থাকিতে গেলে তাহার কতিপয় ভাব চাই, তার কতিপয় জ্ঞানের বিষয় চাই। 'ভাব ও মন অবিভাজ্য' এই কথাটার দুটা দিক আছে; একটা দিক্ এই যে মনকে ছাড়িয়া ভাব থাকিতে পারে না, আর একটা দিক এই যে ভাবকে ছাড়িয়া ও মন থাকিতে পারে না। এই কথাগুলি স্মরণ রাখিয়া পাঠক জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। আমাদের দৃষ্টান্তস্থানীয় পুষ্পটীর বিষয় আলোচনা করুন। আমরা যখন পুষ্পটীকে জানি, যখন ইহার বর্ণ দেখি, ঘ্রাণ অনুভব করি, শীতলতা ও কোমলতা অনুভব করি, তখন আমরা প্রকৃতপক্ষে কিরূপ বস্তুকে জ্ঞাত হই? আমরা কি কেবল কতকগুলি ভাবকে জ্ঞাত হই? "কেবল ভাব" বলিয়া কোন বস্তু নাই আমরা তাহা দেখাইয়াছি। আমরা পুষ্পটীকে জানিতে গিয়া একটী জ্ঞান বস্তুকে—একটী আত্মাকে জ্ঞাত হই যাঁহাতে পুষ্পরূপ ভাবসমষ্টি বর্ত্তমান—পুষ্পটী যাঁহার জ্ঞানের অঙ্গীভূত। বলা বাহুল্য যে সেই জ্ঞানবস্তু—সেই আত্মা স্থায়ী, প্রবাহশূন্য, কালাতীত বস্তু। আচ্ছা, যখন পুষ্পটী আমাদের জ্ঞানের অন্তরালে যায়, যখন আমরা ইহাকে আর জ্ঞাত হই না, স্মরণও করি না, তখন ইহা যে বিলুপ্ত হয় না তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ এই যে আমরা যখন ইহাকে জানি, তখন ইহাকে একটী স্থায়ী কালাতীত জ্ঞানবস্তুর অঙ্গীভূত বলিয়া জানি, সেই জ্ঞান বস্তুর সহিত অবিভাজ্য বলিয়া জানি; সুতরাং সেই জ্ঞানবস্তু যখন স্থায়ী তখন তাহার অঙ্গীভূত, তাহার ভাবসমষ্টিরূপী পুষ্পটী ও স্থায়ী। আমাদের জানা না জানার উপর ইহার স্থায়িত্ব অস্থায়িত্ব নির্ভর করে না। যখন ইহা আমাদের সমক্ষে আবির্ভূত হয় তখন আমরা ইহাকে জানি, যখন ইহা আমাদের সম্মুখ হইতে তিরোহিত হয় তখন আমরা ইহাকে আর জানিতে পারি না; আমাদের জানা না জানার অর্থ ইহার আবির্ভাব তিরোভাব; ইহার আবির্ভাব তিরোভাবই প্রবাহময়—ইহার অস্তিত্বে প্রবাহ নাই।

পাঠক এখন অন্যান্য উদাহরণ লইয়া এই সিদ্ধান্তটী বুঝিতে চেষ্টা করুন। আমরা যখন বস্তুজাতপূর্ণ বাসগৃহ, বৃক্ষলতাফলপুষ্পপূর্ণ উপবন, নরনারীপূর্ণ সভাস্থল, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীপূর্ণ আকাশ, এই সৌন্দর্য্যপূর্ণ জগৎকে জ্ঞাত হই তখন আমরা কাহাকে জ্ঞাত হই? তখন আমাদের জ্ঞানের বিষয় কি? তখন আমাদের জ্ঞানের বিষয় কি কতকগুলি অস্থায়ি বিনাশশীল ভাবপরম্পরা? না। পাঠক যদি আমাদের পূর্ব্বোক্ত আলোচনা বুঝিয়া থাকেন তবে স্পষ্ট বুঝিয়া থাকিবেন যে এই সকল স্থলে আমাদের জ্ঞানের বিষয় একটী মহান্ কালাতীত নিত্য আত্মা যাঁহাতে বর্ণিত বিষয় সমূহ ধৃত ও অবস্থিত। তিনি না থাকিলে কিছুই জানিতাম না—কিছুই থাকিত না—এবং তাঁহাকে ভাবিতে গেলে ও জ্ঞানবস্তুরূপে জ্ঞাতারূপে ভাবের আধাররূপে জগতাধাররূপেই ভাবিতে হইবে। তবে বলা বাহুল্য যে জগতের আধারতা ছাড়া তাঁহার অন্য স্বরূপও আছে, অন্য সম্বন্ধ ও আছে, সেই সমুদয় পরে আলোচ্য।

পাঠক কিঞ্চিৎ ভাবিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, জগৎ যে কেবল স্থায়ী তাহা নহে, এক অর্থে জগৎ নিত্য। ব্রহ্মের নিত্যজ্ঞানের বিষয়রূপী নিত্যজ্ঞানের অঙ্গীভূত যে জগৎ তাহা নিত্য, সুতরাং এই অর্থে জগতের কারণান্বেষণের কোন প্রয়োজন নাই—কারণের কোন প্রয়োজন নাই—অর্থও নাই। কিন্তু আর একদিকে দেখি জগৎ পরিবর্ত্তনময়। এই সকল পরিবর্ত্তনের অর্থ কি? কারণ কি? বারান্তরে এই প্রশ্নের বিশেষ আলোচনা করিব।

## মহাত্মা জন হাওয়ার্ড।

জীবনের নূতন ব্রত।—(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইয়র্কের কারাগারের অবস্থা অতীব শোচনীয়। জেলের উঠানটী অতিশয় সংকীর্ণ। জেলের ভিতরে জল না থাকায় জেলের চাকরেরা বাহির হইতে জল আনিত, সুতরাং জেলের ভিতরের আবর্জ্জনা ও ময়লা ইত্যাদি পরিষ্কার করা আর ঘটিয়া

উঠিত না এবং সেই জন্যই জেলের স্বাস্থ্যের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিত। তৎকালে অনেক জেলেই বায়ু ও আলোক প্রবেশ করিবার ভাল বন্দোবস্ত ছিলনা; জেলের কটকের উপরে আট ইঞ্চি দীর্ঘ চারি ইঞ্চি প্রস্থ একটী গর্ত্তের মধ্য দিয়াই সচরাচর অনেক জেলের ভিতরে বায়ু ও আলোক প্রবেশ পথ পাইত। কোন কোন জেলে এক ইঞ্চি ব্যাস পরিমিত পাঁচ ছয়টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রদ্বারাই গবাক্ষের কার্য্য চলিয়া যাইত। ৭॥ ফিট দীর্ঘ, ৬॥ ফিট প্রস্থ এবং ৮॥ ফিট উচ্চ গৃহে ১১৪ একশত চৌদ্দ ঘন ফিট বায়ু থাকিতে পারে এবং একজন লোক এইরূপ ঘরে থাকিয়া সচরাচর ৩৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত জীবন ধারণোপযোগী বায়ু পাইতে পারে। এইরূপ সংকীর্ণ গৃহে হতভাগ্য বন্দীগণের তিন চারি জনকে শীতকালের রাত্রিতে ১৪।১৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কুলুপ বন্ধ করিয়া রাখা হইত, এবং শিক্ত মেজেতে সামান্য খড় বিছাইয়া অভাগাদিগকে রাত্রিকালে নিদ্রা যাইতে হইত। ইয়র্কের জেলে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির জন্য একটী মাত্র শুশ্রূষালয় থাকায় বড়ই অসুবিধা ঘটিত। যখন কোন পুরুষ রোগাক্রান্ত হইয়া শুশ্রূষালয় অধিকার করিয়া থাকিতেন তখন কোন রমণী পীড়িতা হইলে তাঁহার আর ক্লেশের সীমা থাকিত না। হাওয়ার্ড যখন এই জেলটী পরিদর্শন করিতে যান তখন তাঁহার সমক্ষেই এইরূপ এক ঘটনা ঘটিয়াছিল। তৎকালে ব্রিটনের জেল সমূহে একরূপ কারা-রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। অকস্মাৎ এক জন পুরুষ এই ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হইল। শুশ্রূষালয়টী পূর্ব্ব হইতেই এক হতভাগিনী রমণী অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, কাজেই হতভাগ্য পীড়িত বন্দিকে তাহার আপন পুতিগন্ধযুক্ত পীড়া-সংক্রামিত ঘরে থাকিতে হইল। এই সকল কারণেই ইংলণ্ড স্কটলণ্ড প্রভৃতি দেশের জেল সমূহে মৃত্যুর সংখ্যা ভয়ানক অধিক ছিল। এইত গেল ইয়র্কের জেলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, এখন এলির কারাগারের দুর্দ্দশার কথা কিছু বর্ণনা করা যাক্। এলির কারাগারের বাড়িটী দেখিবামাত্রই উক্ত কারাবাসীগণের দুর্দ্দশার প্রথম চিত্র দর্শকের সম্মুখে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইবে। বাড়িটী এতদুর জীর্ণাবস্থায় পতিত হইয়াছে যে কখন ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ হয় তাহার ঠিক নাই। বন্দীগণের জীবন নিরন্তর সংশয়ের দোলায় দুলিতেছে, অভাগাগণ কখনো নিরাশার গভীর তিমিরে নিমগ্ন হইয়া আত্মবোধ, আত্মস্মৃতি পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিতেছে, আবার কখনো বা আশার মোহিনী উষা বিভাসিত হইয়া অভাগাদিগকে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত করিতেছে। এইতো গেল বাহিরের কথা, পাঠক এখন একবার হতভাগ্য কয়েদীগণের দুর্দ্দশার কথা শ্রবণ করুন, একবার চিন্তা করিয়া দেখুন মানুষ মানুষের প্রতি কতদূর অত্যাচার, কতদূর নৃশংস ব্যবহার করিতে পারে! পাষণ্ড রক্ষকগণ বন্দীগণের পৃষ্ঠে লৌহ শৃঙ্খল বাঁধিয়া অভাগাগণকে অনাবৃত মেজেতে আবদ্ধ করিয়া রাখিত। প্রেকপূর্ণ লৌহ-গলাবদ্ধ গলায় পরাইয়া এবং ভারি ভারি লৌহখণ্ড পায়ের উপরে চাপাইয়া দুর্ভাগ্য কয়েদীগণকে জীবদ্দশায় ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় রাখা হইত।

কি ভয়ানক ব্যাপার! কি অমানুষিক ব্যবহার! শুধু কি এইরূপ শারীরিক নির্যাতনেই অভাগাদের যন্ত্রণা পর্য্যবসিত হইত? হায়! মানুষের প্রতি যে মানুষ যে এতদূর অত্যাচার করিতে পারে এরূপ কল্পনা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে! রক্ষকগণ বেতন পাইত না, সুতরাং বন্দীগণকে সর্ব্বপ্রযত্নে নিষ্পেষণ করিয়া পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার লাভ করিত। অমানুষিকতার দ্বারা মানুষ যতদূর নীত হইতে পারে পাষণ্ড কারারক্ষকগণ ততদূর অগ্রসর হইতে ত্রুটী করে নাই। কঙ্কালসার দেহ বিশিষ্ট বন্দীগণের চর্ম্ম চূষণ করিয়া অস্থিমজ্জা শোষণপূর্ব্বক পিশাচ রক্ষকগণ উদর পূরণ করিত। তৎকালে প্রায় অনেক জেলে, বিশেষতঃ এলির জেলে রোগীর চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের বন্দোবস্ত ছিলনা, দগ্ধ হৃদয় হতভাগ্য কারাবাসীর হৃদয়ের শান্তির জন্য কোন ধর্ম্মোপদেষ্টা নিযুক্ত ছিলেন না। কি অপরাধী কি ঋণী কাহারও অন্নবস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট সংস্থান ছিলনা।

জলহীন বায়ুহীন সংকীর্ণ ঘরে অপরাধীগণ আবদ্ধ থাকিত। ঋণীগণের দশা তদপেক্ষা অধিকতর শোচনীয়; তাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট বিশ্রামাগার ছিলনা, এমনকি শয়ন করিবার জন্য দুটী খড়ের বন্দোবস্তও ছিলনা। যেখানে সেখানে, এদিকে সেদিকে, বিনা খড়ে শিক্ত মেজেতেই অভাগাগণকে অনেক সময়ে শয়ন করিয়া রাত্রি কাটাইতে হইত। হাওয়ার্ড স্বচক্ষে এই সকল দেখিলেন, সুতরাং তাঁহার প্রতীতি জন্মিল যে, ব্রিটনের কারাগার সকল নির্লজ্জতার আকর, পাপের প্রতিমূর্ত্তি; একজন লোক কারাগারে প্রবেশ করিবার সময়ে যতগুণ পাপ লইয়া প্রবেশ করে, ফিরিয়া আসিবার সময়ে তাহার শতগুণ পাপ লইয়া বাহিরে আইসে এবং সমাজ মধ্যে সেই পাপব্যাধি সংক্রামিত করিয়া সমাজের নির্ম্মল বায়ু কলুষিত করিয়া ফেলে।

হাওয়ার্ড দেখিলেন, কারাগার সকল সংশোধনাগার না হইয়া পাপাগার হইয়া পড়িতেছে, এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, এই সকল কারাগার হইতে সমাজের যে পরিমাণে ইষ্ট হইয়াছে তাঁহার শত গুণ অনিষ্ট হইতেছে।

হাওয়ার্ডের আহার নাই নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই মহাযোগী কারাসংস্কাররূপ মহাযোগ সাধন করিবার জন্য কারাগার হইতে কারাগারান্তরে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, অদম্যউৎসাহ ও নিঃস্বার্থ প্রেমের সুসমাচার অচির কাল মধ্যে পালেমেণ্ট মহাসভার কতিপয় সভ্যের কর্ণে যাইয়া পৌছিল; কারাগারের শোচনীয় অবস্থার নিমিত্ত যে স্বদেশের শাসন প্রণালী কলঙ্কিত হইতেছে, স্বদেশের কীর্ত্তিকলাপ লোপ পাইতেছে অনেকের মনেই উজ্জ্বলরূপে এই বিশ্বাস জন্মিল। কারাগারের অবস্থার বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য ত্বরায় একটী কমিটী নিযুক্ত হইল। উক্ত কমিটী হাওয়ার্ডের নিকটে কারাগার সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। তাঁহার জীবনের প্রভাবে পার্লেমেণ্টের নিদ্রাভঙ্গ হইল, স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিগণ উদ্দীপিত হইলেন, তিনি স্বয়ং ও পার্লেমেণ্টের ও দেশহিতৈষীগণের মনোযোগ দেখিয়া উৎসাহিত হইলেন।

## সম্পাদকীয় মন্তব্য।

অতিশয় আহ্লাদের বিষয় যে ব্রাহ্মসমাজের—বিশেষতঃ অত্রত্য ব্রাহ্মমণ্ডলীর—কয়েকটী প্রধান অভাবের দিকে ব্রাহ্মদিগের দৃষ্টি পড়িয়াছে। আমাদের নানা অভাবের মধ্যে ছুটি প্রধান অভাব এই যে (১) ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সমাজ সংক্রান্ত আধ্যাত্মিক সামাজিক সকল প্রকার বিষয়ের আলোচনার জন্য একটী স্থায়ী সভা নাই, (২) সমবেত চেষ্টা দ্বারা ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধীয় গভীরতর বিষয় সমূহের অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান করিবার জন্য কোন সমিতি নাই। সম্প্রতি এই ছুটী অভাব মোচনের আয়োজন হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে প্রচারকগণ সম্বন্ধে কতিপয় নিয়ম প্রণয়ন করিয়া তদ্‌বিবেচনার্থ এবং ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কলিকাতাস্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজসংসৃষ্ট ব্রাহ্মমণ্ডলীর একটী আলোচনা সভা আহ্বান করেন। বিবিধ বিষয় আলোচনার পর সভার চতুর্থ অধিবেশনে ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় উপরোক্ত ছুটী অভাব এবং ব্রাহ্ম যুবক যুবতী ও বালক বালিকাদিগের ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে সম্প্রতি ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যেরূপ শিথিলতা রহিয়াছে, এই তিনটী অভাব সভার সমক্ষে প্রদর্শন করেন। কিঞ্চিৎ আলোচনার পর বাবু বিপিনচন্দ্র পালের প্রস্তাবে উক্ত তিনটী বিষয় বিবেচনার জন্য সভা হইতে একটী কমিটি স্থাপিত হয়, এবং স্থির হয় যে প্রস্তাবিত স্থায়ী আলোচনা সভা স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত সাময়িক আলোচনা সভার পাক্ষিক অধিবেশন চলিতে থাকে। সাময়িক আলোচনা সভার বিগত একটী অধিবেশনে উক্ত কমিটি তাঁহাদের নির্দ্ধারণ সভাকে অবগত করেন। কমিটি ধর্ম্ম ও সমাজ সংক্রান্ত বিষয়ের সাধারণ আলোচনার জন্য "ব্রাহ্মবন্ধু সভা" নামক একটী সভা এবং ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধীয় উচ্চতর বিষয়ের আলোচনার জন্য "তত্ত্ববিদ্যা সভা" বা "ধর্ম্মবিজ্ঞান সভা" নামক আর একটী সভা স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন, এবং যুবক যুবতীও বালক বালিকাদিগের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার জন্য সমাজ-সংসৃষ্ট যে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও রবিবাসরিক বিদ্যালয় আছে, যাহাতে এই ছুটী বিদ্যায়ের ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা আরো অধিক হয়, যাহাতে ব্রাহ্ম অভিভাবকগণ সকলেই উক্ত ছুটী বিদ্যালয়ে তাঁহাদের পুত্র কন্যা বা আশ্রিতদিগকে প্রেরণ করেন, অথবা তাঁহাদের ধর্ম্মশিক্ষার অন্য কোন আয়োজন করেন, এই বিষয়ে তাহাদিগকে অনুরোধ করিবার জন্য ও এই বিষয়ে তাঁহাদের অভিমত জানিবার জন্য ব্রাহ্ম অভিভাবকদিগের একটী বিশেষ আলোচনা সভা আহ্বান করা স্থির করিয়াছেন। আলোচনা সভার আগামী সোমবারের অধিবেশনে এই তিন বিষয়ের আলোচনা হইবে।

যুবক যুবতী ও বালক বালিকাদিগের ধর্ম্ম শিক্ষা বিষয়ে বাস্তবিকই ব্রাহ্ম অভিভাবকদিগের অতিশয় শিথিলতা রহিয়াছে। এই শিথিলতা অতি কষ্টকর এবং সমাজের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। উল্লিখিত সাময়িক কমিটি আনুমানিক গণনা দ্বারা দেখিয়াছেন, কলিকাতাস্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-সংসৃষ্ট ব্রাহ্ম পরিবার সমূহের মধ্যে ধর্ম্মশিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত যতগুলি যুবক যুবতী ও বালক বালিকা আছে তাহার চতুর্থাংশ ও সমাজ-সংসৃষ্ট ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করে না, এবং স্বচ্ছন্দেই বলা যাইতে পারে ইহাদের ২।৪টী ছাড়া অধিকাংশেরই ধর্ম্ম শিক্ষার অন্য আয়োজনও নাই। সমাজের সপ্তাহিক উচ্চতর উপাসনা ও উপদেশ ছাড়া ইহারা প্রায় আর কোন ধর্ম্ম কথাই শুনিতে পায় না। অনেক সময়ই ব্রাহ্ম পরিবারস্থ বালক বালিকাদিগের অসন্তোষকর চরিত্রের বিষয় শুনিতে পাওয়া যায়; নিয়মিত ধর্ম্মশিক্ষাই যে ইহার কারণ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এই অভাবের মূল কারণ আর একটী গুরুতর অভাব, সেটী এই—অনেক ব্রাহ্ম পরিবার, বোধ হয় অধিকাংশ ব্রাহ্ম পরিবারই, প্রকৃতার্থে ধর্ম্ম পরিবার নহে। অনেক ব্রাহ্ম পরিবারে নিয়মিত ধর্ম্মচর্চ্চা কিছুই নাই। ব্রাহ্ম অত্যন্ত দূর সম্পর্কিত ধর্ম্মবন্ধুর সহিত, সমাজের সভ্যের সহিত সপ্তাহান্তে একবার মিলিত উপাসনা করার আবশ্যকতা, অনেকস্থলে ধর্ম্মালোচনা করার আবশ্যকতাও বুঝেন, কিন্তু অনেক ব্রাহ্মই হৃদয়ের নিকটতম স্ত্রী ও পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিজনবর্গের সহিত দিনান্তে দূরে থাক্, সাপ্তাহান্তেও একবার উপাসনা ও ধর্ম্মচর্চ্চার আবশ্যকতা বুঝেন না, অথবা বুঝিয়াও এই গুরুতর কর্ত্তব্যকে অবহেলা করেন। যে গৃহে সমবেত উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনার পবিত্রতা ও মধুরতা নাই, সে গৃহের মহিলাগণ যে ধর্ম্মানুরাগবিহীন হইবেন এবং বালক বালিকাগণ উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব হইবে ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? কেবল গৃহস্বামী স্বয়ং ধর্ম্মানুরাগী ও উপাসনাশীল হইলেও পরিজনবর্গের বিশেষ লাভ নাই; তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার দিকে টানিয়া লইবার চেষ্টা না করিলে তাঁহার ধর্ম্মভাব চিরদিনই তাঁহাদের নিকট একটী দূরবর্ত্তী ও দুষ্প্রাপ্য বস্তু হইয়া থাকিবে। এই গুরুতর অভাবের দিকে ব্রাহ্মমাত্রেরই বিশেষ দৃষ্টি পড়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

সাময়িক আলোচনা সভার একদিনকার আলোচনা সম্বন্ধে পাঠক গত বারের "তত্ত্ব-কৌমুদীতে" অবগত হইয়াছেন। বিগত অগ্রহায়ণের অধিবেশনে এবং বিগত সোমবারের স্থগিত অধিবেশনে "বিবাহও পূর্ব্বানুরাগ" সম্বন্ধে আলোচনা হয়। বাবু বিপিনচন্দ্র পাল প্রথমে বক্তৃতা করেন এবং বিবাহ নির্ব্বাচন প্রণালীতে হওয়া উচিত অথাৎ বর কন্যা পরস্পরের সহিত পরিচিত হইয়া পরস্পরকে স্বেচ্ছাক্রমে মনোনীত করা উচিত, এই মত প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। যদিও আলোচনাতে কতক মতভেদ দৃষ্ট হইয়াছিল,—রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতার মধ্যে কতক বিরোধ লক্ষিত হইয়াছিল, তথাপি অতিশয় সুখের বিষয় এই যে নির্ব্বাচন প্রণালীই যে বিবাহের যুক্তিযুক্ত ভিত্তি তাহা কেহই অস্বীকার করেন নাই। কেহ কেহ অভিভাবকগণের অভিজ্ঞতা, শাসন, পরামর্শ ও মনোনয়নের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন,

কেহ কেহ বা বিবাহার্থীদিগের ঘনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ আলাপ পরিচয়, আন্তরিক সহানুভূতি, অনুরাগ ও একতার প্রতিই বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। কেহই এতদূর রক্ষণশীলতার পরিচয় দেন নাই যে রক্ষণশীলতা আলাপ পরিচয় ও ইচ্ছানুরূপ নির্ব্বাচনের বিরোধী, এবং কেহই এতদূর "উন্নতিশীলতা" দেখান নাই যে "উন্নতিশীলতা" অভিভাবকদিগের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শকে অগ্রাহ্য করে। স্থগিত অধিবেশনের আলোচনা বিশেষরূপ সন্তোষকর হইয়াছিল। সেদিন অনেকগুলি ব্রাহ্ম মহিলাও সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। আশা করি আগামী বারে বিশেষ কার্য্যবিবরণ প্রকাশ করিতে পারিব।

কিছুদিন হইতে সঙ্গতের কার্য্য অতি সুনিয়মে ও সন্তোষকররূপে চলিয়া আসিতেছিল, গতদুবারে আবার উপস্থিত সভ্য সংখ্যার অল্পতা দৃষ্ট হইল। এই বিষয়ে ব্রাহ্ম বন্ধুগণের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। আমাদের আশা যে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অভাব—ধর্ম্মসাধন বিষয়ে পরস্পরের সহানুভূতি ও একতার অভাব—সঙ্গতের দ্বারা দূর হইবে। যেস্থলে সাধনের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে একতা নাই, সাধনের প্রণালী সম্বন্ধে সাধারণ ঐকমত্য নাই, পরস্পরের আভ্যন্তরিক সংগ্রাম সম্বন্ধে সহানুভূতি নাই, সেস্থলে প্রকৃত ধর্ম্মসমাজ সংগঠিত হয় নাই। এরূপ প্রকৃত ধর্ম্মসমাজ সংগঠনে সঙ্গতই বিশেষ সহায়। যখন আমাদের মধ্যে এমন একটী সাধক মণ্ডলী দেখিতে পাইব যাঁহাদের আন্তরিক লক্ষ্য এক, আদর্শ এক, যাঁহারা সাধনের উজ্জ্বল প্রকৃষ্ট পথ পাইয়া এই বিষয়ে সন্দেহ,দ্বিধা, নিরাশা ও শিথিলতা পরিত্যাগ করিয়াছেন,যাঁহারা পরস্পরের জীবনসংগ্রাম ও সাধনের সহায়, এবং যাঁহাদের সমবেত ধর্ম্মবল সমস্ত সমাজ অনুভব করিতেছে,—যখন সমাজ মধ্যে এরূপ একটী সাধক মণ্ডলী দেখিতে পাইব তখনই বুঝিব সঙ্গতের প্রকৃত উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইয়াছে। আমাদের এমনই দুর্গতি, যে এরূপ একটী মণ্ডলীর আবশ্যকতা পর্য্যন্ত আমরা বুঝিতে পারি না, এবং অনেকে হয়তঃ মনে করেন এরূপ মণ্ডলী গঠন সম্ভবপর নহে, এমন কি প্রার্থনীয়ও নহে। অন্য সকল বিষয়েই লোকে একতার প্রয়োজন এবং সহস্র অনৈক্যের মধ্যেও মূলবিষয়ে একতার সম্ভবনীয়তা বুঝিতে পারে এবং সমবেত বলের প্রবলতা ও কার্য্যকারিতা স্বীকার করে; কেবল ধর্ম্মসাধনের বেলায়ই বুঝিতে পারে না, ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়।

---

"সমঞ্জসীভূত উন্নতি" কথাটা অনেকের কাছে কেবল বক্তৃতার ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু আমাদের কাছে ইহা সাধন রাজ্যের একটী গূঢ় কথা বলিয়া বোধ হয়। আমরা যখনই প্রকৃত ঈশ্বর-পিপাসায় পরিচালিত হইয়া ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করি, তখনই একেবারে এই তিনটী জিনিষ না চাহিয়া থাকিতে পারি না—"তোমাকে উজ্জ্বল রূপে দেখিতে চাই, গভীর ভাবে ভালবাসিতে চাই, উৎসাহের সহিত সেবা করিতে চাই।" বাস্তবিক এই তিনটা জিনিস তিনটা নহে, একটা জিনিষ, কিন্তু একটা জিনিষ চাহিতে গিয়াই এই তিন ভাবে না চাহিয়া থাকিতে পারি না, এই তিন ভাবের একটা ভাব ও প্রাণ ছাড়িতে চায় না। যা দেখিয়া ভাল বাসিতে পারি না, ইহাকে দুর্ব্বলতা বল আর যাই বল, আর ভাল না বাসিয়া শুষ্ক ভাবে কাজ করিতেও পারি না,করিতে ইচ্ছাও করি না; করিতে গেলে তাঁর কাজ হয় না, নিজের প্রবৃত্তির কাজ হইয়া পড়ে; তাই এই তিনটার একটাও ছাড়িতে পারি না; গভীর ঐকান্তিক প্রার্থনার সময়ে ও এই তিনটাই আসে। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন উপাসনার সময় এত জ্ঞান বিজ্ঞান ভাল নয়। এই কথার উত্তর কি দিব জানি না। কেবল এই বলিতে ইচ্ছা হয় যে আদত ব্রাহ্মধর্ম্ম জিনিশটাই জ্ঞান বিজ্ঞান জড়ান, ইহার গূঢ় সাধন তত্ত্বেও জ্ঞান বিজ্ঞান জড়ান, ব্রাহ্ম হইতে গেলেই কিছু না কিছু জ্ঞান বিজ্ঞান পাওয়া চাই। আর কার্য্যতঃ দেখা যায় যে অতি অশিক্ষিত ব্রাহ্মও, যিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতভাব কিছু পাইয়াছেন, তিনি অনেক অব্রাহ্ম শিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে অধিক জ্ঞানী। যাহা বলিতে ছিলাম, না দেখিলে ভালবাসা হয় না, হইলেও থাকে না, ভাল না বাসিলে কাজ হয় না। যিনি তিনটার একটাকে ছাড়েন, দেখিয়াছি তাঁহাকে অনেক ঘুরিতে হয়, অনেক যন্ত্রণা পাইতে হয়। আদত পথে না আসিলে আর রক্ষা নাই।

## ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলমন্ত্র।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলমন্ত্র "সত্যং শিবং সুন্দরম্"। এই মহা বাক্যের ভিতরে ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বরতত্ত্ব,জীবনাদর্শ ও সাধনতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। অনেকে হয়তো ইহাকে এইভাবে দেখেন না। কিন্তু কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই দেখিবেন বাস্তবিকই ইহা এরূপ গভীর অর্থপূর্ণ। আসুন, পাঠক, এই মহাবাক্যের নানা অর্থ ও প্রয়োগ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করি। প্রথমতঃ "সত্যং শিবং সুন্দরম্"—এই বাক্য আমাদের লক্ষ ও অবলম্বিত ঈশ্বরতত্ত্বের সার। আমরা ব্রহ্মের যে যে স্বরূপ অবগত আছি, আমাদের সহিত ঈশ্বরের যে যে সম্বন্ধ জানিতে পারিয়াছি ইহাতে সেই সমুদায়ই সাররূপে বর্ত্তমান। কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। দ্বিতীয়তঃ, "সত্যং শিবং সুন্দরম্"—ইহা হইতেই জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা এই তিন সাধনাঙ্গ নিঃসৃত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ আমাদের উপাসনা প্রণালীও এই মূলসূত্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত। আমরা সংক্ষেপে এই বিষয়ত্রয়ের আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ, তিনি সত্যম্। তিনি স্বয়ং সত্যবস্তু, নিরপেক্ষ পূর্ণ সত্য, তাঁহার সত্যতা, তাঁহার সত্ত্বা, অন্য কিছুর উপরে নির্ভর করে না,তিনি স্বয়ম্ভূ অনাশ্রয়। অপরদিকে তিনি সমুদয় আপেক্ষিক আশ্রয় সাপেক্ষ অপূর্ণ সত্যবস্তু সমুহের আধার ও কারণ। "সত্যম্" অর্থ নির্গুণ সত্ত্বামাত্র নহে; নির্গুণ সত্ত্বা বলিয়া কোন বস্তু আমরা জানি না, কল্পনা ও করিতে পারি না। যদি এরূপ কোন বস্তু থাকে, ব্রহ্ম সে বস্তু নহেন। ব্রহ্ম যখন আধার ও কারণ তখন তিনি কদাচ নির্গুণ হইতে পারেন না। দেশ, কাল, অনুভব, সংখ্যা, পরিমাণ, কার্য্য কারণ প্রভৃতি আত্মাসাপেক্ষ বস্তু, জ্ঞান ভাব শক্তি সম্বলিত আত্মবস্তু, এই সমুদায়ের আধার যিনি তিনি নির্গুণ সত্ত্বা নহেন, তিনি

জ্ঞানবস্তু; কেবল জ্ঞানবস্তুই এই সমুদায়ের আধার হইতে পারে। পুনশ্চ, তিনি দেশ কালের অতীত; দেশ কাল এবং দেশ কালে ধৃত বস্তু সমূহের আধার কেবল তিনিই হইতে পারেন যিনি দেশ কালের অতীত, যিনি নিত্য অনন্ত। সুতরাং "সত্যম্" এইস্বরূপের ভিতরে "জ্ঞানম্" ও "অনন্তম্" এই দুই স্বরূপের ভাব বর্ত্তমান আছে; কেবল জ্ঞানময় অনন্ত বস্তুই পূর্ণ সত্য হইতে পারে। 'ঈশ্বর সত্যম্' এই সত্য হইতে আমাদের একটী কর্ত্তব্য, একটী সাধনাঙ্গ, নিস্থত হইতেছে; সেই কর্ত্তব্য—জ্ঞানোপার্জ্জন, ব্রহ্মকে জানা এবং তাঁহাকে জানিতে হইলে আর যাহা কিছু জানা আবশ্যক তাহা জানা। জ্ঞানের বিষয় সত্য, জ্ঞানের চরম বিষয় সেই পূর্ণ নিরপেক্ষ সত্যস্বরূপ। তিনি পরম সত্য হইয়া আমাদের প্রজ্ঞাবৃত্তিকে আহ্বান ও আকর্ষণ করিতেছেন। সত্যকে লাভ করিতে হইলে ইহাকে জানিতে হইবে, কেবলমাত্র বিশ্বাস করিলে সত্যকে লাভ করা হয় না। যে সত্যকে না জানিয়া অবিশ্বাস করে তাহাদ্বারা সত্যের অবমাননা হয় না; কিন্তু যাহারা সত্যকে জানিতে প্রয়াস পায় না, কেবল অন্ধভাবে বিশ্বাস করিয়াই ক্ষান্ত হয়, এবং কি জানি সত্য হস্তচ্যুত হয় এই আশঙ্কায় জ্ঞানালোচনা হইতে নিবৃত্ত থাকে, তাহারা সত্যকে এরূপ কৃপাপাত্র করিতে গিয়া সত্যের যথেষ্ট অবমাননা করে। সেই পরম সত্যকে যাহারা জ্ঞানদ্বারা লাভ করে নাই তাহারা তাঁহাকে পায় নাই, তাঁহাকে পাইতে হইলে প্রথমতঃ তাঁহাকে জানিতে হইবে, সত্যের সত্য পরম সত্য বলিয়া জানিতে হইবে। সুতরাং "ব্রহ্ম সত্যম্" ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মূলসত্যরূপ বৃক্ষের ফল ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এই প্রথম সাধনাঙ্গ—জ্ঞানোপার্জ্জন।

দ্বিতীয়তঃ তিনি শিবম্। তিনি মঙ্গলময়, তিনি প্রেমময়; প্রেমময় বলিয়াই তিনি সুখদাতা, শান্তিদাতা, সুখের আধার শান্তির আধার, মধুময়, রসস্বরূপ। তিনি প্রয়োজন মত বিষয়সুখ দেন, কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে জানিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার সহবাসজনিত পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে জীবকে বিষয়সুখ দেওয়া তাঁহার চরম লক্ষ্য নহে, চরমলক্ষ্য নিজেকে দেওয়া, প্রেমানন্দ পুণ্যানন্দ, সেবার আনন্দ দেওয়া। যাহা হউক তাঁহার "আনন্দরূপমমৃতং শান্তম্" এই সকল স্বরূপ এই প্রেম স্বরূপের ভিতরেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি প্রেমময়, অনন্ত প্রেমস্বরূপ। ঈশা, বুদ্ধ, চৈতন্য, ইহাঁদের প্রেম মানুষিক প্রেম হইলে ও সমগ্র পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিতে চাইত; কিন্তু এই প্রেমিকশ্রেষ্ঠ সুপুত্রদিগের পৃথিবীব্যাপী প্রেম ও পিতার প্রেমের বিন্দুমাত্র। আমাদের উচ্চতম মুহূর্ত্তের অনুভূত প্রেম তাঁহার প্রেমকে প্রকাশিত করে, কিন্তু তাহাও তাঁহার প্রেমের কণিকা মাত্র। জড়জগৎ আত্মাজগৎ তাঁহার প্রেমের অপূর্ণ প্রকাশ, সমগ্র জগৎ তাঁহার প্রেমে পরিপূর্ণ। অবিশ্বাসী এই অপূর্ণ জগতের দুঃখ কষ্ট দেখিয়া কষ্টে ও ক্রোধে পূর্ণ হয়, জানে না তাহার এই কষ্ট ও ক্রোধ কেবল ঈশ্বরের অতুল প্রেমেরই পরিচয় দেয়, জানে না তাহার এই অনন্ত সহানুভূতি ও অপূর্ণতা অমঙ্গলের প্রতি বিদ্বেষ কোথা হইতে আসে! আশ্চর্য্য, আমরা ঈশ্বরকে অভিশাপ করিতে গিয়া ও তাঁহার অতুল প্রেমেরই পরিচয় দিই। এই অতুল প্রেম হইতেই জগৎ উৎপন্ন, এই অতুল প্রেমেই ধৃত অবস্থিত, রক্ষিত হইতেছে। এই অতুল প্রেমই প্রাণের শান্তি, জীবনের আশা ও বল। "ঈশ্বর শিবং, প্রেমময়" এই পরম তত্ত্ব হইতে আমাদের দ্বিতীয় সাধনাঙ্গ, জীবনের এই দ্বিতীয় লক্ষ্য নিস্থত হইতেছে—প্রেমলাভ, প্রেমিক হওয়া, ব্রহ্ম প্রেমে ডুবিয়া যাওয়া। ঈশ্বর সত্যস্বরূপ হইয়া যেমন আমাদের প্রজ্ঞাকে আহ্বান ও আকর্ষণ করিতেছেন তেমনি তিনি প্রেমস্বরূপ হইয়া আমাদের হৃদয়কে আমাদের প্রেমবৃত্তিকে আহ্বান ও আকর্ষণ করিতেছেন, অনন্ত কাল ধরিয়া প্রেমের সাধনা করিতে বলিতেছেন। যে প্রেমময়কে প্রেম করিল না সে তাঁহাকে পাইল না, প্রেমময়কে লাভ করার অর্থই তাঁহাকে প্রেম করা। যে পরিমাণে প্রেমিক হই সে পরিমাণে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হই, সে পরিমাণে ব্রাহ্ম হই; যে পরিমাণে অপ্রেমিক, শুষ্ক, স্বার্থপর হইয়া থাকি সে পরিমাণে তাঁহা হইতে দূরে চলিয়া যাই সে পরিমাণে অব্রাহ্ম হই। প্রেম কেবল ভাব নহে, প্রেম কর্ত্তব্য; প্রেম অনন্ত সাধনার বিষয়। যে পরিমাণে স্বেচ্ছাক্রমে প্রেম সাধনে বিরত থাকি, শুষ্কতা অর্জ্জন করি, সে পরিমাণে আমরা পাপী। সাধনে শিথিলতা প্রযুক্ত যে শুষ্কতা, সে শুষ্কতা নিরবচ্ছিন্ন পাপ; তজ্জন্যই উচ্চ সাধকের পক্ষে পাপের যন্ত্রণা আর শুষ্কতার যন্ত্রণা দুইই এক

তৃতীয়তঃ ব্রহ্ম সুন্দরম্। পবিত্রতাই প্রকৃত সৌন্দর্য্য, সুতরাং 'ব্রহ্ম সুন্দরম্' ইহার অর্থ তিনি পবিত্র স্বরূপ, মূর্ত্তিমতী নীতি। পবিত্রতম সাধুর পবিত্রতা সেই অনন্ত পুণ্যজ্যোতির কণিকামাত্র। যে কোন হৃদয় পাপকে ঘৃণা করে এবং পুণ্যকে প্রীতি করে—আর, কোন হৃদয়ই বা সম্পূর্ণরূপে এই গুণবিহীন সেই হৃদয়েই ব্রহ্মের পবিত্রতা প্রতিবিম্বিত। পাপীর গভীরতম পাপ দুর্গতি মানুষের হৃদয়ে ঘৃণা ও বিকার জন্মাইয়া কেবল সেই হৃদয়বাসী পবিত্রস্বরূপেরই পরিচয় দেয়। মানবের ব্যক্তিগত ও সাধারণ ক্রমিক ধর্ম্মোন্নতি ক্রমশঃই সেই পবিত্রস্বরূপ ও তাঁহার পবিত্র ইচ্ছাকে উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশ করিতেছে। পবিত্রতাই পরম মঙ্গল, ইহার উদ্দেশে, ইহার উন্নতি কল্পে অন্য সমুদায় আপেক্ষিক মঙ্গল পরিত্যাজ্য, পবিত্রতার ক্রমিক উন্নতিই সৃষ্টির লক্ষ্য। পূর্ণ পবিত্রতাই ঐশ্বরিক কার্য্যের পরিচালক। ঈশ্বরের পবিত্রতা আমাদের বিবেক মধ্যে আমাদের এই তৃতীয় সাধনাঙ্গরূপে প্রকাশিত হয়—সেবা, কর্ম্ম, ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন, অন্তর্জ্জীবন ও বহির্জ্জীবনকে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ গঠন করা। যে পরিমাণে তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা বলিয়া চিনিতে পারি, —পবিত্রভাব, পবিত্রলক্ষ্য, পবিত্র কার্য্যের আধার বলিয়া চিনিতে পারি, সেই পরিমাণে আমাদের কদর্য্যতা, নিরুৎসাহ ও জড়তা লজ্জিত হয় এবং আত্মা পবিত্রাকাঙ্ক্ষা ও জীবন্ত কর্ম্মোৎসাহে পরিপূর্ণ হয়। যে আত্মাতে পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য, ঈশ্বর-সেবায় হৃদয় মন জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য প্রবলাকাঙ্ক্ষা ও জীবন্ত সংগ্রাম নাই, সে আত্মা সুন্দরম্ ব্রহ্মের তোষামোদকারী হইতে পারে, তাঁহার উপাসক নহে। পবিত্রস্বরূপের উপাসনা কেবল পবিত্রতা দ্বারাই হইতে পারে, এই পূজার

উপকরণ পবিত্র আকাঙ্ক্ষা ও কার্য্যপূর্ণ জীবন সুতরাং দেখিতেছি "সত্যং শিবং সুন্দরম্" ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র। সত্যস্বরূপকে জানা, শিবস্বরূপকে প্রীতি করা, সুন্দরস্বরূপের সেবা করা—জ্ঞান প্রীতি পবিত্রতা—ইহাই ধর্ম্ম, ইহাই নীতি, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের সার। কেবল জ্ঞান ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে, কেবল প্রীতি ও ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে, এই তিনের মিলন—জ্ঞান প্রীতি --পবিত্রতা--সত্যং শিবং সুন্দরম্—এই তিনের মিলনই ব্রাহ্মধর্ম্ম।

আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিলাম যে "সত্যং শিবং সুন্দরম্" এই মূলসূত্রে আমাদের ঈশ্বরতত্ত্ব ও সাধনাদর্শ নিহিত রহিয়াছে; বারান্তরে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত ব্রহ্মসাধন প্রণালী ও এই মূলসূত্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত। চিন্তায়, কার্য্যে, সাধনে কোন স্থলেই যেন আমরা এই মূলমন্ত্রকে অতিক্রম না করি।

---

## প্রকৃত শাস্ত্র। *

পঞ্চম প্রস্তাব।

শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বিষয়ে যতই কেন মত ভেদ থাকুক না, তাহাতে তোমার কি? তুমি কেন নিজে সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহার মর্ম্ম গ্রহণ কর না? কেহ কেহ যথার্থই একথা বলেন। কিন্তু কে সকল শাস্ত্র পড়িতে পারে? পড়িলেও কে প্রকৃতরূপে উহার মর্ম্ম গ্রহ করিতে পারে? লক্ষ লোকের মধ্যে কয় জন পারে? বড় বড় পণ্ডিতদিগের মধ্যে যেরূপ মতভেদ, তাহাতে কেমন করিয়া বুঝিব যে, আমিই যথার্থরূপে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব? কোন্ সাহসে তাহা মনে করিব? দুই বড় পণ্ডিত, দুই মত; তবে আমি শাস্ত্র পাঠ করিয়া যে, তাহার প্রকৃত অর্থ গ্রহণে সক্ষম হইব, ইহা কেমন করিয়া মনে করিতে পারি? ফল কথা এই, শাস্ত্র অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিলেও, অভ্রান্তরূপে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবার কোন উপায় নাই। সুতরাং মতে ও বিশ্বাসে শাস্ত্র অভ্রান্ত হইলেও কার্য্যতঃ সে অভ্রান্ততা কিছুই নহে। তবে পূর্ণজ্ঞান পরমেশ্বর এইরূপ বৃথা নিস্ফল অভ্রান্ততা বিধান করিয়াছেন বলিয়া কেমন করিয়া স্বীকার করিব?

তবে কি শাস্ত্র নাই? শাস্ত্র ভিন্ন ধর্ম্ম হয় না। প্রকৃত শাস্ত্র আত্মা ও বহির্জগৎ। আত্মা মূল শাস্ত্র:—'আদিগ্রন্থ'। মূল শাস্ত্রের আলোকে বহির্জগৎরূপ শাস্ত্রের অর্থগ্রহণ করিতে পারি; নতুবা পারি না। "যা নাই ভাণ্ডে, তা নাই ব্রহ্মাণ্ডে"। অর্থাৎ বাহিরে যাহাই কেন থাকুক না, আত্মার আলোকে না দেখিলে উহা থাকা না থাকা সমান। ভিতরের আলোক ব্যতীত বহির্জগৎ অন্ধকার।

নাস্তিক ভিন্ন সকলেই বলিবে যে এই দুই শাস্ত্র, আত্মা ও বহির্জগৎ, পরমেশ্বর-প্রণীত শাস্ত্র। হিন্দু হও, মুসলমান হও, খৃষ্টীয়ান হও, এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরম শাস্ত্র, সকলেরই স্বীকার্য্য। তার পর মনুষ্যরচিত শাস্ত্র। বেদ, বাইবেল, কোরাণ, সকলই শাস্ত্র।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, যিনি ব্রহ্মাণ্ডরূপ একটী অভ্রান্ত শাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি যে বেদ বা বাইবেলরূপ আর একটী অভ্রান্ত শাস্ত্র মানবের মঙ্গলের জন্য প্রেরণ করিবেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি? আশ্চর্য্য কিছুই নহে। কিন্তু অভ্রান্ত গ্রন্থ প্রেরণের উদ্দেশ্য কি? মানুষ নিজের জ্ঞানবলে, ব্রহ্মাণ্ডরূপ শাস্ত্রের সাহায্যে সত্যনির্দ্ধারণে অক্ষম বলিয়াই ত তিনি অভ্রান্ত ধর্ম্মগ্রন্থ প্রেরণ করিলেন? কিন্তু সে অভ্রান্ত গ্রন্থ মনুষ্যকে প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান দিতে সক্ষম হইল কই? ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাইয়াও মানুষ সহস্র বিভিন্ন পথে ছুটিতেছে কেন? ত্রিকালজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না, ইহা কেমন করিয়া বলিব?

পরমেশ্বর সাধকের আত্মায় স্বয়ং প্রকাশিত হন। তাঁহার আলোকে আত্মা আলোকিত হয়। সেই আলোকে শাস্ত্রের সত্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভিতরে সেই স্বর্গীয় প্রদীপ না জ্বলিলে, যে শাস্ত্রে যাহাই কেন থাকুক না, মনুষ্যের পক্ষে সকলই বৃথা। সেই জ্ঞানপ্রদীপ হস্তে লইয়া শাস্ত্ররূপ জঙ্গলে প্রবেশ কর, অন্বেষণ কর, অনেক অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। কিন্তু ইহাও বলি যে, সে জঙ্গল সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ স্থান নহে। দেখিও যেন ভীষণ কুসংস্কারের গ্রাসে পড়িয়া নষ্ট না হও।

এক কথায় বলি, "সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্"। সত্যই আমাদের একমাত্র অবিনশ্বর শাস্ত্র। স্বদেশে বিদেশে, যেখানে সত্য পাইব, বেদ, কোরাণ, বাইবেল, যেখানে সত্য পাইব, আদর করিয়া, যত্ন করিয়া, তাহা মস্তকে ধারণ করিব। কেবল বেদ কোরাণ বাইবেল কেন? সাহিত্য বিজ্ঞান কি শাস্ত্র নহে? হাফেজ, সেক্সপিয়ার, এমার্সন,কার্লাইলের গ্রন্থ কি শাস্ত্র নহে? নিউটনের প্রিন্সিপিয়া কি শাস্ত্র নহে? সত্য মাত্রই পরমেশ্বরের সত্য। যে কোন গ্রন্থ সত্য শিক্ষা দেয়, তাহাই শাস্ত্র।

মনুষ্য রচিত শাস্ত্র সকল আসল শাস্ত্রের অর্থ প্রকাশ করে। বেদ, বাইবেল, কোরাণ, আত্মরূপ আদি শাস্ত্রের টীকা। সকল দর্শন, সকল বিজ্ঞান, ব্রহ্মাণ্ডবেদের ভাষ্যমাত্র। ভাষ্যকারদিগের অনেক ভ্রম হইয়াছে;—হওয়াই সম্ভব।

কোন একটী ক্ষুদ্র গ্রন্থে আমাদের শাস্ত্র বদ্ধ নহে। "অখিল সংসারই আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র। বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদিগের আচার্য্য। ভাস্কর ও আর্য্যভট্ট এবং নিউটন ও লাপ্লাস্, যে কিছু যথার্থ বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। গৌতম ও কণাদ এবং বেকন ও কোম্ত যে কোন প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন,তাহাও আমাদের শাস্ত্র; কঠ ও তলবকার,মুষা ও মহম্মদ, এবং যিশু ও চৈতন্য, পরমার্থ বিষয়ে যে কিছু তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইবে, এবং শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উত্তরোত্তর অনির্ব্বচনীয়রূপ উৎপন্ন হইবে।" (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৭৭; শক বৈশাখ)

* শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটী বক্তৃতার সারমর্ম্ম।

"এক এক অসীম প্রায় সৌর জগৎ যে বিশ্বরূপ মূল গ্রন্থের এক এক পত্রস্বরূপ; সূর্য্যচন্দ্র,গ্রহ, ধূমকেতু যাহার অক্ষরস্বরূপ, এবং যাহার এই সমস্ত অবিনশ্বর অক্ষর অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়ী মসীদ্বারা লিখিতবৎ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই যথার্থ অবিকল্প অভ্রান্ত শাস্ত্র। যে দেশের যে কোন ব্যক্তি এই অতি প্রগাঢ় মূল গ্রন্থ শুদ্ধরূপে পাঠ ও তাহার যথার্থ অর্থ প্রতীতি করিতে পারেন, তিনিই স্বয়ং কৃতার্থ হইয়া অন্য লোকের ভ্রান্তিদূর করিতে সমর্থ হয়েন। প্রকৃত জ্ঞানোপার্জ্জনের আর অন্য উপায় নাই; যথার্থ ধর্ম্মশিক্ষার আর দ্বিতীয় পথ নাই। নানা দেশীয় পূর্ব্বতন শাস্ত্রকারেরা যদি এই মূল গ্রন্থের অভিপ্রায় সমুদয় সম্যক্রূপে অবগত হইতে পারিতেন, এবং যে পর্যন্ত অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার সহিত মনঃকল্পিত ব্যাপার সমুদয় মিশ্রিত করিয়া না লিখিতেন, তবে ভূমণ্ডলের সর্ব্বস্থানে আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম এতদিনে অতি প্রাচীন ধর্ম্ম বলিয়া গণিত হইত।"(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭৩ শক, ফাল্গুন)

মনুষ্যরচিত সকল শাস্ত্রই আসল শাস্ত্রের ভাষ্য। আত্মারূপ ভিত্তির উপরে সমুদয় শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। যেমন মানবাত্মা হইতেই সকল শাস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে, সেই রূপ মানবাত্মার আলোকেই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন ও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। যেমন বধিরের নিকট সঙ্গীত, অন্ধের নিকট রূপ, সেইরূপ অধ্যাত্ম আলোকবিহীন ব্যক্তির নিকটে, শাস্ত্র। আমাদের প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রে স্পষ্টই রহিয়াছে যে, অন্তর্জগতেই ধর্ম্মশাস্ত্র।

"ত্রয়োবেদা এতএব। বাগে বাগবেদো, মনোযজুর্ব্বেদঃ, প্রাণঃসামবেদঃ।"

তিন বেদ ইহাই। বাণীই ঋগ্বেদ, মন যজুর্ব্বেদ, প্রাণ সামবেদ।

মানবাত্মাতেই যে সত্যালোক লাভ করা যায়, বাইবেলগ্রন্থে তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। মহাত্মা সেণ্ট পল বলিতেছেন যে য়িহুদি ভিন্ন অন্যান্য জাতীয় লোকে শাস্ত্র বিহীন হইয়াও তাহাদের হৃদয়লিখিত শাস্ত্রানুসারে চলিয়া থাকে।*

মনুষ্যরচিত শাস্ত্রসকলকে অভ্রান্ত বলি না, অথচ সকল শাস্ত্রকেই,—কোরাণ, জেন্দাবেস্তা, বাইবেল, বেদ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রকেই সম্মান ও শ্রদ্ধা করি। কেননা সকল শাস্ত্রেই পরমার্থ তত্ত্ব শিক্ষাদান করে। কিন্তু আমাদের প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রনিচয়কে বিশেষ অনুরাগ ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি।

এরূপ বিশেষত্ব কেন? কেহ কেহ ইহাকে দুর্ব্বলতা বা সংকীর্ণতা বলিতে পারেন। কিন্তু আমি তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। যাঁহারা উদার সর্ব্বজনীন ভাবের পক্ষপাতী হইয়া শাস্ত্র বিশেষের প্রতি বিশেষ সম্মানের বিরোধী, আমি তাঁহাদের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে প্রস্তুত।

হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি এই অনুরাগ ও সম্মান কেন? প্রথমতঃ উহা আমাদের পিতৃপুরুষদিগের হৃদয় সাগরোত্থিত অমৃত। দুই খানি গ্রন্থ যদি সমান ভাল হয়, তাহা হইলেও তন্মধ্যে যদি একখানি তোমার ভক্তিভাজন পিতৃদেবের রচিত হয়, তাহা কি তুমি একটু বিশেষ দৃষ্টিতে দেখিবে না? যাঁহাদের পবিত্র শোণিত এখনই এই দেহাভ্যন্তরস্থ ধমনীপুঞ্জের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া, আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি,—এই ঘোরতর অবনতির মধ্যে বাস করিয়াও যাঁহাদের বংশজাত বলিয়া মনুষ্যোচিত আত্মমর্য্যাদা একবারে বিসর্জ্জন দিতে পারি না, এই তমসাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনেও যাঁহাদের অক্ষয়কীর্ত্তি সুসভ্য জগতের সম্মুখে ভারতের গৌরব রক্ষা করিতেছে, সেই পূজ্যপাদ আর্য্য মহর্ষিগণের গ্রন্থ নিচয়কে বিশেষ অনুরাগ নয়নে দেখি কেন, তাহা কি বুঝাইয়া দিতে হইবে? বলুন দেখি, যখন শ্রবণ করেন যে কোথায় জর্ম্মনি, কোথায় ইংলণ্ড, কোথায় আমেরিকা, সকল সভ্য জগতে, ভারতের বেদ বেদান্ত, ভারতের ষড় দর্শন, ভারতের কাব্যনাটক সমাদৃত হইতেছে, তখন কি হৃদয়ের গভীর প্রদেশে একটু অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয় না? বহুকালব্যাপী দুর্গতি ভোগ করিয়াও, সাত শত বৎসর বিদেশীয় জাতির পাদুকা বহন করিয়াও, এখনও যাঁহাদের মহত্ত্ব নিবন্ধন আমরা সভ্যজাতির খবরে আসিতেছি, সেই পিতৃপুরুষগণের গভীরজ্ঞানসমুত্থিত শাস্ত্র সকলকে বিশেষ অনুরাগ নয়নে দেখিব, ইহা কি আবার বলিবার কথা?

দ্বিতীয়তঃ পরমেশ্বরের স্বরূপ ও সন্নিকর্ষ বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রে যেমন সুগভীর উপদেশ প্রাপ্ত হই, এমন আর কোথাও নহে। মহর্ষিগণের উপাস্য ব্রহ্ম স্বর্গ বা বৈকুণ্ঠ নামে কোন স্থানবিশেষে বদ্ধ নহেন।

"স এবধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরোস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবাদ্য স উশ্ব।"

তিনি অধোতে, তিনি উর্দ্ধে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে, তিনি অদ্যও যেমন, কল্যও তেমন।

কিন্তু উহাও দূরের কথা। মহর্ষিগণ তাঁহাকে আত্মার অভ্যন্তরে দর্শন করিয়া কেমন অগ্নিময় বাক্যে বলিয়া গিয়াছেন;—

"হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং"

আত্মারূপ হিরণ্ময় কোষে নিরুপাধি ব্রহ্ম বাস করিতেছেন।

"তমাত্মস্থং যেন পরিপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতী নেতরেষাং।"

যে ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে আত্মার অভ্যন্তরে দর্শন করেন, তাঁহারই নিত্য সুখ হয়, অপরের হয় না।

প্রাচীন মহর্ষিগণ পরমাত্মাকে "করতলন্যস্ত আমলক" বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আমলক ফল হস্তে থাকিলে যেমন তাহা সুস্পষ্টরূপে অনুভব করা যায়, আত্মার অভ্যন্তরে ব্রহ্মের সত্তা, তাঁহারা সেইরূপ সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিয়া

* For the Gentiles which have not the law, do by nature the things contained in the law, these having not the Law, are a law unto themselves.

Which shew the work of law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and *their* thought the meanwhile accusing or else excusing one another. Romans ii. 14, 15.

অন্যকে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। পরমাত্মার সন্নিকর্ষ বিষয়ক উপদেশের প্রাচুর্য্য ও গম্ভীরতা যেমন প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাই, এমন আর কোথাও নহে।

তৃতীয়তঃ হিন্দুশাস্ত্রের একটি বিশেষ গৌরব এই যে, হিন্দুশাস্ত্রে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, শাস্ত্র অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ।

"মনো বৈ সমুদ্রঃ মনসো বৈ সমুদ্রাৎ

বাচাঽভ্র্যা দেবাস্ত্রয়ীং বিদ্যাং নিরখনন্

( শতপথ ব্রাহ্মণে ) ৭।৫।২।৫২

মন সমুদ্র; মন সমুদ্র হইতে বাক্যরূপ কোদালি দ্বারা দেবতারা ত্রয়ীবিদ্যা ( বেদ ) খুঁড়িয়াছিলেন।

"বিজ্ঞেয়োঽক্ষরঃ সন্মাত্রো জীবিতঞ্চাপি চঞ্চলং

"বিহায় শব্দশাস্ত্রাণি যৎসত্যং তদুপাস্যতাম্" (উত্তর গীতা)।

সন্মাত্র অক্ষর বস্তুই বিশেষরূপে জানিবার যোগ্য, জীবনও চঞ্চল; সকল শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া যাহা সত্য তাহাই অবলম্বন কর।

যথাঽমৃতেন তৃপ্তস্য পয়সা কিং প্রয়োজনম্।

এবং তৎপরমং জ্ঞাত্বা বেদেনাস্তি প্রয়োজনম্॥ উত্তর গীতা।

যে অমৃতের দ্বারা তৃপ্ত হইয়াছে তার জলে কি প্রয়োজন। এইরূপ সেই পরম বস্তুকে জানিলে বেদে প্রয়োজন নাই।

আগমোত্থং বিবেকোত্থং দ্বিধাজ্ঞানং প্রচক্ষতে।

শব্দ ব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্মবিবেকজম্॥ কুলার্ণব তন্ত্র।

জ্ঞান দুই প্রকার। শাস্ত্র জন্য এবং বিবেক জন্য। শাস্ত্র জন্য জ্ঞানকে শব্দ ব্রহ্ম বলে, এবং বিবেক জন্য জ্ঞানকে পরংব্রহ্ম বলে।

যথাঽমৃতেন তৃপ্তস্য নাহারেণ প্রয়োজনম্।

তত্ত্বজ্ঞস্য মহেশানি ন শাস্ত্রেন প্রয়োজনম্॥ কুলার্ণব তন্ত্র।

যে ব্যক্তি অমৃত পান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে, তার যেমন অন্য আহারে প্রয়োজন নাই, হে মহেশানি, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞের শাস্ত্রে প্রয়োজন নাই।

ন বেদং বেদমিত্যাহুর্বেদ ব্রহ্মসনাতনম্

শব্দ বেদকে জ্ঞানীরা বেদ বলেন না, যাহা নিত্য বেদ তাহাই যথার্থ বেদ।

মহাভারতকার এত দূর উদারতা প্রকাশ করিয়াছেন যে, যাঁহারা শ্রুতিকে অস্বীকার করেন, তাঁহাদিগকেও নিন্দনীয় বলিয়া মনে করেন নাই।

শ্রুতিধর্ম্ম ইতি হ্যেকে নেত্যাহুর পরে জনাঃ।

ন চ তৎ প্রত্যসূয়ামো নহি সর্ব্বং বিধীয়তে॥

মহাভারত,শান্তিপর্ব্ব,রাজধর্ম্মে ১০৯ অং ১৪শ শ্লোক,ভীষ্ম বচন।

শ্রুতিকে কেহ ধর্ম্ম বলেন, কেহ বলেন না। আমরা তাহার নিন্দা করি না; কিন্তু ইহাও স্বীকার করি না যে, সকল শ্রুতিই ধর্ম্ম বিহিত।

সকলের উপরে জ্ঞান। জ্ঞানের দ্বারাই সকল ধর্ম্ম, সকল শাস্ত্রের বিচার। শাস্ত্রকার যদি নিজে বলেন যে, তিনি পরমেশ্বর কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া অথবা পরমেশ্বরের আদেশে শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, সে কথা তিনি বলিতে পারেন, কিন্তু বলিলেই কেহ বিশ্বাস করিতে বাধ্য নহে। তাঁহার প্রত্যেক কথা অন্তরের আলোকে দেখিতে হইবে, সত্য কি না? ভগবদ্গীতা অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। শ্রীকৃষ্ণ বক্তা, অর্জ্জুন শ্রোতা বলিয়াই উহা এত আদরের বস্তু, এরূপ নহে। অন্য কোন সামান্য লোক বক্তা ও শ্রোতা বলিয়া বর্ণিত হইলেও উহা পরম সমাদর যোগ্য গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইত, অথবা হওয়া উচিত হইত। কাহার নাম লইয়া গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে:— স্বয়ং ভগবান বা ভগবানের অবতার অথবা ভগবানের অনুগৃহীত বলিয়া কোন ব্যক্তি, তাহা দেখিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। গ্রন্থে আসল জিনিস আছে কি না, তাই দেখ;— যথার্থ ধর্ম্ম, যথার্থ জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে কি না, তাই দেখ; চাপ্‌রাস্ দেখিয়া ভুলিও না। বেদ বেদান্তে যদি ভ্রম থাকে, তাহাও পরিত্যজ্য, এবং বিদ্যাসুন্দর বা দাসরথি রাঁয়ের পাঁচালি পুস্তকেও যদি সার কথা থাকে, তাহা আদরের সহিত গ্রহণ কর।

গ্রন্থকার দেবানুপ্রাণিত হইয়া অথবা দেবতার আদেশে গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন বলিলেই যে, সে গ্রন্থকে অভ্রান্ত আপ্ত বাক্য বলিয়া শিরোধার্য্য করিতে হইবে, এমন নহে। ভারতচন্দ্র স্বপ্নাবস্থায় প্রকাশিতা অন্নদাপ্রদত্ত অমৃত পান করিয়া, অন্নদার আদেশে 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। উহা কবির কল্পনা অথবা কবির স্বপ্নমাত্র বিবেচনা করাই সঙ্গত। তাহা না করিয়া উহা সত্য ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করিলে, এবং অন্নদামঙ্গল গ্রন্থকে দৈবশাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিলে কি বিবেচনার কার্য্য হয়? ভগবদ্গীতার বক্তা ও শ্রোতা, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন। বর্ষে বর্ষে শ্রীরামপুর হইতে যে পঞ্জিকা বাহির হইতেছে,উহার বক্তা স্বয়ং মহাদেব, শ্রোতা পার্ব্বতী।

"হর প্রতি প্রিয়ভাষে কন হৈমবতী;
বৎসরের ফলাফল কহ পশুপতি।
কোন্ গ্রহ হইল রাজা কেবা মন্ত্রীবর;
প্রকাশ করিয়া কহ শুনি দিগম্বর।
ভব কন ভবানীকে কহি বিবরণ;
বৎসরের ফলাফল করহ শ্রবণ॥"

তবে কি শ্রীরামপুরের পঞ্জিকা অমানুষ গ্রন্থ?

আত্মা ও জগৎ পরমেশ্বরপ্রণীত একমাত্র অভ্রান্ত শাস্ত্র— ইহকাল পরকাল অনন্তকালের শাস্ত্র। মৃত্যুর সঙ্গে আর সব শাস্ত্র চলিয়া যাইবে, কিন্তু আত্মারূপ মূল শাস্ত্র জীবনে, মরণে, ইহকাল পরকালে, চিরদিন জীবের সঙ্গে সঙ্গে। আমাদের আদি গ্রন্থ, 'গ্রন্থসাহেব' আমাদের অনন্ত জীবনের পাঠ্য গ্রন্থ। আর সব এখানকার শাস্ত্র, এখানকার গ্রন্থ, এখানেই পড়িয়া থাকিবে, এই আদি শাস্ত্রই সঙ্গে যাইবে। আর মাষ্টার মহাশয়ও সঙ্গে সঙ্গে যাইবেন। আমরা প্রত্যেকে অনন্তকালের জন্য ভগবানের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনিই আমাদের একমাত্র গুরু, শিক্ষক। তাঁহারই চরণতলে বসিয়া চিরদিন জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা শিক্ষা করিব। শাস্ত্রকার নিজের শাস্ত্র নিজে শিক্ষা দিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন।

## সংবাদ।

বিবাহ—বিগত ১৯এ অগ্রহায়ণ কলিকাতা নগরে বাবু দীননাথ দত্ত মহাশয়ের কন্যা—বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতষ্পুত্রী শ্রীমতী সুরবালার সহিত বাবু রজনীকান্ত দে তপাদারের বিবাহ হইয়াছে। পাত্রী কুমারী ও ষোড়শবর্ষ বয়স্কা; পাত্র বিপত্নিক, ২৬ বৎসর বয়স্ক। ২৬এ অগ্রহায়ণ অত্রত্য ব্রাহ্মপল্লীতে সিমলাস্থ বাবু কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী জয়াবতীর সহিত ময়মনসিংহ ইনষ্টিটিউশনের শিক্ষক বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তীর বিবাহ হইয়াছে। পাত্রী কুমারী, বয়স ১৯; পাত্রেরও এই প্রথম বিবাহ, বয়স ২৬। উভয় বিবাহই তিন আইনমতে রেজেষ্টরি করা হইয়াছে।

নামকরণ—কাশীস্থ বাবু মহেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের প্রথম পুত্রের নামকরণ বিগত ২৫এ অগ্রহায়ণ সম্পন্ন হইয়াছে।

সঙ্গত—গত দুই বারে "সত্যস্বরূপ" সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। এইরূপে এক একটী স্বরূপ লইয়া বিশেষ আলোচনা হইবে এরূপ স্থির হইয়াছে।

ছাত্রসমাজ—ইতিমধ্যে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অগষ্ট্ কমট ও প্রত্যক্ষবাদ সম্বন্ধে দুইটী গভীর চিন্তাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। মধ্যে মধ্যে এরূপ বক্তৃতা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মৃত্যু—এক পক্ষকাল মধ্যে আমাদিগকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনটী মৃত্যু সংবাদ দিতে হইতেছে। বিগত ২০এ অগ্রহায়ণ বহরমপুর নগরে আমাদের শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মবন্ধু বাবু ব্রজকিশোর বসু মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। স্বর্গীয় বন্ধু অনেকদিন হইতে হাঁপানি কাশিতে কষ্ট পাইতেছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত কারণ সর্দ্দিগরমি। বয়স ৫১ বৎসর হইয়াছিল। স্বর্গীয় বন্ধুর কোন আত্মীয় লিখিয়াছেনঃ—"বেলা ১॥০ ঘটিকার সময় মৃত্যু হয়। রাত্রিতে পীড়ার প্রথমাবস্থা হইতেই গৃহ তাঁহার বহু সংখ্যক বন্ধু বান্ধবে পূর্ণ হইয়া যায়। সমস্ত স্কুলের ছাত্রেরা আসিয়া সমবেত হয়। শিক্ষকেরা সকলেই আসিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহার সেবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। সেখানকার বন্ধুরা সকলেই হিন্দু, কিন্তু কেহই তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া সমাদর বা ভালবাসার ন্যূনতা প্রকাশ করিতেন না। সকলেরই স্নেহ ও সম্মানের পাত্র ছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেন, কিন্তু উচিত বিষয়ে ক্রুদ্ধ হইতেন বলিয়া কেহ তজ্জন্য দোষ দিত না। কাহারও কোন দোষ বা ত্রুটি দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখে তাহাকে ভৎর্সনা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে সকলেই দুঃখিত হইয়াছেন। বহরমপুরবাসী সকলেই বলেন, তাঁহার ধর্ম্মমত যাহাই হউক না কেন, তিনি অতি সজ্জন ও সাধুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার সুখে মৃত্যু হইয়াছে। মরিবার সময়ে কোন কষ্ট পান নাই ও অপর কাহাকেও কষ্ট দেন নাই। স্কুলের ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছিল তথাপি কোন বালক বা শিক্ষক স্কুলে ছিলেন না। শিক্ষকেরা গিয়া প্রিনসিপ্যাল সাহেবকে বলেন যে তাঁহারা অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছেন, পড়াইতে পারিবেন না ও কোন বালক স্কুলে থাকিতেছে না। প্রিনসিপ্যাল সাহেব সে দিবস ছুটী দেন, এবং অর্ডারবুকে দুই তিন পৃষ্ঠা অতি শোকপূর্ণ ও উজ্জ্বল ভাষায় তাঁহার গুণ এবং সমাজের নিন্দা বা ভয়ে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি যে যে মহৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন ,তাহার উল্লেখ করিয়া সোমবার দিন স্কুলের ছুটী দেন।"

১লা পৌষ বুধবার শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু দুকড়ি ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র যোগেশচন্দ্র ঘোষ ওলাউটা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইহাঁর মৃত্যুতে আত্মীয়স্বজনদিগের হৃদয়ে যে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে তাহা সেই শান্তিদাতা দুঃখহরণ ভগবান ব্যতীত আর কে দূর করিতে পারে? তিনি তাঁহাদিগকে অচিরে শান্তনা প্রদান করুন্। পরলোকগত ভ্রাতা অতি শান্তপ্রকৃতি ও ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন; ইহাঁর বয়স ১৯ বৎসর হইয়াছিল। ইনি গত বৎসর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজপ্রবর্ত্তিত ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থানীয় হইয়াছিলেন। প্রেমময়ী ইহাঁর আত্মাকে তাঁহার প্রেমকোলে আশ্রয় দিন্।

বিগত ২৬শে অগ্রহায়ণ শনিবার পাব্না জেলার সাহাজাদপুর গ্রামে রক্তকাশীরোগে জনৈক ধর্ম্মানুরাগী ব্রাহ্ম ভ্রাতা রাধাচরণ ঘোষের মৃত্যু হইয়াছে। স্বর্গীয় ভ্রাতার পবিত্র জীবন বিষয়ে তাঁহার একজন বন্ধু হইতে আমরা একখানা সুদীর্ঘ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি; স্থানাভাবে এবার প্রকাশিত হইতে পারিল না। আগামীবারে প্রকাশ করিব। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে পরলোকগত আত্মার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি।

জন্মোৎসব—বিগত ৫ই অগ্রহায়ণ আমাদের নববিধানী ভ্রাতারা স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের জন্মোৎসব সম্পাদন করিয়াছেন। ১৬ই অগ্রহায়ণের "ধর্ম্মতত্ত্ব" লিখিতেছেনঃ—"উক্ত দিবস অপরাহ্নে ১০নম্বর আপার সারকুলার রোড কেশব একাডেমিস্কুল গৃহে ভাই প্রসন্নকুমার সেনের উদ্যোগে এক বৃহৎ সভা আহূত হইয়াছিল। রেভনিউ বোর্ডের সেক্রেটারি কটন সাহেব, বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ বক্তা খ্রীষ্টাশ্রিত শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবিখ্যাত বৈদিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী এবং পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় আচার্য্য চরিত্র বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কটন সাহেব ও কালীচরণবাবু ইংরেজিতে, সামাধ্যায়ী ও উপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করেন। খ্রীষ্টীয় প্রচারক রেভেরেণ্ড মেগ্ডোন্যাল্ড সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ কটন সাহেব এইরূপ বলেন, এ দেশীয়গণের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাত্মাদিগের প্রতি সম্মাননা প্রদর্শন নিতান্ত স্বাভাবিক, বস্তুতঃ যথার্থ দার্শনিকরূপে দেখিতে গেলে ভূতকালের মহাত্মাদিগের প্রভাব সমষ্টি বর্ত্তমানের উন্নতির মূল। ভূতকালের তুলনায় বর্ত্তমান কিছুই নয়, এই বর্ত্তমান আবার ভূত হইয়া ভবিষ্যৎ বংশীয়দিগের পরিচালক হইবে। যে সকল মহাত্মা পৃথিবী হইতে চলিয়া যান, এইরূপে তাঁহারা ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের নেতা হইয়া স্থিতি করেন। অদ্য যে মহাত্মার জন্ম উপলক্ষে সকলে এখানে সমবেত

হইয়াছেন, তিনিও একজন ভবিষ্যতের পরিচালক। প্রেরিত জীবনের উদ্যমতা তাঁহাতে বিলক্ষণ অনুভূত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এ দেশীয়গণ আজও মহাত্মাদিগকে সম্মান করিতে সমুচিতরূপে শিক্ষিত হন নাই। কোন মহাত্মা ইহলোক হইতে চলিয়া গেলে কিরূপে তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করা হইবে তাহার উপায় উদ্ভাবন জন্য এদেশে কয়েক দিন বিলক্ষণ আন্দোলন হয়, কিন্তু সেই আন্দোলনে অল্পই ফল প্রসূত হইয়া থাকে। আমরা যাহাতে মহাত্মাদিগকে স্মরণে রাখিতে পারি তাহার বিহিত উপায় অবলম্বন শ্রেয়স্কর। অনন্তর শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভাবপূর্ণ-হৃদয়ে এইরূপ বলিলেন, "আজ যাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে সকলে মিলিত হইয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে বক্তার বহুকাল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তাঁহার বিষয় বলিতে হইলে অনেক বলিবার আছে, কিন্তু কেবল কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে। প্রথমতঃ ঈশ্বরের বাণীতে তিনি একান্ত বিশ্বাস করিতেন। এই উনবিংশ শতাব্দীর ঘোরতর অবিশ্বাসের মধ্যে তিনি ঈশ্বরবাণীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ না করিয়া তিনি কোন কার্য্য করিতেন না।* বক্তার বিশ্বাস এই যে, সকলে যদি ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করিয়া চলেন তাহা হইলে জীবনের মহৎ ফল লাভ করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ প্রথমে তাঁহার জ্ঞান প্রখর ছিল, তিনি তর্কে বিতর্কে জীবন আরম্ভ করেন, ভক্তিতে ও প্রেমেতে তাঁহার জীবন পর্য্যবসিত হয়। প্রথমাবস্থায় যদিচ তিনি লোকের মনে প্রত্যয় উৎপাদন করিতেন, কিন্তু তাহাদিগকে তেমন আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারিতেন না, পরিশেষে তাঁহার আকর্ষণ ছাড়িয়া লোকের যাওয়া সুকঠিন হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ তিনি বৈরাগ্যের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহার বৈরাগ্য বাহ্য বৈরাগ্য ছিল না, সংসারের সহিত বিয়োগ ও ঈশ্বরের সহিত যোগই তাঁহার বৈরাগ্য ছিল। ৪র্থতঃ তাঁহার সর্ব্বসমন্বয়ের ভাব থাকাতে তিনি সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র হইতে অসঙ্কুচিত চিত্তে প্রমুক্তভাবে সত্য গ্রহণ করিতেন। ৫মতঃ বিস্তৃত প্রকৃতি তাঁহার শিক্ষার ভূমি ছিল, বক্তা তাঁহার মুখে শ্রবণ করিয়াছেন যে, তিনি বহু বৎসর যাবৎ কোন গ্রন্থের একখানা পত্র উদ্ঘাটন করেন নাই। সমুদয় প্রকৃতিই যাঁহার গ্রন্থ তাঁহার সামান্য গ্রন্থ উদ্ঘাটনের প্রয়োজন কি? আচার্য্য জীবনের এই কয়টী মূল বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া বক্তা সভাস্থ সকলকে এই মহোচ্চ ভাবগুলি জীবনে পরিণত করিবার জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করেন। অনন্তর ভাই গৌরগোবিন্দ রায় পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট আচার্য্যের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, কালীচরণ বাবু স্বর্গীয় মহাত্মার শিক্ষাপ্রণালী বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন বক্তার সহিত স্বর্গীয় মহাত্মার তৎসম্বন্ধে সম্বন্ধ তাহার স্বাক্ষ্য প্রদান করে। আচার্য্যদেব যেমন নিজে পুস্তকলব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেন না, কিন্তু প্রকৃতির বিচিত্র গ্রন্থ পাঠ করিতেন, সকল লোকের স্বভাব চরিত্র অধ্যয়ন করিতেন, তদ্রূপ গুরু বা শিক্ষক হইয়া কাহাকেও শিক্ষা বা উপদেশ দিতেন না। তিনি বলিতেন ব্রাহ্মসমাজে কেহ কাহাকেও শিক্ষা দেয় না। তিনি কেবল সাধু মহাজনদিগকে সম্মান করিতেন তাহা নয়, কিন্তু তাঁহাদিগকে অন্তরস্থ করিয়া আপন জীবনের সহিত, আপন অস্থি মজ্জার সহিত একীভূত করিয়া ফেলিতেন। কিরূপে তিনি আপাততঃ বিরুদ্ধবাদী ও বিরুদ্ধমতাবলম্বী সাধু মহাজনগণকে ও ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলকে সম্মিলিত করিবার সূত্রে আবিষ্কার করিয়াছেন; এই উনবিংশ শতাব্দীর পরস্পর বিসংবাদী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মত সকলের বিবাদ বিরোধের মধ্যে অক্ষুণ্ণ থাকিয়া তিনি কিরূপে বিজ্ঞান সম্মত ধর্ম্মমত প্রচারে সক্ষম হইয়াছিলেন, এ সমস্ত তত্ত্ব বক্তা বুঝাইয়া বলেন। ভাই গৌরগোবিন্দের বক্তৃতা শেষ হইলে পণ্ডিতবর সমাধ্যায়ী মহাশয় আন্তরিক ভাবপূর্ণ একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দ্বারা আচার্য্যদেবের সার্ব্বভৌমত্ব অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করেন। তাঁহার স্বর্গীয় গুণে মুগ্ধ হইয়া বক্তা যে তাঁহাকে কেবল শ্রদ্ধা ভক্তি করেন তাহা নহে, কিন্তু বাহিরে না হউক মনে মনে যে তাঁহাকে পূজা করেন এরূপ প্রকাশ করিলেন। বক্তার জাতীয় কুসংস্কার সত্ত্বেও (এস্থলে ইহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি তাঁহার মস্তকের শিক্ষাটী প্রদর্শন করেন) আচার্য্যদেবের সহিত তাঁহার মিলন কিরূপে সম্ভব হইয়া ছিল, তিনি নবদ্বীপবাসী গোঁড়া হিন্দু হইলেও কিরূপে আচার্য্য তাঁহাকে নিকটে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এ সকল কথা তিনি অতি বিশদরূপে ব্যক্ত করেন।"

* বড় অত্যুক্তি হইল; স্বর্গীয় মহাত্মা স্বয়ং এরূপ বলিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। আর ঈশ্বরবাণী শ্রবণ সম্বন্ধে তিনি সময়ে সময়ে যে গুরুতর ভ্রমে পতিত হইতেন, তাহা সুপ্রসিদ্ধ। ত, স।

## বিজ্ঞাপন।

আগামী ১লা ও ২রা জানুয়ারি সিটিকলেজ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক বার্ষিক পরীক্ষা গৃহিত হইবে। পরীক্ষার্থীগণ তাঁহাদের নাম, ধাম, বয়স, কোন্ শ্রেণীর পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন এবং মফঃস্বলে হইলে কাহার তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা গৃহিত হইতে পারে এই সমস্ত বিবরণ সহিত অবিলম্বে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিবেন; তত্ত্বাবধায়ক একজন সুপরিচিত ব্রাহ্ম হওয়া আবশ্যক। তাঁহাকে পরীক্ষার্থী সম্বন্ধে এই জানা ও লেখা আবশ্যক যে তিনি সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মানুরাগী।

### পরীক্ষার বিষয়।

প্রথম শ্রেণী:—"Roots of Faith" ৪৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত। "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" ৫৫পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত। "পরকাল" সমগ্র। ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণের ৪ | ৫ | ৬।৮ | ১০ | ১৯ | ২২ | ২৪ | ২৫ ও দ্বিতীয় প্রকরণের ১ম ব্যাখ্যান। "ধর্ম্মসাধন" ৩৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।

দ্বিতীয় শ্রেণী:—চিন্তাকণিকা, সমগ্র। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস—পরকাল, মুক্তি, স্বর্গ ও নরক। ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান, সমগ্র। সাধনবিন্দু ৫৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।

তৃতীয় শ্রেণী:—ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সার—সমগ্র। ধর্ম্মশিক্ষা ৪২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত। ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান, ২৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত। কুমুদিনী চরিত সমগ্র।

কলিকাতা। কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ২১০।৬নং বাটী — শ্রীসীতানাথ দত্ত। সম্পাদক, ধর্ম্মশিক্ষা-কমিটী।

আগামী ৮ই জানুয়ারি শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় সিটি কলেজ গৃহে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার চতুর্থ ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

### কার্য্যের তালিকা।

১। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার চতুর্থ ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ ও আয় ব্যয় বিবরণ পাঠ ও বিবেচনা।
২। কতিপয় সভ্য কর্ত্তৃক আনীত নিয়ম পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব।
৩। সভ্য মনোনয়ন।
৪। বিবিধ।

২১ নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে ১লা পৌষ প্রকাশিত।

# তত্ত্ব-কৌমুদী

( পাক্ষিক পত্রিকা ।)

[illegible] ভাগ । [illegible] সংখ্যা ।

১৬ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৮০৮ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭ ।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

## পূজার আয়োজন ।

প্রভো ! আমি তোমার কাজ করিতে গিয়া হৃদয়কে শুষ্ক করিয়া ফেলি, তাহাতেই ভয় হয় বুঝি তোমার সেবা করিতেছি না, মানুষের সেবা করিতেছি, কি নিজের প্রবৃত্তির সেবা করিতেছি। অথচ তোমার সেবা ভিন্ন আমি আর কিছুই চাই না। প্রভো ! যে কাজে আমার প্রাণ সরস হয় না, হৃদয় তোমার নিকটবর্ত্তী হয় না,সে কাজ হইতে আমাকে দূরে রাখ। সেই কাজে আমাকে চির-নিযুক্ত রাখ যে কাজে সর্ব্বদা তোমার দর্শন পাই,যে কাজে প্রাণ সরস হয়,যে কাজে হৃদয় দিন দিন তোমার দিকে আকৃষ্ট হয়। যে অবস্থাতেই রাখ, প্রভো, আমি তোমার প্রেমে ডুবিয়া থাকিতে চাই ; তোমার প্রেম আমার প্রাণ, তোমার প্রেম আমার অন্নপান, আমার বল, আমার আশা, আমার উৎসাহ, আমার সান্ত্বনা, আমার চির-আনন্দ ; তোমার প্রেম হইতে যেন কিছুতেই আমাকে বিচ্যুত না করে।

---

মা নিজ হস্তে খাওয়ান, পরান,স্নান করান,শোয়ান, পড়ান, উপাসনা করান, সঙ্গে সঙ্গে ফিরেন—এই সকল কথা এক সময় কবিত্ব মনে করিতাম ; এখন আর তা করিনা, এখন বুঝিয়াছি এ সকল অতি সত্য, নিঃসন্দেহ সত্য। আমি আছি ইহা যতদূর সত্য, চারিদিকের বস্তুগুলি আছে যতদূর সত্য, ততদূর সত্য। মায়ের নিত্য জীবন্ত মধুর প্রেম অপেক্ষা অধিকতর সত্য আর কিছুই নাই। কিন্তু তাঁহার প্রেম জানিয়াও আমি তাঁহাকে ভাল বাসিতে পারিলাম না। তার কারণ আমি এখন কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছি। তার প্রধান কারণ এই আমি মানুষকে ভাল বাসি না, আমি পরের জন্য ব্যস্ত নই, কোন না কোন আকারে আমি স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত, কোন না কোন প্রকারে আমি নিজেতেই বদ্ধ ; আমার হৃদয় মানুষপ্রেমে উচ্ছ্বসিত নহে, আমার মন মানুষের হিতের জন্য ব্যস্ত নহে। আমি কর্ত্তব্যের অনুরোধে মানুষের সেবা করি, হয়ত এরূপ সেবায় জীবন কাটাই, কিন্তু আমার হৃদয় মানুষকে ভাল বাসে না, মানুষের দুঃখ পাপ দেখিয়া কাঁদে না। যাহার হৃদয় মানুষের হিতের জন্য ব্যস্ত নয়, সে মায়ের প্রেমব্যস্ততা, প্রেমোন্মত্ততা বুঝিয়াও বুঝে না, জানিয়াও অনুভব করিতে পারে না। প্রেম জানিবার বস্তু তত নয়—যত হৃদয়ে অনুভব করিবার বস্তু।

---

বৈষ্ণবেরা হরিসংকীর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে গৌরচন্দ্রিকা করেন, গৌরের উন্মত্ত হরিভক্তির প্রশংসা গান করেন। ইহার মূলে এই গুঢ় সত্য নিহিত যে সাধু-প্রশংসা উপাসনার সহায়। সাধু-প্রশংসার অর্থ সদ্‌গুণের প্রশংসা। উপাসনাশীল ব্যক্তিদের জীবনে দেখি তাঁহাদের মুখ প্রশংসাতে পরিপূর্ণ, তাঁহারা প্রশংসাতেই আনন্দ পান, সদ্‌গুণের আলোচনাতেই আনন্দ পান ; দোষের চর্চ্চা,—পরের নিন্দার মতন কষ্টকর বিষয় আর তাঁহাদের নিকট কিছু নাই। অপর দিকে দেখা যায় যাঁহারা দোষের আলোচনাতে সময় দেন, পরনিন্দায় যাঁহারা সুখ পান তাঁহাদের মধ্যে উপাসনার ভাব, ভক্তির ভাব অত্যন্ত ক্ষীণ। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। উপাসনার অর্থ অন্তরের সহিত ঈশ্বরের প্রশংসা—অনন্ত গুণের প্রশংসা ; এই মহা প্রশংসাতে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্য হইতে পারেন যাঁহার জীবন সাধু-প্রশংসা, সদ্গুণের প্রশংসা, সৎপ্রসঙ্গে পরিপূর্ণ, যিনি পরনিন্দা বিষবৎ পরিত্যাগ করেন। সাধু-প্রশংসা, সদ্গুণের প্রশংসা, দেবত্বের চর্চ্চাই দেবপূজার প্রকৃষ্ট আয়োজন, দেবভাব সাধনের প্রধান উপায়।

---

যদি বাহিরে স্বর্গীয়ভাব কিছু দেখিতে না পাই, ইহার কারণ কেবল এই যে ভিতরের সমস্তই পার্থিব ; জীবনে যদি কোন স্বর্গীয় বর্ণ দেখিতে না পাই, ইহার কারণ এই যে আত্মার পবিত্র আলোক নির্ব্বাণ-প্রায় হইয়াছে। যদি পিতাকে দূরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়, ইহার কারণ এই যে [অপব্যয়ী পুত্রের ন্যায়] আমরা আমাদের ভাগের দ্রব্যজাত লইয়া দূরদেশে চলিয়া গিয়াছি এবং ভক্তিপূর্ণ সেবা ছাড়িয়া স্বাধীনভাবে কেবল সম্ভোগে মগ্ন হইয়াছি। —মার্টিনো।

---

প্রকৃতির মূর্ত্তি ভক্তিপূর্ণা। ইশার মূর্ত্তির ন্যায় তিনি অবনত মস্তক এবং করযুগ বক্ষস্থলে স্থাপন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান। যিনি প্রকৃতি হইতে উপাসনা শিক্ষা করেন তিনিই ধন্য।—এমার্সন।

---

উদ্ভিদ্ যেমন মৃত্তিকায় প্রতিষ্ঠিত, মানুষ তেমনি ঈশ্বরের বক্ষদেশে প্রতিষ্ঠিত; অক্ষয় প্রস্রবণ তাঁহার পোষক, অক্ষয় বল তাহার প্রয়োজন সাধনের জন্য প্রস্তুত। মানুষের যাহা হওয়া সম্ভব, কে তাহার সীমা বলিতে পারে? একবার উপরিস্থ বায়ু সেবন করিলে,—ন্যায় ও সত্যের নিত্য প্রকৃতি একবার দর্শন করিলেই বুঝিতে পারি সৃষ্টিকর্ত্তার সমগ্র আধ্যাত্মিক ভাণ্ডারে মানুষের প্রবেশাধিকার আছে। পবিত্রতা সেই অনন্ত প্রসাদের স্বর্ণময় চাবি।—এমার্সন।

---

যৎকীর্ত্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং
যদ্বন্দনং যচ্ছ্রবনং যদর্হণং।
লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমোনমঃ। ভাগবত।

যাঁহার কীর্ত্তন, যাঁহার স্মরণ, যাঁহার দর্শন, যাঁহার বন্দন, যাঁহার গুণ শ্রবণ, যাঁহার অর্চ্চন সদাই সকলের পাপ বিনাশ করে, সেই সুমঙ্গল যশোশালী ভগবানকে বার বার নমস্কার।

---

বিচক্ষণা যচ্চরণোপসাদনাৎ
সঙ্গং ব্যুদস্যোভয়তোঽন্তরাত্মনঃ।
বিদন্তি হি ব্রহ্মগতিং গতক্লমা-
স্তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমোনমঃ॥ ভাগবত

যাঁহার চরণ সেবাদ্বারা বিবেকি লোকেরা ইহকালে ও পরকালে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্লেশশূন্য হইয়া ব্রহ্মগতি প্রাপ্ত হন, সেই সুমঙ্গল যশস্বী ভগবানকে বার বার নমস্কার।

---

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো
মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমোনমঃ॥ ভাগবত।

তপস্বী বা দানশীল, যোগী বা জপশীল, সদাচার রত কোন ব্যক্তি যাঁহাতে স্বীয় তপস্যাদি কর্ম্ম সমর্পন না করিলে মঙ্গল প্রাপ্ত হন না, সেই সুমঙ্গল যশোশালী ভগবানকে বার বার নমস্কার।

---

যদঙ্ঘ্র্যভিধ্যান সমাধিধৌতয়া
ধিয়ানুপশ্যন্তি হি তত্ত্বমাত্মনঃ।
বদন্তি চৈতৎ কবয়ো যথারুচং
সমে মুকুন্দো ভগবান প্রসীদতাম্॥

যাঁহার চরণ-ধ্যান রূপ সমাধি দ্বারা বিশুদ্ধ বুদ্ধি হইয়া জ্ঞানীগণ আত্মতত্ত্ব দর্শন করেন, এবং পণ্ডিতগণ যাঁহাকে স্বীয় স্বীয় রুচি অনুসারে বর্ণনা করেন সেই ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

---

## প্রকৃত উপাসনা।

উপাসনা ধর্ম্মজীবনের প্রস্রবণ। উপাসনায় অবহেলা করিয়া অন্য পাঁচ রকম উপায় অবলম্বন কর, কিছুতেই প্রকৃত ধর্ম্মজীবন অগ্রসর হইবে না। আমরা অনেক সময়ই গূঢ়ভাবে উপাসনার প্রকৃত মাহাত্ম্য ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দিহান হই। এই সন্দেহের কারণ প্রকৃত উপাসনা সম্ভোগ না করা। প্রকৃত উপাসনা সম্ভোগ না করিলে, প্রকৃত জীবন্ত উপাসনার ফল আস্বাদন না করিলে, স্বভাবতঃই উপাসনার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। এই সন্দেহ দুই প্রকারে প্রকাশিত হয়। প্রথমতঃ দেখি,—নিজের জীবনেই দেখিয়াছি—কখন কখন উপাসনা সাধনে অধিক সময় না দিয়া বাহিরের কাজে,—ধর্ম্মসাধনের অসাক্ষাৎ উপায় গুলিতে,—অধিক সময় দিই এবং ব্যস্ত হই; ইহার ভিতরে গূঢ়রূপে উপাসনার কার্য্যকারিতায় সন্দেহ নিহিত থাকে; উপাসনার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে উজ্জ্বল বিশ্বাস থাকিলে উপাসনাতে এরূপ তাচ্ছল্য হয় না। দ্বিতীয়তঃ দেখা যায়, কেহ কেহ উপাসনার সরল স্বাভাবিক পথ পরিত্যাগ করিয়া, অথবা ইহাকে যথেষ্ট মনে না করিয়া, অন্য প্রকার বক্র পথ অবলম্বন করেন; ইহার কারণ স্পষ্টতঃই উপাসনায় সন্দেহ। জীবনে প্রকৃত উপাসনা যত সম্ভোগ করা যায়, ততই এই সন্দেহ দূর হইয়া যায়।

জ্ঞান, প্রীতি, পবিত্রতাই যদি ধর্ম্মজীবনের লক্ষ্য হয়, জ্ঞান, প্রীতি, পবিত্রতার সমষ্টিই যদি ধর্ম্মজীবন হয়, আর উপাসনাই যদি ধর্ম্মজীবনের প্রস্রবণ হয়, তবে তাহাকেই প্রকৃত উপাসনা বলি, যে উপাসনাতে প্রভূত পরিমাণে জ্ঞান, প্রীতি, পবিত্রতা অনুভূত হয়। কারণে যাহা নাই, তাহা কার্য্যে কোথা হইতে আসিবে? যে উপাসনাতে উজ্জ্বল ঈশ্বর দর্শন হয় না, হৃদয় প্রেমে উচ্ছ্বসিত হয় না, প্রাণে প্রবল পবিত্র আকাঙ্ক্ষার উদয় হয় না, সে উপাসনা প্রকৃত ধর্ম্ম-জীবন কিরূপে আনয়ন করিবে? জীবন্ত ঈশ্বর-বিশ্বাস, সুমধুর প্রেম ভক্তি, উজ্জ্বল পবিত্রতা যদি জীবনে লাভ করিতে হয় তবে উপাসনা কালিন্ এই সমুদায় ভাব গাঢ়রূপে অনুভব করা আবশ্যক, প্রভূত পরিমাণে লাভ করা আবশ্যক। উপাসনা কালিন্ যত অধিক পরিমাণে বিশ্বাস ভক্তি ও পবিত্রতা অনুভূত হইবে, কার্য্যগত জীবনে এই সমুদায় ভাব ততই বিস্তৃতরূপে ব্যাপ্ত হইবে। সুতরাং প্রকৃত উপাসনা তাহাকেই বলা যায় যাহাতে বিশ্বাস ভক্তি ও পবিত্রতা প্রভূতরূপে উপলব্ধ হয়। এই উপাসনার প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত এই বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক্। আমরা প্রকৃত পক্ষে নূতন কিছুই বলিতে যাইতেছি না; ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত উপাসনা প্রণালীকেই একটু বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করিতেছি।

উপাসনার প্রথমেই জ্ঞান বা বিশ্বাসের সাধন—উজ্জ্বল ঈশ্বরোপলব্ধি। এই সাধারণের মূলমন্ত্র "সত্যম্"। কিন্তু "সত্যম্" "সত্যম্," "সত্যম্"—"তুমি আছ," "তুমি আছ"—এরূপ জপেতে এই সাধন হয় না; "তুমি আছ," "তুমি আছ"—কল্পনা দ্বারা ইহা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিলেও কিছু স্থায়ী

ফল হয় না। ঈশ্বরাবির্ভাবের কোন আভাস না পাইয়াও যিনি "তুমি আছ" "তুমি আছ" বলেন এবং এরূপ অভ্যাস দ্বারা তাঁহার সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে প্রয়াস পান তাঁহার এক প্রকার আপাত-উজ্জ্বল উপলব্ধি হয় বটে, কিন্তু এই উপলব্ধি প্রকৃত উপলব্ধি নহে, এই কল্পনা-প্রসূত উপলব্ধি স্বপ্ন-দৃষ্ট আলোকের ন্যায় শীঘ্রই বিলীন হইয়া যায়। ইহা আত্মার জ্ঞান দৃষ্টিকে বিকশিত না করিয়া বরং এই বিকাশের প্রতিবন্ধক স্বরূপ হয়; এই সহজ লভ্য অপ্রকৃত উপলব্ধিতে এক প্রকার পরিতৃপ্ত হইয়া অনেক সময়ই আত্মা আর উজ্জ্বলতর প্রকৃত উপলব্ধির জন্য পিপাসিত হয় না। ঈশ্বরোপলব্ধির প্রকৃত প্রণালী এরূপ নহে। "তুমি আছ" ইহা কল্পনা না করিয়া "তুমি আছ" ইহা সাক্ষাৎভাবে অনুভব করিবার চেষ্টা পাইতে হইবে। প্রজ্ঞা-জাত যে সকল আত্মপ্রত্যয় সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরকে দেখাইয়া দেয়, তাহাদিগকে উপাসনার রঙ্গভূমিতে আনা আবশ্যক। "ঈশ্বর" অর্থ কোন নির্গুণ সম্বন্ধ-রহিত বস্তু নহে, "ঈশ্বর" বলিতে আমরা জগতের আধার ও জীবাত্মার আধার পরমাত্মাকে বুঝি, সুতরাং তাঁহার সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে হইলে প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে জগৎ ও আত্মার দিকে তাকাইতে হইবে। ঈশ্বরকে বাহিরে দেখিতে হইলে বহির্বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বহির্বিষয়ের আপেক্ষিকতা, আত্মা-সাপেক্ষতা, শক্তিহীনতা উপলব্ধ কর, তাহা হইলে উজ্জ্বলরূপে তন্মধ্যে ঈশ্বরাবির্ভাব উপলব্ধ হইবে। প্রজ্ঞাচক্ষুতে অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত কর, গভীর ভাবে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি কর, তাহা হইলে অনায়াসেই প্রাণ মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে যাঁহার প্রাণে আমরা প্রাণী, যাঁহার জ্ঞানে আমরা জ্ঞানী, যাঁহার ভাবে আমরা ভাবুক, যাঁহার শক্তিতে আমরা শক্তিমান, যাঁহাকে ছাড়িয়া আত্মা এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না। ইহাই জ্ঞান সাধনের, "সত্যম্" সাধনের প্রণালী; এই সাধনের পরিণাম ফল, এই সাধনের সিদ্ধি তখনই লব্ধ হইবে যখন বহির্জ্জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্রই ঈশ্বর সত্ত্বা অনুভূত হইবে—যখন আত্মদর্শন করিবামাত্রই—ঈশ্বর দর্শন লাভ হইবে।

এই জ্ঞানের সাধন করিতে করিতেই হৃদয় প্রেমানুভবের জন্য প্রস্তুত হয়; আমি তাঁহার আশ্রয়ে আছি, তাঁহাকে ছাড়িয়া আমি কিছুই নহি, আমার প্রাণের প্রত্যেক বিন্দু সেই অনন্ত প্রাণসাগরকে অবলম্বন করিয়া আছে ইহা অনুভব করিতে করিতেই হৃদয় বিনীত কোমল হইয়া আসে। কিন্তু প্রেম সাধনের স্বতন্ত্র মূলমন্ত্র—"শিবম্"—মঙ্গলময়, প্রেমময়, প্রেমসিন্ধু। এই প্রেমস্বরূপের অনুধ্যান ব্যতীত প্রেম সাধনের সহজ নিশ্চিত প্রকৃষ্ট প্রণালী আর কি হইতে পারে? চিন্তাস্রোতে, ভাবস্রোতে, জীবন প্রবাহে, অন্নে, জলে, অনিলে, গৃহের প্রত্যেক দ্রব্যে, পরিজন বর্গে, আত্মীয় স্বজনে, জীবনের দুঃখ সুখকর ঘটনা সমূহে, প্রকৃতি মধ্যে, ধর্ম্ম বিধানে, ভক্ত জীবনে, নিজ হৃদয়ের প্রেমাকাঙ্ক্ষার মধ্যে প্রেমময়ের প্রেমাবির্ভাব অনুভব করিতে হইবে, সমুদায়কে প্রেমসিন্ধুর প্রেম তরঙ্গরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে। তাঁহাকে মাতা, বন্ধু, হৃদয়নাথ রূপে দেখিতে হইবে। হৃদয় মধ্যে তাঁহার প্রেমদৃষ্টি, প্রেমাদর, প্রেমোচ্ছ্বাস অনুভব করিতে হইবে। এই অনুধ্যানের অপরিহার্য্য ফল—হৃদয়ে প্রেমতরঙ্গের উচ্ছ্বাস। তাঁহার প্রেমরূপ দেখিতে দেখিতে হৃদয় গলিয়া যায়, মজিয়া যায়, প্রেমে মগ্ন হইয়া যায়। এই মগ্নভাব হইতে যে ধ্যান উৎপন্ন হয়, যে নিশ্চল অনিমেষ ব্রহ্ম দর্শন উদ্ভূত হয়, তাহাই প্রকৃত ধ্যান; এই ধ্যানই অবলম্বনীয় বস্তু, সাধনের বস্তু; শুষ্ক নিয়মগত ধ্যানে কোন উপকার নাই। যাহা হউক, এই যে মগ্নভাব ইহাই উপাসনার কেন্দ্রস্থান, ইহা জ্ঞানের পরিণাম এবং পবিত্রতার আকর স্থান; এই ভাবে আত্মা যত অধিকক্ষণ থাকিতে পারে ততই ভাল। আর প্রকৃতরূপে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আত্মা ইহাকে শীঘ্র ছাড়িতেও চায় না। উপাসক, যদি দেখ শীঘ্র শীঘ্র উপাসনা সারিয়া ফেলিবার জন্য হৃদয় ব্যস্ত হইতেছে, তবে বুঝিবে হৃদয়ে প্রকৃত প্রেমের সঞ্চার হয় নাই, তবে জানিবে তোমার উপাসনা উপাসনাই হইল না, তোমার সমুদায় প্রয়াস বৃথা হইল। তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইয়া সংসারকে, নিজেকে ভুলা চাই। তিনি প্রেমে পরিতৃপ্ত করিয়া যখন সংসারে পাঠাইবেন, তখনই যাইব, তার পূর্ব্বে যাব না, এই উপাসনার আদর্শ।

মঙ্গলস্বরূপ আর পবিত্রস্বরূপের অনুধ্যান অনেক সময়ই মিশ্রিত হইয়া যায়, এবং মিশ্রিত হওয়াই স্বাভাবিক, কেননা পবিত্রতাই প্রকৃত মঙ্গল। ধর্ম্মবিধানে, জীবনের পরিত্রাণ-প্রদ ঘটনা সমূহে, সাধুর পবিত্র জীবনে তাঁহার আবির্ভাব উপলব্ধি করিতে গিয়াই তাঁহার সুন্দর স্বরূপ, পবিত্র স্বরূপ উপলব্ধি হয়। কিন্তু পবিত্রতার বিশেষ সাধন অনুতাপ ও প্রার্থনা সংযোগে আমার জীবনে তাঁহার পবিত্র ইচ্ছা কি,—বাক্যে চিন্তায় কার্য্যে, নিজ সম্বন্ধে, পর সম্বন্ধে, তাঁহার সম্বন্ধে তিনি আমাকে কিরূপ হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার এই পবিত্র ইচ্ছা উপলব্ধি করা আর তৎসঙ্গে নিজের অনুপযুক্ততা, দুর্ব্বলতা, মলিনতা, অবাধ্যতা, বিদ্রোহিতা গভীররূপে অনুভব করা, ইহাই পবিত্রতা সাধনের প্রণালী। এই সাধনের অপরিহার্য্য ফল ব্যাকুল প্রার্থনা। আত্মার ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদায় পাপ কলঙ্ক অকপটভাবে তাঁহার সম্মুখে ফেলিয়া তাঁহার পবিত্র দৃষ্টিতে সমুদায়কে দগ্ধ করা, অনন্ত শক্তি হইতে কাতর ভাবে দুর্ব্বল আত্মার জন্য বল ভিক্ষা করা, সম্পূর্ণরূপে তাঁহার পবিত্র চরণে প্রাণ মন জীবনকে সমর্পণ করা ইহাই পবিত্র স্বরূপের প্রকৃত পূজা, ইহাই পবিত্রতা সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়।

ইহাই প্রকৃত উপাসনা। জীবনে জ্ঞান প্রেম পবিত্রতা লাভ করিতে হইলে এই উপাসনাপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, "সত্যং শিবং সুন্দরম্" এই মূলমন্ত্র সাধন করিতে হইবে। আসুন, ব্রাহ্ম ভ্রাতা, ব্রাহ্মিকা ভগ্নি, এই মূল মন্ত্র সাধনে জীবনকে চিরদিনের জন্য নিযুক্ত করি।

## স্বর্গীয় ভাই রাধাচরণ ঘোষ।

(প্রাপ্ত)

১৮৫৭ খৃঃ অব্দে, বাঙ্গালা ১২৬৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে, পাবনা জেলার অন্তঃপাতী সাহাজাদপুর গ্রামে, ইঁহার জন্ম হয়।

পিতার নাম ৺ রামজয় ঘোষ, মাতার নাম ব্রহ্মময়ী। পিতামাতা উভয়েই অতি শান্ত প্রকৃতি, সরল, দয়ালু এবং সাধু চরিত্রের লোক ছিলেন। ইঁহার যখন ৭।৮ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন হইতেই সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠে। পিতামাতা এ অবস্থায়ও ইঁহাকে সামান্য লেখা পড়া শিখাইতে চেষ্টা করেন। কিরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া লেখা পড়া শিক্ষা এবং নিজ ও পরিবারের উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্বহস্ত লিখিত (diary) ডাইরি হইতে সংক্ষিপ্ত করিয়া উদ্ধৃত হইল।

"পিতা মহাশয় আমাকে আন্দাজ ৯।১০ বৎসর বয়সে লেখা পড়া শিখিতে দেন। এই সময় আমাদের অবস্থা এত শোচনীয় ছিল যে, পাঠ্য পুস্তকাদির জন্য স্থানীয় ভদ্র লোকদিগের নিকট ভিক্ষা করিতে হইত। ১৫ বৎসর বয়সে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বৃত্তি পাই না। অতঃপর পিতা আমাকে অধিক পড়াইবেন কি তখন সংসার যাত্রাই অতি কষ্টে নির্ব্বাহ হইত, তবুও পিতামহাশয় আমাকে পড়া হইতে ক্ষান্ত করেন নাই। এই সময় পিতা দুরন্ত কাশীতে আক্রান্ত হইয়া এক প্রকার শয্যাগত হন। সুতরাং আমাকে সংসারের কার্য্যে মন নিয়োজিত করিতে হইল; কিন্তু পড়া ছাড়িলাম না। অনিচ্ছা পূর্ব্বক ওকালতী পড়িতে আরম্ভ করিলাম। ঈশ্বরের কৃপায় অবশেষে মেডিকেল স্কুলে পড়িবার সুযোগ হইল। অনেক চেষ্টায় ৪বৎসরের জন্য মাসিক ৫৲টাকা করিয়া বৃত্তি মঞ্জুর হইল। এই বৃত্তির উপরই নির্ভর করিয়া এবং স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের নিকট হইতে ৪।৫ টাকা ভিক্ষা করিয়া চিকিৎসা শাস্ত্র পড়িবার জন্য কলিকাতা রওয়ানা হইলাম। পুস্তকাদি কিনিয়া অতি অল্পই অবশিষ্ট রহিল। এই ভাবে একবৎসর কাটিয়া যায় অভাব হইলেই ঈশ্বর পূর্ণ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৪৲ চারি টাকার একটী বৃত্তি ছিল, অনেক চেষ্টায় আমি তাহা পাইলাম। এই টাকা হইতে বাবাকে কিছু কিছু পাঠাইয়া দিতাম। নিজে অতি ক্লেশে কখনও হোটেলে খাইয়া, কখনও ছেলে পড়াইয়া, কখন কোন বন্ধুর দয়ার উপর নির্ভর করিয়া এক প্রকার পথে পথে বেড়াইয়া, পড়া চালাইতে লাগিলাম যখন ২য় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি সেই সময় মাতার মৃত্যু হয় এবং নানা প্রকার দুর্ঘটনায় পড়িয়া, হতাশ হইয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিতে হয়। যাহা হউক এ বিপদেও পড়া ছাড়িতে হয় নাই। এই ভাবে তিন বৎসর পড়িয়া শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। এখন আরও কষ্ট। বাড়ীর অবস্থা যার পর নাই শোচনীয়। বাড়ীতে একখানি মাত্র জীর্ণ কুটীর অবশিষ্ট আছে, পিতা সহস্রাধিক টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বাধ্য হইয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্য লইলাম। হঠাৎ পিতার মৃত্যু হইল। বিপদ ঘনীভূত হইল। চাকরীতে সুখী না হইয়া আরও কষ্ট পাইতে লাগিলাম কখন সন্দ্বীপে, কখনও ওলাউঠার রঙ্গ ভূমিতে, কখনও দুর্ভিক্ষ দশাগ্রস্ত প্রদেশে প্রেরিত হইয়া অশেষ প্রকারে বিড়ম্বিত হইতে লাগিলাম। অবশেষে ১৮৭৮ সালে ২০৲ টাকা বেতনে জলপাইগুড়িতে সিবিল হস্পিট্যাল অ্যাসিষ্টাণ্ট্ নিযুক্ত হই। নানা প্রকার পরিশ্রম, প্রতিকূল অবস্থা, এবং ভাবনা চিন্তায় শরীর ভগ্ন ও রুগ্ন হইয়া গেল। এই সময় ভগবানের কৃপায় ও আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্যারীলাল ঘোষের যত্নে ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলাম। এখানে আমার ধর্ম্মজীবনের অক্ষর পরিচয় মাত্র হয়। ১৮৮১ সালে কিশোরগঞ্জ বদলী হই। এখানেও কয়েকটী নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মবন্ধু আমার জীবনের সহায় হইলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে ভক্তি ও প্রেমের আস্বাদ লাভ করি। ইঁহাদের ধর্ম্মভাব ও সাধুতা দেখিয়া আমার অবিশ্বাস ঘুচিয়া যায় ও প্রাণ জাগিয়া উঠে। আমি এই সময় হইতে নিয়মিত দৈনিক উপাসনা দ্বারা প্রাণের অভাব মিটাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। জীবন্ত ঈশ্বরের পূজা করিয়া জীবন পাইলাম। এত দিনের পর সংসারকে যেন নূতন ভাবে দেখিতে লাগিলাম। দেখিয়া শুনিয়া হিন্দু সমাজ আমাকে পরিত্যাগ করিলেন; নানা উপায়ে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। ইহাতে আমার উৎসাহ কমিল না ব্রাহ্মমত গঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মনের বলও কিঞ্চিৎ বাড়িল। এই সময় একটী ভয়ানক পরীক্ষা উপস্থিত হইল। ময়মনসিংহস্থ এক কুঠিয়াল সাহেবের লোক কর্ত্তৃক জনৈক জমিদারের পক্ষের একজন লোক হত হয়। শব পরীক্ষার্থ আমার নিকট প্রেরিত হইল। "বিষম আঘাতেই প্রাণ হারাইয়াছে," আমার এই ধারণা হইল। সাহেবের পক্ষের লোক আমাকে ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দিতে প্রলোভন দেখাইল। অধিক বিলম্ব করিলে পাছে মনে দুর্ব্বলতা আসে এই আশঙ্কায় তৎক্ষণাৎ রিপোর্ট লিখিয়া আমার উচ্চতম কর্ম্মচারী ডাক্তার সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলাম। সাহেব বিস্তারিত না জানিয়া আমার রিপোর্ট সত্য বলিয়া স্বাক্ষর করেন, কিন্তু পরে যখন জানিতে পারিলেন, সাহেবের পক্ষের লোক দ্বারা মৃত্যু ঘটিয়াছে তখন আমাকে ভয় দেখাইয়া মিথ্যা রিপোর্ট দিতে আদেশ করিলেন। মহা প্রমাদ গণিয়া ভগবানের কৃপার উপর আত্মসমর্পণ করিলাম এবং নির্ভয়ে সত্য পথই অবলম্বন করিলাম। চারিদিকেই শত্রু, অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠিল। ডাক্তার সাহেব রাগ মিটাইবার জন্য সকল প্রকার আয়োজন করিতে ক্রটী করিলেন না। যাঁহার কৃপায় আমি প্রলোভনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলাম, তাঁহারই আশ্চর্য্য কৃপা প্রভাবে কিছুদিন পরে উক্ত ডাক্তার সাহেব নিজের দোষের জন্য লজ্জিত হইয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। সত্যের জয় হইল দেখিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। এই সময় হইতে পাপী জীবনে ভগবানের লীলা দেখিয়া অবাক হইতে লাগিলাম।"

ইনি বিগত বৎসর হাজারীবাগ থাকা কালীন দুরন্ত রক্তকাশী রোগে আক্রান্ত হন। এই রোগে প্রায় বৎসরাধিক কাল আক্রান্ত থাকিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। যেরূপ উৎসাহ ও অধ্যবসায় থাকিলে মানুষ সংসার সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে, ইঁহার জীবনে তাহা যথেষ্ট ছিল। যেরূপ প্রতিকূল অবস্থা এবং বিষম পরীক্ষা সমূহে পতিত হইয়াও তিনি নিজের সাধুতা এবং চরিত্রকে বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই অনুকরণীয়। তৎকালে মেডিকেল কলেজের ছাত্রগণ চরিত্র ও নীতিহীনতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ইনি জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম এবং নীতিকে জীবনের ভূষণ করিয়া

রাখিয়াছিলেন। ইঁহার ডাইরিতে একস্থানে লিখিত আছে "ব্রাহ্মসমাজে আসিবার পূর্ব্বে আমি এক প্রকার নাস্তিক ছিলাম; কিন্তু তখনও নীতিকে প্রাণের সহিত পূজা করিতাম।" অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় কোন যুবক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলে পরিবার এবং স্থানীয় লোকদিগের দ্বারা অশেষ প্রকারে নিগৃহীত হন; কিন্তু ইঁহার চরিত্র এমনই মধুর ছিল যে, পরিবারগণ অতি সহজেই তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হন এবং স্থানীয় লোকেরাও ইঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা এবং ভালবাসার চক্ষে দেখিতেন। এক পল্লীতে একাই ব্রাহ্ম, একটী মাত্রই ব্রাহ্ম পরিবার, সমাজের সহানুভূতি কিছুমাত্র নাই; কিন্তু ইঁহার জন্য তাঁহাকে কখনও কোন প্রকার ভীত হইতে দেখা যায় নাই। বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া সত্যকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন পূর্ব্বক বাস করিতেছিলেন। কঠিন রোগযন্ত্রণায় যখন মৃত্যু মুখে পতিত, তখনও তাঁহার সম্মুখে কেহ সত্যকে অবমাননা করিতে সক্ষম হইত না।

শরীর খাটাইয়া সাধু উপায় দ্বারা পূর্ব্ব পিতৃঋণ শোধ এবং সুন্দররূপ সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া ও প্রায় ৩০০০৲ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। পাছে তাঁহার ত্যাজ্য অর্থের অসদ্ব্যবহার হয়, তাহার জন্য উইলে সম্পত্তির এমন সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে তাহা পাঠ করিলে তাঁহার হৃদয়ের উদারতা ও মহত্ত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটী উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল—

৭। আমার মৃত্যুর পর লাইফ্ এসিওরেন্সের যে ২০০০৲ টাকা আছে, তাহা আনাইয়া নিম্ন লিখিত মত খরচ ও মজুত রাখিতে হইবে।

(ক) সাহাজাদপুর এণ্ট্রান্স স্কুলের একটী ছাত্রকে ফ্রিসিপ্ দেওয়া হইবে।

(খ) সাহাজাদপুর বালিকা বিদ্যালয়ের কোন ছাত্রী প্রাইমেরী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ স্কুলে পড়িলে ১ বৎসর ২৲ টাকা বৃত্তি পাইবে। ঐ বাবদ খরচ না হইলে সাহজাদপুর নৈতিক বিদ্যালয়ের (সময়ে এখানে নৈতিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে) উন্নতির জন্য তাহা ব্যয়িত হইবে।

(গ) সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচার ফণ্ডে এককালীন ২৫৲ এবং দাতব্য ফণ্ডে ২০৲ টাকা।

(ঘ) গরিব পথিকদিগের জলকষ্ট নিবারণ জন্য দুই স্থানে দুটী কূপ খনন করিয়া দেওয়া হইবে।

১০। ঘটনা বশতঃ যদি কোন বিশিষ্ট আত্মীয় নিতান্ত বিপদে পতিত হন, তবে তত্ত্বাবধায়ক মহাশয়গণ উপযুক্ত বোধ করিলে সাহায্য করিবেন।

১২। ইহা বাদে যে কিছু আয় থাকিবে, তাহা পৌত্তলিকতা-বর্জ্জিত কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রতি বৎসর ব্যয়িত হইবে। বলা বাহুল্য কোন অবস্থাতেই এই ফণ্ডের টাকা পৌত্তলিক দেবদেবী কি তৎসম্বন্ধীয় কোন কার্য্যে ব্যয়িত হইতে পারিবে না। বৎসর বৎসর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে কিছু কিছু দান করিতে হইবে।

১৭। জীবিত অবস্থায় যদি দেনাগ্রস্ত না হই, তবে—র নিকট যে ৫০৲ টাকা আছে, তাহা বাল-বিধবাদিগের জন্য কলিকাতায় যে আশ্রম হইবার কথা আছে, তাহাতে দান করিতে হইবে। এরূপ আশ্রম না হইলে ফণ্ডে জমা থাকিবে।

১৮। এক্ষণে বালক বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য যে ব্যয়ের ব্যবস্থা থাকিল, তাহাদের শিক্ষা শেষ হইলে, কিম্বা তাহাদের মধ্যে কেহ মরিয়া গেলে, কিম্বা দুশ্চরিত্রের জন্য পরিবার হইতে তাড়িত হইলে, ঐ অর্থ সাহাজাদপুরের আভ্যন্তরিক উন্নতির জন্য ব্যয়িত হইবে। আভ্যন্তরিক উন্নতি যথা,—ব্রাহ্মসমাজ, ডাক্তার খানা, নৈতিক স্কুল, রাস্তাদি।

ভক্ত লোকের জীবনের যন্ত্রণাময় শেষ অবস্থাতেও অনেক শিক্ষার বস্তু থাকে। দেখিলে কৃতার্থ হওয়া যায়। ইনি শেষ অবস্থায় সকলকে যাহা বলিয়া গিয়াছেন ও যে ভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে কতক প্রকাশিত হইল।—

৩রা অগ্রহায়ণ সন্ধ্যার সময়। আজ সকলকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া একে একে বিদায়ের কথা তুলিলেন। সে দৃশ্য বর্ণনা করা কাহার সাধ্য? কনিষ্ঠ সহোদরকে ডাকিয়া বলিলেন "ভাই—, তোমার উপর এখন গুরুতর ভার পড়িল, ভাবনা কি? ঈশ্বর সহায়। তাঁহার কৃপায় অনেক বন্ধু বান্ধবও পাইয়াছি। আমি এই পরিবারকে শান্তি-পরিবার করিয়া যাইতে পারিলাম না তাই দুঃখ হয়। মায়ের উপর নির্ভর করিয়া তুমি চেষ্টা করিতে থাক। মা ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন।"

মধ্যমা বিধবা ভগ্নীকে বলিলেন, "বোন্, তোমরা হয়ত দাদাকে দেখিয়া হুজুকে পড়িয়া পবিত্র ব্রাহ্মমত গ্রহণ করিয়াছ। ব্রাহ্মধর্ম্ম বড় উচ্চ ধর্ম্ম। ইহাতে জীবন চাই। উপাসনা দ্বারা জীবনকে প্রস্তুত কর, অনুতাপ কর, নাম সাধন কর। একবেলা সংসারের কাজ, আর একবেলা কেবলই উপাসনা, আত্মচিন্তা, পাঠ। তবেত ব্রাহ্ম হইতে পারিবে। সাবধান! পবিত্র ধর্ম্মের নামে কলঙ্ক দিও না। দোহাই ধর্ম্মের।"

সহধর্ম্মিণীকে অনেক কথা বলেন। বিস্তৃতি ভয়ে তাহা সংক্ষেপ করিলাম—"তুমি ত সবই জান, তোমাকে সব কথাই বলিয়াছি। ভাই বোন্ সকলে মিলে শান্তির পরিবার স্থাপন কর। নিজে ভাল হইলে বালক বালিকাদিগের ভাল করিতে পারিবে। এ সমাজে ধর্ম্ম চাই, নীতি চাই, চরিত্র চাই। ব্রাহ্মের ঘরে অসৎছেলে হইলে তাহাদের দুর্গতির সীমা থাকে না। খাও না খাও সকলে মিলিয়া শান্তিতে মায়ের নাম করিও, তবেই সুখ।"

প্রার্থনা—"দয়াময়ি মা, আমি চলিলাম, আমি সংসারকে ভেঙ্গে চুরে রেখে যাইতেছি, তুমি গঠন কর। তুমি এত দিন এই অধম সন্তান দ্বারা যাহা করাইলে, তাহা ভাল কি মন্দ তুমিই জান। কর্ত্তব্য পালন করিব, মনে কত আশা ছিল, তাহা করিতে সময় পাইলাম না। ভালই করিলে, তোমার কার্য্য তুমি কর। আমি পাপী। রোগের যন্ত্রণা আমাকে অস্থির করিল; আমি অবিশ্বাসী। এই বলিয়াই—"দয়াল বল জুড়াক্ হিয়ারে—" গান ধরিলেন। ইহার পর হইতেই প্রলাপ হইতে লাগিল। এই অবস্থায় দুই তিন দিন জীবিত ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার কথায় বুঝা গেল যে, ঐ দিবস হই-

তেই তাঁহার আত্মা পরকালে বিচরণ করিতেছে এই বিশ্বাস মৃত্যুর পূর্ব্বদিন আবার কথাবার্ত্তা আরম্ভ করেন। ঈশ্বর, আত্মা ও পরকাল বিষয়ে গভীর গভীর কথা বলেন। জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দেন যে, পরকাল এখন যেন জলজলে বোধ হইতেছে; মায়ের মধ্যে সব দেখিতেছি। আরও বলেন, "এখন যেন আর ভাল ভাবে উপাসনা করিতে পারি না। কেবল নাম সাধন করিতেছি। তাহাও সময় সময় এলো মেলো হয়।" মৃত্যুর পূর্ব্ব রাত্রিতে কেবলই নাম জপ করিতে থাকেন। সময় সময় উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করেন। কেবলই ডুবিয়া যাইবার ও সোজা রাস্তায় যাইবার কথা বলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে "দয়াময়" নাম জপ করিতে করিতে স্বর অস্পষ্ট হইয়া আসিল। ১২৯৩ সালের ২৬এ অগ্রহায়ণ শনিবার প্রত্যূষে ৩০ বৎসর বয়সে এই বিশ্বাসী আত্মা সন্তপ্ত পরিবারকে মাতার হাতে সঁপিয়া দিয়া এ সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমর ধামে যাত্রা করিলেন, আমরা দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া মায়ের লীলা ভাবিতে লাগিলাম।

---

## আত্মার স্বাধীনতা।

প্রথম প্রস্তাব।*

অশিক্ষিত লোকে এই পরিদৃশ্যমান বহির্জ্জগতের অনেক ঘটনা অসম্বদ্ধ ও বিশৃঙ্খল বলিয়া মনে করে। কিন্তু বিজ্ঞান নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এ জগতের প্রতি অংশের সহিত প্রতি অংশের সম্বন্ধ। ইহার অন্তর্গত ঘটনানিচয় অখণ্ডনীয় কার্য্যকারণ সম্বন্ধে নিবদ্ধ। অখণ্ডনীয় নিয়মে সমুদ্রের জলে সূর্য্য কিরণ পতিত হইলে উহা হইতে বাষ্প উৎপন্ন হয়, বাষ্প আকাশে উত্থিত হইয়া মেঘরূপে পরিণত হয়, শীতল বায়ুর সংস্পর্শে সেই মেঘ আবার জল হয়, এবং মাধ্যাকর্ষণ গুণে পৃথিবীতলে পতিত হয়। ইহারই নাম বৃষ্টি। অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে চিরদিন সংসারে বৃষ্টি ধারা পতিত হইতেছে। কখন উহার অন্যথা হয় না। এই পরিদৃশ্যমান সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অংশ কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে বদ্ধ। কুত্রাপি ইহার ব্যভিচার লক্ষিত হয় না। সর্ষপকণা তুল্য একটী বীজ-কণিকা হইতে কেমন আশ্চর্য্য নিয়মে প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ উৎপন্ন হয়! বীজ মৃত্তিকা নিহিত হইল, উহা উপযুক্ত রূপে উত্তাপ ও জল প্রাপ্ত হইল, ক্রমে উহা অঙ্কুরিত হইল, ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ক্রমে উহা পত্র ফলে সুশোভিত জটা জুটধারী আশ্চর্য্য বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়া আপনার তল দেশে সহস্র লোককে আশ্রয় দান করিল। একটী অবস্থার পর আর একটি অবস্থা, সেটীর পর আর একটী অবস্থা, এইরূপ চির-নির্দ্দিষ্ট নিয়মমার্গ অনুসরণ করিয়া প্রকৃতি রাজ্যের ঘটনানিচয় চিরদিন চলিতেছে।

সমুদ্র, পর্ব্বত, প্রান্তর, মরুভূমি, লোকালয়, বিজনগহন, জলস্থল সর্ব্বত্র চিরনির্দ্দিষ্ট অখণ্ডনীয় নিয়ম। কোথাও বিশৃঙ্খলা নাই। যে ঘটনাটীকে আপাততঃ নিয়ম-বহির্ভূত আকস্মিক ঘটনা বলিয়া মনে হয়, তাহাও অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের ফল। নিম্নে পৃথিবীতলে ঘটনানিচয় যেমন নিয়ম শৃঙ্খলে বদ্ধ, ঊর্দ্ধে অসীম গগণে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীও সেইরূপ নিয়মশৃঙ্খলে বদ্ধ। গ্রহ, উপগ্রহ আকাশপথে অচিন্তনীয় দ্রুতবেগে ছুটিতেছে; কিন্তু সাধ্য কি যে, চিরনির্দ্দিষ্ট নিয়মের লেশমাত্র অতিক্রম করে। বলিয়াছি যে, যে ঘটনাটিকে আপাততঃ নিয়ম বহির্ভূত আকস্মিক ঘটনা (chance) বলিয়া মনে হয়, উহাও অখণ্ডনীয় নিয়মেরই ফল। সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, যেমন নিয়মে চলে, হঠাৎ প্রকাশিত ধূমকেতুও সেইরূপ অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম মার্গেরই অনুসরণ করিতেছে। আপাততঃ কোন ঘটনা বিশৃঙ্খল বলিয়া মনে করিতে পার, কিন্তু বিজ্ঞানের আলোকে দেখ, অনন্ত শৃঙ্খলে জগৎ বদ্ধ, উহা তাহারই অন্তর্গত। উহা ব্রহ্মাণ্ডরূপ প্রকাণ্ড কলের একটী ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। গাজির কুড়ুলের ন্যায় উহা আপাততঃ আলগা বলিয়া বোধ হইলেও, বাস্তবিক উহা বিশ্ব-শৃঙ্খলায় অখণ্ডনীয়রূপে বদ্ধ। "গাজির কুড়ুল নড়ে চড়ে খসে না।"

বহির্জ্জগতে যেমন, অন্তর্জ্জগতেও সেইরূপ। সকল ঘটনাই নিয়মানুগত, কার্য্যকারণ শৃঙ্খলবদ্ধ। অন্তর্জ্জগতের ঘটনা আপাততঃ দৃষ্টিতে অধিকতর বিশৃঙ্খল বলিয়া প্রতীতি হয়। কিন্তু মনোবিজ্ঞান প্রত্যেক মানসিক ঘটনার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া প্রদর্শন করেন যে, উহা কার্য্যকারণ শৃঙ্খলের অতীত নহে। ভাবসঙ্গ (Association of Ideas) মনোজগতের একটী প্রধান নিয়ম। একটী পদার্থ বা ঘটনা দেখিলে অপর একটী পদার্থ বা ঘটনা স্মরণ হয়। বিপদের সময় সম্পদ স্মরণ হয়, গ্রন্থ দেখিয়া গ্রন্থকারকে স্মরণ হয়, একটী বাড়ী স্মরণ হইলে তাহার পার্শ্বের বাড়ী স্মরণ হয়, পুত্রকে দেখিলে পিতাকে স্মরণ হয়, এইরূপ অসংখ্য স্থলে ভাবসঙ্গের নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইতেছে।

কি জড় জগতে, কি মনোজগতে, উভয় জগতেই একটী ঘটনার পর আর একটী ঘটনা চিরনির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সংঘটিত হইতেছে।

"বিংশতিটী গোলা একটী একটী করিয়া সরল রেখায় রাখিয়া দাও, প্রথমটী আঘাত কর, যদি পার্শ্বে সরিয়া যাইবার কোন কারণ না থাকে, তাহা হইলে প্রথমটী গিয়া দ্বিতীয়টীকে, দ্বিতীয়টী তৃতীয়টীকে, এইরূপ শেষে উনবিংশ গোলাটী বিংশ গোলাটীকে আঘাত করিবে। প্রথম গোলাটীকে যে বলের সহিত আঘাত করা হইল, যদি সেই বলের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা যায়, এবং প্রতিকূল অবস্থা সকলের শক্তি (অর্থাৎ ভূমির বন্ধুরতা, বায়ুর প্রতিঘাত ইত্যাদি) নিশ্চয় রূপে অবগত হওয়া যায়, তাহা হইলে প্রথম গোলাটী যখন চলিল, তখনই ঠিক্ করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বিংশ গোলাটী চলিবে কি না। কেবল তাহাই নহে। কয় মুহূর্ত্ত পরে শেষ গোলাটীতে আঘাত লাগিবে ও উহা চলিবে, তাহা নিঃসন্দেহ গণনা করা যাইতে পারে। প্রথম গোলাটীর গতির উৎপত্তি হইতে, শেষ গোলাটীর

---

* ছাত্রসমাজে প্রদত্ত শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের একটী বক্তৃতার সারাংশ।

গতি উৎপন্ন হওয়া পর্য্যন্ত যে কয়েকটী ঘটনা হইল, উহা কার্য্য কারণ শৃঙ্খল মাত্র। পরবর্ত্তী আঘাতের কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী আঘাত, আর সেই পরবর্ত্তী আঘাত, তৎপরবর্ত্তী আঘাতের কারণ, সুতরাং যাহা একটী ঘটনা সম্বন্ধে কার্য্য, তাহাই আবার আর একটী ঘটনা সম্বন্ধে কারণ হইতেছে। ঘটনা সকল পর্য্যায়ক্রমে কার্য্য ও কারণ হইতেছে।

"সামান্য গোলার বিষয়ে যে কথা বলা হইল, অসীম ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ঘটনা সম্বন্ধে সেই কথা খাটিবে। বৈজ্ঞানিকেরা যাহাকে নিয়ম বলেন, তাহা আর কিছুই নহে, এই কার্য্য কারণ সম্বন্ধীয় প্রণালী মাত্র। সমান কারণ সমান অবস্থায় সমান কার্য্য উৎপাদন করে,ইহা দেখিয়া আমাদের প্রাকৃতিক নিয়মের জ্ঞান হইয়াছে। কোন একটী ঘটনা এক প্রাকৃতিক অবস্থায়, এক প্রকার কার্য্য উৎপাদন করিল। আবার সেইরূপ ঘটনা অবিকল সেইরূপ অবস্থায় ঠিক্ সেইরূপ কার্য্য উৎপাদন করিল, এই প্রকার পুনঃ পুনঃ দেখিয়াই আমরা বুঝিয়াছি যে, প্রকৃতি নিয়মানুসারে চলিতেছে। ইহাতে কিছুই বিশৃঙ্খলা নাই। কোন ঘটনাই আকস্মিক নহে।" *

হরিদ্বার হইতে সাগর সঙ্গম পর্য্যন্ত জল পরমাণুর পর জল পরমাণু রাশি এক সুত্রে সম্বদ্ধ হইয়া যেমন ভাগীরথী প্রবাহিত হইতেছে, সেইরূপ সৃষ্টি কাল হইতে চিরদিন ঘটনা-স্রোত বহিয়া আসিতেছে। বিধিবদ্ধ ঘটনা প্রবাহকেই নিয়ম বলে। এই নিয়ম শৃঙ্খলে সুবিশাল বিশ্ব চিরবদ্ধ।

---

## বিবাহ-প্রণালী।†

দুই দিক হইতে এই বিষয়ের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ১ম—বিবাহার্থী ও বিবাহার্থিনীর দিক্ হইতে; এইটী বিবাহের ব্যক্তিগত দিক্। ২য়—সমাজের দিক্ হইতে; এইটী বিবাহের সামাজিক দিক্। ব্যক্তিগত দিক্ হইতে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া দেখিলে, ইহা সহজেই দেখা যায় যে বিবাহের ভিত্তি প্রেম, নির্ব্বাচন প্রণালী দ্বারা যাহা সংঘটিত হয় তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবাহ। এই বিষয়ে বিশেষ বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা বিবাহ করিতেছেন, তাঁহারাই কেবল জানেন, ও জানিতে পারেন, তাঁহাদের পরস্পরের সঙ্গে সেরূপ মিলন সেরূপ প্রেম ও সেরূপ সদ্ভাব হইবে কি না, যে মিলন, যে প্রেম ও যে সদ্ভাব হইতে তাঁহাদের বৈবাহিক জীবন সুখ ও শান্তিময় হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এই বিষয়ের শ্রেষ্ঠ বিচারক তাঁহারাই, অপরের এই বিষয়ে বিচার করিবার অধিকার ও সামর্থ্য নাই। সুতরাং ব্যক্তিগত ভাবে দেখিলে নির্ব্বাচন প্রণালীই যে বিবাহের শ্রেষ্ঠতম প্রণালী তদ্বিষয়ে আর দ্বিরুক্তি চলিতে পারে না।

কিন্তু বিবাহ কেবল ব্যক্তিগত ব্যাপার নহে। বিবাহ প্রধানতঃ একটা অতি গুরুতর সামাজিক ব্যাপার। বিবাহ কেবল ব্যক্তিগত ব্যাপার হইলে সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া যায়, সমাজের সামাজিকত্ব একেবারে বিনষ্ট হয় সমাজের দিক্ হইতেও এই বিষয়ের আলোচনা হওয়া উচিত। সমাজের দিক্ হইতে আবার দুইভাবে ইহার আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ১ম—কোনও বিশেষ বিবাহ-প্রণালী দ্বারা বর্ত্তমানে সমাজের কি উপকার বা অপকার হইবার সম্ভাবনা, আর ২য়—ভবিষ্যতে তদ্দ্বারা সমাজের কি ইষ্টানিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। বিবাহ দ্বারা পরিবার গঠিত হয়, এই পরিবার লইয়া সমাজ। কিরূপ প্রণালীতে বিবাহ হইলে এইরূপ পরিবার গঠিত হইতে পারে, যে পরিবারের সাধু দৃষ্টান্ত ও সৎশিক্ষা দ্বারা বর্ত্তমানেই সমাজের বিশেষ উপকৃত হইবার সম্ভাবনা? ইহার উত্তরেও এই বলা যায় যে নির্ব্বাচনপ্রণালীই এই উদ্দেশ্য সংসিদ্ধির শ্রেষ্ঠতম উপায়। যে পরিবারে শান্তি ও প্রেম চির-বিরাজিত, সে পরিবারের আর শত প্রকারের ত্রুটী সত্ত্বেও তাহা শ্রেষ্ঠ পরিবার এ কথা কে না স্বীকার করিবেন? সে পরিবারের নৈতিক হাওয়া বিশুদ্ধতম, সে পরিবারের শিশু সন্তানদিগের সৎশিক্ষার পথ সুপ্রসস্ত, সে পরিবারের সাধু দৃষ্টান্তে সমগ্র সমাজ উন্নত ও গৌরবান্বিত হয়। এবং নির্ব্বাচন প্রণালীই পারিবারিক শান্তি ও প্রেম সঞ্চারের প্রকৃষ্ট প্রণালী। সুতরাং নির্ব্বাচন প্রণালী দ্বারা অর্থাৎ বিবাহের পূর্ব্বে বিবাহার্থী ও বিবাহার্থিনীদিগের মধ্যে বিশেষ প্রেম সঞ্চার হইয়া প্রেমের ভিত্তির উপর পরিবার রচিত হইলে বর্ত্তমানে সমাজের যত উপকার ও উন্নতি হইবার সম্ভাবনা, অপর কোনও প্রণালীর বিবাহে সে সম্ভাবনা নাই।

কিরূপ প্রণালীতে বিবাহ হইলে সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতি সুরক্ষিত হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরেও নির্ব্বাচন প্রনালীরই নাম করিতে হয়। ভবিষ্যৎ বংশের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক উন্নতি নির্ব্বাচন প্রণালীর বিবাহ হইতে যেরূপ সুরক্ষিত, সুশাসিত হইবার সম্ভাবনা অন্য কোনও বিবাহ-প্রণালীতে তাহা নাই।

১ম—শারীরিক উন্নতি; নির্ব্বাচন প্রণালীতে বিবাহ হইলেই বর কন্যার পরিণত বয়সে বিবাহ হইবে, ইহা বুঝা যায়। বস্তুতঃ অন্য কোনও প্রণালীতে বিবাহ প্রচলিত করিতে গেলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে অপরিণত বয়সে বিবাহ দিতে হয়। সুতরাং পরিণত বয়সে বিবাহ হইলে যদি সন্তান সন্ততির শারীরিক উন্নতির সম্ভাবনা বেশী থাকে,তবে নির্ব্বাচন প্রণালীতে বিবাহ হইলে যে সমাজের ভবিষ্যৎ বংশের শারীরিক উন্নতি সুরক্ষিত ও সুশাসিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা একথা অস্বীকার করা যায় না। ইতিহাসেও তাহা দেখা যায়। যে সমাজে এই উৎকৃষ্ট বিবাহ প্রণালী প্রচলিত সেই সমাজই শারীরিক, মানসিক এবং অনেক স্থলে নৈতিক বল বিষয়ে যে সমাজে ইহা প্রচলিত নাই সাধারণতঃ সে সমাজ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। এই বিষয়ের কেবল একটী মাত্র অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দিব। আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব্বভাগে পরস্পরের অতি অল্প ব্যবধানে সিওয়া ও টরগ নামে দুইটী জাতি বাস করে। ইহারা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদের দেশের প্রাকৃতিক অবস্থাতেও বিশেষ

---

* "বিবিধসন্দর্ভ" ৮৬ ও ৮৭ পৃষ্ঠা দেখ।

† আলোচনা সভায় বাবু বিপিনচন্দ্র পালের প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

বৈসদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। বস্তুতঃ যে সকল কারণে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে শারীরিক ও নৈতিক অবস্থার তারতম্য ঘটিয়া থাকে, এই দুই জাতির মধ্যে তাহার অনেকগুলিরই অভাব দৃষ্ট হয়। অথচ এই দুই জাতির শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক অবস্থার বৈসদৃশ্য অতি গুরুতর। সিওয়াগণ ক্ষীণ দেহী, টরগেরা লিবিও-আরমেনিয়ান জাতীর মধ্যে শারীরিক বল বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। টরগদিগের ন্যায় সিওয়াগণও লিবিও আরমিনিয়ান জাতির শাখা বিশেষ। সিওয়ারা সন্দিহান-চিত্ত, ঈর্ষ্যা-প্রবণ ও হিংস্র-স্বভাব; টরগেরা সত্যবাদী, সংসাহসী, পরস্পরের প্রতি তাহাদের সরল বিশ্বাস আছে। সিওয়াদের ঈর্ষ্যা ভাব এত প্রবল যে ভ্রাতা ভ্রাতার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে সাহসী হয় না। টরগদিগের মধ্যে ঈর্ষ্যার চিহ্ন মাত্র নাই। এই বিভিন্নতা হইল কিসে? ইহার কারণ কেবল বিবাহ প্রথার বৈলক্ষণ্য। সিওয়াদের মধ্যে অল্প বয়স্ক বালিকাদিগের বিবাহ হয়। তাহাদের মধ্যে পিতা মাতা বা অভিভাবকেই বালিকাদিগের বিবাহ দিয়া থাকেন। তাহাদের সমাজে রমণীর অতি হীনাবস্থা। আর টরগদিগের যুবতীগণ বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে কদাচ বিবাহ করিয়া থাকে। তাহারা স্বেচ্ছায় আপনাদিগের পতি নির্ব্বাচন করে। বালকদিগের মত বালিকারা বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। যুবতীগণ সমাজে অসঙ্কোচে যুবকগণের সঙ্গে বিচরণ করিয়া থাকেন। তাহাদের একটী প্রবাদ আছে যে "স্ত্রী এবং পুরুষ বন্ধু আরবদিগের ন্যায় কেবল নীচ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নহে; কিন্তু চক্ষু এবং হৃদয়ের তৃপ্তির জন্য। ইহা হইতেই সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে নির্ব্বাচন প্রণালীর বিবাহ সমাজের শারীরিক, নৈতিক ও মানসিক উন্নতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।

বিবাহ প্রণালীর ক্রম-বিকাশের ইতিহাস যদি আমরা আলোচনা করি, তাহা হইলেও দেখিতে পাইব যে নির্ব্বাচন প্রণালীই বিবাহের বিবর্ত্তনে সর্ব্বোচ্চ সোপান।

প্রথমে মানুষ যখন সমাজ বাঁধে নাই, বনের জন্তুর মত যখন মানুষ বনে বনে বিচরণ করিত ও আম মাংস প্রভৃতি ভক্ষণে জীবন ধারণ করিত, তখন বিবাহ ছিলনা। পশু প্রণালী অবলম্বনে তখন জীবস্থিতি রক্ষিত হইত। তৎপরে সমাজের অতি শৈশব অবস্থায় দল বাঁধিয়া বিবাহ করিবার রীতি প্রচলিত হইল; ইংরাজিতে ইহাকে communal marriage বলে। তার পর ক্রমে ধরিয়া আনিয়া বিবাহ করা অথবা Marriage by capture এর সৃষ্টি হইল। তার পর মানুষ আর একটু সভ্য হইলে এই প্রণালীর পরিবর্ত্তে কিনিয়া আনিয়া বিবাহ করা অথবা Marriage by purchase এর সৃষ্টি হইল। এবং ইহার পরে ক্রমে ক্রমে প্রেমের বিবাহ সমাজে প্রচলিত হয়।

প্রেম সৌন্দর্য্যের সহচর। সৌন্দর্য্য আবার সাধারণতঃ তিন প্রকারের; ১ম শারীরিক, ২য় মানসিক, ৩য় নৈতিক। যাহার শিক্ষা যেরূপ, যাহার প্রাণে যে ভাব প্রবল সে সেই সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবে, এবং সেই সৌন্দর্য্য যেখানে সেখানেই তাহার প্রেমের সঞ্চার হইবে। যাহার প্রাণে শারীরিক ভাব প্রবল, সে সুন্দর এবং টানা চোক প্রভৃতি দেখিয়াই ভুলিবে, তাহাকে কোনও উপায়ে অপর সৌন্দর্য্যের মহত্ত্ব ও মোহিনী শক্তি বুঝাইতে পারা যাইবে না এবং যাহার প্রাণের অভাব যাহা তাহার তাহাই পুরণ করা উচিত। অতএব আমরা যে দিক্ হইতে দেখি সেই দিক্ হইতেই নির্ব্বাচন প্রণালী যে বিবাহের শ্রেষ্ঠতম প্রণালী ইহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। ব্রাহ্ম সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা এবং এই অবস্থায় কিরূপে বিবাহ হইতে পারে সম্যক-ভাবে ইহার আলোচনার অবতারণা করিলাম না। আমি আশা করি, এবং ইচ্ছা করি, মূল বিষয়েরই অদ্য আলোচনা হয়, তৎপরে আমাদের বিশেষ অবস্থার বিষয় আলোচনা হইতে পারিবে।

---

## মহাত্মা জন হাওয়ার্ড।

কারা সংস্কার আরম্ভ

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে হাওয়ার্ড পুনরায় স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। লণ্ডন হইতে তিনি উত্তর দিকের কারলাইল পর্য্যন্ত পরিদর্শন করিলেন। যেখানে গেলেন সেখানেই কারাবাসী দিগের শোচনীয় অবস্থা এবং অত্যাচার সমভাবে বিরাজমান দেখিতে পাইলেন। তিনি কারাগারের যে সমুদায় বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পড়িলে শরীর শিহরিয়া উঠে। একস্থানের কারাগারের বর্ণনা করিতে করিতে তিনি বলিয়াছেন। "যখন আদেশক্রমে সেই গৃহের দ্বার রুদ্ধ হইল, তখন কলিকাতায় অন্ধকূপের বিষয় যাহা পড়িয়াছি তাহাই আমার মনে হইতে লাগিল।"

তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন সময়ে আরো পাঁচটা কারাগার দর্শন করিলেন। লণ্ডনে আসিয়াও তাঁহার বিশ্রাম নাই। যিনি মনুষ্যের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য আত্ম-সমর্পণ করেন তাঁহার কি নিজের সুখ সুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত করিবার সময় থাকে? তিনি গৃহে আসিয়াও স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। লণ্ডনের একস্থানের কারাগারের বিষয়ে যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পড়িলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তিনি লিখিয়াছেন, "বন্দীগণ নানারূপ খেলায় রত থাকিত এবং বাজার হইতে কশাই এবং অন্যান্য লোক আসিয়াও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিত। সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রাত্রি ১টা কি ২টা পর্য্যন্ত বন্দীগণ মদ্যপানে মত্ত হইত,—ইত্যাদি।" তাঁহার এই সব বর্ণনায় জানা যায় যে তখন কারাধ্যক্ষেরাই কারাস্থিত মদের দোকান এবং অন্যান্য আমোদ প্রমোদের স্থানের কর্ত্তা ছিলেন, অর্থাৎ যে লাভ হইত তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিতেন। এইরূপ নানা স্থানের বর্ণনা পাঠে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে তখন কারাগারে যাইয়া অপরাধীদিগের চরিত্র সংশোধন হওয়া দূরে থাকুক বরং তাহাদের জঘন্যতা আরো বৃদ্ধি পাইত।

ইহার পর তিনি ওয়েলসের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ড ও ওয়েলসের প্রায় সমুদয় কারাগার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তৎপরে স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের কারাগার সকল পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অবিচলিত অধ্যবসায়ের ও অকাতর পরিশ্রমের প্রশংসা একমুখে শেষ করা যায় না। পাঠক যদি একবার মনে করিয়া

দেখেন যে এক শতাব্দি পূর্ব্বে পৃথিবীর কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন। তখন দ্রুতগামী বাষ্পীয় যান ছিল না, রাস্তা ঘাটও এত সুগম ছিলনা। সেই পার্ব্বতীয় দেশ এইরূপ অবস্থায় ভ্রমণ করা সহজ কথা নহে। ইহার পর কত সময়ে তিনি অনাহারে ও অনিদ্রায় যাপন করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে হাওয়ার্ডের শারীরিক স্বাস্থ্য এত কঠিন পরিশ্রমের উপযুক্ত না হইলেও তিনি অকাতরে এত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, এবং এত ক্লেশ সহ্য করিয়াও তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। যাঁহারা ঈশ্বরের কার্য্যে প্রাণ মন অর্পণ করেন ঈশ্বরই তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। "ধার্ম্মিকেরা যেমন ধর্ম্ম রক্ষা করেন সেইরূপ ধর্ম্মও ধার্ম্মিকদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে" এই অমূল্য উপদেশ হাওয়ার্ডের জীবনে জীবন্তভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

## সম্পাদকীয় মন্তব্য।

উৎসব সন্নিকট। এখন আয়োজনের সময়। বাহিরের উৎসবের জন্য বাহিরের আয়োজন আবশ্যক; আমাদের উৎসব আভ্যন্তরিক, আধ্যাত্মিক. ইহার জন্য আধ্যাত্মিক আয়োজন আবশ্যক। ব্রহ্মকৃপার স্রোত নিয়ত সমভাবে প্রবাহিত হইতেছে; ইহাতে বৃদ্ধি ক্ষয় নাই, জোয়ার ভাঁটা নাই, কিন্তু মানুষ পরিমিত, তাই বিশেষ বিশেষ সময়ে, বিশেষ বিশেষ অবস্থাতে বিশেষরূপে ব্রহ্মকৃপা অনুভব করে। মাঘোৎসব একটী বিশেষ সময়, বিশেষের মধ্যেও বিশেষ। কিন্তু বিনা আয়োজনে উৎসব ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে সেই বিশেষ লাভ হস্তগত হয় না। বৃষ্টি হইলে সকলেরই অল্লাধিক লাভ, কিন্তু অধিক পরিমাণে বৃষ্টিজল ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছা হইলে পাত্র প্রস্তুত করিয়া রাখা আবশ্যক। পাত্র প্রস্তুত না থাকিলে, অজস্রধারে বৃষ্টি হইয়া যাইবে, কিন্তু এক ছটাক জল ও সঞ্চিত হইবে না। বিনা আয়োজনে উৎসবে যোগ দিয়া দেখিয়াছি, নিতান্তই প্রবঞ্চিত হইতে হইয়াছে। যে কৃপাস্রোত বিশেষ সময়ে আসে, বিশেষ সময় চলিয়া গেলে আর তাহাকে পাওয়া যায় না; অসাবধান অপ্রস্তুত আত্মাকে পরে হায় হায় করিতে হয়।

একটী পুরাতন কথা স্মরণ করাইয়া দিই। মথিলিখিত সুসমাচার, ২৫শ অধ্যায়:—স্বর্গ রাজ্য দশজন কুমারীর ন্যায়, যাহারা প্রদীপ লইয়া বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইল। ইহাদের মধ্যে পাঁচজন নির্ব্বোধ, পাঁচজন সুবোধ। কারণ, নির্ব্বোধেরা আপনাদের প্রদীপ লইবার সময়ে তৎসঙ্গে তৈল লইল না; কিন্তু সুবোধেরা প্রদীপের সঙ্গে পাত্রে করিয়া তৈল লইল। বরের আসিতে বিলম্ব হওয়াতে সকলে তন্দ্রাকৃষ্ট হইয়া নিদ্রিত হইল। পরে রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে চিৎকার উঠিল—"ঐ দেখ বর আসিতেছেন! তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বাহির হও।" তখন সেই কুমারীরা সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া প্রদীপ সজ্জিত করিতে লাগিল। কিন্তু নির্ব্বোধেরা সুবোধদিগকে বলিল, তোমাদের তৈল হইতে আমাদিগকে কিছু দাও; কারণ আমাদের প্রদীপ নির্ব্বাণপ্রায় হইয়াছে। কিন্তু সুবোধেরা উত্তর করিল, "না, তাহা হইবে না, তোমরা বিক্রেতাদের নিকটে গিয়া আপনাদের জন্য ক্রয় কর।" তাহারা ক্রয় করিতে গেল; ইত্যবসরে বর আসিলেন; যাহারা প্রস্তুত ছিল তাহারা তাহার সঙ্গে বিবাহ বাটীতে প্রবেশ করিলে দ্বার রুদ্ধ হইল। পরে সেই অন্য কন্যারা আসিয়া বলিতে লাগিল, "প্রভো, প্রভো, দ্বার খোল"। কিন্তু তিনি বলিলেন, আমি সত্যই কহিতেছি আমি তোমাদিগকে চিনি না।

উৎসবের আয়োজন বলিলে আমরা এই বুঝি:— (১) যদি ধর্ম্ম বিশ্বাসের কোথাও অস্পষ্টতা থাকে, আধ্যাত্মিক জীবনের কোন বিষয়ে সন্দেহ থাকে, গভীর চিন্তা ও আলোচনার সহিত তাহা দূর করিতে চেষ্টা কর, সন্দেহ-দোলায়মান হৃদয়ে উৎসবে যোগ দিলে অন্য সমুদয় আয়োজন বৃথা হইবে। (২) যদি কোন ভ্রাতার সম্বন্ধে কোন অপরাধ করিয়া থাক যাহাতে তাঁহার সহিত হৃদয়ের যোগ বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহার সহিত সরলভাবে মিশিতে পারিতেছ না, তবে অগ্রে তাঁহার নিকট ক্ষমা লাভ করিয়া হৃদয়কে সরল কর; যে ভ্রাতাকে ছাড়িয়া পিতার সহিত মিলিত হইতে যায়, সে পিতাকে চিনে না, পিতার সহিত সম্মিলন কাহাকে বলে তাহাও জানে না। (৩) যদি হাতে এমন কোন কার্য্য থাকে যাহাতে তোমাকে ব্যস্ত থাকিতে হয়, যাহাতে মন চঞ্চল হয়, যার জন্য আধ্যাত্মিক সাধন ভজনে যথেষ্ট সময় দিতে পারিতেছ না, তবে শীঘ্র শীঘ্র সে কাজ শেষ করিয়া লও, যাহাতে উৎসবের জন্য বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হইতে পার, আর স্থির নিশ্চিন্ত মনে উৎসবে যোগ দিতে পার।

আমাদের সমাজের ভিতর অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল আছে, এই বলিয়া অনেকে দুঃখ প্রকাশ করেন। কতকগুলি কারণে ইহা দুঃখের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু বলা বাহুল্য যে সকল সমাজেই, এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল আছে এবং থাকা অনিবার্য্য। মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা যতদিন থাকিবে, মানুষে মানুষে প্রকৃতিগত পার্থক্য যত দিন থাকিবে, তত দিন কোন না কোন আকারে দলাদলি থাকিবেই। এমন কি অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের সৃষ্টি হওয়া বাঞ্ছনীয়। একটী প্রকাণ্ড সমাজের সমুদায় লোক সর্ব্বদা একত্র বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিবেন, এক ভাবের ভাবুক হইবেন, একরূপ কার্য্যে সমান সহানুভূতি দিবেন, একরূপ কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন করিবেন, ইহা অসম্ভব। কাজে কাজেই ভাবের একতা অনুসারে, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যদক্ষতা অনুসারে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠিত হওয়া কেবল অনিবার্য্য নহে, বাঞ্ছনীয়। তবে এরূপ দলভুক্ত ব্যক্তিদিগকে কয়েকটী বিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ দেখা আবশ্যক যে আমি যে দলভুক্ত, সে দলের সম্মিলন-স্থল কোথায়? সে দলের কেন্দ্রভূমি কি, বন্ধন-রজ্জু কি? যদি দেখা যায় ইহার সম্মিলন-স্থল কোন সাধারণ কার্য্যে সহানুভূতি বা সহযোগিতা, অথবা কোন বিশেষ সাধনপ্রণালী, অথবা কোন বিশেষ মতের আলোচনা,

তবে এরূপ দলের স্বতন্ত্র অস্তিত্বে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু যদি দেখা যায় সে দলের কেন্দ্রস্থল এরূপ কিছু নহে, কিন্তু কেবল অনর্থক বাক্‌বিতণ্ডা, কেবল পরের আলোচনা, কেবল পর-নিন্দা, তবে এরূপ দল যত শীঘ্র ভঙ্গ হইয়া যায় ততই ভাল। ব্রাহ্মসমাজ কেন, কোন সমাজেই, এরূপ দলের কোন প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয়তঃ দেখা আবশ্যক যে এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের পরস্পরের মধ্যে অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষ ভাব না থাকে। মতের পার্থক্য অনিবার্য্য, মতের সমালোচনা, এমন কি তীব্র সমালোচনাও অপরিহার্য্য। কিন্তু সমালোচনা এক বস্তু, অশ্রদ্ধা বিদ্বেষ সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু। মতের পার্থক্য বশতঃ কাহারো উপর অশ্রদ্ধা বিদ্বেষ দেখাইতে গিয়া আমরা তাহার প্রকৃত ক্ষতি কিছুই করি না, কেবল নিজের সংকীর্ণতা ও নীচতারই পরিচয় দিই আর নিজের অধোগতির পথ পরিষ্কার করি। তৃতীয়তঃ দেখা আবশ্যক যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলভুক্ত হইতে গিয়া আমরা মূল সমষ্টি-রূপী সমাজের প্রতি অনুরাগশূন্য ও সহানুভূতিহীন না হইয়া পড়ি এবং সমাজের সাধারণ কার্য্যের সহিত সহযোগিতা কমিয়া না যায়। দেখা আবশ্যক যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের বিশেষ মত, বিশেষ সাধন বা বিশেষ কার্য্যে যোগ দিয়া সকলের ঐক্যস্থল যেখানে—সকলের সাধারণ মত, সাধারণ সাধন ও সাধারণ কার্য্য হইতে দূরে গিয়া না পড়ি। যে ব্যক্তি বা দল দেখিবেন যে তিনি অথবা তাঁহারা সাধারণ ভূমি হইতে দূরে গিয়া পড়িয়াছেন বা পড়িতেছেন, তাঁহাদের উচিত ধীর সচিন্ত মনে আপনাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন। এই কয়েকটী কথা স্মরণ রাখিয়া চলিলে দলাদলির অনিষ্টকারিতা চলিয়া যায়, দলাদলি বরং সমাজের বহুমুখিন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে সহায় হয়।

---

আমাদের প্রত্যেকেরই ভাবিয়া দেখা আবশ্যক আমরা যাঁহাদের সহবাসে সর্ব্বদা থাকি, যাঁহাদের সহিত আমাদের বিশেষ সদ্ভাব ও বন্ধুতা, তাঁহাদের সহবাসে আমরা নিজে উন্নত হইতেছি কি না, অথবা আমাদের সহবাসে তাঁহারা উন্নত হইতেছেন কি না। বরং একাকী বন্ধুহীন হইয়া থাকা ভাল, তথাপি কেবল পার্থিব সুখ সচ্ছন্দতার জন্য, অথবা কেবল প্রাকৃতিক আসঙ্গলিপ্সার চরিতার্থতার জন্য অন্যের সহবাসে আধ্যাত্মিক অধোগতি প্রাপ্ত হওয়া অথবা অন্যের অধোগতির পথ পরিষ্কার করা উচিত নহে। প্রত্যেকেরই ভাবিয়া দেখা উচিত আমি যাঁহাদের সঙ্গে বাস করি তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবার পর এবং মিলিত হওয়া প্রযুক্ত বিশেষ কোন উপকার পাইয়াছি কি না, যদি পাইয়া থাকি তাহা কি? অথবা আমি তাঁহাদের কোন বিশেষ অনিষ্ট করিয়াছি কি না, যদি করিয়া থাকি তাহা কি? ভাবিয়া দেখা উচিত আমার বন্ধুগণ আমার দোষ দেখিলে আমাকে সাবধান করেন, না সাক্ষাৎভাবে বা অসাক্ষাৎভাবে আমার দোষের প্রশ্রয় দেন? আমি সাহস পূর্ব্বক তাঁহাদের দোষ দেখাইয়া তাঁহাদের উন্নতির সাহায্য করি, অথবা সাক্ষাৎ কি অসাক্ষাৎভাবে তাঁহাদের দোষের প্রশ্রয় দিই? ঘনিষ্ট বন্ধুতা ও সহবাসের ইষ্ট অনেক, অসাবধান হইলে অনিষ্টও অনেক। অনিষ্টের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কেবল এরূপ চিন্তাকে মনে বলবতী রাখা এবং তদনুযায়ী কার্য্য করা।

## সংবাদ।

মাঘোৎসব—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আগামী মাঘোৎসবের জন্য নিম্ন লিখিত কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়াছেন। আবশ্যক হইলে ইহাতে পরে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

৩রা মাঘ শনিবার। প্রাতে ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের জন্য ব্রাহ্ম পরিবার ও ব্রাহ্ম ছাত্রনিবাস সমূহে উপাসনা। রাত্রিতে উৎসবের উদ্বোধন।

৪ঠা „ রবিবার। প্রাতে ছাত্রোপাসক সম্মিলনীর উৎসব। রাত্রিতে শ্রমজীবীদিগের উৎসব।

৫ই „ সোমবার। প্রাতে উপাসনা। রাত্রিতে ছাত্রসমাজের উৎসব।

৬ই „ মঙ্গলবার। প্রাতে উপাসনা। রাত্রিতে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উৎসব।

৭ই „ বুধবার। প্রাতে উপাসনা। রাত্রিতে "লুথার" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৮ই „ বৃহস্পতিবার। প্রাতে উপাসনা। রাত্রিতে "চৈতন্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৯ই „ শুক্রবার। ব্রাহ্মিকা সমাজ ও বঙ্গমহিলা সমাজের উৎসব। রাত্রিতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা।

১০ই „ শনিবার। প্রাতে উপাসনা। অপরাহ্নে নগরসংকীর্ত্তন। রাত্রিতে উপাসনা।

১১ই „ রবিবার। সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব।

১২ই „ সোমবার। প্রাতে উপাসনা। মধ্যাহ্নে আলোচনা। অপরাহ্নে রবিবাসরিক বিদ্যালয়ের উৎসব ও বালক বালিকা সম্মিলন। রাত্রিতে "নানক" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

১৩ই „ মঙ্গলবার। প্রাতে উপাসনা। রাত্রিতে সঙ্গতসভার উৎসব।

১৪ই „ বুধবার। প্রাতে উপাসনা। রাত্রিতে হিতসাধক মণ্ডলীর উৎসব।

১৫ই „ বৃহস্পতিবার। প্রাতে উপাসনা। রাত্রিতে ব্রাহ্মবন্ধু সভার অধিবেশন।

১৬ই „ শুক্রবার। প্রাতে হিন্দিতে উপাসনা।

১৭ই „ শনিবার। উদ্যান-সম্মিলন।

ব্রাহ্মবন্ধু সভা—আলোচনা সভার বিগত অধিবেশনে সাময়িক কমিটির প্রস্তাবানুসারে "ব্রাহ্মবন্ধু সভা" ও "তত্ত্ববিদ্যা সভা" নামক দুইটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।" ব্রাহ্মবন্ধু সভার মূল নিয়ম ও নির্দ্ধারণ গুলি এই—

(১) উদ্দেশ্য—ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজসম্বন্ধীয় আধ্যাত্মিক সামাজিক প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করা।

(২) ষোড়শ বর্ষের অধিক বয়স্ক ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী পুরুষ ও স্ত্রীলোকমাত্রেই এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন। (৩) সভার অধিবেশন প্রতি পক্ষে হইবে। আবশ্যক হইলে বিশেষ অধিবেশন হইতে পারিবে। (৪) একজন সম্পাদক,একজন সহকারী সম্পাদক ও তিন জন সভ্য লইয়া একটি কমিটি হইবে। বাবু তারিণীচরণ বসু সম্পাদক, বাবু বিষ্ণুপদ সেন সহকারী সম্পাদক এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু সীতানাথ নন্দী ও বাবু হীরালাল হালদার কমিটির অতিরিক্ত সভ্য মনোনীত হইলেন।

তত্ত্ববিদ্যা সভা—এই সভার মূল নিয়ম ও নির্দ্ধারণ এই—

(১) উদ্দেশ্য—বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অধ্যয়ন ও গবেষণা। ধর্ম্মবিজ্ঞানের নিম্ন লিখিত তিনটী বিভাগ সভার অধ্যয়ন ও গবেষণার বিষয় হইবে—(১) ধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি, (২) ধর্ম্মসাধন, (৩) ধর্ম্মের ইতিহাস।

(২) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভার মৌলিক সভ্য হইবেন এবং ভবিষ্যতে সভ্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়ম পালন করিতে হইবে। (১) ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়, (২) বাবু আনন্দমোহন বসু, (৩) পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, (৪) বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, (৫) বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র (৬) বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, (৭) বাবু সীতানাথ দত্ত।

(ক) প্রবেশার্থীগণের সভার উদ্দেশ্য সাধনোদ্দেশ্যে কার্য্য করিবার ইচ্ছা থাকা আবশ্যক। (খ) তাঁহাদের বয়স ২০ বৎসরের অধিক থাকা আবশ্যক। (গ) সভার কোন অধিবেশনে তাঁহাদের নাম নিয়ম মত প্রস্তাবিত সমর্থিত ও উপস্থিত সভ্যগণের অর্দ্ধেক অংশের মতে মনোনীত হওয়া আবশ্যক।

(৩) সভার নিয়মিত অধিবেশন মাসিক হইবে। আবশ্যক হইলে বিশেষ অধিবেশন হইতে পারিবে। (৪) সভার একজন সভাপতি, একজন সম্পাদক ও এক জন সহকারী সম্পাদক থাকিবেন। ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় সভাপতি, বাবু সীতানাথ দত্ত সম্পাদক ও বাবু হীরালাল হালদার সহকারী সম্পাদক মনোনীত হইলেন।

মৃত্যু—শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে এবারও পাঠকদিগকে তিনটী মৃত্যু সংবাদ দিতে হইতেছে। আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিস মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরলাবালা গত ৪ঠা পৌষ রাত্রিতে বিসূচিকারোগে ৯ দিবস রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া বৃদ্ধ পিতা মাতা ও অপরাপর বন্ধুগণকে শোক ভারাক্রান্ত করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। কুমারী সরলাবালার সুন্দর চরিত্র ও সৎকার্য্যে নিস্বার্থ উৎসাহশীলতা দেখিয়া তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিমাত্রই মুগ্ধ ও নিতান্ত আশান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিধাতার নিগূঢ় মঙ্গলাভিপ্রায় সাধনের জন্য আমাদিগকে ব্যথিত ও নিরাশ করিয়া পরলোকগামিনী হইয়াছেন। আমরা এবার স্থানাভাবে তাঁহার জীবনের বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিতে পারিলাম না; আগামীবারে প্রকাশ করিব।

বিগত ৮ই পৌষ অত্রত্য ব্রাহ্মবন্ধু বাবু সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অষ্টমবর্ষীয়া প্রথমা কন্যা প্রিয়বালা হৃদ্‌রোগে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। শান্তিদাতা পরমেশ্বর পিতা মাতার হৃদয়ে শান্তি বর্ষণ করুন ও শিশু আত্মাকে তাঁহার প্রেমকোলে আশ্রয় দিন। স্থানাভাবে এবার সৈয়দপুরস্থ বন্ধু বাবু বঙ্কবিহারী বসুর শোকসংবাদবাহক পত্র প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

---

নিম্নলিখিত পুস্তক সকল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়। ১লা মাঘ হইতে ১৫ই পর্য্যন্ত নিম্ন লিখিত মূল্যে বিক্রয় হইবে।

| | | | | | As. |
|---|---|---|---|---|---|
| Almanac 1886 (Paper) As. 6, (Cloth) | As. | 8, | reduced | | 2 |
| | | | | | 8 |
| „ 1887 „ „ 6, „ | | | | | 6 |
| Brahmo Year Book 1876 | | „ | 12 | „ | 6 |
| „ 1877 | | „ | 12 | „ | 8 |
| „ 1878 | Re. | 1 | | „ | 8 |
| „ 1879 | „ | 1 | | „ | 8 |
| „ 1880 | „ | 1 | | „ | 12 |
| „ 1881 | Rs. | 1 | „ 8 | „ | 8 |
| „ 1882 | Re. | 1 | | „ | 5 |
| The Gleams of the New Light | | | | | |
| Trust Deed of the Sadharan Brahmo Samaj Prayer Hall | | „ | 2 | „ | 1 |
| Whispers from the Inner Life | | „ | 4 | „ | 2 |
| A Discourse on the Nature and progress of Theism | | | | | 2 |
| Lecture on Man | | „ | 2 | „ | 1 |
| Thirsting after God | | | | | 2 |
| Roots of Faith | | | | | 5 |
| Practical Sermons by the late Rev. Dr. Carpenter | | | | | 8 |
| Memoir of the late Dr. Carpenter | | | | | 8 |
| British Rule in India | | | | | 6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| উপদেশমালা | ।৵০ | স্থলে | ।০ |
| প্রকৃতি চর্চ্চা | ।০ | „ | ৵০ |
| চিন্তামঞ্জরী | ।০ | „ | ৶০ |
| চিন্তাশতক | ৶০ | „ | ৵০ |
| প্রকৃতবিশ্বাস | | | /০ |
| জাতিভেদ (২য় প্রবন্ধ) | | | /১০ |
| জীবন-কাব্য | ৵০ | „ | /০ |
| ব্রাহ্মোপাসনা প্রণালী | ৵০ | „ | /০ |
| কেন আছি ? | | | ৴১০ |
| সাথী | ৴১৫ | „ | ৴১০ |
| চরিত রহস্য | ।০ | „ | ৵০ |
| গৃহধর্ম্ম | ।৵০ | „ | ।০ |
| জীবনালোক (কাগজের মলাট ।/০) (কাপড়ের মলাট) | ॥০ | „ | ।৵০ |
| চিন্তাকণিকা | | | ৴১০ |
| জীবনবিন্দু | ॥০ | „ | ।০ |
| ব্রহ্মসংগীত ২য় ভাগ ২য় সং | ৵০ | „ | /০ |
| ঐ ১ম ভাগ ৪র্থ সং (কাগজের মলাট) | ১।০ | „ | ১৲ |
| ঐ ঐ (কাপড়ের মলাট) | ১॥০ | „ | ১।০ |
| সঙ্গীত রঞ্জন | | | ।০ |
| ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর | | | /০ |
| দীপ্তশিরার অভিষেক | | | ৴১০ |
| ধর্ম্মকুসুম | /০ | „ | ৴১০ |
| ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা এবং আমার জীবনে ব্রাহ্মসমাজের পরীক্ষিত বিষয় | ৶০ | „ | ৵০ |
| ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ও নববিধান | ৵০ | „ | /০ |
| আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের তালিকা | ।০ | „ | ৵০ |
| জাতিভেদ ১ম প্রবন্ধ | | | ৴১০ |
| পরকাল | | | ৴১০ |
| প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তি যুক্ততা | | | ৴১০ |
| নীতি মালা | | | ৵০ |
| সাধুদৃষ্টান্ত | | | ৴১০ |
| সৎপ্রসঙ্গ | | | /১০ |
| সৎসঙ্গী | ।০ | „ | ৶০ |
| ঈশ্বর স্তোত্র | /১০ | „ | /০ |
| ব্রহ্মোপাসনা কর্ত্তব্য কেন | | | ৴১০ |
| প্রকৃত বিশ্বাস | | | /০ |
| বক্তৃতা মঞ্জরী | | | ৵০ |
| দুঃখীপাপীর প্রতিব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তব্য | | | /১০ |
| ব্রাহ্মধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর | | | /০ |
| সঙ্গীত মঞ্জরী (বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত) | | | ।০ |
| জীবন গতি নির্ণয় | | | ।৵০ |
| ব্রহ্ম পূজা | | | ৴১০ |
| মহাত্মা রাজা রামমোহন (পদ্য) | | | ৴১০ |
| কুসুমহার | | | ৵০ |
| মহাত্মা থিওডোর পার্কারের জীবন চরিত | | | ৸০ |
| মার্টিন লুথারের জীবন চরিত | | | ।০ |
| কারাকুসুমিকা | | | ।৵০ |
| বেদিয়া বালিকা | | | ৵০ |
| চিরজীবী | | | ।০ |
| বঙ্গমহিলার প্রতি উপদেশ | | | /০ |
| ধর্ম্মসাধন | | | ।০ |
| ঐ ২য় ভাগ | | | ॥৵০ |
| মানব চরিত্র ও প্রতিজ্ঞার বল | | | ৴১০ |
| চিরযাত্রী | | | ॥০ |
| অলর্কচরিত | | | ।০ |
| ব্রাহ্মবচন সংগ্রহ | | | ।৵০ |
| চারুদত্তের গুপ্ত ধনাবিষ্কার | | | ৵১০ |
| যাজ্ঞবল্ক্য জীবনী | | | ৶০ |
| তত্ত্বকৌমুদী একত্রে বাঁধা ৩য় খণ্ড | | | ২৲ |
| „ ৪র্থ খণ্ড | | | ২৲ |
| „ ৫ম খণ্ড | | | ২৲ |
| „ ৬ষ্ঠ খণ্ড | | | ২৲ |
| সাধন বিন্দু | | | ।০ |
| ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা | | | ॥০ |
| বৈরাগ্য | | | ৵১০ |
| শান্তি | | | ৶০ |
| সমাজ রক্ষা ও সামাজিক উন্নতি | | | ৴১০ |
| ঈশ্বর অচেতন শক্তি কি সচেতন পুরুষ ? | | | ৴১৫ |
| ধর্ম্ম কি? | | | /০ |
| চিন্তাবিন্দু | | | ৶০ |
| পাপীর নবজীবন লাভ | | | ৵০ |
| ব্রহ্মসংগীত শিক্ষা | ॥৵০ | স্থলে | ।/০ |
| টম্‌কাকার কুটীর ২য় ভাগ | | | ৸০ |
| ঐ ৩য় ভাগ | | | ১৲ |
| গরিবের কুটীর | | | ৴১০ |
| সারধর্ম্ম | | | /১০ |
| বিবিধ সন্দর্ভ | | | ॥০ |
| ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা | ॥৵০ | স্থলে | ।৵০ |
| আত্ম চিন্তা | | | ৶০ |
| আখ্যানকুসুম | | | ।/০ |
| বালকবন্ধু | | | /০ |

১৭ নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট হইতে ১৬ই পৌষ প্রকাশিত।

# তত্ত্ব-কৌমুদী

(পাক্ষিক পত্রিকা।)

৯ম ভাগ। ১৯শ সংখ্যা। | ১লা মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৮০৮ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।• মফস্বল ৩৲ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵•

## পূজার আয়োজন

প্রভো, তোমাকে ছাড়িয়া যে কথা, যে কাজ, আমি সে কথা কহিতে চাই না, সে কাজ করিতে চাই না। তোমাকে দেখিলে, তোমার প্রেমে মগ্ন হইলে, যে কথা বাহির হয়, সেই কথাই আমাকে কহাও। তোমাতে মন মজিয়া গেলে যে কাজ করিতে ইচ্ছা হয় সে কাজই আমাকে করাও। তোমাকে ছাড়িয়া যে জীবন সে জীবন নয়, মৃত্যু; তোমা বিহীন যে হৃদয় সে হৃদয় নয়, শ্মশান; তোমা ছাড়া যে কথা সে কথা নয়, বৃথা প্রলাপ মাত্র; তোমা ছাড়া যে কার্য্য সে নিষ্ফল উন্মত্ততা মাত্র। তুমি সমস্ত জীবনে ব্যাপ্ত হও, প্রভো, তোমাতে জীবন ধারণ করি, তোমার ভিতরে থাকিয়া চিন্তা করি, তোমার ভিতরে বসিয়া কার্য্য করি, তোমাকে নিত্য দর্শন করি; তুমি কখনো চক্ষের অন্তরাল হইও না।

———

তুমি আমার সব, প্রভো, তুমি আমার সব। তুমি আমার পিতা মাতা, তুমি আমার সখা সুহৃদ, তুমি আমার অন্ন জল, তুমি আমার বাসগৃহ, তুমি আমার জ্ঞান, ভাব, শক্তি; তুমি আমার চক্ষু, তুমি আমার কর্ণ, তুমি আমার মন, তুমি আমার লক্ষ্য, সাধন ও সিদ্ধি। তোমা ছাড়া আমার আর কেহই নাই, কিছুই নাই। যখন তোমাকে পাই তখন সকলই পাই, তোমা ছাড়া আমি আর কিছুই চাই না। যখন তোমাকে হারাই, তখন আমার ন্যায় দীন দুঃখী আর কেহই থাকে না। প্রভো! তুমি আমার সর্ব্বস্ব হইয়া চিরদিন আমার কাছে থাক।

———

উপাসনা করিতে বসিয়া তাঁহাকে না দেখিয়া উঠিতে নাই। কথাটা বড় মস্ত কথা হইল। কিন্তু মস্ত কথাতে ভয় পাইলে মস্ত কথার কাছে কখনই যাওয়া যায় না। এক দিকে দেখিতে গেলে দেখার মতন সাধারণ অধিকার আর কিছুই নাই, সকলেই মাকে কিছু না কিছু দেখিতে পারে, তবে দেখায় দেখায় অনেক প্রভেদ আছে। যদি নাই দেখিলাম তবে উপাসনা কি হইল? না দেখিয়া উপাসনা, পরোক্ষ জ্ঞানের উপাসনা, করিতে করিতে এমন কু অভ্যাস হইয়া যায় যে হৃদয় না দেখিয়াও তৃপ্ত থাকে, দর্শন পিপাসা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যায়। যার না দেখিলে চলে না সে শীঘ্রই দেখা পায়। উচ্চতর বস্তু পাইতে গেলে নিম্নতর বস্তুর আসক্তি ছাড়িয়া দিতে হয়; প্রত্যক্ষ দর্শনের উপাসনা সম্ভোগ করিতে হইলে পরোক্ষ উপাসনাতে অপরিতৃপ্ত হইতে হইবে। দরিদ্রতা অনুভব না করিলে কেহই ধনী হইবার প্রয়াস পায় না।

———

পরোক্ষ জ্ঞানের উপাসনা অভ্যস্ত হইয়া গেলে যেমন দর্শন পিপাসা দুর্ব্বল হইয়া যায়, তেমনি শুষ্ক উপাসনা করিতে করিতে—শুষ্ক উপাসনা অভ্যস্ত হইয়া গেলে—সরস ভাবের পিপাসা দুর্ব্বল হইয়া যায়। নীরস উপাসনা যাঁর অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাঁর যে কখনও সরসভাব আসে না তাহা নহে, কিন্তু অতি অল্পই আসে। সরসভাব অতিশয় যত্নপ্রিয়, অতিশয় তোষামোদ প্রিয়। যাঁর সরসভাব না হইলেও চলে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, যিনি নীরস উপাসনাতে পরিতৃপ্ত থাকেন, সরসভাব তাঁর কাছে বড় ঘেঁসেন না। যাঁর তাঁকে না পাইলে চলে না, তিনি এরূপ ব্যক্তিকে দুই এক দিন ছাড়িয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু তার ব্যাকুল ক্রন্দনে তিনি তিষ্টিতে না পারিয়া শীঘ্রই তাঁহাকে আসিয়া আশ্রয় করেন। নীরস উপাসনায় পরিতৃপ্ত হইয়া জীবনের কি ভয়ানক অনিষ্টই করিয়াছি! এই অনিষ্ট দূর করিতে কত ক্লেশ পাইতে হইবে, কত কান্না কাঁদিতে হইবে, কত দীর্ঘকাল লাগিবে বলিতে পারি না।

———

চেতঃ খল্বস্য বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনোমতং।
গুণেষু শক্ত বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে॥

—ভাগবত।

চিত্তই জীবের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। চিত্ত বিষয়ে আশক্ত হইলেই জীবের বন্ধন, আর পরমেশ্বরে সংলগ্ন হইলেই মুক্তি।

———

অহং মমাভিমানোত্থৈঃ কামলোভাদিভির্ম্মলৈঃ।
বীতংযদামনঃ শুদ্ধমদুঃখমসুখং সমং॥

—ভাগবত।

কাম লোভ প্রভৃতি যে সকল মল "আমি আমার" ইত্যাকার অভিমান উৎপন্ন করে, চিত্ত যখন সেই সকল মল-বিরহিত

হইয়া শুদ্ধ হয়, অর্থাৎ দুঃখ বা সুখে বিচলিত না হইয়া সমভাবাপন্ন হয়।

তদা পুরুষ আত্মানং কেবলং প্রকৃতেঃপরং।
নিরন্তরং স্বয়ং জ্যোতিরণিমানমখণ্ডিতম্॥
জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযুক্তেন চাত্মনা।
পরিপশ্যেদুদাসীনং প্রকৃতিঞ্চ হতৌজসম্॥
—ভাগবত।

তখন জীব প্রকৃতির অতীত, নির্ভেদ্য, স্বপ্রকাশ, সূক্ষ্ম, অপরিচ্ছিন্ন, নিস্বার্থ পরমাত্মাকে দেখিতে পায় ও প্রকৃতিকে অশক্ত বলিয়া প্রতীতি করে।

---

ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি।
সদৃশোস্তিশিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে॥ ভাগবত।

যোগিদিগের ব্রহ্মসিদ্ধির নিমিত্ত অখিলাত্মা ভগবানে ভক্তি-যোগ ব্যতীত শুভদায়ক পথ আর নাই।

---

প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ করয়োবিদুঃ।
স এব সাধুযুক্তো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম॥

পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন আসঙ্গলিপ্সা আত্মার অজর পাশ; কিন্তু তাহাই আবার সাধু পুরুষের প্রতি পরি-চালিত হইলে মোক্ষ পথের নিরাবরণ দ্বার স্বরূপ হয়।

---

## বোধন।

(১)
কে তুমি দাঁড়ায়ে ওই হৃদয় দুয়ারে,
মধুর মধুর স্বরে
ডাকিছ এমন করে
শুনায়ে মধুর বাণী প্রণের ভিতরে,
মন্ত্র মুগ্ধ-প্রায় যেন করিলে আমারে?

(২)
অবশ অবশ প্রাণ জাগেনা কখনি;
আঁধারে মুদিয়া আঁখি,
দিবা নিশি পড়ে থাকি,
মৃত্যুর ছায়ায় ঢাকা নিরখি অবনী,
নিরাশার শোক-কথা অনুদিন শুনি!

(৩)
অযুত অরুণ সম তোমার প্রকাশ;
অন্ধকার গেল মুছে,
মোহ নিদ্রা গেল ঘুচে,
চিদাকাশে বহিতেছে মলয় বাতাস
মৃত প্রাণে খেলে কত আশার উচ্ছাস।

(৪)
কে তুমি? চিনেছি মাগো জগত জননী;
নহিলে এমন ক'রে,
আজি এ পাপীর ঘরে,
কে আসিত বিনে সেই করুণা-রূপিণী;
কে শুনাত এত কথা মৃত-সঞ্জীবনী?

(৫)
অতুল অপরাজিত প্রেমের আধার;
এমন এমন স্নেহ,
আরত জানেনা কেহ,
বিনা সেই প্রেমময়ী জননী আমার;
পাপী ব'লে এত স্নেহ আর কাছে কার?

(৬)
কি কহিছ? কোথা যাব বলমা আমারে;
ওই প্রেম মুখ হেরে,
প্রাণ যে কেমন করে,
বাঁধেনা বাঁধেনা মন ধূলার সংসারে;
বল মা কোথায় লয়ে যাইবে আমারে?

(৭)
আহা কি মধুর দৃশ্য অঙ্গুলি সংকেতে
দেখালে আনন্দ ময়ি,
সুখ ধাম বটে ওই,
ওই তো যথার্থ স্বর্গ বটে পৃথিবীতে;
বিলম্ব সহেনা প্রাণে আর তথা যেতে।

(৮)
একাকী যাবনা মাগো ঐ সুখ স্থানে;
তোমার সন্তান যত,
রয়েছে আমার মত,
নিয়ে যাব তা সবারে, মিলে প্রাণে প্রাণে,
তোমার মঙ্গল নাম গাব একতানে।

(৯)
কোথা আছ ভাই বোন, এস গো আমার,
আনন্দ নগরে যাব,
আনন্দে মগন হব,
ভুলিব পাপের জ্বালা হৃদয়ের ভার;
ঐ শোন ডাকিছেন জননী আমার।

(১০)
ডাকিছেন প্রেমময়ী জননী আমার;
দিন মাস সম্বৎসরে,
কত পাপ বারে বারে
করিয়াছি মোরা সবে সীমা নাহি তার,
তবুও মায়ের স্নেহ অপার অপার।

(১১)
আসিতেছে মহোৎসব সম্বৎসর পরে;
বনের বিহঙ্গ প্রায়,
ভাই বোন সমুদায়,
কত দূরে দূরে আছি দেশ দেশান্তরে;
এস আজ যাই সবে আনন্দ নগরে।

(১২)
হেরিয়া উষার আলো ধরণী উপরে,
বিহঙ্গ আকাশে ধায়,
কলকণ্ঠে গীত গায়;
আমরাও চল যাই আনন্দ নগরে,
আনন্দময়ীর নাম গাই সমস্বরে।

## উৎসব কিরূপে করিব?

মাঘোৎসবের তিনটী দিক—আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও কার্য্যগত। তিনটী উদ্দেশ্য লইয়া আমরা উৎসব ক্ষেত্রে উপস্থিত হই—(১) উপাস্য পরম দেবতাকে লইয়া আনন্দ করিব, (২) ভ্রাতা ভগ্নী সকলে সম্বৎসর পরে মিলিত হইয়া পরস্পরের সহবাসে আনন্দিত হইব, (৩) সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন্ উন্নতি ও ধর্ম্ম প্রচারের বিবিধ উপায় সম্বন্ধে পরস্পরে মিলিয়া পরামর্শ করিব। মাঘোৎসব কেবল আধ্যাত্মিক নহে, কেবল সামাজিকও নহে, কেবল কার্য্যগতও নহে, মাঘোৎসবে এই তিন উদ্দেশ্য সম্মিলিত। উৎসবে যোগ দিয়া যাহাতে আমাদের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়, আসুন্ পাঠক, এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ চিন্তা করা যাক্।

ঈশ্বরকে লইয়া আনন্দ—এতদিন ধরিয়া আনন্দ—কথাটী সহজ নয়। প্রতিদিন মিনিট কয়েক যাঁকে লইয়া আনন্দ করিতে পারি না, তাঁকে লইয়া একপক্ষ কাল আনন্দ করিতে হইবে, ইহা কি সম্ভব? এই আপত্তি-অসম্ভব কার্য্য উৎসব কালিন্ সম্ভব হয় বলিয়াই উৎসবের এত মাহাত্ম্য। ব্যক্তিগত চেষ্টায়, ব্যক্তিগত সাধনে যাহা না হয়, বহুসংখ্যক ব্যাকুল আত্মার সম্মিলনে তাহা হয়। উৎসব কালিন্ কেবল নিজের চক্ষুতে দেখি না, অনেক আত্মার বিশ্বাসালোক একত্রিত হইয়া মাতার সুন্দর মুখকে প্রকাশিত করে তাহাতেই তাঁহাকে এত উজ্জলরূপে দেখিতে পাই। উৎসবে কেবল নিজের ক্ষুদ্র প্রেম দিয়া তাঁহাকে ভালবাসি না, বহু হৃদয় মিলিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করে, তাহাতেই তাঁহাকে এত মধুর বোধ হয়। নিজ হৃদয়ের ক্ষুদ্র প্রেমবিন্দুতে যাহাদের পিপাসা মিটে না, বহুহৃদোয়োত্থিত প্রেম তরঙ্গে তাহারা ডুবিয়া যায়। উৎসব কালিন্ কেবল নিজের ক্ষুদ্র বল, ক্ষুদ্র উৎসাহ লইয়াই তৃপ্ত থাকি না, শত শত আত্মার সংঘর্ষনে নিজ হৃদয়ের ক্ষুদ্র বল শতগুণে বৃদ্ধি পায়। তাই বলি মাঘোৎসব বিশেষ কৃপা বর্ষণের সময়। এই বিশেষ কৃপা, এই মহাফল লাভ করিতে হইলে, প্রথমতঃ ইহার জন্য প্রবলাকাঙ্ক্ষা চাই, দ্বিতীয়তঃ ইহা নিশ্চয়ই পাইব, এই বিশ্বাস চাই, তৃতীয়তঃ ইহা লাভের জন্য ব্যাকুল কাতর প্রার্থনা চাই, চতুর্থতঃ বিশেষ সতর্কতা সাবধানতা চাই যাহাতে এই এক পক্ষ কালের মধ্যে কোন প্রকার বাহিরের বা ভিতরের গোলমালে পড়িয়া এই আকাঙ্ক্ষা, এই বিশ্বাস, এই ব্যাকুল প্রার্থনার ভাবকে না হারাই; যত্ন চাই, যাহাতে উৎসবের প্রতিদিনে, প্রত্যেক কার্য্যে, উপাসনায়, বক্তৃতায়, সমাজের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যক্ষেত্রের বিশেষ উৎসব কালিন্—উৎসবপতির উজ্জল আবির্ভাব, জীবন্ত প্রেম ও পবিত্র ইচ্ছা অনুভব করিতে পারি। বাহিরের ভিতরের গোলযোগ অনেক আছে, বিঘ্ন অনেক আছে, দেখিতে হইবে যেন কিছুতে মূল উদ্দেশ্য হইতে বিচ্যুত না হই।

দ্বিতীয়তঃ, মাঘোৎসব ভ্রাতা ভগ্নীর বিশেষ প্রেম সম্মিলনের সময়। কত উৎসব আসিয়া চলিয়া গিয়াছে, হৃদয় খুলিয়া ভ্রাতা ভগ্নীর সহিত মিলিত হইতে চেষ্টা করি নাই। কত অনুরাগী, প্রেমাকাঙ্ক্ষী, উৎসাহী ভ্রাতা ভগ্নী বৎসরে বৎসরে আমাদের ঘরে আসিয়াছেন, তাঁহাদের শুশ্রূষা করা, যত্ন করা, দূরে থাক্, তাঁহাদিগকে একটু সম্ভাষণও করি নাই, একটু মুখের আদরও করি নাই, একবার ভ্রাতা ভগ্নী বলিয়া স্বীকারও করি নাই। মাঘোৎসব হৃদয়কে প্রশস্ত উদার প্রেমিক করিবার কি শুভ সুযোগ! ভ্রাতা ভগ্নীদিগকে প্রেম সম্ভাষণ ও সেবা করিয়া জীবনকে কৃতার্থ করিবার পক্ষে, আন্তরিক যোগ, কার্য্যে সহানুভূতি, সাধনে একতা অনুভব করিবার পক্ষে মাঘোৎসব কি সুন্দর সুবিধাই আনিয়া দেন! ঈশ্বর করুন্ যেন এই সুবিধা না হারাই, যেন এই বিশেষ সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে পারি। বিশেষ ভাবে ভ্রাতা ভগ্নীদিগের সেবা করিতে পারি ভালই, সমাগত বন্ধুদিগের শারীরিক সুখ সচ্ছন্দতার সুবিধা করিতে পারি ভালই, তাঁহাদের আধ্যাত্মিক মঙ্গল সাধনের সহায়তা করিতে পারি ভালই। যদি তা নাও পারি, প্রত্যেকের পক্ষে অন্ততঃ ইটী দেখা আবশ্যক যাতে সদ্ভাবে ও সৎপ্রসঙ্গে তাঁহাদের সহিত মিলিত হই, তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ সমাজের সংবাদ লই, তাঁহারা যে আমাদের একই পরিবারের লোক ইটী বিশেষ ভাবে অনুভব করি।

তৃতীয়তঃ, মাঘোৎসব সম্বৎসরের কার্য্যালোচনা ও ভবিষ্যতের কার্য্য-প্রণালী স্থির করিবার সময়। সম্প্রতি আমাদের এই কয়েকটী কার্য্যক্ষেত্র আছে (১) উপাসক মণ্ডলী, (২) প্রচার, (৩) সঙ্গতসভা, (৪) বঙ্গমহিলা সমাজ, (৫) ছাত্রসমাজ, (৬) ছাত্রোপাসক সম্মিলনী, (৭) ব্রহ্মবিদ্যালয়, (৮) রবিবাসরিক বিদ্যালয়, (৯) হিতসাধক মণ্ডলী, (১০) দাতব্যবিভাগ, (১১) ব্রাহ্মবন্ধু সভা, (১২) তত্ত্ববিদ্যা সভা। এই সমুদায় কার্য্যক্ষেত্রের মধ্যে অনেক গুলিরই বিশেষ উৎসবের দিন নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই সমুদায় বিশেষ উৎসবের প্রকৃত ফল লাভ করিতে হইলে প্রত্যেককে এই সমুদায় কার্য্যক্ষেত্রের বিশেষ তত্ত্ব অবগত হইতে হইবে, এই সমুদায়ে মঙ্গলময়ের মঙ্গলহস্ত দর্শন করিতে হইবে, এই সমুদায়ের বিষয় চিন্তা করিয়া নিজের চিন্তার ফল সমাজকে জানাইতে হইবে এবং সাধ্যানুসারে এই সমুদায় কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইতে হইবে। আপন আপন আধ্যাত্মিক কল্যাণ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে এখন এই সকল চিন্তারও সময় আসিয়াছে কিসে উপাসকগণের পরস্পরের মধ্যে এবং উপাসকমণ্ডলীও আচার্য্যের মধ্যে ঘনিষ্টতর যোগ নিবদ্ধ হয়, কিসে প্রচার কার্য্য প্রকৃষ্টতর উপায়ে সম্পন্ন হয়, কিসে সমাজে সাধনশীলতা ও আধ্যাত্মিক মিলনের শ্রীবৃদ্ধি হয়, কিসে ব্রাহ্ম মহিলাগণের ধর্ম্মভাব ও কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি পায়, কিসে ছাত্রদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তৃতরূপে প্রচারিত হয়, কিসে ব্রাহ্ম বালক বালিকা ও যুবক যুবতিগণ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের নীতি, মত ও সাধন প্রকৃষ্ট প্রণালীতে শিক্ষা পায়, কিসে দেশের দুঃখ দুর্গতির প্রতি ব্রাহ্ম সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং কিসেই বা উচ্চতর জ্ঞান, গভীর সাধন তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের নিত্য আলোচনা দ্বারা সমাজের ধর্ম্মজীবন জাগ্রত রাখা যায়।

এই বহুমুখ মাঘোৎসব সমাগত। আমাদের ধর্ম্ম যেমন উদার, আমাদের উদ্দেশ্য যেমন প্রশস্ত,আমাদের উৎসবও তেমনই বিস্তৃত, বহুশাখা-সম্পন্ন, বিবিধ কল্যাণের নিদান। এই বহু মঙ্গলপ্রদ মহোৎসবের জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে প্রস্তুত করুন; তাঁহার কৃপাই আমাদের আশা, ভরসা, ও নির্ভরস্থল।

## আলোচনা সভা।

### বিবাহ প্রণালী। (প্রাপ্ত)

বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়। নির্ব্বাচন প্রথা দ্বারা বিবাহ হওয়া উচিত হইলেও বিবাহার্থী যুবক যুবতীদিগের পিতা মাতার অথবা অন্যান্য অভিভাবক বর্গের মত গ্রহণ করা অতীব আবশ্যক,কারণ দুই এক স্থলে অভিভাবকের মতামত না লইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতার উপর নির্ভর করিয়া যে বিবাহ হইয়াছে তাহাতে অত্যন্ত কুফল ফলিয়াছে।

বাবু কালিনাথ দত্ত। প্রেম বিবাহের মূল; প্রেমের অভাবে বিবাহ ব্যভিচার মাত্র। রূপজ প্রেম অধিক দিন স্থায়ী হয় না; জ্ঞান দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যে প্রেম হয় তাহাও অধিক দিন থাকে না। নিঃস্বার্থ অহেতুকি প্রেম, যে প্রেমে মানুষ আপনাকে ভুলিয়া যায়, সেই প্রেমই বিবাহের স্থায়ী ভিত্তি, কিন্তু এ প্রকার প্রেম অতি বিরল। কিন্তু যতদিন আমাদের সমাজে এই প্রকার প্রেমের ভাব দেখা না যাইতেছে ততদিন নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত থাকাই ভাল।

বাবু সীতানাথ নন্দী। নির্ব্বাচন প্রণালীতে বিপদ ঘটে না। কিন্তু একবার স্বাধীনতা দিয়া তাহাতে বাধা দিলে বিপদ ঘটে। সমাজে বিবাহের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিলে ব্যভিচার অসম্ভব, কারণ যে যাহাকে চায় সে যদি তাহাকে পায় তাহা হইলে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হইবার কোন কারণ থাকে না, অতএব বিবাহ সম্বন্ধে মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত।

বাবু হিরালাল হালদার। সংসারের সকল কার্য্যেই ঈশ্বরের অভিপ্রায় ( design ) দেখা যায়,প্রেমেতেও design আছে। কি রূপজ কি গুণজ কি আধ্যাত্মিক সকল প্রকার প্রেমেই অভিপ্রায় প্রকাশ পায়। বিবাহ বিষয়ে পিতা মাতার হাত থাকা ভাল, কিন্তু কতদূর থাকা উচিত তাহা আমি চিন্তা করি নাই।

বাবু তারিণীচরণ বসু। আমি নিজে এ সম্বন্ধে কোন মতামত এখন দিতেছি না কেবল Anthropological Society র একখানা কাগজ হইতে কিছু পাঠ করিব।

তারিণী বাবুর ইংরাজি পত্রিকা হইতে পঠিত অংশের সারমর্ম্ম এই যে বিবাহে স্বাধীনতা থাকা উচিত নয়। ভারতবর্ষে প্রচলিত বাল্য বিবাহে অনেক সুফল দৃষ্ট হয়, যথা বক্ষঃস্থল বিস্তৃত, ললাট প্রসর, ইত্যাদি। বিবাহে পিতা-মাতার সম্পূর্ণ হাত থাকা আবশ্যক।

বাবু হরকালী সেন। বিবাহের উপর মানুষের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি নির্ভর করিতেছে, সেই জন্য হঠাৎ কোন এক Authority র উপর আস্থা স্থাপন করা উচিত নয়। তারিণীবাবুর পঠিত পত্রে বাল্য বিবাহের সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করা হইল, বোষ্টন হইতে আগত জোসেফকুক্ ঠিক তাহার বিপরীত মত প্রকাশ করেন; তিনি আমাদিগের অধিকাংশকেই manikins ("তালপাতার সিপাই") বলিয়াছিলেন। রূপজ বিবাহে ( marriage by fascination ) যদিও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে কোন কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু শরীর তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন যে ইহাতে সন্তান সন্ততি বলিষ্ঠ ও দ্রঢ়িষ্ঠ হয়। বিবাহেতে শারীরিক উপযোগীতা আছে; অতএব আমাদের এ বিষয়টী বিশেষ চিন্তা করা উচিত। কোন এক ইংরাজ গ্রন্থকার ধার্ম্মিকদিগকে উপহাস করিয়া বলিয়াছেন যে "তাঁহারা এত দূর আধ্যাত্মিক হইয়াছেন যেন তাঁহারা শরীর ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন।" আমাদের শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

বাবু জয়কৃষ্ণ মিত্র। আমাদের শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত আবশ্যক; অনেকের হয়ত কোন ব্যারাম থাকিতে পারে অথচ তাঁহাদের বিবাহের ইচ্ছা আছে এরূপ স্থলে কি করা কর্ত্তব্য তাহা চিন্তার বিষয়। আর পাত্র কন্যার পরস্পরের উপযোগী হওয়া উচিত, সুতরাং বিবাহ বিষয়ে পিতা মাতার কিছু হাত থাকা উচিত।

বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত। আমরা অনেক সময়ে পাশ্চাত্যভাবের দ্বারা চালিত হইয়া থাকি; নিজের দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করি না। আমাদের দেশে কি লোক ছিল না? না বিবাহ হয় নাই? অদ্য কেবল পাশ্চাত্যভাব দেখান হইল, কিন্তু হিন্দু দিক ভাল দেখান হইল না। বিবাহ বিষয়টী অত্যন্ত গুরুতর, এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া আলোচনা ও অনেক সত্য সংগ্রহ করা আবশ্যক। আমার মতে বিবাহে পিতা মাতা অথবা অন্যান্য অভিভাবকদের হাত থাকা আবশ্যক এবং বিবাহার্থীদেরও হাত থাকা উচিত। মনোনয়নের ভার অভিভাবকদের উপর কিন্তু মীমাংসার ভার বিবাহার্থীদের হাতে থাকা উচিত। এক দিকে যেমন স্বাধীনতা রক্ষা করা উচিত, অপর দিকে তাহার সীমা থাকাও উচিত।

বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী। শ্রদ্ধেয় উমেশবাবু যাহা বলিলেন তাহাতে আমার সহানুভূতি আছে। আমাদের সমাজে যেরূপ বিবাহ প্রচলিত আছে তাহা মন্দ নহে। এ প্রথাকে এক রূপ অর্দ্ধ স্বয়ম্বর প্রথা বলা যাইতে পারে; ইহাতে পিতা মাতারও হাত আছে এবং যুবক যুবতীরও স্বাধীনতা আছে। আমার মতে আপাততঃ এইরূপ বিবাহ প্রচলিত থাকাই ভাল।

বাবু সীতানাথ দত্ত। আমরা অনেক সময়ে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মত সকলের যথোচিত সম্মান করি না, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহাদের কথায় অনেক যুক্তি আছে। বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন যে পিতামাতার অভিজ্ঞতার উপর বিবাহার্থীদের নির্ভর করা উচিত। আমিও স্বীকার করি যে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার মূল্য আছে, কিন্তু তাঁহারা যতদূর উহার উপর নির্ভর করিতে বলেন আমার মতে ততদূর করা উচিত নয়। পিতামাতা অপেক্ষা যুবক যুবতীরা সমবয়স্কতা এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রযুক্ত পরস্পরকে অধিক জানিতে পারে। সমবয়স্কের নিকট যে প্রকার মন খুলিয়া কথা কথা যায় অধিক

বয়স্কের নিকট সেরূপ করিয়া কথা কহা সম্ভব নয়। পরের বাড়ীর ছেলে মেয়ের সম্বন্ধে যুবক যুবতী অপেক্ষা বৃদ্ধ অভিভাবকদিগের জানিবার বিশেষ কিছু সুবিধা আছে, মনে করি না। যুবক যুবতীদিগের ধর্ম্মশাসনাধীন ঘনিষ্ট আলাপ পরিচয় ও বৃদ্ধদের অভিজ্ঞতা একত্র হইয়া যে নির্ব্বাচন হয় তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত। (দ্বিতীয় দিন) বিবাহ ধর্ম্মমূলক ইহা হিন্দুরা বিশ্বাস করিতেন। তাঁহারা বলিতেন "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র পিণ্ডপ্রয়োজনং"। পিণ্ড অর্থাৎ পারলৌকিক কল্যাণের জন্য পুত্রের প্রয়োজন এবং পুত্রের জন্যই বিবাহ। তাঁহারা স্ত্রীকে সহধর্ম্মিনী বলিতেন। এমন হইতে পারে যে বিবাহ কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে উপযুক্ত নয়।' হয়ত তিনি দেশের মঙ্গল কার্য্যে, হয়ত বা কোন মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। অনেকে বলেন নির্ব্বাচন না হইলে মিল হয় না; এবং সন্তানাদি ভাল হয় না। কিন্তু মিল যে কোথায় হয় না তাহাত আমি জানি না। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পিতা ৮০ বৎসর বয়সের সময় বিবাহ করিয়াছিলেন এবং সেই বিবাহ-প্রসূত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ন্যায় ধীশক্তি সম্পন্ন লোক অতি বিরল। প্রধান বিষয়ে যদি মিল থাকে তাহা হইলে একটু সহিষ্ণুতা থাকিলেই অন্যান্য বিষয়ে মিল হইতে পারে, কারণ ঈশ্বর আমাদের প্রকৃতিকে অত্যন্ত মিলের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ধর্ম্ম উদ্দেশ্য করিয়া বিবাহ করা উচিত নতুবা বিবাহে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়। বিবাহ সম্বন্ধে হয় অভিভাবকদের শাসন, না হয় সামাজিক শাসন, না হয় অন্য কোন শাসন থাকা উচিত, নতুবা স্বেচ্ছাচার আসিবে। হিন্দুরা যে কেবল বাল্যবিবাহ দিতেন সেরূপ মনে করা অত্যন্ত অন্যায়। তাঁহাদের বয়সের নিয়ম ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এখন কেবল দোষগুলি আছে কিন্তু গুণগুলি নাই। আমরা যে পূর্ব্বানুরাগের কথা বলিতেছি তাহা তখনও ছিল। হিন্দু সমাজে যে সুফল ফলে নাই তাহা হইতে পারে না কারণ তাহা হইলে সমাজ চলিত না।

বাবু বিষ্ণুপদ সেন। বিবাহ বিষয়টা এত গুরুতর যে এখনও আমি এসম্বন্ধে কোন শেষ মীমাংসায় উপনীত হইতে পারি নাই। আমার বোধ হয় ক্রমে যত স্ত্রীশিক্ষা বাড়িবে স্ত্রীলোকেরা যত আত্মপোষণক্ষম ও স্বাধীন হইতে শিখিবেন ততই বিবাহ বন্ধুতার ন্যায় হইয়া দাঁড়াইবে। এখন যে বিবাহ হয় তাহা কেবল স্ত্রীলোকের নিরাশ্রয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ যখন আত্মনির্ভরের অবস্থায় উঠিবে তখন আর বাহিরের শাসন মানিবে না; অভিভাবকের শাসন, সমাজের শাসন মানুষ অগ্রাহ্য করিবে। কিন্তু তাহা বলিয়া মনে করা উচিত নয় যে তখন সকলে স্বেচ্ছাচারী হইবে; না স্বেচ্ছাচারী হইবে না। তখন বাহিরের শাসন অপেক্ষা ভিতরের শাসন অধিক মান্য করিবে। বিবেকের আদেশ, ধর্ম্মবুদ্ধির আদেশ অধিক পালন করিবে। সুতরাং তখন এই নির্ব্বাচন প্রণালী ছাড়া অন্য কোন প্রণালী দ্বারা বিবাহ হওয়া অসম্ভব। আমাদিগের সর্ব্বদা এই ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং যাহাতে এখন হইতে আমরা এই ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

বাবু কালীশঙ্কর সুকুল। বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা আপেক্ষিক হইবে; এসম্বন্ধে কোন নিরপেক্ষ আদর্শ থাকিতে পারে না। আমাদের ভবিষ্যৎ অথবা অতীত লইয়া কোন আলোচনার প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান লইয়া আলোচনা করাই ভাল। আমার মতে পূর্ব্বানুরাগের উপর বিবাহ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, কিন্তু এই পূর্ব্বানুরাগ অর্থ চক্ষুরাগ নয়। চক্ষুরাগ হইয়া যে বিবাহ হয় তাহাতে অনেক কুফল ফলে। সামাজিক শাসন কিছু থাকা উচিত। মনে করুন একজন অতি দরিদ্র লোক যদি বিবাহার্থী হয় তবে সমাজের তাহাকে বাধা দেওয়া উচিত। আমাদের সমাজে এখন যাহাতে নরনারী পরস্পর মিশিতে পারে এরূপ করা উচিত, নতুবা নির্ব্বাচন হইতে পারিবে না।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। প্রণয়ের মূলে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা আবশ্যক। নিজের মনে মনুষ্যত্বের যে আদর্শ আছে তাহার কিয়দংশ অন্যে দেখিয়া স্বভাবতঃ যে মন তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহাকেই প্রকৃত প্রেম বলে। যদি এরূপ মনে না হয় যে আমি এক ব্যক্তির সহিত মিশিলে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই উন্নত হইব তাহা হইলে তাহাকে বিবাহ করা উচিত নয়। সমাজে এইরূপ বিবাহ প্রচলিত করিতে হইলে যুবক যুবতীদিগকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত যাহাতে তাহাদের (১) জীবনের আদর্শ উন্নত হয় (২) বিচার শক্তি (Power of selection বা Judgment) বৃদ্ধি পায় (৩) বৈরাগ্য ও ইন্দ্রিয় সংযম (Self-control) অভ্যাস হয়। যাহাতে নরনারী প্রকৃত চরিত্রবান হইতে পারে তাঁহা করিতে হইবে। প্রায় সকলেই বলিয়াছেন যে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিতে হইবে, কিন্তু যতদিন না পুরুষ ও স্ত্রীলোক পরস্পরের সহিত ভাল করিয়া না মিশিতেছে ততদিন পছন্দ করিয়া বিবাহ হওয়া অসম্ভব। আমরা মুখে অনেকে স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রশংসা করি বটে কিন্তু যথার্থ স্বাধীনতার পক্ষ এখনও অবলম্বন করি নাই। অভিভাবকদের শাসন কেবল Moral control হওয়া উচিত; আমি একটী ইংরেজ পরিবারের বিবরণ সম্বন্ধে পাঠ করিয়াছি যে "There is every legitimate freedom with every legitimate control (উপযুক্ত স্বাধীনতাও আছে উপযুক্ত শাসনও আছে) অভিভাবকদের এরূপভাবে শাসন করা উচিত যে কখন যেন তাঁহাদের অধীনস্থ বালক বালিকা এরূপ বুঝিতে না পারে যে তাঁহারা তাহাদিগকে শাসন করিতেছেন। যে এরূপ করিয়া শাসন করিতে জানে সেই প্রকৃতরূপে সুশাসন করিতে পারে। আমাদের সমাজে পুরুষ স্ত্রীলোক একত্রে যাহাতে মিশিতে পারে, তাহার পক্ষে এই আলোচনা সভা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ব্রাহ্মবিদ্যালয়ে একত্র অধ্যয়ন, বক্তৃতাস্থলে আলোচনা ও সায়ং সমিতিতে সম্মিলন, মধ্যে মধ্যে উদ্যান সম্মিলন এই সমুদায় উপায়ে এই মেশামিশি হইতে পারে। আমাদের মহিলারা এবিষয়ে যদি আমাদিগকে সাহায্য করেন তাহা হইলে অনেক উপকার হয় এবং কার্য্যের সুবিধা হয়।

বাবু মোহিনীমোহন রায়। আমি আনন্দের সহিত শাস্ত্রী মহাশয়ের কথার অনুমোদন করি। বিবাহ ধর্ম্মের ভিত্তির

উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। যে সকল নরনারী বিবাহের আগে আধ্যাত্মিক জীবন লাভ না করিতে পারে, সংসারে প্রবেশ করিলে তাহারা যে ধর্ম্মসাধন করিতে পারিবে তাহা আমার বিশ্বাস হয় না। আমরা যে কেবল বাল্যবিবাহ দিব না তাহা নয়, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা হয় ততদিন বিবাহ দিব না।

বাবু বিনোদবিহারী রায়। আমি অতি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে ব্রাহ্মসমাজে এখনও জাতিভেদ প্রচলিত আছে। আমি অনেক এরূপ ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাকে দেখিয়াছি যাঁহারা পুত্র কন্যার বিবাহের সময় স্বজাতীয় পাত্র অনুসন্ধান করেন। আমাদের এরূপ জাতিভেদ থাকাতে বিবাহের অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে। অসবর্ণ বিবাহ যাহাতে আমাদের সমাজে আরও ভাল রূপ প্রচলিত হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত।

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু। শাস্ত্রী মহাশয় পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের মিশিবার যে উপায় বলিলেন তাহা অতি উত্তম। কথা অনেক হয়েছে এখন কার্য্যে যাহাতে এই উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা হউক। (অসম্পূর্ণ)

---

## সম্পাদকীয় মন্তব্য।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি নয় জন ব্রাহ্মবন্ধুর স্বাক্ষরিত একখানি মুদ্রিত নিবেদন পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ঐ নিবেদন পত্রে তাঁহারা ব্রাহ্মসাধারণকে কয়েকটী কথা জানাইয়াছেন। (১ম) সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার পক্ষে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা ভাল হয় নাই। (২য়) উক্ত সভা তাঁহার পদত্যাগ পত্র গ্রহণের সময় কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রতি অবিচার করিয়াছেন, (৩য়) এই অবিচারের প্রতীকার করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ গোস্বামী মহাশয়কে প্রচারক পদ পুনর্গ্রহণ জন্য অনুরোধ করা কর্ত্তব্য। গোস্বামী মহাশয়ের সহিত কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণের যে যে বিষয়ে মতভেদ, নিবেদনকর্ত্তাগণ তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটীর উল্লেখ করিয়াছেন;— (১) গুরুদত্ত মন্ত্রের শক্তি ও ফলোপদায়িকতা আছে। (২) ধর্ম্ম সাধনে গুরুর সাহায্যের ও গুরুর আনুগত্যের আবশ্যকতা ও ফলোপদায়িকতা আছে, এবং তাহাতে সাধনের বিশেষ উপকার বোধ করেন। (৩) অধিকাংশ স্থলে প্রাণায়াম বা শ্বাস নিয়ামক কোন প্রকার সাধনের আবশ্যকতা আছে। (৪) সাধু বাক্যে নিষ্ঠার ফল আছে। (৫) গুরু শক্তিতে শিষ্যের অন্তরে কোন প্রকার অব্যক্ত শক্তির সঞ্চার হয়। (৬) বিজয় বাবুর বিবিধ প্রকার অদ্ভুত শক্তি আছে। নিবেদন কর্ত্তাগণ এগুলির কোন প্রতিবাদ করেন নাই, বরং বলিয়াছেন "এই সমস্ত নূতন কথা বিজয় বাবুর ন্যায় ব্রাহ্ম সমাজের একজন বহু মানাস্পদ প্রাচীন সুবিজ্ঞ প্রচারকের দ্বারা যখন প্রচারিত হইতেছে, তখন ব্রাহ্ম সমাজের তৎপ্রতি একেবারে খড়্গাহস্ত হওয়া বিধেয় নহে। * * যদ্যপি এই সমস্ত কথার মধ্যে সত্য থাকে, তবে তাহা ব্রাহ্ম সমাজের সম্পত্তি। অপ্রাপ্ত বয়স্কতা ও অপূর্ণতা হেতু বর্ত্তমান ব্রাহ্ম সমাজ একথা বুঝিতে পারেন আর নাই পারেন, সেই সমস্ত ব্রাহ্মসমাজেরই ঐশ্বর্য্য।"

---

পাঠকগণের প্রতি আমাদের একটী অনুরোধ এই তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক তত্ত্বকৌমুদীর যে সংখ্যাতে গোস্বামী মহাশয়ের পদত্যাগ পত্র ও তদুপরি কার্য্য নির্ব্বাহক সভার মন্তব্য প্রকাশিত হয়,তাহা পুনরায় একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন; এই বিষয়ে তাহাতে আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকগণ দেখিবেন গোস্বামী মহাশয় যে পদত্যাগ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার এক দিনের কার্য্য নহে এবং কার্য্য নির্ব্বাহক সভাও যে বিনা বিচারে তাঁহার পদত্যাগ পত্র হটাৎ গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও নহে। বহুদিন হইতে গোস্বামী মহাশয়ের প্রাণে একটি ভাব উদয় হইয়াছে। সেটী এই যে তিনি এক্ষণে যে সকল প্রণালী ও মত অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক সভ্যের মনে গুরুতর আপত্তি উপস্থিত হয়, এরূপ স্থলে তাঁহাদের সহিত প্রচারক সম্বন্ধ না থাকাই ভাল। সে সকল প্রণালী ও মত কি তাহা পত্র লেখকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং উপরে তাহা প্রকাশিত হইল। আমরা যতদূর জানি এই ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই তিনি চৈত্র মাসে একবার পদত্যাগ করেন। তখন কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ বন্ধুভাবে তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে সে পত্র প্রত্যাখ্যান করিতে অনুরোধ করেন এবং বিশেষ কথাবার্ত্তার নিমিত্ত তাঁহাকে আর একবার কলিকাতায় আসিতে অনুরোধ করেন। ইতিমধ্যে তাঁহার মত ও কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য দুই জন সভ্যের দুইখানি পত্র কার্য্য নির্ব্বাহক সভার হস্তগত হয়। তদনুসারে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা একটী সব-কমিটী নিয়োগ করিতে বাধ্য হন। গোস্বামী মহাশয়কে বলিয়া ও তাঁহার অনুমতি ক্রমে এই সব-কমিটী নিযুক্ত হয়। ইহারা অনুসন্ধান দ্বারা যাহা জানিয়াছিলেন তাহাই মন্তব্যের আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বোধ হয় এই সব-কমিটী নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বেই গোস্বামী মহাশয় দ্বিতীয় পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করেন।

---

কার্য্য নির্ব্বাহক সভা যে গোস্বামী মহাশয়কে সহজে যাইতে দিয়াছেন আমরা তাহা মনে করি না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ বিস্তৃত এবং প্রচারক সংখ্যা যে রূপ অল্প তাহাতে গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় একজন প্রচারককে নিজপদ হইতে অবসৃত হইতে দেওয়া কি সুখের ব্যাপার? যাঁহার ন্যায় ব্রাহ্মসমাজের সেবা আর কেহ করে নাই, যিনি ব্রাহ্ম-প্রচারকদিগের আদর্শস্বরূপ ছিলেন, যিনি ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য চিরদিনের মত দেহের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াছেন, যিনি সমস্ত দিন অনাহার ও পথ-শ্রমের পর মুৎপিণ্ড মাত্র আহার করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, যিনি বিশ্বাস, নিষ্ঠা, আধ্যাত্মিকতার আদর্শ স্থল, তাঁহাকে সহজে ও অক্লেশে ছাড়িয়া দিতে কে পারে? বরং

এই কথাই কি সত্য নয়, যে তাঁহার সহিত যে যে বিষয়ে মতভেদ তাহার বিচার বহুদিন হইতে হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থাকাতেই তাঁহার কার্য্যের প্রতি বহুদিন কোন আপত্তি উত্থাপন করা হয় নাই। বিজয় বাবুকে কেহ সহজে অবসৃত হইতে দিয়াছে বা কঠোর ভাবে অবসৃত হইতে দিয়াছে, বলিলে অত্যন্ত অবিচার করা হয়। পত্র-লেখকগণের সর্ব্ব প্রধান যুক্তি এই যে যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মের আদরণীয়; সত্যের অনুসন্ধান কেন হইল না? অর্থাৎ পত্র-লেখকগণের অভিপ্রায় এই, পূর্ব্বোক্ত ছয়টী বিষয় যাহা বিজয় বাবুর নামে উক্ত হইয়াছে, তাহার বিষয় কেন অনুসন্ধান করা হইল না? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই সবকমিটীর রিপোর্টেই প্রকাশ যে এ বিষয়ের বিচার হইয়াছে। আর এ সকল বিষয়ের বিচার কি পূর্ব্বে কখনও ব্রাহ্মসমাজে হয় নাই? এ সকল কি ব্রাহ্মদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন? আমাদের ত তাহা বোধ হয় না। আর, গোস্বামী মহাশয় প্রচারক না থাকিলে কি এ সকল বিষয় অনুসন্ধানের পক্ষে কোন বাধা আছে? এ সকল অনুসন্ধানের পক্ষে যে তাঁহার প্রচারক পদে প্রতিষ্ঠিত থাকা অত্যাবশ্যক তাহার যুক্তি কি? আমরা বলি যদি একজন ব্রাহ্মপ্রচারক খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া যান ও বলেন যে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে অনেক গূঢ় তত্ত্ব আছে যাহা তোমরা এখনও জান না, আমি তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেছি অনুসন্ধান কর, তাহা হইলে সে বিষয়েও আমাদের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সে জন্য তাঁহার প্রচারক পদে প্রতিষ্ঠিত থাকা প্রয়োজন নহে। বরং যে স্থানে বিশেষ মতভেদ রহিয়াছে সে স্থানে প্রচারকপদ হইতে দূরে থাকিয়াই বিচার সুন্দররূপ চলে। সত্যের প্রতি ব্রাহ্মসমাজ কখনই অনাদর করেন নাই, করিবেনও না। কিন্তু তাহা বলিয়া কি বিশ্বাস ও কার্য্যের কোন ভিত্তি থাকিবে না? গোস্বামী মহাশয়ের অবলম্বিত যেসকল মত ও কার্য্য-প্রণালীর উল্লেখ অগ্রে করা হইয়াছে সে সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ মত কি তাহা সকলেই জানেন। ব্রাহ্মসমাজ অনেক কাল পূর্ব্বেই এ সম্বন্ধে মত স্থির করিয়াছেন। এই গুলিকে পত্রলেখকগণ নিজেরাই নূতন বলিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহাদের বিশ্বাসেই এগুলি ব্রাহ্মসমাজের চিরাবলম্বিত মত ও প্রণালীর বিরুদ্ধ। তবেই দেখা যাইতেছে এ সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস ও কার্য্যের স্থিরভিত্তি রহিয়াছে। যদি এক্ষণে কেহ সে ভিত্তি সরাইতে চান, চেষ্টা করুন; কিন্তু তাঁহার যে প্রচারকপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হইবে, তাহার যুক্তি কি? গোস্বামী মহাশয়ের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের এই সংস্কার যে তিনি যেখানেই থাকুন, তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিকতা ও প্রবল নিষ্ঠা দ্বারা বিশেষরূপে ধর্ম্মভাব প্রচার হইতেছে ও হইবে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিলে আমরা যে পূর্ণাঙ্গ নির্ম্মল ধর্ম্মকে বুঝি তাহা আর তাঁহার দ্বারা প্রচারিত হইতেছে না, এবং আমরা যতদূর জানি তিনিও ইহা অনুভব করিতেছেন। ইহা স্মরণ রাখিয়া সকলে কার্য্য করিবেন।

স্বর্গীয়া কুমারী সরলাবালা মহলানবীস সম্বন্ধে আমরা একটী বন্ধু হইতে নিম্ন লিখিত বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি:—কুমারী সরলাবালা বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় এবং বেথুন স্কুলে বিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি দুইবার এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দেন কিন্তু ঘটনাক্রমে, দুইবারই পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণা হইয়াছিলেন। কিন্তু পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণা হইয়াও উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য কলেজ ক্লাসে ইংরেজি সাহিত্য ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের শেষ ২।৩ বৎসর যাঁহারা তাঁহার সহিত বিশেষভাবে মিশিয়াছেন তাঁহারা সকলেই সরলার আশ্চর্য্য ধর্ম্মভাব এবং বিষয়ে বিরক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের হিতজনক কার্য্যে সর্ব্বদাই উৎসাহের সহিত যোগ দিতেন। প্রায় ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে যখন কতিপয় ব্রাহ্ম বন্ধুর চেষ্টায় ব্রাহ্ম বালিকাদিগের জন্য একটী স্কুল হয় তখন তিনি আনন্দের সহিত সেই স্কুলে শিক্ষা প্রদান করেন। তৎপর যখন ব্রাহ্মিকা এবং নিরাশ্রয়া বিধবাদিগের জন্য একটী স্কুল করা হয় তথায় তিনি অতি উৎসাহের সহিত শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংস্রবে বালক বালিকাদিগের জন্য যে রবিবাসরিক নৈতিকবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, প্রথম হইতেই তিনি বিশেষ আগ্রহে তাহার শিক্ষা কার্য্য এবং স্কুলের সম্পাদিকার কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই প্রকারের কার্য্যে তাঁহার উৎসাহের কখনও ন্যূনতা দৃষ্ট হয় নাই। বিশেষতঃ তাঁহার জীবনের শেষ ভাগে সংসারিকতার প্রতি এতদূর বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল যে চিরদিন কুমারী থাকিয়া তাঁহার সমশ্রেণীস্থ নারীগণের কুশল-জনক কার্য্যে এবং অন্য প্রকার হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার জন্য বাসনা জন্মিয়াছিল। তাঁহার বন্ধুগণ সকলেই অবগত আছেন এই সঙ্কল্প সাধনের জন্য তাঁহার হৃদয়ে প্রবল বাসনানুরূপ শক্তিও ছিল এবং তজ্জন্য সকল প্রকার ক্লেশ বহন করিতে তাহার কোন অনিচ্ছা দেখা যায় নাই। স্বাধীনভাবে যাহাতে সমাজের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেন, কাহারও গলগ্রহ হইয়া দিনপাত করিতে না হয় এই অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহার জীবনের শেষভাগে বেথুন স্কুলের একটী শিক্ষায়িত্রীর পদ গ্রহণ করেন। অতি অল্প সময়ই তিনি তাঁহার এই প্রিয়কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারিয়াছিলেন। সরলার পার্থিব জীবন ২২ বৎসর মাত্র হইয়াছিল, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার যে প্রকার জীবনের সদ্ব্যবহারের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল এবং সমাজের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার ইচ্ছা জন্মিয়াছিল তাহাতে এই প্রকার সদুৎসাহিনীর জীবন প্রদীপ অল্প সময়েই নির্ব্বাণ হওয়া ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি-জনক। তিনি এই সময়ের মধ্যেই বালক বালিকাদিগের জন্য রামমোহন রায়ের জীবন চরিত অতি সহজ ভাষায় সংক্ষেপে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। আরও কোন কোন গ্রন্থের সূচনা তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা সমাপ্ত করিবার সময় আর ঘটিল না। সরলার শিল্প কর্ম্মেও বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তিনি সর্ব্বদাই আপনার ব্রাহ্মিকা ভগিনী

গণকে প্রয়োজনীয় জামা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দিতেন। এই প্রকার বহু গুণান্বিতা কুমারী সরলার বিচ্ছেদে তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধুগণ যে দারুণ ক্লেশ পাইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাঁহার জীবন যেমন ছিল, মৃত্যুও তেমনই হইয়াছে। মৃত্যুকালেও তাঁহার ঈশ্বর-বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। প্রার্থনা, ঈশ্বর-চিন্তা ও নাম গান করিতে করিতে তাঁহার পবিত্র পার্থিব জীবন শেষ হইয়াছে। ঈশ্বর আমাদের মধ্যে এরূপ বিশ্বাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করুন্।

## প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়! গত ১৬ই অগ্রহায়ণের তত্ত্বকৌমুদীতে "চরিত রহস্য,—ব্রাহ্মিকা জননীর পুত্র বিয়োগ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য যে উহা একটী প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনে বিরচিত। লেখক যদ্যপি ব্রাহ্মিকা জননীর পুত্র বিয়োগে অবিচলিতচিত্ততা ও ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন তাহা হইলে আমার তাঁহাকে প্রতিবাদ করিবার কিছুই ছিল না। সেই শোকাবহ ঘটনা পুনরালোচনা করা অতিশয় ক্লেশজনক, এজন্য সে বিষয় পুনরুত্থাপন করিতে আমার একান্ত অনিচ্ছা ছিল। কিন্তু লেখক বাস্তবিক ঘটনার কিয়দংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক "বি-বাবুর" শ্লাঘা ও গৌরব বর্দ্ধনের চেষ্টা করিতে গিয়া প্রকারান্তরে স্থানীয় ব্রাহ্মগণের সহানুভূতির অভাব দেখাইয়াছেন। এজন্য সত্যের অনুরোধে প্রকৃত ঘটনার পরিত্যক্ত অংশগুলির উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম, পত্রিকায় মুদ্রিত করিয়া বাধিত করিবেন।

কয়েক মাস হইল পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় কোন কার্য্যবশতঃ এস্থান হইতে পশ্চিমে যাত্রা করেন। সে সময়ে তাঁহার শিশু পুত্রসন্তানটী পীড়িত। রামকুমার বাবু যাইবার সময় পুত্রটীর পীড়াহেতু কোন আশঙ্কা নাই মনে করেন, তথাপি তৎকালে বিনোদবিহারী রায় নামক তাঁহার বাসাস্থ যুবককে বলিয়া যান যে পীড়া বৃদ্ধি হইলে স্থানীয় ব্রাহ্ম বাবু শিবচন্দ্র দেবের বাটীতে সংবাদ দিবে। কিন্তু পীড়া ক্রমশঃ বাড়িলেও কয়েক দিবস বিনোদ কোন সংবাদ দেন নাই। পরে যখন পীড়া অচিকিৎস্য ও সাংঘাতিক হইয়া উঠিল তখন তাঁহার বাটীতে সংবাদ দেন। সংবাদ পাইয়া শিবচন্দ্র বাবু স্থানীয় প্রধান ডাক্তারকে আনিতে পাঠান, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ডাক্তার সে দিবস আসিতে পারিলেন না। পরদিন ডাক্তার রোগ পরীক্ষা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া যান, এবং শিবচন্দ্র বাবুর পুত্র সত্যপ্রিয় বাবুর নিকট বলিয়া যান যে পীড়া অত্যন্ত দুরূহ ও আরোগ্য হওয়া কঠিন। তৎপরে যে রাত্রিতে শিশুটীর মৃত্যু হয় সে রাত্রিতে আন্দাজ দুই ঘটিকার পর বিনোদ প্রতিবাসী পোষ্টমাষ্টার বাবু হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের সহিত সত্যবাবুর নিকট দুইবার যান, ও তিনি তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া পুনরায় ডাক্তারকে আনিবার জন্য সঙ্গে লোক দিলেন। কিন্তু ডাক্তার বোধ করি পীড়ার অবস্থা চিকিৎসার সাধ্যাতীত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া আসিলেন না। ৫টার সময় শিশুটীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া ৬টার সময় শিবচন্দ্র বাবুর সহধর্ম্মিনী শোকাকুল জননীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হন এবং কয়েক ঘণ্টা থাকিয়া তাঁহাকে স্নানাদি করাইয়া নিজের বাটীতে তাঁহাদের আহারাদির বন্দোবস্ত স্থির করিয়া আইসেন। প্রাতঃকালে সত্যপ্রিয় বাবু ও নিকটস্থ কয়েকজন ব্রাহ্ম সমুদয়ে ৪।৫ জন উক্ত স্থানে উপস্থিত হন। যে স্থানে সৎকার হইল তন্নিকট পর্য্যন্ত সত্যবাবু বিনোদের সমভিব্যাহারে যাইয়া সৎকারের আবশ্যকীয় আহরণের নিমিত্ত নিজের লোক নিযুক্ত করিয়া ও যাহা ব্যয় হইবে নিজে দিবেন বলিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। উপরোক্ত হরিনারায়ণ বাবুর তৎকালীন ব্যবহার অতীব প্রশংসনীয় ও বিশেষ ধন্যবাদের যোগ্য; তাঁহার নাম প্রবন্ধটীতে কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লিখিত হওয়া উচিত ছিল। তিনি রাত্রি জাগরণ করিয়া বিনোদের সহিত সেই গভীর রজনীতে ডাক্তার আনয়নার্থে স্বয়ং গাড়ির আড্ডায় ও শিবচন্দ্র বাবুর বাটীতে দুইবার গমন করেন, এবং শিশুটীর মৃত্যুর পর বিশেষ সহৃদয়তার সহিত সৎকারের আয়োজনের যথেষ্ট সহায়তা করেন। বিনোদের উক্ত সময়ের আচরণ অতীব প্রশংসনীয় এবং অল্প বয়সে যথেষ্ট আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত সকল কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। তবে "ব্রাহ্মিকা জননীর পুত্র বিয়োগে" ধৈর্য্য ও ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর বর্ণনা করিতে গিয়া "বি-বাবু প্রাণ ভরিয়া প্রার্থনা করিলেন" ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ পূর্ব্বক নিজে নিজের গৌরব বাড়াইয়া লেখা* দেখিতে ভাল হয় নাই, এবং "এখানে আর অন্য ব্রাহ্ম নাই" "বি-বাবু" একাই সমস্ত করিলেন এরূপ ভাবের লেখা প্রকৃত অবস্থার পরিচায়ক নহে। আমার নিশ্চয় বোধ হয় যে প্রবন্ধটী "বি-বাবু' নিজেই লিখিয়াছেন, অন্যে লিখিলেও যে তাঁহারই বর্ণনানুযায়ী লেখা হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। উপসংহার কালে, শ্রদ্ধাস্পদ রামকুমার বাবুর সহধর্ম্মিনী পুত্র বিয়োগে যেরূপ ধৈর্য্য, ব্রহ্মনিষ্ঠা ও তৎকালোচিত কর্ত্তব্য পরায়ণতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

কোন্নগর — বশম্বদ
১১ই পৌষ ১২৯৩ — শ্রীসারদাপ্রসাদ মিত্র।

## সংবাদ।

মাঘোৎসবের কার্য্য প্রণালীঃ—

৩রা মাঘ শনিবার। প্রাতে ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের জন্য ব্রাহ্ম পরিবার ও ব্রাহ্ম ছাত্রনিবাস সমূহে উপাসনা। রাত্রিতে উৎসবের উদ্বোধন।

৪ঠা „ রবিবার। প্রাতে ছাত্রোপাসক সম্মিলনীর উৎসব। রাত্রিতে শ্রমজীবীদিগের উৎসব।

* উক্ত প্রবন্ধ-লেখকের প্রতি আমরা এরূপ অভিপ্রায় আরোপ করিতে পারি না।—ত, স।

৫ই মাঘ সোমবার। প্রাতে উপাসনা। রাত্রিতে ছাত্রসমাজের উৎসব।

৬ই „ মঙ্গলবার। প্রাতে উপাসনা। রাত্রিতে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উৎসব।

৭ই „ বুধবার। প্রাতে উপাসনা। রাত্রিতে "লুথার" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৮ই „ বৃহস্পতিবার। প্রাতে উপাসনা। রাত্রিতে "চৈতন্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৯ই „ শুক্রবার। ব্রাহ্মিকা সমাজ ও বঙ্গমহিলা সমাজের উৎসব। রাত্রিতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা।

১০ই " শনিবার। প্রাতে উপাসনা। অপরাহ্ণে নগর-সংকীর্ত্তন। রাত্রিতে উপাসনা।

১১ই „ রবিবার। সমস্ত দিন উৎসব।

১২ই „ সোমবার। প্রাতে উপাসনা। মধ্যাহ্নে আলোচনা। অপরাহ্ণে রবিবাসরিক বিদ্যালয়ের উৎসব ও বালক বালিকা সম্মিলন। রাত্রিতে "নানক" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

১৩ই „ মঙ্গলবার। প্রাতে উপাসনা। রাত্রিতে সঙ্গতসভার উৎসব।

১৪ই „ বুধবার। প্রাতে উপাসনা। রাত্রিতে হিতসাধক মণ্ডলীর উৎসব।

১৫ই „ বৃহস্পতিবার। প্রাতে উপাসনা। রাত্রিতে ব্রাহ্মবন্ধু সভার উৎসব।

১৬ই „ শুক্রবার। প্রাতে হিন্দিতে উপাসনা।

১৭ই „ শনিবার। উদ্যান-সম্মিলন।

মাণিকদহের উৎসব—পবিত্র স্বরূপ মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় নিম্নলিখিত প্রণালীমতে মাণিকদহ ব্রাহ্মসমাজের ৫ম সাম্বৎসরিক জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ১৬ই পৌষ বৃহস্পতিবার—রাত্রিতে উৎসবের উদ্বোধন। বাবু চণ্ডীচরণ গুহ আচার্য্যের কার্য্য করেন, এবং "উৎসবের জন্য প্রস্তুত হওয়ার উপায়" বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। ১৭ই শুক্রবার জন্মদিন—প্রাতে বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণ ৩টার পর পাঠ। বাবু নিবারণচন্দ্র দাস, ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান, রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা এবং জীবনবেদ হইতে অতি সুন্দর ও সময়োপযোগী কয়েকটী বিষয় পাঠ করেন। পরে ৫টা পর্য্যন্ত আলোচনা হয়। তৎপর সঙ্কীর্ত্তন ও উপাসনা। বাবু চণ্ডীচরণ গুহ আচার্য্যের কার্য্য করেন,এবং "জীবন-তরি চালাইতে কি কি সরঞ্জাম আবশ্যক?" এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। ১৮ই পৌষ শনিবার—প্রাতে উপাসনা। বাবু অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণ ৫টার পরে সঙ্কীর্ত্তন, তৎপরে উপাসনা। বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন, এবং "পাপকে অন্যায় বলিয়া বুঝিয়াও ছাড়িতে পারি না কেন?" এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। ১৯শে রবিবার—প্রাতে উপাসনা। বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান হইতে উপদেশ পাঠ করা হয়। অপরাহ্ণ ৫টার পরে সঙ্কীর্ত্তন ও তৎপরে উপাসনা। বাবু চণ্ডীচরণ গুহ আচার্য্যের কার্য্য করেন, এবং "উৎসবের উদ্দেশ্য ও ইহা হইতে জীবনের সম্বল সঞ্চয়" সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। তৎপরে অত্যন্ত আনন্দের সহিত প্রীতি ভোজন হয়।

গৌহাটী—বিগত ৭ই অগ্রহায়ন গৌহাটীতে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। তত্রত্য হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু অভয়াচরণ ভট্টাচার্য্য উপাচার্য্য ও বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মজুমদার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। স্থানাভাবে আমরা অবান্তর বিবরণ প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

ছাত্রসমাজ—বিগত ৩১এ ডিসেম্বর ছাত্রসমাজের উদযোগে সিটী কলেজ গৃহে একটী সভা হয়। জাতীয় সমিতি (ন্যাসন্যাল কঙ্গ্রেস্) উপলক্ষে দেশের নানা স্থান হইতে সমাগত প্রতিনিধিদিগের মনে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে দেশের কর্ত্তব্যজ্ঞান মুদ্রিত করাই সভার উদ্দেশ্য ছিল। সুপ্রসিদ্ধ বক্তা বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপলক্ষে একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন। বোম্বাই মান্দ্রাজ ও অন্যান্য স্থানবাসী বহু সংখক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বোম্বাই প্রদেশস্থ সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রবার্কার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অনেক গুলি ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। ১লা জানুয়ারি উপাসনা মন্দিরে ইংরাজীতে উপাসনা ও বক্তৃতা হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী "আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ইহাতেও জাতীয় সমিতির সভ্যগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

জাতীয় সমিতির অভ্যর্থনা—জাতীয় সমিতি উপলক্ষে আগত ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে অভ্যর্থনা এবং তাহাদের সহিত আলাপাদি করিবার জন্য বিগত ১লা জানুয়ারি সিটী কলেজ গৃহে একটী সভা হয়। তাহাতে বিদেশীয় ভ্রাতাগণ তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন এবং বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালা ও মিঃ নরসিমালু নায়ডু তামিল সঙ্গীত করেন। কিঞ্চিৎ জলযোগেরও আয়োজন হইয়াছিল। ২রা জানুয়ারি অত্রত্য কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু বিদেশীয় ভ্রাতাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করান।

নূতন সমাজ—ঈশ্বর কৃপায় পাবনা জেলাস্থ খলিলপুর গ্রামে একটী নূতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে তত্রত্য বন্ধুগণ দুই খানি পত্র লেখেন, কিন্তু তাহা সম্পাদকের হস্তগত না হওয়াতে মুদ্রিত হইতে পারে নাই, সমাজটী বৎসরাধিক কাল হইল স্থাপিত হইয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসে ইহার সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে আমাদের প্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস এবং শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় যান। ৪দিন উৎসব হয়, তাহাতে স্থানীয় লোক অনেকে যোগ দিয়াছিলেন এবং নবদ্বীপ বাবু একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন, তাহাতে প্রায় দুই তিন শত লোক উপস্থিত ছিলেন। ঈশ্বর এই সমাজটীকে চিরস্থায়ী করুন্। এ সমাজটীর প্রতি প্রচারকগণের খুব দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। এই সময়ে তথাকার বন্ধু শ্রীযুক্ত জলধর সরকার মহাশয়ের

দ্বিতীয় পুত্রের নাম করণ হয়। পুত্রের নাম শ্রীমান্ অমলচন্দ্র রায় রাখা হইয়াছে।

মৃত্যু ও শ্রাদ্ধ—বিগত ২০এ নবেম্বর সৈয়দপুরস্থ ব্রাহ্ম বন্ধু বাবু দ্বারিকানাথ চক্রবর্ত্তীর সহধর্ম্মিণী জ্ঞানদাসুন্দরী একটী নবজাত সন্তান সহ পরলোকগতা হইয়াছেন। জ্ঞানদাসুন্দরী প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্ম সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দ্বারিক বাবুর সহিত বিবাহিতা হন; ইতিমধ্যেই জ্ঞান ও ধর্ম্মসম্বন্ধে জীবনে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। ২ই ডিসেম্বর ব্রাহ্ম বন্ধু বাবু উমেশচন্দ্র বসুর মাতৃশ্রাদ্ধ ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। পরলোকগতা হিন্দু মহিলা দেবভক্তি, দান ও ঐকান্তিক পরসেবা দ্বারা ধর্ম্মজীবনের অতি উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন।

পুস্তক—বাবু চণ্ডীচরণ সেন প্রণীত "অযোধ্যার বেগম" নামক দুই খণ্ড পুস্তক আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। সাক্ষাৎসম্বন্ধে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক ব্যতীত অন্য পুস্তক সমালোচনার আমাদের অবকাশ নাই। চণ্ডী বাবু যেরূপ জীবন্ত স্বদেশানুরাগ ও নিস্বার্থতার সহিত উপন্যাসচ্ছলে ভারতেতিহাস শিক্ষা দিবার প্রয়াস পাইতেছেন, তাহা আমরা অতিশয় প্রশংসনীয় মনে করি। ঈশ্বর তাঁহার সদুদ্দেশ্যের সহায় হউন। "ধর্ম্মবন্ধু" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "আখ্যান-কুসুম" নামক একখানা উপাদেয় পুস্তক পাইয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। ইহাতে ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় অনেকগুলি অতি সুন্দর আখ্যায়িকা সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রত্যেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার ইহা পাঠ করা উচিত। মূল্য পাঁচ আনা মাত্র। "ব্রাহ্মমিশন্ প্রেস্" হইতে প্রকাশিত "ফুলের মালা" ও ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় কয়েকটী অতি সুন্দর আখ্যায়িকা-পূর্ণ ক্ষুদ্র পুস্তক। বালকবালিকাদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। মূল্য অৰ্দ্ধ আনা।

---

## দান প্রাপ্তি স্বীকার।

কৃতজ্ঞতার সহিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ড ও সাধারণ ফণ্ডের দান প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

### (এককালীন দান—প্রচারফ ও ওসাধারণ ব্রাহ্মসমাজ)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

শ্রীযুক্ত বাবু বৈকণ্ঠনাথ মল্লিক বাগআঁচড়া ॥০, কোন একজন বন্ধু কোচবিহার ।/০, "সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত কলিকাতা ১৲, শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দত্ত দ্বারভাঙ্গা ২৲, বাবু সত্যপ্রিয় দেব কোন্নগর ১৲, বাবু বসন্তকুমার রাহা ।০, বাবু শশাঙ্কনারায়ণ দাস কলিকাতা ॥০, কোন এক বন্ধু ঐ ১৲, বাবু গোপালচন্দ্র মল্লিক ঐ ২৲, অভয়চরণ দাস শ্রীহট্ট ১৲, বাবু কালীকুমার দে ঐ ১৲, শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাস ঐ ১৲, বাবু গঙ্গানারায়ণ দাস ঐ ১৲, বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত ঐ ২৲, মিঃ S. B. ঐ ২৲, কোন হিন্দুবিধবা গুনামগঞ্জ ২৲, কোন এক বন্ধু কলিকাতা ১৲, রাধাচরণ ঘোষ ঐ ৪৲, বিহারীলাল গুহ ঐ ১৲, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কটক ৫৲, ব্রজেন্দ্রকুমার বসু ডোমরাওন ৩৲, গোবিন্দরাম ঐ ৫৲, দ্বিজদাস বিশ্বাস ডিব্রুগড় ১০৲, বিপিনবিহারী সরকার হাটিয়ার ১৲, ব্রাহ্মসমাজ শিলং ১।০, নন্দলাল মোদক কোচবিহার ৪৲, অমরচন্দ্র মজুমদার রাউলপিণ্ডি ৫৲, হরনাথ বসু কলিকাতা ৫৲, কেদারনাথ কুলভী বাঁকুড়া ২৲, রামকৃষ্ণ কুলভী উড়িষ্যা ৩৲, বাবু বৈষ্ণবচরণ মল্লিক হুগলি ১৲, শ্রীমতী কৈলাসকামিনী গুহ রঙ্গপুর ১।৶০, কোন একজন বন্ধু কলিকাতা ১৲, বাবু বিপিনবিহারী গুপ্ত ডোমরাওন ৫৲, শ্রীমতী গিরীবালা চৌধুরী ১৲, বাবু রমানাথ বসু হাওড়া ১৲, চণ্ডীচরণ সেন কৃষ্ণনগর ৫৲, কেদারনাথ চৌধুরী কলিকাতা ৮৲, উমেশচন্দ্র বসু সৈয়দপুর ২৷৶০, মহেশ চন্দ্র ঘোষ সাহাজাদপুর ৫৲, সত্যপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ ১৲,

---

## প্রচার ফণ্ডের মাসিক দান।

মজুমদার এণ্ড কোং কলিকাতা ২০৲, বাবু শশীভূষণ বসু এম, এ ঐ ৩৲, অভয়চরণ দাস ঐ ১২৲, সীতানাথ দত্ত ঐ ৫৲, কালীশঙ্কর শুকুল ঐ ৫৷।০, পরেশনাথ সেন ঐ ৪॥০, কালীকুমার ঘোষ ঐ ২॥০, ফণীন্দ্রমোহন বসু ঐ ২॥০, শ্যামলাল ঘোষ ঐ ৬॥০, ভুবনমোহন রায় ঐ ৩॥০, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ঐ ৪॥০, ব্রাহ্মসমাজ কোন্নগর ৩০৲, বাবু শিবচন্দ্র দেব কোন্নগর ২৪৲, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র কলিকাতা ১৫৲, মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ঐ ১৲, উমেশচন্দ্র দত্ত ঐ ৫৷।০, উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পূর্ব্বনপাড়া ৩৷৶০, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐ ৬॥০, ত্রৈলোক্যনাথ গুপ্ত ঐ ১৲, রসিকলাল পাইন ঐ ৪॥০, কল্যাণ সিং ঐ ৩৲, নবীনচন্দ্র ঘোষ চেতলা ১১৲, কৃষ্ণকুমার মিত্র কলিকাতা ৪৲, কেদারনাথ রায় ঐ ৬৲, হরকুমার রায় চৌধুরী ঐ ২১০৲, দ্বারকা নাথ সেন ধুবড়ী ২৲, মোহিনী মোহন বসু কলিকাতা ৯৲, ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্ত্তী দার্জ্জিলিঙ্গ ১৮৲, ভুবন মোহন দাস ভবানীপুর ৮৮৲, বিপিনচন্দ্র পাল কলিকাতা ।০, গোপাল চন্দ্র মিত্র ঐ ১।০, কৈলাসচন্দ্র সেন সৈয়দপুর ২৲, চুণীলাল হালদার কলিকাতা ১।০, দণ্ডাদাস বিশ্বাস ঝিনঝাড়পুর ১।০, অদ্বৈত চরণ মল্লিক কলিকাতা ৪৲, আনন্দমোহন বসু ঐ ২৫০৲, উমাচরণ মণ্ডল মেদিনীপুর ৩৲, দুর্গামোহন দাস কলিকাতা ৭০৲, বিপিনবিহারী রায় মানিকদহ ৫৮৲, সম্পাদক রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজ ১৪৷৶০, বাবু দুকড়ি ঘোষ কলিকাতা ১৲, রমণী মোহন রায় চাঁদাইকোনা ২৪৲, শ্রীমতী অম্বিকা দে কোন্নগর ৫৲, বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ কলিকাতা ১০৲, কালী প্রসন্ন বসু রঙ্গপুর ৩॥০, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হাজারিবাগ ২৲, ক্ষেত্র মোহন দত্ত কলিকাতা ২৲, দেবেন্দ্রনাথ ধর ঐ ২৲, উমাপদ রায় ঐ ২॥০,

---

## সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ফণ্ডের মাসিক দান।

বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ভবানীপুর ১১৲, আনন্দমোহন বসু কলিকাতা ২২৲, দুর্গামোহন দাস ঐ ১৪৲, ভুবনমোহন দাস ঐ ২২৲, হরকুমার রায় চৌধুরী ঐ ১৮০, মোহিনীমোহন বসু ঐ ১০৲, শিবচন্দ্র দেব কোন্নগর ২০৲, গুরুচরণ মহলানবিশ কলিকাতা ৬৲, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ঐ ॥০

## সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক দান।

বাবু শ্রীনাথ গুহ ফরিদপুর ॥০, রোহিনীকুমার গুহ কলিকাতা ১৲, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ময়মনসিংহ ২৲, চাঁদমোহন মৈত্র হিজলাবট ২৲, বানিকান্ত মজুমদার ওসমানপুর ১৲, জ্ঞানেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ॥০, আদিত্যকুমার চট্টো ঐ ১৲, কালীচরণ মুখো সিমলা ৩৲, বিনোবিহারী মুখো ঐ ৩৲, হারাণচন্দ্র বসু ঐ ২৲, মন্মথনাথ মুখো কোন্নগর ১৲, কেশবচন্দ্র দাস ভবানীপুর০ ২৲, গিরিশচন্দ্র দাসগুপ্ত জলপাইগুড়ি ১৲, পুণ্ডরীকাক্ষ মুখো ফতেপুর ২৲, শ্রীমতী জগত্তারিণী মৈত্র কলিকাতা ১॥০, P. Pathaswami No Homtalar ॥০, বাবু বিপিনবিহারী বসু লক্ষ্ণৌ ৪৲, নবদ্বীপচন্দ্র দাস কলিকাতা ॥০, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ঐ ৭৲, মথুরানাথ মৈত্র রাজসাহী ১৲, শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চট্টো বগুড়া ১৲, বাবু বেণীমাধব পাল সিথি ১৲, কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শ্রীহট্ট ১৲, হারাণচন্দ্র চট্টো বর্ম্মা ১৲, প্রকাশচন্দ্র দেব সিলং ১৲, জয়শঙ্কর রায় কুমিল্লা ১৲, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যো, বসিরহাট ৩৲, চন্দ্রশেখর দেব কোন্নগর ১৲, তারিণীচরণ নন্দী সিলং ॥০, গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার কলিকাতা ১, দ্বারকানাথ বসু জলপাইগুড়ি ৪, উদয়রাম দাস তেজপুর ২৲, শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী কলিকাতা ১৲, কে, ই, হামারগ্রেণ সুইডেন ৩॥/০, চন্দ্রকান্ত সেন গোহাটী ১৲, পি, ড্রাঙ্কিয়াম্ ট্রাপুনটা ২৲, বাবু বেচারাম চট্টো ফতেগড় ১৲, গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ডিঘড়া ২৲, কেদারনাথ মিত্র কলিকাতা ১, গিরীন্দ্র মোহন গুপ্ত ঐ ১৲, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ঐ ২॥০, রামগোপাল খাঁ ধুবড়ী ১৲, ভোলানাথ শেট কলিকাতা ॥০, শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ঐ ২৲, তিনকড়ি বসু পচম্বা ৪৲, কামাখ্যাচরণ ঘোষ কলিকাতা ১৲ কাশীনাথ নারায়ণ দেবল বম্বে ১, গোপালনারায়ণ মজুমদার কলিকাতা ॥০, দুর্গাদাস বসু ঐ ১৲, অতুলচন্দ্র রায় ধুবড়ী ২, রাধারমণ সিংহ কলিকাতা ১৲, মহেন্দ্রনাথ চট্টো ঐ ২৲, মোহিনীমোহন মজুমদার ঐ ॥০, ক্ষেত্রমোহন সেন বাঁকুড়া ১৲, আশুতোষ মিত্র কলিকাতা ৬৲, বৈদ্যনাথ ত্রিপাটী সিংহভূম ৩৲, রাখালদাস চট্টো বহরমপুর ২৲, গৌরলাল রায় কাকীনীয়া ২৲, তারিণীচরণ সেন ঐ ১৲, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ১৲, অবিনাশচন্দ্র দাস ঐ ॥০, ভগবতীচরণ মিত্র ঐ ১৲, শ্রীমতী ক্ষেমদাস মিত্র ঐ ৪৲, বাবু অবিনাশচন্দ্র চৌধুরী ঐ ২৲, গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী ময়মনসিংহ ১॥০, দেবেন্দ্রনাথ পাল কলিকাতা ॥০, হরকান্ত সেন বরিশাল ১১৸০, ভগবতীচরণ দে খগোল ১৲, লক্ষ্মণ সিংহ দার্জ্জিলিঙ্গ ॥০, কৃষ্ণচন্দ্র দে, কলিকাতা ১৲, দণ্ডীদাস বিশ্বাস ঝানঝাড়পুর ১৲, সরদার দয়াল সিংহ অমৃতসহর ৩০৲, মহাতাপচন্দ্র রায় কলিকাতা ॥০, গোপালচন্দ্র দাস ঐ ১৲, জগৎচন্দ্র দাস গোয়ালপাড়া ৩৲, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা ॥০, ভুবনমোহন রায় দিনাজপুর ১৲, গৌরীকান্ত রায় সিমলা ২৲, কুঞ্জলাল নাগ ঢাকা ২৲ অন্নদাচরণ সেন কলিকাতা ॥০, মহেন্দ্রলাল সরকার বেনারস ১৲ রাধানাথ রায় সিলিগুড়ি ২৲, সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত কলিকাতা ১৲, নবীনচন্দ্র মিত্র বোলপুর ১, শশীভূষণ মুখো ঐ ১৲, কালীপ্রসন্ন বসু রংপুর ১॥০, আশুতোষ চট্টো কলিকাতা ১৲ মহেন্দ্রনাথ মল্লিক ঐ ॥০, অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী ঐ ॥০, লালমাধব বসু সিলং ১৲, মোহিনীমোহন রায় কলিকাতা ১০, জগৎহরি সেন ঐ ॥০, গুণাভীরাম বড়ুয়া নওগাঁ ॥০, শ্রীমতী রুক্মিণী মহলানবিস কলিকাতা ৬৲, বাবু কৃষ্ণদয়াল রায় ময়মনসিংহ ৫৲ হারাণচন্দ্র মিত্র হরিনাভি ২৲, গিরিশচন্দ্র দেব কোন্নগর ১৲, রামলাল সাহা পাবনা ১৲, মনমোহন রায় রংপুর ২৲, গোপালচন্দ্র দেব কোন্নগর ১৲, রাজকৃষ্ণ বিদ্যান্ত সিরাজগঞ্জ ১৲, বাবু নন্দলাল মজুমদার রংপুর ১, চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় গয়া ১৲, আনন্দমোহন দত্ত বরিশাল ॥০, কেদারনাথ কুলভী বাঁকুড়া ১॥০, শ্রীমতী কাদম্বিনী দেবী কলিকাতা ১৲, কৈলাসকামিনী দত্ত ঐ ১৲, বাবু শশীভূষণ সেন কলিকাতা ১৲, ভগবানচন্দ্র মুখো আজিমগঞ্জ ১৲, শ্রীমতী বিরজাসুন্দরী মুখো ঐ ২৲, বাবু পরেশনাথ বিশ্বাস কলিকাতা ১,, প্রহ্লাদচন্দ্র পাল ঐ ॥০, বিপিনবিহারী রায় মাণিকদহ ১১৲, কালীমোহন ঘোষ দেরাধুন ৩০৲, অঘোরনাথ মুখো কলিকাতা ১৲, শ্রীমতী রক্ষদাসুন্দরী মুখো ঐ ১৲, বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ শিল নাগপুর ২৲, প্রসাদ দাস মল্লিক কলিকাতা ১৲, নবীনচন্দ্র রায় লাহোর ৫৲, শ্রীমতী ভবতারিণী মজুমদার কলিকাতা ॥০, বাবু রামচরণ পাল রাঁচি ১॥০, ঈশ্বরচন্দ্র পাল সিলং ৯৲, রাজকুমার নন্দী ঐ ॥০, মহেন্দ্রলাল মল্লিক ঐ ॥০, বৈকুণ্ঠনাথ সেন কলিকাতা ॥০, বৈকুণ্ঠনাথ দাস ঐ ২৲, রাধাকৃষ্ণ দত্ত দ্বারভাঙ্গা ১৲, শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দত্ত ঐ ১৲, বাবু উমেশচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা ১৲, রাধাকান্ত বন্দ্যো কালনা ৪৲, লক্ষ্মীকান্ত বড়কাকতি তেজপুর ১০৲, অমৃতলাল মজুমদার সিরাজগঞ্জ ২৬৲, প্রসন্নকুমার রায় ঢাকা ১৫৲, বৈষ্ণবচরণ মল্লিক হুগলি ১৲, শ্রীমতী বিনোদিনী বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ২৲, বাবু নগেন্দ্র নাথ সেন ঐ ॥০, শ্রীমতী যজ্ঞেশ্বরী সেন ঐ ১৲, গোবিন্দ নাথ গুহ রঙ্গপুর ॥০, হীরালাল হালদার কলিকাতা ১৲, প্রিয়নাথ বসু কলিকাতা ॥০, কালী মোহন সেন ধুবড়ী ৩৲, হরকিশোর বিশ্বাস কলিকাতা ১৲, শ্রীমতী কৈলাসকামিনী দত্ত ঐ ॥০, বাবু তারাপ্রসন্ন বসু কুড়িগ্রাম ১৲, পূর্ণচন্দ্র দাস রামপুরহাট ॥০, অনন্তদেব চট্টো ঐ ১৲, যুগলকৃষ্ণ রায় ঐ ॥০, হরিনাথ দাস বাগেরহাট ১৲, উপেন্দ্রনাথ দে সৈয়দপুর ১৲, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় সৈয়দপুর ১৲, রামদুর্লভ মজুমদার নওগাঁ ২৲ শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মজুমদার ঐ ২৲, বাবু অতুলচন্দ্র রায় গোহাটী ২৲. প্যারীলাল ঘোষ সদ্যপুস্করিণী ১॥০, অক্ষয়কুমার চট্টো শিলং ॥০, গিরিশচন্দ্র নন্দী কলিকাতা ॥০ শ্রীমতী সুবর্ণপ্রভা বসু ঐ ১২৲, বাবু উমাচরণ সেন ঐ ॥০, বৈকুণ্ঠনাথ সোম ঐ ॥০, চণ্ডীচরণ বন্দ্যো ঐ ১৲, শ্রীমতী মনমোহিনী বন্দ্যোপাধ্যায় কলিসা ৮৲, বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরি কলিকাতা ১৲, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী দার্জ্জিলিঙ্গ ১৲, শ্রীমতী সিদ্ধেশ্বরী চক্রবর্ত্তী ঐ ॥০ নৃত্যকালী পাল ২৲ অম্বুজানন্দিনী রায় সিলিগুড়ী ২৲, বাবু চন্দ্রকুমার ঘোষ গয়া

১, বৈকুণ্ঠচন্দ্র বসু বরিশাল ৷৷০, যদুমনি ঘোষ জর্ম্মনি ৫, শ্রীনাথ গুহ ঢাকা ৷৷০, হরিপদ বসু শ্যামৎপুর ২, ব্রজলাল গাঙ্গুলী কলিকাতা ১, হরিদাস রায় সদ্যঃপুষ্করিণী ৷৷৫, দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী কলিকাতা ১, তারিণীচরণ বসু ঐ ২, প্যারীমোহন দাস ৷৷০ মথুরামোহন মৈত্র বোয়ালিয়া ১, নারায়ণ হেমচন্দ্র সোণাপুর ৩৷৷০ নীলমাধব মজুমদার কৃষ্ণনগর ২, দ্বারকানাথ সরকার ঐ ১০, অঘোরনাথ চট্টো বোলপুর ২৲, শ্রীমতী অম্বিকা দেব কোন্নগর ৫, বাবু হরকান্ত সেন কলিকাতা ১, দেবেন্দ্রনাথ মুখো ঐ ১, অমরচাঁদ লাহা ঢাকা ২, জগবন্ধু লাহা ১, আশুতোষ ঘোষ কলিকাতা ১, শ্রীমতী জগদম্বা বাগছী পাবনা ৷৷০, বাবু কৈলাসচন্দ্র বাগছী ঐ ৪, আনন্দগোপাল গুই ঐ ১, মহেন্দ্রনাথ মিত্র কলিকাতা ১, হরিচরণ সেন ডিব্রুগড় ২, ললিতমোহন দাস কলিকাতা ১, কেদারনাথ রায় রাণিগঞ্জ ১, ক্ষিরোদ-কুমার সিংহ সৈয়দপুর ৷৷০, সীতানাথ নন্দী কলিকাতা ২, জয়কালী দত্ত ঐ ১, নীলরতন সরকার ঐ ১, জগৎহরি সেন ঐ ৷৷০, আশুতোষ বসু ঐ ১, শ্রীনাথ মিত্র ঐ ৷৷০, মথুরমোহন গাঙ্গুলী কলিকাতা ১, উপেন্দ্রনাথ মিত্র ঐ ৬, আনন্দ-মোহন বর্দ্ধন ত্রিপুরা ১, অবিনাশচন্দ্র সরকার কলিকাতা ১, বিনোদবিহারী মজুমদার ঐ ১, দেবেন্দ্রনাথ সেন ঐ ১, গোপালচন্দ্র মজুমদার সাহাজাদপুর ৷৷০, মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কলিকাতা ১, চণ্ডীচরণ কুশারী ঐ ১, রোহিণীকান্ত নাগ ঐ ১৷৷০, শ্রীমতী যোগমায়া চক্রবর্ত্তী ঐ ২, বাবু নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ঐ ২, বাবু হরনাথ বসু ঐ ৷৷০, শরৎচন্দ্র বসু নাটোর ১, গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সৈয়দপুর ১, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ঐ ১, রাইচরণ মুখোপাধ্যায় ঐ ৫, অভয়াচরণ ঘোষ নিলফামারী ২, আনন্দচন্দ্র রায় সিলিগুড়া ৬, নবদ্বীপচন্দ্র সরকার জলপাইগুড়ী ১৷৷০, কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ ৬, বারাণসী চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়া ৷৷০, পূর্ণচন্দ্র পালিত কলিকাতা ১, কৃপানাথ মজুমদার দ্বারভাঙ্গা ১, শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী কাঁথি ১, উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পুষ্করপাড়া ১, শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী লাহোর ১, বাণীকান্ত রায় চৌধুরী নাগপুর ১, শশীভূষণ ঘোষাল সাহাজাদপুর ৩, রজনীকান্ত বসু দিনাজপুর ১৷৷০, হৃদয়মোহন বসু ঐ ৩, কৈলাসচন্দ্র ঘোষ রঙ্গপুর ১, আনন্দচন্দ্র সেন মাহিগঞ্জ ১, শ্রীমতী যোগমায়া দে রঙ্গপুর ১, মহামায়া ঘোষ ঐ ১,

---

## প্রচারফণ্ডের বার্ষিক দান।

বাবু মথুরানাথ ঘোষ কলিকাতা ৷৷০, শ্রীমতী যজ্ঞেশ্বরী সেন ঐ ৷৷০, বাবু কালীকুমার চট্টো ডেড়াধুণ ৭, কালীকুমার গুপ্ত কাকিনীয়া ৪, অনাথবন্ধু রায় ঐ ১২, চাঁদমোহন মৈত্র হিজলাবট ৫, হরিদাস মল্লিক জঙ্গিপাড়া ৷৷০, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বসিরহাট ৯, দ্বারকানাথ বসু জলপাইগুড়ী ৩, অশ্বিনীকুমার দত্ত বরিশাল ৩, রসময় সুর সিরাজগঞ্জ ২, শ্রীমতী বিধুমুখী রায় কলিকাতা ২০, বাবু প্যারিলাল ঘোষ সদ্যপুষ্করিণী ১১৸০, বাবু কৃষ্ণদয়াল রায় ময়মনসিংহ ৫, অমৃতলাল মজুমদার সিরাজগঞ্জ ৩৸০, প্রসন্নকুমার রায় কলিকাতা ১৫, বাবু রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কালনা ২১, গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সৈয়দপুর ২, রামলাল নাহা পাবনা ২, গগণচন্দ্র ঘোষ কাকিনীয়া ১৷৷০, যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ ১, কৈলাসচন্দ্র মজুমদার ঐ ২, মধুসূদন সেন কলিকাতা ৯, বাবু আনন্দচন্দ্র রায় সিলিগুড়া ১৭, যদুনাথ রায় রামপুরহাট ৬, রোহিণীকুমার দত্ত পার্ব্বতীপুর ৫,

---

## সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহকসভার ৪র্থ ত্রৈমাসিক (অক্টোবর, নবেম্বর, ডিসেম্বর) কার্য্য বিবরণ ১৮৮৬।

গত তিনমাসে (অক্টোবর মাসের শেষভাগ হইতে ডিসেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত) কার্য্য নির্ব্বাহক সভার ১০ বার অধিবেশন হইয়াছে। এই তিন মাসে অধ্যক্ষ সভার অনুরোধানুসারে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্য ও প্রচারকদিগের কর্ত্তব্য শীর্ষক নিয়মাবলীর আলোচনাই কার্য্য নির্ব্বাহক সভার প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল। এই বিষয়ের সবিশেষ আলোচনার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মবন্ধুদের নিকট নিয়মাবলীর এক এক খণ্ড করিয়া পাঠাইয়া তাঁহাদিগের মত জিজ্ঞাসা করেন এবং কলিকাতায় এ বিষয়ের সম্যক আলোচনার জন্য একটী আলোচনা সভা আহ্বান করিতে সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার আমন্ত্রণানুসারে ১৯টী মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্ম সমাজ ও অনেক ব্রাহ্মবন্ধু আপনাদের অভিমত ব্যক্ত করেন। সম্পাদক মহাশয়ের আহ্বানে স্থানীয় ব্রাহ্মগণও উৎসাহের সহিত সমবেত হইয়া নিয়মগুলির বিষয়ে আলোচনা করেন। ইহা সমধিক আনন্দের বিষয় ও আশার কথা যে এই বিষয়ের আলোচনায় কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা স্থানীয় ও মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্মবন্ধুদের এত টা উৎসাহ ও মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভাও এই সময়ে এই প্রশ্নের সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিতে-ছিলেন। তাঁহারা আলোচনা করিয়া অবশেষে স্থির করিলেন যে অধ্যক্ষ সভাকে এই নিয়মগুলি সম্বন্ধে এইরূপ অনুরোধ করা উচিত যে প্রচারকদিগের সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সহিত যে সম্বন্ধ ও তাঁহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য যে সকল বন্দোবস্তের প্রয়োজন তাহা সমস্তই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নিয়মাবলী এবং প্রচারকদিগের অভিষেক কালে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা যে চার্জ্জ দেন তাহাতে সন্নিবদ্ধ আছে সুতরাং তৎসম্বন্ধে বর্ত্তমানে কোন আলোচনার প্রয়োজন নাই। তবে যাহাতে সেই সকল নিয়ম ও চার্জ্জ প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যে পরিণত হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য এবং প্রচারকদিগের সহিত কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাহার জন্য যদি আলোচনা করেন তবেই এই উদ্দেশ্য সুন্দররূপে সুসিদ্ধ হইতে পারে। সুখের বিষয় যে অধ্যক্ষসভা, আপনাদিগের একটি বিশেষ অধিবেশনে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার এই অনুরোধ গ্রহণ করিয়াছেন।

(ক্রোড়পত্র দেখুন)

এখন আশা করা যায় যে আগামী মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা প্রচারক মহোদয়দিগের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া সুন্দর মীমাংসায় উপনীত হইতে সমর্থ হইবেন।

রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা—পরমানন্দের বিষয় যে রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ তাঁহার মৃত্যু দিবসে একটী সাধারণ সভা আহ্বান করিবার জন্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সভা যে সবকমিটী নিয়োগ করেন তাঁহাদের চেষ্টা সম্যক ফলবতী হইয়াছে। এই সবকমিটীর চেষ্টাও যত্নে বিগত ২৭এ সেপ্টেম্বর সিটী কলেজগৃহে একটী সভার অধিবেশন হয়। সভাস্থলে নানা শ্রেণীর নানা মতাবলম্বী লোক সমবেত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি আপনাদের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচয় দেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সভাপতির আসনগ্রহণ করেন এবং নবাব আবদুল লতিফ খাঁ, ব্যারিষ্টর নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণ সভাস্থলে বক্তৃতা করেন। অনরেবল রমেশচন্দ্র মিত্র অনরেবল সৈয়দ আমির হোসেন প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। সে সভায় আগামী জানুয়ারী মাসে রাজার স্মরণচিহ্ন স্থাপনার্থ একটী মহাসভা আহ্বানের জন্য একটী কমিটী নিযুক্ত হয়। আশাকরা যায় এই কমিটী জানুয়ারি মাসে একটী সভা ডাকিয়া রাজা রামমোহন রায়ের উপযোগী স্মরণচিহ্ন স্থাপনের জন্য চেষ্টান্বিত হইবেন।

গত তিন মাসে প্রচারকগণ যে যে স্থানে যে সকল কার্য্য করেন তাহার স্থূল বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল—

পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী, লাহোর—তাঁহার বাড়ীর উপাসনা গৃহে সপরিবারে ও সবান্ধবে প্রত্যহ উপাসনা করেন। রবিবার দিন এ উপলক্ষে আরও অনেক বন্ধুগণ আসিয়া যোগ দিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রচার আপিসে গত তিন মাসে পেসোয়ার, ফিরোজপুর, সাহারাণপুর, করাচি, অমৃতসর, রাওলপিণ্ডি, গুজরানওয়ালা, দিল্লী প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক লোক তাঁহাদের সহিত সদালাপ ও ধর্ম্মালোচনা করিতে আসিয়াছেন। পঞ্জাব ব্রাহ্ম সমাজের উপাসক মণ্ডলীর সহিত দুই রবিবার উপাসনা করিয়াছেন। প্রচার আফিসে প্রতি সায়ংকালে উপাসনা হইয়াছে। লাহোরের স্থানীয় উৎসব উপলক্ষে যে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান হয়। তাহাতে গুরুদাসপুর, অম্বালা, পেশোয়ার, মথুরা, রাহুন, কমালিয়া, বিষ্ণুপুর, গুজরানওয়ালা, হরিদ্বার ও অমৃতসর হইতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ আসিয়া উৎসবে যোগ দেন। উৎসব উপলক্ষে সমাগত সকল বন্ধুগণই তাঁহাদের সঙ্গে প্রচার কার্য্যালয়ে একত্র বাস একত্র আহার, একত্র শয়ন ও সদালাপাদি করিয়া পরম প্রীত হইয়াছেন। ১৮ই অক্টোবর "গীতার শিক্ষা" বিষয়ে তিনি স্থানীয় মন্দিরে উপদেশ দেন। ২০এ অক্টোবর একটী মহা সভার নিকট বক্তৃতা করেন। ২১এ ব্রাহ্মদের সভা হয়। ২৪এ মন্দিরে উপাসনা হয়। এতদুপলক্ষে ৮ জন পুরুষ ও ৩ জন রমণী ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। দুঃখের বিষয় যে ইহাদের একজন আত্মীয় স্বজনের তাড়নায় আপনার বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মাদকনিবারিণী সভা—এই সভার একটী সাধারণ অধিবেশন হয়। তাহাতে একটী বক্তৃতা হয় এবং ১৩ জন সভার নূতন সভ্য হন। সামাজিক অপবিত্রতা নিবারিণী সভা—১৭ই নবেম্বর তারিখে এই সভার প্রথম সাধারণ অধিবেশন হয়। তদুপলক্ষে সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি একটী বক্তৃতা করেন। তাঁহার পরে আরও কয়েকজন বক্তৃতা করেন। অবশেষে নানা শ্রেণীর ৩০ জন লোক সভার সভ্য হইতে অঙ্গীকার করেন।

মুদ্রাযন্ত্রালয় ও পুস্তকালয়—ছাপাখানা স্থাপন করার পর হইতে ইহার তত্ত্বাবধান করিয়া আসিতেছেন। ধর্ম্মজীবন নামক উর্দ্দু সংবাদপত্র সম্পাদন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত ভাষায় নিম্নলিখিত পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। ঈশ্বরের কাল্পনিক উপাসনা, মুক্তি ও অনন্ত জীবন সম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ, স্বামী দয়ানন্দ ও তাঁহার নূতনধর্ম্ম, জাতিভেদ ও তাহার বিষময় ফল (২য় সংস্করণ,) আমাদের ধর্ম্মপ্রচার ও তৎসম্বন্ধে বিপদ।

মফস্বল প্রচার—অমরসিংহের সহিত বিগত ৮ই ডিসেম্বর দেরাধুনে ধর্ম্মপ্রাচারার্থ যান। সেখানকার উপাসনালয়ে উপাসনা করেন এবং ফরেষ্টস্কুলগৃহে হিন্দীতে একটী বক্তৃতা করেন। তৎপরে সে স্থানের একজন উকীলের বাড়ীতে উপাসনা করেন। অমর সিংহ বাজারে একটী বক্তৃতা করেন। দেরাধুন হইতে রুরকিতে যাইয়া একটী বক্তৃতা করেন। হরিদ্বারের নিকটস্থ কঙ্খল নামক স্থানে লাহোরের রাণীর বাড়ীতে বক্তৃতা করেন। স্থানীয় পাণ্ডারা এই বক্তৃতায় অনেক ব্যাঘাত জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। সেখানে লালা সুন্দরলালের বাড়ীতে উপাসনা করেন। তার পর বেনারসে যান। সেখানে বাবু মহেন্দ্রনাথ সরকারের বাড়ীতে উপাসনা ও বক্তৃতা করেন। তাহাতে স্থানীয় অনেক সম্ভ্রান্ত লোক যোগ দেন তৎপরে বাঙ্গালী প্রিপেরেটরী স্কুলে একটী বক্তৃতা করেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার বন্ধুদের যত্নে নিম্নলিখিত স্থান সমূহে ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছে—

অম্বালা, থানেশ্বর, পেশোয়ার, ফত্তমেলা, পাতিয়ালা লুধিয়ানা, দিলোর, চুনিয়া, গুজরানওয়ালা, গুরুদাস পুর।

বেহারে বাবু বজরং বেহারী মজঃফরপুরে আপনার প্রচার ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছেন। এবং ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে সেখানে তাঁহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন। বাবু নবকুমার সমদ্দারের বিবাহোপলক্ষে আগরা নগরে গিয়াছিলেন তথায় কয়েকদিন উপাসনা ও আলোচনা হইয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল আগরা হইতে আসিবার সময় অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া ভগবানের নাম প্রচার করেন; কিন্তু পরিবারিক দুর্ঘটনাবশতঃ তাঁহার আশা পূর্ণ হয় নাই। কোন্নগরে—প্রতি সপ্তাহে স্থানীয় সমাজের উপাসনা করিয়াছেন ও মধ্যে মধ্যে স্থানীয় লোকদিগের বাটীতে যাইয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা বলিয়াছেন। মধ্যে কোন্নগরে বিসূচিকা ব্যাধি প্রবল হওয়াতে গরিব দুঃখিদিগের চিকিৎসা কার্য্যে ব্যস্ত হইতে হইয়াছি

লেন। উত্তরপাড়া গ্রামে একটী উপাসনা সমাজ আছে। প্রতি শনিবার তথায় উপাসনা হইয়া থাকে ও মধ্যে মধ্যে আলোচনাদিও হয়। তিনি উত্তরপাড়া সমাজে যাইয়া দুইটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছেন ও উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন এখন পরিবারিক অসুবিধা নিবন্ধন অনেক সময়ে কলিকাতাতে অবস্থিতি করিতেছেন, এই সময়ে কলিকাতায় ছাত্রদিগের ভবনে যাইয়া তাহাদিগের সঙ্গে আলোচনা,তাহাদিগের গৃহে শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা ও অপরাপর বন্ধু বান্ধবদিগের তত্ত্বাবধান করিয়া সময় কাটাইতেছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—অধিকাংশ সময় কলিকাতায় থাকিয়া উপাসক মণ্ডলীর নিয়মিত উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ছাত্রসমাজে তিনটী বক্তৃতা করিয়াছেন। হিতসাধক মণ্ডলী ও আলোচনা সভা প্রভৃতিও উপস্থিত থাকিয়া আলোচনাদি করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের সম্পাদকতা করিয়াছেন। পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করিয়া তথায় "জীবনের উৎস" এবং "ঈশ্বর উপাসনার কর্ত্তব্যতা" বিষয়ে দুইটী বক্তৃতা করেন। উৎসবে উপাসনা ও উপদেশ প্রদান করেন।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—অধিকাংশ সময় কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া উপাসক মণ্ডলীর উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন। ছাত্রসমাজে দুইটী বক্তৃতা করেন। তত্ত্বকৌমুদী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেন। ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে আহুত হইয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন।

বাবু শশিভূষণ বসু—কলিকাতায় থাকিয়া তত্ত্বকৌমুদী ও ধর্ম্মবন্ধু পত্রিকার সম্পাদনের সাহায্য করেন। রবিবাসরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদান করেন। ছাত্রোপাসক সমাজে উপাসনা করেন টাকীতে প্রচার করিতে গমন করেন। এবং গিরিধি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করিয়াছিলেন।

বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস—রংপুর ছাত্রসমাজের উৎসবে গমন করিবার সময় পথিমধ্যে শ্যামপুর ষ্টেসনে "পবিত্রতা সম্বন্ধে উপদেশ দেন।" ইহার নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে উপাসনা করেন। রংপুর ছাত্রসমাজের উৎসবে "মানব জীবনের লক্ষ্য এবং তৎসাধনের উপায়" সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং উপাসনা ও আলোচনাদি করেন। রংপুরে একটী পল্লীতে কোন বন্ধুর গৃহে উপাসনা করেন। রেলওয়ে ষ্টেসনে "কর্ত্তব্যতা" সম্বন্ধে উপদেশ দেন। তথা হইতে কুড়িগ্রাম গমন পূর্ব্বক কোনও বন্ধুর গৃহে উপাসনাদি করেন। জলপাইগুড়িতে গমন পূর্ব্বক একটী খ্রীষ্টান যুবককে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সেই স্থানের কোনও বন্ধুর বাড়ীতে উপাসনাদি করেন। সেস্থান হইতে নেলফামারী, সৈদপুর, নাটোর, প্রভৃতি স্থান গমন করেন এবং সকল স্থানেই আলোচনা উপাসনাদি করেন। তৎপরে মাণিকদহ সমাজের উৎসব উপলক্ষে গমন করেন। সেস্থানে উপাসনা ও আলোচনাদি করেন। তথা হইতে সদরদি ও শ্রীবাটী প্রভৃতি গ্রামে গমন পূর্ব্বক উপাসনাদি করেন। এবং শ্রীবাটী বিদ্যালয় গৃহে "মানুষ দেখিলেই চেনা যায়" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। পরে কুমারখালী গমন করিয়া তথাকার সমাজে ও বন্ধুদিগের বাসায় উপাসনা ও বাজারে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। হিজলাবট ওস্মানপুর ও জানিপুরে বক্তৃতাদি করেন। পুনরায় উত্তর বাঙ্গালার নাটোর, সৈদপুর, নেলফামারী, গেনোগাঁ প্রভৃতি স্থানে গমনপূর্ব্বক বক্তৃতা, উপাসনাদি করেন। গেনোগাঁতে প্রায় ৬।৭ শত লোকের নিকট নবদ্বীপ বাবু ও অন্য কয়েকটী ভদ্রলোক বক্তৃতাদি করেন। সেই সকল লোকেরা ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা ও সঙ্গীত শ্রবণ করেন। এই স্থান হইতে পাবনা সমাজের উৎসবে গমন করেন। সেস্থানে তিন দিন থাকিয়া আলোচনা, উপাসনা, বক্তৃতাদি হয়। তৎপরে খলিলপুরে গমন করেন। ঐস্থানে একটী ক্ষুদ্র ব্রাহ্মসমাজ আছে। তথায় ৬।৭ দিন থাকিয়া উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতাদি করেন। বক্তৃতার প্রায় ২ শত লোক উপস্থিত ছিল। তথায় কোন বন্ধুর পুত্রের নাম করণ ও আর এক বন্ধুর পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা করেন। সেস্থান হইতে বেলগাছি, হিজলাবট প্রভৃতি গ্রামে গমন করিয়া উপাসনাদি করেন। তৎপরে কুষ্টিয়া হইয়া নাটোর গমন করেন। নাটোরে উপাসনা ও আলোচনা হইয়াছিল। তথা হইতে দিনাজপুরে গমন করেন। তথায় "ভারতে প্রকৃত উন্নতির অভাব কেন" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং বন্ধুদিগের গৃহে ও সমাজে উপাসনাদি করেন। তৎপরে রংপুরে গমন করেন এবং একদিন বিশেষ উপাসনা করেন। তথা হইতে সৈদপুর গমন করিয়া এক বন্ধুর মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ও সমাজে নিয়মিত উপাসনা করেন। তৎপরে দারোয়ানি, হলদীবাড়ী, জলপাইগুড়ি, সিলিগুড়ি প্রভৃত স্থানে গমন করেন। এই সকল স্থানে আলোচনা, উপাসনা ও উপদেশাদি হয়। প্রত্যাগমনকালে জলপাইগুড়ি, সৈদপুর প্রভৃতি গমন পূর্ব্বক আলোচনা ও উপদেশাদি হয়। তৎপর কামারপুকুর নামক স্থানে এক জমিদার গৃহে উপাসনা করেন। সেস্থান হইতে সদ্যপুষ্করিণী, রংপুর, কাওনিয়া প্রভৃতি স্থাকে গমন করিয়া উপাসনাদি করেন। তথা হইতে বোয়ালিয়া সমাজে গমন পূর্ব্বক তথাকার সমাজের উৎসবে উপাসনা, আলোচনাদি করেন।

ছাত্রসমাজ—এই তিন মাসে,"সাধুতা তাহার প্রকৃতি ও লক্ষণ," 'নব্যভারতে ধর্ম্মভাব," "অগষ্টকোমত্ ও প্রত্যক্ষবাদ" সম্বন্ধে দুইটী "জাতীয় প্রতিভা ও সামাজিক রীতি," এবং "ম্যাকবেথ" সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছে। জাতীয়মহাসমিতিতে নানা দেশ হইতে যে সকল প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া সিটী কলেজ গৃহে রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত সম্বন্ধে আর একটী বক্তৃতা হয়। উপাসনা ও বক্তৃতার কার্য্য শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র ও বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা ছাত্র সমাজের বিশেষ ধন্য- বাদের পাত্র। ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক বাবু প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য বি এ মহাশয় সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করাতে, ছাত্র সমাজের সাধারণ সভায় এক বিশেষ অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে বাবু যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর বি এ সম্পাদকের পদে

নিযুক্ত হন।০ পূর্ব্ব বর্ষে ছাত্র সমাজের সভ্য সংখ্যা ১৫১ জন, ছিলেন, বর্ত্তমান বর্ষের প্রারম্ভে কমিয়া ৮৫ জনে পরিণত হয়। কিন্তু সুখের বিষয় যে, ভগবানের কৃপায় গত দুই মাসে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া ১০৬ জন হইয়াছেন গত দুই মাসের মধ্যে কয়েকজন শ্রদ্ধেয়া মহিলা ও ছাত্রসমাজে যোগ দান করিয়াছেন। সুচারুরূপে ছাত্রসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ সভ্যগণের বাস ভবন ছয়বিভাগে ( woord ) বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক ওয়ার্ডে এক একজন এজেন্ট্ নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইঁহাদের প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় বিভাগে চাঁদা সংগ্রহ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদন করিবেন। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয় ১৬নং রাজারলেনস্থ ছাত্রভবনে সময়ে সময়ে উপাসনা ও আলোচনাদি করিয়াছেন। বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় বাবু যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর ও বাবু বিজয়লাল বসু মহাশয়গণও অন্যান্য ছাত্র নিবাসে সময়ে সময়ে যাইয়া আলাপ ইত্যাদি দ্বারা ছাত্র সাধারণের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে ছাত্রসমাজ অতি শোকের সহিত জানাইতেছেন যে গত দুই সপ্তাহের মধ্যে ছাত্রসমাজের দুই জন উৎসাহী অনুরাগী বন্ধু অকালে ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একজন বাবু যোগেশচন্দ্র ঘোষ ও অপরা কুমারী সরলাবালা মহলানবীশ। ঈশ্বর তাঁহাদের আত্মাকে চিরশান্তি প্রদান করুন।

উপাসক মণ্ডলী—উপাসক মণ্ডলীর কার্য্য নিয়মিত রূপে চলিয়া আসিয়াছে। গত তিন মাসে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ও বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য কারয়াছেনন। সঙ্গত সভার আলোচনা এখন তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে।

স্থায়ী প্রচার ফণ্ড— এই প্রচার ফণ্ডে এই তিন মাসে ৫৲ টাকা আদায় হইয়াছে। ব্রাহ্ম সাধারণের নিকট এখনও এবিষয়ে যথোচিত সাহায্য পাওয়া যায় নাই। আশাকরি অচিরে এ বিষয়ে সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে।

পুস্তক প্রচার—এই তিন মাসে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত "ব্রহ্মোপাসনা কর্ত্তব্য কেন" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছে।

পত্রিকা—ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের সম্পাদন ভার পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের হস্তে ন্যস্ত আছে। তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদন ভার বাবু শশীভূষণ বসু পরিত্যাগ করাতে বাবু সীতানাথ দত্ত সে ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মেসেঞ্জারের ঋণ ভার ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। সর্ব্বসমেত ইহার ঋণ ৯৬৭৷০ টাকা হইয়াছে

বিধবা ও অনাথাশ্রম—উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়িকার ও অর্থ সংস্থানের অভাব প্রযুক্ত এই আশ্রম স্থাপন করার অভিপ্রায় আপাততঃ স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। আশা করাযায় ঈশ্বর কৃপায় শীঘ্রই এ অভাব তিরোহিত হইবে এবং ব্রাহ্ম সাধারণ এই প্রকার আশ্রমের সমধিক আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া ইহার সাহায্যার্থ আগ্রহান্বিত হইবেন।

দাতব্য বিভাগ—এই তিন মাসে ২৭ জনকে মাসিক ২।৩ টাকা হিসাবে সাহায্য করা হয়। এতদ্ভিন্ন ঔষধ, পথ্য ও এককালীন দান হিসাবে সর্ব্বসমেত ২১৭৸৶৫০ ব্যয় হয়। এই তিন মাসে মোট আয় পূর্ব্বস্থিত ৩৫৭৸/১০ সহিত ৪২৩৸৶১০। ব্যয় বাদে স্থিত ২০৬৲।

আলোচনা—কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অনুরোধানুসারে সম্পাদক কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মদিগের একটী আলোচনা সভা আহ্বান করেন। তদনুসারে ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ও সহানুভূতি-কারীদিগকে লইয়া কয়েকটী গুরুতর বিষয়ে উপর্য্যুপরি পাঁচটী আলোচনা সভা হয়। তাহার একটীতে ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় কয়েকটী প্রস্তাব করেন। তদনুসারে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে সকল বিষয়ের আলোচনার জন্য ব্রাহ্ম বন্ধু সভা নামক একটী পাক্ষিক সভা স্থাপিত হইয়াছে এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ধর্ম্মমত, ধর্ম্মসাধন, এবং ধর্ম্মের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা দ্বারা তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য তত্ত্ববিদ্যা সভা নামক একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে।

৪র্থ ত্রৈমাসিক আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

| আয় | | ব্যয় | |
|---|---|---|---|
| প্রচার বার্ষিক | ৬১৷০ | প্রচার ব্যয় | ৪০৫৲ |
| প্রচার মাসিক | ১৯৫/০ | কর্ম্মচারীর বেতন | ১৫৬।১৫ |
| প্রচার এককালীন | ২১৵০ | ডাক মাসুল | ১৬৸৶১৫ |
| প্রচার ফণ্ডে প্রাপ্ত চাউলের | | কমিশন দান | /০ |
| মূল্য | ৭৷৵১৫ | বিবিধ ব্যয় | ৩১৷৶৫ |
| সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ | | পাথেয় হিঃ | ৩৩৲ |
| বার্ষিক | ১৫৪৷০ | সিটী কলেজের দত্ত | |
| সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ | | টাকা হইতে দরিদ্র | |
| মাসিক | ২৪৸০ | ব্রাহ্ম বালকদিগের | |
| | | বেতন দান | ৪৭৲ |
| | | | ৬৯০৲১৫ |
| সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ | | হাওলাত শোধ | ৫৪৲ |
| এককালীন | ১৲ | গচ্ছিত শোধ | ১৩৷/১০ |
| | | ঋণ দান | ২৪৲ |
| শুভ কর্ম্মের দান | ৫৲ | | |
| পাথেয় হিঃ | ৯৩৷০ | | ৭৮১৷৵৫ |
| কমিসন | ১০/০ | | |
| দরিদ্র ব্রাহ্ম বালকদিগের | | | |
| বেতনের জন্য সিটী | | | |
| কলেজের দান | ৪৭৲ | স্থিত | ৭০৩৶১৫ |
| স্থায়ী প্রচার ফণ্ড | ৫৲ | | |
| | | | ১৪৮৪৸/০ |
| | ৬৩১৷৵১৫ | | |
| হাওলাত জমা | ১৬৩৲ | | |
| গচ্ছিত | ৫৯৶০ | | |
| | ৮৫৬৸১৫ | | |
| পূর্ব্ব স্থিত | ৬২৮৲৫ | | |
| | ১৪৮৪৸৶০ | | |

### বিল্ডিং ফণ্ড।

| আয় | | ব্যয় | |
|---|---|---|---|
| কার্ণিচার হিসাবে জমা | ৫৲ | মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগের উপরের খড়খড়ি আঁটিবার জন্ত কব্জা খরিদ | ১৸/০ |
| চাঁদা হিসাবে জমা | ১২১৲ | ঋণ শোধ বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আস | ২০০৲ |
| ঋণ শোধার্থ জমা | ১০৲ | | ২০১৸/০ |
| দানাধারে প্রাপ্ত | ২/১৫ | হাওলাত | ১৯০৷৶১০ |
| | ১৩৮/১৫ | হস্তে স্থিত | ১৯ ৷৫ |
| পূর্ব্বকার স্থিত | ২৭৩৷৵০ | | ৪১১৷৶১৫ |
| | ৪১১৷৶১৫ | | |

অধ্যক্ষ সভার বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম ত্রৈমাসিক অধিবেশনে সভা অনুরোধ করিয়াছিলেন যে অধ্যক্ষ সভার প্রত্যেক সভ্য এবং প্রত্যেক প্রতিনিধি দশ টাকা করিয়া দিয়া বিলডিং ফণ্ডের ঋণ শোধ করিবেন, তদনুসারে কয়েকজন সভ্য দশ টাকা করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আজও পর্য্যন্ত অধিকাংশ সভ্যই টাকা দেন নাই। অধ্যক্ষ সভার সভ্যগণই যদি এই অনুরোধ রক্ষা না করেন তবে কিরূপে যে এ ঋণ পরিশোধ হইবে বুঝিতে পারিতেছি না। এখনও প্রায় ৭৫০।৮০০ টাকা ঋণ রহিয়াছে, তদ্ব্যতিত মন্দিরের সম্মুখস্থিত বারেন্দাটী প্রস্তুত করিতেও ন্যূনাধিক দুই সহস্র টাকার প্রয়োজন। অতএব আমাদের বিশেষ অনুরোধ যে বর্ত্তমান অধ্যক্ষ সভা এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন।

### পুস্তকের হিসাব।

| আয় | | ব্যয় | |
|---|---|---|---|
| নগদ বিক্রয় | ১২৭/৫ | কমিসন হিঃ | ৩।৵৫ |
| সমাজের ১০০৸৵০ | | পুস্তক খরিদ | ৭০৷০ |
| অপরের ২৬৶৫ | | পুস্তকের ডাঃ মাঃ | ৪/১০ |
| | | ডাকমাস্থল | ৷/১০ |
| | ১২৭/৫ | পুস্তক বাঁধাই হিঃ | ২৬।০ |
| পুস্তকের বাকী মূল্য আদায় | ৪৬।১০ | মুদ্রাঙ্কণ হিঃ | ১০৲ |
| | | পুস্তকের কাগজ | ২।৫ |
| পুস্তকের ডাক মাশুল | ১।০ | বিবিধ ব্যয় | ১৭৸/৭৷ |
| | ১৭৪৷/১৫ | | ১৩৪৸৵১৭৷ |
| গচ্ছিত হিঃ | ৩৯৸৶ | গচ্ছিত শোধ | ।০ |
| | ২১৪৷১৫ | | |
| পূর্ব্বস্থিত | ১০৬৮৷/১০ | অপরের পুস্তক হিঃ | ১২৸৵১০ |
| | ১২৮৩৵৫ | | ১৪৮/৭৷ |
| | | স্থিত | ১১৩৫৲১৭৷ |
| | | | ১২৮৩৵৫ |

অপরের পুস্তক ও দপ্তুরির হিসাবে কিছু দেনা আছে।

### তত্ত্বকৌমুদী।

| আয় | | ব্যয় | |
|---|---|---|---|
| মূল্য প্রাপ্তি | ২৮৫।০ | বিবিধ ব্যয় | ১৬৸/১৫ |
| নগদ বিক্রয় | ১৸৵৫ | ডাক মাশুল | ৪৮৸৵০ |
| | | কাগজ খরিদ | ৬৯৶১০ |
| | ২৮৭৵৫ | কমিসন হিঃ | ১৶০ |
| পূর্ব্ব স্থিত | ৫৭২৲১৫ | মুদ্রাঙ্কণ হিঃ | ৮১৲ |
| | ৮৫৯৶০ | | ২১৬৷৫ |
| | | স্থিত | ৬৪২৷৵১৫ |
| | | | ৮৫৯৶০ |

### ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

| আয় | | ব্যয় | |
|---|---|---|---|
| মূল্য প্রাপ্তি | ২৭৭/১০ | ডাক মাস্থল | ১৩৩৸৶১৫ |
| বিজ্ঞাপন হিঃ | ২২।/০ | বিবিধ | ১৩৷৶৫ |
| নগদ বিক্রয় | ।/০ | কাগজ | ১০১৲১০ |
| হাওলাত জমা | ১১২৲ | মুদ্রাঙ্কণ | ১৭৬৲ |
| পূর্ব্ব স্থিত | ২০৩১৫ | কমিশন | ১৸১০ |
| | | কর্ম্মচারীর বেতন | ৪৫৲ |
| | ৬১৫।৫ | | ৪৭১।৶১০ |
| | | স্থিত | ১৪৩৸১৫ |
| | | | ৬১৫।৫ |



১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট হইতে ১৬ই পৌষ প্রকাশিত।

# তত্ত্ব-কৌমুদী

( পাক্ষিক পত্রিকা ।)

৯ম ভাগ।
২০শ সংখ্যা।

১৬ই মাঘ, শুক্রবার, ১৮০৮ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৮।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ৩্
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০


## সপ্তপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব।

পবিত্র মাঘোৎসবান্তে পাঠক ও পাঠিকাগণকে প্রীতিপূর্ণ নমস্কার করি ও তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। তৎপরে সাধ্যানুসারে উৎসবের সংবাদ দানে প্রবৃত্ত হই। উৎসবারম্ভের কিয়দ্দিন পূর্ব্ব হইতে কতিপয় ব্রাহ্মভ্রাতা অতি প্রত্যূষে দলবদ্ধ হইয়া বাড়ী বাড়ী প্রাতঃসঙ্কীর্ত্তন করেন। অনেকে ইহাতে উপকৃত হইয়াছেন। ৩রা মাঘ শনিবার উৎসবের প্রথম দিন। সেদিন ব্রাহ্মপরিবার ও ছাত্রাবাস সমূহে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য উপাসনা হয়। রাত্রি ৬॥ ঘটিকার সময়ে মন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সেদিনকার উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। সেই উপলক্ষে যে উপদেশ দেন নিম্নে তাহার সারাংশ দেওয়া গেল :—অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে পথের ধারে দোকানদারেরা দাল কলাই ঝাড়িয়া থাকে। একজন সেই পদার্থ সকল এক পাত্র হইতে পাত্রান্তরে ঢালে, আর একজন একখান কুলা লইয়া তাহাতে বাতাস দেয়। তাহাতে সমস্ত খোলা উড়িয়া যায়, সার শস্যগুলি পড়িয়া থাকে। সার হইতে অসার প্রভেদ করিতে হইলে তাহাতে বাতাস দিতে হয়। বিচার না করিয়া ঠিক্ বলা যায় কোন বস্তুতে কি সার ও কি অসার। তুঁষ চালের সহিত মিশ্রিত থাকে। কিন্তু ইহার আদর ততদিন যতদিন ইহার সারের সহিত যোগ থাকে। সারের সহিত ইহার বিচ্ছেদ হইলে ইহার আর কোন মর্য্যাদা থাকে না। তখন সারের কত যত্ন হয় আর তুঁষকে পুড়াইয়া ফেলে। ধর্ম্ম জগতেও ঠিক্ এইরূপ। যাহার সহিত সারস্বরূপ ঈশ্বরের কোনও সংযোগ নাই তাহা অসার বলিয়া পরিগণিত হয়। আর যার সহিত তাঁহার যোগ আছে তাহার কত আদর। প্রকৃত ধর্ম্মসাধকের কাছে সেই পদার্থের ততদিন আদর যতদিন ইহার সহিত ভগবানের যোগ। আমরা যে গভীর আধ্যাত্মিক কথা সকল বলি তাহার তত আদর যত সে সকল আমাদের প্রাণের অন্তরতম স্থান হইতে বাহির হয়। যে সকল কথার সহিত ঈশ্বরের কোনও সংস্রব নাই তাহা বাতাসে উড়িয়া যাইবে, কিন্তু যাহার সহিত তাঁহার সংস্রব কাহারও সাধ্য নাই যে তাহা উড়াইয়া দেয়। অসার কথার রক্ষা নাই। মানুষ যদি খুব গভীর কথা সকল বলে এবং সেই সকল কথার সহিত সত্যপুরুষের কোনও যোগ না থাকে তাহা হইলে সে সকল কথা দ্বারা কোন উপকার হয় না। তুঁষ পুতিলে যেমন শস্য হয় না, সেইরূপ অসার ঈশ্বরবিহীন কথা দ্বারা কোনও উপকার সাধিত হয় না। ধর্ম্মজগতে সত্যস্বরূপের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যাহারা লক্ষ লক্ষ ভাল ভাল কথা বলে তাহাদের দ্বারা কোনও মঙ্গল সম্পন্ন হয় না। আমরা কত ঈশ্বরহীন বক্তৃতা করিলাম, কিন্তু তাহা দ্বারা কোনও উপকার সাধিত হইল না। এই ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হওয়া অবধি কত বক্তৃতাদি হইল, কিন্তু তাহা দ্বারা কতটুকু উপকার সাধিত হইয়াছে? সত্যস্বরূপ যাঁহার প্রাণ নন তাঁহা দ্বারা কোন সৎকর্ম্ম সাধিত হইবে না। এই কথা ভুলিয়া আমরা ধর্ম্মসাধন করি এজন্য আমাদের এরূপ দুরবস্থা। এই উৎসবের দ্বারে বসিয়া আমরা দেখিতেছি আমরা কত কাজ করিতেছি যাহার প্রাণ তিনি নন, এমন অনেক কথা বলিতেছি যাহার মধ্যে তিনি নাই। আমরা নাস্তিক। আমরা যদি গৃহকর্ম্মে তাঁহাকে না দেখিতে পাই তাহা হইলে আমরা গৃহকর্ম্মে নাস্তিক। এমন অনেক কাজ করিতেছি যাহা দ্বারা পৃথিবীর অনেক উপকার হইতেছে, কিন্তু তাহাতে আমার কি? যতদূর ধর্ম্মজগতের দিকে মুখ ততদূর ধর্ম্মপ্রচার হইতেছে। নতুবা আমরা নাস্তিক। আজ দেখিতে হইবে কাহাকে লইয়া আমরা উৎসব করিব। এই উৎসবের সমস্ত ব্যাপার তুঁষের মতন উড়িয়া যাইবে যদি তিনি প্রাণের মধ্যে না থাকেন। তাঁহা দ্বারা প্রাণ পূর্ণ কর, সব ভাল হবে। অন্ধ চক্ষু পাবে যদি সেই সত্যস্বরূপ প্রাণ হইয়া থাকেন। এই কয়েকদিন উৎসবের বক্তৃতা, উপাসনাদির মধ্যে যেন ভগবান উপস্থিত থাকেন। তাহা হইলে সব সফল হইবে।

৪ঠা মাঘ রবিবার প্রাতঃকালে ছাত্রোপাসক সম্মিলনীর উৎসব হয়। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন এবং নিম্নলিখিত উপদেশটি প্রদান করেন। মহর্ষি ঈশা একবার বলিয়াছিলেন, "পিতা তোমাকে ধন্যবাদ করি যে তুমি এই সকল কথা পৃথিবীর জ্ঞানী ও বিজ্ঞ লোকদিগের পক্ষে ঢাকিয়া রাখিয়াছ এবং দুগ্ধপোষ্য বালকদিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছ। ইহা ঠিক্, কারণ

তোমার নিকট ইহা ভাল লাগিয়াছে।" ইহা কি ঠিক্ কথা? সকল শাস্ত্রকারেরা এই এক কথা বলিয়াছেন যে অপর সকল বিদ্যা অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, সেই বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ যাহা দ্বারা পরম পুরুষকে জানা যায়। পৃথিবীর জ্ঞানে যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী নহেন, তাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইতে পারেন। যিনি এ সংসারে জ্ঞানী হইয়াছেন তিনি অনেক পুস্তক পাঠ করিয়া থাকিতে পারেন, অনেক বুদ্ধি পরিচালনা করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু পরমার্থ বিষয়ে তিনি অনভিজ্ঞ হইতে পারেন। যাঁহার অন্তর-দৃষ্টি না খুলিয়াছে তাঁহার সকল জ্ঞান অজ্ঞানতা মাত্র। এ সংসারে যাঁহারা জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করেন তাঁহারা কুশিক্ষা লাভ করিয়াছেন মাত্র। যে আপনাকে বুঝিল না, দেহকে আত্মা বলিয়া জানিল, ধন মানের দিকে অধিক মন দিল, সে কুশিক্ষা পাইল ভিন্ন আর কি? জ্ঞানের যত অভিমান তত সর্বনাশ। কিন্তু বালক যাহারা তাহারা সহজ ভাবে থাকে। ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সরল হইয়া প্রবেশ করিতে হয়। যে অনিত্যকে নিত্য জানিয়া মহাভ্রমে পতিত হয় সে ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। সে সংসারের কোলাহল শুনিয়া নিয়ত কোলাহলমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কর্ণদ্বার রুদ্ধ করিয়া ধর্ম্ম-রাজ্যের কথা শুনিতে হয়। আমাদের বাক্য শূন্য বাতাসে বিলীন হইয়া যায়। এজন্য সর্ব্বদা নির্ব্বাক হইয়া প্রাণের বেদনা জানাইতে হয়। এ রাজ্যে যাহারা কালা তাহারাই প্রকৃত শ্রোতা, যাহারা মূক তাহারাই প্রকৃত বক্তা। তবে যাহারা শিশু তাহারা এ রাজ্যে অনধিকারী কেন হইবে? শিশুর সেই সরলভাব, জীবন, বিশ্বাস ধর্ম্মের সহিত যদি মিলিত হয়, স্বর্গের তত্ত্ব সেইখানেই প্রকাশিত হয়। বৃদ্ধ হইয়া যদি শিশু না হইতে পারি তাহা হইলে ধর্ম্মরাজ্যের দ্বার আমাদিগের নিকট রুদ্ধ। এখানে যে 'কিছু জানি না' বিশ্বাস করিয়া জ্ঞানলাভের জন্য অগ্রসর হয়, সেই জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু মহাত্মা ঈশা ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন কেন? ঈশ্বরের কৃপার পরিচয় এখানে যেমন তেমন আর অনেক স্থানে পাওয়া যায় না। যদি সংসারে অজ্ঞান শিশুরা না পায় তাহা হইলে কি হইল? মানুষ নিজ গুণে নয়, কিন্তু তাঁর গুণে তাঁকে পায়। এ তাঁর অহেতুকী দয়া। এইজন্য তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। আমাদের যদি তাঁহার কৃপা লাভ করিতে হয় তাহা হইলে তাহা আমাদের জ্ঞান দ্বারা হইবে না, কিন্তু শিশু হইয়া ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। জ্ঞানের গরিমা চূর্ণ হইয়া না গেলে প্রকৃত জ্ঞান, সাধুতা ও ধর্ম্মলাভ করিতে পারিব না। এজন্য সব পরিত্যাগ করিয়া শিশু হইয়া তাঁহার চরণতলে বসিতে হয়। আপনাকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হাতে ফেলিয়া দিতে হয়। তাহা হইলেই ধর্ম্ম লাভ হইবে। জ্ঞান গরিমার রাজ্যে থাকিয়া ধর্ম্মলাভ করা বড় কঠিন।

অপরাহ্নে কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মেরা নগরের উত্তরাভিমুখে গমন করিয়া শ্যামবাজারে একত্রিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে বরাহনগরস্থ শ্রমজীবীরাও তথায় আসিয়া জুটিতে লাগিলেন। সকলে বাবু যদুনাথ মল্লিকের বাজারে একত্রিত হইলে বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই প্রকাশ্য স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা করেন। তদনন্তর প্রার্থনাপূর্ব্বক বিগত বৎসরের নগর সংকীর্ত্তনটী গান করিতে করিতে সকলে সমাজ মন্দিরের দিকে আসিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে অনেক লোক সেই সঙ্গে মিলিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে সমাজে আসিয়া সকলে উপস্থিত হইলে তথায় উপাসনা হয়। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনান্তে শ্রমজীবিদিগকে প্রীতি ভোজন করান হয়। এই রাত্রিতে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল তাহার সার মর্ম্ম এই;—১৫ বৎসর হইল আমি ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া এই মাঘোৎসব উপভোগ করিতেছি। উৎসবের কয়েকদিন ভাল থাকি, কিন্তু পরেই প্রাণটা শুষ্ক হইয়া যায়। এইরূপ ১৫টী মাঘোৎসব চলিয়া গিয়াছে। আমরা উৎসবে যে সত্য পাই তাহা অলঙ্কারে ঢাকিয়া রাখি। একটী সমরসজ্জা দেখিয়া ভয় হয় বটে কিন্তু যদি সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র কোষাবৃত থাকে তাহা হইলে কোনও ভয় নাই, কারণ সেই কোষাবৃত অস্ত্র দ্বারা কোনও অনিষ্ট হয় না। অস্ত্র খুলিলে তাহা দ্বারা কাজ হয়। উৎসবে আমরা যে সকল সত্য পাই তাহাদের আদর জানি, কিন্তু ব্যবহার জানি না। সত্য পাইয়া আমরা তাহাতে বৈজ্ঞানিক খাপ পরাইয়া দিই। বুদ্ধ, চৈতন্য, প্রভৃতি মহাত্মারা উন্মুক্ত অস্ত্র দ্বারা কাজ করিয়াছিলেন, কিন্তু এ দেশের লোকে তাহাতে অলঙ্কার দিয়া তাহা হীনপ্রভ করিয়া রাখিয়াছে। উৎসবে অনেকে কল্পনা দ্বারা সত্য আবৃত করেন এইজন্য তাহারা বড় কিছু পান না এবং হৃদয়ের মলিনতাও যায় না। তীক্ষ্ণধার সত্য দ্বারা কার্য্য করিতে হইবে। কোনরূপ আবরণ থাকিবে না। শ্রমজীবি ভাই! তোমরা কাতর প্রাণে তাঁকে ডাক তাহা হইলেই তাঁকে পাইবে। তোমাদের শরীর মন্দির এবং আত্মা দেবমূর্ত্তি। ভাল করিয়া তাঁহাকে ডাক তাহা হইলে পাপ, তাপ, যন্ত্রণা, অপবিত্রতা সব চলিয়া যাইবে। জগতে এখন ধর্ম্মপ্রচার হইতেছে, কিন্তু আর তেমন প্রভা নাই, তাহার কারণ এই যে লোকে তেমন আর সরল ভাবে কাতর হইয়া তাঁকে ডাকে না, কল্পনা প্রভৃতি দ্বারা সব আবৃত করিয়া ফেলে। প্রাণের সহিত একটী কথা বলিলে ১০ হাজার লোকের উপকার হইবে, কিন্তু মিছামিছি ১০ হাজার কথা বলিলেও কিছু হইবে না। সার পদার্থ লইয়া উৎসব করিতে হইবে অন্য কিছু লইয়া করিলে চলিবে না। সরল প্রাণে তাঁকে ডাক সব ঠিক্ হইয়া যাবে।

সোমবার প্রাতঃকালে ৭টার সময়ে উপাসনা হয়। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তদুপলক্ষে তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের সার মর্ম্ম এই:—

ভগবানের জন্য ব্যাকুল না হইলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। যাঁহাদের বহির্দৃষ্টি প্রবল তাঁহারা আপনার অন্তরের দিকে চাহিবার অবসর পান না। যাঁহাদের ধন মান থাকে তাঁহারা তাই লইয়া ব্যস্ত থাকেন, তাঁহারাও অন্তরের দিকে চাহিবার অবসর পান না। নিজের অন্তরের দুরবস্থার দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য পড়ে না। আমার ধন মান যশ থাক্, এ

সব আসল বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিবে না। অনেক বিদ্যা থাকিলেই বা কি হইবে? জ্ঞানীর প্রাণ যদি জ্ঞানময়কে পাইবার জন্য লালায়িত না হয়, তাহা হইলে সে জ্ঞানে কি করিবে? ধন, মান, যশ, বিদ্যা বুদ্ধিতে কি হইবে যাহাতে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। আমার নানা সদ্গুণ থাকিলেই বা কি হইবে এবং জগতের সর্ব্বপ্রকার হিত সাধনে যদি নিযুক্ত হই, তাহা হইলেই বা কি হইবে যদি প্রাণ তাঁহার জন্য লালায়িত না হয়? সকল গুণ থাকিলেও প্রাণ তাঁহার জন্য ব্যাকুল না হইলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। ব্যাকুলতা না থাকিলে সচ্চরিত্র হইলেও তাঁহার দরজা হইতে ফিরিয়া আসিতে হইবে। দীন হীন হয়ে হাহাকার করে এস, জ্বালায় অস্থির হয়ে এস, যে কেহ হও না কেন তুমি তাঁহাকে পাবে। বাল্যকাল হইতে কত পুস্তক পাঠ করিলাম, কত উপায় অবলম্বন করিলাম কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আমার যদি ক্ষুধা না থাকে, তাহা হলে নানাপ্রকার সুখাদ্য লয়ে এস আমার তাহা লইতে প্রবৃত্তি হইবে না, কিন্তু ক্ষুধার্ত্তের কাছে তাহা লইয়া গেলে সে আর বিচার করিবে না; তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ করিবে। আহার সম্বন্ধে আমরা কত বিচার করি, কিন্তু দুর্ভিক্ষ পীড়িত কি বিচার করিতে পারে? শারীরিক আধ্যাত্মিক উভয় বিষয়ে একই কথা—ক্ষুধা। ব্যাকুল হও, ক্ষুধার্ত্ত হও, তাহা হইলেই হবে। বাহিরের উপায় লোকে যত কেন বলিয়া দিক না তাহাতে কিছু হবে না। উপায় জানিতে পারিবে প্রাণের জ্বালায়। এই উৎসবে যে যেমন ব্যাকুল হবে সে তেমন তাঁকে পাবে। আমি আর কিছু চাই না, আমার ১৫।২০ বৎসরের ক্ষুধামান্দ্য রোগটা যেন সেরে যায়। পৃথিবী স্বর্গ এক হয়ে যাবে, যদি আমরা তাঁকে এখানে পাই। এখানে এই উৎসবে অনেক সাধুর সমাগম হইবে, আমি যেন এই উপলক্ষে কিছু পাইয়া যাই। দন্তে তৃণ করে মন্দিরের দ্বারে বিনীতভাবে দাঁড়ায়ে থাকিব, যেন ভগবান আমার প্রতি কৃপা করেন।

রাত্রিতে সঙ্গত সভার উৎসব উপলক্ষে উপাসনা হয়। সেই উপলক্ষে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যে উপদেশ দেন তাহার সারাংশ নিম্নে দেওয়া গেল:—

যে স্থানে একত্র ধর্ম্মসাধন করিবার নিয়ম আছে দেখা যায় তথায় একটা বড় একতা আছে। পণ্ডিত মোক্ষমুলার বলিয়াছেন যে পৃথিবীতে দুই প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত দেখা যায়—missionary religions এবং non-missionary religions. বৌদ্ধ, খৃষ্টীয় এবং মুসলমান ধর্ম্ম প্রথমোক্ত প্রকারের এবং হিন্দু ও য়িহুদী ধর্ম্ম দ্বিতীয় প্রকারের। প্রথম শ্রেণীর ধর্ম্মাবলম্বীরা সামাজিক প্রভৃতি সকল প্রকার উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য লোকে তাঁহাদের উপর বড় অত্যাচার করিয়াছিল, এইজন্য সেই উৎপীড়িত লোকদিগের প্রতি লোকের বড় দয়া হইয়াছিল। লোকে আবার উৎপীড়িত হইলে এক আশ্চর্য্য দৃঢ়তা লাভ করে। এইরূপ হইলে কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা জন্মায় তাহা আমরা বুঝিতে পারি না, কারণ আমরা সেরূপ অবস্থার মধ্যে রহিয়াছি। আর এইরূপ ধর্ম্ম সাধন করিলে এমন এক ভাব উপস্থিত হয় যে সেই ভাব বাহিরে প্রচার করিতে প্রবল ইচ্ছা হয়। আমরা একবার একত্র হইয়া ধর্ম্ম সাধন করিতেছিলাম, কিন্তু কীর্ত্তন করিতে করিতে এত উৎসাহ আসিয়া পড়িল যে তাহা বাহিরে প্রচার করিবার জন্য বড় ইচ্ছা হইল। ঈশ্বরের করুণা যখন একবার প্রাণে আসে তখন আর ঘরে থাকা যায় না। যে সমাজে সামাজিক উপাসনা প্রচলিত থাকে, তাহাদের মধ্যে কি এক অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশিত হয় যে তাহা আর বলা যায় না। যিশুখৃষ্টের মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে বড় অমিল ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা নিজেদের দুরবস্থা দেখিয়া, চারিদিকে শত্রুকুল দ্বারা বেষ্টিত হইয়া এক বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দিন রাত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন প্রার্থনা করিতে করিতে কি এক আশ্চর্য্য শক্তি আসিয়া পড়িল যে লোকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। তাঁহাদের মধ্যে এমন উৎসাহ আসিয়া পড়িল যে এক এক দিনে ৫।৬ হাজার লোক তাঁহাদের দলে আসিয়া মিলিতে লাগিল। আমরা এই দশজনে মিলিয়াছি, যদি সকলে ঘরে বসিয়া থাকিতাম তাহা হইলে নিশ্চয় এইরূপ ধর্ম্ম সাধন করিবার জন্য উৎসাহিত হইতাম না। মানুষের চক্ষে কি এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে তাহা বলা যায় না। এইজন্য বন্ধু বান্ধব সকলকে লইয়া একত্র উপাসনা করা উচিত। একত্র বসিয়া কার্য্য করিলে সময়ে সময়ে শত্রুতা বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু ঐ ব্যাধির এই ঔষধ। পরস্পরের সহিত যতই মিশিব দেখা যাবে যে আমাদের ততই মিলন হইতেছে। এই সঙ্গত সভার অনুরূপ সভা নিতান্ত আবশ্যক। সমবিশ্বাসীদের এই রূপ সভা দ্বারা পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। যিশুর শিষ্যেরা আপনাদের অমিলন, বিরোধ দেখিয়া এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমাদের অমিলন হইলে ঘরে বসে না থেকে, সব ছেড়ে দিয়ে সব মাথা এক করে দিনরাত সকলে প্রার্থনা করিব। দশটী হৃদয় একত্র প্রার্থনা করিলে আমরা তাঁহার কৃপা পাইব এবং সকলে কৃতার্থ হইব।

৬ই মাঘ মঙ্গলবার, প্রাতঃকালে উপাসনা হয়। বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ এই—ভাই ভগ্নি! আপনারা ফুলের বাগানে গিয়া দেখিয়া থাকিবেন একটী ভ্রমর নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর ফুলে বেড়াইয়া অবশেষে মনোমত একটী ফুলে বসিয়া মধুপান করিয়া থাকে। সেই ফুলটীতে বসিবার জন্য অনেক যত্ন করিয়া যে তাহাতেই বসিল এবং নানা সুন্দর ফুলে ভ্রমণ করিয়াও তাহাতে বসিল না তাহার কারণ সে তাহা চায় না। সে যে ফুলে বসিতে ইচ্ছা করিয়াছিল যদিও তাহাতে একটী আবরণ ছিল তথাপি তাহা ভেদ করিয়া তাহাতেই বসিল। এই সংসারও একটী উদ্যান। পিতা মাতা প্রভৃতি কত ফুল এখানে রহিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে মানুষের প্রাণ যথার্থ স্থানে বসিতে না পারিলে আর কোথাও বসিয়া স্থির হইতে পারে না। বাহিরের কিছু লইয়া অথবা অন্য কোনও সৌন্দর্য্যে সে মোহিত হয় না। এই মাঘোৎসবের সময়

আমরা নানা স্থান হইতে উপস্থিত হইয়াছি। এখানে কৃত উৎসাহ, আনন্দ, উদ্যোগ দেখা যাইতেছে। এই সকল আমাদিগকে কখনও মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। এ সকলের পশ্চাতে বেড়াইতে বেড়াইতে প্রাণ অবসন্ন হইয়া পড়িবে। সেই সময় ভয়ানক দুঃখের সময়। এইজন্য বলি যে সেই অমৃতের অনুসন্ধানে যেন যাই সেই অমৃতের জন্য চেষ্টা থাকিলে বাহিরের সব বিঘ্ন চলিয়া যাইবে। একটু একটু ভাবের তরঙ্গে ভাসিয়া প্রকৃত তত্ত্ব ভুলিলে চলিবে না। সেই অমৃতে না ডুবিলে উৎসব হইবে না। বাহিরের কিছুতেই কিছু হবে না। ইহা দ্বারা অমৃত পাইবার সুবিধা হইতে পারে কিন্তু ইহা পাইয়া আসল ভুলিলে বড় অকল্যাণ হইবে। যতক্ষণ না অমৃত পাইব ততক্ষণ চেষ্টা করিতে হইবে, ভগবান আমাদিগকে তাহা দিবেন। কিন্তু বাহিরের কিছু লইয়া থাকিলে হইবে না। বাহিরের পদার্থ আমাদিগকে উৎসাহিত করিবে, কিন্তু যাহা পাইলে জীবন কৃতার্থ হয় তাহা লাভ করিতে হইবে। বাহিরের পদার্থ দ্বারা অনেকবার বঞ্চিত হইয়াছি, এবার যেন না হই।

অপরাহ্ণ ৬॥০ ঘটিকার সময়ে ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের বাৎসরিক অধিবেশন হয়। বাবু আনন্দমোহন বসু সভাপতির কার্য্য করেন। সঙ্গীত ও সংক্ষিপ্ত উপাসনার পর বিদ্যালয়ের সম্পাদক বাবু সীতানাথ দত্ত বৎসরের কার্য্য বিবরণ পাঠ করেন। এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীদিগের মধ্যে অনেকে এই বিদ্যালয় হইতে আধ্যাত্মিক উপকার লাভ করিয়া সম্পাদককে যে সকল কৃতজ্ঞতাসূচক পত্র লিখিয়াছেন তন্মধ্য হইতে কতিপয় পত্র পাঠ করেন। তদনন্তর পরিক্ষোত্তীর্ণ ২০ জন ছাত্র ও ছাত্রীকে পারিতোষিক বিতরণ হইয়া গেলে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বলিলেন—"আমি কয়েক দিন ইহাদিগকে শিক্ষা দিয়া বড় আনন্দ লাভ করিয়াছি। ধর্ম্মশিক্ষার জন্য ইহাদের আগ্রহ ও অনুরাগ অতিশয় আনন্দকর। এরূপ শিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক। ভারতবর্ষে ইহা নূতন নয়। কিন্তু নানা কারণে সে দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন এ শিক্ষা না হয় গৃহে, না হয় বিদ্যালয়ে। এখন বিদ্যালয়ে জ্ঞান শিক্ষা হয় বটে কিন্তু ধর্ম্ম-জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় না, বিষয়-জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। গভর্ণমেণ্ট ধর্ম্ম শিক্ষায় হাত না দেওয়াতে নানা স্থানে ইহাকে অবহেলা করা হইতেছে। ধর্ম্ম শিক্ষার অবস্থা এখন বড় শোচনীয়। ধর্ম্মহীন গৃহ, ধর্ম্মহীন সমাজ শ্মশানভূমি। আমাদের বালক বালিকা ধর্ম্মশিক্ষা না পাইলে আমাদের গৃহও শ্মশান হইবে। আমাদের আনন্দের বিষয় এই যে আমাদের সমাজে এইরূপ একটু ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অন্য অন্য শিক্ষার সহিত যদি একটু একটু ধর্ম্মশিক্ষাও দেওয়া হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়। বৃদ্ধাবস্থায় ধর্ম্মশিক্ষা হইলে কিছু হয় না। বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মশিক্ষা আরম্ভ না হইলে আত্মা নানা প্রকার কুভাবে আকীর্ণ হইয়া যায়। সুতরাং বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মশিক্ষা হওয়া উচিত। ব্রাহ্ম সমাজে এ বিষয়ে অমনোযোগ দেখিলে বড় দুঃখ হয়। ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিতে ভারতের উন্নতি, সুতরাং এই বিদ্যালয়ের উন্নতির উপর ভারতের উন্নতি নির্ভর করিতেছে।"

বাবু চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় এ দেশীয় ধর্ম্মপুস্তক পাঠ্য করিতে অনুরোধ করিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলিলেন—"যাহারা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন তাঁহাদিগের ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে সেই ফল ঘটিবে যাহা অর্থোপার্জ্জনকারী ব্যক্তির পক্ষে অর্থ না রাখিতে পারিলে ঘটিয়া থাকে। এই বিদ্যালয়ে যাহারা পড়িয়াছেন তাঁহাদের ধর্ম্মজীবন দৃঢ়ীকৃত হইবে এবং তাঁহারা অপরকে সাহায্য করিতে পারিবেন। তদনন্তর সভাপতি মহাশয় বলিলেন—"এই বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল বড় আনন্দদায়ক। সামান্য জ্ঞান লাভ করিলে লোকে কত আনন্দ করে কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিতেছেন তাহাদের পিতামাতার কত আনন্দ। কিন্তু ইহা বড় পরিতাপের বিষয় যে আমাদের দেশে এ বিদ্যার আর তেমন আদর নাই। এই দেশে এক সময়ে অন্যান্য সমস্ত বিদ্যাকে অপরা বিদ্যা এবং ব্রহ্মবিদ্যাকে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলা হইত। আমাদের দেশে এত থাকিতেও যে এইরূপ অবস্থা হইয়াছে তাহা বড়ই দুঃখের বিষয়। পূর্ব্বে বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব বড় জাগ্রত ছিল। এখন সংগ্রাম ও আন্দোলনের ভাব প্রবল। কিন্তু ইহার জন্য আমরা দুঃখিত নই। সত্যের এমন পথ আছে যাহার উপরে দাঁড়াইলে আর কোনও ভয় থাকে না। যদি একটী শান্তি-পূর্ণ নানা পদার্থ শোভিত নগর শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহা হইলে উহার চারিদিকে পরিখা খনন দ্বারা উহাকে রক্ষা করিতে হয়। এখন পশ্চিমের জ্ঞানালোক আসিয়া আমাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিতেছে, এখন আমাদিগকে অতি সাবধানে থাকিতে হইবে। ধর্ম্মবিজ্ঞান জড় বিজ্ঞানের সহিত মিলিত হইবে, তাহাদের মধ্যে কোনও বিরোধ থাকিবে না। এক সময় এমন ছিল যখন ধর্ম্মবিজ্ঞান জড় বিজ্ঞানের স্থান অধিকার করিয়াছিল, এখন জড় বিজ্ঞান ধর্ম্মবিজ্ঞানের স্থান অধিকার করিতে চেষ্টা করিতেছে। এ অবস্থা দেখিয়া বড় কষ্ট হয়। ধর্ম্মবিজ্ঞান যে অত্যাচার করিয়াছিল তাহার কুফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন জড় বিজ্ঞান ধর্ম্মবিজ্ঞানের পথে বাধা দিতেছে। এই সংগ্রাম বড় গুরুতর। ইহার উপর গভীর ফলাফল নির্ভর করিতেছে। যদিও জড় বিজ্ঞান ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিতে চেষ্টা করিতেছে কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে তাহা দ্বারা ধর্ম্মের যথার্থ অবস্থা প্রকাশিত হইতেছে। আমরা দেখিতেছি যে উভয়েরই স্থান আছে, ইহাদের মধ্যে কোনও প্রতিযোগিতা নাই। যে পরিমাণে জড় বিজ্ঞান উন্নত হইবে সেই পরিমাণে ধর্ম্ম বিজ্ঞানও উন্নতি লাভ করিবে। যে সকল তত্ত্ব পূর্ব্বে লোকে জানিত না তাহা প্রকাশিত হইয়া ভগবানের মহিমাকে প্রকাশিত করিবে। জড় বিজ্ঞান ও ধর্ম্মবিজ্ঞান উভয়েই এক সত্য সূর্য্যকে প্রকাশিত করিতেছে। ধর্ম্মবিজ্ঞান ও জড় বিজ্ঞানের বিরোধ উপকথায় কথিত তুষার ও হিমের (snow and ice) বিরোধের ন্যায়। সত্য সূর্য্যের প্রকাশে উভয়েই বিগলিত হইলে ব্রহ্ম-জ্ঞানরূপ সলিলে পরিণত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম উভয়ের প্রতিযোগিতা দূর

করিতেছে। বিজ্ঞান দ্বারা ধর্ম্মের সব মলা বাহির হইয়া যাইবে। মলা বাহির হইয়া গেলে ধর্ম্মের শুভ্র প্রবাহ বহির্গত হইবে। আমাদের বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত আমাদের আর কোথাও যাইতে হইবে না; এই দেশজাত সত্য ধর্ম্মই পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে। এই বিদ্যালয় দ্বারা কেবল শুষ্ক জ্ঞান শিক্ষা হয় নাই, ধর্ম্ম সাধন ও শিক্ষা হইয়াছে। সংসারে জ্ঞান, প্রীতি ও কার্য্য তিন প্রকার শিক্ষারই আবশ্যকতা আছে। এক দিকে জ্ঞান অপর দিকে কার্য্য, মধ্যে প্রীতি থাকিয়া উভয়কে সংযুক্ত করিতেছে। এই বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রীতির স্থান দেখিয়া বড় আনন্দিত হইলাম। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জন্য কত পরীক্ষার্থী উপস্থিত হন কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যালয়, যাহা যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়, তাহাতে এত অল্প সংখ্যক পরীক্ষার্থী দেখিয়া বড় দুঃখিত হইতেছি। যাঁহারা এই বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সংসারে প্রবেশ করিতেছেন তাঁহারা এক অক্ষয় কবচ ধারণ করিয়া যাইতেছেন। পূর্ব্বে এ দেশে যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যার সম্মান ছিল এখন যেন আমরা তাহা পরিত্যাগ না করি। ব্রাহ্ম পিতা মাতা যেন তাঁহাদের সন্তানদিগকে সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণ উপযুক্ত করিয়া দেন। যে শিক্ষা লাভ করিলে প্রলোভন আর কিছু করিতে পারিবে না তাহা কি শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়? এরূপ বিদ্যালয়ে বালক বালিকাদিগকে প্রেরণ না করিলে অতি বিষময় ফল ফলিবে। যাঁহারা আজ পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন তাঁহারা যেন মনে না করেন যে পুস্তকই যথার্থ পুরস্কার। ইহাই যেন মনে করেন যে, যে সকল পুস্তক তাঁহাদিগকে দেওয়া গেল তাহা ভবিষ্যতে শিক্ষালাভের সহায় মাত্র। তাঁহারা এত দিনে একটু অগ্রসর হইয়াছেন আরও অনেক অগ্রসর হইতে হইবে। যে স্থান লাভ করিলে সকল শোক তাপ চলিয়া যাইবে সেই স্থান লাভ করিতে হইবে। যাহারা কিছু শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, ভবিষ্যতে আরও উন্নতি লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হউন। যথার্থ জ্ঞান মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিলে কত আনন্দ, কত উচ্চ আশা, কত সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাইবেন। চক্ষু একবার খুলিয়া গেলে, একবার ব্রহ্ম অঞ্জনে শোভিত হইলে কত সুন্দর পদার্থ দেখিতে পাইবেন। সংসারে কত উপকার করিতে পারিবেন। সকল বন্ধন চলিয়া যাইবে যদি একবার তাঁহার কৃপা অবতীর্ণ হয়।

বুধবার প্রাতে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় উপাসনার কাজ করেন। সেদিনকার উপদেশের সারমর্ম্ম এই:—বন্ধুরা চান আমি সভ্যতার পরিচ্ছদ পরি, প্রেমিক হই, জ্ঞানী হই। এই রূপ সকলেই সামাজিকভাবে একজন হইতে চান। আমি বাহ্যিক ভাবে এ সবই হইতে পারি। কিন্তু আমার আর দিকে হিসাব আছে। ঈশ্বরের কাছে আমি জবাবদায়ী আছি। বন্ধুরা আমায় মন্দ বলিলে কি হইবে, আমার ভগবানের সহিত হিসাব মিটাইতে হইবে। তাঁহার সহিত হিসাব না মিটিলে আমি কি করিব? আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি তাঁর কাছে খাঁটী হইতে পারি।

রাত্রি ৬॥ ঘটিকার সময়ে সমাজ মন্দির লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় মার্টিন্ লুথারের জীবন চরিত সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা অতি সারবান্ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। লুথারের আশ্চর্য্য জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনের পর বক্তা তাঁহার জীবনের তিনটী ভাব বিশেষরূপে প্রদর্শন করেন;—(১) সর্ব্বোপরি বিবেকের প্রাধান্য সমর্থন, (২) ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস, (৩) সত্য প্রচারে অদম্য সাহস। লুথারের বন্ধু ইর‍্যাস্‌ম্যাসের লোকভয়-প্রতিষ্ঠিত কার্য্য প্রণালীর সহিত লুথারের বিবেক-প্রতিষ্ঠিত কার্য্য-প্রণালীর প্রভেদ দেখাইতে গিয়া বক্তা আধুনিক ভীরুস্বভাব ও শিথিলবিবেক শিক্ষিত দলের যুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন। যাঁহারা বলেন ধর্ম্ম কর, কিন্তু সমাজ ভাঙ্গিও না, তাঁহাদের কথার উত্তর এই যে, যে সমাজের ভিত্তি এরূপ অদূরদর্শীতার সহিত গঠিত যে বিবেকানুযায়ী কার্য্য করিতে গেলেই তাহা ভাঙ্গিয়া যায়, সে সমাজভঙ্গের জন্য আমরা দায়ী নই। আমাদের কাজ সমাজ ভাঙ্গাও নয়, গড়াও নয়; আমাদের কাজ বিবেকের আদেশ পালন করা। বিবেকের আদেশ পালন করিতে গিয়া যদি প্রাচীন সমাজ ভগ্ন হয়, হউক, যদি থাকে, থাকুক। বর্দ্ধনশীল বৃক্ষের প্রভাবে যদি ইহার ইষ্টক-নির্ম্মিত ভিত্তি ভাঙ্গিয়া যায় ইহাতে কেবল তাহাদের মুর্খতা আর অদুরদর্শীতাই প্রকাশ পায় যাহারা এরূপ ভিত্তি গঠন করে।

বৃহস্পতিবার প্রাতঃকাল ৭ টার সময়ে উপাসনা মন্দিরে বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। তিনি সে দিন যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার সার মর্ম্ম এই:— একবার কোন স্থানে একটী সুন্দর বাড়ীতে আনন্দোৎসব হইতেছিল। তাহা দেখিবার জন্য নানা দিক্ হইতে অনেক লোক আসিয়াছিল। উৎসব ফুরাইয়া গেলে সকলে ঘরে ফিরিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। সেই বাটী আলোক-পরিপূর্ণ ছিল বটে কিন্তু রাস্তায় কোনও আলো ছিল না। কেহ কেহ আপন বাতী জ্বালিয়া আনন্দ মনে ঘরে ফিরে গেল, কিন্তু অনেকের সঙ্গে আলো ছিল না, তাহারা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। পথে যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন তত অন্ধকার বাড়িতে লাগিল। যাহারা কোনও আলো আনে নাই তাহারা কি জানিত না যে আনন্দোৎসবের বাতী কতক্ষণ মাত্র জ্বলিবে, পরে আসিবার সময়ে আপনাদের আলো না থাকিলে চলিবে না। এইরূপ নির্ব্বোধদের দুঃখের জন্য সকলেরই কষ্ট হয়। এই উৎসবে অনেক আলো জ্বলিবে। অনেক সাধু এখানে আসিবেন। এখানে সকলেই আলো দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইবেন। কিন্তু চলিয়া যাইবার সময়ে বড় গোলযোগ হইবে। যাঁহাদের আলো আছে তাঁহাদের সহিত চারিজন চলিয়া যাইতে পারেন কিন্তু যখন তাঁহারা আপনাদের গন্তব্য পথে যান, তখন তাঁহাদের সহিত আর চলা যায় না। সাধুদিগের সঙ্গে অনেকে থাকেন বটে কিন্তু চিরকাল আর তাহাদের সহিত চলে না। যাহাদের কোনও আলো নাই তাঁহারা বড় বিপদে পড়েন। যিনি এখানে আসিয়া

আপনার আলো জ্বালিবার জন্য বসিয়া আছেন, তিনি ধন্য। কারণ সংসারের অন্ধকার পথে তাঁহার যাইবার সুবিধা আছে। কিন্তু অন্য ভাবে যাঁহারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহারা বড় বিপদে পড়িবেন। এজন্য আপনাদের সকলকে অনুরোধ করিতেছি আসুন সকলে আমাদের প্রাণের বাতী জ্বালিবার জন্য প্রস্তুত হই। অন্যের দেখে আনন্দিত হইব না যতক্ষণ না আমাদের প্রাণের বাতী জ্বলিবে। তাঁহাদের আলো দেখিয়া ধন্য হইব বটে, কিন্তু তাহাতে আমার কি হইবে? আমি যদি সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে না দেখিতে পাইলাম তাহা হইলে আমার কি হইল। স্বয়ং ঈশ্বর এখানে আছেন তাঁহার পুত্রকন্যাগণের প্রাণে বাতী জ্বালিবার জন্য, যে প্রেমের বাতী জ্বালিয়া দিলে তাহারা এই নানা জন্তুপূর্ণ সংসারে অভয়ে বিচরণ করিতে পারিবে। তাঁহার জ্যোতিতে আমাদের প্রাণের বাতি জ্বলিলে যথার্থ যোগ হইবে। এ উৎসবে যদি তাঁহার আলোকে আমরা আলোকিত না হইতে পারি তাহা হইলে আজ যদিও দুর্ব্বলতাতেও পতিত না হই কিন্তু কাল আর রক্ষা নাই। এইজন্য বলিতেছি সময় থাকিতে সকলে প্রস্তুত হউন এবং প্রাণের দ্বার খুলিয়া দিয়া আপনাদের বাতী জ্বালিবার আয়োজন করুন। সকল দুঃখ চলিয়া যাইবে, ঈশ্বর নিশ্চয়ই আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।

রাত্রিতে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় "চৈতন্য-চরিত" সম্বন্ধে একটী উজ্জ্বল বর্ণনাপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। চৈতন্য-চরিত সম্বন্ধে অনেকেই বিশেষরূপে অবগত আছেন, তজ্জন্য এবিষয়ে এস্থলে সংক্ষেপে কিছু বলা হইল না। ভবিষ্যতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কথা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

৯ই মাঘ শুক্রবার প্রাতঃকাল হইতে প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মিকা সমাজের ও বঙ্গমহিলা সমাজের উৎসব হয়। প্রাতঃকালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনার কার্য্য করেন ও উপদেশ দেন। উপদেশের বিষয়--"ঈশ্বরই জীবনের ভিত্তি।" যে জীবন ঈশ্বরের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, সে জীবন অসার। যে বাহ্যিক সভ্যতা ও চাকচিক্য মানবের আধ্যাত্মিকতা বিনষ্ট করে তাহা হইতে দূরে থাকিয়া ধর্ম্মের উপর জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত, এই উপদেশের সার মর্ম্ম। মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মিকাগণের প্রীতিভোজন হয়। অপরাহ্নে বঙ্গমহিলা সমাজের সাম্বৎসরিক অধিবেশন হয়; তদুপলক্ষে কয়েকটী মহিলা প্রবন্ধ পাঠ করেন।

রাত্রিতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক সভা হয়। সভার এই দিবসের অধিবেশনে বাৎসরিক কার্য্য বিবরণ পাঠ সভাপতির মন্তব্য পাঠ ও কর্ম্মচারী নিয়োগ হয়। বাবু শিবচন্দ্র দেব সভাপতি, ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় সম্পাদক, বাবু শশীভূষণ বসু এম্ এ সহকারী সম্পাদক ও বাবু গুরুচরণ মহলানবীস ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

১০ই মাঘ শনিবার প্রাতঃকালে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের সারাংশ এই:—

তন্দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষ শোকৌ জহাতি।

ঈশ্বর অতি নিগূঢ় বস্তু, সহজে তাঁহাকে দেখা যায় না। এই জগতের স্থূল পদার্থ সকল স্থূল দৃষ্টির গোচর, কিন্তু ঈশ্বর সেরূপে দৃষ্ট হইবার নহেন। কেবল কি চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায় না? শ্রোত্র, নাসিকা, রসনা, ত্বক্ এ সকল ইন্দ্রিয়ের ও বিষয় তিনি নহেন। কেবল তাহাই নহে, মানুষের মন ও বুদ্ধি যে এত সূক্ষ্ম, ইহারাও তাঁহাকে ধরিতে অক্ষম। কেমন গূঢ়ভাবে তিনি স্থিতি করিতেছেন! সকল পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, সকলের স্থিতির কারণ হইয়া সেই আদিকারণ অতি পুরাতন পরমেশ্বর সকল সময়ে সর্ব্বত্র রহিয়াছেন, বস্তুর বস্তু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, ও প্রাণের প্রাণ হইয়া তিনি বর্ত্তমান, অথচ তাঁহাকে কেহ আবিষ্কার করিতে পারিতেছে না। তিনি আত্মাকে আপনার গুহা করিয়া তাহার মধ্যে অতি নিগূঢ় কন্দরে লুক্কায়িত রহিয়াছেন, কাহার সাধ্য তাঁহাকে সহজে বাহির করে? কিন্তু ঋষিরা বলিয়াছেন এই অতি নিগূঢ় পরমেশ্বরকে দর্শন করিবার অধিকার আছে, দর্শন করিবার উপায় আছে এবং তাঁহার দর্শনে মহাফল লাভ হয়। ধীরব্যক্তি অধ্যাত্ম যোগদ্বারা এই দেবতাকে জানিয়া হর্ষ শোক হইতে বিমুক্ত হয়েন। পরমেশ্বরকে দর্শন করিবার জন্য অতি ধীর, শান্ত ও একাগ্র চিত্ত হওয়া চাই। চিত্তের স্থিরতা না হইলে প্রকৃতভাবে বস্তুর স্বরূপ দর্শন হয় না। সরোবরের চঞ্চল জলে তীরস্থ সুদৃঢ় ও সরল তালতরু তরল ও বক্রাকারে দৃষ্ট হয়। মনের চঞ্চলতা সেইরূপ ঈশ্বর স্বরূপ একে আর করিয়া দেখায়। আর মনের একাগ্রতা ভিন্ন সংসারের সামান্য কার্য্যেও কৃতকার্য্য হওয়া যায় না, ঈশ্বরদর্শনরূপ দুরূহ কার্য্যে এই একাগ্রতা একান্ত আবশ্যক। মহাভারতের বর্ণনায় ধনুর্ব্বিদ্যার পরীক্ষা দিতে গিয়া দ্রোণাচার্য্যের অপরাপর শিষ্যেরা শিকারকে যেমন দেখিতেছিলেন, চারিদিকের আর আর বস্তু সকলও সেইরূপ দেখিতেছিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন একমাত্র লক্ষ্য পক্ষীর মস্তক দেখিতেছিলেন, তাঁহার নিকট আর সকল বস্তুই অদৃশ্য হইয়াছিল। ঈশ্বর যাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছেন তাহারাই তাঁহাকে আয়ত্ত করিবার অধিকারী। দ্বিতীয়তঃ এই কার্য্য সাধনের জন্য অধ্যাত্মযোগ আবশ্যক। অধ্যাত্মযোগ কি? আত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ। চক্ষুর সহিত যেমন সুদৃশ্য বস্তুর, কর্ণের সহিত সুস্বরের এবং রসনার সহিত সুরসের যোগ, তাহা প্রত্যক্ষ ভোগ করিবার, ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার নহে। আত্মার সহিত সেইরূপ পরমাত্মার যোগ প্রত্যক্ষ সম্ভোগ করিবার বিষয়। আত্মা ক্ষুধিত এবং তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যখন তাহার একমাত্র তৃপ্তির বিষয় এই ঈশ্বরকে চায় তখন প্রেমময়ের নিগূঢ় কোশলে তাঁহার সহিত আত্মার প্রত্যক্ষ যোগ হয়। জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, শান্তি, আনন্দের অনন্ত উৎস সেই পরমাত্মার সহিত আত্মার পরমযোগ প্রতিষ্ঠা হইলে ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ রসপানে আত্মা নিরত হইয়া অমৃত জীবন লাভ করে। ঈশ্বরকে জানার অর্থ তখন ঈশ্বরকে পাওয়া। তাঁহাকে যত পাওয়া যায়, আত্মার সহিত তাঁহার যত গাঢ় সম্মিলন হয়, আত্মা তত সংসারের অতীত যোগানন্দ, প্রেমা-

নন্দ ও ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিতে থাকে। সংসারের সুখ দুঃখ তখন তাহার তুচ্ছ হয়। অনিত্য বিষয় সম্পদলাভে যে হর্ষ এবং তাহার বিনাশে যে শোক তাহা চঞ্চলমতি সংসারকে ও জীবদিগের চিত্তকেই বিচলিত করে। ধীর ব্যক্তি আত্মাকে পরমাত্মাতে যোগযুক্ত করিয়া আপ্তকাম হন, তিনি তাহা ভিন্ন আর কিছুরই প্রার্থনা করেন না। প্রাণের আরাম, হৃদয়ের শান্তি, চক্ষুর আলোক ও জীবনের বল সকলই সেই অক্ষয় উৎস হইতে লাভ করিয়া তিনি নিত্য সুখে সুখী হন এবং অমর হইয়া যান।

অপরাহ্নে বিডন পার্কে বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম ও দর্শক সম্মিলিত হইলে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় প্রচারক বাবু লক্ষণপ্রসাদ বক্তৃতা করেন। তৎপরে একটী অতি প্রকাণ্ড ভাব-তরঙ্গ-পূর্ণ জন প্রবাহ নূতন রচিত নগর সংকীর্ত্তনটী গান করিতে করিতে রাজপথ দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। বিডনষ্ট্রীট, ডফষ্ট্রীট, এমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, সুকিয়াষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিশষ্ট্রীট বহিয়া প্রায় ৭ ঘটিকার সময়ে এই জনস্রোত উপাসনা মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইল। এবার সংকীর্ত্তন বিশেষ গাওয়া হইয়াছিল এবং অনেক হৃদয়কে বিগলিত সুপ্রনালীতে করিয়াছিল। রাত্রিতে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন। নূতন রচিত নগর সংকীর্ত্তনটী এইঃ—

দিন যায় রে ভাই! ভ্রমিস্‌নে আর সংসার কাননে।
সৎস্বরূপের সত্য জ্যোতি দেখরে দেখ নয়নে।

ওরে (নগরবাসী!)

বিষয় কুয়াসা-জালে ঘেরে সে বনে,
প্রবৃত্তি-জঙ্গলে পথ পাবি কেমনে?
দেখ সে পুণ্যের জ্যোতি উজলিল ওই ভুবনে।

(ওরে নগরবাসী!)

মোহের আঁধারে পাপের বিকারে,
দিবানিশি, ডুবে কত দিন আর যাবে রে ভাই?
করিয়ে বিষয় গরল পান, তোদের প্রাণ, কভু না জুড়াবে;
ফেলে দাও দূরে অনিত্য অসারে
চল চল রে ভাই, সেই সত্যধামে সকলে যাই।
এ অরণ্য মাঝে, যে হৃদয়-রাজে ছেড়নারে বলি তাই।
ভাইরে—সে সত্য-পুরুষে ছাড়ি দাঁড়াবে কোথায়?

(ধন মান কিছু রবেনা রবেনা) (সেই শেষের দিনে)
সবই যেন মরীচিকা প্রায়?

ভাই রে—প্রাণের পিয়াসা তোদের বল কে মিটায়,
বিনা সেই প্রেম-সিন্ধু প্রভু দয়াময়?
বিনা সেই (আর কেবা আছে রে)

(দয়াল প্রভু বিনা)

(পিয়াস মিটাইতে) প্রেম-সিন্ধু প্রভু দয়াময়।

জীবনের জীবনে, ভুলিয়া কি ধনে, লইয়া রহিবে এ সংসারে?
আঁখির আলো যিনি, তাঁরে ছেড়না বন মাঝারে।
জীবের জীবন যিনি, কভু ভুলো না ভুলো না তাঁরে।
সেই জীবন পেলে, আর ভবের বন্ধন রবেনারে।

(ওই) দেখ সে সত্যের জ্যোতি, আজ নয়ন ভরে,
হৃদয় মাঝারে।

যে জ্যোতি-পরশে প্রাণে জীবন সঞ্চারে;

(মোহনিদ্রা ভেঙ্গে যায় রে)

(আজ) দেখ রে সেই প্রেমময়ে হৃদয় দুয়ারে।

(নয়ন খুলে দেখ দেখ রে)

(ও ভাই) তাঁহার শরণ নিলে ভয় নিবারে।

(সকল বিপদ কেটে যায়রে)

(আজ) জয়ধ্বনি করে চল যাই ভব-পারে।

(এমন দিন আর হবে না রে)

মিল—দেখরে জীবন গেল লয়ে কি ধনে,
দিন গেল, সন্ধ্যা হলো ভব-কাননে;
এখনো শুনহে বাণী পড় প্রভুর শ্রীচরণে।

(ওরে নগরবাসী!)

রাত্রিতে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন।

১১ই মাঘ রবিবার সমস্ত দিন ব্যাপী উৎসব। প্রাতঃকালে অনেকক্ষণ উদ্বোধনসূচক সঙ্গীত হইলে পর পণ্ডিত শিবনাথশাস্ত্রী উপাসনারকার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের সারাংশ এইঃ—

সংসারে সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে বহুদিনের পর যদি বন্ধু বান্ধব সাক্ষাৎ হয় তখন পরস্পর কুশল প্রশ্নের পর বসিয়া তাঁহারা বিচ্ছেদকালে কি কি বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার উল্লেখ করিতে থাকেন। ঐ কালের মধ্যে কি বিশেষ সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াছেন তাহা বর্ণন করিতে থাকেন। আমাদের আজ উৎসবের দিন, আজ বহুদূর হইতে অনেক বন্ধু এখানে সমাগত হইয়াছেন; আমি অনেক দিন হইতে একটী বিশেষ ঘটনার কথা ইঁহাদিগকে বলিব বলিয়া মনে করিয়া রাখিয়াছি তাহাই আজ বলিব। সে ঘটনাটী এই যে কিছুদিন হইল আমার অন্তরে কোন একটী বিশেষ সুখের লালসার উদয় হয়। যে সুখটীর প্রতি আমার অন্তরের বাসনা জন্মে। তাহার মধ্যে কোন পাপ কামনা বা অবিশুদ্ধ প্রবৃত্তি ছিল না অথচ দেখিলাম যে যে কয়েকদিন সেই ইচ্ছাটী আমার অন্তরে প্রবল রহিল সেই কয়েক দিনের মধ্যে আমার আধ্যাত্মিক অবস্থা বিশেষ মলিন বোধ হইতে লাগিল; অর্থাৎ আর আমি দৈনিক উপাসনাতে পূর্ব্বের ন্যায় তৃপ্তি পাই না; যাহা করি সেখানে যাই, প্রাণটা বিরস বিরস বোধ হয়; দর্পণের উপরে জলীয় বাষ্প পড়িলে যেমন ম্লানভাব হয় এবং তাহাতে আর পার্থিব পদার্থ সকলের প্রতিবিম্ব উজ্জ্বল রূপ পড়ে না; সেই রূপ কোন গূঢ় কারণে আমার চিত্তের ম্লানভাব হইয়া আর সেই প্রেমময়ের প্রেমমুখ যেন ভাল করিয়া দেখিতে পাই না। এই অবস্থাতে আমার অন্তরাত্মা নিতান্ত ব্যস্ত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িল, এই ম্লানভাবের কারণ কি? গভীর রূপে এই চিন্তা করিতে লাগিলাম। সহর ছাড়িয়া নির্জ্জন উদ্যানে গিয়া কেবল আত্ম-পরীক্ষায় নিযুক্ত হইলাম। অবশেষে একটা মহাসত্য প্রতীতি হইল। আমি অনুসন্ধানদ্বারা জানিতে পারিলাম, যে সুখটী আমি পাইতে ইচ্ছা করিতেছিলাম, সেই

সুখের ইচ্ছা করিবার সময় তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা-সঙ্গত কি না এ চিন্তা একবারও আমার মনে জাগে নাই। আমি তাঁহাকে ভুলিয়া কেবলমাত্র স্বীয় আসক্তি দ্বারা চালিত হইয়া ঐ সুখ কামনা করিতেছিলাম। তখন আমি মনকে এই প্রশ্ন করিতে লাগিলাম আচ্ছা ঐ সুখ যে আমার আত্মার পক্ষে শ্রেয়স্কর তাহা কে বলিল? প্রভু কি ইচ্ছা করেন ঐ সুখ আমি পাই; সুখ আমি কেন চাহিব? সেবাই যাহার লক্ষ্য সুখত তাহার লক্ষ্য নয়। ঐ সুখ দিতে হয় তিনি দিবেন, না দিতে হয়,না দিবেন, আমি চাহিব কেন? এই ভাবিতে ভাবিতে বড় লজ্জা হইতে লাগিল, মনে মনে বলিয়াম ছি ছি, কি অবিশ্বাসীর স্থায় কাজ করিয়াছি? আমি অবিশ্বাসীর মত নাস্তিকের মত তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া আসক্তির জন্য সুখ কামনা করিয়াছি! এই অপরাধেই আমার মন মলিন হইয়া গিয়াছে। যে সুখের মধ্যে তিনি জাগ্রত প্রাণ রূপে বিদ্যমান নহেন, সেরূপ সুখ কামনা করাই বিশ্বাসীর পক্ষে অপরাধ। এই অপরাধেই অন্তরাত্মা মলিন হইয়াছে। এই চিন্তাতে প্রবৃত্ত হইয়া আমি আরও একটী গভীর তত্ত্বে প্রবেশ করিলাম। আমি ভাবিলাম মানবের পাপের বীজ কোথায়? এদেশের কোন কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন যে অজ্ঞতাই পাপের বীজ, অর্থাৎ মানব মোহ বশতঃ সর্ব্বদাই অসাকে সার বোধ করিতেছে, এই ভ্রান্তিরূপ বীজ হইতেই পাপের উৎপত্তি। কোন কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন, অশান্তিই পাপের বীজ। মানুষ নিকৃষ্ট সুখেতে এত আসক্ত, যে তাহারা সেই সকল সুখের অন্বেষণে সর্ব্বদাই ব্যস্ত, সে কারণে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিতে পারে না। এই কারণেই পাপের উৎপত্তি হয়। আমার বোধ হইল, সেই সত্যস্বরূপকে বিস্মৃত হইয়া সুখেচ্ছা করাই পাপের বীজস্বরূপ। আমি যে তাঁহাকে ছাড়িয়া সুখ ইচ্ছা করিতে পারি এখানেই আমার মরণের পথ খোলা রহিয়াছে। এই মূল হইতেই সকল পাপের উৎপত্তি হইতে পারে।

প্রকৃত বিশ্বাসী যিনি তাঁহার সকল আশা, সকল আকাঙ্ক্ষা, সকল বাসনা সেই সত্যস্বরূপের উপরে প্রতিষ্ঠিত। যে চিন্তা যে ভাব বা যে বাসনাকে ঈশ্বরের পবিত্র প্রকাশমধ্যে লইয়া যাইতে পারা যায় না তাহা তিনি অস্পৃশ্য বস্তুর স্থায় হৃদয় হইতে, বর্জ্জন করেন। ধর্ম্মের চক্ষে ইহার দ্বারাই ভাব ও কার্য্যের বিচার। ভাব হাজার সুন্দর হউক, কার্য্য হাজার মহৎ হউক, যতক্ষণ তাহা সেই সত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত না হয়,ততক্ষণ তাহার কোন আধ্যাত্মিক মূল্য নাই। কেবলমাত্র প্রবিত্তির বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ যদি অন্ধের স্থায় সদনুষ্ঠান করে, এবং তাহার সহিত সেই সত্যস্বরূপের কোন সংস্রব না থাকে, তবে সেই প্রকার কার্য্য দ্বারাই সে ব্যক্তি পাপ সলিলে ডুবিতে পারে। যে জ্ঞানের প্রাণ তিনি নহেন সে জ্ঞান গর্ব্ব ও অজ্ঞতার অন্ধকার মাত্র। যে প্রীতির প্রাণ তিনি নন, সে প্রীতি স্বরায় আসক্তি ও মোহের আকার ধারণ করে, এবং চিত্তকে মায়া পাশে বদ্ধ করিয়া ফেলে; যে সদনুষ্ঠানের প্রাণ তিনি নন, তাহা অহঙ্কার, প্রশংসাপ্রিয়তা প্রভৃতি প্রসব করিয়া আত্মাকে ধর্ম্মের উচ্চভূমি হইতে ভ্রষ্ট করে। অতএব বিশ্বাসী মাত্রেরই এই চেষ্টা হওয়া কর্ত্তব্য কিসে তাঁহাদের সমুদায় চিন্তা বাসনা ও কার্য্য সেই সত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার সহিত যাহার যোগ নাই সে চিন্তা, ভাব ও কার্য্য আমাদিগকে তাঁহা হইতে দূরে লইয়া যায় এবং মুক্তিপ্রার্থী বিশ্বাসীর নিকট তাঁহার কোন মূল্য নাই, বরং তাহা হেয়।

উপাসনার পরেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মন্দিরে হৃদয়স্পর্শী প্রার্থনা ও সঙ্গীত চলিতে থাকে। মধ্যাহ্নে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন উপাসনা করেন ও মহাত্মা কবীরের কয়েকটী উৎকৃষ্ট দোঁহা পাঠ করেন। অপরাহ্নে প্রার্থনা সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। তৎপরে বাবু দ্বারকানাথ সরকার, শ্যামাচরণ দে, কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক, পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও হরেন্দ্রনাথ দে এই পাঁচটী যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। রাত্রিতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনার কার্য্য করেন। ও মহাত্মা ঈশার এই দুটী বাক্যের উপর উপদেশ দেন—(১) যে জীবন হারায়, সে জীবন পায়, যে জীবন বাঁচায়, সে জীবন হারায়। (২) যিনি সর্ব্বাপেক্ষা নীচ হন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইতে চান, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ছোট হন। উপদেশ অতিশয় ভাবোদ্দীপক হইয়াছিল, কিন্তু আমরা যথা সময়ে ইহার সারাংশ রক্ষা করিতে পারি নাই বলিয়া ইহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইলাম, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

সোমবার প্রাতঃকালে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন ও "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ॥" এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া উপদেশ দেন। মধ্যাহ্নে সমাজের আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। যাহাতে সমাজের বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক দুরবস্থা দূর হয়, এই বিষয়ে কেহ কেহ মন্তব্য প্রকাশ করেন। পূর্ব্ব প্রস্তাবিত বোর্ডিং সম্বন্ধেও কতক কথাবার্ত্তা হয়। অপরাহ্নে রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের উৎসব ও বালকবালিকা সম্মিলন হয়। সমস্বরে সঙ্গীত ও প্রার্থনার পর বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও বাবু শশীপদ বন্দোপাধ্যায় ক্রমান্বয়ে বালক বালিকাদিগকে উপদেশ দেন; তৎপরে সঙ্গীত হইলে পর বালক বালিকাদিগকে আহার করান হয়।

রাত্রিতে বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র "নানক চরিত" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা অতিশয় মুগ্ধকর হইয়াছিল। বক্তার গম্ভীর সুললিত স্বরে কীর্ত্তিত সেই গভীর ভাব পূর্ণ পবিত্র জীবন কাহিনী শুনিতে শুনিতে আমাদের হৃদয় একেবারে বিগলিত হইয়া গেল। সংক্ষেপে বক্তৃতার ভাব আমরা কিছুই প্রকাশ করিতে পারি না। ভবিষ্যতে বক্তৃতার কোন কোন অংশ প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

মঙ্গলবার প্রাতঃকালে বাবু সীতানাথ দত্ত উপাসনার কার্য্য করেন ও "ব্রহ্মদর্শন সম্বন্ধে উপদেশ দেন। উপদেশের সারাংশ এই:—আমার জীবন অতি হীন, আমার ধর্ম্মাভিজ্ঞতা নিতান্ত অল্প, আমি কি উপদেশ দিব? কি কথা দ্বারা আপনাদের সাহায্য করিব? প্রাণের একটী আকাঙ্ক্ষার কথা বলি। একটী আকাঙ্ক্ষা লইয়া উৎসবে প্রবেশ করিয়াছিলাম।

আকাঙ্ক্ষাটী এই—মাকে দেখিব। জিজ্ঞাসা করি আপনারা কি মাকে দেখিয়াছেন? আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে ইহার উত্তর এই—দেখি নাই কিরূপে বলিব? না দেখিলে কাহার উপাসনা করি? না দেখিলে বাঁচিয়া আছি কিরূপে? কিন্তু দেখায় দেখায় প্রভেদ আছে। দুঃখের সহিত বলি—সে দর্শন হয় নাই যার কথা ভক্তগণ বলিয়াছেন—ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে॥ সেই পরমাত্মাকে দেখিলে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, সমুদায় সংশয় ছেদন হয়, সমুদায় কর্ম্মফল বিনষ্ট হয়। কৈ, হৃদয় গ্রন্থি ভেদ হইল কৈ? সংসারাশক্তি দূর হইল কৈ? তাঁহাতে মন মজে না, ডুবে না, কি অজ্ঞাত বস্তু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া হৃদয় তাঁহাকে ছাড়িয়া যায়। এক এক সময় হৃদয় পরীক্ষা করিয়া বোধ হয় আমি ধনও চাই না, মানও চাই না, সুখও চাই না, সংসারের কিছুই চাই না, অথচ দেখি, বিশেষ কোন বিষয়ে আশক্তি না থাকিলেও হৃদয় সংসারেই পড়িয়া থাকিতে ভাল বাসে, তাঁহাতে ডুবিতে গিয়া ছটফট করিয়া ভাসিয়া উঠে। এইতো হৃদয়-গ্রন্থি। সময়ে সময়ে দেখি মনে কোন সন্দেহ নাই, তিনি যে জগতের আধার, প্রাণের আধার, তিনি যে স্নেহময়ী মা, ইহা পরিষ্কার রূপে বুঝি, অথচ তাঁহাকে উজ্জ্বল রূপে দেখিতে পাই না, তাঁহার সত্ত্বায় ডুবিতে পারি না, ইহাতেই বুঝি সমুদায় সংশয় এখনও ছেদন হয় নাই, আত্মা এখনো সন্দেহাচ্ছন্ন আছে। মায়ের উদ্দেশে নিস্বার্থ ভাবে কাজ করিতে যাই, কিন্তু নিজদোষে কর্ম্মফলে জড়িত হইয়া পড়ি। কার্য্যের ফলের কথা ভাবি; কার্য্য ভাল হইলে যে প্রশংসা হবে, মন্দ হইলে যে নিন্দা হবে তার কথা ভাবি। এই দুর্গতি হইতে কিসে উদ্ধার পাই? মাকে উজ্জ্বলরূপে প্রাণ ভরিয়া না দেখিলে আর এ দুর্গতি দূর হইবে না, এই গাঢ় মোহ-আবরণ ভেদ হইবে না। এই যে উৎসব-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে ইহাতে ডুবিয়া আমরা কত সুন্দর ভাব, কত আনন্দলাভ করিব? কিন্তু হায় হায়, কত বার কত উচ্চভাব, কত আনন্দলাভ করিয়াছি! কিন্তু সংসারের অত্যাচারে অনতিবিলম্বে সমুদায় হারাইয়াছি। তাঁহাকে উজ্জ্বলরূপে অন্তরে বাহিরে না দেখিলে অচ্যুতপদ পাইব না, নিশ্চয় বুঝিয়াছি; তাই তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রাণে আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। এ দর্শন কেমন করিয়া পাইব? কি সাধন অবলম্বন করিলে তাঁহার জীবন্ত মধুর আবির্ভাব প্রাণে প্রকাশিত হইবে? আমি বিষয় কি বলিব? যাঁহারা তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়াছেন তাঁহার বলুন, তাঁহাদের মুখেই একথা শোভা পায়। বিষয়ে আমি যে কিঞ্চিন্মাত্র আভাস পাইয়াছি তাহারই বিষয় ২।১টী কথা বলি। প্রথমতঃ দীন হীনভাবে, কাতর ভাবে তাঁহার দ্বারে প্রার্থী হইতে হইবে। নিজের বলের উপর নির্ভর করিয়া যিনি এই সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, তিনি নিশ্চয়ই অকৃতকার্য্য হইবেন। নিজেকে অসার অকিঞ্চিৎকর জানিয়া, সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া, কাতরভাবে দর্শন ভিক্ষা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার প্রদর্শিত সাধনপথ অটলভাবে অবলম্বন করিতে হইবে। কেহ কেহ ব্রহ্মকৃপার দোহাই দিয়া সাধনে শিথিল হইয়া পড়েন। ব্রহ্মকৃপা আর সাধনকে পৃথক বস্তু মনে করাতেই এরূপ ভ্রম হয়। যিনি ঈশ্বর-প্রদর্শিত সাধনে তৎপর নহেন, তিনি প্রকৃতরূপে ঈশ্বর-কৃপার উপর নির্ভর করেন নাই। আর যিনি সাধন অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মকৃপার উপর নির্ভর করিতে ভুলিয়া যান, তিনি সাধনের মূল কথাই ভুলিয়া গেলেন। ব্রহ্মকৃপা ও সাধন এক অবিভাজ্য বস্তু। এই বিশেষ বিষয়ে—গভীর চিন্তা, গভীর জ্ঞানের আলোচনা একটী বিশেষ সাধন। গভীর চিন্তাযোগে বহির্জ্জগতে ও আত্মার মধ্যে ঈশ্বরাবির্ভাব ধারণা করিতে হইবে এবং চিন্তার সাহায্যের জন্য জ্ঞানীগণের উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। ঈশ্বর যদি জগৎ ও আত্মার সহিত সম্বন্ধ-রহিত কোন অপরিজ্ঞেয় অবোধ্য বস্তু হইতেন, তবে হয়ত বা তাঁহাকে চিন্তাবিহীন হইয়াও পাইতে পারিতাম;—জ্ঞান লাভ ব্যতিরেকেও কোন গুহ্য উপায়ে তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম। কিন্তু ঈশ্বর তো তাহা নহেন। "ঈশ্বর" অর্থে তাঁহাকেই বুঝায় যিনি জগতের আধার, প্রাণের আধার। তাঁহাকে দেখিতে হইলে জগতে এবং আত্মাতেই তাঁহার অন্বেষণ করিতে হইবে। জগৎ যে তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, আমরা যে তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না—গভীর চিন্তা যোগে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। দিব্য জ্ঞানের প্রকাশে জড়ের জড়ত্ব চলিয়া যায়, জীবের জীবত্ব চলিয়া যায়; ঈশ্বরাবির্ভাব ও ঈশ্বরপ্রেম সম্বন্ধীয় যে সকল কথা পূর্ব্বে কবিত্ব বলিয়া বোধ হইত, সে সকল কথার সত্যতা উজ্জ্বলরূপে প্রতীত হয়। ভাই ভগ্নিগণ, এরূপ দিব্য জ্ঞানের সাধনকে তাচ্ছল্য করিবেন না। তৃতীয়তঃ তাঁহার প্রেমাবির্ভাব দর্শন করিতে হইলে মানবের প্রতি প্রেমিক হইতে হইবে। যতক্ষণ আমরা মানবের মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত না হই, ততক্ষণ তাঁহার প্রেমব্যস্ততা উপলব্ধি করিতে পারি না। হৃদয় শুষ্ক অপ্রেমিক স্বার্থপর থাকিলে প্রজ্ঞা তাঁহার প্রেমতত্ত্ব বুঝিয়া ও বুঝেনা, তাঁহার উজ্জ্বল প্রেমাবির্ভাব দেখিয়াও দেখে না। তাঁহাকে দেখিতে হইলে প্রেমিক হইতে হইবে, সঙ্কীর্ণতা স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিয়া ভাই ভগ্নীর সেবায় নিযুক্ত হইতে হইবে। কবে এইরূপে প্রেমরঞ্জিত দিব্য জ্ঞানচক্ষুতে মাকে অন্তরে বাহিরে দেখিয়া কৃতার্থ হইব,—অভয় অচ্যুত পদ লাভ করিব?

রাত্রিতে বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র "বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা" বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট সারবান বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার সারমর্ম্ম এই;—বর্ত্তমান সময়ের একটী প্রধান লক্ষণ এই যে লোকে যুক্তির প্রাধান্য স্বীকার করে, বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত কেহ কোন কথা মানিয়া লইতে প্রস্তুত হয় না। যুক্তি এবং প্রমাণের প্রাধান্য বশতঃ কি রাজনীতি, কি ইতিহাস, কি বিজ্ঞান, কি ধর্ম্মনীতি, সকল বিষয়েই অনেক পুরাতন মত অগ্রাহ্য করা হইয়াছে, এবং অনেক নূতন মত প্রচলিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমান সময়ে সাম্যবাদের বিশেষ প্রাদুর্ভাব। রুসিয়া, ইংলণ্ড এবং আমেরিকা হইতে দাসত্ব প্রথা উঠিয়া গিয়াছে, আমেরিকা ও ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা যুক্তি ও প্রমাণের মূল্য

বুঝিতে পারিয়াছি, এবং আমরা সাম্যবাদী, ইহা বলিয়া অনেক সময়ে অহঙ্কার করিয়া থাকি। যুক্তি এবং সাম্যবাদে মানবের উন্নতির পথ পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু ইহাতে প্রাণের ক্ষুধা নিবারণ হয় না। যুক্তিবাদ বা সাম্যবাদ বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা নহে। যাঁহারা আধ্যাত্মিক রাজ্যের গূঢ় সত্য সকল স্পষ্ট অনুভব করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন তাঁহাদের নিকটেই আমরা এমন কিছু পাই যাহাতে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য ও মহিমার কিছু অভ্যাস পাওয়া যায়। ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থ, এমার্সন (এবং কতক পরিমাণে কার্লাইল) আমাদের সময়ের গৌরব। ইহাঁরা প্রকৃতির মধ্যে এবং মানবাত্মার মধ্যে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য ও তাঁহার অনন্তত্ব প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন, ও সেই সৌন্দর্য্যে এরূপ মগ্ন হইয়াছেন যে তাঁহাদের কথাতে আমাদের ও প্রাণের দ্বার কিয়ৎপরিমাণে খুলিয়া যায়,—আমরাও কতকটা বুঝিতে পারি যে আমাদের প্রাণের ভিতরে এবং আমাদের চারিদিকে অনন্তস্বরূপ পরমেশ্বর বাস করিতেছেন।

১৪ই মাঘ বুধবার প্রাতঃকালে বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ এইঃ—জগতের অগণ্য প্রাণীপুঞ্জের শরীর রক্ষা সম্বন্ধে বিধাতার আশ্চর্য্য কৌশল ও বিধি সকল পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে পরমেশ্বর শরীর রক্ষার জন্য যে বস্তুর যত প্রয়োজন তাহা তত পরিমাণে সুলভ ও অনায়াসলভ্য করিয়া দিয়াছেন। বস্তু সকলের প্রয়োজনের ক্রম অনুসারে প্রাণীগণের তল্লাভে পরিশ্রমেরও ক্রমের তারতম্য হইয়া থাকে। যেমন, প্রাণীর শরীর রক্ষার্থ সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বায়ু। অন্নের অভাবে শরীর ৫।৭ দিন থাকিতে পারে, কিন্তু বায়ুর অভাবে ৫।৭ মিনিট থাকাও সম্ভব নয়। এই বায়ুর প্রয়োজনীয়তা যেমন অধিক তেমনি তাহা সকলের পক্ষে সুলভ ও অনায়াসলভ্য। বায়ু লাভের জন্য কাহাকেও বিশেষ কোন পরিশ্রম করিতে হয় না। প্রাণী যে অবস্থায় যে স্থানেই থাকুক না কেন, বায়ুর অভাব তাহাকে অনুভব করিতে হয় না। তৎপরেই জলের প্রয়োজন, কিন্তু বায়ুর মত নয়, এজন্য জল সংগ্রহ করিতে কিছু না কিছু পরিশ্রম করিতেই হয়, বায়ুর মত জল অনায়াসলভ্য নয়। এইরূপে যতই প্রয়োজনের ক্রমনিম্নতা লক্ষিত হইবে, পরিশ্রমের আধিক্যও সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। অন্ন বস্ত্র গৃহ প্রভৃতি যেমন পরে পরে আবশ্যকীয়, তেমনি উহাদের উপার্জ্জনের আয়াসের পরিমাণ অধিক। শরীর রক্ষার্থে বিধাতার এই আশ্চর্য্য কৌশল দেখিলে কে বলিবে আত্মার রক্ষার্থ ইহা অপেক্ষা সর্ব্বজন সুলভ উপায়ের তিনি বিধান করেন নাই। যে শরীর আজ আছে দুই দিন পরে হয় ত থাকিবে না, সেই শরীর রক্ষার জন্য যাহা অতি প্রয়োজনীয় তাহা লাভ করা যিনি সকলের জন্য সহজ ও অনায়াসলভ্য রাখিয়াছেন তিনি কি অনন্তকাল স্থায়ী আত্মার পরিপুষ্টি ও পরিতুষ্টির উপায়কে তদপেক্ষা সর্ব্বজন-অবলম্বনীয় করিয়া দেন নাই? এতদিন লোকের লোকের সংস্কার ছিল কোন কোন বিশেষ বিশেষ ভাষায় লিখিত ধর্ম্ম শাস্ত্রের উপদেশ সকল অবগত না হইলে ঈশ্বর লাভ করা যায় না। এতদিন লোকের সংস্কার ছিল শত শত যোজনান্তরের কোন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির শরণাপন্ন না হইলে, তাঁহার নিকট হইতে বিশেষ বিশেষ উপায় সকল অবগত না হইলে ঈশ্বর লাভ সম্ভব নয়, কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুগ্রহে আমরা জানিতে পারিতেছি যে ঈশ্বর লাভের উপায় কোন বিশেষ বিশেষ গ্রন্থে বা ব্যক্তিতে আবদ্ধ নয়। আকাশ যেমন উদার ভাবে সকলের নিকট বর্ত্তমান, ইহার সাহায্য পাওয়া যেমন সকলের পক্ষে সহজ, তেমনি ঈশ্বর লাভের উপায় অবগত হওয়াও সহজ এবং স্বাভাবিক। প্রয়োজন যেমন সকলের—অন্ধ, আতুর, মূক, বধির প্রভৃতি হইতে জ্ঞানী মূর্খ, ধনী, নির্ধন, সুখী, দুঃখী সকলের জন্যই যেমন ঈশ্বর লাভ প্রয়োজন—তেমনি ইহার উপায় গ্রহণও সকলের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক। সে উপায় কি যাহা অন্ধ আতুর হইতে সবল, দুর্ব্বল, জ্ঞানী, মূর্খ, ধনী, নির্ধন সকলেই গ্রহণ করিতে পারে। যাহা দেশে আবদ্ধ নয়, যাহা কালে আবদ্ধ নয়, যাহা অবস্থায় আবদ্ধ নয়, সেই উপায় ঈশ্বরের নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা; আকুল প্রাণে তাঁহারই দ্বারে কাঁদা। ইহা জানিতে কাহারও মুখাপেক্ষা করিতে হয় না। শিশু, যাহার বাক্‌শক্তির স্ফূর্ত্তি হয় নাই, যাহার চলৎশক্তি নাই, সে কি করে? যখনই তাহার অভাব হয় তখনই কাহারও নিকট শিক্ষা না পাইয়াও সে কাঁদিতে থাকে। কে তাহাকে কাঁদিতে শিক্ষা দেয়? স্বভাবই তাহার শিক্ষক। মা তাহার সেই ক্রন্দনেই বুঝিতে পারেন শিশুর কি অভাব। এবং বুঝিয়া তাহার অভাব মোচন করেন। সেইরূপ যখনই প্রাণে সেই অভাব জাগিয়া উঠে—আর এই অভাব নিশ্চয়ই প্রত্যেক আত্মাতে উপস্থিত—যাহা ধনে যায় না, মানে যায় না, জনেও পূর্ণ হয় না, সেই অভাবে যখন প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, তখন অভাব মোচন কর্ত্তা জগজ্জননী ঈশ্বরই সেই অভাব মোচন করিয়া থাকেন। আকুল প্রাণে ডাকিতে কাহারও বিশেষ কোন শিক্ষার অপেক্ষা করিতে হয় না, কাহারও মুখের দিকে তাকাইতে হয় না, কাঁদিবার শক্তি, ডাকার শক্তি সকলেরই আছে, সুতরাং যাহা সর্ব্বজন অবলম্বনীয়—সর্ব্বজনের সহজে গ্রহণীয় উপায়, আমরা সেই উপায় গ্রহণ করিতেই যেন সর্ব্বদা ব্যস্ত হই। কিসে আমাদের প্রাণ ব্যাকুল হইবে, যখনই দশজন মিলিব তখনই যেন সেই পরামর্শ করি। যাতে প্রাণেশ্বরের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে, সেই সাহায্য যদি আমরা পরস্পরে পরস্পরকে করিতে পারি তবেই আমাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে প্রত্যেকের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্য করা হইবে। ধর্ম্মবন্ধুগণের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়তা। উৎসবে আসিয়া যদি আমরা সকলে সকলকে সাহায্য করিতে পারি, প্রত্যেক প্রাণে ব্যাকুলতার সঞ্চার করিয়া দিতে পারি, তবেই উৎসবে যোগ দেওয়া সার্থক হইবে। ঈশ্বর আমাদের সকলকে এই শুভকার্য্যে সাহায্য করুন।

রাত্রিতে হিতসাধক মণ্ডলীর উৎসব উপলক্ষে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনা করেন এবং "দয়া" বিষয়ে উপদেশ দেন।

১৫ই মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী উপাসনার কার্য্য করেন এবং "সদ্ভাব সংস্থাপন" সম্বন্ধে উপদেশ দেন। তাঁহার উপদেশের সারাংশ এইঃ—

৫৭ বৎসর মাত্র অতীত হইল ভারতবর্ষে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে, কিন্তু এই অল্পকাল মধ্যে এই ধর্ম্ম লইয়া তিনটী বিভিন্ন দল দৃষ্ট হইয়াছে; সময়ে আরো, কত হইবে কে বলিতে পারে। বৈচিত্রময় বিশ্বে এ ঘটনা নিতান্ত স্বাভাবিক। বৈচিত্রই সৃষ্টির প্রধান রহস্য। কোন দুইটী মনুষ্য একরূপ নহে; এ জগতে একজন লোকের অপর একজনের সহিত ধর্ম্মমতও বিশ্বাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মিল হইবে ইহা কখন সম্ভবপর নহে। জগতের অনন্ত উন্নতিতে মানুষে মানুষে পার্থক্য চিরকাল থাকিয়া যাইবে। জগতের বৈচিত্র্যে দুঃখ বা নিরাশার কথা কিছুই নাই। ব্রাহ্মসমাজ তিনটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে ইহাতে ভীত বা নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। এই সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মত ও বিশ্বাসগত পার্থক্য সত্বেও মিলের স্থান আছে। মায়ের সন্তানসন্ততিগণ যে যে সম্প্রদায় ভুক্ত হউন না কেন যখন তাহারা সকলে মায়ের চরণে মস্তক রাখিয়াছে তখন তাহাদের মধ্যে মিল হওয়াই নিতান্ত স্বাভাবিক। বিভিন্নতা সত্বেও পরস্পরকে ভাল বাসা সম্ভব। বরং বিভিন্ন বলিয়াই ভালবাসা উচিত। কারণ সকলের মধ্যেই মায়ের যে বিশেষ বিশেষ ভাব প্রস্ফুটিত হইতেছে, বৈচিত্র্য বিভিন্নতা না থাকিলে তাহা আমরা উপার্জ্জন করিতে পারিতাম না। প্রকৃতির সকল একরূপ হইলে কেহ কাহার ধারে যাইত না, কেহ কাহাকে কোল দিত না। এই জন্যই মা বিশ্বজননী সকলকেই পৃথক পৃথক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথকত্বের ভিতরে কিন্তু একেরই চিৎশক্তি বিকশিত। একেই সকলে স্থিত। সুতরাং সহস্র সহস্র পার্থক্যের ভিতরে এক মাত্র মিলনের স্থান—মা। মাকে যে ভালবাসে, ভাইকে সে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। বিভিন্ন পথাবলম্বী তিনটী ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এই অভাবনীয় অসদ্ভাবে প্রাণে বড়ই কষ্ট হয়। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দলাদলি—বলিতে কষ্ট হয়—এমন কি শত্রুতা করিতেও দেখা যায়। পতিত ভারতে মিলনের শাস্ত্র শিখাইতে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়, আজ কিনা সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে দলাদলি, এমনকি শত্রুতা পর্য্যন্ত চলিতেছে। ব্রাহ্ম ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ, যে যে সম্প্রদায়ভুক্ত হউন না কেন সকলে একবার ভাবুন আমাদের কতদূর অধোগতি হইয়াছে। আর নয়, এস ব্রাহ্ম ভাই ভগ্নি, সকলে মায়ের নাম করে ভাইয়ে ভাইয়ে হাত ধরাধরি করে মায়ের দিকে অগ্রসর হই। মাকে পাইলে সকল পার্থক্য বিভিন্নতার ভিতরে আবার একতা পাইব। আবার ব্রাহ্মসমাজ মহাশক্তিতে জাগিয়া উঠিবে।

রাত্রিতে ব্রাহ্মবন্ধু সভার বাৎসরিক অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা করিবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁহার অসুস্থতা বশতঃ তাঁহার অনুরোধানুসারে বাবু সীতানাথ দত্ত ব্রাহ্মবন্ধু সভার উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলেন। তৎপরে আগামী বর্ষের জন্য কর্ম্মচারী ও কমিটি নিযুক্ত হন। বাবু রজনীনাথ রায় সম্পাদক বাবু তারিণীচরণ বসু সহকারী সম্পাদক এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, বাবু সীতানাথ নন্দী ও বাবু হীরালাল হালদার কমিটির অতিরিক্ত সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৬ই মাঘ শুক্রবার প্রাতঃকালে বাবু লক্ষ্মণপ্রসাদ হিন্দিতে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। অপরাহ্নে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভার শেষ অধিবেশন হয়। কার্য্য বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

১৭ই মাঘ শনিবার উদ্যান-সম্মিলনের দিন। পূর্ব্ব হইতেই কথা হইয়াছিল যে দিন ভক্তি ভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হইবে। মহর্ষি অসুস্থতা বশতঃ অন্যত্র যাইতে অসমর্থ হওয়াতে তাঁহার অনুরোধ মতে তাঁহার চুঁচুড়াস্থ ভবনে যাওয়া হয়। অতি প্রত্যুষে ন্যূনাধিক চারি শত ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা ও বালকবালিকা পতাকা ও ফুল পত্র শোভিত এক খানা ষ্টীমার যোগে মহর্ষির আশ্রমে গমন করেন। রেলযোগে আরো বহুসংখ্যক লোক গমন করেন। আশ্রমের সম্মুখস্থিত একটী সুসজ্জিত স্থানে চন্দ্রাতপের নিম্নে উপাসনা হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা করেন। তৎপরে সকলকে আহার করান হয়। এমন সুপ্রণালীসঙ্গত আয়োজন অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ১টার সময় মহর্ষি সভাস্থলে আগমন করিলে সকলে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করেন। মহর্ষি বেদীর নিকটবর্ত্তী হইয়া ভাগবত হইতে উদ্ধৃত একটী স্তব পাঠ করেন ও প্রার্থনা করেন। তৎপরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রদত্ত অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলে সমাজের সভাপতি বাবু শিবচন্দ্র দেব উহা মহর্ষির হস্তে অর্পণ করেন ও তাঁহার গলায় এক ছড়া পুষ্পমালা পরাইয়া দেন। এই অভিনন্দন পত্র নিম্নে প্রকাশিত হইলঃ—

ভক্তিভাজন শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রধানাচার্য্য মহাশয় শ্রীচরণেষু।

আর্য্য!

অদ্যকার দিন আমাদিগের পক্ষে সুদিন, যে দিন আমরা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ, পবিত্র মাঘোৎসবের আনন্দকর সময়ে, আপনাকে আমাদের হৃদয়ের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য আপনার সন্নিধানে উপস্থিত হইতেছি। দিন দিন আপনার শরীর জরাজীর্ণ ও অবসন্ন হইতেছে দেখিয়া আমরা বহু সংখ্যক নরনারী আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধার উপহার লইয়া আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। আমরা জানি, আমাদের সমাগমে আপনার মনে যে উত্তেজনা হইবে, তাহাও আপনার শরীরের বর্ত্তমান অবস্থাতে প্রার্থনীয় নহে; তথাপি আমাদিগের মধ্যে অনেকে আপনাকে দেখিবার জন্য ও আপনার ওই পবিত্র মুখের কয়েকটী কথা শুনিবার জন্য এত উৎসুক, যে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া আপনাকে এই ক্লেশ দিতে হইয়াছে।

আপনার ন্যায় ব্রাহ্মসমাজের হিতকারী বন্ধু কে? মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ইহলোক হইতে অবসৃত হইলে, তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই যখন ইহাকে পরিত্যাগ করিলেন, যখন ইহার অন্তরের দুর্ব্বলতা ও বাহিরের প্রবল বিপক্ষকুল ইহাকে অবসন্ন দশায় পতিত করিল, যখন দেশ-ব্যাপী ঘন নিবিড় অন্ধকার ও বিবিধ দুর্নীতির মধ্যে এই সমাজ

মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল, যখন ইহার অঙ্কুরিত দেহে জল সেচন্ করিবার কেহই থাকিল না, যখন উৎসাহ দিবার ও সাহায্য করিবার লোক অধিক ছিল না বরং নিরাশ ও ভগ্নোদ্যম করিবার সকল কারণই বিদ্যমান ছিল, তখন আপনি বিধাতার মঙ্গল হস্ত দ্বারা নীত হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে প্রাণের সহিত আলিঙ্গন করিয়া ও ইহার কার্য্যভার নিজ মস্তকে লইয়া ইহাকে রক্ষা করিয়াছেন, এবং ইহার সেবাতে আপনার সময়, অর্থ ও সামর্থ্য অকাতরে নিয়োগ করিয়া ইহার অবসন্ন দেহে জীবন সঞ্চার করিয়াছেন। আপনার আগমনের পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক অবস্থা অতিশয় হীন ছিল। ইহার চেষ্টা প্রধানতঃ কতকগুলি কুসংস্কারের প্রতিবাদে ও কতকগুলি বিশুদ্ধ মত প্রচারে পর্য্যবসিত হইত। আপনিই সত্য-স্বরূপের অর্চ্চনা বিধিপূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত করিয়া ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; এবং সেই জীবনের উৎসের সহিত আমাদের আত্মার যোগ স্থাপন করিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক পিতার কার্য্য করিয়াছেন। আপনি ব্রাহ্মসমাজকে অনেক কুসংস্কার হইতে উন্মুক্ত করিয়াছেন; আপনি শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া অনেক সত্যামৃত উদ্ধার পূর্ব্বক আমাদিগকে অমৃত জীবন লাভ করিবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন; আপনিই সর্ব্বাগ্রে নিজ চেষ্টা এবং বিদ্যালয় স্থাপন ও প্রচারক নিয়োগ প্রভৃতি দ্বারা দেশমধ্যে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; আপনিই সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের অপৌত্তলিক প্রণালী অনুসারে গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন; আপনিই সর্ব্বাগ্রে বিশুদ্ধ উপাসনা প্রণালী প্রণয়ন পূর্ব্বক তদনুসারে নিজে সাধন করিয়া অধ্যাত্মযোগের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন; এবং নিজ জীবনে জ্ঞান প্রীতি ও ঈশ্বর সেবার অসাধারণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত ভাবকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। অতএব ব্রাহ্মসমাজ আপনার নিকট চিরদিনের জন্য ঋণী।

কেবল ব্রাহ্মসমাজ কেন, সমগ্র ভারত সমাজ আপনার নিকট ঋণী। পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বরের আধ্যাত্মিক পূজা বহুদিন হইতে এদেশে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। আপনি তাহাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে ও ভারতের ধর্ম্ম চিন্তাকে জাগ্রত ও আধ্যাত্মিকতার পথে প্রবৃত্ত করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন; শত শত নর নারীর হৃদয়ে উন্নত আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিয়াছেন; এবং শত শত ব্যক্তিকে সংসারাসক্তির ও পাপাসক্তির করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ভারতের এমন বন্ধু কয় জন? আমরা এই সকল উপকার স্মরণ করিয়া আপনার চরণে আমাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার উপহার অর্পণ করিতেছি।

আমরা আপনারই আধ্যাত্মিক সন্তান; আপনারই শ্রম ও কার্য্যের উত্তরাধিকারী। আপনি যে গুরুভার, উৎসাহ, অনুরাগ ও স্বার্থ-ত্যাগের সহিত চিরদিন বহন করিয়া আসিয়াছেন, আশীর্ব্বাদ করুন আমরা যেন সেই ভার সেইরূপ বিশ্বাস নির্ভর ও আত্ম-সমর্পণের সহিত বহিতে পারি। আপনি আমাদিগকে যে গভীর আধ্যাত্মিকতার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাহা আমরা প্রাণপণে সাধন করিতে পারি। "তাঁহাকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা"—এই অমূল্য সত্য আপনিই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন; আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই উপদেশ আমরা কখনও বিস্মৃত না হই। আপনার কার্য্যের শক্তি যতদিন ছিল ততদিন সর্ব্বতোভাবে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিতে ক্রটী করেন নাই। এখন আপনি জরা ও অসুস্থতা বশতঃ যদিও কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়াছেন, তথাপি এখনও আপনার জীবন আমাদিগকে বিশুদ্ধ ঈশ্বরপ্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছে; এবং এখনও আমরা ব্রাহ্মসমাজের বিবিধ সদনুষ্ঠানে আপনার পরামর্শ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছি। আপনি এখনও আমাদের মধ্যে আছেন, ইহা ভাবিলেও আমাদের আনন্দ। অতএব ঈশ্বরের চরণে আমাদের এই আন্তরিক প্রার্থনা, যে তিনি এখনও দীর্ঘকাল আপনাকে আমাদের মধ্যে রাখুন্। আপনি নিরুপদ্রব শান্তিতে জীবনের অবসান কাল যাপন করুন। আমাদিগকে দৃষ্টান্ত, উপদেশ ও পরামর্শের দ্বারা ধর্ম্মসাধন ও সেই সত্যস্বরূপের নাম প্রচারে উৎসাহিত করুন। আমরা আপনার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া সেই পবিত্র স্বরূপের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে দেহ মন নিয়োগ করি; এবং উৎসাহের সহিত দেশ বিদেশে তাঁহার নাম প্রচার করি; আপনি দেখিয়া সুখী হউন। যে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিতে আপনার এত আনন্দ, সেই ব্রাহ্মসমাজের দৈনন্দিন উন্নতি দেখিয়া আপনি জীবনের শেষ অবস্থায় পরম পরিতৃপ্তি লাভ করুন।

আজ একবার আমাদের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখুন; এমন দিন ছিল যখন আপনার প্রিয় ব্রাহ্মধর্ম্ম অতি অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল; এখন দেখুন ঈশ্বর-কৃপায় কত শত নরনারী সেই পবিত্র অগ্নি হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন; দেখুন কত মহিলা কত পরিবার আজ এই কৃতজ্ঞতার উপহার লইয়া আপনার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি সমবেত সকলকে স্নেহাশীর্ব্বাদ করুন। ইতি।

আপনার আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ।

তৎপরে পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহর্ষির লিখিত উত্তর পাঠ করেন। তৎপরে বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র ছাত্রসমাজ-প্রদত্ত অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলে কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু মহর্ষির গলায় একটী পুষ্পহার পরাইয়া দেন। তৎপরে পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী এই অভিনন্দন পত্রের উত্তর এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি মহর্ষির স্নেহোপহার স্বরূপ প্রদত্ত একটী বিবিধ বিষয় ও ভাবপূর্ণ উপদেশ পাঠ করেন। এই উত্তর ও উপদেশ শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে, সুতরাং আমরা এস্থলে ইহা প্রকাশ করিলাম না। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও মহর্ষিকে এবং অপর সকলকে সম্বোধন করিয়া কয়েকটী কথা বলেন। সর্ব্বশেষে "গাওরে আনন্দে সবে জয় ব্রহ্ম জয়" এই সঙ্কীর্ত্তন গান করিয়া সকলে ষ্টীমারে প্রত্যাগত হইলেন। মহর্ষিও নৌকারোহণ করিয়া যতক্ষণ ষ্টীমার দৃষ্টিগোচর ছিল ততক্ষণ স্নেহ দৃষ্টিতে ইহার দিকে তাকাইয়াছিলেন। এইরূপে এই মহা-সম্মিলন শেষ হইল। এই সম্মিলন কি মধুর!—অতি প্রাচীন ও অতি নব্যের সম্মিলন—প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের প্রতিনিধি ও পাশ্চাত্য শিক্ষালোকপ্রাপ্ত যুবকবৃন্দের সম্মিলন—কার্য্যক্ষেত্র হইতে অপসৃত পরলোক গমনোন্মুখ মহাযোগী ও কার্য্য-ক্ষেত্রে নবাবতীর্ণ নবোৎসাহিতদিগের সম্মিলন—ব্রাহ্মমণ্ডলীর আধ্যাত্মিক পিতা ও তদীয় সর্ব্বকনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক সন্তানদিগের সম্মিলন—কি মধুর, কি গম্ভীর ভাব পূর্ণ!!

এইরূপে অতি মধুর ভাবে মহোৎসব শেষ হইল। ধন্য দয়াময়, ধন্য দয়াময়, ধন্য দয়াময়।

ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

---

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট হইতে শ্রী কাঞ্চন প্রকাশিত।

# তত্ত্ব-কৌমুদী

( পাক্ষিক পত্রিকা ।)

৯ম ভাগ। ২১শ সংখ্যা। | ১লা ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৮০৮ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৮। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ৩৲ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

## পূজার আয়োজন।*

নববর্ষের সঙ্গে সঙ্গে নবজীবন দাও, প্রভো, নবজীবন দাও। পুরাতন কালস্রোতের সঙ্গে পুরাতন মলিন জীবন ভাসিয়া যাক্, পুরাতন কুচিন্তা, পুরাতন কুভাব, পুরাতন জড়তা, পুরাতন শুষ্কতা চিরদিনের জন্য চলিয়া যাক্; নূতন কালস্রোতে নূতন চিন্তা নূতন ভাব, নূতন উৎসাহ আসিয়া প্রাণকে পরিপূর্ণ করুক। তুমি পুরাতন হইয়াও নিত্য নূতন; ভক্ত হৃদয়ে তোমার সৌন্দর্য্যের নিত্য নূতন প্রকাশ—তোমার প্রেম-তরঙ্গের নিত্য নূতন উচ্ছাস। আমাকে সেই সৌন্দর্য্যের এক বিন্দু দেখাও, সেই প্রেমের এক বিন্দু পান করাও; আমি পুরাতন পরিত্যাগ করিয়া, হৃদয় মন্দিরে তোমার নিত্য নববেশ দেখিয়া, নিত্য নূতন প্রেমামৃত আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হই।

---

এবার আমি তোমায় না দেখিয়া ছাড়িব না। আমি বহু দিন প্রতারিত হইয়াছি। কল্পনার উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া আমি বড়ই প্রবঞ্চিত হইয়াছি। তুমি আমার সম্মুখে নিত্য প্রকাশিত, আমি তোমাকে দেখি না, কি আশ্চর্য্য! আমি আর প্রবঞ্চিত হইব না; আর মরীচিকার পশ্চাৎ ছুটিব না, তোমার উপরে জীবন প্রতিষ্ঠিত করিব। তোমাকে দেখিয়া তোমাকে পূজা করিব, তোমার সঙ্গে কথা কহিব, তোমাকে প্রাণের কথা কহিব, নিত্য তোমার সঙ্গে বিচরণ করিব। তুমি আমার অসার কল্পনার ধর্ম্মকে চূর্ণ করিয়া ফেল, উজ্জ্বল খাটি বিশ্বাসের ধর্ম্মে, নিত্য দর্শন শ্রবণের ধর্ম্মে আমাকে ধার্ম্মিক কর।

---

তুমি আমার প্রাণের প্রাণ; আমার জীবনের জীবন; তোমার জীবনে আমি জীবিত, তোমার চিন্তায় চিন্তাবান, তোমার শক্তিতে শক্তিশালী; তবু আমি তোমার প্রেমে প্রেমিক হই না কেন? তোমার জীবনস্রোত আমাতে প্রবেশ করিবার সময়ে কেন বহুলরূপে তোমার প্রেম লইয়া আসে না? তুমি না চাহিলে কি দাও না? বাস্তবিক আমি চাই না। কিন্তু তুমি না চাইলেও তো দেও; তোমার অযাচিত কৃপাই যে আমার জীবন। তোমার লীলা আমি বুঝিনা, প্রভো, আমি এই জানি প্রেম বিনা আমার জীবন বাঁচে না, প্রেমশূন্য জীবন—মরণ। আমাকে প্রেমে জীবিত রাখ, আমার হৃদয় নিত্য-সরস নিত্য-ব্যাকুল রাখ। আমি

> "তুলি সুললিত তান, ডাকিব তোমায় হে,
> অমনি প্রাণ সখা দিবে দেখা হৃদয় মাঝারে হে।"

---

যাব না সংসারে আর, হৃদয় দুয়ার
করিব অর্গলবদ্ধ, হৃদয় মাঝার
হেরিব হৃদয়নাথে দুনয়ন ভরে,
ডুবিবে হৃদয় ভক্তি রসের সাগরে।
ভক্তি-অভিষিক্ত মনে যাইব সাধিতে
প্রভুর আদেশ, সদা কায়মন চিতে;
কিন্তু সংসারের পানে কভু না চাহিব,
নিয়ত অন্তর আঁখি মুদিয়া রাখিব,
প্রগাঢ় যোগের বলে হয়ে সমাহিত
ভ্রমিব সংসারে হয়ে আসক্তি-রহিত।

---

দূর হও, দূর হও অসার সংসার,
মুদিলাম দুনয়ন, মেলিব না আর,
দিন নাথ, চির তরে, তাপিত হৃদয়'পরে,
বসো আসি কর নাথ নিজ দয়া গুণে
ভক্তি রসে অভিষিক্ত তাপিত পরাণে।
পাঠাইতে চাও যদি সংসারে আবার,
সমগ্র হৃদয় নাথ কর অধিকার;
হৃদয়ের চঞ্চলতা, ভোগ-লিপ্সা-ব্যাকুলতা
দূর করি সুগভীর যোগের সাগরে
ডুবাও হৃদয় মন চির দিন তরে।
গভীর যোগেতে নাথ হইয়ে মগন
করি যেন সদা তব আদেশ পালন;

---

* এই স্তম্ভটী কেবল যে মাঘোৎসব লক্ষ্য করিয়া খোলা হইয়াছিল তাহা নহে। প্রতিবারে বা প্রায় প্রতিবারেই ইহা প্রকাশিত হইবে। উপাসনার সহায়তা করিতে পারে এরূপ প্রার্থনা, স্তুতি, চিন্তা প্রভৃতি ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইবে।

মেলিয়া অন্তর আঁখি, যেন নাথ চেয়ে থাকি,
তোমার চরণপদ্ম পানে অনুক্ষণ
সংসারের পানে যেন ফিরে না নয়ন।

---

যদি তাঁহাকে সত্যরূপে ধারণ করিতে বাসনা হইয়া থাকে, যদি সত্যস্বরূপের অভাবে জীবন অসার শূন্যময় বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তবে চল ভাই তাঁহাকে পাইবার জন্য কঠোর সাধন অবলম্বন করি। মহাত্মা ঈশা বলিয়াছিলেন, আমাকে প্রভু, প্রভু, বলিলেই যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিবে তাহা নহে, আমার পিতার ইচ্ছা পালন করিতে হইবে। কেবল সত্যস্বরূপ সত্যস্বরূপ বলিলেই সত্যস্বরূপকে লাভ করা যায় না, কঠোর সাধন অবলম্বন করিতে হইবে; "ভবে সাধন বিনা সে ধন মিলে না।" চল দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হই যে রাত্রি প্রভাতে সত্যস্বরূপকে প্রাণে অনুভব না করিয়া কোন কার্য্যে যাইব না; তাঁহার জীবন্ত সত্বা অনুভব না করা পর্য্যন্ত উপাসনার একটী কথাও বলিব না; প্রত্যেক কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে, কেবল মৌখিক শুষ্ক প্রার্থনা নহে, তাঁহার জীবন্ত বর্ত্তমানতা প্রাণে উপলব্ধি করিয়া কার্য্যারম্ভ করিব, আর সমস্ত দিন, যত দূর পারি, তাঁহার জীবন্ত সত্বা অন্তরে বাহিরে অনুভব করিতে চেষ্টা করিব।

ভগবত উরুক্রমাঙ্ঘ্রি শাখা-
নখ মণি চন্দ্রিকয়া নিরস্ত তাপে।
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃস
প্রভবতি চন্দ্রইবোদিতেহর্কতাপঃ।—ভাগবত।
শরণ লইল যেই প্রভুর চরণে,
শ্রীচরণ নখমণি চন্দ্রিকা পতনে
হয়েছে সে হৃদয়ের তাপ নিবারণ,
কেমনে পশিবে তাহে সংসার যাতন?
হইলে গগন মাঝে হিমাংশু উদয়
আর কি রবির তাপ অনুভব হয়?

---

## হিন্দু-যোগের দার্শনিক ভিত্তি।

(প্রথম প্রস্তাব।)

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এক অনন্ত দুঃখের তরঙ্গে ভাসমান, এই মানব জীবন এই অনন্ত দুঃখের তরঙ্গাভিঘাতে নিয়ত নিষ্পেষিত, হিন্দু শাস্ত্রাদির ইটী একটী মূলভাব। অনিত্য জীবনে নিত্য দুঃখের খেলা দেখিয়া মানব-কুলের উদ্ধারের জন্য হিন্দু শাস্ত্রকার ও দার্শনিকগণ নানা উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় নানা দর্শন এবং ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এই ভাব হইতেই হিন্দু শাস্ত্রের আর একটী অতি প্রধান ও অতি সাধারণ ভাবের উৎপত্তি হইয়া, হিন্দুর সমগ্র চিন্তা-স্রোতকে নিয়মিত ও পরিচালিত করিয়াছে। সেটী পুনর্জ্জন্মের মত। জগতের অনেক জাতিতে এই মত প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল, এবং সভ্যতা সোপানের নিম্নতর স্তরের কোনও কোনও জাতির মধ্যে বর্ত্তমানেও ইহার বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞানের শৈশবাবস্থায় জগতে সুখ দুঃখের বিভাগ-বৈষম্য দেখিয়া, বর্ত্তমান জীবনে সুখ দুঃখের অন্যায় বিভাগ প্রণালীতে মর্ম্মাহত হইয়া, মানুষ এই মহা সমস্যার মীমাংসায় নিযুক্ত হয়, এবং এই চেষ্টা হইতেই জন্মান্তর পরিগ্রহের মতের উৎপত্তি। মিশরীয়গণ এই মতে বিশ্বাস করিত, গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটো এই মতে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে এই বিশ্বাসের আভাস পাওয়া যায়। সাঁওতালেরা বিশ্বাস করে যে, মরণান্তে সৎলোকের আত্মা সুফল বৃক্ষে প্রবেশ করিয়া থাকে। মেক্সিকো প্রদেশবাসী লাস্কানেরা বিশ্বাস করে যে, তাহাদের সরদারগণ মরণান্তে সুস্বর বিহঙ্গরূপে, ও আপামর সাধারণ ঝিঁঝিঁ প্রভৃতি যৎসামান্য ও হেয় কীট পতঙ্গ রূপে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিবে। আফ্রিকা প্রদেশের জুলুগণের বিশ্বাস যে মানুষ মৃত্যুর পর সর্প টিক্‌টিকি গির্‌গিটী প্রভৃতিতে পরিণত হয়। বর্ণিও দ্বীপবাসী লোকেরা মনে করে যে বহু শাখা সম্পন্ন বৃক্ষাভ্যন্তরে মৃতব্যক্তিগণের আত্মাকে চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে জগতের বর্ত্তমান অসভ্য জাতিদের মধ্যে অনেক স্থলে পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাসের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে হিন্দু শাস্ত্রকারগণ এই বিশ্বাসকে যেরূপভাবে একটী দার্শনিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, অপর কুত্রাপি তাহা হয় নাই।

কিন্তু বৈদিক হিন্দুগণ পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করিতেন বলিয়া পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন না। বৈদিক হিন্দুর বিশ্বাস ছিল যে মরণান্তে তাঁহারা সশরীরে যমালয়ে তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণের সঙ্গে সুখে জীবন অতিবাহিত করিবেন। পারলৌকিক দণ্ড পুরস্কার সম্বন্ধে তাঁহারা সুস্পষ্ট ভাষায় কোনও মতামতের আভাস দিয়া যান নাই। কিন্তু বৈদিক ধর্ম্মের শেষকালে, সত্যপথ ব্রাহ্মণের একটী সূত্রে সর্ব্বপ্রথমে জন্মান্তর পরিগ্রহ সম্বন্ধীয় মতের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। বরুণপুত্র ভৃগু ত্রিলোক ভ্রমণে বহির্গত হইয়া একস্থানে দেখিলেন যে কতকগুলি লোকে অপর কতকগুলিকে কর্ত্তন করিয়া উদরস্থ করিতেছে। এই বিভৎস দৃশ্য দেখিয়া ভৃগু ইহার মর্ম্ম জিজ্ঞাসু হইলে, তাহারা বলিল যে তাহারা পূর্ব্বজন্মকৃত অত্যাচার ও শত্রুতার প্রতিশোধ তুলিতেছে। হিন্দুশাস্ত্রে এই সর্ব্ব প্রথমে জন্মান্তর পরিগ্রহ সম্বন্ধীয় মত ও বিশ্বাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। উপনিষদে এই অঙ্কুর প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, এবং ক্রমে বিশেষ বিশেষ সুক্রিয়া ও দুক্রিয়ার নিবন্ধন কি কি জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে, তাহা পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত ও প্রচারিত হয়। মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রে ইহার ভূয়সী প্রমাণ পাওয়া যায়।

সর্ব্ব প্রথমে জীবনে সুখ দুঃখ বিভাগের ঘোরতর বৈষম্য দেখিয়া এবং সম্ভবতঃ অনার্য্য,অসভ্য জাতিদিগের সহিত সংস্রবে আসিয়া, আর্য্য সন্তানের চিন্তাকাশে পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধীয় মতের উদয় হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে যখন লোকের মনে এই

ভাব বিশেষরূপে বদ্ধমূল হইয়া উঠিল, জন্মে জন্মে অশেষ কষ্টের ছবি যখন তাহারা কল্পনা চক্ষে উজ্জলরূপে দেখিতে আরম্ভ করিল; তখন এই পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধীয় মতের দ্বারাই হিন্দু সাধারণের প্রাণের মধ্যে জীবনের দুঃখের ছায়া আরো গভীর ও প্রগাঢ় হইতে লাগিল। জীবন দুঃখময় হইলেও, মৃত্যুতে সকল দুঃখের শেষ, সকল বিষাদের অবসান হইবে, এই বিশ্বাস যখন চলিয়া গেল, তখন জীবনের পর জীবন, জন্মের পর জন্ম, এইরূপ অনন্তকাল বাহী জীবন-স্রোত অনন্ত দুঃখের ভার বহন করিয়া চলিবে এই বিশ্বাসের উদয় হইয়া, জীবনের দুঃখভারকে অনন্ত গুণে গুরুতর করিয়া তুলিল। তখন এই সোনার সংসার এক ভীষণ কারাগারে, এবং এই সুখের জীবন এক দুশ্ছেদ্য দুঃখ-শৃঙ্খলে পরিণত হইল।

এরূপ দুর্ব্বিসহ মতভার হৃদয়ে বহন করিয়া মানুষ নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। আর্য্যজ্ঞানীগণ ক্রমে এই কারাগার হইতে মুক্তিলাভের উপায় চিন্তা আরম্ভ করিলেন। তখন হইতে আর্য্যজ্ঞানীগণের গভীর চিন্তা-স্রোত এই কঠিন শৃঙ্খল ছেদনের প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবনে প্রধাবিত হইল। হিন্দুর যোগ-শাস্ত্র এই চেষ্টার সর্ব্ব প্রধান ও অত্যাশ্চর্য্য ফল।

কপিল কৃত সাংখ্যদর্শন এই শাস্ত্রের মূল। কপিলের পূর্ব্বে যে এই মত আর্য্যজ্ঞানী সমাজে প্রচলিত ছিল না, তাহা নহে। তবে সাংখ্যদর্শনেই সর্ব্ব প্রথমে এই মত সুস্পষ্ট ভাষায় প্রণালীবদ্ধরূপে সংগৃহীত হইয়া বিবিধ তর্ক, যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা বিশেষভাবে সমর্থিত হয়। সেশ্বরযোগশাস্ত্র-প্রণেতা পতঞ্জলি ও ভক্তিপ্রধান গীতাকার ইঁহারা সকলেই মূলতঃ আপনাদিগের যোগ শাস্ত্রকে সাংখ্য দর্শনের সঙ্গে যুক্ত রাখিয়া, তাহারই দার্শনিক ভিত্তির উপর আপন আপন মতকে দাঁড় করাইয়া গিয়াছেন। অনন্ত জন্মবাহী দুঃখ-স্রোত বন্ধ করিবার চেষ্টা হইতেই যে এই যোগ দর্শনের উৎপত্তি, সাংখ্যকার তাঁহার প্রথম সূত্রেই তাহা সুস্পষ্ট ভাষায় প্রচার করিয়া গিয়াছেন :—

"অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ।"

আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক, এবং আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ দুঃখের পূর্ণ নিবৃত্তিই মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য। এই বলিয়া তন্নিবৃত্তির উপায় উদ্ভাবনার্থ সাংখ্যকার তাঁহার দর্শন রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

অতএব হিন্দু-যোগ দর্শনের মূলে সর্ব্বাদৌ এই দুইটী ভাব দৃষ্ট হয়—

(১) জীবন দুঃখময়।

(২) মানুষকে বারম্বার জন্ম পরিগ্রহ করিয়া এই দুঃখময় জীবনভার বহন করিতে হয়।

প্রথমটী যোগশাস্ত্রের প্রধান ও বিশেষ ভাব; দ্বিতীয়টী হিন্দুশাস্ত্রের সাধারণ মত। পুনর্জ্জন্ম হইতে মুক্তি লাভই জীবনের দুঃখভার অবসানের এক মাত্র উপায়। ইহাই হিন্দুর প্রকৃত মোক্ষ, এবং এই মোক্ষ লাভই যোগাভ্যাসের মূল উদ্দেশ্য।

## হিন্দু শাস্ত্র।

হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যে যে অনেক পরস্পরবিরুদ্ধ মত আছে ইহা শাস্ত্রজ্ঞদিগের নিকট অবিদিত নহে। ইহার কারণ কেবল এই যে শাস্ত্র স্বাধীনচিত্ত নানা মুনিদিগের উক্তি। এ বিষয়ের যদি প্রমাণ সংগ্রহ করা যায় তবে তদ্দ্বারা এক খণ্ড বৃহৎ পুস্তক হইতে পারে। হিন্দুরা যে অবধি স্বাধীন চিত্ততা এবং বিবেকের অনুসরণ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মবিষয়ে শাস্ত্র-চক্ষুমাত্র হইয়াছেন সে অবধি তাঁহারা শাস্ত্রের স্পষ্ট পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য সকলের সামঞ্জস্য স্থাপনে যত্নান্বিত হইয়াছেন। কিন্তু ইহার ফল এই হইল যে বিরোধের পরিহার না হইয়া পরস্পর-বিরুদ্ধ মতাবলম্বী নানা হিন্দু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। শঙ্করাচার্য্য বেদ ও বেদান্তের পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য রাশির এক প্রকার সমন্বয় করিয়াছেন, রামানুজ অন্য প্রকার, মাধবাচার্য্য অন্য প্রকার; সায়নাচার্য্য ও মহীধরের সহিত দয়ানন্দ সরস্বতীর বেদ ব্যাখ্যার এত প্রভেদ যে তদপেক্ষা অধিক প্রভেদ অন্য কোন ব্যাখ্যায় দেখা যায় না। এ সকল প্রভেদের বিশেষ কারণ স্ব স্ব মত বা সম্প্রদায়ের পক্ষপাত মাত্র। আমাদিগের হিন্দু ভ্রাতারা যদি এ প্রকার পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া সত্যকেই অবিনশ্বর শাস্ত্ররূপে গ্রহণ করেন, তবে শাস্ত্রের মান, বা অভিমান, রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে মিথ্যা বা কল্পনার শরণ গ্রহণ করিতে হয় না।

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সেনের পত্রখানি অন্য স্তম্ভে প্রকাশিত হইল। তদ্দ্বারা আমাদিগের পাঠকবর্গ আমাদিগের উক্তির একটি দৃষ্টান্ত পাইবেন। ত্রৈলোক্য বাবু শাস্ত্রবাক্যের পরস্পর বিরোধ স্বীকার করেন না; যদিও শাস্ত্র তাহা স্বয়ং স্বীকার করিতেছেন এবং শাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তও রহিয়াছে; তন্মধ্যে কতিপয় দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

### শ্রুতির বা বেদ বাক্যের পরস্পর বিরোধ

"জিত্বাশৈলিনির্বাগ্বৈ ব্রহ্মেতি"

(বৃহদারণ্যকে ৪।১।২)

অর্থ। শিলিনের পুত্র জিত্বা (নামক ঋষি) বাক্যকে ব্রহ্ম (মানেন)

"উদঙ্কঃ শৌল্বায়নঃ প্রাণোবৈ ব্রহ্মেতি" (ঐ ৪।১।৩)

অর্থ। শুল্বের পুত্র উদঙ্ক প্রাণকে ব্রহ্ম (মানেন)

"বর্কুর্বার্ষ্ণিশ্চক্ষুর্বৈ ব্রহ্মেতি" (ঐ ৪।১।১)

অর্থ। বৃষ্ণের পুত্র বর্কু চক্ষুকে ব্রহ্ম (মানেন)

"গর্দ্দভীবিপীতো ভারদ্বাজঃশ্রোত্রংবৈ ব্রহ্মেতি"

(ঐ ৪।১।৫)

অর্থ। গর্দ্দভীবিপীত ভারদ্বাজ ঋষিশ্রোত্রকে ব্রহ্ম (মানেন)

"সত্যকামো জাবালো মনোবৈ ব্রহ্মেতি" (ঐ ৪।১।৬)

অর্থ। জবালীর পুত্র সত্যকাম মনকে ব্রহ্ম (মানেন)

"বিদগ্ধঃ শাকল্যো হৃদয়ংবৈ ব্রহ্মেতি" (ঐ ৪।১।৭)

অর্থ। শাকল্য বংশীয় বিদগ্ধ হৃদয়কে ব্রহ্ম (মানেন)

উক্ত কয়েক শ্রুতিতে বেদ স্বয়ং বেদ বাক্যের এবং ঋষিদিগের মতের পরস্পর বিরোধ দেখাইতেছেন।

স্মৃতিতে যে পরস্পর অনেক বিরোধ আছে তাহার প্রমাণ দেখান অনাবশ্যক, যেহেতু সকল স্মৃতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাহা জানেন। তদ্বিষয়ে দুই একটী কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। মনু মদ্য মাংসাদি সেবনে মহাপাপ বর্ণন করিয়া আবার স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"ন দোষো বিদ্যতে মদ্যেন
মাংসে ন চ মৈথুনে প্রবৃত্তি-
রেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"

অর্থ। মদ মাংস ও মৈথুনে দোষ নাই যেহেতু ইহাতে জীবদিগের প্রবৃত্তি, কিন্তু নিবৃত্তিতে অনেক ফল।

মনু একস্থলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের শূদ্রার সহিত বিবাহের বিধান দিয়াছেন, অন্য স্থলে তাহার নিষেধ করিয়াছেন। বিধবা বিবাহ বিষয়ে যে শাস্ত্রের মত ভেদ আছে তাহা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। অধিক কি, শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ ব্যাস ঋষি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যথা—

"শ্রুতিস্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্রশ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥"

অর্থ। বেদ, স্মৃতি এবং পুরাণের যেখানে (পরস্পর) বিরোধ দৃষ্ট হয় সেখানে বেদের বাক্য প্রমাণ; স্মৃতি এবং পুরাণের বিরোধ (দৃষ্ট হইলে) স্মৃতিকে শ্রেষ্ঠ (মানিতে হইবে)। যদি শাস্ত্রে পরস্পর বিরুদ্ধ মত না থাকিত তবে ব্যাস এরূপ বলিবেন কেন?

ত্রৈলোক্য বাবুর অন্যান্য সামান্য আপত্তির উত্তর তাঁহার পত্রের টীকাতেই দেওয়া হইল। ন, চ,

---

## আলোচনা সভা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বাবু আনন্দমোহন বসু।—বিবাহ বিষয়টী আমরা নানা দিক হইতে আলোচনা করিতে পারি।

১ম। বিবাহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত। আমরা যদি স্বাধীনতার উপর হাত দিতে ইচ্ছা করি তবে আমাদিগকে শিক্ষা বন্ধ করিতে হয়, পুনরায় অবরোধ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে হয়, নতুবা স্বাধীনতার গতি রোধ করা যাইবে না। কিন্তু আমার Fascination (মুগ্ধভাব) কথাটী বড় ভাল বলিয়া বোধ হয় না; Fascination হইতে অন্ধতা আসিবার সম্ভাবনা এবং শেষে তাহা হইতে অশেষ অমঙ্গলের সম্ভাবনা আছে।

২য়। Man is a composite creature (মানুষের প্রকৃতি সমিশ্র); ধর্ম্ম শিক্ষা যদি না হয় তবে নীচ প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া বিবাহ করাতে অনেক ক্ষতি হইবে, এই জন্য যাহাতে স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার হইতে পারে তজ্জন্য তদুপযোগী ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দেওয়া উচিত। বিবাহকে কেবল প্রতিজ্ঞা (Contract) মনে করা উচিত নয়, কিন্তু Sacrament পবিত্র মনে করা উচিত।

৩য়। কি প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে এখন কিছু বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

৪র্থ। বিবাহ বিষয়ে অভিভাবকদের হাত থাকা উচিত কি না? এই প্রশ্নটী দুই দিক হইতে বিচার করা যায়।

(ক) আদর্শ সমাজ গঠিত হইলে, অর্থাৎ যখন সকল নরনারী স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বন শিক্ষা করিবে, তখন বিবাহার্থীদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। এই আদর্শ বিবাহ লইয়া এখন অধিক কথা বলা বাহুল্য।

(খ) আমাদের কি করা উচিত এবিষয়ে চিন্তা করিলে আমার বোধ হয় যে বিবাহে স্বাধীনতাও কিছু থাকিবে এবং অভিভাবকদের অধীনতাও কিছু থাকিবে। যতদিন আমরা এরূপ দেখিতেছি যে আমাদের সমাজের সকল নরনারী এরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই যাহাতে তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া যায় ততদিন তাঁহাদিগকে কিছু শাসনের মধ্যে রাখা উচিত।

যখন একটী আত্মা অন্য একটী আত্মার সহিত সংযুক্ত হয় তখন আমার মনে এক চমৎকার ভাব হয়। আমি বিবাহের মধ্যে Divine Chemistry (ঐশ্বরিক কিমিতির) কার্য্য দেখি।

বাবু বিপিনচন্দ্র পাল।—বিবাহ যে নির্ব্বাচন প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত তাহা প্রায় সকলেই মানিয়া লইয়াছেন। নির্ব্বাচন উঠাইয়া দিলে যে তৎসঙ্গে বিবাহ আইন ও স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি সকলই উঠাইয়া দিতে হয় তাহা আনন্দ বাবু বলিয়াছেন। শাসন থাকা উচিত;—সে শাসন কেবল স্নেহের শাসন। যদি আমার কোন পুত্র বা কন্যা এমন লোককে বিবাহ করিতে চায় যাহাকে আমি অপদার্থ বলিয়া জানি, তবে তাহাতে আমার সন্তানের কোন দোষ নাই, সেখানে আমার সম্পূর্ণ দোষ; কারণ আমি কেন আমার পুত্র বা কন্যার ধর্ম্ম ও নীতির আদর্শ উচ্চ করিতে বিশেষ যত্ন করি নাই। অনেকে বলিয়াছেন যে আমি এই বিবাহ বিষয়টী উদ্ঘাটন করিবার সময় ধর্ম্মের উপরে অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করি নাই। ধর্ম্ম কথাটী না ব্যবহার করিলে কি ধর্ম্ম বলা হয় না? প্রেম অপেক্ষা অধিক আর কি ধর্ম্ম আছে? আমি বলি বিবাহ প্রেমের উপর স্থাপিত হইলে সম্পূর্ণ ধর্ম্মের ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" ইত্যাদি এই শ্লোক সমাজের বাল্যাবস্থার কথা এবং বড় স্বার্থপরতার কথা, বিবাহেতে যেন কেবল পুরুষেরই স্বার্থ থাকিবে, নারীর কিছু নাই। Fascination কথাটী সম্বন্ধে কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছেন; আমার মতে যাহার যে ভাব প্রবল সে সেই ভাবেই চালিত হইবে এবং সেই ভাবে চালিত হইতে না দিলে কখনই ভাল হইবে না। যাহার শারীরিক ভাব প্রবল সে শারীরিক ভাব দ্বারা, যাহার মানসিক ভাব প্রবল সে মানসিক ভাব দ্বারা ও যাহার আধ্যাত্মিক ভাব প্রবল সে আধ্যাত্মিক ভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া বিবাহ করিবে। এবিষয়ে কেহ কোন বাধা দিতে পারিবে না এবং দেওয়াও উচিত নয়। আপাততঃ ব্রাহ্ম সমাজে নির্ব্বাচন নাই, কেবল Nomination করিয়া বিবাহ হয়; এরূপ বিবাহ ভাল নয়; ইহাতে পুরুষ ও স্ত্রীতে যে স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বিবাহ করা হইতে পারে না।

এ সম্বন্ধে আমি একটী গল্প বলিব। একদা এক স্ত্রী-বিদ্বেষী পণ্ডিত তাঁহার যুবক পুত্র সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে পুত্রটী একদল যুবতীকে দেখিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল,পিতা উহারা কে? পিতা বলিলেন these are geese. পরে সেই পুত্রের জন্ম দিন উপলক্ষে যখন সেই পিতা পুত্রকে কি উপহার দিবেন জিজ্ঞাসা করিলেন তখন সেই পুত্র বলিল "Give me one of those geese, father. স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক।

ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়।—শিবনাথ বাবু ও আনন্দমোহন বাবুর কথার সহিত আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। বিবাহ কেবল Courtshipএ আরম্ভ হয় না কিন্তু বিবাহের পরও Courtship হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মে বিবাহের আদর্শ অতি উচ্চ ও মহৎ; আমরা সকলেই এই আদর্শ পূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। আজকার এ সভায় দেখা গেল যে প্রায় সকলেই নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী এবং যাঁহারা ইহার বিপক্ষে ২।১টী কথা বলিয়াছেন তাঁহারাও বোধ হয় ইহার ঘোর বিরোধী নহেন; তাঁহারা এই বলিয়াছেন যে এখন সমাজের যেরূপ অবস্থা তাহাতে অভিভাবকদের শাসন থাকা দরকার। ইউরোপেও শাসন আছে; পিতা মাতার শাসন ইংলণ্ডে খুব দেখা যায়। তা ছাড়া ইংলণ্ডে স্ত্রীলোকদের আত্মশাসন শিক্ষা এদেশের স্ত্রীলোকদের অপেক্ষা অধিক সেই জন্য এখানে এখনও কিছু শাসন দরকার। আমাদের আত্মা শরীরী সেই জন্য আমাদের শরীরও দেখা উচিত।

---

## উৎসবের বিশেষ ভাব।

এবারকার উৎসবে অন্যান্য বারের ন্যায় তেমন ভাবের উচ্ছ্বাস হয় নাই। ইহা দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই; কেন না ভাবের উচ্ছ্বাস অস্থায়ী হইলেও ইহা স্বর্গরাজ্যের ক্ষণিক আভাস দেখাইয়া আত্মাকে ঈশ্বরের জন্য প্রলুব্ধ ও পিপাসিত করে, এবং এই লোভ এবং পিপাসাই আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রধান সহায়, আধ্যাত্মিক সাধনের ভিত্তি ভূমি। সুতরাং ক্ষণিক ভাবের উচ্ছ্বাসও অতি বহুমূল্য বস্তু, ইহার অভাব বাস্তবিকই দুঃখ জনক। যাহা হউক এবার একটী মহামূল্য সত্য চারিদিক্ হইতে, নানা ভাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। সত্যটী অতি প্রাচীন,—কোন্ সত্যই বা প্রাচীন নহে,—কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাতে ইহার প্রতি বিশেষ ভাবে মনযোগ দেওয়া, ইহাকে বিশেষরূপে সাধন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। সত্যটী এই—ঈশ্বরকে সত্যরূপে ধারণ না করিলে ধর্ম্ম জীবন দাঁড়াইতে পারে না, সত্যস্বরূপের উপর যে ধর্ম্মজীবন প্রতিষ্ঠিত নহে, সে ধর্ম্মজীবন অসার। উৎসব কালিন্ ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য ও বক্তার প্রদত্ত অন্ততঃ কতিপয় উপদেশে, বক্তৃতায়, এবং নগরসংকীর্ত্তনে এই একই কথা। মূল কথাটা এই, উজ্জ্বল বিশ্বাস-চক্ষুতে ঈশ্বরকে না দেখিলে ধর্ম্মের জন্য আর যাহা কিছু কর, কিছুতেই কিছু হইবে না, সমুদায় নিষ্ফল হইয়া যাইবে। সমুদায় অস্থিরের মধ্যে তাঁহাকে স্থির অটল সত্যরূপে ধরিতে হইবে, সমুদায় অসারের মধ্যে তাঁহাকে সাররূপে ধরিতে হইবে, সমুদায় আপেক্ষিক সত্যের মধ্যে তাঁহাকে নিরপেক্ষ মূলসত্য রূপে ধরিতে হইবে। এই উজ্জ্বল খাঁটি বিশ্বাসই ধর্ম্মজীবনের মূল-ভিত্তি। সম্প্রতি সমাজ মধ্যে এই বিশ্বাসের বড়ই অভাব। উজ্জ্বল প্রকৃত বিশ্বাসের ধর্ম্ম প্রায় দেখা যায় না; চারিদিকে মোহান্ধকার, চারিদিকে অবিশ্বাস-প্রসূত নির্জ্জীবতা, কল্পনা-প্রসূত অসার ধর্ম্মের বাহাড়ম্বর। এই কল্পনা-প্রসূত ধর্ম্মের অসারতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা এবং উজ্জ্বল বিশ্বাসমূলক সারধর্ম্মের দিকে মনযোগ আকর্ষণ করা—ইহাই বিগত উৎসবের বিশেষ কার্য্য।

কতিপয় লক্ষণ দেখিলে কল্পনার ধর্ম্ম ও প্রকৃত বিশ্বাস-প্রসূত ধর্ম্মের প্রভেদ কতকটা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। প্রথমতঃ, কল্পনার ধর্ম্ম বিশ্বাসের স্থিরতা সম্বন্ধে সর্ব্বদা সশঙ্কিত, উৎকণ্ঠিত; প্রকৃত বিশ্বাস নির্ভয়, নিশ্চিন্ত। কল্পনা-প্রসূত বিশ্বাসের সর্ব্বদাই এই ভয় কি জানি কি সন্দেহে, কি জানি কি নাস্তিক যুক্তিতে বিশ্বাসটী টলিয়া যায়। সেই জন্য ইহা সর্ব্বদাই চিন্তাকে ভয় করে, যুক্তি তর্ককে ভয় করে, জ্ঞানের আলোচনাকে ভয় করে, সন্দেহবাদীদের নিকটে যাইতে ভয় করে। এরূপ ভয় অমূলক নহে; চিন্তাদ্বারা, যুক্তি তর্কের আঘাতে, জ্ঞানালোচনার উত্তাপে, সন্দেহবাদ-সংস্পর্শে কল্পনা-প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস কতবার আন্দোলিত হইয়াছে, কতবার ভগ্নপ্রায় হইয়াছে ইহা দেখিয়াই, এই কষ্টকর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াই দুর্ব্বল বিশ্বাস-যুক্ত আত্মা বিপদ হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসের প্রকৃতি অন্যরূপ; প্রকৃত বিশ্বাস এই সমুদায়কে বিপদ বলিয়াই মনে করে না। যে বিশ্বাস ঈশ্বরকে সত্যের সত্য পরম সত্যরূপে দর্শন করিয়াছে,সে বিশ্বাস নিশ্চিন্ত; এরূপ বিশ্বাসপ্রাপ্ত ব্যক্তি কদাচ ভয় করেন না যে তাঁহার বিশ্বাস কখনো টলিয়া যাইবে। যত দিন এই ভয় বিন্দুমাত্র থাকে ততদিন অবিশ্বাসের গন্ধ যায় নাই। প্রকৃত বিশ্বাসপ্রাপ্ত ব্যক্তি বুঝিতে পারেন না চিন্তা, জ্ঞানালোচনা, যুক্তি তর্ক, অজ্ঞানতা-প্রসূত সন্দেহবাদ কিরূপে সত্যকে অসত্য করিবে, কিরূপে আলোককে অন্ধকার বলিয়া প্রমাণ করিবে। এরূপ আশঙ্কা তাঁহার কাছে বালকসুলভ অনর্থক ভয় বলিয়া বোধ হয়।

দ্বিতীয়তঃ, কল্পনাপ্রসূত বিশ্বাস পরোক্ষ, অসাক্ষাৎ; প্রকৃত বিশ্বাস প্রত্যক্ষ,সাক্ষাৎ দর্শন-সম্ভূত। কল্পনা-প্রসূত বিশ্বাস অসাক্ষাৎ মীমাংসার সাহায্যে ঈশ্বরকে প্রকৃতির অন্তরালে, মানব জীবনের অন্তরালে অন্বেষণ করে, প্রকৃতি এবং মানবজীবনে তাঁহার প্রকাশ দেখিতে পায় না; প্রকৃত বিশ্বাস দিব্যজ্ঞান চক্ষুতে প্রকৃতি মধ্যে, ও মানবাত্মার মধ্যে তাঁহাকে উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পায়। কল্পনার চক্ষে প্রকৃতি ঈশ্বরের আবরণ, জগজ্জননী অবগুণ্ঠনবতী; প্রকৃত বিশ্বাসের চক্ষে প্রকৃতি ঈশ্বরের আবির্ভাব, জগজ্জননী নিত্য প্রকাশিতা। কল্পনার চক্ষে জীবাত্মা ঈশ্বরবিচ্যুত, কল্পনা জীবাত্মাকে দেখিয়া ও ঈশ্বরকে দেখে না; বাস্তবিক কথা এই কল্পনা জীবাত্মাকেও দেখে না। প্রকৃত বিশ্বাস জীবাত্মাকে দেখিতে গিয়াই ঈশ্বরকে দেখে, কেননা জীবাত্মা প্রতিক্ষণ ঈশ্বরের ক্রোড়ে অবস্থিত।

তৃতীয়তঃ, কল্পনা-প্রসূত বিশ্বাস যেমন সন্দেহবাদের ভয়ে ভীত, তেমনি আবার অপর দিকে অদ্বৈতবাদের ভয়ে ভীত; বা কি জানি জগৎকে ঈশ্বর মনে করিয়া বসি, কি জানি নিজেকে ঈশ্বর ভাবিয়া বসি এইভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত। প্রকৃত বিশ্বাসের এই ভয় নাই। প্রকৃত বিশ্বাস দুটী পরস্পর-সম্বদ্ধ সত্যকে কখনো পৃথক ভাবে দেখে না; পৃথক ভাবে দেখিলে অথবা দেখিতেছি বলিয়া ভাবিলেই ভয় হয় বুঝি দুটীর একটীকে হারাইলাম। প্রকৃত বিশ্বাস দেশকালে বদ্ধ সসীম এবং দেশকালের অতীত অসীমকে একই দৃষ্টিতে দেখিতে পায়; উভয়ের চির-প্রভেদ ও চির-যোগ প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করে, সুতরাং অদ্বৈতবাদের অনর্থক ভয়ে ভীত হয় না।

চতুর্থতঃ, কল্পনা প্রসূত ধর্ম্মের পক্ষে ভাব অতি দুর্লভ,—অনেক কৃচ্ছ্র সাধনের ফল; বিশ্বাস-মূলক ধর্ম্মের পক্ষে ভাব নিজের আয়ত্তাধীন। কল্পনার ধর্ম্মকে অনেক যত্ন চেষ্টা করিয়া, অনেক আধ্যাত্মিক ব্যায়ামের দ্বারা ভাব আনিতে হয়; সুতরাং ইহা সর্ব্বদাই অল্পাধিক পরিমাণে ভাবুকতা-প্রবণ। ভাব যেখানে এত দুর্লভ সেখানে ভাবের জন্য কাড়াকাড়ি, ভাবের জন্য ছুটাছুটি স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসের ঘরে ভাবের অভাব নাই, সুতরাং ভাবুকতাও নাই। প্রকৃত বিশ্বাস ভাব আনিবার জন্য পৃথক ভাবে প্রয়াস পায় না; ইহা ঈশ্বরের প্রেমমুখের দিকে তাকায়, আর ভাবস্রোতে হৃদয় একেবারে ভাসিয়া যায়। ভাব দর্শনের নিত্য-সঙ্গী; দেখা আর ভালবাসা দুকথা নয়, এককথা, তাই বিশ্বাসী সর্ব্বদা দেখিবার জন্যই ব্যাকুল।

পঞ্চমতঃ, কল্পনার ধর্ম্ম সর্ব্বদা নিরাশা-প্রবণ এবং অনেক সময়ই নিরাশাচ্ছন্ন; প্রকৃত বিশ্বাসের ধর্ম্ম সর্ব্বদা আশান্বিত। কল্পনার ধর্ম্মের মুখে ক্ষণে ক্ষণেই এই কথা শুনিতে পাওয়া যায় "আর কিছু হইল না, আমার কি আর কিছু হবে? কিছুতেই কিছু হয় না, কিছু ভাল লাগে না!" বিশ্বাসের ধর্ম্মে যে ক্রন্দন নাই তাহা নহে, কিন্তু সে ক্রন্দন উজ্জ্বল আশাপূর্ণ। প্রকৃত বিশ্বাসী জানেন তাঁহার উন্নতি, পরিত্রাণ, কৃতকার্য্যতা একেবারে নিশ্চিত। কল্পনা-প্রসূত বিশ্বাস নিজেকে ঈশ্বর হইতে পৃথকরূপে ভাবে, তাই নিরাশায় পতিত হয়; প্রকৃত বিশ্বাস নিজেকে ঈশ্বরের সহিত চির-সংযুক্ত জানিয়া নিত্য আশা ও উৎসাহে পরিপূর্ণ থাকে। প্রকৃত বিশ্বাসী জানেন তিনি তাঁহার নিজের নহেন, ঈশ্বরের; তাঁহার প্রাণ মন জীবন সমস্ত ঈশ্বরের হাতে, ঈশ্বর তাঁহাকে দিয়া যাহা ইচ্ছা করাইতে পারেন; যাহা অন্য মানুষের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে, তাহা তাঁহার পক্ষেও সম্ভব। এই বিশ্বাসে তিনি চির-আশান্বিত।

ষষ্ঠতঃ, কল্পনার ধর্ম্ম সাধন ও কার্য্য সম্বন্ধে সর্ব্বদা অস্থির, পরিবর্ত্তনশীল; বিশ্বাসের ধর্ম্ম অটল, সহিষ্ণু। খাঁটি বিশ্বাস না থাকিলে কোনো আধ্যাত্মিক সাধন সফল হয় না, কোনো ধর্ম্ম কার্য্য আত্মার পক্ষে উন্নতিকর হয় না। সুতরাং প্রকৃত উপকার না পাইয়া কল্পনাপীড়িত আত্মা ক্রমাগত সাধনের পর সাধন, কার্য্যের পর কার্য্য গ্রহণ করিয়া পরিত্যাগ করিবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। প্রকৃত বিশ্বাসী বিবেক-প্রদর্শিত, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা প্রসূত সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া হাতে হাতে ফল পান, সুতরাং অটলভাবে, সহিষ্ণুতার সহিত, নানা পরীক্ষার মধ্যেও সাধন পথ ধরিয়া থাকেন। ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিয়া হাতে হাতে আত্মার কল্যাণ অনুভব করেন, সুতরাং ভাবুকতা-প্রসূত উৎসাহ নিরুৎসাহের অধীন হন না; সর্ব্বদা বিবেকাধীন হইয়া ঈশ্বর সেবায় তৎপর থাকেন। কল্পনার ধর্ম্মের পরিচালক অস্থির ভাব-প্রবাহ, তাই ইহা চঞ্চল; বিশ্বাসমূলক ধর্ম্মের পরিচালক অটল অপরিবর্ত্তনীয় বিবেকবাণী, তাই ইহা অচঞ্চল, চির-প্রশান্ত।

এই কতিপয় লক্ষণ দ্বারা আমরা কল্পনার ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের ধর্ম্মের প্রভেদ বুঝিতে পারিতেছি। পাঠক পাঠিকা, নিজের এবং পার্শ্ববর্ত্তীদিগের জীবনে এই কল্পনা-মূলক ধর্ম্মের দূষিত প্রভাব এবং প্রকৃত বিশ্বাসের নিদারুণ অভাব কি বিশেষভাবে অনুভব করিতেছ না? আমরা নিজের জীবনে এবং চারিদিকে এই ভীষণ অবস্থা দেখিয়া তো নিতান্ত ক্লিষ্ট হইতেছি। চল এই ভয়ানক অভাব দূর করিবার জন্য কঠোর সাধনে প্রবৃত্ত হই। চল প্রতিজ্ঞা করি সত্যস্বরূপকে না দেখিয়া কোন কার্য্যে হাত দিব না, সত্যস্বরূপকে উপার্জ্জন না করিয়া উপাসনায় বৃথা বাগাড়ম্বর করিব না, সত্যস্বরূপকে জীবনে লাভ না করিয়া কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইব না। ঈশ্বর এই সৎপ্রতিজ্ঞার সহায় হউন।

## বার্ষিক সভায় গৃহীত প্রস্তাব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নবম বার্ষিক সভায় গৃহীত প্রধান প্রধান প্রস্তাবগুলি এই:—

কর্ম্মচারী নিয়োগ—বাবু শিবচন্দ্র দেব সভাপতি, ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় সম্পাদক, বাবু শশীভূষণ বসু সহকারী সম্পাদক ও বাবু গুরুচরণ মহলানবীস ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন।

অধ্যক্ষসভা—এবার অন্যান্য বৎসরের ন্যায় মনোনয়ন কমিটি নিযুক্ত না করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত সভ্যদিগের লিখিত ভোট অনুসারে অধ্যক্ষসভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন:—

কলিকাতা।

বাবু আনন্দমোহন বসু, ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু, বাবু জগদীশচন্দ্র বসু, বাবু দুর্গামোহন দাস, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, বাবু কালীশঙ্কর সুকুল, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, বাবু দুকড়ি ঘোষ, বাবু গগণচন্দ্র হোম, বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, বাবু আশুতোষ বসু, বাবু পরেশনাথ সেন, বাবু হরকুমার রায় চৌধুরী, বাবু হরকিশোর বিশ্বাস, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, বাবু মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু সীতানাথ দত্ত, বাবু উমাপদ রায়, বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়,

বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বাবু রজনীনাথ রায়, বাবু নীলরতন সরকার, ও কুমারী সরলা রায়।

মফঃস্বল।

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় (বগুড়া), বাবু চণ্ডীচরণ সেন (কৃষ্ণনগর), বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় (ঢাকা) শ্রীমতী মনোরমা মজুমদার (ঢাকা), বাবু রাধাকান্ত বন্দোপাধ্যায় (কাল্না), বাবু তিনকড়ি বসু (পচম্বা), বাবু লক্ষ্মণপ্রসাদ (লক্ষ্ণৌ), লালা বজরংবিহারী (মজঃফরপুর), বাবু কেদারনাথ কুলভী (বাঁকুড়া), বাবু উমাচরণ ঘটক (মতিহারী), নিঃ নরসিমুলু নাইডু (কৈম্বেটুর), বাবু কালীপ্রসন্ন বসু (রঙ্গপুর), বাবু বিপিনবিহারী রায় (মাণিকদহ), বাবু শরচ্চন্দ্র বসু (নাটোর), বাবু কৈলাসচন্দ্র বাগচি (পাবনা), মিঞা জেলালুদ্দিন (জলপাইগুড়ি), ডাক্তার দুর্গাদাস বসু (বীরভূম), বাবু মহেন্দ্রনাথ সরকার (কাশী), বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন (সৈয়দপুর), ও বাবু শ্রীনাথ চন্দ (ময়মনসিংহ)।

সভ্যনিয়োগ—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন:—

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী সুকুল, শ্রীমতী ক্ষেত্রমোহিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী কমলকামিনী রায়চৌধুরী, শ্রীমতী হরিমতি রায়চৌধুরী, শ্রীমতী পিয়ারী বিবী, শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বসু, বাবু মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, বাবু অবিনাশচন্দ্র সরকার, বাবু প্রসন্নকুমার বসু, বাবু বিনোদবিহারী বসু, বাবু যোগেন্দ্রলাল খাস্তগির, বাবু সুবোধচন্দ্র মহলানবীস, বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষ, বাবু কেদারনাথ চৌধুরী, বাবু রাধামোহন দাস, বাবু পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বাবু বিহারীলাল গুহ, বাবু বামনদাস মজুমদার, বাবু জগচ্চন্দ্র গুহ, বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষাল, বাবু হরেন্দ্রনাথ সেন, বাবু পূর্ণানন্দ রায়, বাবু চণ্ডীচরণ গুহ, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু গুরুদাস সেন, বাবু মোহিনীচন্দ্র দে, বাবু রেবতীনাথ মাইতি, বাবু প্রতাপচন্দ্র নাগ ও বাবু সুরেশচন্দ্র রায়।

ধন্যবাদ—শ্রীমতী কুমারী কলেট, পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ, কর্ম্মচারীগণ, অধ্যক্ষ সভা ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতিকল্পে অন্যান্য যাঁহারা পরিশ্রম করিতেছেন, সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

## প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

**কাশী**—সিদ্ধিদাতা ভগবানের কৃপায় অত্রত্য মাঘোৎসব যথা নিয়মে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিগত কয়েক বৎসর এই বর্ষোৎসব Benares Cantonment B. Samaj এর অঙ্গীভূত থাকিয়া স্থানীয় ষ্টেশন মাষ্টার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের যত্নে সহরের প্রান্তবর্ত্তী শিকরোল নামক স্থানে তদীয় বাগবাটীকায় নির্ব্বাহ হইত। বর্ত্তমান বৎসর হইতে উৎসব সহরের মধ্যবর্ত্তী বাঙ্গালীটোলায় প্রকাশ্যভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মোগল সরাই হইতে কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু এখানে আসিয়া উৎসবে যোগ দেন। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ২০টী ব্রাহ্মের সমাগম হয়। তদ্ভিন্ন কতিপয় তীর্থবাসী হিন্দু ও পরিদর্শকের সংখ্যাও প্রায় শতাধিক হইয়াছিল। উৎসব দিবসে ইহারা সকলেই ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে ব্রহ্মনাম শ্রবণ ও তৎপ্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় এখানে উৎসবের দুইদিন পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৯ই মাঘ উৎসবের উদ্বোধন আরম্ভ হয়। তৎপর দিবস ১১ই রবিবার উপাসনা, দান, পাঠ, আলোচনা, সংকীর্ত্তন ও বক্তৃতা ইত্যাদি কার্য্যে অতিবাহিত হয়। একমাত্র প্রচারক মহাশয়ই ইহার অধিকাংশ কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। উৎসবান্তে প্রচারক মহাশয় যে কয়টী হৃদয়স্পর্শী উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তৎশ্রবণে শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অনেকেই অশ্রুবারি সম্বরণ করিতে পারেন নাই। উক্ত দিবস অপরাহ্নে ৪ ঘটিকার সময় উৎসব স্থলে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়, তৎপর ব্রাহ্মভ্রাতাগণ নগর সংকীর্ত্তনে বাহির হইয়া বাঙ্গালীটোলার মধ্যদিয়া প্রায় অর্দ্ধ মাইল পথ চলিয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী অহল্যাবাইয়ের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে প্রায় দুই শতাধিক লোকের সমক্ষে প্রচারক মহাশয় একটী তেজস্বিনী বক্তৃতা করেন। ঘোর পৌত্তলিকতা কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের আবাস ভূমি এই বারাণসী নগরে ব্রাহ্মদিগের উৎসব কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া যে কত বিঘ্নজনক তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু দয়াময়ের ইচ্ছায় তাহা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াগিয়াছে। তবে বিদ্বেষ পরবশ হইয়া একটী যুবক ব্রাহ্মসমাজের নিন্দাসূচক একটী প্রতি বক্তৃতা দ্বারা প্রথমোক্ত বক্তার বিঘ্ন জন্মাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং কয়েকটী শ্রোতাও সংগ্রহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরিণামে হাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন। অপরাহ্ন ৫॥ ঘটীকার সময় ব্রাহ্মগুলী সংকীর্ত্তন শেষ করিয়া উপাসনা স্থলে প্রত্যাগত হন। হিন্দুজাতি স্বভাবতঃই ভক্তিপ্রবণ। সুতরাং কীর্ত্তন যাইবার সময় নগর মধ্যে যে মনোহর দৃশ্য হইয়াছিল তদ্রূপ কোথাও প্রায় দেখা যায় না। হরিনাম শ্রবণে নগরবাসী মাত্রই গদ্গদ্ চিত্ত হইয়াছিলেন, কেহ কেহ বা বাতাসা ইত্যাদি নিক্ষেপ করিয়া হৃদয়স্থিত ভক্তির লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বৎসরই সহরের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের এই প্রথম উৎসব হইল। এই উৎসব কার্য্যে বাঙ্গালিটোলা স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিলমনি বসু এবং শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র মৌলিক মহাশয় আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহাশয় মোগল সরাই হইতে আগত ব্রাহ্মবন্ধুগণকে প্রীতিভোজন করাইয়াছিলেন। আর মৌলিক মহাশয় উৎসবের জন্য তাঁহার আবাস বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গনে স্থান স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। ইনি স্থানীয় একজন ধনাঢ্যব্যক্তি এবং ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী। এখানকার ব্রাহ্মবন্ধুগণের মধ্যে ২।৩টী অতি সারবান লোক আছেন। তাঁহারা কাহারও মুখাপেক্ষ না হইয়া আপনারাই উৎসবাদির কার্য্য সোৎসাহে নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। বিগত ৩০শে জানুয়ারী রবিবার উপাসনান্তে বর্ত্তমান বৎসরের কার্য্য পরিচালনের জন্য সমাজে সভ্যগণ মিলিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক একটী কার্য্য নির্ব্বাহক সভা সংগঠন করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ যদি নিয়মিতরূপে এখানে

একজন্ প্রচারকের সাহায্য প্রদান করেন তবে অনেক সুফল আশা করা যায়।

কাকিণীয়া।—দয়াময় জগদীশ্বরের কৃপায় কাকিনীয়া ব্রাহ্ম-সমাজের অষ্টাদশ বর্ষীয় বার্ষিক মাঘোৎসব ১০ই মাঘ শনিবার হইতে আরম্ভ হইয়া ১৩ই মাঘ পর্য্যন্ত নিম্ন লিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে ;—

১০ই মাঘ শনিবার উৎসবের উদ্বোধন। শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল রায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনান্তে সংকীর্ত্তন হয়।

১১ই মাঘ রবিবার সাধারণ মাঘোৎসব। প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু গৌরলাল রায় মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনান্তে সংকীর্ত্তন হয়। অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় রঞ্জনোদ্যানের নূতন দালানে সাধু মহাত্মাদিগের জীবন-চরিত পাঠ ও বক্তৃতা ; বিষয়, —"জলন্ত বিশ্বাস", বক্তা শ্রীযুক্ত কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী। সন্ধ্যার পর উপাসনা। শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল রায় মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনান্তে সংকীর্ত্তন হয়।

১২ই মাঘ সোমবার বার্ষিক উৎসব। প্রাতে উপাসনা, শ্রীযুক্ত বাবু গৌরলাল রায় মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনান্তে সংকীর্ত্তন হয়। অপরাহ্ন ২ ঘটিকার সময় নগর সংকীর্ত্তন। সন্ধ্যার পর উপাসনা। শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল রায় মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনান্তে সংকীর্ত্তন হয়।

১৩ই মাঘ মঙ্গলবার, দুঃখী কাঙ্গালিদিগকে চাউল ও পয়সা বিতরণ হইয়া উৎসব শেষ হয়।

নিলফামারি।—মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় মাঘোৎসব উপলক্ষে ১লা মাঘ হইতে ১৩ই মাঘ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত প্রণালীতে উপসনাদি সম্পন্ন হইয়াছে। এ বৎসর উপাসক মণ্ডলীর উপাসনায় ঈশ্বরের সত্ত্বা যে প্রকার অনুভূত হইয়াছিল এইরূপ ভাব এস্থলে আর কখনই উপলব্ধ হয় নাই।

১লা মাঘ হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর উপাসনা হইয়াছে, ইহার মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ দাস ও শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র কাঞ্জিলাল মহাশয়গণের বাসায় এক এক দিন উপাসনা হইয়াছিল। অবশিষ্ট অন্যান্য দিন সমাজ গৃহে উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন হয়।

১০ই মাঘ শনিবার অপরাহ্ন ৫॥ ঘটিকার সময় উদ্বোধন ও সঙ্গীতাদি হয়। ঐ দিন বিশেষভাবে পরম পিতার সত্ত্বা প্রকাশ পাইয়াছিল এবং উপাসক মণ্ডলী ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া বিশেষ সুখী হইয়াছিলেন। ১১ই মাঘ রবিবার প্রাতে ৬॥০টার সময় উপাসনা ও সঙ্গীত হয়। এই উপাসনায় উপাসকগণের হৃদয় বিশেষরূপ আকৃষ্ট হয়। ৭॥টার সময় শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র কাঞ্জিলাল মহাশয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহোদয়ের জীবনী সমালোচন করেন। ১০॥টার সময় উপাসনা হয় ; এই সময়েও উপাসকেরা বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। ১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় নানাবিধ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ৪টার পর নগর সঙ্কীর্ত্তন হয়। ৬টার সময় বাবু কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনার আবশ্যকতা সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। রাত্রে উপাসনা হয়, তাহাতে প্রেমের ভাব উপলব্ধি হইয়াছিল। ১২ই মাঘ সোমবার প্রাতে উপাসনা ও সঙ্গীত হয়। বৈকালে ৪টার সময় কাঙ্গালিদিগকে চাউল, কাপড় ও পয়সা দান করা হইয়াছিল। ৬টার সময়, শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ দাস মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম কি ? এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়া সকলের মন আকর্ষণ করিয়াছিলেন। রাত্রে উপাসনা, সঙ্গীত ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা হয়। ১৩ই মাঘ মঙ্গলবার রাত্রে উপাসনা হয়।

## প্রেরিত পত্র।

বহুদিন হইল আমরা কতকগুলি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি ; স্থানাভাবে সেই সমুদায় প্রকাশ করিতে পারি নাই, এবং কোন উত্তরও দিতে পারি নাই। পত্র প্রেরকগণ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

অতুলচন্দ্র সোম (হবিগঞ্জ)—আপনার পত্র বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

একজন ব্রাহ্ম (কলিকাতা)—ব্রাহ্মসমাজে হিন্দুবিধবাদিগকে আশ্রয় দেওয়া সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। আপনার নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন, এবং পত্রখানা আরও পরিস্কার করিয়া লিখিবেন। আমরা স্থানে স্থানে পড়িতে পারি নাই।

কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বসিরহাট)—এবার মাঘোৎসবে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় কেন ভাবের উচ্ছ্বাস হয় নাই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন, "আমার বোধ হয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বর-প্রীতিকে ছাড়িয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই যথাসর্ব্বস্ব করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন বলিয়া ভগবান আমাদিগের চক্ষু ফুটাইবার জন্য এ বৎসর এরূপ লীলা করিলেন। এ কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নহে। প্রত্যেক ব্রাহ্মকে নির্জ্জনে প্রার্থনা সহকারে এই কথার গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অবিলম্বে ইহার মীমাংসা না হইলে ব্রাহ্মসমাজ আধ্যাত্মিকতা হারাইয়া সমাজ সংস্কারের একটী কঙ্কাল মাত্র হইয়া পড়িয়া থাকিবে।" পত্র প্রেরক মহাশয়ের দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, নব-প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববিদ্যা সভা প্রাণায়াম যোগ প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল ফ্লিণ্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন কেন ? স্থানান্তরে প্রকাশিত তত্ত্ববিদ্যা সভার নির্দ্ধারণ দেখিলেই পত্র প্রেরক মহাশয় তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তর পাইবেন। উপাসনা মন্দিরের ব্যবস্থা সম্বন্ধে পত্র প্রেরক মহাশয় যে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা আমরা উপাসকমণ্ডলীর সম্পাদক মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছি।

## শাস্ত্র-ব্যাখ্যা।

মহাশয়,

গত ১৬ই কার্ত্তিকের তত্ত্বকৌমুদীতে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রের ভ্রান্ততা প্রতিপন্ন করিবার জন্য মহাভারতের যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। আপনার বিখ্যাত তত্ত্বকৌমুদীতে স্থান দানে বাধিত করিবেন।

উদ্ধৃত শ্লোক :—

বেদা বিভিন্না স্মৃতয়ো বিভিন্না,
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং ;
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং,
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা

নগেন্দ্র বাবু ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন :—"বেদ সকল ভিন্ন ভিন্ন, স্মৃতি সকল ভিন্ন, তিনি মুনিই নহেন যাঁহার মত ভিন্ন নহে ; ধর্ম্মের তত্ত্বগুহাতে নিহিত রহিয়াছে, মহাজনেরা যে পথে গিয়াছেন তাহাই পন্থা। এই শ্লোকে বলা হইতেছে যে, শাস্ত্র সকলের মধ্যে একতা নাই। তবে কেমন করিয়া বলিব যে উহা অভ্রান্তরূপে ঈশ্বরানুপ্রাণিত মহাজনগণ কর্ত্তৃক রচিত ? সত্যের সহিত সত্যের চিরসামঞ্জস্য।"

এখানে 'মুনিগণের মত ভিন্ন ভিন্ন' অর্থে নগেন্দ্র বাবু মুনিদিগের মতের পরস্পর বিরোধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাই যদি শ্লোক রচয়িতার উদ্দেশ্য হইত, তবে সেই পরস্পর বিরুদ্ধ মতকেই তিনি আবার পন্থা বলিতেন না। (১) নগেন্দ্র বাবুর ব্যাখ্যাই যদি সঙ্গত হয়, তবে উক্ত শ্লোকের উপরের তিন চরণের সহিত "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" এই শেষ চরণের ঐক্য থাকে না। আমাদের বিবেচনায় ঐ শ্লোকের অর্থ এইরূপ—বেদ, স্মৃতি এবং মুনিদিগের মত ভিন্ন ভিন্ন, অর্থাৎ নানা রকম, এক রকম নহে। চিন্তাশীলতার ফল বিরুদ্ধ মত নহে (২) বিবিধ মত, বিরুদ্ধ মতই যদি চিন্তাশীলতার লক্ষণ হয় তবে কি বিবাদ বিসম্বাদ চিন্তাশীলতার ফল ? (৩) মুনিগণ কেহ ভক্ত, কেহ যোগী, কেহ শক্তির উপাসক, কেহ কর্ম্মী, এইরূপ বিবিধ প্রকারের মুনি আছেন, সুতরাং নানা প্রকারের মতও আছে, ইহাতে এ মত ভাল, ও মত মন্দ ইহা প্রকাশ পায় না। (৪) সকল মুনিই অভ্রান্ত এবং সকল মতই সত্য। (৫) সুতরাং মহাজনেরা যে পথে গিয়াছেন, তাহাই যাইবার পথ। যাহা সত্য তাহা কি আর বিবিধ প্রকার হয় না ? যেমন গোলাপ, জবা, বেল, চাঁপা ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ফুল আছে, সে সকলগুলিকেই ফুল বলে। সেইরূপ মুনিদিগের মতও ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু সকলগুলিই সত্য। শ্লোক-রচয়িতার ভাব এই। এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। কোন বিষয়ে ভুল ব্যাখ্যা হওয়া অন্যায়, সেজন্য আমরা এই কয়েকটী কথা লিখিলাম। শাস্ত্র ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত তাহার সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই।

বশম্বদ
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সেন,
ব্রাহ্মসমাজ, সেরাজগঞ্জ।

(১) নানা প্রকার বিভিন্ন পন্থা কিছইতে পারে না ?
(২) কেন ; চিন্তাশীলেরা কি অভ্রান্ত ?
(৩) সকল বিষয়ে বিবাদ বিসম্বাদ হয় না, কোন কোন বিষয়েই হয়।
(৪) মুনিরা স্বয়ং বলিয়াছেন এ মত ভাল ও মত মন্দ।
(৫) এ কথা শাস্ত্র ও যুক্তি বিরুদ্ধ।]

---

## সম্পাদকীয় মন্তব্য।

নববর্ষারম্ভে সমাজের সম্মুখে বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত দেখিতেছি। নির্ভরশীল অন্তরে সমাজ এই সমুদায় কার্য্য সাধনে অগ্রসর হউন। আমাদের বিবেচনায় এবারকার একটী বিশেষ কার্য্য হওয়া উচিত—অত্রত্য উপাসকমণ্ডলীর উন্নতি সাধন। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, এখানকার উপাসকমণ্ডলীর আধ্যাত্মিক মঙ্গলামঙ্গলের উপর সমগ্র সমাজের মঙ্গলামঙ্গল অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। আধ্যাত্মিক সাধন এবং সমাজ সংস্কার উভয়েরই কেন্দ্রস্থল এবং উৎপত্তিস্থান এখানকার ব্রাহ্মমণ্ডলী। সুতরাং এখানকার সর্ব্বপ্রকার, বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে সকলে সর্ব্বাগ্রে যত্নবান হউন। যাহাতে উপাসকমণ্ডলী ও আচার্য্যের মধ্যে ঘনিষ্টযোগ সংস্থাপিত হয়, যাহাতে উপাসকদিগের আধ্যাত্মিক অভাব মোচন হয়, যাহাতে উপাসকগণের পরস্পরের মধ্যে আলাপ পরিচয় হয় ও ধর্ম্মালোচনার আধিক্য হয়, যাহাতে উপাসকমণ্ডলীর আধ্যাত্মিক জীবন সরস ও উন্নত হয়,—অবিলম্বে এরূপ উপায় অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মসমাজের পক্ষে এরূপ কার্য্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কার্য্য আর নাই।

---

একটী বিষয় দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। সমাজ মধ্যে এমন কতকগুলি লোক আছেন যাঁহারা হৃদয়বান্ লোক, চিন্তাশীল লোক, তাঁহাদের কার্য্যোৎসাহ প্রশংসার্হ ; সমাজের কার্য্য করিতে তাঁহারা সর্ব্বদাই অগ্রসর হন। কিন্তু সমাজের প্রকৃত মঙ্গল যাহাতে, সেরূপ অনুষ্ঠানে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। ধর্ম্মজ্ঞানালোচনার জন্য তাঁহাদিগকে ডাক,—তাঁহারা কার্য্যান্তরে ব্যস্ত, আসিবার অবকাশ নাই ; কোন আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনার জন্য ডাক,—তাঁহাদের সময় নাই। সমবেত ধর্ম্ম সাধনের জন্য ডাক, সেদিকে ভুলিয়াও পাদক্ষেপ করিবেন না। অন্য কথা দূরে থাক্, সাপ্তাহিক উপাসনায়ও ইহাঁরা নিয়মিতরূপে আসেন না। অথচ ইহাঁরা ধর্ম্মসমাজের কার্য্য করিতে চান ; ইহাঁরা লোকের নিকট কাজের লোক বলিয়া পরিচিত, এবং পরিচিত হইতেও চান। জিজ্ঞাসা করি কাজের অর্থ কি ? ধর্ম্মসমাজের কাজ কাহাকে বলে ? সমবেত উপাসনা যাঁর ভাল লাগে না, জ্ঞানালোচনার জন্য যিনি সময় দিতে পারেন না, আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনার জন্য যাঁহার অবকাশ নাই, সমবেত সাধন যাঁহার নিকট নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়, ধর্ম্ম-প্রচারে যাঁহার রুচি বা সাধ্য নাই,—তিনি কাজের লোক হইতে পারেন, কিন্তু ধর্ম্ম সমাজে তাঁহার কি কাজ আছে আমরা বুঝিতে

পারি না। তিনি তাঁহার নিজের কাজ বুঝিয়া লউন, ধর্ম্ম সমাজে তাঁহার সাহায্য বিশেষ কার্য্যকারী হইবে না।

---

আমরা দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম যে ইতিমধ্যেই উপাসক মণ্ডলীর উন্নতির জন্য একটি উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। গত তিন রবিবার রাত্রীকালীন উপাসনার পর, আচার্য্যের আহ্বানানুসারে উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে সমবেত হইয়া আচার্য্যের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিয়াছেন। প্রতিবারেই এরূপ আলোচনা হইবার কথা। কিন্তু আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম যে উপাসকমণ্ডলীর পুরাতন সুপরিচিত সভ্যগণের মধ্যে প্রায় কেহই এই আলোচনায় উপস্থিত থাকেন না। নিয়মিত উপাসকগণ সমাজের উপাসনা ও উপদেশ সম্বন্ধে নিয়মিতরূপে আলোচনা না করিলে সমাজের প্রকৃত কার্য্য কখনও সুসম্পন্ন হইতে পারে না। এরূপ আলোচনা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় আচার্য্য প্রদত্ত উপদেশগুলি উপাসকদিগের আধ্যাত্মিক অবস্থার উপযোগী হইতেছে কি না, এবং উপযোগী বিষয়ই বা কি কি; এবং এরূপ আলোচনা দ্বারা আচার্য্যগণও তাঁহাদের কার্য্যে সাবধান এবং যত্নবান হন,—চিন্তা ও অভিজ্ঞতা পূর্ণ উপদেশ দানে উৎসাহিত হন। আমরা উপাসক মণ্ডলীর প্রত্যেক সভ্যকে অনুরোধ করি উপাসনার পর অন্ততঃ কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া যাইবেন। সপ্তাহের মধ্যে একদিন দেখা শুনা, উপাসনা করিয়াই কি চলিয়া যাওয়া উচিত? আলাপ পরিচয়ের জন্যওতো কিয়ৎক্ষণ থাকিতে পারেন। যেদিন দেখিব উপাসনার পরে ২।১ মিনিটের মধ্যেই মন্দির শূন্য হইয়া যায় নাই, অতি আস্তে আস্তে, ক্রমে ক্রমে, অনিচ্ছা পূর্ব্বক উপাসকগণ মন্দির পরিত্যাগ করিতেছেন, তখন বুঝিব সমাজের ধর্ম্মজীবন পরিবর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

---

সমুদায় অসদ্ভাব, সমুদায় শুষ্কতা দূর হয় সমবেত উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনা দ্বারা। আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ধর্ম্মসম্বন্ধ নয়, তাহাতেই আমাদের অসদ্ভাব যায় না। আমাদের আত্মায় আত্মায় আধ্যাত্মিক সংঘর্ষণ হয় না তাহাতেই আমরা ধর্ম্মবিধানের মধ্যে থাকিয়াও শুষ্ক থাকি। আমরা যতক্ষণ পরস্পরের সঙ্গে বৃথা গল্প করিয়া কাটাই, তার একটী ক্ষুদ্রাংশও যদি সমবেত উপাসনায় ও ধর্ম্মালাপে দিই, তবে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের দুর্দ্দশা ঘুচিয়া যায়। সমাজের আধ্যাত্মিক দুর্দ্দশা দেখিয়া যাঁহাদের প্রাণ কাঁদিতেছে তাঁহারা এই বিষয়ে মনোযোগ দিন্। যে কয়জনে মিলে, যে কয়জনে একটু ঘনিষ্টতা আছে, একত্রে মিলিত হইয়া প্রাণ ভরিয়া উপাসনা করুন্ ও আধ্যাত্মিক দুর্গতি দূর করিবার উপায় চিন্তা করুন্। সমবেত উপাসনায় এমন একটু কিছু আছে, একটু কিছু কেন, যথেষ্ট আছে যাহা নির্জ্জন উপাসনায় পাওয়া যায় না। আত্মায় আত্মায় সংঘর্ষণে এক প্রকার অগ্নি উঠে, সেই অগ্নি জীবনের পক্ষে নিতান্ত মঙ্গলপ্রদ। বিশেষতঃ ধর্ম্মসমাজের উন্নতির পক্ষে উহা একান্ত প্রয়োজনীয়।

---

লতা যাহাকে আশ্রয় করিয়া বর্দ্ধিত হয় সেই আশ্রয় তরু যদি আকারে বিস্তৃত হয়, যদি তাহার শাখা প্রশাখা সকল গগনমণ্ডলের উচ্চতম প্রদেশে গমনশীল হয়, তাহা হইলে সেই লতারও আকাশের উন্নত প্রদেশে আরোহণ করিবার শক্তি জন্মে। তাহার পক্ষে আকাশের উচ্চতম প্রদেশে গমন সম্ভব হইয়া থাকে। আর যদি আশ্রয় তরু অনুন্নত ও অল্পায়ত হয়, তাহা হইলে সেই লতা অতি তেজস্বিনী হইলেও, তাহার বর্দ্ধিত হইবার শক্তি থাকিলেও তাহার পক্ষে আকাশের ঊর্দ্ধগমন অসম্ভব। কারণ তাহার আশ্রয়কে অতিক্রম করিয়া বর্দ্ধিত হইবার শক্তি নাই। লতা সম্বন্ধে যেমন একথা খাটে যে তাহার আশ্রয় তরুর পরিমাণের উপর তাহার ঊর্দ্ধগমন নির্ভর করে সেইরূপ ধর্ম্মসাধনের পক্ষেও আশ্রয় ও লক্ষ্যের মহত্ত্বের প্রতিই ইহার উন্নতি নির্ভর করে। মানুষ যাহাদের আদর্শ এবং ক্ষুদ্র ও অল্প শক্তি সম্পন্ন মানুষই যাহার শিক্ষক, শত চেষ্টাকরিলেও এবং বর্দ্ধিত হইবার সকল প্রকার আয়োজন তাহাতে থাকিলেও সে কখনই সেই মানুষকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। তাহার দৃষ্টি সেই মানুষে আবদ্ধ থাকায় তদতিরিক্ত আর যে কিছু উপার্জ্জনযোগ্য আছে, আর যে মানবের কল্যাণের জন্য কিছু থাকিতে পারে তাহা তাহার জ্ঞানে উপস্থিত হয় না। সুতরাং সে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই ক্ষুদ্রেতেই আবদ্ধ থাকে। সেই সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ পল্লবই তাহার আবাসস্থল হয়। অসীম সমুদ্রের তত্ত্ব তাহার নিকট প্রকাশ পায় না। এজন্য যাহারা অনন্ত জ্ঞানময় পুরুষের শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে অভ্যস্ত হয় নাই, তাঁহাকে আদর্শ করিয়া চলিতে প্রস্তুত হয় নাই, তাহারা কখনই অনন্ত উন্নতির কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। মানবাত্মার অনন্ত উন্নতি রূপ অধিকারের বিষয় তাহারা অবগত নহে। এই নিমিত্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ও মহৎ শিক্ষা এই যে তুমি আপনার শিক্ষা এবং উন্নতির জন্য সেই মহান্ পরমেশ্বরকেই আশ্রয় করিবে। তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া জীবন ব্রত প্রতিপালন করিবে। তুমি নিজে অনন্তউন্নতিশীল, তোমার আদর্শও অনন্ত, শিক্ষকও অনন্ত। সুতরাং যদি প্রয়োজন হয় অল্প শক্তি সম্পন্ন মানুষের নিকটও শিক্ষা করিতে পার, কিন্তু সেই স্থলেই শিক্ষার বিরাম বা তাহাই একমাত্র শিক্ষার স্থল এরূপ মনে করিও না। তাহা হইলে অনন্ত সম্পদের অধিকারী তুমি হইতে পারিবে না। উন্নতির অর্থই তুমি বুঝিতে পারিবে না। যাহারা সহজে দুর্ব্বল ও অজ্ঞ তাহারা যদি তোমার একমাত্র শিক্ষক হয় তাহাদের অজ্ঞতা এবং দুর্ব্বলতা তোমাতে আসিবেই আসিবে; যাহা ক্ষুদ্র তাহাকে যদি আদর্শ করিতে যাও তোমাকে বাধ্য হইয়া ক্ষুদ্রই থাকিতে হইবে। মহত্ত্বের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে না। সুতরাং ব্রাহ্ম কখনও ক্ষুদ্র এবং সীমাবদ্ধকে আশ্রয় করিতে পারেন না। ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধকে আদর্শ করিতে পারে না এবং একমাত্র তাহার শিক্ষাকেই জীবনের উন্নতির কারণ মনে করিতে পারেন না। তিনি নিজে অনন্ত-উন্নতিশীল—ধর্ম্ম তাঁহার অনন্তউন্নতিশীল। অনন্ত উন্নতির মূল প্রস্রবন অনন্ত স্বরূপই তাঁহার আদর্শ, আশ্রয় ও শিক্ষক।

---

# সংবাদ

কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা—কর্ম্মচারী ব্যতীত নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা গঠিত হইয়াছেঃ—বাবু আনন্দমোহন বসু, বাবু মধুসূদন সেন, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, বাবু কালীশঙ্কর সুকুল, বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু সীতানাথ দত্ত, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু উমাপদ রায় ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক পরীক্ষা—নিম্ন লিখিত যুবকযুবতীগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম-শিক্ষা কমিটি কর্ত্তৃক গৃহীত বিগত ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তন্মধ্যে ১৭ জন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রী ; অপর তিন জন অতিরিক্ত পরিক্ষার্থী।

প্রথম শ্রেণী

| | নাম | স্কুল, কর্ম্মস্থান বা অভিভাবক |
|---|---|---|
| ১। | ফকিরচন্দ্র সাধু খাঁ | সিটিস্কুল |
| ২। | রজনীকান্ত বড়দলৈ | মেট্রপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশন |
| ৩। | রামগতি দাস | সিটিকলেজ |
| ৪। | কুঞ্জবিহারী সেন | ব্রাহ্মমিসন্ প্রেস্ |
| ৫। | বিজয়কৃষ্ণ বসু | সিটিকলেজ |
| ৬। | নগেন্দ্রবালা দত্ত | বাবু সীতানাথ দত্ত |
| ৭। | রেবতীনাথ মাইতি | সিটিকলেজ |
| ৮। | শারদানাথ খাঁ (অতিরিক্ত) | সিটিকলেজ |
| ৯। | প্রসন্নকুমার কুণ্ড | সিটিস্কুল |

দ্বিতীয় শ্রেণী

| | নাম | স্কুল, কর্ম্মস্থান বা অভিভাবক |
|---|---|---|
| ১। | সরোজিনী ঘোষ | পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী |
| ২। | ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় | ওরিএন্টেল সেমিনারী |
| ৩। | ভগবানচন্দ্র সেন | অ্যালবার্টস্কুল |
| ৪। | বসন্তকুমার সর্ব্বাধিকারী | সিটিস্কুল |
| ৫। | মঞ্জরী রায় | বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় |
| ৬। | শরচ্চন্দ্র সেন | ক্যামবেল মেঃ স্কুল |
| ৭। | সুশীলা চক্রবর্ত্তী | বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী |
| ৮। | উমেশচন্দ্র মাইতি (অতিরিক্ত) | সিটিস্কুল |
| ৯। | শ্রীপতিলাল বসু (অতিরিক্ত) | সিটিস্কুল |
| ১০। | জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ | জেনারেল এসেম্বি্লজ ইন্‌ষ্টিটিউশন্ |
| (ক) | রাইচরণ দাস (অতিরিক্ত) | শ্রীহট্ট গবর্ণমেণ্ট স্কুল |
| (খ) | সনৎকুমার দাস (অতিরিক্ত) | শ্রীহট্ট ন্যাসন্যাল ইনষ্টিটিউশন |

তৃতীয় শ্রেণী

কুসুমকুমারী চট্টোপাধ্যায় বাবু কালীশঙ্কর সুকুল।

[ (ক) ও (খ) চিহ্নিত ছাত্রগণ গতবৎসরের পরীক্ষার্থী ; ইঁহাদের কাগজ বিলম্বে আসাতে এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধকে গত বৎসর ইঁহাদের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইতে পারে নাই। ]

বিবাহ—ইতিমধ্যে এখানে কয়েকটী ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে। (১) ভক্তিভাজন রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্র বাবু শরৎকুমার লাহিড়ীর সহিত শ্রীমতী মৃণালিনী দেবীর বিবাহ হইয়াছে ; বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। (২) বাবু রাখালকৃষ্ণ ঘোষ এম্ এর সহিত আমাদের বন্ধু বাবু আশুতোষ বসুর দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী প্রমীলা বসুর বিবাহ হইয়াছে ; আশুবাবু স্বয়ংই উপাসনার কার্য্য করেন। (৩) প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক বাবু জগদীশচন্দ্র বসু বি, এ, বি, এস্‌সি'র সহিত বাবু দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী অবলা দাসের বিবাহ হইয়াছে। (৪) উড়িষ্যা ঢেঙ্কেনেল স্কুলের শিক্ষক বাবু অক্ষয়কুমার রায়ের সহিত সাহাপুর নিবাসী ব্রাহ্মবন্ধু বাবু বৈকুণ্ঠনাথ রায়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনী রায়ের বিবাহ হইয়াছে ; পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

নামকরণ—(১) গত ২০এ মাঘ মঙ্গলবার ডাক্তার মোহিনীমোহন বসুর তৃতীয় পুত্রের নামকরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে ; পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং বালকের নাম দেবেন্দ্রমোহন রাখেন। (২) ২৬এ মাঘ সোমবার বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্রের নামকরণ হইয়াছে ; পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনার কার্য্য করেন এবং বালকের নাম সত্যপ্রকাশ রাখা হয়।

দীক্ষা—বিগত ২৩এ মাঘ শুক্রবার স্বর্গবর্ত্তী গুরুপ্রসাদ চাটুর্য্যার গলি নিবাসী বাবু হেমচন্দ্র দাস তাঁহার নিজ বাটীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম-দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। তদুপলক্ষে অনেক ব্রাহ্মবন্ধু এবং কতিপয় ব্রাহ্মপরিবার নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার বাটীতে গমন করেন। উপাসনান্তে প্রীতি ভোজন হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

তত্ত্ববিদ্যাসভা—বিগত ২৩এ মাঘ শুক্রবার রাত্রিতে "তত্ত্ববিদ্যা" সভার দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন হয়। ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় ফ্লিণ্ট সাহেব কৃত "থীজম্" ("ঈশ্বরতত্ত্ব") নামক গ্রন্থের প্রধান প্রধান মত ও যুক্তিগুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেন ও মধ্যে মধ্যে সমালোচনা করেন। তৎপরে এই বিষয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা হয়। পরবর্ত্তী আরো কতিপয় বক্তৃতাতে ফ্লিণ্টের পুস্তক অবলম্বন করিয়া বিশেষ আলোচনা হইবে। বর্ত্তমান বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত বক্তৃতা সমূহের আয়োজন করা হইয়াছেঃ—

| বিষয় | বক্তা |
|---|---|
| ফ্লিণ্টের কারণবাদ | বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় |
| " কৌশলের যুক্তি | " হীরালাল হালদার বি, এ |
| " নীতি বিষয়কযুক্তি | " শিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্ এ |
| " ঈশ্বর-স্বরূপ সম্বন্ধীয় মত | " সীতানাথ দত্ত |
| অসভ্য জাতির ধর্ম্ম | " বিপিনচন্দ্র পাল |
| বৌদ্ধধর্ম্ম | " কৃষ্ণকুমার মিত্র, বি, এ |
| উপনিষদের ঈশ্বরতত্ত্ব | পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী |
| যোগ | বাবু সীতানাথ নন্দী, বি, এ |

ধ্যান বাবু সীতানাথ দত্ত

প্রার্থনা " শশীভূষণ বসু এম্‌ এ

ঈশ্বরানুপ্রাণন (Inspiration) " উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ

সভার অপর কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্মচারীগণ এবং বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, বাবু শশীভূষণ বসু এম্‌, এ, এবং বাবু পরেশনাথ সেন বি,এ, মহাশয়গণকে লইয়া একটী কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

ব্রাহ্মবন্ধুসভা—বিগত ২৯ এ মাঘ বৃহস্পতিবার রাত্রিতে ১৩ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট ভবনে ব্রাহ্মবন্ধু সভার বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম অধিবেশন হয়। অনেকগুলি ব্রাহ্মমহিলার উপস্থিতিতে আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। সম্পাদক বাবু রজনীনাথ রায় "শিষ্টাচার" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শিষ্টাচার যে কেবল বাহ্যিক ব্যাপার নহে, ইহা যে প্রকৃতপক্ষে আন্তরিক বিনয় ও নিস্বার্থতার ফল, ইহা তিনি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন। অনেকে আলোচনায় যোগ দেন। একজন বক্তা বলেন শিষ্টাচারের মূলে আরো দুটী ভাব নিহিত—(১) মানুষকে সুখী করিবার ইচ্ছা, (২) মানুষের উপর মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধা। "ব্রাহ্মবন্ধুসভা" ও "তত্ত্ববিদ্যাসভার" অধিবেশনের জন্য উক্ত বাটীর একটী বৃহদাকার গৃহ ম্যাটিং ও চেয়ার প্রভৃতি দ্বারা অতি সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া বিশেষ আকর্ষণের বিষয় করা হইয়াছে। আমরা আশা করি এই গৃহ ব্রাহ্মসম্মিলনের একটী কেন্দ্রস্থল হইবে এবং ইহা হইতে অনেক সুফল উৎপন্ন হইবে।

শ্রাদ্ধ—গত ১লা মাঘ বৃহস্পতিবার ডুমরাওন মহারাজার স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার বসুর পরলোকগত পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে ব্রজেন্দ্রবাবু বিল্ডিং ফণ্ডে ১২৲ টাকা, মিশনফণ্ডে ৬৲ টাকা ও একখানা বস্ত্র দান করিয়াছেন। গত ১৮ই মাঘ রবিবার কলিকাতায় বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোকগত পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন।

মৃত্যু—আমরা অতিশয় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বাগআঁচড়া নিবাসী ব্রাহ্মবন্ধু বাবু মতিলাল মল্লিক গত ২৯এ মাঘ পরলোক গমন করিয়াছেন। পরলোকগত বন্ধু মাঘোৎসব উপলক্ষে এখানে আসিয়া ১৯এ মাঘ রাস্তা পার হইবার সময়ে একটা গাড়ীর নীচে পড়িয়া যান। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়, কিন্তু দারুণ আঘাত লাগাতে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইল না। তিনি অনেকগুলি অল্পবয়স্ক বালক বালিকা সম্বলিত পরিবার রাখিয়া গিয়াছেন; ইহাঁদের সাংসারিক অবস্থা নিতান্ত মন্দ। ঈশ্বর পরলোকগত আত্মার কল্যাণ করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারকে সান্ত্বনা ও আশ্রয় দিন্।

বিবাহ—গত ১২ই মাঘ কলিকাতায় মুঙ্গেরস্থ ব্রাহ্মবন্ধু বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের সহিত শ্রীমতী শিবমোহিনী মিত্রের বিবাহ হইয়াছে। ভুল ক্রমে যথাস্থানে উল্লিখিত হয় নাই। পাত্র বিপত্নিক, পাত্রী বিধবা।



## মূল্য প্রাপ্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ১৮৮৬ জুন পর্য্যন্ত)

| নাম | স্থান | টাকা |
|---|---|---|
| বাবু কালীচরণ সেন, | মহিষবাথান | ৩৲ |
| ,, রজনীনাথ মল্লিক, | শান্তিপুর | ৮৲ |
| ,, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, | কোন্নগর | ১॥০ |
| ,, আশুতোষ মিত্র, | কলিকাতা | ১।০ |
| ,, রামনাথ সামন্ত, | কাশীপুর | ৩৲ |
| ,, প্রসন্নকুমার পাল, | কলিকাতা | ১৲ |
| ,, কেদারনাথ রায়, মুন্সেফ, | ঐ | ২৲ |
| ,, রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়, | বহরমপুর | ৩৲ |
| ,, সূর্য্যকুমার ঘোষ, | পূর্ণিয়া | ২৲ |
| ,, গৌরীকান্ত রায়, | সিমলাহীল | ৩॥০ |
| ,, ক্ষেত্রমোহন ধর, | কলিকাতা | ১৲ |
| ,, গোবিন্দচন্দ্র বসু, | ঐ | ১॥০ |
| ,, ক্ষেত্রমোহন দত্ত, | ঐ | ১॥০ |
| ,, উমেশচন্দ্র মিত্র, | ত্রিকোলিয়া | ৩।৶০ |
| সম্পাদক মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ | | ৩৲ |
| বাবু রজনীকান্ত বর্দ্ধন, | শ্রীহট্ট | ৩৲ |
| ,, বাণীকান্ত রায়চৌধুরী, | নাগপুর | ৩।০ |
| ,, ত্রৈলোক্যনাথ নাগ, | হাবাসপুর | ।০ |
| ,, হরিদাস ভট্টাচার্য্য, | চক্রবেড় | ।৶০ |
| ,, দ্বারকানাথ দত্ত, | বরিশাল | ৩৲ |
| ,, রাশবিহারী সেন, | ঐ | ১৲ |
| ,, ভগবতীচরণ দে, | খগোল | ৩৲ |
| শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী, | দিঘড়া | ৩৲ |
| বাবু রসময় সুর, | সিরাজগঞ্জ | ৩৲ |
| ,, উপেন্দ্রনাথ দে, | সৈয়দপুর | ॥০ |
| শ্রীমতী শান্তমণি দাসী, | হাবড়া | ৩৲ |
| বাবু রামনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, | জামালপুর | ৪।০ |
| ,, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী, | কলিকাতা | ॥০ |
| ,, জহরীলাল পাইন | ঐ | ॥০ |

ক্রমশঃ

১৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট হইতে ১০ই ফাল্গুন প্রকাশিত।

# তত্ত্ব-কৌমুদী

( পাক্ষিক পত্রিকা। )

৯ম ভাগ।
২২শ সংখ্যা।

১৬ই ফাল্গুন, রবিবার, ১৮০৮ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৮।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

## পূজার আয়োজন।

লীলাময় প্রভো, এই ক্ষুদ্র জীবনে তোমার বিচিত্র প্রেম-লীলা দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়া যাই। আমার হৃদয় এমন সঙ্কীর্ণ, নীরস, যে আমি তোমার উচ্ছ্বসিত প্রেম দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারি না, ধারণা করিতে পারি না। তুমি কেন আমাকে এত ভালবাস আমি বুঝিতে পারি না। বিশাল বিশ্বের অধিপতি হইয়া তুমি এই ক্ষুদ্র জীবনে লীলা করিতে আস কেন? অনন্ত বৈকুণ্ঠপতি হইয়া তুমি এই ক্ষুদ্র দেহকে ঘৃণা কর না, ইহাকেই তোমার মন্দির কর, দেখিয়া বিস্ময়ে ডুবিয়া যাই। তোমার লীলা কে বুঝিবে! দেখিতে দাও চক্ষু ভরিয়া, প্রাণ ভরিয়া; দেখিতে দেখিতে প্রেমে ডুবিয়া যাই।

---

উপাসনাকালীন তুমি আমাকে কোথায় লইয়া যাও, সেখান হইতে সংসারের সমুদায় বস্তু নূতন ভাবে দেখি;—নূতন আলোকে আলোকিত দেখি, নূতন বর্ণে রঞ্জিত দেখি, নূতন শোভায় শোভিত দেখি। সংসারে নামিয়া আসিলে আর সে দৃশ্য দেখিতে পাই না, সে আলোক নিবিয়া যায়, সে বর্ণ, সে শোভা, চলিয়া যায়। আমি জানি তুমি যাহা দেখাও তাই ঠিক্; তুমি যে চক্ষুর অঞ্জন, সে চক্ষুই ঠিক্ দেখে। প্রভো, তুমি আমার চক্ষুর ধূলি মুছিয়া দাও, চক্ষুর আবরণ খুলিয়া দাও, আমি এই জগৎ মধ্যে তোমার নিত্য অনন্ত প্রেম ধাম দেখিয়া কৃতার্থ হই। অন্তরে, বাহিরে, চারিদিকে তোমার প্রেম ধাম, তোমার লীলা-ভূমি। আমার জড়চক্ষুকে উৎপাটিত করিয়া ফেল যাহা কেবল জড়ই দেখে, আর জড়ই দেখিতে চায়। আমার অন্তর-চক্ষুকে উন্মীলিত করিয়া তোমার অধ্যাত্ম জগৎ দেখাও; আমি অন্তরে বাহিরে তোমার প্রেম-ধাম দেখিয়া নির্ভয় হই, নিশ্চিন্ত হই।

---

প্রভো, তুমি এক কথা বল, আমার প্রতিবাসীরা, পার্শ্ব-বর্ত্তীরা আর এক কথা বলে। আমি তাদের কথা শুনিয়া তোমার কথা ভুলিয়া যাই। আমি অসৎ সহবাসে পড়িয়া মারা গেলাম। তুমি কত সৎসঙ্গী দেখাইয়া দাও, আমি তাঁদের সহবাসে না থাকিয়া জীবন ক্ষয় করিতেছি। লোকে কুসংসর্গ করিলে আমি কত রাগান্বিত হই, কিন্তু আমি নিজে কুসংসর্গ ছাড়িতে পারিলাম না। আমি তোমার সহবাস ছাড়া হইয়া যাহা শুনি, যাহা দেখি, তাহাতে আমার সমুদায় সৎ-চিন্তা, সদ্ভাব, সদাকাঙ্ক্ষা উড়িয়া যায়; আমার মন আবার অসার চিন্তা, অসদ্ভাব, নীচ আকাঙ্ক্ষায় আকীর্ণ হইয়া যায়। প্রভো আমাকে প্রকৃত সৎসঙ্গী চিনিতে দাও, মনের মানুষ চিনিতে দাও, তোমার চিন্ময় সাধু নিবাসে সর্ব্বদা থাকিতে দাও, সর্ব্বদা তোমার কথা শুনিয়া তোমার প্রসঙ্গ করিয়া কৃতার্থ হই।

---

এই আসিলাম নাথ তোমার চরণতলে,
সংসার বাসনা যত ডুবায়ে বিস্মৃতি জলে,
এই লও হিয়া মন, এই লও এ জীবন,
আমার সর্ব্বস্ব নাথ হোক তব অধিকার,
কিছু না রাখিনু আর আপনার বলিবার।

হৃদয়-কমল'পরে পাতি তব প্রেমাসন
প্রাণের ঈশ্বর হয়ে থাক নাথ অনুক্ষণ,
সহে না পরাণে আর সংসারের অত্যাচার,
হৃদয়ের প্রভু হয়ে বোস নাথ চিরতরে,
চির-সন্তাপিত প্রাণ ডুবুক আনন্দ নীরে।

এই লও করযুগ করিতেছি সমর্পণ,
তব পাদপদ্ম সেবা করিবেক অনুক্ষণ,
এই লও চিন্তা মন, তব চিন্তা অনুক্ষণ
থাকিবেক এ হৃদয়ে, আর কিছু ভাবিবে না,
এ জীবন তোমা বিনা আর কারো হইবে না।

কি সুখ সংসারে, হায়, কেবল অশান্তি-রাশি,
কেন এ পাগল মন ধায়, সেথা দিবা নিশি?
বহিতেছে অবিরত যেই আনন্দের স্রোত
তব পাদপদ্ম হতে তরাইতে ত্রিভুবন,
সেই স্রোতে দিননাথ ডুবাইব প্রাণ মন।

---

ঈশ্বর সমুদায় শক্তির নিত্য আধার, সমুদায় শক্তিই সাক্ষাৎভাবে তাঁহার হস্তে, সমুদায় শক্তিই আধ্যাত্মিক শক্তি, ঈশ্বর শক্তিরূপে 'সর্ব্বত্র বিদ্যমান,—এই সত্যটি যাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, দেখা গিয়াছে, ইটি বুঝার পর হইতে তাঁহার অন্তর্জীবনে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। প্রায় সকলেরই মুখে এই কথা শুনা গিয়াছে—ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী ইহা এতদিন কেবল মুখেই বলিতাম, এখন উজ্জ্বলরূপে অনুভব করিতেছি। দেখা গিয়াছে ঈশ্বর প্রাণস্বরূপ,—আমাদের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক জ্ঞান-বিন্দু সেই অনন্ত জ্ঞানের প্রকাশ—এই সত্যটী বুঝিবার পর হইতে কারো কারো জীবন বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, যেন এক বৃহৎ তরঙ্গাঘাতে উচ্চতর সাধন-রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝার সঙ্গে, জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত করার সঙ্গে, আধ্যাত্মিক উন্নতির নিগূঢ় সম্বন্ধ। জ্ঞানীর ঈশ্বর আর অজ্ঞানীর ঈশ্বর অতিশয় ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। জ্ঞান লাভ করিলেই যে আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে তাহা বলিতেছি না, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রয়াসী যিনি তাঁর পক্ষে দিব্য জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়। দিব্য জ্ঞানেই ঈশ্বরের প্রথম প্রকাশ; এই প্রথম প্রকাশ না দেখিলে তাঁহার প্রেমরূপী ও পুণ্যরূপী প্রকাশ দেখা অসম্ভব। তবে কল্পনার কাছে এক রকম প্রকাশ যখন তখনই, যেখানে সেখানেই হয়; সে প্রকাশ বস্তু নহে, বস্তুর ছায়া—মরীচিকা।

---

## আত্মতত্ত্ব।

আত্মজ্ঞান লাভ না করিলে ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব; আত্মতত্ত্বের উপর ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বর আত্মারূপী, পরমাত্মা; আত্মা কি, ইহা যে না জানিল, আত্মার প্রকৃতি যে না বুঝিল, সে ঈশ্বর সম্বন্ধে কি বুঝিবে, কি জানিবে। আমরা যাহা কিছু জানি তাহা আত্মাতে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর যে পরিমাণে আমাদের জ্ঞেয়, সেই পরিমাণে আত্মাতেই তাঁহার প্রকাশ। তিনি আত্মাতে যে পরিমাণে প্রকাশিত হন, সেই পরিমাণেই আমরা তাঁহাকে জানি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সম্যকরূপে আত্মাকে, নিজেকে, জানিলেই তাঁহাকে ও জানা যায়। আত্মতত্ত্ব আলোচনা একান্ত প্রয়োজনীয়।

অন্য যাহা কিছু অস্বীকার কর,—যাহা কিছুর অস্তিত্বে সন্দেহ কর, নিজের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার যো নাই, নিজের অস্তিত্বে সন্দেহ করা অসম্ভব। সমুদায় জগৎকে যদি আধার ও আদিকারণ-শূন্য অস্থায়ী অনুভব পরম্পরা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়, অন্য সমুদায় মানবাত্মার অস্তিত্ব যদি অস্বীকার করা যায়, সমুদায় ইন্দ্রিয় দ্বার যদি বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, সমুদায় জ্ঞানালোক যদি নির্ব্বাণ করিয়া দেওয়া যায়—তাহা হইলেও আত্মজ্ঞানরূপ দীপকে নির্ব্বাণ করা যায় না। "আমি আছি কি না" এরূপ সন্দেহ অসম্ভব। সন্দেহ করে কে? সন্দেহের অস্তিত্বই "আমি"র অস্তিত্বের উজ্জ্বল প্রমাণ। সন্দেহের অস্তিত্ব আর সন্দেহকারীর অস্তিত্ব একই কথা। এই বিষয়টী অতি সহজ, এ সম্বন্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। 'আমি আছি' ইহা নিশ্চিত সত্য, এবং এই নিশ্চিত সত্যের প্রমাণ আমার আত্মজ্ঞান। আমি নিজেকে জানিতেছি এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর দাঁড়াইয়াই নিশ্চিতরূপে বলিতেছি 'আমি আছি'। আমি ভূতকালে ছিলাম কি না, না জানিতে পারি, ভবিষ্যতে থাকিব কি না, না জানিতে পারি, কিন্তু এখন আছি ইহা নিশ্চিত সত্য।

আচ্ছা, এই যে আত্মাকে জানিতেছি, কিরূপে জানিতেছি? জ্ঞাতারূপে, জ্ঞানীরূপে। আমি জানিতেছি, আমাকে জানিতেছি বলিয়াই বলিতেছি আমি আছি, জ্ঞানই আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ; তেমনি "আমি জানিতেছি," ইহাই আবার আত্মার লক্ষণ। আত্মা বলিতেই আমি একটী জ্ঞানশালী, আত্মজ্ঞানশালী বস্তু বুঝিতেছি, আত্মা অর্থই জ্ঞানশালী বস্তু, জ্ঞান-বস্তু; জ্ঞান দ্বারাই আত্মার প্রকাশ, জ্ঞানই আত্মার লক্ষণ। জ্ঞানশালী বস্তুকেই আমরা 'আত্মারূপে' জানি এবং আত্মা নাম দিই। সুতরাং জ্ঞান আত্মার অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ; অজ্ঞান আত্মা, সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানশূন্য আত্মা বলিয়া কোন বস্তু থাকিতে পারে না। জ্ঞানশূন্য আত্মা আর ভুজশূন্য ত্রিভুজ একই কথা। অজ্ঞান আত্মা আত্মাই নহে, কেননা উহা জড়ের সহিত, অচেতনের সহিত, অবিভিন্ন। অজ্ঞান আত্মা এবং জড় একই কথা। সুতরাং অজ্ঞান আত্মা বলিয়া কোন বস্তু থাকিতে পারে না। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে এমন তো হইতে পারে যে আত্মা কখন কখন অজ্ঞান থাকে, কখন কখন জ্ঞানবান্ হয়; যে বস্তু কখন কখন জ্ঞানবান্ হয় তাহাকেই আত্মা বলি, আর যাহা কখনও চেতন লাভ করে না, তাহাই জড়। ইহার উত্তরে জিজ্ঞাস্য এই, জ্ঞানশূন্য আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? কেবল আত্মজ্ঞান দ্বারাই, কেবল জ্ঞান দ্বারাই, আত্মা প্রকাশিত হয়; আত্মা যখন জ্ঞানশূন্য হয় তখন যে ইহার অস্তিত্ব থাকে তাহার প্রমাণ কি? কোন প্রমাণই নাই। জ্ঞান ছাড়া, আত্মার কি আছে যাহা লইয়া থাকিবে? ভাব, শক্তি প্রভৃতি অন্যান্য গুণ সমুদায়ই জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞান না থাকিলে আর কিছুই থাকেনা। আত্মা সময়ে সময়ে জ্ঞানশূন্য হইয়া থাকে, পরে আবার জ্ঞান লাভ করে, ইহা বলা যাহা, আত্মা সময়ে সময়ে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, পরে পূর্ব্বস্মৃতি সমুদায় লইয়া পুনরায় সৃষ্ট হয়, এই কথা বলাও তাহাই। জ্ঞান হারাইয়া পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যতদূর সম্ভব, প্রাণ হারাইয়া পুনঃপ্রাপ্ত হওয়াও ততদূরই সম্ভব বা অসম্ভব। সুতরাং জ্ঞানশূন্য হইয়া আত্মা থাকিতে পারে একথা নিতান্তই অমূলক। জ্ঞানই আত্মার প্রাণ, জ্ঞানই আত্মার লক্ষণ, আত্মাবলিলেই জ্ঞানবস্তু বুঝায়। জ্ঞানশূন্য আত্মা থাকিতে পারে এই কথা বলিলে ইহাই বলা বলা হয় যে অজ্ঞান জ্ঞানবস্তু বলিয়া কিছু থাকিতে পারে। এই কথা স্পষ্টতঃই স্ববিরোধী। সুতরাং আত্মার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞান হওয়া অসম্ভব। আত্মার স্থায়ী অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হইলে ইহাও বিশ্বাস করিতে হইবে যে আত্মা কখনই সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞান হয় না। জাগ্রত ও

স্বপ্নাবস্থায় যেমন আত্মার জ্ঞান থাকে, সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছার অবস্থায়ও তেমনি জ্ঞান থাকে। অবস্থা বিশেষে জ্ঞানের অল্পাধিক্য হইতে পারে, কিন্তু আত্মা কখনই সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞান হয় না। যদি বল আত্মা সময়ে সময়ে অজ্ঞান হয়, তবে ইহাও বলিতে হইবে, যে সেই সেই সময়ে আত্মার বিনাশ হয়। এরূপ বিনাশ যে অসম্ভব, আমরা তাহা পরে স্পষ্টরূপে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

তৃতীয় কথা এই, আত্মা কোন বিশেষ দেশে (Space) আবদ্ধ নহে, কোন বিশেষ দেশ-খণ্ডের অন্তর্গত নহে, বরং দেশ এবং দেশের অন্তর্বর্ত্তী সমুদায় বিষয় আত্মার অন্তর্গত। "আত্মা" অর্থ যে জানে—জ্ঞাতা, ইহাতে দেশের ভাব কিছু নাই, জ্ঞাতা বলিলে দেশে বদ্ধ ইহা বুঝায় না। পক্ষান্তরে দেশ একটী জ্ঞানের বিষয়, জ্ঞাত বিষয়, আত্মা ইহার জ্ঞাতা, ইহা আত্মার জ্ঞানের অন্তর্গত, সুতরাং আত্মার অন্তর্গত। আত্মা জ্ঞানবস্তু; আত্মার সম্বন্ধে ভিতর বাহির বলিলে জ্ঞানের ভিতর বাহির বুঝায়। যাহা কিছু জ্ঞাত, জ্ঞানের বিষয়, তাহাই আত্মার ভিতর; যাহা কিছু অজ্ঞাত, জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে, তাহাই আত্মার বাহির। এই বাহির ভিতর দেশগত বাহির ভিতর নহে, জ্ঞানগত বাহির ভিতর। দেশগত বাহির ভিতর কেবল ভিন্ন ভিন্ন জড়বস্তু সম্বন্ধেই খাটে। কালি দোয়াতের ভিতর, কলম দোয়াতের বাহির,—এই বাহির ভিতরের সম্বন্ধ দেশগত; কালির অধিকৃত দেশখণ্ড দোয়াতের অধিকৃত দেশখণ্ডের অন্তর্গত; তাই বলি কালি দোয়াতের ভিতর। দোয়াতের অধিকৃত দেশখণ্ড কলমের অধিকৃত দেশখণ্ডের অন্তর্গত নহে, বাহিরে, তাই বলি কলম দোয়াতের বাহির। কিন্তু দোয়াত, কালি কলম সমুদায়ের অধিকৃত দেশই আত্মার জ্ঞানের অন্তর্গত, জ্ঞানের বিষয়ীভূত, সুতরাং দোয়াত, কালি, কলম সমুদায়ই আত্মার ভিতর, আত্মার সম্বন্ধে এই সমুদায় কিছুই বাহির নহে; বাহির কেবল শরীরের সম্বন্ধে। শরীর যে দেশখণ্ড অধিকার করিয়া আছে সেই দেশখণ্ড হইতে দোয়াত কলম টেবিল প্রভৃতির অধিকৃত দেশখণ্ড পৃথক্, সুতরাং দোয়াত কলম টেবিল প্রভৃতি শরীরের বাহির। কিন্তু শরীর এবং দোয়াত কলম টেবিল প্রভৃতি সমুদায়ই আত্মার বিষয়ীভূত, সুতরাং আত্মার ভিতর। যে শরীরকে চলিত কথায় আত্মার গৃহ বলা হয়, প্রকৃত পক্ষে, উচ্চতর জ্ঞানের চক্ষে, তাহা আত্মার গৃহ নহে, আত্মাই বরং উহার গৃহ, উহা আত্মার অন্তর্গত। তবে অন্যান্য জড়পদার্থ অপেক্ষা ইহার সহিত আত্মার ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সম্বন্ধ গৃহ গৃহীর সম্বন্ধ নহে, যন্ত্র যন্ত্রীর সম্বন্ধ; শরীর যন্ত্র আত্মা যন্ত্রী। আত্মা কার্য্যকালিন্ শরীরকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে। সকল কার্য্যে নহে, কোন কোন কার্য্যে আত্মা শারীরিক সাহায্যের অপেক্ষা রাখে। এই সম্বন্ধ পরে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইবে। কিন্তু শরীর যন্ত্র, আত্মা যন্ত্রী, ইহাতে এই প্রকাশ পাইতেছে না যে আত্মা দেশ সম্বন্ধে শরীর আবদ্ধ। আত্মা শরীরে আছে ইহা যতদূর সত্য বা অসত্য, আত্মা সম্মুখস্থিত টেবিলে আছে, প্রাচীরে আছে, প্রাঙ্গনে আছে ইহাও ততদূর সত্য বা অসত্য। বাস্তবিক কথা এই, আত্মা শরীর প্রাচীর বা প্রাঙ্গন কিছুতেই আবদ্ধ নহে, জ্ঞানরূপে সমুদায় জ্ঞাত বস্তুতে সমভাবে বিদ্যমান। কিন্তু শরীর প্রাচীর প্রাঙ্গন সমুদায়ই আত্মার বিষয়ীভূত, সুতরাং আত্মার অন্তর্গত, আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত, ইহাই প্রকৃততর বর্ণনা। কথাটা পাঠকের নিকট অপ্রচলিত বলিয়া বোধ হইলেও পাঠক ইহাকে অগ্রাহ্য না করিয়া ইহার সত্যাসত্যতা চিন্তা করিবেন। এই সকল অপ্রচলিত সত্য যাঁহারা বুঝিতে পারেন না, অথবা বুঝিয়াও অগ্রাহ্য করেন, উজ্জ্বল ব্রহ্মজ্ঞানালোক তাঁহাদের পক্ষে অলভ্য।

## নির্ব্বাক্ ও সবাক্ ঈশ্বর। *

তিনি কি নির্ব্বাক্? হউন নির্ব্বাক্; তবু আমি তাঁহাকে ভালবাসিব—এত নিকট তিনি, এত মধুর তিনি! নিতান্ত বাক্যপ্রিয় প্রেমিক অপেক্ষা ঐ নির্ব্বাক্ দৃষ্টিতে অনন্তগুণে অধিক প্রেম। এত নিকট!—গাঢ়তম আলিঙ্গনে আবদ্ধ বন্ধুও এত নিকট নহে। তিনি আমার হৃদয় দেখিতেছেন, বন্ধু তাহা করিতে পারে না; আমার গূঢ়তম চিন্তা ও ভাব দেখিতেছেন; আমাপেক্ষাও তিনি আমাকে অধিক জানেন,—তিনি আমা অপেক্ষাও আমার নিকটতর। এত নিকট!—আমি তাঁহার নৈকট্যের গাঢ়তা যথেষ্ট অনুভব করিতে পারিতেছি না! বন্ধুকে ডাকিতে হয়; তাঁহাকে ডাকি আর নাই ডাকি, তিনি সর্ব্বদা কাছে রহিয়াছেন; তাঁহাকে স্মরণ করিলেই তাঁহার সহিত যোগ অনুভব করি। এত নিকট তিনি! "প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যে নিকট সে প্রিয়" ("ট্রুকেইথ্")। আর এত মধুর—সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্টভাষী মানুষ হইতেও মধুরতর। ঐ অনিমেষ নয়নের বিষয় ভাবিয়া ভাবিয়া আমি কখন কখন বিস্মিত হই; ভাবি এই পাপী মানবের মুখে এমন কি আছে যাহাতে তিনি এমন প্রেম-দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকেন? বাহিরের ঘটনা এমন অনেক আছে যাহা দেখিলে বরং সময়ে সময়ে সন্দেহ হয় তিনি বিশেষ ভাবে প্রত্যেক মানবের খবর লন কি না। কিন্তু যখন ঐ অনিমেষ চক্ষুর সহিত আমার চক্ষু মিলিত হয়, আমি কদাচ বিশ্বাস করিতে পারি না যে ঐ চক্ষুতে প্রেম নাই। এক দৃষ্টিতে ঐ নয়ন পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে কি গম্ভীর কি মধুর ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়? যদি ভাল না বাসিবেন, তবে এরূপ এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন কেন? ঐ অনিমেষ চক্ষুর দিকে তাকাই, অথচ ভালবাসা অনুভব করি না এরূপ কখন হয় না, আর হওয়াও অসম্ভব। মানিলাম যেন তিনি নির্ব্বাক্ ভাবেই তাকান, নির্ব্বাক্ হইয়া ভাল বাসেন, একটিও কথা কন না; কিন্তু ঐ নির্ব্বাক্ চাহনির মধুরতা আর কোথাও পাই না। তবে হউন নির্ব্বাক্—আমি তবু তাঁকে ভাল বাসিব—প্রাণভরিয়া ভাল বাসিব,—এমন ভাল বাসিব যেমন আর কাহাকেও বাসি না।

কিন্তু তিনি তো নির্ব্বাক্ নন। তিনি কথা কন, কথা কহার অর্থ যদি অন্যকে নিজের ইচ্ছা জানান হয়, তবে তিনি

* বাবু সীতানাথ দত্ত প্রণীত "Whispers from the Inner Life" নামক পুস্তক হইতে অনুবাদিত।

কথা কন। ক্রমাগতই কথা কন,—যতদূর স্পষ্টরূপে হইতে পারে, কথা কন। আমাদের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি বৃত্তিকে যে তিনি অনুপ্রাণিত করেন,—সময়ে সময়ে নহে, ক্রমাগত আমাদিগকে দেখান, শুনান, অনুভব করান, বুঝান—সেই অনুপ্রাণনের কথা বলিতেছি না। ইহা অপেক্ষাও স্পষ্টরূপে কথা কন,—তিনি আদেশ করেন, তিনি চান, এমন কি, বলিতে গেলে—ভিক্ষা করেন। যখন নিজের প্রকৃত কাজ ভুলিয়া সংসারের কোলাহল-পূর্ণ পথে ঘুরিয়া বেড়াই, নির্ব্বোধের মত কেবল মানুষের দিকেই চাহিয়া থাকি, কেবল সংসার-বাজারে আনীত অপদার্থ খেলার বস্তু গুলির দিকেই চাহিয়া থাকি, তখন—দেখ নাই কি—হঠাৎ সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলেন—"কি করিতেছ!" শুনিয়া চমকিয়া উঠি, আর ভাবিয়া লজ্জিত হই যে তিনি সমস্তক্ষণই কাছে ছিলেন; হয়ত সমস্তক্ষণ কথাও কহিতেছিলেন, আমিই গোলমালের জন্য শুনিতে পাই নাই। আর,—যখন সন্ধ্যা হয় যখন সমস্তদিনের জীবন—কাল দাগযুক্ত জীবন—স্মৃতি-চক্ষুর সম্মুখে প্রসারিত হয়,—যখন মনে হয় কত শক্তির অপব্যয় করিয়াছি, কত সময় নষ্ট করিয়াছি, কত উদ্দেশ্য নিষ্ফল করিয়াছি, কত নির্দয় ভ্রাতৃভাব-বিরুদ্ধ কাজ করিয়াছি, কত বিশৃঙ্খল অপবিত্র চিন্তা করিয়াছি, হয়ত তদপেক্ষাও ঘোরতর পাপে কলঙ্কিত হইয়াছি,—তখন স্পষ্টরূপে তাঁহার ঘৃণাসূচক "ছি, ছি, ছি" শব্দ শুনিতে পাই। না হলে এত অশ্রুজল প্রবাহিত হইত না, না হলে হৃদয় এমন দারুণাঘাতে আহত হইত না। আর,—যখন জীবনের সমতল ও ছায়াবৃত পথে অনিবিষ্টচিত্তে ভ্রমণ করি, নিরুৎসাহিত হৃদয়ে কাজ করি, কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, কাজ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়ি, বুঝিতে পারি কোথাও একটা বিশেষ অভাব আছে, বুঝিতে পারি জীবনের প্রকৃত কার্য্য এখনও হাতে আসে নাই,—জীবন যখন এই ভাবে চলিতে থাকে, তখন,—এরূপ দেখ নাই কি—হঠাৎ এক দিন হৃদয় বিদ্যুৎ আলোকে আলোকিত হইল, একখানা দেবহস্ত কোন একদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল আর এক দৈববাণী বলিল—"ঐ তোমার কাজ"। যে দৈববাণী এইরূপে আমাদের কাজ দেখাইয়া দেয়,—দেখ নাই কি—ইহাই আবার কাজ অবহেলা করিলে আমাদিগকে তিরস্কার করে, শত্রু বা বন্ধু কোন ব্যক্তি আমাদিগকে এই পথ-বিচ্যুত করিতে চেষ্টা করিলে সুপথে রক্ষা করে, পার্শ্ববর্ত্তী বক্র শাখা-পথ সমূহে পাদক্ষেপ করিলে ডাকিয়া ফিরায়, ভ্রমণের প্রণালী বলিয়া দেয়, হৃদয়কে উৎসাহিত করে, প্রাণে বল সঞ্চার করে,—সঙ্গে থাকিয়া পথপ্রদর্শন করে। আর,—যখন পার্থিব পদার্থের দিকে চক্ষু বড় অধিক আকৃষ্ট হয়, যখন পার্থিব বস্তু কেবল আনন্দকর নহে, মুগ্ধকর হইয়া উঠে, যখন নীরবে, প্রায় অজ্ঞাতসারে, সংসার হৃদয়ের স্বর্গীয় প্রেম অপহরণ করিয়া হৃদয়কে আস্তে আস্তে বাহিরে লইয়া যাইতে থাকে, যখন হাত ঈশ্বরের কাজে থাকে, কিন্তু হৃদয় সংসারে থাকে, তখন—সময়ে সময়ে শুন নাই কি—একটী কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া যায়—"ছি,ছি,ওখানে কি-দেখিবার আছে?" আর,—ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও শুষ্কতার দিনে, যখন হৃদয় ঈশ্বর-প্রীতি মানব-প্রীতি উভয় বস্তুই হারাইয়া ফেলে, যখন উপাসনা করি, কিন্তু প্রেমের উদয় হয় না, অথচ এই উপাসনা নামের অনুপযুক্ত উপাসনাতেই পরিতৃপ্ত থাকি, যে সময়ে নির্ম্মল জল দেখিয়াও জলপান করিতে ইচ্ছা হয় না, যে সময়ে এরূপ বোধ হয় যেন উত্তর কেন্দ্র হইতে একটা নিদারুণ শীতল বায়ু আসিয়া প্রাণের রক্ত পর্য্যন্ত জমাট করিয়া দিয়াছে—এরূপ ভীষণ দুর্দ্দিনে কখন এই সুকোমল অপার্থিব বাণী শুন নাই কি—"তুমি কি আমার পুত্র নও? তুমি কি প্রেমময়ের পুত্র নও?" সূর্য্যকিরণ-স্পর্শে যেমন হিমরাশি বিগলিত হয়, এই বাণী শ্রবণে তেমনি হৃদয় গলিয়া যায়, জীবনে কোমল মধুর ভাবের স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। তখন বুঝিতে পারি শুষ্ক হওয়া, পাপ ও অসাবধানতাতে হৃদয়ের প্রেম হারাইয়া ফেলা কি লজ্জার কথা। তখন তাঁহার স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া প্রতিজ্ঞা করি চিরদিন তাঁহার পদানত বিশ্বস্ত হইয়া থাকিব।

এসব সত্য নয়? তবে আর তাঁকে নির্ব্বাক্ বল কেন? তিনি কথা কন, ক্রমাগত কথা কন। চল গভীর অবিশ্রান্ত প্রার্থনা বাক্যে তাঁকে প্রাণের কথা বলি, আর তাঁর পবিত্র বাণী শুনিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকি।

---

## আত্মার স্বাধীনতা।

### দ্বিতীয় প্রস্তাব।

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ। সুতরাং ভাবী-ঘটনা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব। যদি আমরা কার্য্য-কারণ শৃঙ্খল পরিষ্কার রূপে দেখিতে পাই, তাহা হইলে যে সকল ঘটনা ভবিষ্যতের গর্ভে রহিয়াছে, পূর্ব্ব হইতেই তাহা জানিতে পারি। কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল ধরিয়া মানবের মন ভবিষ্যতের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে। কার্য্য-কারণ নিরূপণ করিতে পারিলেই ভাবী ঘটনা পুঞ্জ আমাদের জ্ঞান-নয়নের সম্মুখবর্ত্তী হয়। কার্য্য-কারণ নিরূপণ করিতে পারিনা বলিয়াই ভবিষ্যতে কি হইবে জানিতে পারি না। যে পরিমাণে এই পরিদৃশ্যমান জগতের নিয়ম বা কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বুঝিতে পারি, সেই পরিমাণে আমাদের ভবিষ্যদ্দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়। কার্য্যকারণ শৃঙ্খলবিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান থাকিলে বহুসংখ্যক গোলা পরে পরে সাজাইয়া প্রথমটিতে আঘাত করিবামাত্র, নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে শেষ গোলাটি স্থান-চ্যুত হইবে কিনা, যদি হয়, ঠিক্ কতক্ষণ পরে হইবে। জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা বহু কাল পূর্ব্ব হইতে আকাশ বিহারী জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী সম্বন্ধীয় ভাবী ঘটনা বলিয়া দিতে পারেন। গ্রহ উপগ্রহ সকল অখণ্ডনীয় নিয়মে বদ্ধ, নিয়ম আছে বলিয়াই তৎসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব হইতেছে। নিয়ম বা কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল না থাকিলে কোন জ্যোতির্ব্বিদ কখন কোন গ্রহণ গণনা করিতে সক্ষম হইতেন না।

বহির্জ্জগৎ কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ বলিয়া যে পরিমাণে আমরা তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি, সেই পরিমাণে ভাবীঘটনা বলিয়া দিতে পারি। সেইরূপ অন্তর্জ্জগৎও যদি অখণ্ডনীয় নিয়ম, কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে চিরবদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তাহা হইলে তৎসম্বন্ধেও ভাবী জ্ঞান সম্ভব হইবে না কেন? কার্য্য-

কারণ শৃঙ্খল যদি সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়, তাহা হইলে মানসিক বিষয়েও ভবিষ্যদ্বাণী হইবে না কেন? যে কারণে জড় জগতের ঘটনা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী হইতে পারে ঠিক্ সেই কারণেই মনোজগতের ঘটনা সম্বন্ধেও উহা সম্পূর্ণ সম্ভব।

আমাদের জীবন উভয় জগতের সম্মিলন ভূমি। সুতরাং জীবনের ঘটনাপুঞ্জ কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে বদ্ধ। জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত যাবজ্জীবনের ঘটনাবলী সেই অখণ্ডনীয় নিয়ম শৃঙ্খলে বদ্ধ।

জড় ও মন উভয়ই যখন নিয়মে বদ্ধ, তখন উভয় সম্বন্ধীয় ঘটনারই ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব। কেবল সম্ভব কেন? বহুকাল হইতে বৈজ্ঞানিকেরা ভাবী ঘটনা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া আসিতেছেন। গ্রহণ ও ধূমকেতু উদয় সম্বন্ধে জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা বহুকাল হইতে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া আসিতেছেন। গ্রহ উপগ্রহ বিষয়ক নিয়মাদির জ্ঞান কতকটা লাভ করা হইয়াছে বলিয়াই তাঁহারা অক্লেশে উক্ত ঘটনা সকল বহুদিন পূর্ব্ব হইতে দেখিতে পান।

যে পরিমাণে বিজ্ঞান উন্নতি প্রাপ্ত হইতে থাকিবে, সেই পরিমাণে মনুষ্য জগতের ভাবীঘটনার জ্ঞান লাভ করিতে থাকিবে। এই শতাব্দীতে বিজ্ঞান যতটুকু উন্নত হইয়াছে, তাহা দেখিয়াই আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই। কিন্তু বাস্তবিক ইহা নিশ্চয় যে, বিজ্ঞানের এখন শৈশবাবস্থা মাত্র। সেইজন্য বৈজ্ঞানিকেরা অতি অল্প বিষয়েরই ভবিষ্যৎ দেখিতে পান। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অধিকাংশ বিষয়েরই এখন ভাবী জ্ঞান অসম্ভব। কেননা, সে সকলের নিয়মাদি সম্বন্ধীয় জ্ঞান এখনও মনুষ্য উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয় নাই। মনুষ্য যদি সকল বিষয়েরই কার্য্য-কারণ শৃঙ্খল সুস্পষ্ট রূপে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে সকল বিষয়েরই ভাবী ঘটনা বলিয়া দিতে পারিত। জড় জগৎ সম্বন্ধে যেমন বলিয়া দিতে পারিত এবং এখনই কিয়ৎ পরিমাণে পারে, মনোজগৎ সম্বন্ধেও অবশ্য সেইরূপ পারিত। জড় ও মন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব হইলে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সকল ঘটনারই ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব হইবে। আমার জীবনের প্রত্যেক ঘটনা পূর্ব্ব হইতেই ঠিক আছে। কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ জানিতে পারিলে প্রত্যেক সৎ ও অসৎ কার্য্য সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব হইবে! এখন যেমন বলা যায় কবে ধূমকেতুর উদয় হইবে, কবে চন্দ্রগ্রহণ হইবে, সেই প্রকার আমাদের জ্ঞান অধিকতর উন্নত হইলে আমরা বলিতে পারিব কবে অমুক ব্যক্তি একটি মিথ্যাকথা বলিবে, কবে সে প্রবঞ্চনা করিয়া আপনার ভ্রাতার সম্পত্তি অপহরণ করিবে, কবে সে নরহত্যা করিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে; অথবা কবে সে অসাধারণ মহত্ব প্রকাশ করিয়া জনসমাজের হিতসাধন করিবে। সামাজিক বিষয়েও সেইরূপ নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে বলা যাইতে পারিবে যে, কতদিন পরে প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্ম বিনাশ দশা প্রাপ্ত হইবে, আর কত দিন ভারতবর্ষ বিদেশীয় জাতির অধীন থাকিবে।

কার্য্য-কারণ প্রবাহ চিরদিন বহিতেছে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জগতের সকল ঘটনাই পূর্ব্ব হইতে ঠিক আছে। জগতের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এক মহা অচ্ছেদ্য সূত্রে বদ্ধ।

এই ঘোরতর কারণবাদের অবশ্যম্ভাবী ফল অদৃষ্টবাদ। একটি হইতে আর একটি অতি সহজে নিষ্পন্ন হয়।" প্রসিদ্ধ জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ল সাহেব, ইউরোপে প্রচলিত কারণবাদ এবং আসিয়ায় প্রচলিত অদৃষ্টবাদের মধ্যে বিভিন্নতা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার একখানা সুগভীর গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন যে, আসিয়া-বাসীদিগের অদৃষ্টবাদ মনুষ্যের অদৃষ্টকে কোন অজ্ঞাত বা দৈব শক্তির অধীন করে; কিন্তু ইউরোপীয় কারণবাদ কার্য্যকারণ সম্বন্ধ দ্বারা মনুষ্যের কার্য্য-কলাপ ব্যাখ্যা করে।

"Real fatalism is of two kinds. Pure Asiatic fatalism, the fatalism of Oedipus, holds that our actions do not depend upon our desires. Whatever our wishes may be, a superior or an abstract destiny will over-rule them and compels us to act, not as we desire, but in the manner pre-destined. The other kind, modified fatalism I will call it, holds that our actions are determined by our will, by our desires, and our desires by the joint influence of motives presented to us, and of our individual character."

## হিন্দুযোগের দার্শনিক ভিত্তি।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

দুঃখের পূর্ণ নিবৃত্তি মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য; কিন্তু এই দুঃখের উৎপত্তি কোথায়? যোগশাস্ত্র মতে দুঃখ আত্মার ধর্ম্ম নহে। সাংখ্যকার বলিতেছেন—

ন স্বভাবতো বদ্ধস্য মোক্ষ সাধনোপদেশ বিধিঃ।

স্বভাবতঃ যে বদ্ধ তাহার পক্ষে মোক্ষ সাধনের উপদেশ বিধি হইতে পারে না। গীতায় উক্ত আছে,

যদ্যাত্মা মলিনোঽস্বচ্ছো বিকারী স্যাৎ স্বভাবতঃ।
নহি তস্য ভবেন্মুক্তি জন্মান্তর শতৈরপি॥

যদি আত্মা স্বভাবতঃই মলিন, অস্বচ্ছ, ও সবিকার হয়, তবে শত জন্মেও তাহার মুক্তি হইতে পারে না। অতএব দুঃখ আত্মার স্বভাব ধর্ম্ম নহে। সাংখ্যকারের মতে আত্মা "শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব।" আত্মার দুঃখ অসম্ভব। দুঃখই বন্ধনের মূল, সুতরাং আত্মার বন্ধনও অসম্ভব। তবে আত্মার মুক্তিই বা কি? তদুত্তরে সাংখ্যগণ বলেন যে প্রকৃতপক্ষে যদিও আত্মা মুক্ত ও সুখ দুঃখের অধীন নহে, যদিও "অসঙ্গোঽয়ং পুরুষঃ", তথাপি প্রতিবিম্বরূপে, জবাপুষ্পের সান্নিধ্য হেতু স্বচ্ছ স্ফটিক যেরূপ রাগযুক্ত হয়, সেইরূপ অপরের সান্নিধ্য হেতু নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মাতেও দুঃখ সংযুক্ত হইয়া থাকে।

"জবাস্ফটিকয়োরিব নোপরাগঃ কিংত্বভিমানঃ।"

যেমন দুঃখ আত্মার স্বভাব ধর্ম্ম নহে, সেইরূপ কর্ম্মফল হইতেও তাহার উৎপত্তি হয় না।

"ন কর্ম্মণান্যধর্ম্মত্বাৎ।"

কর্ম্ম হইতেও দুঃখের উৎপত্তি হয় না; কারণ কর্ম্ম আত্মার ধর্ম্ম নহে, কিন্তু অন্তঃকরণের ধর্ম্ম।

সাংখ্যগণ এবং সাধারণতঃ হিন্দু শাস্ত্রকারগণ আত্মা ও অন্তঃকরণের পার্থক্য স্বীকার করিয়া থাকেন। সাংখ্য মতে এই জগতে পঞ্চবিংশতিটী স্বতন্ত্র ও প্রকৃত সত্ত্বা বিদ্যমান আছে। (১) প্রকৃতি; (২) মহৎ অথবা অন্তঃকরণ; (৩) অহঙ্কার; (৪) পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ (ক) শব্দ, (খ) স্পর্শ (গ) রূপ (ঘ) রস (ঙ) গন্ধ; (৫) একাদশ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ (ক) চক্ষু, (খ) কর্ণ, (গ) নাসিকা, (ঘ) রসনা, (ঙ) ত্বক্, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং (ক) হস্ত, (খ) পদ, (গ) কণ্ঠ, (ঘ) গুহ্য, ও (ঙ) জননেন্দ্রিয়,—এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন; (৬) পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ এবং ব্যোম, (৭) পুরুষ অথবা আত্মা।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনের সাম্যাবস্থার নামই প্রকৃতি; এই প্রকৃতি অনাদি, অনন্ত এবং সমুদায় জগতের মূল কারণ। এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা বিপর্য্যয়ে সৃষ্টির উৎপত্তি। এই সৃষ্টি প্রকরণে মহৎ প্রথম সোপান, মহৎ অথবা বুদ্ধি হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি। এই অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র, ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি। পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ স্থূল ভূত অথবা ক্ষিতি অপ্ তেজ প্রভৃতির উৎপত্তি। পুরুষ প্রকৃতির ন্যায় অনুৎপন্ন, অনাদি এবং স্বয়ম্ভূ। প্রকৃতির উৎপাদিকা শক্তি আছে, কিন্তু পুরুষ অথবা আত্মার সে শক্তি নাই; আত্মা অনুৎপন্ন ও অনুৎপাদক।

"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্মহতোঽহংকারোঽহংকারাৎপঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূল ভূতানি, পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ।"

কপিলের এই গণবিভাগ হইতে দৃষ্ট হইবে যে সাংখ্য দর্শন জড়বাদ ও মায়াবাদের এক অদ্ভুত মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে।

সাংখ্যের প্রকৃতিকে একরূপ অব্যক্ত জড় পদার্থ বলিয়া অভিহিত করিতে পারা যায়। সাংখ্য মতে কার্য্য কারণে এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে যে, কার্য্যে এমন কিছু দৃষ্ট হইতে পারে না, যাহা অব্যক্তরূপে কারণে বিদ্যমান ছিল না। জড় প্রপঞ্চ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সুতরাং জড়জগতে যাহা কিছু দেখা যায় তৎসমুদায়ই অব্যক্তরূপে প্রকৃতিতে বিদ্যমান ছিল। "প্রকৃতেরাদ্যোপাদনেতাম্বেষাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ।" প্রকৃতিই জগতের আদি উপাদান, কারণ শ্রুতিতে এরূপ উল্লেখ আছে যে, প্রকৃতি ব্যতীত সমুদায়ই কার্য্য অথবা উৎপন্ন পদার্থ।

এই জন্যই কোনও কোনও ইংরাজ পণ্ডিত সাংখ্যের প্রকৃতিকে Primordial Nature বলিয়া অনুবাদিত করিয়াছেন। কপিল জড়পদার্থের নিরপেক্ষ সত্বা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

"জগৎ সত্যত্বমদুষ্ট কারণ জন্যত্বাদ্বাধকাভাবাৎ।"

জগৎ সত্য কেননা ইহা অদুষ্ট কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং শ্রুতিতে ইহার বিরোধী ভাব নাই।

সে-শ্বরযোগী পতঞ্জলিও তাঁহার মহাভাষ্যে জড়ের অসঙ্গসত্বা প্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং সাংখ্যের প্রকৃতি একরূপ অব্যক্ত জড় পদার্থ, অথবা জড়মূল—ইহা বলা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে।

এই প্রকৃতি হইতে যখন সাক্ষাৎভাবে ও পরোক্ষভাবে আত্মা ভিন্ন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অপর সমুদায় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, তখন অন্তঃকরণ, অহঙ্কার, প্রভৃতি সকলই জড়গুণ বা জড়ের রূপান্তর মাত্র, এ কথাও অসঙ্গত নহে। ফলতঃ আমরা পরে দেখিব যে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি বলিতে সচরাচর আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, সাংখ্যদর্শন মতে সে সমুদায়ই জড়সম্ভূত, এবং তজ্জন্যই বোধ হয় প্রাণায়াম প্রভৃতি দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি বিশেষরূপে সাধিত হইতে পারে, প্রকৃতপক্ষে তাহাই মুক্তির একমাত্র সোপান, যোগশাস্ত্রের এই উপদেশ। সে যাহা হউক, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে সাংখ্যদর্শনকে একদিকে ঘোরতর জড়বাদ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

অপরদিকে ইহাকে ঘোরতর মায়াবাদ বলিয়াও মনে হয়। মহৎ অথবা অন্তঃকরণ হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি, একথা পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও কেহ কেহ একরূপ স্বীকার করিয়াছেন।* অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় প্রভৃতির উৎপত্তি এই মতের অভ্যন্তরে ঘোরতর মায়াবাদ সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। বিশেষতঃ যখন আমরা স্মরণ করি যে কার্য্য অথবা উৎপন্ন পদার্থে যাহা দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায়ই কারণে অথবা উৎপাদকে বিদ্যমান ছিল, কপিল এই মত প্রচার ও পোষণ করিয়া গিয়াছেন, তখন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় মাত্রই অহঙ্কারের রূপান্তর অথবা অহঙ্কারোৎপন্ন একথায় কপিলকে ঘোরতর মায়াবাদী ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারি না।

সে যাহা হউক, আমরা যোগশাস্ত্র মতে দুঃখের উৎপত্তি আলোচনা করিতেছিলাম। দুঃখ আত্মার স্বভাব ধর্ম্ম নহে, বস্তুতঃ দুঃখ পরধর্ম্ম, কেবল প্রতিবিম্বরূপে আত্মায় সংযুক্ত হইয়া থাকে। তবে দুঃখের উৎপত্তি কোথায়?

পরধর্ম্মত্বেঽপি তৎসিদ্ধিরবিবেকাৎ।

যদিও দুঃখ পরের অর্থাৎ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম নহে, তথাপি অবিবেকহেতু এই দুঃখ আত্মাতে অবস্থিত করে।

অবিবেক হইতেই দুঃখের উৎপত্তি। প্রকৃতি এবং পুরুষ বিভিন্ন; প্রকৃতি-জাত মহৎ অথবা অন্তঃকরণই কেবল সুখ দুঃখ উপভোগ করিতে পারে, পুরুষ অথবা আত্মা সুখ দুঃখাতীত, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব; আপাততঃ যাহা আত্মার সুখ দুঃখ বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা কেবল প্রতিবিম্বরূপে প্রকৃতি যোগে উৎপন্ন, এবং জবাযোগে সচ্ছস্ফটিক-রাগাদিবৎ অপ্রকৃত,—এই জ্ঞানের অভাবই জীবনের দুঃখের মূল। এই জ্ঞান লাভই মোক্ষ-হেতু।

---

* "From Intellect (Buddhi) proceeds consciousness or Egoism (Ahankara), a consequence resembling that of Des Cartes, 'Cogito, ergo sum.' Self-consciousness is not however, in the system of Kapila, a corollary of thought, but inherent in it: or as Sir W. Hamilton has expressed the same idea 'consciousness and knowledge each involves the other'."—Davies's *Hindu Philosopy.*

# প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।*

## শিলিগুড়ি।

দয়াময় পরমেশ্বরের কৃপায় শিলিগুড়ি ব্রাহ্মসমাজের অষ্টম বার্ষিক উৎসব অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা হইতে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় ও অন্যান্য স্থান হইতে ব্রাহ্ম বন্ধুগণ, উৎসবে যোগ দান করিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। নিম্নলিখিত প্রণালীতে উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে:—

৩০এ মাঘ ১১ই ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সায়াহ্নে উৎসবের উদ্বোধন হয়। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। "ঈশ্বরের সহিত পরিচয়" বিষয়ে উপদেশ দেন।

১লা ফাল্গুন শনিবার প্রাতে ও সায়াহ্নে উপাসনা। উভয় বেলাই বিদ্যারত্ন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রাতে "ধর্ম্মজীবনের কুশল জিজ্ঞাসা" ও সায়াহ্নে "ব্রহ্ম লাভ" বিষয়ে উপদেশ দেন।

২রা ফাল্গুন রবিবার। প্রাতে উপাসনা। বিদ্যারত্ন মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। "ঈশ্বরকে আত্মস্থ করিয়া দেখা" এই বিষয়ে উপদেশ দেন। মধ্যাহ্নে শ্রীমতী অন্নদানন্দিনী রায়ের শিশুবিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ। বালক বালিকাদিগকে পুস্তক দোয়াত কলম খেলনা ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রদান করা হয়। পারিতোষিক বিতরণান্তে সংকীর্ত্তন ও আলোচনা হয়। সায়াহ্নে আবার উপাসনা। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। "অনন্তের সহিত ক্ষুদ্রের সম্বন্ধ" এই বিষয়ে উপদেশ দেন।

৩রা ফাল্গুন সোমবার প্রাতে বাবু আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের ভবনে পারিবারিক উপাসনা ও সায়াহ্নে ব্রাহ্মসমাজ গৃহে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ধর্ম্ম ব্যাখ্যান হয়।

## তিনধারিয়া।

পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন, সম্প্রতি গিরিরাজ হিমালয়ে আর একটী ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দার্জ্জিলিঙ্-হিমালয়-রেলপথে তিনধারিয়া নামে একটী স্থান আছে। বিগত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তিনধারিয়া প্রার্থনা সমাজের মন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় এই উপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন হিমালয়ে রেলপথ প্রস্তুত হয় নাই, তখন আমাদিগের বন্ধু বিদ্যারত্ন মহাশয় দার্জ্জিলিঙ গমন কালে এক রজনী এই স্থানে ব্যাঘ্র-রবের মধ্যে কর্ত্তন করিয়াছিলেন। যে স্থান বিজন অরণ্য ও ব্যাঘ্র ভল্লূকাদি শ্বাপদ জন্তুদিগের বিহার ক্ষেত্র ছিল, আজ সেখানে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া কাহার প্রাণে না সেই মহান ঈশ্বরের বিচিত্র মহিমার কথা সমুদিত হয়? আরও আনন্দের বিষয় এই যে এই সমাজের অধিকাংশ সভ্যই শ্রমজীবী। শ্রমজীবীগণ স্বহস্তে এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহারা ৯টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আপনাদিগের কর্ম্ম স্থানে খাটিয়া তার'পর যে সময় পাইতেন সেই সময়ে আসিয়া এই মন্দির গৃহ নির্ম্মাণ করিতেন। নিম্নলিখিত প্রণালীতে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে:—

১৬ই ফেব্রুয়ারী বুধবার মধ্যাহ্নে কাঙ্গালী-ভোজন ও সায়াহ্নে নগরসংকীর্ত্তন হয়। সঙ্কীর্ত্তনকারীগণ যখন মশাল হস্তে পর্ব্বতের ঘূর্ণায়মান পথ ভ্রমণ করিয়া উচ্চ হইতে নিম্ন দিকে নামিতেছিলেন, তখন বোধ হইতেছিল, যেন ব্রহ্মের বিজয়ী-সেনা উচ্চহিমালয় হইতে সমগ্র ভারতবর্ষকে ব্রহ্মনামে জয় করিবার জন্য নিম্ন দিকে অবতরণ করিতেছে। সঙ্কীর্ত্তন অত্যন্ত শান্তির সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। কীর্ত্তনের দল এক স্থানে দণ্ডায়মান হইলে পণ্ডিত বিদ্যারত্ন মহাশয় একটী উপদেশ দেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার প্রাতে গৃহ-প্রবেশ। বন্ধুগণ পূর্ব্বেই মন্দিরটীকে বিবিধ প্রকার পার্ব্বতীয় পুষ্প পত্রে সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সকলে নবরচিত এই সঙ্কীর্ত্তনটী গাহিতে গাহিতে মন্দিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।—

চল রে চল রে সবে যাই শান্তি-ধাম রে;
শান্তিময়ের শান্তি-রাজ্যে করিগে প্রবেশ রে।
(আজি করিগে প্রবেশ রে।)

দীনদুঃখী যেবা যথা, আছিস রে আজি হেথা
সবে মিলে প্রেম ভরে আয় আয় আয় রে।
(ও ভাই! প্রেমধামে আয় রে।)

নিরাশ্রয় অসহায় দেখি, পরাণে-পরাণে থাকি,
করিছেন ঈঙ্গিত মোদের যাইতে তথায় রে।
(সবায় যাইতে তথায় রে।) (আর রবনা হেথায় রে)

খুলিয়ে স্বর্গের দ্বার, প্রেম ভরে বারেবার,
ডাকিছেন প্রেমময় বিলম্ব কি সয় রে?
(তোরা ত্বরা করে আয় রে।) (ও ভাই! সময় বয়ে যায় রে।)

আপনি জননী সাজি, হিমালয়-বক্ষ আজি
পাতিয়া দিয়াছেন মাতা, দেখ দেখ দেখ রে।
(সবে নয়ন মেলে দেখ রে।)

কি কব কি কব আর, থেক'সঙ্গেতে মোদের,
প্রাণভরে বারম্বার হেরিব তোমায় হে।
(সবে হেরিব তোমায় হে।) (সবে পরাণ-মাঝারে রে।)

তারপর সমাজের উপাচার্য্য বাবু গঙ্গাগোবিন্দ সরকার মহাশয় একটী প্রার্থনা করিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। সকলে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে পর নিম্নলিখিত নূতন সঙ্গীতটী গীত হইয়া যথাবিধি উপাসনা আরম্ভ হইল:—

হিমাচল শিরে আজি কিবা শোভা হেরি রে!
উড়িছে সত্যের ধ্বজা বিভু-প্রেম-বায় রে।
পরাণে পরাণে বাঁধি, হৃদয়ে হৃদয় রাখি,
নর নারী এক হ'য়ে বিভুনাম গায় রে;
আনন্দে পূরিছে ধরা, চারিদিক মাতোয়ারা,
তরুগণ মগ্ন হয়ে সে নাম ধেয়ায় রে।

* এই স্তম্ভের প্রকাশিত বিষয়সমূহ পত্রপ্রেরকগণের পত্র হইতে গৃহীত।

নিঝুম নীরবে, মরি! তুষার-বসন পরি,
আপনি সে নাম গিরি গগনে তুলয় রে;
তাঁর প্রেম-বার্ত্তা বয়ে, মর্ত্ত্য-লোকে শুনাইতে,
দ্রুত-গতি প্রস্রবিনী নিম্নদিকে ধায় রে।

আজি যাঁর কৃপাগুণে, মিলেছি সবে এখানে,
সত্যের প্রতিষ্ঠা করি তাঁরি পুণ্য-ধামে রে,
যেন এ মন্দির মাঝে, দেখে সে হৃদয় রাজে,
মগ্ন হয়ে যাই মোরা তাঁরি পুণ্য ধামে রে।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম এই:—

"অনেকেই এই কথা বলেন যে ঈশ্বরের কি আর জগতে অন্য কাজ নাই? তিনি কি দিবানিশি আমাদিগেরই জন্য খাটেন? তিনি কি দিবানিশি আমাদিগেরই জন্য ব্যস্ত? এই কথা সন্দেহবাদীরা বলিয়া থাকেন। আজ আমরা সন্দেহবাদীদের কথা শুনিতে চাই না। আজি আমরা সাক্ষী দিতে পারি যে যদি কেহ জগতে আমাদিগের জন্য খাটিয়া থাকেন—যদি কেহ জগতে আমাদিগের জন্য ব্যস্ত থাকেন, তিনি সেই ঈশ্বর। যাহার অনেক কাজ সেই ত ব্যস্ত? সর্ব্ব-ব্যস্ত কে? যাহার সর্ব্ব কাজ। আমার ঈশ্বর আমার জন্য ব্যস্ত, এ কথা আজ আমি বন্ধুদিগের নিকট সুস্পষ্ট বলিতেছি। ঈশ্বর ব্যস্ত সমস্ত মানবের জন্য, ঈশ্বর ব্যস্ত সমস্ত পাপীর জন্য, ঈশ্বর ব্যস্ত সমস্ত পবিত্রাত্মা-দিগের জন্য, ঈশ্বর ব্যস্ত সকলের জন্য। তুমি কি ব্যস্ত হইয়া-ছিলে জগতে আসিবার জন্য? তুমি কি ব্যস্ত হইয়াছিলে সূর্য্যকে উদিত করিবার জন্য? তুমি কি ব্যস্ত হইয়াছিলে পর্ব্বতে প্রস্রবণ বহাইবার জন্য? তুমি কি ব্যস্ত হইয়াছিলে প্রাণে ধর্ম্মভাব দিবার জন্য? একজন সদা ব্যস্ত। আমার সন্তান জগতে আসিবে, যদি জগতে কিছু সুন্দর না দেখে, তবে তাহার প্রাণ শুষ্ক হইয়া যাইবে, তাই জগত সুন্দর। আমার সন্তান জগতে আসিবে, যদি তাহার প্রাণে ধর্ম্মভাব না থাকে তবে সে মরিয়া যাইবে, তাই তাহার প্রাণে ধর্ম্মতৃষ্ণা প্রবল। তুমি যাইতেছিলে হে বন্ধু! পাপের দিকে, কে তোমাকে ধর্ম্মেরদিকে টানিয়া আনিল?—কে তোমার মনকে ফিরাইল? আজ একবার ভাবিয়া দেখ, কে প্রবৃত্তি দিল এই গৃহ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য? কে আজ বলিল "আর ভয় নাই! ভয় নাই! আমি তোর"? আমাদের সাধ্য কি? ব্যস্ত হইয়া অনেক দিন দেখিয়াছি। ঈশ্বরকে পাব, তাঁর ধ্যান করিব, প্রেমে মজিব, অনন্ত জীবনের জন্য উৎসব করিব, তাঁর জন্য জীবন দিব, অস্থি দিব, মাংস মজ্জা দিব, এই চিন্তা অনেক দিন প্রাণে উদয় হইয়াছিল, কিন্তু পারিলাম কৈ? যখন দেখিলাম, মা সন্তানের প্রাণ লইবেন, মন লইবেন, মা ব্যস্ত হইয়াছেন সন্তানদিগকে লইবার জন্য, তখন একে একে ডাকিয়া আনি-লেন। তাহার চিহ্ন এই সুন্দর গৃহটী। তাঁহার ইচ্ছা হইল, আর অমনি তোমাদের মনে এক একটী ভাব উদয় হইল। কেহ অর্থ দিলে, কেহ পরিশ্রম দিলে, কেহ বুদ্ধি দিলে, কেহ পরামর্শ দিলে, সকলে একত্র হইয়া এই গৃহটী প্রতিষ্ঠা করিলে, প্রাণ জুড়াইল, মন জুড়াইল। কিন্তু আমি কেবল এই অসার গৃহ দেখিতেছি না, আমি দেখিতেছি তোমাদের মনের গৃহ। মা যেমন ব্যস্ত সন্তানকে কোলে লইবার জন্য, তোমরাও তেমনি ব্যস্ত তাঁর কোলে যাইবার জন্য। আমি দেখিতেছি তোমাদের নম্রতা, আমি দেখিতেছি তোমাদের বিনয়, আমি দেখিতেছি তোমাদের বিশ্বাস। দেখে আমি কৃতার্থ হইতেছি, ধন্য হইতেছি, মনে করিতেছি, আমার ঈশ্বরের একটী মন্দির হইল। মন্দির প্রাণের মন্দির। এ মন্দিরের ভগবানের নাম আর অপর স্থানের নাম স্বতন্ত্র। আমি দেখিলাম, এই গৃহ ভগবানের আশীর্ব্বাদ, এই আশীর্ব্বাদ দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়া গিয়াছি। এই আশীর্ব্বাদ আজ তোমাদের মস্তকে আসিতেছে। তাঁর আশীর্ব্বাদে গৃহ পাইলে, তাঁর নাম গান করিবার জন্য প্রাণে স্থান পাইলে। এই মন্দির তাঁর আশী-র্ব্বাদী ফুল। এই আশীর্ব্বাদী ফুল তোমরা মাথায় ধরিও। দেবতার আশীর্ব্বাদ কেহ পদ দ্বারা দলন করে না, তোমরা ইহা কখনও পদ দলন করিও না। সকলে ইহাকে মস্তকে রাখিও, প্রাণে রাখিও, মনে রাখিও। আর একটী কথা বলি, তোমরা যে এখানে আসিয়াছ, তোমাদিগকে ভগবানের আশী-র্ব্বাদ মনে করিয়া আজ মস্তকে গ্রহণ করিতেছি, আর তোম-রাও আজ পরস্পরকে ভগবানের আশীর্ব্বাদ মনে করিয়া সকলকে মস্তকে গ্রহণ কর। ঈশ্বরের নিকট বড় ছোট নাই, সকলেই তাঁর আশীর্ব্বাদ। আজ উৎসবের দিন, এই উৎসবের দিনে যেন এইটী পাই, যেন আমরা ভগবানের প্রত্যক্ষ আশী-র্ব্বাদ দেখিতে পাই। তিনি ভিন্ন আর কে আছে? তিনি ব্যস্ত হইয়া এই পাহাড়ে এই ঘরটী দিয়াছেন বলিয়া উপাসনার স্থান পেয়েছি; তিনি ব্যস্ত হইয়া প্রাণে ধর্ম্মভাব দিয়াছেন বলিয়া তাঁর উৎসব করিতেছি। আমরা সকলে পাপে ডুবিতে যাই, তিনি কেশাকর্ষণ করিয়া তুলিয়া আনেন এবং কোলে তুলিয়া লন। এমন ঈশ্বরকে যেন না ভুলি। যেমন ধার্ম্মি-কেরা তাঁহাকে না পাইলে কোথায় ঈশ্বর, কোথায় ঈশ্বর, বলিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়েন, তোমরাও আজ তেমনি ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া লও। পরমেশ্বর যেমন আমাদিগের জন্য ব্যস্ত আমরাও যেন তাঁহার ব্যস্ততা দেখিয়া ব্যস্ততা শিক্ষা করি, তাঁর প্রতি প্রীতি ও ব্যাকুলতা শিক্ষা করি, সকলের মন প্রাণ যেন সেই দিকে যায়, আমরা যেন অনন্তকাল তাঁর জন্য ব্যস্ত হইয়া জীবন কাটাইতে পারি।

মধ্যাহ্নে সকলে মন্দিরে সমবেত হইলে প্রথমতঃ সঙ্কীর্ত্তন হইল। তারপর সমাজের সম্পাদক মহাশয় কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। অনন্তর পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় মহাত্মা কবীরের গ্রন্থাবলী হইতে কতকগুলি অমূল্য উপদেশ পাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা করিলেন।

সায়াহ্নে উপাসনা ও উপদেশ হয়। পণ্ডিত বিদ্যারত্ন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। স্থানাভাববশতঃ তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম এ স্থলে প্রকাশিত করিতে পারিলাম না। ভবিষ্যতে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

## জলপাইগুড়ী।

নিম্নলিখিত প্রণালীতে জলপাইগুড়ী ব্রাহ্মসমাজের অষ্টম সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

২৮এ মাঘ সোমবার। অদ্য উৎসবের দিন বলিয়া উপাসনা হয়। প্রাতে বাবু বিনোদবিহারী রায় ও সায়াহ্নে মুন্সি জালালউদ্দিন মিয়া আচার্য্যের কার্য্য করেন। তার পর কয়েক দিন উৎসব বন্ধ থাকিয়া আবার ৬ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার হইতে আরম্ভ হয়। এই দিন মুন্সি জালালউদ্দিন আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়াহ্নে মহারাণীর জুবিলি উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। অত্রত্য সবডেপুটী কলেক্টর বাবু দ্বারকানাথ বসু মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

৭ই ফাল্গুন প্রাতে মন্দিরে উপাসনা; মুন্সি জালালউদ্দিন আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়াহ্নে মুন্সি জালালউদ্দিন মিয়ার বাটীতে পারিবারিক উপাসনা। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

৮ই ফাল্গুন শনিবার প্রাতে ও সায়াহ্নে মন্দিরে উপাসনা। বিদ্যারত্ন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

৯ই ফাল্গুন রবিবার সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে উপাসনার পর নগর সঙ্কীর্ত্তন বহির্গত হয়। মধ্যাহ্নে পাঠ ও উপাসনা হয়। উপাসনান্তে সৈয়দপুর হইতে সমাগত চারিটী যুবক নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞা-পত্র পাঠ করিয়া দীক্ষিত হন। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রতিজ্ঞাপত্র।

অদ্য ৫৮ ব্রাহ্মাব্দের ৯ই ফাল্গুন রবিবার সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে, ও সমবেত ধর্ম্মবন্ধুদিগের সমক্ষে আমরা প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস প্রকাশ করিতেছি। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাস করি, কোন সৃষ্ট বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষকে ঈশ্বর, ঈশ্বরাবতার বা ঈশ্বরের সমান জ্ঞানে পূজা বা শ্রদ্ধা দান করি না। কোন গ্রন্থকে অভ্রান্ত বা ব্যক্তি বিশেষকে অভ্রান্ত বা মধ্যবর্ত্তী ভাবিয়া মুক্তির উপায় বলিয়া মনে করি না, একমাত্র তাঁহার উপাসনা ও সরল প্রার্থনাই মুক্তির সোপান। আমরা অদ্য হইতে সর্ব্বপ্রকার পাপ, কুসংস্কার, সামাজিক দুর্নীতি, জাতিভেদ ও পৌত্তলিক অনুষ্ঠান হইতে বিরত থাকিয়া, প্রতিদিন তাঁহার উপাসনা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে সাধ্যানুসারে যত্নবান্ থাকিব। পারিবারিক ও সামাজিক সমস্ত অনুষ্ঠান ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ অনুসারে সম্পন্ন করিব। ভগবানের কৃপা ও ধর্ম্মবন্ধুদিগের আশীর্ব্বাদ অদ্য আমাদিগের প্রতি বর্ষিত হউক। ওঁ ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্।

দীক্ষান্তে বিদ্যারত্ন মহাশয় দীক্ষিত যুবকদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক একটী উপদেশ দেন। তারপর সাধারণকে লক্ষ্য করিয়া "ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা" বিষয়ে একটী ব্যাখ্যান প্রদান করেন। এই ব্যাখ্যানে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনার পার্থক্য বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন এবং ব্রাহ্মমাত্রকেই যে ব্রহ্মোপাসক হইতে হইবে তাহাও বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করেন। তদনন্তর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন ও প্রার্থনা হয়। সন্ধ্যার সময় আবার উপাসনা হইল। বিদ্যারত্ন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

১০ই ফাল্গুন সোমবার প্রাতে উপাসনা। বিদ্যারত্ন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। মধ্যাহ্নে জলপাইগুড়ীর নিকটবর্ত্তী বালোপাড়া নামক গ্রামে প্রচারার্থ গমন করা হয়। এই স্থানে অনেকগুলি সাধারণ শ্রেণীর কৃষক ও বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী লোক সমবেত হইয়াছিলেন। একটী চন্দ্রাতপ তলে একটী বেদী সুসজ্জিত ছিল। প্রথমে কিয়ৎক্ষণ সঙ্কীর্ত্তন হইল। সঙ্কীর্ত্তনান্তে বাবু বিনোদবিহারী রায় অতি সহজ ভাষায় একটী উপদেশ দিলেন। তাঁহার বলা শেষ হইলে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় আর একটী উপদেশ দিলেন ও সংক্ষেপে প্রার্থনা করিলেন। তারপর আবার কিয়ৎক্ষণ সঙ্কীর্ত্তন হইল। আসিবার পূর্ব্বে পণ্ডিত বিদ্যারত্ন মহাশয় আর একটী ও মুন্সি জালালউদ্দিন মিয়া একটী উপদেশ দেন।

## সৈয়দপুর।

জলপাইগুড়ী হইতে আসিবার সময় পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় সৈয়দপুর ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ১২ই ফাল্গুন বুধবার রাত্রিতে উপাসনা করেন এবং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" বিষয়ে উপদেশ দেন।

## বরিশাল।

গত ২৬শে মাঘ কলিকাতাস্থ ব্রাহ্ম ভ্রাতা বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাদের বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে "ব্রাহ্মসমাজের ক্রমোন্নতি" সম্বন্ধে সুন্দর সারগর্ভ হৃদয়গ্রাহী একটী বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। যে কোন ব্রাহ্মবন্ধু সাধারণে এরূপ বক্তৃতা প্রদান করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্য প্রচার করিবেন তিনিই আমাদের বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের নিকট ধন্যবাদের পাত্র। বক্তৃতাটীতে ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের ক্রমোন্নতি সুন্দররূপে বিবৃত করা হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম এই "ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্য এবং জ্ঞানমূলক ধর্ম্ম; যে কোন বিষয় হউক ব্রাহ্মসমাজ তাহা জ্ঞান দ্বারা সুন্দররূপে পরীক্ষা না করিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। অনেক লোক আজ কাল ব্রাহ্মসমাজের বিবিধপ্রকার আন্দোলন এবং মতভেদ, বিশেষতঃ তিনটী বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সমাজ দেখিয়া হয়ত ব্রাহ্মসমাজের অবনতি অথবা অনিষ্টই আশঙ্কা করিতেছেন। বাস্তবিক এই সকল কিছুই অনিষ্টের ও আশঙ্কার বিষয় নহে, ব্রাহ্মসমাজে দিন দিন এইরূপে যত যুক্তি ও প্রমাণ এবং তর্ক বিতর্ক চলিবে এবং আন্দোলন হইবে, ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত সত্যগুলি ততই ক্রমে অনেক দিনের গায়ের মলা পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বলতর হইবে। আন্দোলন, আলোচনা, তর্ক বিতর্ক ব্রাহ্মসমাজকে ক্রমে উন্নতির দিকে লইয়া যাইবে তাহার সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মসমাজ অনন্তকাল মূলসত্য এবং জ্ঞানের আদর করিতে বাধ্য। জ্ঞানের হাত ছাড়িয়া, সত্যের অবমাননা করিয়া, যদি বহু সংখ্যক লোকও প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া

দাঁড়ান তাহাকে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি বলিব না। একটী লোকও যদি জ্ঞানের সহায়ে মূল সত্য ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া বলিতে পারেন, "সত্যমেব জয়তে" তবে সেই স্থানেই আমরা বলি ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি।

উক্ত বক্তৃতাটী ভিন্ন শ্রীচরণ বাবু আমাদের বরিশালস্থ প্রায় ব্রাহ্মদের বাসায় গিয়া সকলের সঙ্গে আলাপ, এবং কয়েক স্থানে ধর্ম্মালোচনা করিয়া আমাদিগকে বিশেষ সুখী করিয়াছেন, এরূপ আলাপ আলোচনা এবং আলাপ পরিচয় আমাদের একান্ত বাঞ্ছনীয়।

*** এবার স্থানাভাবে "সম্পাদকীয় মন্তব্যের" স্তম্ভ প্রকাশিত হইতে পারিল না; পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

## প্রেরিত পত্র।

শ্রীকালীনাথ দত্ত—এবার স্থানাভাবে প্রকাশ করিতে পারা গেল না। আগামীবারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

### ব্রাহ্মসমাজাশ্রিতা বিধবা।

মহাশয়,

আমি অনেক সময় আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় (যে অবস্থায় আমরা বিধবাদের জন্য একটী আশ্রয়-বাটীকা স্থাপন ও তাঁহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারিতেছি না) বিধবাদিগকে আশ্রয় দেওয়া উচিত কি না এ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছি। ১লা অগ্রহায়ণের তত্ত্বকৌমুদীতে "ব্রাহ্মসমাজ ও তদাশ্রিতা বিধবা" শীর্ষক প্রবন্ধটী পড়িয়া আমার চিন্তার ও গগন বাবুর চিন্তার মধ্যে আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য দেখিতে পাইলাম। তিনি যেন একটী একটী করিয়া আমার মনের ভাবগুলি লিখিয়া ফেলিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ একটী ধর্ম্মসমাজ, সমাজ সংস্কার ইহার গৌণ উদ্দেশ্য। গৌণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মুখ্য উদ্দেশ্যের বিপরীতে চলা বিধেয় হইতে পারে না। বিধবারা একটী সাংসারিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আসিয়া ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ধর্ম্ম পিপাসার পরিবর্ত্তে সংসার পিপাসায় পিপাসিত হইয়া যাহারা আশ্রয় চায়, একটী ধর্ম্মসমাজের পক্ষে তাহাদিগকে আশ্রয় দেওয়া উচিত কি? এ স্থলে কেহ বলিতে পারেন রক্তমাংসের মানুষ সংসারপিপাসা সহজে এড়াইতে পারে না, আশ্রয় দিয়া শেষে সংশোধন করিয়া লইলে ক্ষতি কি? সংশোধন করিয়া লইতে পারিলে ক্ষতি নাই, এ কথা সত্য। কিন্তু সংশোধন করিতে যে সব উপায় অবলম্বনের দরকার, সে সব অবলম্বনের আমাদের ক্ষমতা কোথায়? আমরা যখন তাহাদের জন্য একটী আশ্রয় বাটীকা করিতে পারিতেছি না। তাহাদের লেখা পড়া ও ধর্ম্মশিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারিতেছি না, তখন কেমন করিয়া আশা করিতে পারি যে পরে সংশোধন করিয়া লইব। তার পর, ধর্ম্মসাধন বড় শক্ত জিনিষ; যাঁহারা ধর্ম্মপিপাসু হইয়া আসেন তাঁহাদের কতজন সাংসারিকতায় ডুবিয়া যান; তখন যাহারা কেবল সংসার বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য আসিল, বিবাহের পর তাহারা নিজের সাংসারিকতায় ডুবিবেই তো অনেক সময় স্বামীকেও ডুবাইবে। এরূপ অসন্তোষজনক ফল একবারে বিরল নয়। তার পর দেখা উচিত আমরা এই সব বিধবার বিবাহ দিতে পারিব কি না। এখন ব্রাহ্মসমাজে পাত্রীর বড় একটা অভাব নাই। ব্রাহ্মের মেয়ের রীতিমত শিক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা ও সুবিধা বেশী। ব্রাহ্মের মেয়েকে বিবাহ করিলে আপদ বিপদের সময় দুই দশ মাস তাহার বাপের বাড়ীতে রাখিতে পারা যায়। এমন অবস্থায় অতি অল্প লোকই অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিতা ও নিরাশ্রয়া বিধবাকে বিবাহ করিতে অগ্রসর হইবে। সুতরাং আশ্রিতা বিধবার সংখ্যা দিন দিন বাড়িতে থাকিবে। কিন্তু বিবাহার্থিনী বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর নহে, ইহাতে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অধঃপতনের যতগুলি কারণ, ধর্ম্মের জন্য আসে নাই এমন লোককে আশ্রয় প্রদান তাহাদের অন্যতন। তাই বলিতেছি যতদিন আমরা বিধবাদের জন্য একটী আশ্রয়-বাটীকা স্থাপন ও তাহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতে অসমর্থ, ততদিন আশ্রয় দিয়া তাহাদিগকে বিড়ম্বিত ও ব্রাহ্মসমাজকে বিপদগ্রস্ত করা কখনই বিধেয় নহে। উপসংহারে বক্তব্য এই, কেহ যেন আমাকে বিধবা-বিবাহের বিরোধী মনে না করেন; আমি বিধবা বিবাহের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। বিধবা ভগিনীগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি জানি তাঁহারা নিরাশ্রয়া, দেশাচার প্রপীড়িতা; তাঁহাদের মুখপানে তাকায় এমন লোক দেশে খুব কম, নহিলে এতদিনে তাঁহাদের দুর্দ্দশা ঘুচিত। তাঁহারা আমার প্রিয়, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ প্রিয়তর। তাঁহাদের মুখ চাহিয়া প্রিয়তর ব্রাহ্মসমাজ-শরীরে রোগ প্রবেশ করিতে দিতে প্রস্তুত নহি।

হবিগঞ্জ।<br>৬ই পৌষ

বিনয়াবনত<br>শ্রীপ্রতুলচন্দ্র সোম

## সংবাদ।

প্রতিনিধি—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভায় মফস্বল সমাজের প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত আছেন। শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু (বরিশাল ব্রাহ্মিকাসমাজ), পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী (মুলতান), পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন (জামালপুর), বাবু যদুনাথ রায় (রামপুরহাট), বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী (দারজিলিং), বাবু নিলাম্বর গুঁই (শিরাজগঞ্জ), ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় (ঢাকা), বাবু গুণাভিরাম বড়ুয়া (নওগাঁ), বাবু কেদারনাথ চৌধুরী (সিমলা হিল্‌স), বাবু অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় (ধুবড়ি), বাবু সাতকড়ি দেব (কোন্নগর), বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (কুমারখালি), বাবু ভুবনমোহন সেন (ফরিদপুর), বাবু

শশীভূষণ সেন (গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর), বাবু মধুসূদন রাও (কটক), বাবু কৃষ্ণদয়াল রায় (রংপুর), বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস (জলপাইগুড়ি), বাবু রাজচন্দ্র চৌধুরী (সিলং), বাবু চন্দ্রকুমার ঘোষ (গয়া), বাবু গুরুচরণ মহালানবিস (কাঁকীনিয়া,) পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (বাঘ্ আঁচড়া), বাবু বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় (মানিকদহ), বাবু সূর্য্যকান্ত রায় (কৃষ্ণনগর), বাবু শশীভূষণ বসু (মুরশিদাবাদ), বাবু শ্রীশচন্দ্র দে (ভবানীপুর), বাবু মধুসূদন সেন (বোয়ালিয়া), বাবু কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (শ্রীহট্ট), বাবু বীরেশ্বর সেন (বৰ্দ্ধমান), বাবু বারানসী চট্টোপাধ্যায় (বাঁকুড়া), বাবু সীতানাথ নন্দী (মজিলপুর), বাবু কেদারনাথ রায় (ভবানীপুর)

**বিশেষ উপাসনা**—গত ৪ঠা ফাল্গুন মঙ্গলবার বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কার্য্য গ্রহণ উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা ভারতের আশাস্থল একটী প্রকাণ্ড ধর্ম্মসমাজের নেতা; সমাজ সম্বন্ধীয় আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সমুদায় বিষয়ের পরিচালক। ইহার দায়িত্ব অতি গুরুতর। ঈশ্বর করুন্ যেন সভা সর্ব্বদা এই গুরুতর দায়িত্ব স্মরণ রাখেন।

**নাম করণ**—(১) গত ১২ই মাঘ আজিমগঞ্জের সবপোষ্টমাষ্টার বাবু ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্যা এবং তৃতীয় পুত্রের নামকরণ সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যার নাম পুণ্যপ্রভা ও বালকের নাম জীবনপ্রদীপ রাখা হইয়াছে। (২) ২৮এ মাঘ মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বাবু নীলমণিধরের কন্যার নামকরণ সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যার নাম নির্ম্মলা রাখা হইয়াছে। (৩) ১লা ফাল্গুন উক্ত স্থানে বাবু অভয়চরণ বসুর পুত্রের নামকরণ সম্পন্ন হইয়াছে। বালকের নাম ভূপেন্দ্রনাথ রাখা হইয়াছে।

**হিত সাধক মণ্ডলী**—গত ১৪ই ফাল্গুন শুক্রবার হিতসাধক মণ্ডলীর উদ্যোগে ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগির মহাশয়ের বাসায় জাহাজের খালাসীদিগের একটী সমিতি হইয়াছিল। ন্যূনাধিক চল্লিশ জন খালাসী উপস্থিত ছিল; অধিকাংশই চট্টগ্রাম নিবাসী। বাদ্য, সঙ্গীত, ভোজের বাজি ও ছায়াবাজি দ্বারা এই দরিদ্র ভ্রাতাদিগকে সুখী করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। তৎপরে ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করা হয়। সর্ব্বশেষে জলযোগ করাইয়া সভা ভঙ্গ হয়। উদ্যোগ কর্ত্তাগণ সকলের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

**মেদিনীপুর**—ইতিমধ্যে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করেন। ২৪এ মাঘ শনিবার উদ্বোধন হয়, রবিবার প্রাতে ও রাত্রিতে উপাসনা হয়। সোমবার ও মঙ্গলবার নগরস্থ পাহাড়ীপুর নামক অপর একটী স্থানে উৎসব হয়। "হরিদাসের জীবন চরিত" সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রদত্ত হয়, তাহা শ্রোতৃবর্গের অতিশয় হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছিল। বুধবার পাহাড়ীপুর হইতে নগরকীর্ত্তন বাহির হইয়া বড়বাজারের ভিতর দিয়া সমাজে গমন করে এবং রাত্রিতে উপাসনা হয়। ১লা ফাল্গুন শনিবার সাধারণ পুস্তকালয়ে "বিশ্বাস ও সন্দেহবাদ" সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। রবিবার প্রাতঃকালে গোপগিরিতে ব্রহ্মোপাসনা হয়। এতদ্ব্যতীত কোনকোন ব্রাহ্মপরিবারে উপাসনা হয়।

**ব্রহ্মবিদ্যালয়**—গত ৮ই ফাল্গুন শনিবার হইতে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য পুনরারম্ভ হইয়াছে এই উপলক্ষে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় "জ্ঞান ও ধর্ম্ম" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। বর্ত্তমান বর্ষের জন্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রথম শ্রেণীর, বাবু সীতানাথ দত্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপনার ভার লইয়াছেন। উপাসনামন্দিরে প্রতি শুক্রবার অপরাহ্ণ ৫॥০ঘটিকার সময়ে প্রথম শ্রেণী, শনিবার অপরাহ্ণ ৪ঘটিকার সময়ে দ্বিতীয় শ্রেণী ও রবিবার মধ্যাহ্ণ ১২টার সময়ে তৃতীয় শ্রেণীর অধিবেশন হয়। উচ্চতর শ্রেণীর রীতিমত অধ্যাপনার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। ছাত্রগণ প্রতি শনিবার ৬ ঘটিকার সময় মিলিত হইয়া ধর্ম্মালোচনা করিবেন এরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত পাঠ্য স্থিরীকৃত হইয়াছে:—প্রথম শ্রেণী—(১) *Parker's Discourse*, (২) *Roots of Faith*, (৩) "পরকাল ও জাতিভেদ" বিষয়ক বক্তৃতা, (৪) ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান, (৫) ধর্ম্মসাধন। দ্বিতীয় শ্রেণী—(১) ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা, (২) ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, (৩) চিন্তাকণিকা, (৪) ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান, (৫) সাধনবিন্দু। তৃতীয় শ্রেণী—(১) ধর্ম্মশিক্ষা, (২) ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার, (৩) ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান, (৪) মহৎজীবনের আধ্যাত্মিকাবলী, (৫) কুমুদিনী চরিত।

**দানপ্রাপ্তি**—ধর্ম্মশিক্ষা কমিটির সম্পাদক আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত দান স্বীকার করিতেছেন:—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫০্, ব্রাহ্মসমাজের জনৈক হিতৈষী ২০্, বাবু শিবচন্দ্র দেব ৫্, ৺যোগেশচন্দ্র ঘোষ ৫্, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল ৩্, মিসেস্ বি, এল গুপ্ত ২্, বাবু শশীভূষণ সেন ১্, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র "মহম্মদ চরিত" ২ খণ্ড, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত "ধর্ম্মসাধন" ১০খণ্ড, বাবু ভুবনমোহন রায়—"মহাপুরুষ জীবনী" ১ খণ্ড। অঙ্গীকৃত দান—ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় ৭্, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ১্।

**বরাহনগর**—আগামী ৫ই ও ৬ই মার্চ্চ বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের ২০শে সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে। ঐ স্থানে ৬ই মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্ণে ২৪ পরগনাস্থ বান্ধব সমিতির এক অধিবেশন হইবে। বৈকালে বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বি, এ "সংসার ও সন্ন্যাস" বিষয়ে বক্তৃতা দিবেন। ব্রাহ্মসাধারণকে উক্ত উৎসবে যোগ দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা যাইতেছে এবং ২৪ পরগণাস্থ ব্রাহ্মদিগের প্রতি বিশেষ অনুরোধ যে তাঁহারা উক্ত সভায় উপস্থিত হন।

---

## সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত নিয়মাবলী।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুদ্রিত নিয়মাবলী পুস্তকের নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছে। অতি শীঘ্র আবার

পরিবর্ত্তনাদি হইবে, এই জন্য সাধারণের অবগতির জন্য তাহা প্রকাশ করা গেল।

২। "অপরদিগে কোন সৃষ্ট" এই পদের পর "বস্তুকে"র স্থানে "বস্তু বা ব্যক্তিকে" "ঈশ্বর জ্ঞান কিম্বা" "এই পদের পর "ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য ঈশ্বর ও মানবাত্মার মধ্যবর্ত্তী জ্ঞান অথবা" এই কয়েকটী কথা বসিবে; এবং "উক্ত অর্থ সাহায্য......না" এই কয়েকটী কথা উঠিয়া যাইবে।

৩। "অনুমোদিত হইল" এই পদের পর "অধিকাংশের আপত্তি না থাকিলে" এই কয়েকটী কথা বসিবে।

৬। ১ম প্যারার "সভ্যশ্রেণী হইতে রহিত" এই পদের পর "করিবার......... করা হইবে" এই কয়েকটী কথার স্থানে "করা যাইতে পারিবে" এই কয়েকটী কথা বসিবে; এবং "অনাদায় থাকিলে" ইহার পর "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের" এই পদের স্থানে "অধ্যক্ষ সভার" এই পদ বসিবে।

২য় প্যারার "চরিত্র সংঘটিত কোন" এই পদের পর "অতি" কথাটী উঠিয়া যাইবে; "দোষে লিপ্ত থাকেন" এই পদের পর "অথবা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সমাজের কোন অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়ম লঙ্ঘন করেন তাহা হইলে" এই কয়েকটী কথা বসিবে; "তাহাতে যদি তাঁহার" এই পদের পর "মূলসত্যে......প্রকাশ হয়" এই কয়েকটী কথা উঠিয়া গিয়া তাহার স্থানে "সম্বন্ধে আরোপিত দোষ সত্য বলিয়া প্রমাণ হয়" এই কয়েকটী কথা বসিবে, এবং "অধ্যক্ষ সভা তাঁহার নাম...................... রহিত হইতে পারিবে।" এই সমস্ত উঠিয়া গিয়া তাহার স্থানে "অধ্যক্ষ সভা উচিত বোধ করিলে পরের অধিবেশনে তাহার নাম রহিত করিতে পারিবেন।" এই কয়েকটী কথা বসিবে।

৮। ২য় প্যারাটী—"কর্ম্মচারীগণ এবং অধ্যক্ষ সভার...... থাকিতে পারিবেন না" সমস্ত উঠিয়া যাইবে।

১৩। এই নিয়মের পর এই প্যারাটী বসিবে "কর্ম্মচারীগণ এক বৎসরের জন্য মনোনীত হইবেন। বর্ষান্তে তাঁহারা পুনরায় মনোনীত হইতে পারিবেন। কিন্তু কোন কর্ম্মচারী একাদিক্রমে পাঁচ বৎসরের অধিককাল এক পদে থাকিতে পারিবেন না।"

২০। "অনধিক" শব্দের পর "৪০" স্থানে "৫০" হইবে। নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা এই নিয়মের পর বসিবে "অধ্যক্ষ সভার সভ্যগণ এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন।"

২২। যদিও নিয়মের কোন পরিবর্ত্তনাদি হয় নাই, ইহার সম্বন্ধে অধ্যক্ষ সভার এক প্রস্তাব হইয়া গিয়াছে। তাহা এই—

Resolved that the Representatives, elected for the first time by any Brahmo Samaj, be accepted by the General Committee of the Sadharan Brahmo Samaj at any time their names are forwarded to the Secretary to the Sadharan Brahmo Samaj.

২৮। এই নিয়মের পর এই প্যারাটী বসিবে "যদি কোন কারণ বশতঃ অধ্যক্ষ সভার সমস্ত সভ্য কিম্বা অধিকাংশ সভ্য এক সময়ে কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, কিম্বা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন বিশেষ অধিবেশন অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিয়োগ করিতে পারিবেন; কিন্তু এ প্রকার নিয়োগ অন্য এক অধিবেশনে অনুমোদন না হওয়া পর্য্যন্ত সভা সংগঠিত হইবে না; এই দুই অধিবেশনের মধ্যে অন্ততঃ এক মাস ব্যবধান থাকা কর্ত্তব্য।"

২৮ নিয়মের পর এই কয়েকটী নূতন নিয়ম হইয়াছে "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের মধ্যে যদি কোন বিষয় লইয়া বিপদ উপস্থিত হয়, বা যে বিবাদে অন্ততঃ প্রতিবাদী পক্ষ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য, তাহার বিচারের জন্য অধ্যক্ষ সভা সময়ে সময়ে যতদূর সম্ভব এক বা ততোধিক কমিটি স্থাপন করিবেন। এই কমিটি যে কোন সভ্যের অসদাচরণের অনুসন্ধান ও তাহার সংশোধন বা শাসনের জন্য উপায়ও অবলম্বন করিবেন। এই কমিটির নাম সামাজিক কমিটি হইবে। এই কমিটি পরিচালনের নিয়মাবলী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মতি সাপেক্ষ। এই কমিটি যাহা সিদ্ধান্ত করিবেন, কিম্বা যেস্থলে কমিটির পুনর্ব্বিচার হইতে পারে সে স্থলে পুনর্ব্বিচারে যাহা সিদ্ধান্ত হইবে, তাহা সভ্যদিগের অবশ্য প্রতিপাল্য বলিয়া গণ্য হইবে।"

৩১। "অধিবেশনের পর" এই কথার "এক" স্থানে "তিন" হইবে। এবং নিম্নলিখিত পদটী বসিবে "পূর্ব্ব বৎসরের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা নূতন কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা সংগঠন না হওয়া পর্য্যন্ত কার্য্য করিবে।"

৩৩। এই নিয়মের অন্তর্গত এই কয়েকটী নিয়ম হইয়াছে:—

1. The minster should be an *anusthanic* Brahmo of good moral character and a member of the Sadharan Brahmo Samaj. He must be formally appointed by the majority of the members of the local congregation.

2. The Prayer House and other properties, if there be any, belonging to the Samaj shall be entrusted to trustees formally appointed or to committees and individuals specially authorized for the purpose.

3. The thanksgivings, prayers, sermons, hymns &c, used in the Prayer House should be such as might keep in tact the fundamental principles of Brahmo Dharma and serve to promote love and devotion to God and good will among men.

4. The congregational worship should be held at least once a week.

5. The rules for the formation of the local congregation will be framed by the affiliated Samajes according to special local circumstances. But in no case a person whether male or female, less than 16 years of age and wanting in faith in the fundamental principles of Brahmo Dharma, shall be eligible to the membership of the congregation. The congregation must be composed of at least 5 members.

এই নিয়মে "যে যে সমাজ এই" ইহার পর "সকল" কথা বসিবে।

৩৬। এই নিয়মের "অন্ততঃ" কথার পর "১৫" স্থানে "২০" হইবে।

১৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারমুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে ১৮শে ফাল্গুন প্রকাশিত।

# তত্ত্ব-কৌমুদী

( পাক্ষিক পত্রিকা। )

৯ম ভাগ। ২৩শ সংখ্যা।

১লা চৈত্র, সোমবার, ১৮০৮ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৮।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩্
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

## পূজার আয়োজন।

তুমি সর্ব্বদা আমার চক্ষুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাক, আমি তোমায় দেখি না। তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে ফির, আমি তোমায় সম্ভাষণ করি না। তুমি আমার প্রাণ হইয়া আছ, আমি তোমাকে অনুভব করি না। তোমার উজ্জ্বলতা আমার অন্ধতা, তোমার অজস্র প্রেম আমার কৃতঘ্নতা পাষণ্ডতা দেখিয়া আমার হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। এত যদি ভাল বাস, তবে ভালবাসাও না কেন? আমার ক্ষুদ্র জীবন যেমন তোমার জীবন-সাগরে ডুবিয়া আছে, আমার চক্ষু তেমনি তোমার রূপে মুগ্ধ হইয়া থাক্, আমার হৃদয় তোমার প্রেমে মগ্ন হইয়া থাক্, আমার ইচ্ছা সর্ব্বদা তোমার মঙ্গলেচ্ছার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া থাক্।

---

কোন্ কবি তোমার প্রেমের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতে পারে? তোমার প্রকৃত প্রেমলীলার কাছে কল্পনা হার মানে। তোমাকে চিনিতাম না, তাই তোমার প্রেমে বিশ্বাস করিতাম না, এখন তোমার পরিচয় পাইয়া, তোমার নিত্য অবিশ্রান্ত প্রেম দেখিয়া, অবাক্ হইয়া গিয়াছি। তুমি কেন এত ভাল বাস? বাস্তবিক আমি ইচ্ছা করি না যে তুমি এত ভাল বাস। আমি তোমায় ভাল বাসি না, তুমি অবিশ্রান্ত ভাল বাস, ইহা আমার ভাল লাগে না। তোমার প্রেম আমার কাছে দারুণ ভার বোঝা বলিয়া বোধ হয়। তোমার প্রেমের ভার সময়ে সময়ে আমার অসহ্য অবহনীয় হইয়া উঠে। তুমি আমাকে প্রেমিক করিয়া এই ভার বোঝা কমাইয়া দেও। তোমার প্রেমের প্রতিশোধ করিতে পারিব না জানি, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র প্রাণে যত টুকু প্রেম আছে, তত টুকু তোমাকে দিতে পারিয়াছি, ইহা ভাবিতে পারিলেও আমার যন্ত্রণার অনেক লাঘব হয়।

---

সর্ব্বদা তাঁহাকে কাছে খুঁজিতে হইবে, দূরে গিয়া কোন ফল নাই। কাছে যদি তাঁকে না পাও, দূরে গিয়াও পাবে না। গৃহমধ্যে খুঁজিয়া দেখ, এখানে তাঁহার পদচিহ্ন, তাঁহার আবির্ভাব, দেখিতে পাও কি না। প্রাণের মধ্যে খুঁজিয়া দেখ, এখানে প্রাণস্বরূপকে পাও কি না। তিনি দূরে থাকিলে নিশ্চয়ই কাছেও আছেন। যদি গৃহ মধ্যে দেখিতে না পাও, প্রাণ মধ্যে দেখিতে না পাও, জানিবে ইহা চক্ষুর দোষ, স্থানের দোষ নহে। চক্ষু পরিষ্কৃত না হইলে যেখানেই যাও, কোথাও তাঁর দেখা পাবে না। চক্ষু ফুটিলে যেখানে সেখানেই তাঁর দেখা পাবে। কিন্তু চক্ষু ফুটাইবার জন্য দূরে যাইতে হয় না, ঘরে বসিয়া সাধন করিতে হয়।

---

কখন কখন মনে হয়, যদি চৈতন্যের সময়ের লোক হইতাম, যদি ঈশার সময়ের লোক হইতাম, তবে কত ভক্ত হইতাম! ভগবান ইহাঁদের সঙ্গে কি অদ্ভুত প্রেমলীলাই করিয়াছেন, দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতাম, তাঁহাদের ভক্তিস্রোতে ভাসিয়া যাইতাম। আবার মনে হয়, তা নয়, আমি যা, তা লইয়া যদি তখনকার লোক হইতাম, তবে এখন যাহা আছি, হয় ত তখনও তাহাই হইতাম। হয় ত বৈষ্ণব-বিরোধী পাষণ্ডী, খৃষ্ট-বিরোধী ফ্যারিসীদের সঙ্গে যোগ দিতাম। তত দূর না হউক, হয়ত সেই ভক্তিস্রোতের নিকট দাঁড়াইয়া ও শুষ্ক কঠোর সাধনহীন হইয়া থাকিতাম। ভগবানের প্রেমলীলা তো এখনো ঘরে ঘরে হইতেছে, বিধানের স্রোত তো এখনো বহিতেছে, এই সম্প্রদায়ের ভিতরে থাকিয়া যে আমি শুষ্ক, সাধনহীন, পাষণ্ড, ইহা অবস্থার দোষে নহে, আমার নিজেরই দোষে। আমি সাধন-পরায়ণ হইলে এখনই ঈশার জীবন্ত বিশ্বাসবাণী শুনিতে পারি, বৈষ্ণবগণের মধুর সঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনি শুনিতে পারি, চৈতন্যের উন্মত্ত নৃত্য দেখিতে পারি।

---

স্বর্গীয় ভক্ত সাধুদের নামে সকলেই মস্তক অবনত করেন, সকলেই বিগত মহত্ত্বের সম্মান করেন। কিন্তু এরূপ আপাত-সাধুভক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যেই আবার এমন কতকগুলি লোককে দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা জীবিত সাধুদের প্রতি, এবং সাধারণতঃ সাধুতার প্রতি আস্থাবান্ নহেন। তাঁহাদের মুখে মৃত সাধুদের প্রশংসা শুনিলে বোধ হয় যদি তাঁহারা তাঁহাদের সময়ে থাকিতেন তবে পরম শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাঁহাদের

কথা শুনিয়া জীবনের উন্নতিসাধন করিতেন। কিন্তু এরূপ ব্যক্তিদিগের বর্ত্তমান জীবনে ভগবৎ কথা শ্রবণ, ধর্ম্মালোচনা, পুস্তক পাঠ প্রভৃতির অভাব দেখিয়া সে ধারণা চলিয়া যায়। জগতে এখন সাধুর অভাব নাই, ভক্তের অভাব নাই, গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ সদ্‌গ্রন্থের অভাব নাই। যিনি এই সমুদায়কে সম্মান করেন না, এই সমুদায়ের সাহায্য গ্রহণ করিয়া জীবনের উন্নতি করেন না, তিনি এখন মুখে যাহাই বলুন, তিনি স্বর্গীয় মহাত্মাদিগের সময়ে জীবিত থাকিলে তাঁহাদিগকেও সম্মান করিতেন না। প্রকৃত সাধুভক্তি, সাধুতার প্রতি আস্থা, যাঁর হৃদয়ে আছে, তিনি সর্ব্বদা শিষ্যভাবাপন্ন, তিনি নিত্য-শিক্ষার্থী, তাঁর সাধু কেবল পরলোকে নহে, কেবল ইহলোকের দূরদেশেও নহে, তাঁর সাধু আশে পাশে; ঘাটে পথে, তিনি গুরুর অভাব, সৎশিক্ষার অভাব, কখনও অনুভব করেন না।

# সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রস্তাব।

## আত্মানাত্ম-বিবেক

আত্মা বিস্তৃতিশালী বস্তু নহে, কোন বিশেষ দেশখণ্ডে আবদ্ধ বস্তু নহে, এবং দেশ এবং দেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী সমুদায় বিষয় আত্মার অন্তর্গত—আমরা গত বারে "আত্মতত্ত্ব" শীর্ষক প্রস্তাবে অন্যান্য কথার সঙ্গে এই কথাটী বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কথাটী সত্য হইলেও লৌকিক ধারণা ও বিশ্বাসের বিরোধী, এবং ইহা বুঝা ও ধারণা করা অতীব কঠিন। সুতরাং আমরা নানা যুক্তি ও উদাহরণ দ্বারা ইহা আরও স্পষ্টতররূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আত্মানাত্ম-বিবেক ব্রহ্মজ্ঞানের সুপ্রশস্ত দ্বার। উজ্জ্বল ব্রহ্মজ্ঞানার্থীর পক্ষে ইহা একান্ত প্রয়োজনীয়।

আত্মা জ্ঞানবস্তু, আত্মা আর জ্ঞান একই কথা; জ্ঞানই আত্মার লক্ষণ, জ্ঞানই আত্মার প্রাণ, আত্মা জ্ঞানরূপী; সুতরাং যাহা কিছু জ্ঞানের বিষয়ীভূত, জ্ঞানের অন্তর্গত, তাহাই আত্মার অন্তর্গত,—আশা করি, পাঠক এই যুক্তিটী বুঝিতে পারিয়াছেন। শরীর, কাগজ, কলম, দোয়াত, টেবল, গৃহ, প্রাঙ্গন এই সমুদায়কে আত্মার পক্ষে বাহিরের বস্তু বলিয়া বোধ হয়, এই সমুদায়কে আমরা বাহ্য বস্তু বলি, অনাত্মবস্তু বলি, আত্মা হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সমুদায় অনাত্ম বস্তু নহে, এই সমুদায়ই জ্ঞানরূপী আত্মার অন্তর্ভূত। এই সমুদায় যে আত্মা হইতে স্বতন্ত্র স্বাধীন নহে, আত্মারই অন্তর্গত, অঙ্গীভূত, ইহাদের লক্ষণ করিতে গেলে এই কথা আরও স্পষ্টতররূপে বুঝিতে পারা যায়। একটী ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় লইয়া ইহার লক্ষণ কর, দেখিবে ইহার সমস্ত লক্ষণই আত্মা-সাপেক্ষ। ইহার এমন কোন লক্ষণই নাই, যদ্দ্বারা ইহাকে আত্ম-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া বোধ হয়। হস্তস্থিত কলমটীর বিষয় কি জানি? জানি ইহা বর্ণ, বিস্তৃতি, কঠিনতা, মসৃণতা প্রভৃতি লক্ষণ যুক্ত একটী বস্তু। এই সমস্ত লক্ষণেই ইহার অস্তিত্ব; এই সমস্ত লক্ষণ না থাকিলে ইহার অস্তিত্বই থাকিত না। কিন্তু এই সমস্ত লক্ষণই জ্ঞান-সাপেক্ষ, জ্ঞানরূপী আত্মার অধীন। "বর্ণ" অর্থ যাহা দেখা যায়, দৃষ্ট বিষয়, অর্থাৎ দ্রষ্টারূপী আত্মার বিষয়ীভূত, অন্তর্গত। "অদৃষ্ট বর্ণ" অর্থাৎ "অদৃষ্ট দৃষ্ট বিষয়" একটী স্ববিরোধী অসঙ্গত কথা। তেমনি "কঠিনতা" ও মসৃণতা"র অর্থ স্পৃষ্ট বা অনুভূত বিষয়, অর্থাৎ স্পর্শকারী বা অনুভবকারী আত্মার বিষয়ীভূত, অন্তর্গত। "অস্পৃষ্ট বা অননুভূত কঠিনতা ও মসৃণতা" স্ববিরোধী অসঙ্গত কথা। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়সমূহের যাবতীয় লক্ষণ সমস্তই জ্ঞানসাপেক্ষ, জ্ঞানাধীন। যখন ইন্দ্রিয়-বিষয়সমূহ প্রত্যক্ষ করি, তখন ইহারা প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়রূপে আত্মার অন্তর্ভূত; যখন ইহাদিগকে স্মরণ করি, তখন ইহারা স্মৃতির বিষয়রূপে আত্মার অন্তর্ভূত; যখন ইহাদিগকে কল্পনা করি, তখন ইহারা কল্পনার বিষয়রূপে আত্মার অন্তর্ভূত। কাজেই বলি, ইহারা আত্মার অঙ্গীভূত, আত্মা হইতে অস্বতন্ত্র। ইহাদিগকে আত্মা হইতে স্বতন্ত্র স্বাধীন ভাবিতে গিয়া, ইহাদিগের অনাত্মত্ব প্রতিপন্ন করিতে গিয়া, কেবলই আত্ম-প্রতারিত, কেবলই বিড়ম্বিত, হইতে হয়। এ স্থলে পাঠককে এই পত্রিকায় পূর্ব্ব-প্রকাশিত "বিশ্বাসের দার্শনিক ভিত্তি" শীর্ষক সাতটী প্রস্তাব, বিশেষতঃ প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যক প্রস্তাব পাঠ করিতে অনুরোধ করি। উক্ত প্রস্তাবদ্বয়ে রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি এক একটী বিষয়কে পৃথক্‌ভাবে লইয়া দেখান হইয়াছে যে, ইহারা আত্মার অনুভব মাত্র; ইহাদের স্বতন্ত্র আত্মা-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব অসম্ভব। পরবর্ত্তী প্রস্তাববিশেষে দেখান হইয়াছে যে কোন কোন দার্শনিক এই সমুদায়ের কারণরূপী যে একটী জড়শক্তি কল্পনা করেন, সেই কল্পিত শক্তিতে ইহাদের কোন ব্যাখ্যাই হয় না সুতরাং উক্ত শক্তি কল্পনা একান্তই অনাবশ্যক।

অতএব ইহা বুঝিতে পারা গেল যে, দেশ এবং দেশান্তর্গত বস্তুসমূহ আপাততঃ অনাত্ম বস্তু বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহাদের মধ্যে অনাত্মার লক্ষণ কিছুই নাই। ইহাদের সমুদায় লক্ষণই আত্মা-সাপেক্ষ; ইহারা আত্মারই অন্তর্ভূত অঙ্গীভূত বস্তু। সুতরাং জ্ঞানরূপী আত্মা দেশগত জগৎকে জ্ঞাত হইতে গিয়া প্রকৃতপক্ষে কাহাকে জ্ঞাত হয়? কোনও অনাত্মবস্তুকে জ্ঞাত হয় না, আত্মাকেই জ্ঞাত হয়, অদ্ভুত বিচিত্রতাপূর্ণ অধ্যাত্ম জগতকেই জ্ঞাত হয়। মনে কর পাঠক, তুমি কোন উচ্চভূমির উপর বসিয়া দেশগত জগতের কিয়দংশ দেখিতেছ। এই জগদংশ আকাশ, বৃক্ষ লতা, জীব জন্তু, গৃহ, রাজপথ প্রভৃতি বিচিত্র বস্তুতে পরিপূর্ণ। এই বিচিত্রতাপূর্ণ জগদংশকে আপাততঃ তুমি অনাত্মবস্তু বলিয়া ভাবিতেছ; কিন্তু দিব্য জ্ঞানচক্ষুতে চাহিয়া দেখ, তুমি যে জ্ঞানবস্তুকে তোমার আত্মা বলিতেছ, এই বিচিত্রতাপূর্ণ জগদংশ সেই জ্ঞানবস্তুর অন্তর্গত, অঙ্গীভূত, ইহার সহিত অবিভাজ্য, অভিন্ন, অস্বতন্ত্র। আকাশের যে দিকে তাকাও, সর্ব্বত্র এই বিচিত্রতাপূর্ণ জ্ঞানবস্তুরই প্রকাশ দেখিতে পাও। যে বস্তুকেই জান, প্রত্যেক বস্তুই এই জ্ঞানপদার্থের অন্তর্গত, অঙ্গীভূত। সুতরাং যাহাকে চলিতভাষায় জড়জগৎ অর্থাৎ অচেতন অনাত্ম

জগৎ বলা হয়, তাহা কেবল লৌকিক অন্ধবিশ্বাসের চক্ষেই জড় বা অচেতন; কেবল গভীরতাশূন্য ভ্রান্ত দার্শনিকের চক্ষেই অনাত্ম জগৎ; প্রকৃতপক্ষে, দিব্যজ্ঞানের চক্ষে, তাহা অধ্যাত্ম জগতেরই অংশীভূত, অঙ্গীভূত।

এ স্থলে দুটী প্রশ্ন উঠিতেছে—(১) এই যে অদ্ভুত বিচিত্রতাপূর্ণ জ্ঞানবস্তু, আত্মবস্তু, যাহাতে সমুদয় জ্ঞাতবস্তু অন্তর্নিবিষ্ট, যে জ্ঞানবস্তু প্রত্যেক দৃষ্টির সঙ্গে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কার্য্যের সঙ্গে, প্রত্যেক জ্ঞানকার্য্যের সঙ্গে, প্রকাশিত হয়,—ইহাকে আমার নিজ-আত্মা বলিতে পারি কি না? ইহা যখন আমাতে প্রকাশিত হয়, আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, তখন ইহাকে আমার আত্মজ্ঞান হইতে পৃথকরূপে ভাবিতে পারি না, ইহা আমার আত্মার অঙ্গীভূত হইয়া যায়, তখন নিজেকে জানা আর ইহাকে জানাতে কোন পার্থক্য থাকে না, তখন এক অবিভাজ্য জ্ঞান সম্বন্ধেই জানি, কোন ভেদজ্ঞান থাকে না। কিন্তু এই বিচিত্রতাপূর্ণ জ্ঞানপদার্থ সকল সময়ে আমার নিকট প্রকাশিত থাকে না; ইন্দ্রিয়কার্য্য বন্ধ করিয়া দিলে ইহা আমার জ্ঞানের ভূমি ছাড়িয়া চলিয়া যায়, অন্ততঃ অনেকাংশে চলিয়া যায়। তবে আর ইহাকে আমার নিজ-আত্মা বলিব কিরূপে? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিলেই দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদের বিরোধ মীমাংসিত হয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, এই যে বিচিত্রতাপূর্ণ বিশ্বরূপী জ্ঞান-পদার্থ, তাহা নিত্য কি অনিত্য? যখন আমরা ইহাকে জানি, কেবল তখনই কি ইহা বর্ত্তমান থাকে, অন্য সময়ে বিলুপ্ত হয়? তাহা হইলে ত ইহা আমাদের মনের অস্থায়ী অবস্থা মাত্র; তাহা হইলে মায়াবাদ বা সন্দেহবাদই ঠিক। পক্ষান্তরে, যদি ইহা নিত্য হয়, আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান অজ্ঞানের উপর নির্ভর না করে, তবে আধ্যাত্মিক ব্রহ্মবাদই সত্য। ক্রমশঃ এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

## ব্রহ্মদর্শন।*

বৈষ্ণবদিগের ভক্তমাল নামক গ্রন্থে একটী গল্প আছে। কোন স্থানে এক পরম বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার একটী অল্প বয়স্ক দৌহিত্র ছিল। ব্রাহ্মণের বাড়ীতে একটী বিগ্রহ ছিল, ব্রাহ্মণ প্রতিদিন যথাবিহিত ভক্তি সহকারে সেই দেবমূর্ত্তির অর্চ্চনা করিতেন। একবার ব্রাহ্মণ কোন কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গমন করেন। যাইবার সময় দৌহিত্রটীকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন, "ঠাকুরের সেবার যেন ত্রুটী হয় না। তুমি নিত্য পূজা করিবে এবং সন্ধ্যার সময় দুগ্ধ ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য ঠাকুরকে দিবে।" সরলমতি বালক মনে করিল ঠাকুর বুঝি সত্য সত্যই দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন। মাতামহ চলিয়া গেলে সে সন্ধ্যাকালে দুগ্ধের বাটী লইয়া ঠাকুর ঘরে গেল এবং ঠাকুরের সম্মুখে দুধের বাটী রাখিয়া বলিল "ঠাকুর দুধ খাও"। ঠাকুর নিরুত্তর, দুধ পান করিলেন না। বালক আরও আগ্রহ সহকারে বলিল "ঠাকুর দুধ খাও"। ঠাকুর তথাপি খাইলেন না। "তুমি আমার হাতে দুধ খাইবে না কেন?" বলিয়া বালক কাঁদিতে লাগিল। ঠাকুর তথাপি নিরুত্তর। অবশেষে বালক একখানি অস্ত্র লইয়া বলিল "দুধ খাও ত খাও নতুবা গলে ছুরি দিয়া মরিব।" এই বলিয়া সেই বালক গলে সত্যসত্যই ছুরি বসাইতে যায় অমনি সেই দেবমূর্ত্তি বাম হস্তে বালকের হাত ধরিয়া ও দক্ষিণ হস্তে দুগ্ধের বাটী তুলিয়া লইয়া পান করিতে লাগিলেন। এটী একটী আখ্যায়িকা মাত্র, কিন্তু ইহার মধ্যে একটী উপদেশ আছে। সে উপদেশটী এই, বিশেষ আগ্রহ ব্যতীত ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যায় না। এই আগ্রহের তারতম্য অনুসারেই আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে মানুষে মানুষে প্রভেদ হয়। তুমি আমি প্রতিদিন কত আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কথা শ্রবণ করিতেছি। সে সকল উপদেশ এক কর্ণ দিয়া প্রবেশ করে আর কর্ণ দিয়া বাহির হইয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসী ও অনুরাগী সাধকের কর্ণে তাহা পড়িলে অপূর্ব্ব ফল উৎপন্ন করে। তাঁহারা সেই সত্যের প্রমাণ নিজ আত্মাতে পাইবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন এবং গভীর ব্যাকুলতার সহিত সাধনে প্রবৃত্ত হন। আমরা প্রতিদিন শুনিতেছি ঈশ্বর "সত্যস্বরূপ, তিনি কল্পনা নহেন, তিনি সত্য পুরুষ," কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে এই সত্যস্বরূপকে আমি সাক্ষাৎ দেখিতে চাই; আমি শুনিয়া সন্তুষ্ট থাকিব না।

এই সত্যস্বরূপের বিষয় আমরা অনেক আলোচনা করিয়াছি, অদ্য তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় কি সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। সত্যস্বরূপকে কিরূপে হৃদয়ে দেখিতে পাইব? ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ চিরদিন এই প্রশ্ন করিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম এ প্রশ্নের কি উত্তর দেন? এ প্রশ্ন নূতন প্রশ্ন নহে। অতি প্রাচীন কালে উপনিষদকার ঋষিগণের মনে এই প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল এবং তাঁহারা ইহার উত্তর দিয়া গিয়াছেন। উপনিষদে আছে 'ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা, নান্যৈর্দেবৈ স্তপসা কর্ম্মণা বা। জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্ততস্তুতং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।' "এই সত্য পুরুষকে চক্ষের দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, বাক্যের দ্বারা বর্ণন করা যায় না, অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, তপস্যা বা ক্রিয়া কলাপের দ্বারা লাভ করা যায় না, বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা যাঁহার অন্তঃকরণের বৃত্তি পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে সেই ব্যক্তি যদি ধ্যানপরায়ণ হন তবেই সেই নিষ্কল পুরুষকে দর্শন করিতে পারেন।" এই বচনানুসারে বিশুদ্ধ জ্ঞানই ঈশ্বর দর্শনের প্রথম সোপান। জ্ঞানশব্দে এখানে বহুশাস্ত্র পড়িয়া যে জ্ঞান লাভ করা হয় তাহা বুঝিতে হইবে না। এই জ্ঞানের অপর নাম নিত্যানিত্যবিবেক। অর্থাৎ যে আত্মদৃষ্টি ও তত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে মানুষ অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল বস্তু সকলের মধ্যে নিত্য ও অপরিবর্ত্তিত বস্তু ধরিতে পারে তাহাই বিশুদ্ধ জ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ করিলে অন্তঃকরণের বৃত্তি পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ হইয়া যায়, কারণ এ জগতে মানব যত প্রকার কলুষে লিপ্ত হয়, অনিত্যকে নিত্য ও অসারকে সার ভাবাই তাহার প্রধান কারণ। যখন এই ভ্রান্তি ঘুচিয়

* উপাসনা মন্দিরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রদত্ত উপদেশ।

যায়, যখন নিত্য বস্তুর উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, তখন অসার ও অনিত্যের প্রলোভন হ্রাস হইয়া যায়। প্রকৃত জ্ঞান আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে সেই সত্যস্বরূপই একমাত্র সার ও নিত্য পদার্থ। জগৎ ও আত্মা তাঁহা হইতে প্রসূত এবং তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত। এই উভয়কে প্রকৃতরূপে জানিতে গেলেই তাঁহাকে জানিতে হয়, তাঁহাকে ছাড়িয়া ইহাদিগকে জানা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে কর কোন ব্যক্তিকে যদি বলা যায় "পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছে তুমি সেই চন্দ্রের বিষয় চিন্তা কর, তাহার আকৃতি বিস্তৃতি প্রভৃতি এক একবার মনে মনে ভাব।" সে চন্দ্রকে ভাবিতে গেলেই দেখিতে পাইবে যে চন্দ্রের ভাব মনে আনিতে গেলেই সেই সঙ্গে চন্দ্রের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী আকাশের ভাব ও আসে। চন্দ্র-ভাবনার মধ্যে চন্দ্র আকাশস্থিত এ ভাবনাও অন্তর্নিহিত থাকে। সেইরূপ কোন বিশেষ ঘটনার বিষয় ভাবিতে গেলেও সেই সঙ্গেই কালের ধারণা করিতে হয়। আমরা বিগত মাঘোৎসবের সময় একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। যদি এখন সে ঘটনার বিষয় ভাবি, সেই ভাবনার মধ্যে কালের জ্ঞান ও অন্তর্নিহিত থাকে। পরিমিত জড় দেশকে আশ্রয় করিয়া থাকে এই জন্য জড়ের জ্ঞানের মধ্যেই দেশের জ্ঞান অন্তর্নিহিত থাকে, ঘটনা কালকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সুতরাং কালকে ছাড়িয়া ঘটনার জ্ঞান হয় না। সেইরূপ সেই আধার চৈতন্য পরমেশ্বরকে ছাড়িয়া কি জড় কি চেতন কাহারও প্রকৃত জ্ঞান হইতে পারে না। এই চরাচর বিশ্বের তিনিই প্রাণ। ভগবদ্গীতাতে আছে:—

"অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।

এই সমুদায় অন্তবিশিষ্ট পদার্থ সেই নিত্য আত্মার দেহস্বরূপ। একথার তাৎপর্য্য এই, দেহ যেমন আত্মা নয়, অথচ আত্মাই দেহের প্রাণ, আত্মার বিচ্ছেদে দেহের বিনাশ আত্মাই দেহের পরিচালক, সেইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর নয়, অথচ ঈশ্বরই ইহার প্রাণ ও পরিচালক। দ্বিতীয়তঃ আত্মা দেহে অধিষ্ঠিত কিন্তু কোন বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত তাহা কে বলিতে পারে? আত্মা কি অঙ্গুলির অগ্রভাগে অথবা বাহুতে, অথবা মস্তিষ্কে? কোথাও বিশেষভাবে বিদ্যমান নহে, অথচ সর্ব্বত্র বিদ্যমান। সেইরূপ সেই পরমাত্মাও এই ব্রহ্মাণ্ড দেহের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। এ কারণেও ব্রহ্মাণ্ডকে তাঁহার দেহস্বরূপ বলা যাইতে পারে। এই রূপে গূঢ় ভাবে নিমগ্ন হইয়া যতই চিন্তা করা যাইবে ততই দেখিতে পাইবে যে কি জড় কি চেতন উভয়েই তাঁহাতে আশ্রিত, কেহই স্বয়ম্ভু ও স্বতন্ত্র নহে। এই সত্য উজ্জ্বল জ্ঞান দ্বারা সুদৃঢ়রূপে ধরিতে পারিলে, ঈশ্বর দর্শনের প্রথম সোপান নিহিত হইল। জ্ঞান যাঁহাকে একমাত্র সার বলিয়া দেখিল, হৃদয় তাঁহার মঙ্গল ভাব দেখিয়া তাঁহাকে সর্ব্বোপরি প্রার্থনীয় বস্তু বলিয়া অনুভব করিয়া তাঁহাকে কামনা করিতে লাগিল। জ্ঞান বলিল "তুমি সারাৎসার" প্রীতি বলিল "তবে তুমি আমার হৃদয় সিংহাসনের সর্ব্বোচ্চ স্থানে উপবেশন কর।" হৃদয়ের যে এই একমুখীন প্রেম ইহাকে উপনিষদকার ঋষিগণ বরণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বিবাহস্থলে আমরা সচরাচর বরণ কথা ব্যবহার করি। কোন রমণী যখন কোন পুরুষকে পতিত্বে বরণ করেন, তখন কি দেখি? তখন দেখি যে জগতের লক্ষ লক্ষ পুরুষের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তিকে বাছিয়া লইলেন। সে নারী যেন বলিলেন—"কোটী কোটী পুরুষ থাক্, আমার জন্য তুমি, এবং তোমার জন্যই আমি। তোমাকে না পাইলে আমি সুখী হইব না।" ভক্তি-শালিনী মীরাবাই একটী সংগীতে বলিয়াছেন:—

মেরেতো এক গিরধর গোপাল দুসরা ন হায় কোই"

অর্থাৎ আমার একমাত্র ভগবান গিরিধর গোপাল, দ্বিতীয় কেহ নাই। অন্য লোকের অন্য অবলম্বন থাকিতে পারে, আমার আর কেহ নাই"। এইরূপে জ্ঞান যাঁহাকে "সত্যং" বলিয়া দেখিয়াছিল, হৃদয় তাঁহাকে "শিবং" বলিয়া প্রীতি করিল। জ্ঞান ও প্রীতি একত্র মিলিত হইলে, ইচ্ছা স্বতঃই তাঁহার পবিত্র ইচ্ছাতে নিমগ্ন হইতে চায়। তাঁহার ধর্ম্মনিয়ম দেখিয়া ও তাঁহার পুণ্যভাব অনুভব করিয়া তাঁহাতেই মগ্ন হয়। ইচ্ছা তাঁহাকে "সুন্দরং" বলিয়া তাঁহাতে মিলিত হইতে চায়। যখন জ্ঞান, প্রীতি, ইচ্ছা তিনই একভাবে অনুরঞ্জিত হয়, এক মন্ত্রে দীক্ষিত হয়, তখন সত্যস্বরূপের সত্যভাব প্রাণে ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইতে থাকে। আত্মা সেই সত্যস্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া চরিতার্থ হয়। সত্যস্বরূপের জ্যোতি প্রাণমধ্যে বিকীর্ণ হইয়া সমুদায় মলিনতা ও হীনতা বিদূরিত হইয়া যায় এবং মানব বাস্তবিকই পুণ্যময় জীবন লাভ করে।

---

## চিন্তা ও উপাসনা।

প্রকৃত উপাসনা ও প্রকৃত কবিতায় বড় সুন্দর সাদৃশ্য আছে। ফলতঃ গভীর উপাসনায় যেরূপ কবিত্বের বিকাশ হয়, তদপেক্ষা গভীরতর, বিশুদ্ধতর, উচ্চতর, কবিত্বের বিকাশ আর কুত্রাপি হয় না। গভীর ভাবের তরঙ্গে ভাসিয়া আত্মহারা হইয়া, অনুরূপ ভাষায় সেই ভাবের অভিব্যক্তিতেই প্রকৃত কবিতার উৎপত্তি। প্রকৃত কবিতা কেবল তখনই জন্মে যখন হৃদয় একটী ভাবের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া আত্মহারা হইয়া যায়, ভাবের বিষয়ের সঙ্গে ভাবুকের তন্ময়ত্ব ঘটে, কবির পৃথিবী, আকাশ পাতাল, স্বর্গ মর্ত্ত্য যখন সেই এক অবিচ্ছিন্ন ভাব সাগরে ডুবিয়া যায়। কিন্তু যখন কবির কল্পনার এই একাধিপত্য বিনষ্ট হইয়া যায়, এই আত্মহারা তন্ময় ভাব যখন তাঁহার চলিয়া যায়, কবি যখন তাঁহার কাব্যের বিষয়ীভূত পাঠক বা শ্রোতৃবর্গের সত্তা ও অল্লাধিক উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করেন, তখন কাব্য বাগ্মীতায় অবতরণ করে। কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব তখন বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তখনও কবিতায় লোকের প্রাণে বিবিধ ভাবের তরঙ্গ তুলিতে পারে, তখনও তাহাতে পাঠকের মন উত্তেজিত হইতে পারে, তখনও তাহাতে পাঠক বা শ্রোতার হৃদয়ে সুখ ও তৃপ্তি সঞ্চার হইতে পারে, কিন্তু তথাপি তাঁহাকে আর তখন প্রকৃত কবিতা বলা যায় না। কেবল ভাবের তাড়নায় যে কবিতার উৎপত্তি হয় না, হৃদয়ের ভাবের বোঝা নামাইবার জন্য প্রাণের টানে যে কবিতা লিখিত হয় না, কেবল মাত্র আপনার আরাম

লাভ নহে, কিন্তু অপরের তুষ্টি সাধনও যে কবিতার উদ্দেশ্য হয়, সে কবিতা কবিতা নহে। তাহা কোথাও বা বাগ্মীতা, কোথাও বা উপন্যাস।

উপাসনা সম্বন্ধেও ঠিক্ তাহাই সত্য। যে উপাসনায় স্বর্গ মর্ত্ত্য উপাস্য দেবতার সত্বা সাগরে ডুবিয়া না যায়, যে উপাসনায় কেবল হৃদয়ের আরামের জন্য হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাস ব্যক্ত না হয়, যে উপাসনায় ভগবানের জীবন্ত সত্বা উপলব্ধি না হয়, যে উপাসনায় শ্রোতৃবর্গের সত্বা প্রাণে উজ্জ্বল থাকে, যে উপাসনায় সমবেত সহোপাসকদিগের প্রাণ জাগ্রত করিবার ইচ্ছা ঘুণাক্ষরেও বিদ্যমান থাকে, সে উপাসনা উপাসনা নহে, বাগ্মীতা। সে উপাসনায় ভাবের গভীরতা থাকিতে পারে, সে উপাসনায় উত্তেজনার উন্মত্ত উচ্ছ্বাস থাকিতে পারে, তাহাতে চক্ষে জলধারা বহিতে পারে, এমন কি প্রাণের মধ্যেও একরূপ সুখ ও শান্তির সঞ্চার হইতে পারে, কিন্তু তথাপি তাহা প্রকৃত উপাসনা নহে। সে উপাসনা কোথাও বা কেবল বাগ্মীতা, আর কোথাও বা কেবল ঈশ্বর-চিন্তা।

ফলতঃ আমরা সচরাচর যে সকল উপাসনা করিয়া থাকি, ও যে সকল উপাসনায় যোগ দান করি তাহার অধিকাংশই উপাসনা নহে, ঈশ্বর চিন্তা মাত্র। কেহ কেহ এরূপ উপাসনাকে কাল্পনিক উপাসনা বলেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নিতান্ত কাল্পনিক ব্যাপার না ও হইতে পারে। ঈশ্বরের সত্বা, ঈশ্বরের প্রেম, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার শক্তি, তাঁহার পবিত্রতা প্রভৃতি উপাসক যে কল্পনা করিয়া লন তাহা না ও হইতে [illegible] বস্তুতঃ ব্রাহ্ম সাধারণের সম্বন্ধে ইহাই সত্য যে তাঁহারা এই সকল ভগবদ্‌গুণ কল্পনা করিয়া লইয়া তাঁহার উপাসনা করেন না। এরূপ উপাসনায় এই সকল গুণ সম্পন্ন পুরুষকে কেবল সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করা হয় না। শুষ্ক মরুভূমিতে বসিয়া যখন সুশীতল জলের শৈত্য ভাবি, অথবা পরলোকগত পিতা মাতার স্নেহ মমতার কথা ভাবিতে ভাবিতে যখন হৃদয় ভেদ করিয়া চক্ষুজল বর্ষণ করি, অথবা নির্জ্জন বিদেশে যখন সতী প্রণয়িনীর প্রেম-মুখ ও প্রেম সম্ভাষণ স্মরণ করিয়া হৃদয়ে আনন্দ লাভ করি, তখন ফলতঃ আমরা কোনও কাল্পনিক কার্য্যে রত হই না। জলের শৈত্য, মাতা পিতার স্নেহ মমতা, সতীর প্রেম, এ সকলই বাস্তব পদার্থ, ইহাদের বাস্তবতায় প্রাণের গভীর আস্থা আছে, এবং তাই বলিয়াই ইহাদের অনুপস্থিতিতে ইহাদের বিষয় ভাবিয়া প্রাণে বিবিধ ভাবের সঞ্চার হয়। ফলতঃ এই সকল চিন্তায় গভীর ভাবের সঞ্চার হওয়া আশ্চর্য্য নহে, গভীর ভাবের সঞ্চার অনেক সময় হইয়া থাকে। দারুণ নিদাঘে শীতের হিমানির কথা কেবল ভাবিতে ভাবিতে কাঁপান শীত অনুভব করা যাইতে পারে। এইরূপ ভগবানের সত্বা বর্ত্তমান না দেখিয়াও কেবল ভগবৎ চিন্তায় প্রাণে গভীর ভাবের তরঙ্গ ছুটিতে পারে; ছুটিয়া থাকে। কিন্তু ভগবৎ চিন্তায় যত কেন গভীর ভাবের সঞ্চার হউক না, প্রকৃত উপাসনার সঙ্গে তাহার প্রকৃতিগত পার্থক্য চিরদিন থাকিবে।

তবে প্রকৃত উপাসনা কি? ব্রাহ্মকে বলিয়া দিতে হইবে না যে ব্রহ্মের নিকটে উপবেশন করাই প্রকৃত উপাসনা। ঈশ্বর তো নিকটে আছেনই; তাঁহার সত্বা সাগরে এই নিখিল জগৎ তো চিরদিনই ডুবিয়া আছে; তাঁহাকে অতিক্রম করি সাধ্য কি? কিন্তু তিনি যদিও নিকটতম হইতে আরো নিকট, তথাপি আমরা সকল সময়ে তাঁহার সাক্ষাৎ সত্বা, তাঁহার এই নিকটতম নৈকট্য, উপলব্ধি করি না। এবং যখন তাঁহার কৃপাগুণে ও আমাদিগের ভাগ্যগুণে এই নিকটতম নৈকট্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই, যখন ঈশ্বর আছেন কেবল নহে, কিন্তু আমার সমক্ষে আছেন, ইটী হৃদয়ঙ্গম করি; যখন তাঁহার সত্বা আমাদের নিকট 'স্থানেতে এখানে, সময় এখন" হয়,—তখনই কেবল আমাদের প্রকৃত উপাসনা হয়। চক্ষে তখন জলধারা বহুক বা না বহুক, হৃদয়ে তখন ভাবের উচ্ছ্বাস উঠুক বা না উঠুক, মুখে তখন কথা ফুটুক বা না ফুটুক, তখন চক্ষু খুলিয়াই থাকি, আর মেলিয়াই থাকি,—তখন যে ভাবে, যে অবস্থায়, যেখানে থাকি না কেন, তখনই,—কেবল তখনই—আমাদের প্রকৃত উপাসনা হয়। কেবল তখনই ঈশ্বর তুমি" হন। বাগ্মীতা তখন পলায়ন করে। ভাষার আড়ম্বর তখন লয় পায়। ঈশ্বর যতক্ষণ "তুমি" না হন, ততক্ষণ উপাসক মণ্ডলী, শ্রোতৃবর্গ ইহাদের "তুমিত্ব" থাকে। যতক্ষণ তিনি তৃতীয় পুরুষ, ততক্ষণ ইহাঁরা দ্বিতীয় পুরুষ; কিন্তু যাই তিনি "তুমি" হইলেন, তখন এই সকল "তুমি" আপনা আপনি "তিনি" হইয়া যায়। তখন বাগাড়ম্বর দূরের কথা, মুখে কথা ফুটে ফুটে ফুটে না; তখন প্রাণে ভাবের উন্মত্ত উচ্ছ্বাস লয় পাইয়া, তাঁহার সান্নিধ্যে গভীরভাব গভীরতায় ডুবিয়া যায়; গভীর আনন্দ গভীরতর আনন্দে লীন হয়। তখনই কেবল প্রাণ ঈশ্বরের "তুমিত্ব" উজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে 'তুমি" বলিয়া সম্বোধন করে। এই উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা। এই উপাসনাই প্রকৃত কবিতা।

এই উপাসনা অতি কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই, ইহা বহু সাধন-সাপেক্ষ, সকল সময়ে সকলের ভাগ্যে এ উপাসনা হয় না। কিন্তু যখন না হয়, তখন ইহার অনুরূপ ভাষা ব্যবহার করা প্রার্থনীয় নহে। তখন এরূপ ভাষা ব্যবহার করিলে একপ্রকার কপটতা হয়, এবং তাহাতে আত্মার বিশেষ অকল্যাণ হইয়া থাকে। ঈশ্বরকে যতক্ষণ "তুমি" বলিয়া উপলব্ধি না করিয়াছি, যতক্ষণ তাঁহার বর্ত্তমানতা উজ্জ্বলরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়াছি, যতক্ষণ কেবল ঈশ্বর-চিন্তা হইতেছে, কিন্তু ঈশ্বরোপাসনা হইতেছে না, ততক্ষণ উপাসনার অনুরূপ ভাব প্রকাশ করা, উপাসনার অনুরূপ ভাষা ব্যবহার করা, ততক্ষণ দূরস্থ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ ভাবে সম্বোধন করা উচিত নহে; করিলে প্রকৃত পক্ষে অসত্যাচরণ করা হয়। কখনও কখনও দেখা গিয়াছে যে এক ব্যক্তি উপাসনা করিতেছেন, সুললিত ভাষায় সহোপাসকদিগের প্রাণে জীবন্তভাব ঢালিয়া দিতেছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহার ঈশ্বরোপাসনা হইতেছে না, ভগবদ্ বর্ণনা মাত্র হইতেছে। ভগবানের সত্বা ও লক্ষণ কেবল

ব্যাখ্যা করা হইতেছে মাত্র। কিন্তু এ বর্ণনায়ও ঈশ্বরকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করা হইতেছে। ইহা ভাল নয়। উপাসনা করিতে বসিলেই যে ঈশ্বরকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিতে হইবে তাহার কোনও অর্থ নাই। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত রীত্যনুসারে তাহা করা হয়; এবং তাহাতে অনিষ্ট ভিন্ন কোনও ইষ্ট সাধিত হয় না। যে দিন প্রাণে ঈশ্বরের বর্তমানতা উজ্জলরূপে দেখিলাম না, যতক্ষণ তিনি এখানে, ইহা জীবন্ত ভাবে জানিলাম না, ততক্ষণ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে সম্বোধন না করিয়া, ততক্ষণ তাঁহাকে তুমি না বলিয়া তিনি বলাই শ্রেয়, তাহাতে আত্মার সত্যনিষ্ঠা রক্ষিত হয়।

[ এই প্রবন্ধের ১৩শ পংক্তিতে "বিষয়ীভূত" এই কথার পর "ভাব ও পদার্থের সঙ্গে সঙ্গে আপনার" এই কথাগুলি বসিবে। ]

---

## হিন্দুযোগের দার্শনিক ভিত্তি।

তৃতীয় প্রস্তাব।

প্রকৃতি এবং পুরুষ বিভিন্ন, প্রকৃতিজাত মহৎ অথবা অন্তঃকরণই কেবল দুঃখযুক্ত হইতে পারে; আত্মা ভোক্তা নহে, কেবল দ্রষ্টা মাত্র, আপাততঃ যাহা আত্মার সুখ দুঃখ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা জবা পুষ্পের সান্নিধ্য হেতু স্বচ্ছ স্ফটিক-রাগবৎ অপ্রকৃত, এই জ্ঞানের অভাবই যে সাংখ্য মতে জীবনে দুঃখের মূল, এই জ্ঞান লাভই যে মোক্ষ-হেতু, ইহা আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাবে সংক্ষেপে দেখাইয়াছি। সাংখ্যকার এই মতের উপর প্রাণায়াম প্রভৃতি সমুদায় যোগানুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সেশ্বর যোগী পতঞ্জলিও এই দার্শনিক মত বিষয়ে কপিলের পদানুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। সাংখ্য মতে এই জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি লাভের আর কোনও উপায়ই নাই।

"নিয়তকারণত্বান্ন সমুচ্চয়বিকল্পৌ।"

অর্থাৎ জ্ঞানই মোক্ষলাভের যথাযথ উপায়, এবং মোক্ষলাভহেতু জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে সৎকর্ম্ম প্রভৃতি অপর কোনও উপায় অবলম্বনীয় নহে।

বেদ বিহিত ক্রিয়া কলাপে কপিলের আস্থা ছিল না; প্রত্যুত তাহা হইতেই বন্ধনের উৎপত্তি হয় একথাও তিনি বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। হিন্দু-শাস্ত্রের চন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি প্রাপ্তিতেও যে মুক্তি হয় না ইহাও সংখ্যকার অতি সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন। কারণ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির পরেও জন্মান্তর পরিগ্রহ সম্ভবপর। জন্মান্তর পরিগ্রহ হইতে মুক্তি লাভই প্রকৃত মোক্ষ; এবং অবিবেক যেমন দুঃখের তেমনি জন্মান্তর গ্রহণেরও মূল কারণ।

সাংখ্য দর্শনে মানুষের দুই প্রকার দেহের বর্ণনা আছে। একটী লিঙ্গ শরীর বা সূক্ষ্ম দেহ; অপরটী স্থূল শরীর। এই দ্বিবিধ শরীরের মধ্যে লিঙ্গ শরীরই আত্মার আপাত বন্ধনের মূল কারণ। কারণ লিঙ্গ শরীরই কেবল কর্ম্মফল ভোক্তা। এই লিঙ্গ শরীর পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং মহৎ ও অহঙ্কার গঠিত। ইহা অণুপরিমাণ। কিন্তু স্থূল শরীর পাঞ্চভৌতিক। এই শরীর পিতা মাতা হইতে লাভ করা যায়; কিন্তু সূক্ষ্ম অথবা লিঙ্গ শরীরের কর্ত্তা তাঁহারা নহেন। মৃত্যুতে স্থূল শরীর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু লিঙ্গ শরীর পাঞ্চভৌতিক নহে বলিয়া মৃত্যুতে তাহার ধ্বংশ হয় না। আত্মার মুক্তি সাধনোদ্দেশে এই লিঙ্গ শরীর ভিন্ন ভিন্ন স্থূল শরীরে গতায়াত করিয়া থাকে।

"পুরুষার্থং সংসৃতির্লিঙ্গানাং।"

পুরুষের জন্যই লিঙ্গ শরীর সকল গতায়াত করিয়া থাকে।

এই উদ্দেশ্য কি প্রণালীতে সংসিদ্ধ হয়, দুইটী সূত্রে সাংখ্যকার তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(১) জ্ঞানান্মুক্তিঃ।

অর্থাৎ লিঙ্গ শরীর বারম্বার জন্ম পরিগ্রহ করাতে পার্থিব জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা ক্রমে জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া আত্মার মোক্ষ সাধিত হয়।

(২) "বন্ধো বিপর্য্যয়াৎ।"

অর্থাৎ অবিবেক হেতু লিঙ্গ শরীর ভিন্ন ভিন্ন স্থূল শরীর ধারণ করাতে আপাত বন্ধন ঘটে।

এই দুই ভাবে লিঙ্গ শরীর আত্মার উদ্দেশে কার্য্য করে।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে সাংখ্য দর্শনের পঞ্চবিংশতিগণের উল্লেখ করিয়াছি। এই পঞ্চবিংশতিগণ মধ্যে প্রকৃতি এবং পুরুষ অনাদ্যনন্ত। অবশিষ্ট ত্রয়োবিংশতিগণের দ্বারাই মানবের উভয়বিধ দেহ রচিত হইয়া থাকে।

"তস্মাচ্ছরীরস্য।"

"তথা ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বাৎস্থূল সূক্ষ্মশরীরদ্বয়স্যারম্ভইত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ সেই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব হইতে স্থূল ও সূক্ষ্ম এই উভয়বিধ শরীরের উৎপত্তি, এবং এই উভবিধ শরীরের মধ্যে সূক্ষ্ম শরীর হইতে পার্থিব জীবনের উৎপত্তি।

"তদ্বীজাৎসংসৃতিঃ।"

সূক্ষ্ম শরীর পূর্ব্বোক্ত সপ্তদশগণ-গঠিত; সুতরাং তাহারাই একরূপ পার্থিব জীবনের মূল; এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বিবেক উৎপন্ন হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহারা সূক্ষ্ম দেহ উৎপাদন করিয়া থাকে।

"আবিবেকাচ্চ প্রবর্ত্তনমবিশেষাণাং।"

কারণ ততক্ষণ পর্য্যন্ত অবিবেকী আত্মার আপাত সুখ দুঃখ ও কর্ম্মফল ভোগ করা প্রয়োজন।

"উপভোগাদিতরস্য।"

এইরূপে নানাভাবে জ্ঞান লাভই যে মোক্ষ-হেতু ইহা প্রদর্শন করিয়া সাংখ্যকার এই জ্ঞান লাভের উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন।

---

# প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

## বর্দ্ধমান।

সপ্তবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রদত্ত উপদেশ ;—

ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে একটি সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। আখ্যায়িকাটি বলিবার পূর্ব্বে, জীবগোস্বামী মহাশয় ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধের একটি শ্লোকের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা বলা আবশ্যক। কারণ তাহাতে আখ্যায়িকাটি বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। শ্লোকটির উৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ লেখা আছে, যে পার্ব্বতী মহাদেবকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ যদি অনন্তই হইলেন, তবে আবার দেবকীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হইল, ইহা কিরূপ?" মহাদেব উত্তরে বলিলেন,

বিশুদ্ধ শব্দং বসুদেব শব্দিতং।
যদীয়তে তত্র পুমান্ অপাবৃতঃ॥

বসুদেব শব্দে অন্তঃকরণ। বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে যখন শ্রদ্ধার উদয় হয়, তখন অপাবৃত পুরুষ, অর্থাৎ যাঁহাকে কেহ আবরণ করিতে পারে না, তাঁহার প্রকাশ হয়। আখ্যায়িকা মধ্যে, দেবকী—শ্রদ্ধা ; নন্দ—আনন্দ স্থান,—যেখানে ভগবান বাস করেন সেই আনন্দ স্থান ; যশোদা সুকৃতি ; গো—ইন্দ্রিয় ; এবং গোষ্ঠ—ইন্দ্রিয় বিষয় সকল। এইরূপ ব্যাখ্যা লইয়া এখন আখ্যায়িকার বর্ণনা করি।

কৃষ্ণ বলরাম একদিন রাখালগণকে সঙ্গে লইয়া গোচারণে গিয়াছেন। ক্রমে অধিক বেলা হওয়াতে তাঁহাদের ক্ষুধার উদ্রেক হইল ; ক্ষুধা হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ রাখালদিগকে বলিলেন, "তোমরা ভিক্ষা করিতে যাও, আমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে।" শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পাইয়া রাখালগণ নগর মধ্যে ভিক্ষার্থ গমন করিলেন। সেখানে ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ করিতেছিলেন, তাঁহাদেরই নিকট ভিক্ষা চাহিলেন। ভিক্ষা চাহিবামাত্র ব্রাহ্মণেরা ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, "যজ্ঞের অগ্রেই কি ভিক্ষা দিতে হবে নাকি? তোরা দূর হ; কে তোদের কৃষ্ণ? তোদের ভিক্ষা দিব না।" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনেক ভৎ'সনা করিয়া ব্রাহ্মণেরা রাখালদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। কৃষ্ণের অপমানে রাখালগণ বড় আঘাত পাইয়া, বিষণ্ন মনে কৃষ্ণ বলরামের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাদিগকে সকল জানাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের বড় ক্ষুধা হইয়াছে, তিনি অপমান গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি প্রিয় রাখালদিগকে আবার বলিলেন "তোমরা এইবার ব্রাহ্মণীদের নিকট ভিক্ষার্থ যাও, দেখ ভিক্ষা পাও কি না।" রাখালেরা বলিলেন "আর আমরা ভিক্ষার্থ কোথাও যাইব না। আমরা মৃত্যু সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তোমার অপমান আমাদের সহ্য হইবে না।" শেষে শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে, তাঁহারা বিপ্রপত্নীদের নিকট ভিক্ষার্থ আবার গমন করিলেন। জীব যতদিন বদ্ধ থাকে, ভগবানের কৃপা সে জানিতে পারে না। বিপ্রপত্নীদের অন্তঃকরণ মুক্ত, তাঁহারা সে দয়া রোধ করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে ধমকাইয়া ভিক্ষা দিতে বারণ করিলেন, কিন্তু কে তাঁহাদের কথা শুনে? প্রাণের দ্বার যখন খুলিয়া যায় তখন কেহ কোন বাধা দিতে পারে না। বিপ্রপত্নীরা তাঁহাদিগকে অন্ন-ব্যঞ্জন দিতে গেলেন। স্রোতস্বতী যখন প্রবল বেগে ধাবিত হয়, তখন কোন বাধাই তাহার বেগ রোধ করিতে পারে না। ভগবানের দিকে প্রাণ যখন ধাবিত হয়, তখন কোন সাংসারিকতা সে বেগকে বাধা দিতে পারে না। এত জ্বালা, এত গঞ্জনা, কিছুই না মানিয়া তাঁহারা অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাড়াতাড়িতে তাঁহারা হয়ত বস্ত্র উল্টা করিয়া পরিধান করিলেন ; পায়ের অলঙ্কার হয়ত হাতে পরিধান করিলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইবার জন্য বাহির হইয়াছেন, এমন সময় এক বিপ্র তাঁহার পত্নীকে বলপূর্ব্বক গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখিল। কিন্তু ভগবানের দাসকে কি কেহ দেহের প্রাচীরের মধ্যে বদ্ধ রাখিতে পারে? পাঞ্চভৌতিক দেহ ভেদ করিয়া, আত্মা অমর ধামে গিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়। আর আর বিপ্রপত্নীদের পূর্ব্বেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি ভাগবতী তনু লাভ করিয়াছেন, পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া, ভাগবতী তনু ধারণ করিয়া, তিনি এখন ভগবানের সেবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। আর আর বিপ্রপত্নীরা সেখানে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। এখন তাঁহারা খাদ্য সামগ্রী সকল শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন ; শ্রীকৃষ্ণ আহার করিলেন। তৎপরে বিপ্রপত্নীদের প্রতি উপদেশ হইল, তোমরা গৃহে যাও, সেইখানেই আমাকে পাইবে। তখন বিপ্রপত্নীরা গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বিপ্রপত্নীরা ভাবে গদগদ হইয়া ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। যে অবস্থার জন্য কত যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র, বহুকাল তপস্যা করিয়া থাকেন, এই নারীরা এত শীঘ্র অনায়াসে সেই অবস্থা কিরূপে লাভ করিল? বিপ্ররা আশ্চর্য্য হইলেন। এ অবস্থা কোথা হইতে আসিল? এ যে পরাভাগ, মহাভাগ, কে ইহাদের এ অবস্থা আনিয়া দিল? ধিক্ আমাদিগকে ; ধিক্ আমাদের গুরূপদেশ, ধিক্ আমাদের বিদ্যায়। কেহ বলিলেন, চল আমরাও কৃষ্ণ বলরামের কাছে যাই। কিন্তু যাইবেন কিরূপে, পথে কংস আছে। নারীগণ অনায়াসে যে পথ দিয়া গিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণেরা কংসের ভয়ে সে পথ দিয়া যাইতে পারিলেন না। আখ্যায়িকায় এইরূপ অনেক কথা আছে, তাহা আর এখন বলিবার প্রয়োজন নাই।

এই সংসারে, মানুষকে সাংসারিকতায় এত ঘিরিয়া রাখে যে ভগবানের দিকে কোন মতে প্রাণ যায় না। পূজা অর্চ্চনা করিতেছেন, তবুও প্রাণ ভিজিতেছে না। বিষয় ভোগে প্রাণ মুগ্ধ হইয়া আছে। এইরূপ অবস্থায় মানব প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতে পারে না। ভগবানের কৃপা সর্ব্বদা আমাদিগের

নিকট আসিতেছে।' তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন। কৃষ্ণ বলরামের ন্যায় প্রত্যেক নর নারীর দ্বারে দ্বারে, তাহাদের প্রাণকে আকর্ষণ করিবার জন্য ফিরিতেছেন। এইরূপ ভিক্ষুকের ন্যায় আমাদের কাছে কতবার আসিতেছেন, আমাদের নিকট আহার চাহিতেছেন। আমরা যদি এই বিপ্রপত্নীদের মত 'অন্ন ব্যঞ্জন দিতে পারি তবে ধন্য হইয়া যাই। আমরা যদি বিপ্রপত্নীদের মত তাঁহাকে চিনিতে পারি তবে কৃতার্থ হইয়া যাই।

ভগবানের সেবা করিয়া, ভাগবতী তনু, মহাভাবের, পরাভাবের অবস্থা লাভ করিতে পারি। তিনি উচ্চৈঃস্বরে আমাদিগকে ডাকিতেছেন, আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, আমরা যদি তাঁহার সেই রব শুনি, শুনিয়া তাঁর দিকে ধাবিত হই, তাহা হইলে তিনি দীনের দুঃখ মোচন করেন, দীনের প্রতি কৃপা করেন। তাঁহার বংশীরব যখন আমাদের শ্রবণ পথে আসে, তখন প্রাণ উতলা হয়ে যায়। তখন আর বিষয় বাসনা মানবকে বদ্ধ রাখিতে পারে না। মানবাত্মা তখন "আমার প্রাণের হরি কোথায়" বলিয়া ব্যাকুল হইয়া সেই বংশীর দিকে ছুটিতে থাকে। বিষয় বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া প্রভু প্রভু বলিয়া ডাকিতে থাকে। আপনাদের নিকট শুধু ধর্ম্মের কথা বলি, ধর্ম্ম প্রচার করি, ইহাতে আমার প্রাণ কখনও বাঁচিবে না। আমাকে হরির কৃপা ধরিতে হইবে, তাঁহার বংশীরব শুনিতে হইবে, ভগবানের সেবা করিতে হইবে, তাঁহার দাসানুদাস হইতে হইবে। আমরা যদি সংসারের দাস, সংসারের কীট হইয়া থাকি, ভগবানের দিকে দৃষ্টি না রাখি, তবে হাজার পূজা অর্চনা করিলেও আমাদের প্রাণ সরস হইবে না।

অধিক কথা আর বলিব না। আমরা কি ভগবানকে ডাকিতে পারি? তিনি নিজে আমাদিগকে ডাকেন। মা সন্তানকে নিজে ডাকিয়া কোলে লন। সন্তান যখন খেলায় মত্ত থাকে, তখন সে নিজে কখনও মার কাছে যায় না। ডাকিয়া বলেন এস বাছা খাও, বলিয়া আহার দেন, আদর করেন। ভগবানও আমাদের লইয়া তাই করেন। আমাদিগকে তিনি নিজেই ডাকিয়া লন; আমাদের কি সাধ্য যে তাঁর কাছে যাই। বিপ্রপত্নীরা ভিক্ষুকদের কথা শুনিবামাত্র বুঝিলেন। আমাদের সেইরূপ তাঁহার বাণী শুনিতে হইবে, তাঁহার কৃপা ধরিতে হইবে। আপনারা আমাকে কৃপা করুন, প্রসন্ন হইয়া আশীর্ব্বাদ করুন, যেন বিপ্রপত্নীদের মত প্রভুর আহ্বান শুনিয়া, দৌড়িয়া, সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, তাঁহার কাছে যাইতে পারি।

---

# প্রেরিত পত্র।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী (শিলং)—আগামী বারে।

নগাঁও ও বাগেরহাট ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এবারে স্থানাভাবে প্রকাশিত হইল না।

## পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।—

বিগত ১লা মাঘের তত্ত্বকৌমুদীতে আমাদের স্বাক্ষরিত একখানি মুদ্রিত নিবেদনপত্র সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্যে যাহা লিখিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে যে কয়েকটী কথা আমাদের বলিবার আছে, তাহা নিম্নে ব্যক্ত হইল; অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা পত্রস্থ করিলে বাধিত হইব।

১। আপনাদের মন্তব্যে ইহা লিখিত হইয়াছে, যে, "পত্র-লেখকগণের অভিপ্রায় এই, পূর্ব্বোক্ত ছয়টী বিষয় যাহা বিজয় বাবুর নামে উক্ত হইয়াছে, তাহার বিষয় কেন অনুসন্ধান হইল না? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই সব কমিটির রিপোর্টেই প্রকাশ যে এ বিষয়ের বিচার হইয়াছে?" বিচার হইয়াছে এ কথা বলাতে আমাদের আসল কথা কি চাপা পড়িল না? আমরা জিজ্ঞাসা করি, কি বিচার হইয়াছে? সে বিচারে বিচার্য্য বিষয় কি ছিল? আমরা যে অনুসন্ধান ও বিচারের কথা বলিতেছি, তাহা সেই বিচার কিনা? কাঃ নিঃ সভা একটী বিচার্য্যের অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহা এই, বিজয় বাবু এখন কি কি বলেন ও করেন। এ বিষয়ের অনুসন্ধানান্তে সেই সমস্ত কথা একেবারে "অতীব আপত্তিযোগ্য এবং এতদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের গুরুতর অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, ভবিষ্যতে এ গুলিকে বাধা দিবার উপায় করুন।" এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কাঃ নিঃ সভা একেবারে দ্বিতীয় মন্তব্যে বিজয় বাবুর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়াছেন। বিজয় বাবু যে ছয়টী কথা বলিতেছেন, তৎসম্বন্ধে যে দুইটী প্রধান বিচার্য্য বিষয় তাহা দুর্ভাগ্যক্রমে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার দৃষ্টি পথে পতিত হয় নাই, তাহা এইঃ—১ম বিচার্য্য—বিজয় বাবু যে ছয়টী কথা বলিতেছেন, তাহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত কোন মূল সত্যের বা কোন লিপিবদ্ধ নিয়মের উপর আঘাত করিতেছে কিনা? ২য় বিচার্য্য—বিজয় বাবু যে ছয়টী কথা বলিতেছেন, তাহা সত্য কি অসত্য এবং তদ্দ্বারা মানবাত্মার মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা কি না?

প্রথম বিচার্য্যের অনুসন্ধান ও বিচার না করাতে কাঃ নিঃ সভা বিজয় বাবুর প্রতি অন্যায় করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় বিচার্য্যের অনুসন্ধান ও বিচারে প্রবৃত্ত না হওয়াতে সভা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার প্রাপ্ত সভার ন্যায় কার্য্য করেন নাই, প্রত্যুত সত্যানুসন্ধান বৃত্তিকে স্ফূর্ত্তি না দেওয়াতে প্রকারান্তরে তাহাকে নিরোধ করিয়াছেন।

এখন যদি সম্পাদক মহাশয় বলিতে চাহেন যে, পূর্ব্বোক্ত ছয়টী বিষয়ের বিচার হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া দিলে একান্ত বাধিত হইব, এবং আমাদের ভ্রম বিনীত ভাবে স্বীকার করিব।

২। সম্পাদকীয় মন্তব্যে আরো বলিয়াছেন যে, "এ সকল বিষয়ের বিচার কি পূর্ব্বে কখনও ব্রাহ্মসমাজে হয় নাই?" আমরা জানি পূর্ব্বে কখনও এ সকল বিষয়ের অনুসন্ধান বা

বিচার হয় নাই। সম্পাদক মহাশয় যদি জানিয়া থাকেন, যে, পূর্ব্বে এ সকল বিষয়ের বিচারানুসন্ধান হইয়াছে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে তাহা দেখাইয়া বাধিত করিবেন। ইহা দেখাইবার ভার ন্যায়তঃ তাঁহারই উপর।

৩। সম্পাদকীয় মন্তব্যে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে "গোস্বামী মহাশয় প্রচারক না থাকিলে কি এ সকল বিষয় অনুসন্ধানের পক্ষে কোন বাধা আছে? এ সকল অনুসন্ধানের পক্ষে তাঁহার প্রচারক পদে প্রতিষ্ঠিত থাকা যে অত্যাবশ্যক তাহার যুক্তি কি?"

ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে উল্লিখিত ছুটী বিচার্য্য বিষয়ের অনুসন্ধান ও বিচার না করিয়া বিজয় বাবুকে প্রচারক পদ হইতে প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ পূর্ব্বক অবসৃত হইতে দেওয়া আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে নিতান্ত অন্যায় বলিয়া বোধ হয়। বিজয় বাবু যে কারণে প্রচারক পদ পরিত্যাগ করিলেন, তাহা তাঁহার লেখা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক সভ্য আমার এই প্রচার দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাস প্রচারের হানি হইতে পারে আশঙ্কা করেন বলিয়া আমি উক্ত সমাজের সহিত বাহ্যিক সংস্রব পরিত্যাগ করিলাম।" তত্ত্ব-কৌমুদী, ১লা আষাঢ় ১৮০৮ শক, ৫৪ পৃঃ।

ইহা বলা বাহুল্য যে উপরে আশঙ্কার কথার উল্লেখ আছে, সে আশঙ্কা অমূলক কি সমূলক তাহা উপরিউক্ত ছুটী বিচার্য্য বিষয়ের বিচারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। অনেক স্থলে অকারণে আশঙ্কা উপস্থিত হয়। মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন পরব্রহ্মের পাদপদ্মে প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণের কথা ব্রাহ্মসমাজে প্রথম ব্যক্ত করিলেন, তখন চতুর্দ্দিকে ঘোর আন্দোলন ও আশঙ্কা উপস্থিত হইল। কতকগুলি ব্রাহ্ম তখনকার কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া বহুবাজারে স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন। কিন্তু অবশেষে উক্ত রূপ প্রয়োগ সকল সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বহুল প্রচার হইয়া পড়িল এবং আশঙ্কাও দূর হইল। ইংলণ্ড প্রদেশে পূর্ব্বে Inoculation ও Vaccination প্রবর্ত্তিত হইবার সময় ঘোর আন্দোলন, আশঙ্কা ও অত্যাচার উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু শেষে সমগ্রদেশে তাহা প্রচলিত হইল এবং আশঙ্কাও দূর হইল। বিজয়বাবুকে প্রচারক পদ হইতে অবসৃত করিয়া অনুসন্ধান ও বিচার চলিতে পারে। কিন্তু তাহাতে কার্য্যোৎসাহ ও তৎপরতার স্ফূর্ত্তি হইবে না, তাহাতে প্রাণ থাকিবে না, প্রবৃত্তি ও থাকিবেনা। আমরা তাহাতে বাধা আছে বলিয়া আপত্তি করি নাই, তাহাতে বিজয় বাবুর প্রতি অন্যায় ও অবিচার হইয়াছে, বলিয়া আপত্তি করিতেছি। শুদ্ধ অমূলক আশঙ্কা পরবশ হইয়া কাহারো দোষ সাব্যস্ত হইতে পারেনা, কাহাকেও পদ হইতে অবসৃত হইতে দেওয়া যাইতে পারে না।

৪। সম্পাদকীয় মন্তব্যে আরো উক্ত হইয়াছে যে, "যদি একজন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়া যান।" ইত্যাদি ইত্যাদি। এস্থলে যেরূপ আমূল পরিবর্ত্তনের কথা হইল, বিজয় বাবুর সম্বন্ধে সেরূপ আমূল পরিবর্ত্তনের নাম গন্ধ ও কাহারো মুখে এমনকি কাঃ নিঃ সভার মন্তব্যেও ইঙ্গিত করা হয় নাই। তিনি আজও ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য রহিয়াছেন এবং মফঃস্বলের স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজে আজিও সর্ব্বদাই আহূত হইতেছেন। বিজয় বাবুর বর্ত্তমান মত যাহা তাহা পাঠক বিগত ১লা শ্রাবণের তত্ত্ব-কৌমুদীতে প্রকাশিত বিজয় বাবুর "সাধারণের নিকট নিবেদন" নামক প্রেরিত পত্রে দৃষ্টি করিবেন। বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের মতের সঙ্গে তাঁহার মতের যে কোন বিশেষ প্রভেদ নাই, তাহাও তাহাতে দৃষ্টি করিবেন। সুতরাং এরূপস্থলে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর দৃষ্টান্ত আদৌ প্রয়োগ হইতে পারে না; তাহা স্বতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে।

৫। উক্ত মন্তব্যে আরো উক্ত হইয়াছে "এই গুলিকে (উক্ত ছয়টী বিষয়কে) পত্র লেখকগণ নিজেরাই নূতন বলিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহাদের বিশ্বাসেই এগুলি ব্রাহ্মসমাজের চিরাবলম্বিত মত ও প্রণালী বিরুদ্ধ।" সম্পাদক মহাশয় যে এত সহজ যুক্তিতে সমস্ত বিষয় মীমাংসা করেন, তাহা আমরা অগ্রে জানিতাম না। কিন্তু আমাদের বিশ্বাসের উপর ভর দিয়া এ মীমাংসায় উপনীত হইলেন কেন? নূতন বলা হইয়াছে বলিয়াই কি উক্ত ছয়টী বিষয় ব্রাহ্মসমাজে চিরাবলম্বিত মত ও প্রণালী বিরুদ্ধ? সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে অনেক নূতন বিষয় পূর্ব্বমত ও প্রণালী বিরুদ্ধ না হইতে পারে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মানুষ্ঠান ছিল না, উপবীত ত্যাগ ছিলনা, সঙ্কীর্ত্তন ছিল না; সমাজসংস্কার চেষ্টা ছিল না, স্ত্রীস্বাধীনতা ছিল না, নিয়মতন্ত্র প্রণালী ছিল না। প্রচার প্রণালী ছিলনা, এক সময় এসকল নূতন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা কোন চিরাবলম্বিত মত ও প্রণালী বিরুদ্ধ ছিল না।

আমরা এখন সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব, এই সমস্ত মত ব্রাহ্মসমাজের চিরাবলম্বিত মত ও প্রণালীবিরুদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, এগুলি আদৌ নূতনও নহে।

২। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে প্রথমাবধি আচার্য্যের আবশ্যকতা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। "তদ্বিজ্ঞানার্থং সগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" ইত্যাদি ইত্যাদি। গ্রন্থের প্রারম্ভ দেখ।

২। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে ১৭৬৫ শকের ১লা জ্যৈষ্ঠের ব্যাখ্যানে আচার্য্য ও প্রাণায়াম প্রভৃতির আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। (তত্ত্বোবোধিনী ১লা ভাদ্র, ১৭৬৫ শক)

৩। রামমোহন রায় কৃত মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভাষা বিবরণের চূর্ণকে, "শিষ্য সন্তাপহারক গুরুর" কথা অভিব্যক্ত হইয়াছে।

(ঐ ১লা অগ্রহায়ণ, ঐ শক)

৪। উক্ত পত্রিকার উক্ত শকের ২৪৩ পৃষ্ঠায় ৬ষ্ঠ প্রশ্নের উত্তরে লিখিত আছে "ব্রহ্ম-উপাসনাকালে প্রত্যাহার একান্ত আবশ্যক। * * * এই প্রত্যাহারের, এক প্রকার উপায় আসন ও প্রাণায়াম।"

৫। উক্ত পত্রিকার ১৮০১ শকের আশ্বিন মাসের "বহিরিন্দ্রিয় সংযম" নামক প্রস্তাবে লিখিত আছে, "যম নিয়ম

আসন প্রভৃতি সাধন অঙ্গগুলি পর্য্যায়ক্রমে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত হইলে আর এরূপ বিঘ্ন বিপত্তি (সাধন চাঞ্চল্য) উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।"

৬। উক্ত পত্রিকার উক্ত শকের কার্ত্তিক মাসে "সমাধি" নামক প্রস্তাবে লিখিত আছে, "ব্রহ্ম প্রাপ্তি বিষয়ে যোগ শাস্ত্রে যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি ক্রমোচ্চ সোপান সকল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা পর্য্যায় ক্রমে অবলম্বন পূর্ব্বক সাধক ক্রমশঃ সিদ্ধকাম হইতে পারিলে, অনায়াসে পরব্রহ্মে আত্মার সমাধি সাধনে সমর্থ হইয়া থাকেন।"

৭। ১৮০৬ শকের ২রা ভাদ্র বেদী হইতে আচার্য্যের যে উপদেশ প্রদত্ত হয়, তাহাতে বিবৃত আছে;—"জিজ্ঞাসা কিরূপে কর্ত্তব্য তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের গোড়াতেই উপদিষ্ট আছে;— যথা "তদ্বিজ্ঞানার্থ; সগুরু মেবাভিগচ্ছেৎ। * * *" ইত্যাদি ইত্যাদি "পর ব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞানলাভার্থে আচার্য্য সন্নিধানে শিষ্ট গমন করিবেন * * *" ইত্যাদি ইত্যাদি "তদ্ জ্ঞানার্থ" নহে, কিন্তু "তদ্বিজ্ঞানার্থ;" "সগুরু মেবাভিগচ্ছেৎ।" পরব্রহ্মের জ্ঞানলাভার্থে নহে কিন্তু পরব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞান-লাভার্থে আচার্য্য সন্নিধানে শিষ্য গমন করিবেন। এই কথাটার প্রতি বিশেষ প্রণিধান করা কর্ত্তব্য।" ঐ আশ্বিন ১৮০৬।

নববিধান প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজে গুরুবাদ যে নানা ভাবে ও নানা প্রকারে প্রচারিত হইয়াছে, ইহা কাহারও অবিদিত নাই।

এখন আমাদের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখ পাত্র তত্ত্ব-কৌমুদীর সম্পাদকীয় স্তম্ভে কতদূর পাওয়া যায়, দেখা যাউক।

১। "ব্রাহ্ম কি ভাবে মিশিবেন" নামক প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে, "সাধনের জন্য কর্ত্তাভজাদের সঙ্গে মিশিব কিন্তু আমি কর্ত্তাভজা হইব না।" তত্ত্ব-কৌমুদী ১লা অগ্রহায়ণ ১৮০৭ শক।

২। "প্রকৃত আত্মদর্শন" নামক প্রস্তাবে বিবৃত আছে;— আত্মজ্ঞানের তিনটী মাত্র উপায়। (১) সহজজ্ঞান ও বুদ্ধির স্বাভাবিক আলোক। (২) ব্রহ্মজ্যোতি ও অন্তর্দৃষ্টি। (৩) পরীক্ষা ও অনুসন্ধান। এই উপায়ত্রয়ের একটীও পরিত্যজ্য নহে। * * * তৃতীয় উপায়টীর দ্বারা আত্মগত শক্তি-পুঞ্জ আবিষ্কৃত হয়। * * * এই উপায়টী সর্ব্বত্রেই উপেক্ষিত, অবহেলিত ও অনাদৃত হইয়া থাকে। * * * আমাদের আত্ম-গর্ভ মধ্যে যে কত অদৃষ্ট ও অশ্রুত পূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য রহস্য নিম-জ্জিত থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? * * * কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে প্রাচীন কালের যোগীরা ও তান্ত্রিক সময়ের সাধকেরা এরূপ বহুবিধ পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন, * * * কিন্তু তাহাতেও কোন সুফল ফলিতে দেখা যায় নাই। একথা সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের প্রতিরোধ করিতে কাহারও অধিকার নাই। * * * অধ্যাত্মশক্তি পরীক্ষার্থ যে সময় ও শ্রম ব্যয়িত হইবে, তাহা সম্পূর্ণ বিফল হইবার নহে। প্রত্যুত ইহাতে মহৎ ফলোদয়ের সম্পূর্ণ প্রত্যাশা আছে। * * দুর্ভাগ্যের বিষয় এই * * বহুকালের প্রাচীন রুগ্ন জীর্ণ কতিপয় হিন্দু ও খৃষ্টীয় পন্থার অনুকরণ ও প্রবর্ত্তন ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজ আর অধিক কিছু করিতে অদ্যাপি সমর্থ হন নাই। পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের নূতনক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজের কিয়দংশ চেষ্টা নিয়োজিত হওয়া বিধেয়। যদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু ও খৃষ্টীয় সমাজ অপেক্ষা কিছু নূতন ও অধিক করিতে চান, তাহা হইলে নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হউন, নূতনক্ষেত্রে পরীক্ষা ও অনুসন্ধান নিয়োজিত করুন।" ঐ ১৬ই চৈত্র ১৮০১ শক।

সে দিন মাঘোৎসবের সময় বেদীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া নগেন্দ্র বাবু ও কৃষ্ণ বাবু চৈতন্য ও নানকের জীবনী বিষয়ক বক্তৃতাতে কি আর বলিতে অবশিষ্ট রাখিয়াছেন? সে দিন কৃষ্ণবাবু গুরুদ্বারা শক্তিসঞ্চারের প্রক্রিয়া ও প্রণালী পর্য্যন্ত সেখানে স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়া দিলেন। সে দিন চুঁচুঁড়ায় ভক্তিভাজন প্রধানাচার্য্য মহাশয় ১ম উপদেশে সমবেত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে মন্ত্রগ্রাহী ব্রাহ্মদিগের প্রতি সমভাব রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

বিজয় বাবু আর অধিক কি করিয়াছেন? আমরা পাঠক-গণকে অনুরোধ করি, তাঁহারা একবার উপরি উদ্ধৃত অংশের মূল প্রস্তাব সকল পাঠ করিয়া দেখিবেন। বাহুল্যভয়ে বাধ্য হইয়া আমরা এবার আর অধিক কিছু উদ্ধৃত করিতে ও বলিতে পারিলাম না। অনুগত

শ্রীকালীনাথ দত্ত।

---

# সম্পাদকীয় মন্তব্য।

প্রেরীতস্তম্ভে প্রকাশিত শ্রদ্ধাস্পদ বাবু কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের বিস্তৃত পত্র খানা পাঠ করিয়া আমরা কিছুই পরিতৃপ্ত হইলাম না। আমরা তাঁহার পত্র সম্বন্ধে সংক্ষেপে ২।১টী কথা বলিব। যে বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন, বিষয়টী গুরুতর হইলেও সে বিষয়ে ব্রাহ্মসাধারণের বিশেষ আগ্রহ দেখিতে পাইতেছি না। কালীনাথ বাবু প্রভৃতি ইতিমধ্যে এবিষয়ে ব্রাহ্মসাধারণের আগ্রহ জন্মান ও মনযোগ আকর্ষণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বড় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কালীনাথ বাবু যে কার্য্যকে অবিচার বলিয়াছেন, ব্রাহ্মসাধারণ যদি ইহাকে অবিচার বলিয়া অনুভব করিতেন, তবে অন্ততঃ বিগত উৎসবের সময় এ বিষয়ে বিশেষ আন্দোলন দেখিতে পাইতাম। কৈ? আন্দোলন তো প্রায় কিছুই দেখিতে পাইলাম না। যে কারণে ব্রাহ্মসাধারণ এই বিষয়ে অপেক্ষাকৃত আগ্রহ-শূন্য, আমরা সে কারণ এখন নির্দ্দেশ করা আবশ্যক বোধ করি না। কারণ যাহাই হউক, এই বিষয়ে ব্রাহ্মসাধারণের বিশেষ আগ্রহের অভাব দেখিয়াই আমরা এসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি না। যদি বিশেষ আগ্রহ দেখি, এই বিষয়ের আলোচনাক্ষেত্রে পুনঃ প্রবেশ করিতে আমরা প্রস্তুত আছি।

আমরা যে আমাদের মন্তব্যে বলিয়াছিলাম যে শ্রদ্ধাস্পদ গোস্বামী মহাশয়ের প্রচারিত মত সমূহের বিচার ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে হইয়াছে, ইহা এই অর্থে বলিয়াছিলাম যে ব্রাহ্মসমাজের বা ব্রাহ্মসাধারণের বর্ত্তমান মত এবং সাধন প্রণালীই প্রমাণ দিতেছে যে ব্রাহ্মসাধারণ এই সমুদায় মতের বিচার করিয়াছেন এবং বিচার করিয়া এই সমুদায় মত অনবলম্বনীয় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। বিশেষতঃ কার্য্যনির্ব্বাহক সভা বিশেষ ভাবেই এই সমুদায়ের বিচার করিয়াছেন। তবে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে এবিষয়ে আরো গভীরতর চিন্তা ও অনুসন্ধান করা উচিত ছিল, আরো গাঢ়তর বিচার করা উচিত ছিল। এই কথার উত্তরে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আমরা সকল বিষয়ের যেরূপ বিচার সচরাচর করিয়া থাকি, এ বিষয়েরও সেরূপ বিচারই হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে, কেবল ব্রাহ্মসমাজে নহে সমগ্র বঙ্গ সমাজে বলিলেই হয়, গাঢ় চিন্তাশীলতা ও অনুসন্ধিৎসার বড়ই অভাব; নিতান্ত গুরুতর বিষয়েও আমরা যথেষ্ট চিন্তা ও অনুসন্ধান করি না; বিশেষতঃ ধর্ম্ম বিষয়ে আমাদের চিন্তাশীলতা ও অনুসন্ধিৎসা নিতান্তই অল্প। আমাদের এই জাতিগত ও স্বভাবগত ত্রুটী বর্ত্তমান বিষয়ে ও বর্ত্তিয়াছে, ইহা যদি কেহ বলিতে চান, আমরা তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে প্রস্তুত নই। আমাদের মতে মীমাংসাটা ন্যায়-বিরুদ্ধ হয় নাই। সকল দিক্ দেখিয়া, মীমাংসাতে আমরা অবিচার দেখিতে পাই না। বিচার প্রণালীতে যদি দোষ থাকে, সে আমাদের স্বভাবগত দোষের ফল। এই বিষয়ে কেবল সাধারণ ভাবে দুঃখিত হইতে পারি; বিশেষ দুঃখের কারণ দেখি না।

---

শ্রদ্ধেয় কালীনাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা করি তিনি কিরূপ বিচার চান? তিনি কি ইচ্ছা করেন যে বিচারকগণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রচারিত সাধন অবলম্বন করিয়া তাহার ফলাফল বিচার করেন? কালীনাথ বাবুর দলভুক্ত কোন কোন বন্ধুকে আমরা এই অসম্ভব অনুচিত প্রস্তাব করিতে শুনিয়াছি। যাহা হউক কালীনাথ বাবু স্বয়ং এরূপ বিচার-প্রণালী প্রস্তাব করেন নাই। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবিত বিচার-প্রণালীও আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার মতে এবিষয়ে একটী বিচার্য্য এই—"বিজয় বাবু যে ছয়টী কথা বলিয়াছেন, তাহা সত্য কি অসত্য এবং তদ্বারা মানবাত্মার মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা কি না?" জিজ্ঞাসা করি কি প্রণালীতে এ বিষয়ের বিচার করিতে হইবে? কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা এবং ব্রাহ্মসাধারণ, অন্ততঃ অনেক ব্রাহ্ম, এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তরই দিয়াছেন। এই স্পষ্ট উত্তরের ফল গোস্বামী মহাশয়ের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ। কালীনাথ বাবু কি বলিতে চান যে এই উত্তর চিন্তাহীন ভাবে দেওয়া হইয়াছে, ভাবনা চিন্তা বিচার না করিয়াই দেওয়া হইয়াছে? ইহা যিনি বলিতে পারেন, তিনি ইহাও বলিতে পারেন যে ব্রাহ্মগণ যে হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ব্রাহ্মসাধন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা ভাবনা চিন্তা বিচার না করিয়াই করিয়াছেন। উভয় কথার ভিত্তি প্রায় একই। বিচার যে হইয়াছে তাহার প্রমাণ পদত্যাগ পত্র গ্রহণ ও সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ। বিচারের আর কি প্রমাণ দিব? গাঢ়তর বিচারাকাঙ্ক্ষী হইলে অগ্রে ব্রাহ্ম সমাজকে তজ্জন্য প্রস্তুত করুন্।

---

কালীনাথ বাবুর মতে আর একটী বিচার্য্য এই ছিল যে গোস্বামী মহাশয়ের প্রচারিত মত সমূহ "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত কোন মূল সত্যের বা কোন লিপিবদ্ধ নিয়মের উপর আঘাত করিতেছে কি না?" আমাদের বিশ্বাস যে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা ইহা স্পষ্টরূপে দেখাইতে পারেন নাই; এবং ইহা দেখান তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও ছিল না। কিন্তু তাহা দেখাইতে পারেন নাই বলিয়াই যে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার নির্দ্ধারণ অসঙ্গত হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। একজন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকের পক্ষে ২।৩টী মূল সত্য এবং লিপিবদ্ধ নিয়মের ভিতরে থাকিলেই যে যথেষ্ট হইল তাহা মনে করি না, এবং গোস্বামী মহাশয় যে সমাজের নিয়ম পালন এবং সমাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বিষয়ে আদর্শস্থানীয় নহেন, তাহাও অনেকেই অবগত আছেন। যাহা হউক ইহা স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে একজন সাধারণ ব্রাহ্মের পক্ষে যে যে মত এবং কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করা যথেষ্ট, একজন প্রচারকের পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। প্রচারকার্য্য চালাইতে হইলে সমাজ বা সমাজের প্রতিনিধি এবং প্রচারকগণের মধ্যে কেবল মূল সত্য নহে, কতিপয় বিশেষ বিশেষ মত এবং সাধারণতঃ ধর্ম্মসাধন ও প্রচার-প্রণালী সম্বন্ধেও ঐকমত্য থাকা নিতান্ত আবশ্যক। বলা বাহুল্য যে মূল সত্যে একতা থাকিলেও এই সমুদায় বিষয়ে গোস্বামী মহাশয়ের সহিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ পার্থক্য ঘটিয়াছে। উদারচেতা গোস্বামী মহাশয় এই গুরুতর পার্থক্য দেখিয়াই, মূল সত্যে একতা সত্ত্বেও, পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করেন, এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা ও এই কারণেই পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেন। গোস্বামী মহাশয়ের লিখিত আশাবতীর উপাখ্যান এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক সভায় প্রেরীত সুদীর্ঘ পত্র ধীরভাবে পাঠ করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, মূল সত্যে একতা সত্ত্বেও গোস্বামী মহাশয়ের সহিত কতিপয় অতি গুরুতর বিষয়ে ব্রাহ্মসাধারণের পার্থক্য ঘটিয়াছে।

---

শ্রদ্ধেয় কালীনাথ বাবু আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া পত্র খানি আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু স্থানে স্থানে সে কথা বিস্মৃত হইয়া আমাদিগকে প্রথম পুরুষ স্থানীয় করিয়া পাঠকের নিকট আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন। ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, তবে ইহা বলিয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে যে প্রেরীত পত্র লেখার রীতি এরূপ নহে। একস্থানে তিনি আমাদের প্রতি একটু অবিচার করিয়াছেন। আমাদের একটী যুক্তিগত ভ্রম দেখিতে পাইয়াছেন মনে করিয়া বলিয়াছেন—"সম্পাদক মহাশয় যে এত সহজ যুক্তিতে সমস্ত বিষয় মীমাংসা করেন, তাহা আমরা অগ্রে জানিতাম না"

আমরা "সহজ যুক্তিতে সমস্ত বিষয় মীমাংসা" করি, সত্য সত্যই যদি কালীনাথ বাবুর এই ধারণা হইয়া থাকে, তবে আমরা সে ধারণা দূর করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু বাস্তবিক কথা এই যে আমাদের যুক্তিটী যদি "সহজ" হয় তাঁহার এই সাধারণ মন্তব্যটী তদপেক্ষা কম "সহজ" নহে। যাহা হউক নূতন মত হইলেই যে প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ হইবে তাহা নহে। আমাদের কথাতে যদি তাহা বুঝাইয়া থাকে তবে আমাদের কথাটা অসাবধানে ভাবে বলা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা যে বলিয়াছিলাম যে গোস্বামী মহাশয়ের প্রচারিত বিশেষ মত গুলি ব্রাহ্মসাধারণের অবলম্বিত মতের বিরুদ্ধ, এই কথাটার কি কোন অর্থ নাই? গোস্বামী মহাশয় বলেন, গুরুদত্ত মন্ত্রের বিশেষ শক্তি আছে, ব্রাহ্মসাধারণ বলেন, নাই। গোস্বামী মহাশয় বলেন উচ্চতর ধর্ম্মসাধনের পক্ষে বিশেষ গুরুর আনুগত্য আবশ্যক, ব্রাহ্মসাধারণ বলেন, আবশ্যক নহে। গোস্বামী মহাশয় বলেন অধিকাংশস্থলে প্রাণায়াম বা শ্বাস নিয়ামক কোন সাধনের আবশ্যকতা আছে; ব্রাহ্ম সাধারণ বলেন, আবশ্যকতা নাই,—আধ্যাত্মিক সাধনই যথেষ্ট। ইহাকে বিরোধ বলে না তো কি বলে?

---

কালীনাথ বাবু ১১ খানা অতি প্রাচীন এবং একখানা অপেক্ষাকৃত আধুনিক "তত্ত্ববোধিনীর" কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন তাহাতে প্রাণায়াম অনুমোদিত হইয়াছে। ইহাতেই কি সপ্রমাণ হইল যে ইহা সমাজের পক্ষে নূতন নহে এবং প্রচলিত ব্রাহ্মসাধন-প্রণালীর বিরুদ্ধ নহে? কালীনাথ বাবু আরো দেখাইয়াছেন যে ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক ও পত্রিকাতে আচার্য্য ও ধর্ম্মোপদেষ্টার আবশ্যকতা স্বীকার করা হইয়াছে। ইহা দেখান নিতান্তই বাহুল্য মাত্র। আচার্য্যের আবশ্যকতা কে অস্বীকার করে? ব্রাহ্মসমাজ অভ্রান্ত গুরুবাদ এবং অন্ধ শিষ্যত্বেরই বিরোধী। ব্রাহ্ম সাধারণের সম্মানিত কোন গ্রন্থে অন্ধ-গুরু-আনুগত্যের অনুমোদন যিনি দেখাইতে পারিবেন আমরা তাঁহার নিকট বাধিত হইব। "আত্মগত শক্তিপুঞ্জের আবিষ্কার" সম্বন্ধে "তত্ত্বকৌমুদী" হইতে যে অংশটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আধ্যাত্মিক শক্তি বিকাশের বিরোধী কেহই হইতে পারে না। আর একটী কথা—কৃষ্ণবাবু নানক সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় দৃষ্টি দ্বারা গুরু-শক্তি সঞ্চার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা একটী বর্ণিত ঘটনার বিবৃতি মাত্র, এ বিষয়ে তাঁহার নিজের মত তিনি কিছুই প্রকাশ করেন নাই। তিনি যদি এরূপ শক্তি-সঞ্চার বিষয়ে বিশ্বাসীও হন, তাহাতে বিশেষ আসে যায় না, সমাজ এরূপ ব্যক্তিগত পার্থক্য সহ্য করিতে প্রস্তুত। কালীনাথ বাবু প্রভৃতিই ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল। কিন্তু এরূপ শক্তি-সঞ্চারকে ভিত্তিভূমি করিয়া যদি কৃষ্ণবাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্য সম্পাদন করিতে চাহিতেন তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা হইত।

---

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী প্রচারকের দৃষ্টান্ত দেওয়াতে আমাদের এই অভিপ্রায় ছিল যে সামান্য মতভেদের স্থলেও বিচার ও অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক এবং গুরুতর মতভেদ স্থলে ঘনিষ্ঠ যোগ না থাকাই বাঞ্ছনীয়। দৃষ্টান্তটী পূর্ণরূপে প্রয়োগ করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। পাঠক আমাদের মন্তব্যের সে স্থলটী পুনরায় পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

## সংবাদ।

**নামকরণ**—ইতিমধ্যে শিলিগুড়ীর স্কুল সমূহের সব ইনস্পেক্টর বাবু দামোদর প্রসাদ সরকার মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যার জাতকর্ম্ম ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যার বাবু আনন্দচন্দ্র রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

**জাতকর্ম্ম**—বিগত ১১ই মাঘ নগাঁও নিবাসী ডাক্তার উদয়রাম দাস মহাশয়ের কন্যার নামকরণ সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যার নাম সত্যবালা রাখা হইয়াছে।

**রবিবাসরীয় বিদ্যালয়**—বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—বিগত ৩রা মার্চ্চ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ৫॥ ঘটিকার সময় সিটীকলেজ ভবনস্থ মহানাগরীক নৈতিক বিদ্যালয়ের ("The metropoliton sunday moral training schoole") পারিতোষিক বিবরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং সুবিখ্যাত বক্তা বাবু কালীচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় "রবিবাসরীয় বিদ্যালয় নীতিশিক্ষার প্রধান উপায় ("The sunday school as an agency of mral training") সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সভাস্থলে রেভারেণ্ড ম্যাকডনেল্ড, রেভারেণ্ড রামচন্দ্র বসু, ডাক্তার ছকড়ি ঘোষ, বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু রামব্রহ্ম সান্ন্যাল প্রভৃতি মহাশয়গণ উপস্থিত হইয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

**ভ্রম সংশোধন**—গতবারের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজস্তম্ভে জলপাইগুড়ীর উৎসবের সংবাদ মধ্যে দীক্ষিতদিগের প্রতিজ্ঞাপত্রে একটী শব্দ মুদ্রিত হইতে ভ্রম হইয়াছে। "ব্যক্তি বিশেষকে অভ্রান্ত বা মধ্যবর্ত্তী ভাবিয়া মুক্তির উপায় বলিয়া মনে করি না" স্থলে "ব্যক্তিবিশেষকে অভ্রান্ত গুরু বা মধ্যবর্ত্তী ভাবিয়া" ইত্যাদি হইবে।

**দীক্ষা**—বিগত ৯ই ফাল্গুন রবিবার জলপাইগুড়ী ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে যে চারিটী যুবক দীক্ষিত হইয়াছেন তাঁহাদিগের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

| | |
|---|---|
| বাবু ক্ষেত্রনাথ ঘোষ, | বিষ্ণুপুর, ২৪ পরগণা। |
| ,, শরৎকুমার সিংহ, | নপাড়া, হুগলি। |
| ,, রাধাচরণ সেন, | আঠারখাদা, যশোহর। |
| ,, হীরালাল সেন, | ঐ ঐ |

---

## বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয় হইতে অনেক পুস্তক হারাইয়া গিয়াছে। যাঁহাদের কাছে সেই সকল পুস্তক আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া তাহা অতি শীঘ্র ফিরাইয়া দিবেন, কারণ উক্ত পুস্তকালয়ের নূতন বন্দোবস্ত হইবে।

শ্রীশশিভূষণ বসু।
সহকারী সম্পাদক।

---

আগামী ১৯শে মার্চ্চ শনিবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় সিটী কলেজ গৃহে নিরামিষভোজীদিগের সভার প্রথম অধিবেশন হইবে। এই সভাতে ডাক্তার সরকার, বাবু বিহারীলাল ভাদুড়ী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি মহোদয়গণ উপস্থিত থাকিবেন। আশা করি, এই সভাতে সকলে যোগদান করিয়া বাধিত করিবেন।

১৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারমুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট হইতে ১লাচৈত্র প্রকাশিত।

# তত্ত্ব-কৌমুদী

( পাক্ষিক পত্রিকা। )

৯ম ভাগ।
২৪শ সংখ্যা।

১৬ই চৈত্র মঙ্গলবার, ১৮০৮ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৮।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

## পূজার আয়োজন।

মা, তোমাকে যে খুঁজে না সে নির্ব্বোধ, যে তোমাকে খুঁজে সেও নির্ব্বোধ। তোমাকে ভুলিয়া মোহে মগ্ন হইয়া থাকি, হৃদয়ের অসারতার পরিচয় দি, আবার তোমাকে খুঁজিয়াও নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দি। যে মন তোমাকে খুঁজে সে মনের মন তুমি, যে চক্ষু তোমাকে খুঁজে সে চক্ষুর চক্ষু তুমি, যে জগতে তোমাকে খুঁজি সে জগৎ তোমার উজ্জ্বল প্রকাশ। তোমাকে কোথায় খুঁজিব? অন্তরে বাহিরে এক বিন্দু স্থান রাখ নাই যেখানে তুমি নাই। তোমাকে কোথায় খুঁজিব? যে তোমায় খোঁজে, তাহাকে তুমি পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছ; তুমি সর্ব্বময়ী; তোমাকে খুঁজিব কোথায়? নয়ন ভরিয়া প্রাণ ভরিয়া তোমাকে দেখিতে দাও।

---

তুমি আমাকে কত ভাল কথা শিখাও, আমি সংসারের কুশিক্ষায় পড়িয়া সব ভুলিয়া যাই। আমি তোমার অমনোযোগী অলস শিষ্য, তোমার পাঠ ভাল করিয়া না শিখিয়াই আমি সংসারে ছুটিয়া যাই, ছুটিয়া গিয়া সব ভুলিয়া যাই। কু শিক্ষক অসদ্‌গুরুর হাত হইতে আমাকে রক্ষা কর, নিজে সদ্‌গুরু হইয়া হৃদয়ে চির-অধিষ্ঠিত হও। তুমি অজ্ঞানী অন্ধ নেতাদের মুখ বন্ধ করিয়া দাও,নিজে শিক্ষয়িত্রীরূপে প্রত্যেকের বিবেকে প্রতিষ্ঠিত হও। মা, তোমার শিক্ষায় আর লোকের শিক্ষায় কি প্রভেদ! লোকে বলে জগৎ জড়ময়, তুমি বল জগৎ চিন্ময়; লোকে বলে জগৎ শুষ্ক মরুভূমি, তুমি বল জগৎ তোমার প্রেমোদ্যান, তোমার নিত্য লীলার ক্ষেত্র। লোকে বলে দূরে, তুমি বল তুমি প্রাণের প্রাণ, চির নিকটস্থ। তুমি গুরু হও মা, তুমি গুরু হও; অন্ধ মানুষ গুরুর আধিপত্য লোপ কর, তুমি প্রজ্ঞারূপিনী বিবেকরূপিনী হইয়া আমাতে চির-অধিষ্ঠিত হও।

---

নিজের জীবনে ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা অনুভব—ইহাই প্রেম ভক্তির বীজ। কেবল জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনায় তাঁহার হস্ত দেখিলে চলিবে না, সমুদয় ঘটনাতেই দেখিতে হইবে। বাস্তবিক বিশেষ ঘটনা কটাই বা ঘটে। দৈনিক খাওয়া পরা, চলা ফেরা, দেখা শুনা প্রভৃতি সাধারণ ঘটনার মধ্যে তাঁহার হাত দেখিতে হইবে। ভ্রাতঃ, যদি বিশ্বাস কর যে তোমার জীবনের গোটা কতক্ বিশেষ ঘটনাতে ঈশ্বরের বিশেষ হস্ত আছে, আর, যাহা অন্যের সঙ্গে সাধারণ তাহাতে তাঁহার বিশেষ হস্ত নাই; তবে তোমার এই বিশ্বাস কুসংস্কার মাত্র; এই কুসংস্কারাপন্ন বিশ্বাস অচিরকাল মধ্যে বিনষ্ট হইবে। কিন্তু প্রজ্ঞাচক্ষু মেলিয়া দেখ, তোমার জীবনের সাধারণ বিশেষ প্রত্যেক ঘটনা ঈশ্বরের বিশেষ কৃপার ফল; তাঁহার কাছে সাধারণ নাই, সমুদায়ই বিশেষ। আমি যাহা কিছু পাই, সমস্তই তিনি আমাকে বিশেষ ভাবে দেন, এই অনুভবই প্রেম ভক্তির অক্ষয় প্রস্রবণ।

---

"এই দিব্য জ্ঞান আত্মাকে এক অতি অদ্ভুত সৌন্দর্য্যপূর্ণ প্রেমপূর্ণ রাজ্যে লইয়া যায়, সেখানে আত্মা ঈশ্বরের সহিত বিশেষ যোগ অনুভব করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া যায়। সেখানে গেলে দেখা যায়, তিনি আমাকে স্বহস্তে খাওয়াইতেছেন, পরাইতেছেন, শোয়াইতেছেন, বাতাস করিতেছেন, জাগ্রত করিতেছেন, দিবারাত্রি সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিতেছেন; নিজে গুরু হইয়া জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন; তিনি নিজে সাধু ভক্ত মহাত্মাদিগের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতেছেন তাই পরিচিত হইতেছি। সেখানে গেলে দেখা যায়, আমারই জন্য চন্দ্র সূর্য্য উদিত হইতেছে, আমারই জন্য আকাশ সজ্জিত হইতেছে, আমারই জন্য মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, আমারই জন্য নদী প্রবাহিত হইতেছে, আমারই জন্য পবন বহিতেছে, আমারই জন্য ক্ষেত্র শস্য উৎপাদন করিতেছে, বৃক্ষ ফল ফুল প্রসব করিতেছে, পক্ষীকুল গান করিতেছে, ফুল হাস্য করিতেছে। আবার দেখা যায় আমারই জন্য বজ্র গর্জ্জন করে, আমারই জন্য পৃথিবী কম্পিত হয়, আমারই জন্য ঝড় প্রবাহিত হয়। যদি এই সকল আমার জন্য না হইত, তবে আমার জ্ঞানের সমক্ষে আসিত না। ঐ স্থানে গেলে পুনরায় দেখা যায় আমারই জন্য আর্য্য ঋষিগণ ধ্যান করিয়াছিলেন, আমারই জন্য ঈশা ক্রুশে হত হইয়াছিলেন এবং আমারই জন্য রামমোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিয়া-

ছিলেন। ইতিহাসের বিচিত্র ঘটনাবলী, জগতের ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ, মুক্তি-বিধানসমূহ, ধর্ম্মান্দোলন সমূহ আমারই মুক্তির উদ্দেশে রচিত।"

---

বেহাগ—আড়া।

ছুটেছে তোমার পানে পরাণ আমার,
আর কি ফিরাতে পারে অসার সংসার।
ওগো মা আনন্দময়ী, তব প্রেমধাম বই
কোথাও শান্তির আশা নাহি যে আমার।
সত্য পথ তুচ্ছ করি, কুপথে ভ্রমণ করি
জীবনের বহুকাল গিয়াছে আমার ;
বিপথের দুঃখ নানা, আর সহে না সহে না
পাপেতে আনন্দ বোধ নাহি হয় আর।
আর কি ভুলিতে পারি ও প্রেম মুখ তোমারি,
যার আলো ঘুচাইল মোহ অন্ধকার ;
ওই যে আশার বাণী হৃদয় নিভৃতে শুনি
বিশ্রাম লভিবে প্রাণ চরণে তোমার।

---

আলেয়া কীর্ত্তন—তেওট।

তোমায় কি আর জানাব প্রাণের বেদনা ?
(মা—মা—মা—গো)
দীন সন্তানের দুঃখ কি মা জান না ?
(আমি) না দেখলে মা তোমারে,
শূন্য হেরি সংসারে, মা মা গো
(আমি) কিছুতেই প্রাণে শান্তি পাই না।
(ওমা) আমি তোর শিশু ছেলে,
চাইব কি কথায় বলে,
আমি আপনার ভাল মন্দ কি জানি ?
(সদা) রব মা তোমার কোলে,
ডাকিব মা—মা বলে,
তুমি যা ইচ্ছা কর দুঃখ রবে না।

---

ভৈরবী—গোল্লা।

ওমা আমায় কোথা আনিলে,
কোথা আনিলে ?
আহা কি মধুর ভাব পরাণে
আনিয়ে দিলে !
বুঝিতে না পারি আর,
হৃদয়ের দুঃখ ভার,
দুঃখময় সে সংসার কোথায়
গিয়াছে চলে ?
নাহি শোক নাহি তাপ,
কোথা পাপ পরিতাপ ?
বিমল আনন্দে আহা হৃদয় উথলে !
হাসিছে প্রকৃতি আজি,
নবীন শোভায় সাজি,
আনন্দ লহরী যেন বহিতেছে—
জলে স্থলে !

# সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রস্তাব।

## প্রচার সম্বন্ধে দু একটী কথা।

এবৎসর কার্য্য নির্ব্বাহক সভা প্রচার কার্য্যের সুশৃঙ্খলার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী-মাত্রেই বিশেষ সন্তুষ্ট ও সুখী হইবেন। আপাততঃ তাঁহারা যে কার্য্য প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহাও যে পূর্ব্বকার প্রণালী বা অপ্রণালী হইতে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ইহাও বোধ হয় সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করিবেন। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা যখন এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছেন, এবং ব্রাহ্ম সাধারণও যখন আজি কালি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের উন্নতিকল্পে প্রয়াসী হইতেছেন, তখন এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হওয়া প্রার্থনীয়। তদুদ্দেশেই আমরা এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

আমাদের কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তৃতির তুলনায় কর্ম্মচারী সংখ্যা যে নিতান্ত অল্প এ বিষয়ে কোনও মতদ্বৈধ নাই; এবং আমাদের মনে হয় এই অল্প সংখ্যক লোক দ্বারা কিরূপে এত অধিক কাজ হইতে পারে? ইহাই ব্রাহ্মসমাজের নিকট এখন সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রশ্ন। এই প্রশ্নের মিমাংসা হইলেই প্রচার কার্য্যসম্বন্ধীয় সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রশ্নের মিমাংসা হয়।

প্রচার কার্য্য কি? এই সম্বন্ধে সর্ব্ব প্রথমে আমরা দুই চারিটী কথা বলিব। আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা ও উপদেশই প্রচারের একমাত্র উপায় না হইলেও যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় ইহাই কার্য্যতঃ স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। যেস্থানে বক্তৃতার বিজ্ঞাপনে বেশী লোক একত্রিত হইবার সম্ভাবনা নাই, যেখানে বক্তৃতা দিবার সুযোগ অল্প, সেস্থানে প্রচারকগণ সাধারণতঃ যাইতে তত উৎসুক হন না। ব্রাহ্ম সাধারণেও যে প্রচারক বাগ্মী নন, তাঁহাকে উপযুক্ত প্রচারক বলিয়া সহসা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। ইহা অত্যন্ত ভুল কথা। সকলেই যে কেবল বাগ্মী হইবেন, সকলেই যে কেবল অগ্নিময়ী বক্তৃতা দ্বারা মানুষের প্রাণে সদ্ভাব জাগাইয়া দিবেন বা দিতে পারিবেন, ইহার কোনও অর্থ নাই। বাগ্মীতার যেমন প্রয়োজন আছে, সেইরূপ নির্ব্বাক প্রচারকেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে। কেহ বক্তৃতা দিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিবেন, কেহ বা সাহিত্য জগতে কার্য্য করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিবেন, কেহ বা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিবেন, আর কেহ বা প্রচারক-মণ্ডলীর পরিবারের ভরণপোষণ ও তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিয়া প্রচারের সহায়তা করবেন। কিন্তু সকলেই মার্জ্জিত বুদ্ধি সুশিক্ষিত ধার্ম্মিক হইবেন। সকল বিষয়ে কার্য্য ও শ্রম বিভাগ চলে, ধর্ম্মপ্রচারে কি তাহা চলে না? আমাদের প্রচারক সংখ্যা অল্প, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই যে বাগ্মী তাহাও নহে। ইঁহাদিগের মধ্যে শ্রম বিভাগ করিবার চেষ্টা করা সর্ব্বপ্রথমে কর্ত্তব্য। যাঁহার বাগ্মিতা আছে, তাঁহাকে দেশে বিদেশে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত করা

হউক। যাঁহার সে ক্ষমতা নাই তিনি অপর উপায় অবলম্বন করিয়া একস্থানে বসিয়া অন্য কার্য্য দ্বারা ধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত হউন। এই বিষয়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ বোধ হয় আমাদিগের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিকতর সুশৃঙ্খলা সহকারে কাজ করিতেছেন।

স্কুল স্থাপন প্রচার কার্য্যের একটী প্রকৃষ্ট পন্থা ও সহায়। আজি পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ এই গুরুতর বিষয়ে বিশেষ উদাসীন রহিয়াছেন। এ দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ যাহা কিছু সফল যত্ন হইতে পারিয়াছেন, তাহা কেবল বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট প্রচার প্রণালী অবলম্বন করিয়া। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লোকের তেমন বিদ্বেষ ও শত্রুভাব নাই, ব্রাহ্মসমাজ এই কার্য্যে ব্রতী হইয়া খৃষ্টীয় প্রচারকগণের পদানুসরণ করিয়া চলিলে বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন।

একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত দিলে ভাল হইবে। তিন চারি বৎসর হইল বাঘআঁচড়ার ব্রাহ্মবন্ধুগণ তাঁহাদের গ্রামে একটী মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়ের জন্য বলিতে গেলে রীতিমত আর্ত্তনাদ করিতেছেন। বাগআঁচড়ায় যতগুলি ব্রাহ্ম পরিবার বাস করেন মফস্বলের অন্য কুত্রাপি ততগুলি ব্রাহ্ম পরিবারের সমাবেশ নাই। কিন্তু শিক্ষার অভাবে এই সকল পরিবারের বালক বালিকারা অধঃপাতে যাইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ ইহাদিগের উপযুক্ত শিক্ষা বিধানে যত্নবান না হইলে ভবিষ্যতে এই সকল ব্রাহ্মনামধারী অশিক্ষিত নর নারী দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ যে কত ক্ষতিগ্রস্থ হইবে তাহা বলা যায় না। এরূপ স্থলে বাঘআঁচড়ায় কি এক জন স্থায়ী প্রচারক রাখিয়া তাঁহার উপর একটী বিদ্যালয়ের ভার অর্পণ করা যাইতে পারে না? আমার মতে একজন প্রচারককে ওরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিলে যত সুফল ফলিবার সম্ভাবনা শত শত বক্তৃতায় তাহা হইবে না।

আমাদের সমাজের কার্য্যালয়ে একজন প্রচারক রাখা নিতান্ত মন্দ হইবে না। প্রচারকগণের তত্বাবধান ও তত্ব-কৌমুদীর কার্য্যসম্পাদনের ও পুস্তক প্রচার কমিটীর নির্দ্দেশ কার্য্যে পরিণত করিবার ভার তাঁহার উপর দিলে, তাঁহার যথেষ্ট কার্য্যও হইবে, এবং সমাজেরও বিশেষ উপকার হইবে। যে সকল প্রচারক আপন আপন পরিবার কলিকাতায় রাখিয়া মফস্বলে প্রচার করিতে যান, তাঁহাদের পরিবারের উপযুক্ত তত্বাবধান সকল সময়ে হয় কিনা সন্দেহের কথা। আফিসের ভারপ্রাপ্ত প্রচারক মহাশয় এই তত্বাবধান কার্য্যও সুশৃঙ্খলরূপে সাধন করিতে পারিবেন।

আমাদের বর্ত্তমান প্রচারক সংখ্যা ছয় জন; তদ্ব্যতীত তিন চারি জন প্রচারার্থী আছেন। ছয়জন নিয়মিত প্রচারক মধ্যে একজন পঞ্জাবে কার্য্য করিতেছেন। অপর পাঁচ জন মধ্যে তিন জনকে যদি পর্য্যটক প্রচারক নিযুক্ত করিয়া দেশের তিনটী অংশে নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে বক্তৃতা ও ভ্রমণ দ্বারা বর্ত্তমানে যেরূপ প্রচার হয়, তাহা সুন্দররূপে সাধিত হইতে পারে। অপর দুই জনের মধ্যে একজনকে বাঘআঁচড়ায় একটী বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনের ভার দিয়া, আর একজনকে কলিকাতায় সমাজের কার্য্যালয়ের ও তত্বকৌমুদী প্রভৃতির ভার দিলে বেশ হয়। প্রচারার্থীগণের মধ্য হইতে উপযুক্ত লোক বাছিয়া নিয়মিত প্রচারকগণের সহকারী নিযুক্ত করিয়া দিলে তাহাদের শিক্ষাও হইবে এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে কিছু কাজও পাওয়া যাইতে পারে।

আমরা সংক্ষেপে এই বিষয়ের অবতারণা করিলাম। আশা করি ব্রাহ্মবন্ধুগণ ইঁহার সম্যক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন।

ব: প:

---

## হিন্দুযোগের দার্শনিক ভিত্তি।

### চতুর্থ প্রস্তাব।

প্রকৃতি পুরুষের ভেদ-জ্ঞানই যে যোগশাস্ত্রমতে মোক্ষ-হেতু, পূর্ব্ব-প্রস্তাবে তাহা সংক্ষেপে প্রমাণিত হইয়াছে। এই জ্ঞান লাভের উপায় কি, বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

জ্ঞানের তিনটী পথ,(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান, (৩) আগম। এই ত্রিবিধ উপায়ে যে তিন প্রকারের জ্ঞান লাভ করা যায়, তন্মধ্যে কেবল প্রত্যক্ষ যে জ্ঞান তাহাই মুক্তির সোপান। অনুমিত বা আগত জ্ঞানে মুক্তিলাভ হয় না।

এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কতকগুলি অন্তরায় আছে, তন্মধ্যে বিষয়াসক্তিই সর্ব্বপ্রধান। যতক্ষণ এই আসক্তি প্রাণে বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ "আমি করিতেছি," "আমি পাইতেছি," "আমি দুঃখী," "আমি সুখী"—ইত্যাদি অহঙ্কারও বিদ্যমান থাকিয়া মুক্ত আত্মার আপাত-বন্ধন ঘটায়। ততক্ষণ আমি যে কিছু নহি;—আত্মা যে কেবল দ্রষ্টা মাত্র, কিন্তু ভোক্তা নহে, এ জ্ঞান লাভ অসম্ভব। ফলতঃ আসক্তিই যোগশাস্ত্রমতে সৃষ্টিমূল।

"রাগবিরাগয়োর্যোগঃ সৃষ্টিঃ।"

রাগ অথবা আসক্তি হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি, এবং বিরাগ অথবা অনাসক্তি হইতেই যোগের আরম্ভ,এই আসক্তি অহঙ্কারোৎপন্ন। অহঙ্কার অর্থ প্রকৃতপক্ষে যাহা আমি করি না, তাহাকেও আমি করিতেছি বলিয়া মনে করা। এই অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হইয়াছে।

"একাদশ পঞ্চতন্মাত্রং তৎকার্য্যম্।"

অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র অহংকারের কার্য্য। এই ইন্দ্রিয়গণ এবং পঞ্চতন্মাত্র-যোগে এই জগৎ প্রপঞ্চ রচিত হইয়াছে। সুতরাং আমার পক্ষে যতক্ষণ আসক্তি আছে ততক্ষণ সৃষ্টিও আছে। এই আসক্তি অথবা কামনা হইতেই সংস্কারের উৎপত্তি,এবং সংস্কারই জন্মান্তর গ্রহণের মূল। সুতরাং যতক্ষণ এই আসক্তি থাকিবে, ততক্ষণ আমার এই সৃষ্টির ও 'আমার' এই আমিত্বের অস্তিত্ব। ততক্ষণ আমার প্রকৃতি পুরুষের ভেদ-জ্ঞান অসম্ভব।

অতএব যাহাতে এই 'আসক্তি' বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তাহাই জ্ঞানলাভের প্রথম উপায়।

"রাগোপহতির্ধ্যানং।"

চিত্তের যে বিষয়াসক্তি প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞানের প্রতিবন্ধক ঘটায়, তাহার বিনাশ হেতু ধ্যানের প্রয়োজন।

"বৃত্তিনিরোধাত্তৎসিদ্ধিঃ।"

চিত্তবৃত্তি নিরোধের দ্বারা পরিণামে ধ্যান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই বৃত্তি নিরোধই যোগ। পাতঞ্জল মতে,—

"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"

চিত্তবৃত্তি নিরোধের নামই যোগ।

নির্ম্মল সত্ত্বরূপ যে চিত্ত তাহার পাঁচটী অবস্থা আছে, যথা—(১) ক্ষিপ্ত, (২) মূঢ়, (৩) বিক্ষিপ্ত, (৪) একাগ্র, (৫) নিরুদ্ধ। রাজসিক ভাবের প্রাবল্যে ক্ষিপ্ততা বা অস্থিরতার উৎপত্তি; ঐ ভাবের তাড়নায় এই অবস্থায় চিত্তবৃত্তিসমূহ বহির্মুখী হইয়া প্রকৃত বা কল্পিত সুখ দুঃখ প্রতি প্রধাবিত বা তাহা হইতে প্রত্যাহৃত হয়। চিত্তবৃত্তির এই ক্ষিপ্তভাব দৈত্যদানবাদির স্বভাব-ধর্ম্ম। তামসিকভাবের প্রাবল্যে মূঢ়তা বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞান-শূন্যতা-নিবন্ধন ক্রোধাদির উৎপত্তি। রাক্ষস পিশাচ প্রভৃতি এই ভাবাপন্ন। সত্ত্বগুণের প্রাবল্যহেতু বিক্ষিপ্তাবস্থার উৎপত্তি। এই অবস্থায় চিত্ত দুঃখ পরিহারপূর্ব্বক সুখায়োজনে রত হয়। ইহা দৈবাবস্থা। কিন্তু চিত্তের এই অবস্থাত্রয়ের কোনটীই যোগের অনুকূল নহে। কেবল একাগ্রাবস্থা ও নিরুদ্ধাবস্থাই যোগের অনুকূল। চিত্তবৃত্তিসমূহ একাগ্রাবস্থায় একই বিষয়ে নিযুক্ত হইয়া থাকে, এবং তৎপরবর্ত্তী নিরুদ্ধাবস্থায় চিত্তবৃত্তিসমূহ ক্ষেত্র অভাবে আপনাতে আপনারা লয় প্রাপ্ত হয়। তাহাই যোগের অবস্থা।

পতঞ্জলি যোগের সংজ্ঞাভ্যন্তরে সাংখ্যকার কপিলের সৃষ্টিতত্ত্ব স্বীকার ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। এই সাম্য বিপর্য্যয়ে সৃষ্টিরুৎপত্তি। চিত্তের যে ক্ষিপ্ত, মূঢ়, ও বিক্ষিপ্ত এই তিন অবস্থা, ইহাদের প্রত্যেক অবস্থায় এই গুণত্রয়ের একের প্রাবল্য ও অপরের বলহীনতানিবন্ধন বৈষম্যের উৎপত্তিতে এই তিন অবস্থাতেই সৃষ্টিরুৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী। এই তিন অবস্থাতেই জন্মান্তর পরিগ্রহ অনিবার্য্য। সুতরাং এই তিন অবস্থাই তুল্যরূপে বন্ধনাবস্থা। প্রকৃত মুক্তি তখনই ঘটে, জন্মনিবৃত্তি তখনই সম্ভব হয়, যখন চিত্তবৃত্তি সমূহ বিষয়াভাবে আপনাতে নিরুদ্ধ হইয়া থাকে।

"তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং।"

তখন অর্থাৎ যোগাবস্থায় দ্রষ্টা অথবা আত্মা আত্ম-স্বরূপে অবস্থিতি করে। কিন্তু

"বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র।"

যোগাবস্থাপন্ন না থাকিলে বৃত্তিসমূহের যে লক্ষণ, আত্মা তদ্রূপত্ব প্রাপ্ত হয়।

এই অবস্থা পঞ্চক মধ্যে ক্ষিপ্ত, মূঢ় এবং বিক্ষিপ্ত এই অবস্থাত্রয়েই বিষয়াসক্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই আসক্তিই এই অবস্থাত্রয়ের সাধারণ ভূমি। সুতরাং এই আসক্তিনাশই চিত্তের চতুর্থাবস্থা বা একাগ্রতালাভের প্রথম উপায়। তাহাতেই

"রাগোপহতির্ধ্যানম্।"

কপিল এই সূত্রে এবং পতঞ্জলি—

"অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ"

অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়,—ইত্যাদি কথায় বিষয়াসক্তিনাশকেই যোগ শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কারণ এই বিষয়াসক্তিই অবিবেকের প্রথম ও প্রধান ফল এবং তাহা হইতেই বন্ধন ও দুঃখের উৎপত্তি।

আসক্তি ও বৈরাগ্য বলিতে আমরা যাহা সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকি, যোগ শাস্ত্রে তাহা সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। আসক্তি অহঙ্কারোৎপন্ন, অহঙ্কার মহদোৎপন্ন, মহৎ প্রকৃতিজাত। এই আসক্তি সুতরাং জড়মূলক। অজড় আত্মার প্রকৃত আসক্তি অসম্ভব। স্নেহ, প্রেম, দয়া, দাক্ষিণ্য, প্রভৃতি মানবোচিত যত কিছু সদ্বৃত্তি আছে, তৎসমুদায়ই আসক্তিসম্পন্ন। চিত্তবৃত্তির নিরোধ ব্যতিরেকে আসক্তি বিনষ্ট হয় না। স্নেহ, প্রেম, দয়া, দাক্ষিণ্য, ভক্তি, প্রভৃতি সমুদায় বৃত্তির আমূল উৎপাটন ভিন্ন চিত্তবৃত্তি নিরোধ অসম্ভব। সুতরাং এই যে অনাসক্ত ভাব, ইহা হিন্দুশাস্ত্রসম্মত ও যোগশাস্ত্রসম্মত হইলেও বর্ত্তমানে আমরা যাহাকে আসক্তি বলি, তাহার সঙ্গে ইহার তেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই।

বৈরাগ্য সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। আমরা বৈরাগ্য বলিতে কি বুঝি?

"স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে।"

যেখানে স্বার্থ ও পরার্থে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, সেখানে পরার্থে স্বার্থনাশই বৈরাগ্য, যেখানে পরার্থ ও স্বার্থ পরস্পর বিরোধী নহে, সেখানে স্বার্থনাশে পুণ্য নাই, সেখানে স্বার্থনাশ বৈরাগ্য নহে।

কিন্তু যোগশাস্ত্রে বৈরাগ্য কাহাকে বলে?

"দৃষ্টানুশ্রাবকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যং।"

দৃষ্ট অর্থাৎ ইহলোকে উপভোগ্য বা লভ্য এবং অনুশ্রবিক অর্থাৎ বেদাদি-প্রতিশ্রুত পারলৌকিক পুরস্কারাদি, এই উভয়বিধ বিষয়ে "হেয়োপাদেয় শূন্য" হওয়া, কিম্বা তৎসম্বন্ধে "আসঙ্গদ্বেষরহিত উপেক্ষা বুদ্ধি" লাভ করাই বৈরাগ্য।

বৈরাগ্যের এই সংজ্ঞা হইতে দৃষ্ট হইবে যে কেবলমাত্র পরার্থে স্বার্থ-নাশ করা যোগশাস্ত্রের বৈরাগ্য নহে; কেবলমাত্র নীচ বিষয় ভোগ বিরতিতে সে বৈরাগ্যলাভ হয় না; অতীন্দ্রিয় যে সমুদায় সুখ সম্ভোগ, স্নেহ, প্রীতি, ভক্তি প্রভৃতি স্বর্গীয় উপভোগ্য বিষয়সমূহেও সম্পূর্ণ উদাসীন হওয়াই হিন্দু যোগের প্রকৃত বৈরাগ্য।

---

## আমরা কোথায় যাইতেছি ?

অনেকে হয়ত ভাবিতেছেন, এতদিনের পর এ আবার কি কথা? যাঁহারা এতকাল ধরিয়া সাধন ভজন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে কি আজি ভাবিতে বসিতে হইবে, তাঁহাদের গন্তব্য স্থান কোথায়? আমাদের প্রশ্নের উদ্দেশ্যও তাহা নহে। ব্রাহ্মজীবনের লক্ষ্য কি তাহা যে কোন ব্রাহ্ম জানেন না, আমরা এরূপ কথা বলিতে সাহস করি না। যাঁহারা অতি অল্পদিন হইল ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহারাও আবশ্যক হইলে এ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতে পারেন। প্রকৃত ধর্ম্মের সহিত যাঁহাদের বড় একটা সম্পর্ক নাই, তাঁহাদিগের মুখেও ধর্ম্মের অনেক উচ্চ উচ্চ কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া আর কিছু হউক আর না হউক, আমরা যে অনেক বড় বড় কথা শিখিয়াছি তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আমাদের জীবন যেরূপই হউক না কেন, সাধন ভজন বা প্রেমভক্তির কথায় আমাদিগকে পরাস্ত করিতে পারে এরূপ লোক বড় দুষ্প্রাপ্য।

আমাদের জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে আমরা যাহা মনে করি বা মুখে বলি, বাস্তবিক আমরা সেই দিকে চলিয়াছি কিনা, ইহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। 'ব্রাহ্ম জীবনের লক্ষ্য কি?' এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যত সহজ, 'আমরা' সেই লক্ষ্যের দিকে চলিয়াছি কি, না?' এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তত সহজ নহে। পরের কথা শুনিয়া বা পাঠ করিয়া প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়, কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নটীর উত্তর দিতে হইলে গভীর চিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টি আবশ্যক। আমাদের বিবেচনায় প্রশ্নটী বড় গুরুতর। ইহার প্রকৃত উত্তরের উপর আমাদের নিজের ও সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। এইজন্য প্রত্যহ না হউক অন্ততঃ মধ্যে মধ্যে আত্মার নিভৃত প্রদেশে প্রবেশপূর্ব্বক সরলভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য।

আমরা কোথায় চলিয়াছি? আমরা কি আমাদের লক্ষ্যের দিকে দিন দিন অগ্রসর হইতেছি,—না লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বিপথে চলিয়াছি? আমরা কি দিন দিন ধর্ম্ম জীবনের উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতেছি, অথবা বহুদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া এবং যাহা পাইয়াছি তাহাই যথেষ্ট মনে করিয়া, ঘোর আধ্যাত্মিক নিদ্রায় মগ্ন হইয়াছি? আমাদের ব্রাহ্মসমাজ কি আমাদের হৃদয়স্থিত আদর্শ পরিবারের অনুরূপ হইতেছে? আমরা যে ভাবে চলিয়াছি তাহাতে কি আমরা এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইব? আমাদের বিবেচনায় কথাগুলি বড় গুরুতর। বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইতেছে তাহাতে ইহা অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিবার কথা নহে। যাঁহারা হুজুগে পড়িয়া অথবা কোন সাংসারিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, কিম্বা যাঁহারা এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী সভ্য ছিলেন, কিন্তু পরে কোন কারণে ইহার প্রতি বীতরাগ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা যে এই সকল প্রশ্ন সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবেন ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত কল্যাণপ্রার্থী, যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে আপনার ও অপরের পরিত্রাণের উপায় বলিয়া বিশ্বাস করেন, যাঁহারা ধর্ম্মপথে দিন দিন অগ্রসর হইতে চাহেন, ঈশ্বর লাভের জন্য যাঁহাদের প্রাণ বাস্তবিক ব্যাকুল, তাঁহারা কখনই এই সকল কথায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন না।

আমরা কি চাই? আমরা চাই ঈশ্বরের বিশ্বাসী সন্তান হইতে, চাই ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে, চাই আমাদের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুবর্ত্তী করিতে, চাই জ্ঞান প্রেম পুণ্যের পথে অগ্রসর হইতে, চাই জগতে প্রেম পুণ্য শান্তি বিস্তার করিতে, চাই নরনারীকে ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া ভালবাসিতে। আমরা বাস্তবিক প্রাণের সহিত এই সকল চাই আর না চাই, অন্ততঃ মুখে বলি যে আমরা ইহা চাই। ইহাই যে ব্রাহ্মজীবনের লক্ষ্য তাহা বোধ হয় কথায় কোন ব্রাহ্ম অস্বীকার করেন না। কিন্তু যাহাতে এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় আমরা কি তাহার জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে চেষ্টা করিতেছি? আমরা কি এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া চলিয়াছি? ব্রাহ্মসমাজ যাহাতে যথার্থ ঈশ্বরের গৃহ হয়, প্রেমপুণ্য শান্তির আলয় হয়, আমরা কি বাস্তবিক তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছি?

যদি তাহা করিতাম, তাহা হইলে কি আজি এ কথা শুনিতে হইত যে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া শান্তি পাওয়া যায় না, প্রাণের গভীর পিপাসা পরিতৃপ্ত হয় না? তাহা হইলে আজি বহু দিনের পুরাতন ব্রাহ্ম এই বলিয়া ক্ষোভ করিবেন কেন যে, 'ব্রাহ্মসমাজে যে আশা লইয়া আসিয়াছিলাম তাহা পূর্ণ হইল না—ব্রাহ্মসমাজে যে প্রেম ও ভ্রাতৃভাব এক সময়ে দেখিয়াছিলাম তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে'? তাহা হইলে আজি এত লোক ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধন পরিত্যাগ করিয়া অন্য সাধন অবলম্বন করিবে কেন? যে ব্রাহ্মসমাজ এক সময়ে সাধারণের, অন্ততঃ ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণের, বিশেষ আকর্ষণের বস্তু ছিল তাহাতে আজি কালি নূতন লোক বড় একটা প্রবেশ করিবার জন্য লালায়িত হয় না কেন? অবশ্যই ইহার কোন বিশেষ কারণ আছে।

এ কথা বলিলে চলিবে না যে শান্তি বা সুখ ধর্ম্মের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। সভ্যসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি বিচার করা কর্ত্তব্য নহে বলিলেও আমাদের কথার প্রকৃত উত্তর দেওয়া হইবে না। আনন্দ ধর্ম্মের উদ্দেশ্য না হইতে পারে, শান্তি ধর্ম্মের উদ্দেশ্য না হইতে পারে, সরস ভাব ধর্ম্মের উদ্দেশ্য না হইতে পারে, কিন্তু আনন্দ, শান্তি ও সরসভাব যে ধর্ম্মজীবনের একটী প্রধান লক্ষণ তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। আনন্দময়ের উপাসনা করিলে অথচ তোমার প্রাণের নিরানন্দ বিদূরিত হইল না, রসস্বরূপের নিকট বসিলে অথচ তোমার প্রাণ সরস হইল না, প্রেমময়ের প্রেমমুখ দেখিলে অথচ তোমার প্রাণ বিগলিত হইল না, মানুষকে ভাই বলিয়া ভালবাসিতে পারিলে না, পবিত্র স্বরূপকে হৃদয়ে ধারণ করিলে অথচ তোমার প্রাণ পবিত্র হইল

না, তাঁহার সৌন্দর্য্যে তোমার প্রাণ আকৃষ্ট হইল না, জীবন্ত পরমেশ্বরের সংস্পর্শে আসিলে, অথচ তোমার প্রাণ জাগিল না, প্রাণের মধ্যে তাড়িত প্রবাহ ছুটিল না, প্রাণের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আলোড়িত হইল না, তুমি যেমন নির্জ্জীব, যেমন অসাড়, যেমন মৃত, তেমনি রহিলে—ইহা হইতেই পারে না। হয় স্বীকার কর তোমার প্রকৃত উপাসনা হয় নাই, তুমি প্রেমময়ের দর্শন পাও নাই, প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বর তোমার আত্মাকে স্পর্শ করেন নাই, নতুবা তোমার ব্যবহার দ্বারা, কার্য্য দ্বারা, জীবন দ্বারা দেখাও যে তোমার প্রাণের মধ্যে ঈশ্বর আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করিয়াছেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর প্রেম-প্রস্রবণের নিকট বসিয়াও যদি তোমার প্রাণের শুষ্কতা বিদূরিত না হয়, তবে জানিও তোমার উপাসনা ঠিক্ হইতেছে না। তুমি যদি বল, 'আমি নিত্য ঈশ্বরের উপাসনা করি,কিন্তু তাহাতে আমার প্রাণ ভিজে না', তাহা হইলে হয় তুমি মিথ্যাবাদী, নতুবা কল্পনার উপাসক। উপাসনার উদ্দেশ্য শান্তি বা আনন্দ নহে, কিন্তু আনন্দ শান্তি যে প্রকৃত উপাসনার অবশ্যম্ভাবী ফল তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

আর যদি আমাদের জীবনে সেই আনন্দ শান্তি, সেই সরস ভাব,সেই প্রেম,সেই উৎসাহ, সেই পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইত যাহা প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনার অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অপর লোক ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইত। সৌন্দর্য্য দেখিয়া কাহার প্রাণ না আকৃষ্ট হয়? এই সংসার মরুভূমিতে পিপাসু আত্মার অভাব কি? কত লোক একটু শান্তির জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে, কত কল্পিত পথ অবলম্বন করিতেছে! তাহারা যদি সত্য বস্তু পাইত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে সকলে না হউক অন্ততঃ অনেকে যে তাহা গ্রহণ করিত তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? খাঁটি জিনিষ পাইলে কি আর কেহ বুদ্ধি থাকিতে কল্পিত বস্তুর সমাদর করে? তবে কেন লোক সংখ্যা দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা বিচার করিব না?

ঐ শুন আজি ব্রাহ্মসমাজের এই ঘোর শুষ্কতার দিনে, ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের হৃদয়দ্বারে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'তোমরা কোথায় যাইতেছ?' ব্রাহ্ম ভাই ভগিনি, একবার বিরলে বসিয়া ভাবিয়া দেখিবে কি—

আমরা কোথায় যাইতেছি?

আঃ চঃ।

## প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

### বর্দ্ধমান।

বর্দ্ধমান ব্রাহ্ম সমাজের সপ্তবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব এবার, ঈশ্বর কৃপায় অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আমরা সময় মত সমস্ত লিখিয়া রাখিতে পারি নাই। যে প্রণালীতে উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে তাহার কতক বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল। মতিহারি, বোলপুর, বড়বেলুন, ভাণ্ডারা, কলিকাতা, ঢাকা, রায়না, চন্দননগর, বেহালা, প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মভ্রাতাগণ আসিয়া উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। রবিবার ৯ই ফাল্গুন উৎসবের প্রথম দিন, প্রাতে সমাজ গৃহে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। সোমবার ১০ই ফাল্গুন প্রাতে বাবু নৃসিংহ মুরারী পাঁজার বাড়ীতে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সরকার উপাসনার কার্য্য করেন। মঙ্গলবার ১১ই ফাল্গুন প্রাতে সমাজ গৃহে উপাসনা হয় শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন উপাসনার কার্য্য করেন। বুধবার ১২ই ফাল্গুন প্রাতে সমাজ গৃহে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সরকার উপাসনার কার্য্য করেন। অদ্য অপরাহ্নে শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দুইটী উৎসাহী ব্রাহ্মভ্রাতাকে লইয়া এখানে উপস্থিত হন। রাত্রিতে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সরকার মহাশয়ের বাটীতে উপাসনা হয়। মানিকদহের ভূতপূর্ব্ব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। বৃহস্পতিবার ১৩ই ফাল্গুন প্রাতে সমাজগৃহে ও রাত্রিতে শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেনের বাড়ীতে উপাসনা হয়। উভয় স্থলেই শ্রদ্ধেয় গোস্বামী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় ও অনেক গুলি ব্রাহ্মভ্রাতা কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হন। শুক্রবার ১৪ই ফাল্গুন প্রাতে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেনের বাসায় পারিবারিক উপাসনা হয়। বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন উপাসনা খুব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, এবং উপাসনান্তে অনেকক্ষণ মত্ততার সহিত সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। সায়াহ্নে সমাজগৃহে উপাসনা হয়,নবদ্বীপ বাবু উপাসনা করেন,উপদেশের সারাংশ নিম্নে দেওয়া হইল—"সূর্য্যের কিরণে যেমন চন্দ্রের ভাতি, সেইরূপ ভগবানের জ্যোতিতে মানবাত্মার বিকাশ ও সৌন্দর্য্য। ঈশ্বরের ভুবনমোহন রূপ যখন মানব হৃদয়ে উদিত হয় মনুষ্যের জীবন ধন্য হয়, তাহার হৃদয় পুলকে পূর্ণ হয়, দেহ মন বিমল হয়, স্বর্গের শোভা তাহার প্রাণে প্রকাশিত হয়, দেব দুর্ল্লভ আনন্দ তাহার হৃদয়ে অনুভূত হইতে থাকে; তাহার নবজীবন লাভ হয়। পরমাত্মার প্রকাশে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয়, শ্মশান ভূমি অমর নিকেতন হয়, মরুক্ষেত্র নন্দনকানন হয়, পাপীর পাপ প্রবৃত্তি নিচয় নষ্ট হয়, তাহার পাপানল-বিদগ্ধ হৃদয় শান্তি সলিলে শীতল হয়, পাপান্ধকার বিনষ্ট হয়, তখন পুণ্য প্রেমের ছটায় তাহার চিত্ত আলোকিত হয়। সে জীবন তখন ধন্য হইয়া যায়। এইরূপে ভগবানের কৃপায় ঘোর পাপী মহা পুণ্যাত্মা হইয়া যায়। আর চতুর্দ্দিকস্থ নরনারীর পরিত্রাণের পথ-প্রদর্শক হয়।" শনিবার ১৫ই ফাল্গুন প্রাতে সমাজ গৃহে উপাসনা হয়। শ্রদ্ধেয় বিজয় বাবু উপাসনা করেন। অপরাহ্নে ছাত্রসমাজে উপাসনা হয়, নবদ্বীপ বাবু উপাসনা করেন। তিনি ছাত্রসমাজে একটি মুগ্ধকর বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার সারাংশ নিম্নে দেওয়া হইল।

হে প্রিয়তম যুবকগণ! অতি প্রাচীন কালের যুবকগণ বাল্যকালে জ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিত; মধ্যবর্ত্তী সময়ে এই রীতির ঘোর ব্যতিক্রম ঘটে। প্রথম বয়সে শুধু জ্ঞান শিক্ষা প্রদত্ত হইত, দ্বিতীয় বয়সে ধন উপার্জ্জন করিত, তৎপর ধর্ম্মশিক্ষা বা পুণ্য অর্জ্জনে নিযুক্ত হইত। এই দূষণীয় রীতির জন্য সমাজ হইতে ধর্ম্ম চলিয়া গিয়াছিল। এখন আর একথা নাই,এখন পুনরায় জ্ঞানশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্মশিক্ষা প্রয়োজন, একথা সকলেই প্রায় স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন ক্রমশঃ ধর্ম্ম বাহিরের একটা বস্তু হইয়া দাঁড়াইতেছে। এ সময় আপনারা খুব সাবধান হইবেন, ধর্ম্ম যেন বাহিরের সভ্যতা কি বাহিরের ভদ্রতার বস্তু না হয়; ইহা জীবনের বস্তু, ইহার ভিত্তি যেন বিশ্বাস এবং ভক্তি, প্রেম হয়।”

অদ্য শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও আরও কয়েকজন ব্রাহ্ম বন্ধু কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে আসিয়া পৌঁছেন। রাত্রিতে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সরকার মহাশয়ের বাটীতে উপাসনা হয়। নগেন্দ্র বাবু উপাসনার কার্য্য করেন। উপদেশের সারাংশ নিম্নে দেওয়া হইল।

“জ্ঞান দুই প্রকার; এক প্রত্যক্ষ, অপর পরোক্ষ। অপরের মুখে শুনিয়া যে জ্ঞান হয় তাহা পরোক্ষ আর নিজের চক্ষে দেখিয়া, নিজের কর্ণে শুনিয়া, নিজের রসনায় আস্বাদ করিয়া যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা প্রত্যক্ষ। ধর্ম্ম সাধন পক্ষে এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের নিতান্তই প্রয়োজন। ঈশ্বর লইয়াই ধর্ম্মসাধন; সেই ঈশ্বর কি বস্তু, তাঁহার স্বরূপ কি, তাঁহার সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ কি এসব বিষয়ে শুনা কথায় কোন প্রকৃত ফল হয় না। শাস্ত্রে লেখা আছে, তাহা বিশ্বাস করি, সাধু মুখে শুনিয়াছি তাহা মানি, গুরুর উপদেশ, তাহা শিরোধার্য্য, এ সবে আত্মার তৃপ্তি হয় না, মানব হৃদয়ের নিগূঢ় অভাব ঘুচেনা। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির পিপাসা শীতল বারি বর্ণন শ্রবণে নিবারণ হয় না, অন্নের গুণ ব্যাখ্যায় ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না। কালীদাসের হিমালয় বর্ণন পাঠ বা শ্রবণে কিছু ভূধর রাজের দর্শন সুখ লাভ হয় না। এসব বর্ণনায় তুমি কবি হইতে পার, তুমি পণ্ডিত হইতে পার, কিন্তু সাধক প্রেমিক ভক্ত হইতে পার না। শাস্ত্র বা সাধু বাক্যের দোহাই দিয়া তুমি ভব পারাবার উত্তীর্ণ হইতে পার না; সে দুস্তর পারাবার উত্তীর্ণ হইতে হইলে ভবার্ণব কর্ণধার-হরির শরণাগত হইতে হইবে, তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইবে, তাঁহার ভজন সাধন করিতে হইবে, তাঁহার প্রকৃত সেবক হইতে হইবে। নচেৎ ন্যায় শাস্ত্রের অনুমানের ঈশ্বরের দ্বারা কিছুই হইবে না।”

রবিবার ১৬ই ফাল্গুন—অদ্য উৎসবের দিন। প্রাতে ৭টার পূর্ব্বেই সমাজগৃহ লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। মধুর সঙ্গীত আরম্ভ হইল। বিজয় বাবু উপাসনা করিলেন। উদ্বোধন আরাধনা, ধ্যান প্রার্থনা অতি গম্ভীরভাবে চলিতে লাগিল। উপদেশ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ভাবের উচ্ছ্বাসে অনেকে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। উপাসনান্তে গরীব বাঙ্গালী দিগকে সামাজগৃহে বস্ত্রতণ্ডুল ও তৈল বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে বীরেশ্বর বাবুর গৃহ হইতে নগর সংকীর্ত্তন বাহির হইয়া সম্পাদকের বাড়ী ও অন্য দুইটী বন্ধুর গৃহ হইয়া অর্থাৎ সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা গুলি দিয়া সমাজগৃহে উপস্থিত হয়। রাত্রিতে সমাজগৃহে আদিসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ী মহাশয় উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। সোমবার ১৭ই ফাল্গুন প্রাতে বীরেশ্বর বাবুর বাড়ীতে উপাসনা হয়, মতিহারীর শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত উমাচরণ ঘটক মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। রাত্রিতে নগেন্দ্র বাবু সমাজগৃহে উন্নতি সম্বন্ধে একটী সুন্দর ও মুগ্ধকর বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার সারাংশ নিম্নে দেওয়া হইল:—বুদ্ধি বা জ্ঞানের উন্নতি ব্যতীত আত্মার উন্নতি হয় না। শুধু জ্ঞানের উন্নতি মানবাত্মার প্রকৃত উন্নতি নয়, ইহার হৃদয়ের ও উন্নতি হওয়া প্রয়োজন; দয়া বৃত্তির উন্নতি ভিন্ন মানবাত্মা তৃপ্ত হইতে পারেনা। কিন্তু কোন ব্যক্তির সুন্দর জ্ঞান আছে, বেশ বুঝে শুনে, এবং হৃদয়ও আছে, পরের দুঃখ দেখিয়া খুব ক্লেশানুভব করে, কিন্তু তাহার কার্য্য করিবার শক্তি সেরূপ নাই, এরূপ স্থলেও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইয়াছে বলা যায় না। সুতরাং ইচ্ছা শক্তিরও বিকাশ হওয়া প্রয়োজন। যথন জ্ঞান উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের উন্নতি হয় এবং তৎসঙ্গে কার্য্য করিবার শক্তির উন্নতি হয়, তখনই মানবাত্মার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইল বলা যায়। এইটী বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। মঙ্গলবার ১৮ই ফাল্গুন—প্রাতে বীরেশ্বর বাবুর বাড়ীতে উপাসনা হইয়া উৎসব এক প্রকার শেষ হয়। এতদ্ব্যতীত কয়েক দিন ব্যাপিয়া সদালাপ, সৎপ্রসঙ্গ, শাস্ত্রালোচনা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যাহাতে পুষ্টিলাভ ও কল্যাণ হয়, প্রচারক মহাশয়দের মধ্যে যাহাতে সদ্ভাব বন্ধুত্ব ও ভালবাসার আরও বৃদ্ধি হয় তদ্বিষয় অনেক ভাল ভাল কথা হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় শ্রীধর বাবুর একতারা সহ হিন্দি ভজন ও ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত দিবা রাত্রি উৎসবের কয়েক দিন খুব জমাট রাখিয়াছিল।

## নগাঁও।

নগাঁও ব্রাহ্মসমাজের সপ্ত পঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক মাঘোৎসব নিম্নলিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে:—

৮ই মাঘ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় বাবু গুরুনাথ দত্তের গৃহে উৎসবের উদ্বোধন হয়। শ্রীযুক্ত বাবু রামদুর্ল্লভ মজুমদার উপাসনার কার্য্য ও শ্রীযুক্ত গুরুনাথ দত্ত বিশেষ প্রার্থনা করেন। ৯ই মাঘ শুক্রবার—অপরাহ্ণ ৬।০ ঘটিকার সময় স্বর্গীয় জন্মেজয় দাস মহাশয়ের গৃহে উপাসনা। শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন ও শ্রীযুক্ত গুণাভিরাম বড়ুয়া “ঈশ্বর সকলের জন্য ভাবেন” এবিষয়ে সুন্দর একটী উপদেশ দেন। ১০ই মাঘ শনিবার—অপরাহ্ণ ৬।০ ঘটিকার সময় মন্দিরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন এবং “উৎসবে যোগ দান” বিষয়ে উপদেশ হয়। ১১ই মাঘ রবিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৬ ঘটিকা হইতে মন্দিরে উৎসব আরম্ভ হয়। ১০টা পর্য্যন্ত উৎসব হইয়াছিল। ব্রাহ্মিকাগণ একতান

স্বরে গান করিয়া উৎসব ক্ষেত্রের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। বাবু গুরুনাথ দত্ত উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। "যে সন্তান জননীকে বিশ্বাস করে জননী তাকে সব দেন" এ বিষয়ে উপদেশ হয়। ৩টার পর নগর সঙ্কীর্ত্তন; সঙ্কীর্ত্তন খব জমাটভাবে হইয়াছিল। সঙ্কীর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মগণ সহর পরিভ্রমণ করতঃ ৭ টার সময় মন্দিরে উপস্থিত হইয়া সায়ংকালীন উপাসনায় যোগ দেন। শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। ১২ই মাঘ সোমবার অপরাহ্ন ৭ ঘটিকার সময় পরলোক গত বন্ধু পদ্মহাস গোস্বামীর বৃদ্ধ পিতা শ্রীযুক্ত রঘুদেব গোস্বামী মহাশয়ের আহ্বানে ব্রাহ্মগণ তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়া উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তন করেন। শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ঘোষ উপাসনার কার্য্য করেন। গোস্বামী মহাশয়ের ধর্ম্মে ভক্তি ও বিশ্বাস দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ১৩ই মাঘ মঙ্গলবার অপরাহ্ন ৭ ঘটিকার সময়ে শ্রীযুক্ত গুণাভিরাম বড়ুয়ার গৃহে উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। শ্রীযুক্ত মধুসূদন গুপ্ত উপাসনার কার্য্য করেন। ১৪ই মাঘ বুধবার শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মজুমদারের গৃহে উপাসনা; শ্রীযুক্ত গুরুনাথ দত্ত উপাসনার কার্য্য করেন, "গর্ব্বিত রাজার উপাখ্যান" অবলম্বনে একটী উপদেশ হয়। ১৫ই মাঘ বৃহস্পতিবার শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাসের গৃহে উপাসনা; বাবু গুরুনাথ দত্ত উপাসনার কার্য্য করেন। "দর্পহারী ভগবান" বিষয়ে উপদেশ হয়। ১৬ই মাঘ শুক্রবার শ্রীযুক্ত মধুসূদন গুপ্তের গৃহে উপাসনা; বাবু গুরুনাথ দত্ত উপাসনাদি কার্য্য করেন। ১৭ই মাঘ শনিবার পূর্ব্বাহ্ন ৮ ঘটিকার সময় বাবু রামদুর্ল্লভ মজুমদারের গৃহে ব্রাহ্মিকাসমাজ। শ্রীমতী স্বর্ণলতা দত্ত উপাসনার কার্য্য করেন; ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান হইতে শ্লোক ও ব্যাখ্যাদি পাঠ হয়। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় মন্দিরে বালক বালিকাদিগের সম্মিলন হয়। বালিক বালিকাগণ "শুন গো জননী সুখের কাহিনী" এই সঙ্গীত করিতে করিতে মন্দিরে উপস্থিত হইলে পর বাবু গুরুনাথ দত্ত একটী প্রার্থনা করেন, পরে বালিকাগণ একদিকে ও বালকগণ অপরদিকে বসিয়া দুই ভাগে ক্রমে "ভগিনী সকলে আজ প্রাণ খুলে" এই গানটী করিয়া সকলকে মোহিত করে। তৎপরে বাবু গুরুনাথ দত্ত "ঈশ্বর জগজ্জননী" এই বিষয়ে অতি সরল ভাষায় বালক বালিকাদিগকে উপদেশ দিয়া আর একটী প্রার্থনা করেন। তৎপর বালক বালিকা কমলা লেবু খাইতে খাইতে গৃহে গমন করে। অপরাহ্ন ৭ ঘটিকার সময় বাবু রামদুর্ল্লভ মজুমদারের গৃহে উপাসনা হয়। বাবু গুরুনাথ দত্ত উপাসনার কার্য্য করেন। ১৮ই মাঘ রবিবার পূর্ব্বাহ্ন ৭ ঘটিকার সময় মন্দিরে প্রার্থনা ও পাঠ হয়; বাবু গুরুনাথ দত্ত প্রার্থনা ও মধুসূদন গুপ্ত ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত পাঠ করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীযুক্ত রামদুর্ল্লভ মজুমদারের গৃহে প্রীতি ভোজন হয়। অপরাহ্ন ৬৷৷০ ঘটিকার সময়ে মন্দিরে উপাসনা; বাবু গুরুনাথ দত্ত উপাসনার কার্য্য করেন এবং উপাসনান্তে "ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য" এ বিষয়ে উপদেশ হয়। এবারকার উৎসবে প্রত্যেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার হৃদয় সুখী হইয়াছে। দয়াময় দয়া করিয়া কিছু দিয়াছেন। উৎসব উপলক্ষে প্রায় প্রত্যেক ব্রাহ্মের বাড়ীতেই যেমন উপাসনা হইয়াছে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আহার ও জল যোগের সুন্দর বন্দোবস্ত হওয়াতে আরও আমোদ হইয়াছে। দুর্গোৎসবে হিন্দু পল্লীতে যেমন নিমন্ত্রণের ঘটা হয় ১১ই মাঘের উৎসবে এখানেও সেইরূপ ঘটা হইয়া থাকে। ১১ই মাঘের দিবস সন্ধ্যাকালে নগাঁও ব্রাহ্মপল্লী এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মের গৃহ ও বহির্দ্বার দীপালোকে আলোকিত করা হইয়াছিল। আলোর ঘটা ও সঙ্কীর্ত্তনের ভাব দেখিয়া বাহিরের লোকে জানিয়াছে যে ১১ই মাঘ ব্রাহ্মগণের কেমন আনন্দের দিন। দয়াময় ঈশ্বর প্রত্যেক নর নারীর হৃদয়ে সত্যালোক প্রকাশ করিয়া সত্যের পথ প্রদর্শন করুন। তাঁহার শুভ ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক।

## বাগেরহাট।

বাগেরহাট ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব কার্য্য বিবরণ:— ৯ই মাঘ শুক্রবার প্রাতে, সমাজ গৃহে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ সম্মিলিত প্রার্থনা। সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র সোম মহাশয়ের বাসাতে "ভারতে ধর্ম্মবিপ্লব" সম্বন্ধে বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয় একটি বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যার পর বৃষ্টি হওয়াতে সভাতে আশানুরূপ লোক সংখ্যা উপস্থিত হইতে পারেন নাই। যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা আদ্যোপান্ত মনোযোগ পূর্ব্বক বক্তৃতা শ্রবণে সুখী হইয়াছিলেন। বক্তা আর্য্যগণের ভারতে আগমনের পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ধর্ম্মজগতে যে সমুদয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, তাহা বিশদরূপে শ্রোতাবর্গের হৃদয়ঙ্গম করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। আহার, পরিচ্ছদ, সমাজনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি বহু বিষয়ের ক্রম বিকাশ ও পরিবর্ত্তনের ন্যায় বিধাতার বিধানে মানবাত্মার ধর্ম্ম ভাবও যে যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তিনি যাবতীয় ধর্ম্ম বিপ্লবের যুগ বিভাগ এইরূপে করিয়াছিলেন, যথা, বৈদিক, দার্শনিক, সাংহৈতিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, শাঙ্করি, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, মুসলমান ও খৃষ্টীয়; এবং প্রত্যেক যুগে কোন্ কোন্ মৌলিক ভাব অভ্যুদিত হইয়া অলক্ষিতরূপে আর্য্যদিগের ধর্ম্ম মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা দেখাইয়া দিলেন। আবার সাধুদিগের পবিত্র জীবনের ছায়া পড়িয়া কিরূপে ঐ সকল ভাব পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল তাহাও বলিলেন। অবশেষে পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিধাতার নিগূঢ় বিধানে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম কিরূপে ভারতে যুগ-ধর্ম্মরূপে অবতীর্ণ হইয়া সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতেছে, তাহা বলিয়া বক্তৃতার উপসংহার করিলেন। ১০ই মাঘ শনিবার প্রাতে উপাসনা। বাবু হরিনাথ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপনিষদের "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" শ্লোক অবলম্বন করিয়া উপদেশ প্রদান করেন। উপদেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। রাত্রিতে "রাজা রামমোহন রায় ও বঙ্গসমাজ" সম্বন্ধে অত্রত্য স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুস্তফি ও বাবু যদুনাথ কাঞ্জিলাল

উকীল মহাশয় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা শ্রবণে শ্রোতৃবর্গ সুখী হইয়াছিলেন। ১১ই মাঘ রবিবার—দিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে উপাসনা। বাবু হরিনাথ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। তৎপরে স্তোত্র পাঠ, শাস্ত্র ব্যাখ্যা, ও সঙ্গীত। মধ্যাহ্নে উপাসনা। বাবু আনন্দচন্দ্র সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন। তারপর ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ, আলোচনা, সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন। সন্ধ্যার পর উপাসনা। বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১২ই মাঘ সোমবার—প্রাতে উপাসনা। বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। সন্ধ্যার পর বাবু আনন্দচন্দ্র সেন "বুদ্ধদেব ও হিন্দুসমাজ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ১৩ই মাঘ মঙ্গলবার—প্রাতে উপাসনা। বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই দিবস অপরাহ্ণ একটার পর অত্রস্থ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য মহাশয়গণ সবান্ধবে মৃদঙ্গ, করতাল, ও ব্রহ্ম নামাঙ্কিত পতাকা হস্তে লইয়া ঠাকুর বাবুর ষ্টীমার যোগে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে এখান হইতে প্রায় তিন ক্রোশ ব্যবধান যাত্রাপুর নামক স্থানে "প্রচার যাত্রায়" গমন করিয়াছিলেন। পথে ষ্টীমার মধ্যে উৎসাহের সহিত সঙ্কীর্ত্তন ও আরোহীদিগকে সম্বোধন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সুসমাচার প্রচার করা হয়। তৎপর গোবরডাঙ্গা নিবাসী প্রসিদ্ধ জমীদার বাবু গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যাত্রাপুরের কাছারির প্রশস্ত বহিঃপ্রাঙ্গনে উৎসাহের সহিত সঙ্কীর্ত্তন হইলে পর বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয় উপস্থিত ন্যূনাধিক তিন শত লোককে সম্বোধন করিয়া "সংসারের অনিত্যতা" সম্বন্ধে সুন্দররূপে উপদেশ প্রদান করিলে বাবু হরিনাথ দাস "নিরভিমান" ও "কাল্পনিক সাধন প্রণালী" পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্ঠার সহিত একমাত্র বিশ্বেশ্বর পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। শ্রোতৃবর্গ সকলেই মুগ্ধভাবে এই সমুদায় কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাহার পর সকলে দলবদ্ধ হইয়া বাজারে ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিয়া ভ্রমণ করেন। কাছারির নায়েব বাবু রামচন্দ্র হালদার ও তথাকার পোষ্ট মাষ্টার বাবু হরিহর মিত্র আমাদিগের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। ১৪ই মাঘ বুধবার—প্রাতে বাবু আনন্দচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাসাতে উপাসনা। বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয় উপাসনা করেন। অপরাহ্নে নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইবার কথা ছিল। বৃষ্টির দুর্যোগে তাহা হইতে পারে নাই। ১৫ই মাঘ বৃহস্পতিবার—প্রাতে বালিকা বিদ্যালয়ের উৎসব। এই উৎসব সমাজ গৃহে হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে আনীত নানা প্রকার সুন্দর বাক্স, ছবি, ইত্যাদি উত্তমরূপে সজ্জিত করা হয়। স্থানীয় গণ্য, মান্য, অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়া ও খুলনার কালেক্টর মেঃ ডবলিউ, সি, ক্লে সাহেব পারিতোষিক বিতরণ করিয়া, বালিকাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ দান করিয়াছেন। কালেক্টর সাহেবের এই সৌজন্যে আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি। অপরাহ্ণ প্রায় চারি ঘটিকার সময় উপাসক মণ্ডলী অত্রস্থ বাজারের আটচালা গৃহে সমবেত হইলে, এতদুপলক্ষে মুদ্রিত নূতন "নগর সঙ্কীর্ত্তন" গীত হয়। পরে ব্রাহ্মনামাঙ্কিত পতাকা হস্তে লইয়া সকলে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে নগর পরিভ্রমণ করেন। স্থানে স্থানে ভ্রাতৃমণ্ডলী খুব উৎসাহের সহিত কীর্ত্তন গান করিতে করিতে নৃত্য করিয়াছিলেন। স্থানীয় সমুদায় সম্প্রদায়ের লোক এই নগর সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দান করিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সমাজ প্রাঙ্গনে আগমন করিল, সেখানে কতকক্ষণ খুব উৎসাহের সহিত নৃত্য হয়। তাহার পর সংক্ষেপ প্রার্থনা অন্তে কার্য্য শেষ হইলে বন্ধুগণ প্রীতি-জলযোগ পূর্ব্বক আপন আপন আবাসে গমন করেন। ১৬ই মাঘ শুক্রবার—সন্ধ্যার পর অত্রস্থ দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমাজ গৃহে "শিক্ষার দায়িত্ব" সম্বন্ধে একটী সারপূর্ণ বক্তৃতা করেন। বক্তা বিশদরূপে শিক্ষিত লোকদিগের কর্ত্তব্য ও অবশ্য অনুষ্ঠেয় বিষয় সমুদায় বিবৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ আপনাদিগকে লাভবান মনে করিয়াছেন। বক্তৃতা অন্তে প্রার্থনা ও শান্তি বাচন হইয়া উৎসব ক্রিয়া শেষ হয়।

# প্রেরিত পত্র।

## শিলং খাসিয়া ব্রাহ্মসমাজ।

ভগবান তাঁহার সত্যধর্ম্ম মানব সমাজে কোন্ রীতিতে কি উপায়ে প্রচার করেন তাহা মানবের সম্যক বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। আমরা কোন মহৎ কার্য্য সম্পাদনে সচেষ্ট হইবার পূর্ব্বেই তাহার সফলতা বিষয়ে নানারূপ বিঘ্ন বিপত্তির আশঙ্কা কল্পনা করিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ি। ভবিষ্যতের গণনায় বর্ত্তমানের উদ্যম ও যত্ন, আশা ও সাহস বিসর্জ্জন দিয়া নৈরাশ্যের ইতিহাস স্মৃতি পটে আঁকিয়া রাখি, এইজন্যই আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা। ভগবানের কার্য্য তিনি স্বয়ং সুসম্পন্ন করিবেন এই বিশ্বাস প্রাণে ধরিয়া সযত্নে কার্য্যে ব্রতী হইলে সফলতার জন্য বিব্রত হইতে হয় না, ইহা সাধুর নিকট অতি সরল কথা; আমাদের এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে বহু সাধনার প্রয়োজন। আমাদের চক্ষের সমক্ষে যে সমুদায় কার্য্য অনুক্ষণ ঘটিতেছে তাহার প্রণালী অনবধানতার সহিত দেখিলে ও অনেক সময় আশ্চর্য্য হইতে হয়। তখন বলিতে ইচ্ছা হয় ভগবান স্বয়ং তাঁহার নিজ কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। প্রণালী তাঁহার নিজের, কৌশল তাঁহার নিজের; মানব তাঁহার হস্তের ক্রীড়ণক। এক বৎসর পূর্ব্বে ইহা কেহ কল্পনায়ও আনেন নাই যে এই পার্ব্বত্য প্রদেশে খাসিয়া বন্ধুদিগের মধ্যে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সম্ভব। যাহা এক বৎসর পূর্ব্বে অনেকের নিকট অসম্ভব ছিল আজ তাহাই প্রত্যক্ষে পরিণত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে, ইহা অপেক্ষা পবিত্র দৃশ্য আর কি আছে যে সরল বিশ্বাসী খাসিয়া বন্ধু অটল ভক্তি ও প্রেমে বিহ্বল হইয়া বাঙ্গালী বন্ধুদিগের দক্ষিণে বামে উচ্চকণ্ঠে গাইলেন "দয়াময় নাম সাধন কর"। এই শিলঙে যে কয়েকজন ব্রাহ্মবন্ধু আছেন তাঁহাদের মনে গত বৎসর একটী ভাবের উদ্রেক হয়, এবং তাহা কার্য্যে পরিণত

করিবার জন্য অনেকেই উৎসাহের সহিত যত্ন করেন। ভগবানের কৃপায় তাঁহাদের সে যত্ন ও উদ্দেশ্য সুফল হইল—তাঁহারা এ স্থানের অধিবাসী খাসিয়া বন্ধুদিগের জন্য একটী পৃথক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন। বিগত এক বৎসর কাল উক্ত সমাজে নিয়মিতরূপ উপাসনার কার্য্য চলিয়াছে। গত ১৯শে, ২০শে এবং ২১শে ফেব্রুয়ারী ঐ সমাজের প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসবের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াগিয়াছে। ১৯শে তারিখ অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত বাবু রতন সিং উপাসনার কার্য্য করেন এব তাঁহার মাতৃভাষায় (খাসিয়া ভাষায়) উপদেশ প্রদান করেন। ২০শে তারিখ প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু যব্ সলমন্ উপাসনার কার্য্য করেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন খাসিয়া ভাষায় উপদেশ দেন। মধ্যাহ্নে খাসিয়া ও বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্গীতের পর শ্রীযুক্ত বাবু যব্ সলমন খাসিয়া ভাষায় উপদেশ দেন। ২১শে সোমবার প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন উপাসনা করেন ও তৎপর খাসিয়াতে উপদেশ দেন। ঐ দিবস অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত বাবু রতন সিং উপাসনার কার্য্য করেন; তৎপর জনৈক বাঙ্গালী বন্ধু "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস" সম্বন্ধে খাসিয়া ভাষায় একটী বক্তৃতা পাঠ করেন। এই দিবস অপরাহ্নে সমাজের কার্য্য আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে সমাজ গৃহের বহিঃপ্রাঙ্গনে বাঙ্গালা সঙ্কীর্ত্তন হয়; এই কীর্ত্তনে অনেক খাসিয়া বন্ধুও যোগ দান করিয়াছিলেন। কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে শৈলা পুঞ্জির অনেক খাসিয়া ভদ্রলোক এই সহরে উপস্থিত ছিলেন; তাঁহারা প্রায় সকলেই উপাসনাদির সময়ে উপস্থিত থাকিয়া সমুদয়ের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। এই সভার সমুদয় কার্য্যই খাসিয়া ভাষায় সম্পাদিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে গানের অভাব ছিল বলিয়া বাঙ্গলা গানই গীত হইত, কিন্তু ভগবানের অনুগ্রহে এখন সে অভাবও দূর হইয়াছে। অভাব সকল উন্নতির মূল, অভাব অনুভব করাই মহত্ব। বলিতে আনন্দ হয় এখানে দুই একটী বাঙ্গালী বন্ধুর অধ্যবসায়ে ও যত্নে প্রায় ৫০টী গান খাসিয়াতে অনুবাদিত হইয়াছে। ইহাঁরা যখন ভগবানের উপাসনায় বসিয়া খাসিয়া বন্ধুদের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বাঙ্গালা সুরে খাসিয়া গান গাহিতে থাকেন তখন কিযে এক আশ্চর্য্য ভাব মনে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। অন্যান্য ব্রাহ্মবন্ধুগণের এই খাসিয়া গানগুলি কিরূপ অনুবাদিত হইয়াছে দেখিবার জন্য কৌতূহল জন্মিতে পারে, তাঁহাদের কৌতূহল নিরাকরণের জন্য আমি নিম্নে একটী গানের প্রথম চারি লাইন উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই গানটী বাঙ্গালা "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা" গানের অনুবাদ।

"মামে উলুব্ মেও্ কারা জঙ্গা, মেস্থক্ বপ্রাও ব্যামজুকুট
বান পিন্নি লিন্তি হারি জিংমুক্, মে পিন্তীও্ শাইন্ নাক্টুট্ সাকুট্
মেইয়াই ফিরনাই থুক্ থুক্, শেনো শেনো রু বাঙাডন্
মেবা পিন্ডাম্ ইয়া কা জিংরেম্, মেবাপিন্ বেইত্ জিং তিপ্ জিং মুট্।"

আমি খাসিয়া ভাষার অনভিজ্ঞ বলিয়া উপদেশ এবং প্রবন্ধের সার মর্ম্ম প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

বিগত আগষ্ট মাসে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এস্থানে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবহারে ও উপদেশে আমরা সকলেই, বিশেষতঃ খাসিয়া বন্ধুগণ যারপর নাই প্রীত ও উৎসাহিত হইয়াছিলেন। ইহাঁদের ঐ উৎসাহ এখনও সজীব আছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট আমরা একজন প্রচারকের আগমনের কথা প্রায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে শুনিয়া বড়ই আশ্বস্ত হইয়াছিলাম; কিন্তু অনেক দিন অতিবাহিত হইয়াছে এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা না শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। এই উৎসব উপলক্ষে ও একজন স্থায়ী প্রচারকের অভাব বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছি। এস্থলে একজন স্থায়ী প্রচারক একমনে যত্ন করিলে ভবিষ্যতে অনেক কার্য্য করিতে সক্ষম হইবেন এরূপ আশা আছে। এরূপ কোনও প্রচারক ভিন্ন এখানে বিশেষ সুবিধা হইবে আশা করা যায় না, কারণ এখানে সকলই ধর্ম্ম প্রচারকদিগের সম্পূর্ণ পৃথক আদর্শ দেখিয়াছেন। এক এক জন খৃষ্টান মিশনারী কেবল ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—ধর্ম্মের জন্য নিজের দেশ ছাড়িয়া, ভাষা ভুলিয়া, আত্মীয় বন্ধুর মায়া পাশা ছিন্ন করিয়া এই পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতেছেন। যাঁহারা আজীবন এইরূপ খাঁটি সাধুতা, ধর্ম্মভাব, স্বার্থত্যাগ ও পরোপকার দেখিয়া আসিতেছেন তাঁহারা এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে সেইরূপ না দেখিলে মোহিত হইবেন কেন? তাই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নিকট আমাদের একান্ত অনুরোধ তাঁহারা অগৌণে এই প্রস্তাবে মনোযোগ প্রদান করেন।

নিবেদক—

২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৭। শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শিলং।

# সম্পাদকীয় মন্তব্য।

কার্য্য নির্ব্বাহক সভা এবৎসর প্রচার কার্য্য সম্বন্ধে কিরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, পাঠক সংবাদ স্তম্ভে তাহা দেখিতে পাইবেন। এই উপলক্ষে আমাদের একটী বক্তব্য এই যে প্রচারক এবং আচার্য্যের কার্য্য এক ব্যক্তির দ্বারা এক কালে সুসম্পন্ন হইতে পারে না। প্রচারকের কার্য্য ও আচার্য্যের কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন, আমরা ইটি অনেক সময় ভুলিয়া যাই। প্রচারকের কার্য্য অপেক্ষাকৃত বহুসংখ্যক লোকের মধ্যে সাধারণ ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও সাধন প্রণালী প্রচার করা; আচার্য্যের কার্য্য একটী নির্দ্দিষ্ট উপাসক মণ্ডলীর বিশেষ আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করা, যাহাতে সে মণ্ডলী মধ্যে আধ্যাত্মিক জীবন ঘনীভূত হয় তাহার চেষ্টা করা। ইহাই আচার্য্যের বিশেষ এবং প্রায় একমাত্র কার্য্য হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্য কেবল সাপ্তাহিক উপাসনা ও উপদেশ দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। আচার্য্যকে মণ্ডলীর সভ্যদিগের সহিত ঘনিষ্টভাবে মিশিতে হইবে, তাঁহাদের সহিত সর্ব্বদা ধর্ম্মালোচনা করিতে হইবে, তাঁহাদের সুখদুঃখে সম্পদবিপদে সহানুভূতি দিতে

হইবে। মণ্ডলীরও সর্ব্বতোভাবে আচার্য্যের কার্য্যে সাহায্য করা আবশ্যক। কলিকাতার উপাসক মণ্ডলী সম্বন্ধে এরূপ ব্যবস্থা কোথায়? এরূপ ব্যবস্থা না করিলে আমাদের আধ্যাত্মিক অভাব দূর হইবার আশা দেখি না।

---

সৎকার্য্য করিবার সাধ্য ও সুবিধা থাকিতে সৎকার্য্য না করা যেমন অন্যায়, জ্ঞানোপার্জ্জনের সাধ্য ও সুবিধা থাকিতে অজ্ঞানী থাকাও তেমনি অন্যায়। দুঃখের বিষয় ইটী আমরা অনেক সময়ই বুঝি না। অনেকের কাছে অজ্ঞানতা একটা ঘৃণার বস্তুই নহে। ইচ্ছাকৃত পাপ লজ্জায় অধোবদন হয়, কিন্তু ইচ্ছা বা আলস্য-প্রসূত অজ্ঞানতা লজ্জিত হওয়া দূরে থাক্ নিজের চিরসঙ্গী অহংকারের স্কন্ধে ভর করিয়া মস্তক উন্নত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। উচ্চ-স্তর জ্ঞানের কথা দূরে থাক, সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধেই মধ্যে মধ্যে কি লজ্জাকর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। বর্ত্তমান সময়ে দেশে থাকিয়া দেশের সাধারণ সংবাদ না জানা একটী লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে করা হয়। অপেক্ষাকৃত অধিক শিক্ষিত দলের মধ্যে দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণ অভিজ্ঞতা না থাকা লজ্জার বিষয়। কিন্তু আমরা সময়ে সময়ে দেখিয়া আশ্চর্য্য হই কতকগুলি ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সম্বন্ধে সংবাদ না রাখাটাকে কিছুই লজ্জার বিষয় মনে করেন না। মধ্যে মধ্যে গুরুতর কার্য্যভার প্রাপ্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মদিগকে সমাজের ধর্ম্ম-সাহিত্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ দেখিয়া ততোঽধিক বিস্মিত হই। এই সকল লজ্জাকর দৃষ্টান্ত অবিলম্বে দূর হওয়া আবশ্যক।

---

বিগত ফাল্গুণ মাসের "নব্যভারত" পত্রে "যৌবন বিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পড়িয়া আমরা নিতান্ত বিস্মিত হইলাম। কেবল আমরা নহি, ব্রাহ্ম সমাজের বিশেষজ্ঞ অনেক ব্যক্তিই ইহা পাঠ করিয়া একান্ত বিস্মিত হইয়াছেন। কোন ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী শিথিল-বিবেক ব্যবসায়ী সংবাদ পত্রে এরূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে কেহই বিস্মিত হইত না, কিন্তু একজন অপেক্ষাকৃত পুরাতন ব্রাহ্মের সম্পাদিত পত্রে কিরূপে এরূপ অত্যুক্তি ও অসার কল্পনা-দূষিত প্রস্তাবের স্থান হইল ইহা নিতান্তই বিস্ময়ের কথা। "নব্যভারত" সম্পাদকের অপেক্ষা "তত্ত্বকৌমুদী" সম্পাদক ও লেখকদিগের ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা অধিক বই অল্প নহে, সুতরাং উক্ত প্রস্তাবকে "অত্যুক্তি ও কল্পনা-দূষিত" বলিতে আমরা কিছুই সঙ্কুচিত হইতেছি না। আমরা জানি ব্রাহ্মসমাজ স্বর্গ নহে, অথবা স্বর্গ হইলেও, স্বর্গেও কদাচিৎ অসুর প্রবেশ করে। কিন্তু ইহা বলা এক কথা, আর উক্ত প্রস্তাব লেখক অসংযত ও কবিত্ব-প্রবণ লেখনীর সাহায্যে ব্রাহ্মসমাজকে যেরূপ কদর্য্য বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন, তাহা আর এক কথা। এরূপ লেখাতে আর কিছু হউক না হউক, ইহাতে লেখক এবং কাগজের প্রতি চিন্তাশীল বুদ্ধিমান পাঠকদিগের অশ্রদ্ধা জন্মান অনিবার্য্য। ব্রাহ্মসমাজের উপকার করাই যদি লেখকের উদ্দেশ্য হয়, তিনি ব্রাহ্মসমাজের কোন সামাজিক সভায় এই বিষয় আলোচনার জন্য উপস্থিত করিলেই পারিতেন। সাধারণ পাঠকের সহিত এই বিষয়ের কি সম্পর্ক? আর, যিনি অত্যুক্তি ও কল্পনা-দূষিত ভাষায় ঘরের নিন্দা বাহিরে কীর্ত্তন করেন, তিনি শত্রু মিত্র উভয়েরই অবিশ্বাস ভাজন হন। ঘরের লোক স্বভাবতঃই তাঁহাকে অবিশ্বাস করে, বাহিরের লোক তাঁহার অবিবেচনা ও অদূরদর্শিতা দেখিয়া হাস্য করে।

---

আধ্যাত্মিক উন্নতি বিবাহের শ্রেষ্ঠতম লক্ষ্য এবং আধ্যাত্মিক যোগ ও ঘনিষ্ঠতা বিবাহের উচ্চতম আদর্শ, ইহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু যে স্থলে এই উদ্দেশ্য সুস্পষ্টরূপে বর্ত্তমান নাই অথবা এই যোগ সংস্থাপিত হয় নাই, সে স্থলে যে বিবাহকে বিবাহ না বলিয়া কোন অকথ্য নামে অভিহিত করিব তাহা নহে। এরূপ করিলে কেবল স্থূল-দর্শিতারই পরিচয় দেওয়া হয়। এরূপ করিলে পৃথিবীর অতীব অল্প সংখ্যক বিবাহ বিবাহ নামের উপযুক্ত হয়। আধ্যাত্মিকতা মানব জীবনের উচ্চতম লক্ষ্য,সন্দেহ নাই; কিন্তু উচ্চতম লক্ষ্য আয়ত্ত করা জাতি এবং ব্যক্তি উভয়ের পক্ষেই বহু সময় ও সাধন সাপেক্ষ। মানব জাতি আধ্যাত্মিকতা বস্তুটা কি তাহা বুঝিবার বহু পূর্ব্বেই বিধাতার নিয়মে বিবাহের আবশ্যকতা বোধ করে ও বিবাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। কেবল জাতি নহে, পৃথিবীর অধিকাংশ ব্যক্তিকেও বিধাতা আধ্যাত্মিকতার আস্বাদন না দিয়াও বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতেছেন; এবং স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রকৃত আধ্যাত্মিক ঘনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত না করিয়াই পৃথিবী হইতে অবসৃত করিতেছেন। এই সকল দেখিয়া আমাদের লক্ষ্য খাট হইতেছে না, কেবল এই শিক্ষা পাওয়া যাইতেছে যে লক্ষ্য সিদ্ধ হওয়া দু দিনের কর্ম্ম নহে, এবং বিবাহ কেবল একটা আধ্যাত্মিক ব্যাপার নহে, ইহার একটা সামাজিক দিকও আছে এবং জগতের বর্ত্তমান অবস্থাতে অধিকাংশ লোকের নিকট ঐ দিকটাই সমধিক উজ্জ্বল। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় বিধাতার নিগূঢ় বিধানে এই সামাজিকতা আধ্যাত্মিকতারই সোপান মাত্র। কিন্তু যাঁহারা ইটী না বুঝিয়াও কেবল পবিত্র প্রীতি সহানুভূতি ও জীবনে সাধারণ সহযোগিতার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বিবাহিত হয় তাঁহাদের বিবাহও বিবাহ ভিন্ন আর কোন নামের উপযুক্ত নহে এবং এরূপ বিবাহে যোগ দেওয়া ও সাহায্য করা কিছুই অন্যায় নহে। তবে বিবাহ মাত্রই সুনীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। এই সহজ কথা কে না বুঝে? মানুষকে ইহা সবিস্তারে বুঝাইতে যাওয়া সময় নষ্ট মাত্র। আর যদি কেহ ইহা না বুঝে, যদি কেহ এত দূর বিকৃত-হৃদয় হয়, তাকে বুঝাইতে গেলেও সে বুঝিবে না।

## নূতন পুস্তক।

আমরা নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি উপহার পাইয়াছি। সময়াভাবে আমরা বিশেষ সমালোচনা করিতে অসমর্থ।

১। নীতিমালা—হাবাসপুর নিবাসী শ্রীপ্রতাপচন্দ্র নাগ

প্রণীত। সাম্য যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৵০। ইহাতে কতিপয় সদোপদেশপূর্ণ আখ্যায়িকা ও প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

২। মহাপুরুষ জীবনী—সখা যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ।০ আনা।০ ইহাতে মহাত্মা বুদ্ধদেব ও ঈশার সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়াছে। লেখা অতি উত্তম ও প্রীতিকর হইয়াছে; বাহ্যদৃশ্যও অতি পরিস্কার।

৩। সত্যদাসের ধর্ম্মপ্রসঙ্গ, প্রথম ভাগ—সত্যদাস বিরচিত। ধর্ম্মবন্ধু কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ আনা। আখ্যায়িকা, প্রাকৃতিক বর্ণনা, ও উপদেশ সম্বলিত প্রবন্ধময় গ্রন্থ। নূতন ধরণের লেখা; আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ভাবোদ্দীপনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

৪। পৌরাণিক আখ্যায়িকা, ১ম সংখ্যা—ধর্ম্মবন্ধু কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক আনা। ইহাতে রত্নাকর ও হরিশ্চন্দ্র বিষয়ক পৌরাণিক আখ্যায়িকা সুন্দর ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

৪। লহরী—শ্রীমতী কুমুদিনী বসু-প্রণীত। ঢাকা স্যমন্তক যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৷৷০ আনা। অতি অল্প বয়স্কা ব্রাহ্মিকা ব্রতীর কবিতা লেখায় অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও আনন্দিত হইলাম। আগামী বারে ২।১টী কবিতা উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা রহিল।

৬। [illegible]জল—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বসু প্রণীত। জি, সি, রায় এণ্ড কোম্পানির প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা। পদ্যময় ক্ষুদ্র গ্রন্থ; বাহ্য দৃশ্য অতি সুন্দর। গ্রন্থকার "সংসারী" "উন্নত" "যোগী" "শোকার্ত্ত" "পাপী" "তাপী" "দীন" শীর্ষক সাত সর্গে সাত প্রকার লোককে সান্ত্বনা দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আশা করি অনেকে ইহা পড়িয়া শান্তি পাইবেন। কবিতা গুলি সকল স্থানে মার্জ্জিত হয় নাই।

৭। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের জীবন-চরিত—শ্রীজগদ্বন্ধু মৈত্র প্রণীত। ব্রাহ্মমিসন প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। আমরা পুস্তক খানি দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। ভবিষ্যতে বিশেষ সমালোচনার ইচ্ছা রহিল।

৮। ভক্তি ও ভক্ত—পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহোদয় কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত। বারাণসী ধর্ম্মামৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৷৷৵০ আনা। ইহার প্রথম খণ্ডে ভক্তি শাস্ত্রোক্ত লক্ষণাদি ব্যাখ্যাত ও দ্বিতীয় খণ্ডে কতিপয় প্রসিদ্ধ নামা ভক্তের জীবনচরিত বর্ণিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে বিশেষ সমালোচনার ইচ্ছা রহিল।

## সংবাদ।

প্রচারকার্য্য—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা বর্ত্তমান বৎসরের জন্য নিম্নলিখিতরূপে প্রচারক মহাশয়দিগের কার্য্য বিভাগ করিয়াছেন:—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—কলিকাতা, হুগলি, ২৪-পরগণা ও নদিয়া। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—পশ্চিম-বাঙ্গালা ও বেহার। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন—আসাম ও উত্তর-বাঙ্গালা। বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস—পূর্ব্ব-বাঙ্গালা। বাবু শশিভূষণ বসু—বাগআঁচড়া, যশোহর ও খুলনা। বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—উড়িষ্যা। পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী—পঞ্জাব। বাবু লক্ষ্মণপ্রসাদ ও বজ্রং-বেহারী—বেহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ।

বোর্ডিংস্কুল—একজন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন:—বরাহনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সস্ত্রীক উদ্যোগী হইয়া, নিজ বাটীতে বিধবাদিগের জন্য একটী বোর্ডিংস্কুল স্থাপনের সূত্রপাত করিয়াছেন। সচ্চরিত্রা হিন্দু বাল-বিধবাগণ এই বিদ্যালয়ে ছাত্রীরূপে গৃহীত হইবেন। তদ্ভিন্ন মফস্বলের ব্রাহ্মগণ স্ব স্ব কুমারী বা বিধবা কন্যাদিগকে অল্পব্যয়ে এই বিদ্যালয়ে রাখিয়া শিক্ষা প্রদান করিতে পারিবেন। ছাত্রীদিগকে বাঙ্গালা ও ইংরেজী লেখাপড়া, শিল্প ও গৃহকার্য্যাদি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সকল শিক্ষা প্রদত্ত হইবে। ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইবে। যাঁহারা এই বিদ্যালয়ে ছাত্রী প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শশিপদ বাবুর নিকট পত্র লিখিলেই বিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

মৃত্যু—আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বিগত ৬ই মার্চ্চ রবিবার কুমারখালি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক বাবু রামধন মজুমদার পরলোক গমন করিয়াছেন। স্বর্গীয় বন্ধু ব্রাহ্মসমাজের একজন পুরাতন সভ্য ও উৎসাহী কর্ম্মঠ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার বয়স ষাট বৎসরের অধিক হইয়াছিল। ঈশ্বর তাঁহার আত্মাকে শান্তি দান করুন।

নামকরণ—বিগত ১৩ই মার্চ্চ রবিবার সাহাপুর নিবাসী বাবু বৈকুণ্ঠনাথ রায়ের পুত্রের নাম করণ সম্পন্ন হইয়াছে। বালকের নাম বিধুভূষণ রাখা হইয়াছে।

কৃষ্ণনগর—কৃষ্ণনগরস্থ ছাত্র সমাজের বিশেষ আহ্বানে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় গত ১৪ই মার্চ্চ তথায় গমন করেন। উপাসনা নগর-সংকীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল। সমাজগৃহে "উৎপীড়ন" সম্বন্ধে উপদেশ হয় এবং ইংরেজী বঙ্গ-বিদ্যালয়-গৃহে "আধুনিক ধর্ম্মান্দোলন ও ইহার ভাবী ফল" সম্বন্ধে প্রকাশ্য বক্তৃতা হয়।

*.* স্থানাভাবে এবারেও আমাদিগকে কতক গুলি সংবাদ রাখিয়া দিতে হইল।

### তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি

(গত প্রকাশিতের পর)

| নাম | স্থান | মূল্য |
|---|---|---|
| বাবু শ্রীনাথ গুহ | পটুয়াখালী | ৩৲ |
| ,, রসিকলাল চট্টোপাধ্যায় | সিমলাহীল | ৩৲ |
| ,, বিজয়চন্দ্র মজুমদার | বামড়া | ২৸০ |
| ,, হরিমোহন চক্রবর্ত্তী | কুলাঘাট | ২৲ |
| ,, কৈলাশচন্দ্র দাস | হাইলাকান্দি | ১৷৷০ |
| ,, কুঞ্জলাল নাগ | ঢাকা | ৩৲ |
| ,, নবীনচন্দ্র ঘোস | চেতলা | ২৲ |
| ,, সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ | রাঁচি | ৩৲ |
| ,, কেদারনাথ রায় | মানিকতলা | ৷৷০ |
| শ্রীমতী কামিনী সেন | পালং | ৩৲ |
| বাবু মথুরচন্দ্র নন্দী | কলিকাতা | ৩৲ |
| ,, মহেন্দ্রনাথ সরকার | বেনারস | ৩৲ |
| ,, চারুচন্দ্র গোস্বামী | খরসান | ৩৲ |
| ,, মনোমোহন বিশ্বাস | কৃষ্ণনগর | ২৲ |
| ,, বঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী | রাজসাহী | ৷৷০ |
| ,, নিবারণচন্দ্র দাস | মানিকদহ | ১৷৷০ |

১৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিসন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে ১৬ই চৈত্র প্রকাশিত।